ইনফার্নো

ড্যান ব্রাউন

অনুবাদ: মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সিম্বলজিস্ট রবার্ট ল্যাংডন জ্ঞান ফিরে নিজেকে আবিষ্কার করলো ফ্লোরেন্স শহরে। তার কি হয়েছে, কি ঘটেছে কিংবা কিভাবে এখানে এলো সে-সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। স্মৃতিভ্রষ্ট ল্যাংডনের মাথায় প্রতিধ্বণিত হতে থাকে একটি কথা : 'খুঁজলেই পাবে।' তার জামার পকেটে পাওয়া যায় অদ্ভুত আর ভীতিকর একটি জিনিস। এটা কোত্থেকে এলো তাও সে জানে না। তারপর ঘটতে থাকে একের পর এক সহিংসতা। ঘটনাচক্রে তার সাথে জড়িয়ে পড়ে অদ্ভুত এক মেয়ে। তারা দু'জন জীবন বাঁচাতে পালিয়ে বেড়ায়, সেইসঙ্গে রহস্যের সমাধান করতে থাকে একটু একটু করে। অবশেষে সত্যটা যখন জানতে পারে তখন বুঝতে পারে শুধু তাদের জীবনই নয়, পুরো মানবজাতি মারাত্মক এক হুমকির মুখে নিপতিত।

দ্য দা ভিঞ্চি কোড আর *লস্ট সিম্বল*-এর পর পাঠকের সামনে আবারো উপস্থিত জনপ্রিয় চরিত্র রবার্ট ল্যাংডন। ড্যান ব্রাউনের *ইনফার্নো* পাঠককে আরো একবার জড়িয়ে ফেলবে কোড, সিম্বল, ইতিহাস আর গোলকধাঁধাতুল্য ষড়যন্ত্রের জালে।

'থ্রিলে ভরপুর...সমস্ত বইজুড়ে অ্যাডভেঞ্চার আর অভিযান ছড়িয়ে আছে যা মি: ব্রাউন বেশভালোভাবেই সৃষ্টি করতে পেরেছেন'

–*নিউইয়র্ক টাইমস*

'দ্রুতগতির, চাতুর্যপূর্ণ, তথ্যসমৃদ্ধ...ড্যান ব্রাউন বুদ্ধিদীপ্ত থৃলারের মাস্টার'

–*দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল*

'প্রাচীন ইতিহাস আর বৈশ্বিক ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে ব্রাউনই সেরা... তবে এবার কোনো গুপ্ত ইতিহাস নয়...নিকট ভবিষ্যতের গা শিউরে ওঠার মতো একটি দুর্যোগের কথা...যার ব্যাপারে আমরা বালিতে মুখ গুঁজে আছি'

–*ওয়াশিংটন পোস্ট*

'ব্রাউন আমাদেরকে প্রচুর ইতিহাস আর সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করান...তবে গল্পটাই সব সময় প্রাধান্য পায় তার কাছে। *ইনফার্নোর* বেলায়ও এ কথা প্রযোজ্য'

–*দ্য বোস্টন গ্লোব*

'ভয়ঙ্কর আনন্দ...*ইনফার্নোর* জাল বোনা হয়েছে কোডেড মেসেজ, শিল্প-ইতিহাস, বিজ্ঞান আর ডুমস ডে'র উপর ভিত্তি করে'

–*ডেইলি নিউজ*

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

ISBN 984872960-7
9 789848 729601

সর্বকালের সেরা বিক্রিত বই *দ্য দা ভিঞ্চি কোড*-এর লেখক ড্যান ব্রাউন-এর জন্ম আমেরিকায়।
সম্প্রতি টাইম ম্যাগাজিনের নির্বাচনে বিশ্বের সবচাইতে প্রভাবশালী ১০০ ব্যক্তির তালিকায় তার নাম স্থান পেয়েছে।
দ্য দা ভিঞ্চি কোড উপন্যাসটি এ পর্যন্ত বাংলা ভাষাসহ ৪১টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে আর বিক্রি হয়েছে ১১০ মিলিয়ন কপিরও বেশি।
ড্যান আমহার্স্ট থেকে গ্র্যাজুয়েশন ক'রে ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে কিছুদিন চাকরি করেছেন। প্রেসিডেন্ট পদক পাওয়া গণিতের অধ্যাপক এবং ধর্মীয় সঙ্গীতকার মায়ের সন্তান হিসেবে বিজ্ঞান আর ধর্মের বিরোধপূর্ণ দর্শনের মধ্যে বেড়ে ওঠেছেন ড্যান ব্রাউন।
কোড ব্রেকিং আর ছদ্মবেশি সরকারি এজেন্সির প্রতি তার প্রচণ্ড আগ্রহের জন্যই *দ্য দা ভিঞ্চি কোড* লিখেছেন।
বর্তমানে তিনি আর্ট হিস্টোরিয়ান এবং চিত্রশিল্পী স্ত্রী কেইট ব্লাইথের সাথে আমেরিকার নিউ ইংল্যান্ডে বসবাস করছেন।
২০১০ সালে *দ্য দা ভিঞ্চি কোড*-এর বহুল প্রতীক্ষিত সিকুয়েল *দ্য লস্ট সিম্বল* প্রকাশিত হলে যথারীতি জনপ্রিয়তা লাভ করে।

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন-এর জন্ম ঢাকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইন্সটিটিউটে এক বছর পড়াশোনা করলেও পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে মাস্টার্স সম্পন্ন করেন।

বিশ্বমানের অসংখ্য জনপ্রিয় থৃলার অনুবাদ করার পর অবশেষে তার পর পর পাঁচটি মৌলিক থৃলার নেমেসিস, কন্ট্রাক্ট, নেক্সাস, কনফেশন এবং জাল প্রকাশিত হলে বিপুল পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে। সেই অনুপ্রেরণা থেকে বর্তমানে তিনি বেশ কয়েকটি মৌলিক থৃলার লেখার কাজ করে যাচ্ছেন। তার পরবর্তী থৃলার উপন্যাস *১৯৫২, পহেলা বৈশাখ, নেক্সট,* এবং *ম্যাজিশিয়ান* প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে।

সাড়া জাগানো উপন্যাস দ্য দা ভিঞ্চি কোড, লস্ট সিম্বল, ইনফার্নো, গডফাদার, বর্ন আইডেন্টিটি, বর্ন আলটিমেটাম, দ্য ডে অব দি জ্যাকেল, দ্য সাইলেন্স অব দি ল্যাম্বস্, রেড ড্রাগন, ডিসেপশন পয়েন্ট, আইকন, মোনালিসা, পেলিকান বৃফ, এ্যাবসলিউট পাওয়ার, ওডেসা ফাইল, ডগস অব ওয়ার, অ্যাভেঞ্জার, দান্তে ক্লাব, দ্য কনফেসর, স্লামডগ মিলিয়নেয়ার, দ্য গার্ল উইথ দি ড্রাগন টাট্টু, ফায়ারফক্স এবং দ্য এইটসহ বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ অনুবাদও করেছেন তিনি।

e-mail:
naazims2006@yahoo.com
Facebook:
http://www.facebook.com/mohammad.n.uddin

অনুবাদ : মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

নরকের সবচাইতে অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গাটি তাদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে যারা ভালো আর মন্দের সংঘাতের সময় নিজেদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখে ।

তথ্যঃ

এ বইয়ে উল্লেখিত সমস্ত শিল্পকর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ সত্যি।

'দ্য কনসোর্টিয়াম' একটি বেসরকারী সংগঠন, বিশ্বের সাতটি দেশে এর অফিস রয়েছে। আসল নামটি নিরাপত্তা এবং প্রাইভেসির কারণে বদলে দেয়া হলো।

দান্তে অলিঘিয়েরির মহাকাব্য *দ্য ডিভাইন কমিডি*'তে *ইনফার্নো* হলো ভূগর্ভস্থ একটি জগৎ, যেটাকে নরক হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, ছায়া নামের কিছু অস্তিত্ব সেখানে বিরাজ করে-তারা জীবিত এবং মৃতের মাঝখানে ফাঁদে পড়ে যাওয়া আত্মা।

মুখবন্ধ

আমি সেই ছায়া।
বিচরণ করি বিষাদময় শহরে।
আজন্ম বিষাদের মধ্য দিয়ে আমি ঘুরে বেড়াই সেখানে।

আরনো নদীর তীর ধরে আমি দম ফুরিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি...বাম দিকে ভায়া দেই কাস্তেলানির দিকে মোড় নিয়ে ছুটে চললাম উত্তরে, উফিজ্জির অন্ধকারের ভেতর দিয়ে।

তারপরও ওরা আমার পিছু ছাড়ছে না।

বিরামহীন দৃঢ়তার সাথেই ওরা আমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, ক্রমশ বাড়ছে ওদের পায়ের আওয়াজ।

অনেক বছ ধরে ওরা আমার পিছু নিচ্ছে। ওদের এই কর্মকাণ্ডের জন্য মাটির নীচে থাকতে হয়েছে আমাকে...বাধ্য হয়ে বেছে নিতে হয়েছে প্রায়শ্চিত্তের জীবন...মাটির নীচে খেটে মরতে হয়েছে থানিক দানবের মতো।

আমি সেই ছায়া।

এখানে মাটির উপর উঠে এসে উত্তর দিকে দৃষ্টি মেললাম কিন্তু ভোরের আলো বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাপেনাইন পাহাড়, তাই মুক্তির পথ খুঁজে পেলাম না।

সুউচ্চ মিনার আর এক কাটার ঘড়ির পালাজ্জো অতিক্রম করলাম আমি...খুব সকালে পিয়াজ্জা দি সান ফিরেনজিতে সুস্বাদু খাবার বিক্রেতা আর তাদের কর্কশ কণ্ঠের মাঝে দিয়ে সাপের মতো এঁকেবেঁকে ছুটে চললাম। বারগেল্লোর সামনে এসে পশ্চিম দিকে গেলাম বাদিয়ার সর্পিল গলি ধরে, তারপর হাজির হলাম সিঁড়ির গোড়ায় থাকা লোহার দরজার সামনে।

এখানে এসে সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে ফেলতে হয়।

হাতলটা ঘুরিয়ে ঢুকে পড়লাম ভেতরে, জানি ফিরে যাবার কোনো উপায় নেই। আমার ভারি পা দুটোকে তাড়া দিলামস সঙ্কীর্ণ আর সর্পিলভাবে উপরের দিকে উঠে যাওয়া ক্ষয়িষ্ণু মার্বেলের সিঁড়িগুলো দিয়ে ওঠার জন্য।

নীচ থেকে কণ্ঠস্বরগুলো প্রতিধ্বনি করলো। আকুতি জানালো।

তারা আমার পেছনেই, অনড় আর ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে।

তারা যেমন জানে না কি ঘনিয়ে আসছে...তেমনি জানে না আমি তাদের সাথে কী করেছি!

অকৃতজ্ঞের দেশ!

উপরে উঠতেই হিমশিম খেয়ে দেখতে পেলাম...কামার্ত দেহগুলো কুকড়ে আছে অগ্নিবৃষ্টিতে, স্ফীত আত্মাগুলো ভাসছে জঘন্য মূত্রে, অবিশ্বস্ত খলেরা শয়তানের বরফশীতল হাতে বন্দী।

কোনোমতে শেষ ধাপ পেরিয়ে যখন উপরে উঠে এলাম তখন গুমোট ভোরে মৃতপ্রায় আমি।

মাথা সমান উঁচু দেয়ালের দিকে দৌড়ে গিয়ে ফুটোয় রাখলাম চোখ। নীচে, বহু দূরে সেই প্রিয় শহর যেখানে আমি আমার শান্তির নীড় নির্মাণ করেছিলাম সবার অগোচরে, যেখান থেকে ওরা আমাকে নির্বাসন দিয়েছে।

কণ্ঠস্বরগুলো ডাকলো আমায়, ওরা প্রায় চলে এসেছে আমার নাগালে। "কী পাগলের মতো কাণ্ড করছো তুমি!"

পাগলামি জন্ম দেয় পাগলামির।

"ঈশ্বরের দোহাই লাগে," চিৎকার করে বললো ওরা, "ওটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছো আমাদের বলো!"

ঈশ্বরের দোহাই, আমি তা বলবো না।

থমকে দাঁড়ালাম এককোণে, হিমশীতল পাথরের দেয়ালে পিঠ দিয়ে। ওরা আমার সবুজ চোখের দিকে তাকালো, ওদের অভিব্যক্তি বদলে গেলো মুহূর্তে, আর কোনো আকুতির বালাই নেই, শুধুই হুমকি। "তুমি আমাদের পদ্ধতিগুলো জানো। ওটা কোথায় আছে তা বলার জন্য তোমাকে বাধ্য করতে পারি।"

এ কারণেই আমি স্বর্গে আরোহন করছি।

হুট করে ঘুরে প্রান্তসীমা খামচে ধরে হাটুর উপর ভর দিয়ে সঙ্কীর্ণ খাঁজে কোনোরকমে নিজেকে দাঁড় করালাম। *আমাকে এই ফাঁকা জায়গায় পথ দেখাও, প্রিয় ভার্জিল।*

ওরা সামনে এগিয়ে এসে অবিশ্বাসে চেয়ে রইলো, আমার পা ধরতে চাইলো কিন্তু ভরসাম্য হারিয়ে পড়ে যাবো এই ভয়ে বিরত রাখলো নিজেদেরকে। মরিয়া হয়ে ওরা আমার কাছে কাকুতি-মিনতি জানালো, কিন্তু আমি ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। *আমি জানি আমাকে কি করতে হবে।*

আমার অনেক নীচে, অসীম গহ্বরের মতো দেখাচ্ছে লাল রঙের টাইলের ছাদটা, যেনো দাবানলের মতো সমভূমিকে প্রজ্জ্বলিত করে রেখেছে, যেখানে একসময় গিওত্তো, দোনাতেল্লো, ব্রুনেলেশি, মাইকেলাঞ্জেলো আর বত্তিচেল্লি নামের দৈত্যেরা ঘুরে বেড়াতেন।

একটু একটু করে পা বাড়িয়ে প্রান্তসীমা দিয়ে এগিয়ে গেলাম আমি।

"নেমে এসো!" চিৎকার করে বললো ওরা। "এখনও সময় আছে!"

ওহে মূর্খের দল! তোমরা কি ভবিষ্যৎ দেখতে পাও না? তোমরা কি আমার সৃষ্টির মহিমা অনুধাবন করতে পারছো না? অনুধাবন করতে পারছো না অপরিহার্যতাকে?

আমি খুশিমনেই এই চূড়ান্ত আত্মত্যাগ করবো...এর মাধ্যমেই আমি ধূলিসাৎ করে দেবো তোমাদের খুঁজে পাবার সমস্ত আশা।

আর কখনওই তোমরা ওটা খুঁজে পাবে না।

শত শত ফুট নীচে পিয়াজ্জার নুড়ি পাথরগুলো শান্ত সমুদ্রের মতোই বিকিরিত করছে। আমি আর কতোটা সময় টিকে থাকতে পারবো...কিন্তু সময় এমনই এক পণ্য যা আমার বিশাল ঐশ্বর্যের বিনিময়েও কেনা সম্ভব নয়। শেষ মুহূর্তগুলোতে আমি নীচের পিয়াজ্জার দিকে তাকিয়ে যা দেখতে পেলাম সেটা আমাকে ঘাবড়ে দিলো।

আমি দেখতে পেলাম তোমার মুখ।

অন্ধকার থেকে তুমি আমার দিকে চেয়ে আছো। তোমার চোখ দুটো শোকগ্রস্ত তারপরও আমি যা করেছি তার জন্যে সেই দু'চোখে এক ধরণের শ্রদ্ধার আভাস। তুমি বুঝতে পেরেছো আমার কোনো উপায় ছিলো না। মানবজাতিকে ভালোবাসি বলেই আমার মাস্টারপিসটাকে রক্ষা করতে হবে।

এখনও ওটা বাড়ছে...অপেক্ষা করছে...এক রক্তলাল জলাধারের নীচ থেকে জ্বলজ্বল করছে...যেখানে প্রতিফলিত হয় না আকাশের তারা।

আর তাই আমি তোমার থেকে আমার চোখ সরিয়ে ফেললাম, তাকালাম দিগন্তের পানে। এই ভারাক্রান্ত পৃথিবীর অনেক উপরে আমি আমার শেষ প্রার্থনা করবো ঈশ্বরের কাছে।

প্রাণপ্রিয় ঈশ্বর, আমি প্রার্থনা করি এই দুনিয়া যেনো আমাকে মহাপাপী হিসেবে স্মরণ না করে, তারা যেনো আমাকে স্মরণ করে একজন ত্রাতা হিসেবে, তুমি তো জানো আমি সত্যি তাই। প্রার্থনা করি, আমি যা রেখে যাচ্ছি মানবজাতি যেনো সেটা অনুধাবন করতে পারে।

আমার এই দান হলো ভবিষ্যৎ।

আমার এই দান মোক্ষ।

আমার দান ইনফার্নো।

এই বলে আমি বিড়বিড় করে আমেন বলে অতল গহ্বরের দিকে পা বাড়ালাম।

অধ্যায় ১

স্মৃতিগুলো ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হলো... যেনো সুগভীর কোনো কুয়োর গহ্বর থেকে উঠে আসা বুদবুদের মতো।

ঘোমটা দেয়া এক নারী।

প্রবাহমান লাল টকটকে রক্ত-নদীর ওপার থেকে রবার্ট ল্যাংডন ঐ নারীর দিকে তাকালো। নদীর ওপারে তার মুখোমুখি নিশ্চল আর সম্ভ্রমের সাথে দাঁড়িয়ে আছে, একটা চাদরে ঢেকে রেখেছে মুখ। তার হাতে নীল রঙের *টাইনিয়া* কাপড়, পায়ের কাছে থাকা লাশের সমুদ্রকে সম্মান জানানোর জন্য ওটা তুলে ধরেছে সে। চারপাশে ভেসে বেড়াচ্ছে মৃতের গন্ধ।

খুঁজুন, ফিসফিস করে বললো সেই নারী। *তাহলেই পাবেন।*

কথাগুলো ল্যাংডন এমনভাবে শুনতে পেলো যেনো তার মাথার ভেতরে উচ্চারিত হয়েছে। "আপনি কে?" চিৎকার করে বললেও তার মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের হলো না।

সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে, ঐ নারী আবারো ফিসফিসিয়ে বললো, *খুঁজলেই পাবেন।*

নদীর দিকে এক পা বাড়ালো ল্যাংডন কিন্তু দেখতে পেলো পানির রঙ রক্তবর্ণের আর এতোটাই গভীর যে পার হতে পারবে না।

মহিলা তার দিকে এগিয়ে এলো, বাড়িয়ে দিলো সরু দু'হাত, যেনো সাহায্যের ইঙ্গিত।

"আপনি কে?" আবারো চিৎকার করে বললো ল্যাংডন।

এর প্রতিক্রিয়ায় মহিলা আস্তে করে তার ঘোমটা খুলে মুখ দেখালো। অসম্ভব সুন্দর একজন নারী, অবশ্য ল্যাংডন যেমনটি আশা করেছিলো তারচেয়ে একটু বেশি বয়স্ক–সম্ভবত ষাটের কোঠায়, তবে অবিনশ্বর কোনো মূর্তির মতোই ঋজু আর শক্তিশালী। তার মুখের চোয়াল বেশ সুদৃঢ়, চোখ দুটো ভীষণ আবেগময়, কাঁধ পর্যন্ত ছড়ানো সাদা চুলগুলো হালকা কোকড়ানো। তার গলায় জড়ানো নীল রঙের একটি অলংকার–চিকন একটি সাপ।

ল্যাংডনের মনে হলো এই মহিলাকে সে চেনে...তাকে বিশ্বাস করতে পারে। *কিন্তু কিভাবে চেনে? কেন বিশ্বাস করবে?*

এক জোড়া বাঁকানো পা'য়ের দিকে ইশারা করলো মহিলা, কোনো এক অভাগাকে মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত উপুড় করে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়েছে, শুধু

পা জোড়া বের হয়ে আছে মাটির উপরে। লোকটার ফ্যাকাশে উরুতে একটা অক্ষর কাদা দিয়ে লেখা–*R*।

R? ল্যাংডন বুঝতে না পেরে ভাবলো। *এ দিয়ে কি রবার্ট বোঝানো হয়েছে?* "এটা কি...আমি?"

মহিলার অভিব্যক্তি দেখে কিছুই বোঝা গেলো না। আবারো বলে উঠলো, *খুঁজলেই পাবে।*

বলা নেই কওয়া নেই আচমকা সেই মহিলার সারা শরীর সাদা আলো বিকিরন করতে শুরু করলো...উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বল হতে লাগলো সেই আলো। তার সমস্ত শরীর প্রচণ্ডভাবে কাঁপছে, তারপর বজ্রপাতের মতোই হাজার হাজার আলোর টুকরোয় বিস্ফোরিত হলো সে।

ঘুম থেকে জেগে সোজা হয়ে বসলো ল্যাংডন। চিৎকার দিলো।

ঘরটা আলোকিত। সে ছাড়া আর কেউ নেই। হাসপাতালের অ্যালকোহলের কটু গন্ধ বাতাসে। ঘরের এককোণে কোথাও একটা মেশিন তার হৃদস্পন্দনের সাথে সাথে পিপ-পিপ করে শব্দ করছে। ডান হাতটা নড়ানোর চেষ্টা করলো কিন্তু তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার কারণে বিরত রইলো সে। হাতটার দিকে তাকাতেই দেখতে পেলো বাহুতে স্যালাইনের সূঁচ লাগানো।

তার নাড়িস্পন্দন বেড়ে গেলে মেশিনের আওয়াজটাও দ্রুতলয়ের হয়ে উঠলো।

আমি কোথায়? আমার হয়েছেটা কি?

ল্যাংডনের মাথার পেছন দিকটা দপদপ করে ব্যথা করছে। বাম হাতটা দিয়ে সেখানটা ধরে দেখলো ঠিক কোথায় ব্যথা হচ্ছে। টের পেলো জমাট বেধে থাকা চুলের মাঝখানে এক ডজনের মতো সেলাই করা আছে।

চোখ বন্ধ করে স্মরণ করার চেষ্টা করলো দুর্ঘটনাটার কথা।

কিছুই মনে পড়লো না। একেবারে ফাঁকা।

ভাবো।

শুধুই অন্ধকার।

ল্যাংডনেরে হার্ট-মনিটরের শব্দ শুনে স্ক্রাব পরা এক লোক ছুটে এলো। উসকোখুশকো দাড়ি, ভারি গোঁফ আর মোটা ভুরুর নীচে বুদ্ধিদীপ্ত চোখ জোড়া জ্বলজ্বল করছে।

"কি হয়েছে?" কোনোমতে বলতে পারলো ল্যাংডন। "আমার কি কোনো দুর্ঘটনা হয়েছে?"

দাড়িওয়ালা লোকটি তাকে চুপ করে থাকার ইশারা করেই ঘর থেকে দ্রুত বের হয়ে গেলো কাউকে ডেকে আনার জন্য।

ল্যাংডন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করতেই মাথায় তীব্র ব্যথা টের পেলো। গভীর করে দম নিয়ে ব্যথাটা সহ্য করলো সে। তারপর খুব আস্তে আস্তে চারপাশে তাকালো।

হাসপাতালের একটি রুম। একটাই বেড। কোনো ফুল নেই। কার্ড নেই। কাছে একটা কাউন্টারের উপর প্লাস্টিকের ব্যাগের ভেতরে নিজের জামাকাপড়গুলো দেখতে পেলো। সেগুলোতে রক্ত লেগে আছে।

হায় ঈশ্বর। খুব খারাপ কিছু হয়েছিলো তাহলে!

মাথা ঘুরিয়ে বেডের পাশে জানালার দিকে তাকালো ল্যাংডন। বাইরে গভীর অন্ধকার। রাত। জানালার কাঁচে শুধু নিজের প্রতিফলনই দেখতে পেলো—ফ্যাকাশে মুখ। ক্লান্ত। শরীরে টিউব আর মেডিকেল ইকুইপমেন্ট লাগানো।

হল থেকে ভেসে আসা মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে ঘরের দিকে ফিরে তাকালো ল্যাংডন। ডাক্তার এক মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসেছে।

মেয়েটির বয়স বড়জোর ত্রিশ হবে। নীল রঙের স্ক্রাব পরা, চুলগুলো পনি টেইল করে বাধা। হাটার সময় ঝুটিটা দোল খায়।

"আমি ডাক্তার সিয়েনা ব্রুকস," ঘরে ঢুকেই সুন্দর করে হেসে বললো মেয়েটি। "আমি আজ রাতে ডাক্তার মারকোনির সাথে কাজ করবো।"

দুর্বলভাবে মাথা নেড়ে সায় দিলো ল্যাংডন।

লম্বা আর হালকা পাতলা। অ্যাথলেটদের মতোই ডাক্তার ব্রুকস হাটাচলা করে। ল্যাংডন আরো দেখতে পেলো কোনো রকম মেকআপ ছাড়াই তার ত্বক বেশ মসৃণ দেখাচ্ছে। শুধুমাত্র ঠোঁটের উপরে ছোট্ট একটা বিউটি স্পট আছে। তার বাদামী চোখ দুটো অস্বাভাবিকরকম অন্তর্ভেদী, যেনো এই বয়সেই অসংখ্য বিরল ঘটনা প্রত্যক্ষ করে ফেলেছে!

"ডাক্তার মারকোনি খুব একটা ইংরেজি বলতে পারেন না," বেডের পাশে বসতে বসতে বললো সে, "উনি বললেন আপনার অ্যাডমিটেন্স ফর্মটা ফিল-আপ করে দিতে।" মুচকি হাসলো আবারো।

"ধন্যবাদ," বললো ল্যাংডন।

"ওকে," এবার কাজের কথা চলে এলো সে। "আপনার নাম কি?"

কথাটা বুঝতে কয়েক মুহূর্ত লেগে গেলো। "রবার্ট... ল্যাংডন।"

ল্যাংডনের চোখে একটা পেনলাইট ধরলো মেয়েটি। "পেশা?"

আস্তে করে জবাব দিলো সে। "প্রফেসর। শিল্প-ইতিহাস আর সিম্বলজির। হরার্ভাড ইউনিভার্সিটি।"

ডাক্তার ব্রুকস চমকে উঠে পেনলাইটটা নামিয়ে ফেললো। ডাক্তার মারকোনিও ভুরু তুলে বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

“আপনি...একজন আমেরিকান?”

ফ্যাফ্যাল করে চেয়ে রইলো ল্যাংডন।

“মানে...” ইতস্তত করে বললো মেয়েটি। “আজ রাতে আপনাকে যখন এখানে নিয়ে আসা হয় তখন আপনার সাথে কোনো পরিচয়পত্র ছিলো না। আপনার পরনে ছিলো হ্যারিস টুইড আর সমারসেট লোফার, তাই আমরা ধরে নিয়েছিলাম আপনি একজন বৃটিশ।”

“আমি একজন আমেরিকান,” তাকে আশ্বস্ত করে বললো ল্যাংডন। এতোটাই ক্লান্ত যে নিজের জামা-কাপড় নিয়ে ব্যাখ্যা দেবার কোনো ইচ্ছে নেই।

“যন্ত্রণা হচ্ছে?”

“মাথায়,” উজ্জ্বল পেনলাইটের কারণে তার মাথা ব্যথাটা আরো বেড়ে গেছে।

ভালো যে মেয়েটি পকেটে ভরে ফেললো সেটা। ল্যাংডনের হাত নিয়ে পাল্‌স চেক করতে লাগলো এবার।

“চিৎকার করে ঘুম থেকে উঠে গেছেন আপনি,” মেয়েটি বললো। “কেন এমন করেছেন সেটা কি মনে আছে?”

চারপাশে দোমড়ানো মোচড়ানো লাশের মাঝখানে ঘোমটা দেয়া মহিলার কথা মনে পড়লো ল্যাংডনের। *খুঁজলেই পাবেন।* “একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম।”

“কি নিয়ে?”

মেয়েটাকে খুলে বললো সে।

ক্লিপবোর্ডে নোট নেবার সময় ডাক্তার ব্রুকসের অভিব্যক্তি একদম নির্বিকার রইলো। “এরকম ভয়ঙ্কর দৃশ্য কেন দেখলেন সে ব্যাপারে কি কোনো ধারণা আছে আপনার?”

স্মৃতি হাতরে বিফল হলো ল্যাংডন। মাথা দোলালো সে।

“ঠিক আছে, মিঃ ল্যাংডন,” লিখতে লিখতে বললো মেয়েটি, “আপনাকে কিছু রুটিন প্রশ্ন করবো। আজ সপ্তাহের কোন্ দিন?”

কয়েক মুহূর্ত ভাবলো সে। “আজ শনিবার। মনে আছে, ক্যাম্পাসে হাটছিলাম...দুপুরে একটা লেকচার দিতে যাচ্ছিলাম আর কি, তারপর...এ পর্যন্তই মনে আছে। আর কিছু মনে করতে পারছি না। আচ্ছা, আমি কি পড়ে গেছিলাম?”

“আমরা সেটা নিয়ে পরে কথা বলবো। আপনি কি জানেন এখন কোথায় আছেন?”

আন্দাজে বললো ল্যাংডন, “ম্যাসাচুসেট্‌সের জেনারেল হাসপাতালে?”

ডাক্তার ব্রুকস টুকে নিলো কথাটা। "এমন কেউ কি আছে যাকে ডাকা যেতে পারে? মানে আপনার স্ত্রী? ছেলেমেয়ে?"

"এরকম কেউ নেই," সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলো ল্যাংডন। নিজের একাকী ব্যাচেলর জীবনটা সে ভালোই উপভোগ করে। যদিও এখন এই পরিস্থিতিতে পরিবারের কোনো সদস্য কাছে থাকলে সে খুশিই হতো। "আমার কিছু কলিগ আছে যাদেরকে ডাকা যেতে পারে তবে আমি ভালো আছি। ওদেরকে ডাকার কোনো দরকার নেই।"

ডাক্তার ব্রুকস নোট টুকে নেবার পর বয়স্ক ডাক্তার কাছে এগিয়ে এলেন। পকেট থেকে ছোট্ট একটা ভয়েস রেকর্ডার বের করে ডাক্তার ব্রুকসকে দেখালেন তিনি। মেয়েটা বুঝতে পেরে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে আবার রোগির দিকে ফিরলো।

"মিঃ ল্যাংডন, আজরাতে আপনাকে যখন এখানে নিয়ে আসা হয় তখন বার বার বিড়বিড় করে কী যেনো বলছিলেন।"

ডাক্তার মারকোনির দিকে তাকালো সে। ভদ্রলোক রেকর্ডারটার বাটন টিপে ধরে রাখলেন। একটু পরই রেকর্ড করা একটি টেপ বেজে উঠলে ল্যাংডন বুঝতে পারলো এটা তার নিজেরই কণ্ঠস্বর, যেনো প্রলাপ বকছে। বার বার একই কথা বলছে সে : *"ভে...সরি। ভে...সরি।"*

"বুঝতে পারছি আপনি আসলে বলতে চাচ্ছিলেন, *'ভেরি সরি! ভেরি সরি!'* বোঝাই যাচ্ছে কোনো একটা ব্যাপারে আপনি খুবই দুঃখিত ছিলেন।"

সায় দিলো ল্যাংডন কিন্তু কখন এটা বলেছে মনে করতে পারলো না।

চোখমুখ শক্ত করে ডাক্তার ব্রুকস স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। "এ কথা কেন বলছিলেন সে ব্যাপারে কি আপনার কোনো ধারণা আছে?"

স্মৃতির অন্ধকার গহ্বর থেকে কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করলো সে কিন্তু ঘোমটা দেয়া মহিলার দৃশ্যটাই আবার ভেসে উঠলো মনের পর্দায়। চারপাশে লাশ আর লাশ। তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে।

আচমকা বিপদের আশংকা জেগে উঠলো ল্যাংডনের মনে...তার নিজের জন্যে নয়, সবার জন্যে। তার হার্ট-মনিটরের পিপ পিপ শব্দটাও বেড়ে গেলো সেই সঙ্গে। মাংপেশী শক্ত হয়ে উঠলো, উঠে বসার চেষ্টা করলো সে।

ডাক্তার ব্রুকস শক্ত করে ধরে তাকে শুইয়ে দিলো আবার। দাড়িওয়ালা ডাক্তারের দিকে চকিতে তাকালো সে। ভদ্রলোক কাউন্টারের সামনে গিয়ে কিছু একটা প্রস্তত করতে শুরু করে দিয়েছেন।

ল্যাংডনের দিকে ঝুঁকে ডাক্তার ব্রুকস ফিসফিসিয়ে বললো, "মিঃ ল্যাংডন,

মস্তিষ্কের আঘাতের ঘটনায় উদ্বিগ্নতা বেড়ে যাওয়া সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু আপনার দরকার হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রণে রাখা। একদম নড়াচড়া করবেন না। একটুও উত্তেজিত হবে না। শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিন, পুরোপুরি সেরে উঠবেন। আপনার স্মৃতিও ফিরে আসবে খুব জলদি।"

ডাক্তার ভদ্রলোক একটা সিরিঞ্জ বাড়িয়ে দিলো ব্রুকসের দিকে। সিরিঞ্জটা হাতে নিয়ে ল্যাংডনের আইভি'তে ইনজেক্ট করে দিলো মেয়েটি।

"আপনার উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য একটু সিডেটিভ দিয়ে দিলাম," বললো সে। "এটা আপনার ব্যথাও কমিয়ে দেবে।" চলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালো ডাক্তার। "আপনি দ্রুত সেরে উঠবেন, মিঃ ল্যাংডন। শুধু ঘুমানোর চেষ্টা করুন। কোনো কিছু দরকার লাগলে বিছানার পাশে একটা বাটন আছে সেটা চাপবেন।"

বাতি নিভিয়ে দাড়িওয়ালা ডাক্তারকে নিয়ে বের হয়ে গেলো সে।

অন্ধকারে ল্যাংডনের মনে হলো এইমাত্র তার শরীরে যে ড্রাগ দেয়া হয়েছে সেটা দ্রুত কাজ করতে শুরু করেছে। যে সুগভীর কুয়ো থেকে উঠে এসেছিলো সেখানেই যেনো ফিরে যেতে শুরু করলো আবার। এই অনুভূতিটাকে তাড়ানোর চেষ্টা করলো সে, জোর করে খোলা রাখলো চোখ দুটো। এমনকি উঠে বসারও চেষ্টা করলো কিন্তু তার শরীরটা যেনো সিমেন্টের মতো শক্ত হয়ে আছে।

মুখটা সরাতেই জানালার দিকে চোখ গেলো। বাতি নেভানোর কারণে কাঁচের উপর তার নিজের প্রতিফলন উধাও হয়ে গেছে, তার বদলে দেখা যাচ্ছে বহু দূরের আলোকিত স্কাইলাইন।

সুউচ্চ মিনার আর গম্বুজের মাঝখানে আটকে রইলো রাজকীয় একটি ভবনের উপর ল্যাংডনের দৃষ্টি। ভবনটি পাথরে তৈরি দূর্গের মতো, এর তিনশ' ফিট উঁচু মিনার সহজেই চোখে পড়ে।

বিছানায় সোজা হয়ে বসতেই ল্যাংডনের মাথা ব্যথাটা যেনো বিস্ফোরিত হলো। প্রচণ্ড যন্ত্রণাটাকে আমলে না নিয়ে সেই মিনারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলো সে।

মধ্যযুগের স্থাপত্যগুলোর ব্যাপারে ল্যাংডনের বেশ ভালো ধারণা আছে।

এটা এ বিশ্বের মধ্যে একেবারেই অনন্য।

দুভার্গ্যের ব্যাপার হলো, এটা ম্যাসাচুসেটস থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থিত।

জানালার বাইরে ভায়া তোরেগাল্লির অন্ধকারে লুকিয়ে রাখা বিএমডব্লিউ বাইকটা থেকে নেমে প্যান্থারের মতো নিঃশব্দে শিকারের জন্য এগিয়ে যেতে লাগলো ভায়েন্থা। তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। ছোটো ছোটো করে ছাটা চুলগুলো জেল দিয়ে স্পাইক করা। কালো চামড়ার রাইডিং সুটের কলার তুলে রাখা হয়েছে। সাইলেন্সার পিস্তলটি চেক করে দেখে ল্যাংডনের জানালার দিকে তাকালো সে। বাতি নেভানোর কারণে কোনো আলো আসছে না।

আজকে তার মিশনটা পুরোপুরি গুবলেট পাকিয়ে গেছিলো।

একটা সামান্য কবুতরের বাকবাকুম আওয়াজও সব কিছু বদলে দিতে পারে।

এখন সে আবার ফিরে এসেছে কাজটা ঠিকঠাকভাবে করতে।

অধ্যায় ২

আমি ফ্লোরেন্সে আছি!?

রবার্ট ল্যাংডনের মাথা দপদপ করছে। এখন হসপিটাল বেডে সোজা হয়ে বসে আছে সে, কল-বাটনটা চেপে যাচ্ছে উদভ্রান্তের মতো। একটু আগে সিডেটিভ দেয়া হলেও তার হৃদস্পন্দন রীতিমতো হাতুড়ি পেটা করছে।

ডাক্তার ব্রুকস আবার ছুটে এলো তার পনিটেইল দোলাতে দোলাতে। "আপনি ঠিক আছেন তো?"

হতভম্ব ল্যাংডন মাথা ঝাঁকালো। "আমি...আমি ইটালিতে!?"

"ভালো," মেয়েটি বললো। "আপনার স্মৃতি কাজ করতে শুরু করেছে।"

"না!" জানালা দিয়ে দূরের মিনারটা দেখালো আঙুল তুলে। "আমি পালাজ্জো ভেচ্চিওটা দেখে চিনতে পেরেছি।"

ডাক্তার ব্রুকস ঘরের বাতি জ্বালিয়ে দিতেই জানালার কাঁচ থেকে ফ্লোরেন্সের স্কাইলাইন উধাও হয়ে গেলো। বিছানার পাশে এসে নীচুস্বরে বললো সে, "মিঃ ল্যাংডন, ঘাবড়াবার কোনো দরকার নেই। আপনি অল্পবিস্তর অ্যামনেসিয়ায় ভুগছেন। তবে ডাক্তার মারকোনি নিশ্চিত করেছেন, আপনার মস্তিষ্ক পুরোপুরি ঠিকভাবেই কাজ করছে।"

দাড়িওয়ালা ডাক্তার ভদ্রলোকও ছুটে এলেন রুমে। ল্যাংডনের হার্ট-মনিটর চেক করার পর ডাক্তার ব্রুকসের সাথে ইতালিতে কথা বলতে লাগলেন—ল্যাংডন যে ইটালিতে আছে সেটা জানার পর কি রকম *আজিতাতো* হয়ে উঠেছে সে ব্যাপারে।

ক্ষেপে গেছি? রেগেমেগে ভাবলো ল্যাংডন। *এটা তো বাকরুদ্ধের চেয়েও বেশি কিছু!* তার শিরদাড়া বেয়ে শীতল একটি প্রবাহ বয়ে গেলো। "আমার কি হয়েছে?" জানতে চাইলো সে। "আজ কি বার?"

"সব কিছু ঠিক আছে," মেয়েটা বললো। "এখন সোমবার। রাত বারোটার কিছু বেশি বাজে। মার্চ মাসের আঠারো তারিখ।"

সোমবার। শেষ যে স্মৃতিটা তার মনে আছে সেটা জোর করে স্মরণ করার চেষ্টা করলো ল্যাংডন—ঠাণ্ডা আর অন্ধকার—শনিবার রাতে লেকচার সিরিজ দেবার জন্য হারভার্ড ক্যাম্পাসে হেটে যাচ্ছে। এটা তো দু'দিন আগের ঘটনা?! তার মধ্যে একটা ভয় জেঁকে বসলো মুহূর্তে। লেকচারের সময়টা আর তার পরবর্তীতে কি ঘটেছিলো সব স্মরণ করার চেষ্টা করলো, কিছুই মনে করতে পারলো না। হার্ট-মনিটরটার বিপ দ্রুত হয়ে উঠলো আবার।

বয়স্ক ডাক্তার ইকুইপমেন্ট অ্যাডজাস্ট করতে লাগলেন আর ডাক্তার ব্রুকস এসে বসলো ল্যাংডনের পাশে।

"আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন," খুব মোলায়েমস্বরে বললো সে। "আমরা আপনার অ্যামনেসিয়ার ডায়াগনস্ড করছি। মাথার আঘাতে এটা খুবই সাধারণ ঘটনা। বিগত কয়েক দিনের স্মৃতি গুলিয়ে ফেলেছেন কিংবা বলা যায় ওগুলো হারিয়ে গেছে। তবে আপনার স্মৃতির স্থায়ী কোনো ক্ষতি হয় নি।" একটু থামলো মেয়েটি। "আমার নামটা কি আপনার মনে আছে? একটু আগে সেটা বলেছিলাম আপনাকে।"

একটু ভেবে নিলো ল্যাংডন। "সিয়েনা।" *ডাক্তার সিয়েনা ব্রুকস।*

হাসি দিলো মেয়েটি। "দেখলেন তো? আপনার স্মৃতিশক্তি আবার কাজ শুরু করেছে।"

ল্যাংডনের মাথার যন্ত্রণা অসহ্য পর্যায়ে চলে গেলো। দৃষ্টিও ঝাপসা ঝাপসা। "কি হয়েছিলো আমার? আমি এখানে এলাম কি করে?"

"আমার মনে হয় আপনার একটু বিশ্রাম নেয়া উচিত, হয়তো–"

"আমি এখানে কি করে এলাম?!" চিৎকার করে জানতে চাইলো সে। তার হার্ট-মনিটর আবারো দ্রুত বিপ করছে।

"ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিন, ঠিক আছে," ডাক্তার ব্রুকস নার্ভাস ভঙ্গিতে তার কলিগের দিকে চকিতে তাকালো। "আমি আপনাকে বলছি।" এবার তার কণ্ঠ খুবই সিরিয়াস। "মিঃ ল্যাংডন, তিন ঘণ্টা আগে আপনি আমাদের ইমার্জেন্সি রুমে হুরমুর করে ঢুকে পড়েন, আপনার মাথায় সাংঘাতিক আঘাত ছিলো, সেখান থেকে গলগল করে রক্ত পড়ছিলো। ঢোকার পর পরই আপনি জ্ঞান হারান। কেউ বলতে পারে নি আপনি কে, কোত্থেকে এখানে এলেন। ইংরেজিতে বিড়বিড় করে কথা বলছিলেন তাই ডাক্তার মারকোনি আমাকে বললেন তাকে যেনো আমি সহযোগীতা করি। আমি বৃটেন থেকে ছুটি নিয়ে এখানে এসেছি।"

ল্যাংডনের মনে হলো সে বুঝি ম্যাক্স আনর্স্টের পেইন্টিংয়ের ভেতর থেকে জেগে উঠেছে। *আমি ইটালিতে কি করতে এসেছি?* সাধারণত প্রতিবছর জুন মাসে আর্ট কনফারেন্সে এখানে আসে সে, কিন্তু এখন তো মার্চ মাস।

সিডেটিভ কাজ করতে শুরু করলে তার মনে হলো মধ্যাকর্ষণ শক্তি যেনো ক্রমশ বেড়ে চলেছে। শক্তিশালী হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে, তাকে টেনে নিয়ে যেতে চাচ্ছে বিছানার ভেতর। জোর করে নিজেকে ঠিক রখার চেষ্টা করলো সে।

কোনো অ্যাঞ্জেলের মতোই তার দিকে ঝুঁকে তাকালো ডাক্তার ব্রুকস। "প্লিজ, মিঃ ল্যাংডন," ফিসফিসিয়ে বললো সে। "প্রথম চব্বিশ ঘণ্টায় মাথার আঘাতগুলো খুবই নাজুক হয়ে থাকে। আপনার দরকার বিশ্রামের। নইলে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।"

রুমের ইন্টারকমটা আচমকা বেজে উঠলো এ সময়। *"ডাক্তার মারকোনি?"*

দেয়ালে রাখা ইন্টারকমের সুইচ টিপে দিলেন ডাক্তার। *"সি?"*

ইতালিতে কণ্ঠটা হরবর করে কিছু বলে গেলো। এসব কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলো না ল্যাংডন। তবে দু'জন ডাক্তার যে অবাক হয়ে চোখাচোখি করলো সেটা তার দৃষ্টি এড়ালো না। *অবাক হয়েছে নাকি ভড়কে গেছে তারা?*

"মোমেন্তো," বলেই মারকোনি তার কথা শেষ করলেন।

"কি হয়েছে?" জিজ্ঞেস করলো ল্যাংডন।

ডাক্তার ব্রুকসের চোখ দুটো কুচকে আছে। "আইসিইউ'র রিসেপশনিস্ট বললো আপনাকে কেউ দেখতে এসেছে।"

ঝিমঝিম অবস্থায় আশার আলো দেখতে পেলো ল্যাংডন। "এটা তো ভালো খবর! হয়তো এই লোক জানে আমার কি হয়েছিলো।"

মেয়েটাকে দেখে মনে হলো সে কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। "আপনাকে দেখতে একজন ভিজিটর এসেছে, এটা তো একেবারেই অস্বাভাবিক ব্যাপার। আপনার নাম-পরিচয় এখনও হাসপাতালে রেজিস্টারই করা হয় নি।"

ঘোর ঘোর ভাব কাটিয়ে উঠে বিছানার উপর সোজা হয়ে বসলো ল্যাংডন। "কেউ যদি জেনে থাকে আমি এখানে আছি তার মানে সে এও জানে আমার কি হয়েছিলো!"

ডাক্তার মারকোনির দিকে তাকালো ব্রুকস। ভদ্রলোক মাথা ঝাঁকিয়ে তার হাতঘড়িতে টোকা মারলেন। ল্যাংডনের দিকে ফিরলো মেয়েটি।

"এটা আইসিইউ। সকাল ন'টার আগে কাউকে এখানে আসতে দেয়া হয় না। ডাক্তার মারকোনি গিয়ে দেখে আসবেন ভিজিটর কে, তিনি কি চান।"

"আর *আমি* কি চাই সে-ব্যাপারটার কি হবে?" জোর দিয়ে বললো ল্যাংডন।

স্মিত হেসে তার দিকে ঝুঁকে নীচুস্বরে বললো ডাক্তার ব্রুকস, "মিঃ ল্যাংডন, আজ রাতে আপনার কি হয়েছিলো সে সম্পর্কে আপনি এখনও তেমন কিছু জানেন না। অন্য কারোর সাথে কথা বলার আগে আপনার উচিত সব কথা জেনে নেয়া। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ওসব কথা শোনার মতো মানসিক অবস্থা–"

"আমি কি জানি না!?" বেশ জোরে বললো ল্যাংডন। "আমি শুধু জানি আমি এখন ফ্লোরেন্সের হাসপাতালে আছি। বিড়বিড় করে বলেছি, 'ভেরি সরি...' " মুহূর্তেই একটা ভীতি জেঁকে বসলো তার মধ্যে। "আমি কি কোনো গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটিয়েছি? কাউকে মেরে ফেলেছি?!"

"না, না," বললো মেয়েটি। "এরকম কিছু হয় নি।"

"তাহলে কি হয়েছে?" চেঁচিয়ে বললো সে। ডাক্তার দু'জনের দিকে উদভ্রান্তের মতো তাকালো। "কি হয়েছে না হয়েছে সে সম্পর্কে জানার অধিকার নিশ্চয় আমার রয়েছে!"

লম্বা নীরবতা নেমে এলো ঘরে। তারপর ডাক্তার মারকোনি তার তরুণী কলিগের দিকে তাকিয়ে অনিচ্ছায় মাথা নেড়ে সায় দিলেন। হাফ ছেড়ে আরো কাছে এগিয়ে এলো ডাক্তার ক্রুকস। "ঠিক আছে, তাহলে বলছি...কথা দিতে হবে আপনি শান্ত হয়ে সবটা শুনবেন। রাজি?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ল্যাংডন। তীব্র মাথা ব্যথা টের পেলো আবারো। তবে ব্যথাটা আমলে না নিয়ে উন্মুখ হয়ে রইলো কথা শোনার জন্য।

"প্রথম কথা হলো...আপনার মাথার আঘাতটি কোনো দুর্ঘটনার কারণে হয় নি।"

"শুনে খুব শান্তি পেলাম।"

"অতোটা খুশি হবে না। আপনার আঘাতটি আসলে বুলেটের।"

ল্যাংডনের হার্ট-মনিটর আবারো ক্ষেপে গেলো। "কী বললেন!?"

সহজভাবেই বললো ডাক্তার, "একটা বুলেট আপনার মাথায় বিদ্ধ হয়েছে। ভাগ্যক্রমে আপনি বেঁচে আছেন। আর এক ইঞ্চি নীচু দিয়ে ঢুকলে..." মাথা ঝাঁকালো সে।

অবিশ্বাসে চেয়ে রইলো ল্যাংডন। *আমাকে গুলি করেছে?*

হল থেকে হৈহল্লার শব্দ ভেসে এলো। মনে হলো ল্যাংডনকে দেখতে যে ভিজিটর এসেছে সে আর অপেক্ষা করতে চাইছে না। পর মুহূর্তেই ল্যাংডন শুনতে পেলো হলওয়ের দরজাটা সশব্দে খুলে গেলো। দেখতে পেলো করিডোর দিয়ে একটা অবয়ব ধেয়ে আসছে।

মেয়েটির শরীরে কালো চামড়ার পোশাক। বেশ শক্তসামর্থ্য আর খাড়া খাড়া কালো চুল। এতো দ্রুত আর ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে ছুটে এলো যেনো তার পা মাটিতে পড়ছে না।

দেরি না করে খোলা দরজার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন ডাক্তার মারকোনি। "*ফার্মা!*" পুলিশের লোকদের মতো হাত তুলে আদেশের ভঙ্গিতে বললেন তিনি।

আগন্তুক মেয়েটি একটুও থমকে দাঁড়ালো না। সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল বের করে ডাক্তারের বুকে গুলি চালিয়ে বসলো।

গুলির ভোতা শব্দ শোনা গেলো কেবল।

ল্যাংডন দেখতে পেলো গুলির আঘাতে ডাক্তার মারকোনি কয়েক পা পেছনে ছিটকে পড়ে গেলেন, তার সাদা ল্যাব কোট রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ধরাশায়ী ডাক্তার মেঝেতে পড়ে বুকের একপাশ চেপে রেখেছেন হাত দিয়ে।

অধ্যায় ৩

ইটালির উপকূল থেকে পাঁচ মাইল দূরে ২৩৭ ফুট দীর্ঘ লাক্সারি ইয়ট *মেন্দাসিয়াম* ভোরের আগেভাগে অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের ঢেউ ডিঙিয়ে ছুটে চলেছে। জাহাজটির গায়ের রঙ করা হয়েছে মিলিটারি অস্ত্রের রঙে।

৩০০ মিলিয়ন ডলারের দামি এই তরীটিতে রয়েছে স্পা, সুইমিংপুল, সিনেমা, ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের জন্য একটি সাব-মেরিন এবং একটি হেলিপ্যাড। জাহাজে আরামদায়ক করার দিকে এর মালিকের খুব কমই আগ্রহ ছিলো, পাঁচ বছর আগে এটি কেনার পর পরই এর ভেতরে বেশিরভাগ জায়গায় স্থাপন করা হয় লিড-লাইন, মিলিটারি-গ্রেড, ইলেক্ট্রনিক কমান্ড সেন্টার।

তিন তিনটি স্যাটেলাইট থেকে ফিড পাওয়ার ব্যবস্থা আর যথেষ্ট পরিমাণে টেরেস্টেরিয়াল রিলে স্টেশন রয়েছে এখানে। এর কন্ট্রোল রুমে কাজ করে প্রায় দুই ডজন স্টাফ–টেকনিশিয়ান, অ্যানালিস্ট আর অপারেশন কো-অর্ডিনেটর। এরা সবাই সার্বক্ষণিক জাহাজেই থাকে, সংস্থাটির অসংখ্য দেশে অবস্থিত অপারেশন-সেন্টারের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখে সব সময়।

জাহাজে রয়েছে নিজস্ব সিকিউরিটি, এরা সবাই মিলিটারি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিক। দুটো মিসাইল ডিটেকশন সিস্টেম এবং অত্যাধুনিক সব মারণাস্ত্রের সমাহার রয়েছে এখানে। বাকি সাপোর্ট স্টাফ যেমন, বাবুর্চি, ক্লিনার আর সার্ভিসম্যান মিলিয়ে জাহাজের মোট জনসংখ্যা প্রায় চল্লিশ জনের মতো হবে। *মেন্দাসিয়াম*-এর মালিক এটিকে তার সাম্রাজ্য পরিচালনার ভ্রাম্যমান অফিস হিসেবে ব্যবহার করে। কর্মচারীদের কাছে নিজেকে শুধুমাত্র 'প্রভোস্ট' হিসেবে পরিচয় দেয় সে। দেখতে ছোটোখাটো আর সাদামাটা একজন মানুষ, গায়ের চামড়া রোদে পোড়া, চোখ দুটো বেশ গভীর। তার এমন সাধারণ গড়ন আর সহজ-সরল আচার ব্যবহার সমাজের বাইরে থাকা অন্ধকারময় ছদ্মবেশী একটি প্রাইভেট সংস্থা পরিচালনা করার জন্য বেশ সহায়ক।

তাকে অনেক নামেই ডাকা হয়–হৃদয়হীন মার্সিনারি, পাপ কার্যের উদগাতা, শয়তানের দোসর–কিন্তু আদতে সে এসবের কিছুই না। প্রভোস্ট শুধুমাত্র তার ক্লায়েন্টদের অভীষ্ট লক্ষ্য আর উচ্চাশা অর্জনে সহায়তা করে, এরফলে কি হবে না হবে এসব ভেবে দেখে না। মানবজাতির স্বভাবই হলো জঘন্য, এটা তার সমস্যা নয়।

তার ক্লায়েন্টদের অনৈতিকতা আর অধর্ম সত্ত্বেও প্রভোস্টের নৈতিক

কম্পাসটি কিন্তু এক জায়গাতেই স্থির থাকে। সে তার নিজের এবং কনসোর্টিয়ামের সুনাম তৈরি করেছে দুটো অলঙ্ঘনীয় নিয়মের উপর ভিত্তি করে।

যে প্রতীজ্ঞা তুমি রাখতে পারবে না সেটা কখনও করবে না।

ক্লায়েন্টের কাছে কখনও মিথ্যে বলা যাবে না।

পেশাদার ক্যারিয়ারে প্রভোস্টের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার কোনো রেকর্ড নেই, কিংবা কোনো ডিলের বরখেলাপও সে করে নি। তার কথার কোনো নড়ন-চড়ন হয় না। কখনওই না। তবে কিছু কিছু কন্ট্রাক্টের ব্যাপারে নিজের অনুশোচনা তৈরি হলেও চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে পিছু হটার ইতিহাস তার নেই।

আজ সকালে ইয়টের স্টেটরুমের প্রাইভেট বেলকনিতে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে নিজের ভেতরে জমে থাকা অস্থিরতাকে প্রশমিত করার চেষ্টা করলো সে।

অতীতের সিদ্ধান্তগুলোই ভবিষ্যত নির্মাণ করে দেয়।

প্রভোস্টের অতীতের সিদ্ধান্তগুলো তাকে এমন অবস্থায় উপনীত করেছে যে, মাইনফিল্ডের উপর দিয়ে হেটে যেতেও কার্পন্য করে না। তবে আজ বহু দূরের ইটালির উপকূলের দিকে তাকিয়ে নিজের মধ্যে অস্বাভাবিক উদ্বিগ্নতা টের পেলো।

এক বছর আগে এই ইয়টে বসে একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো সে, আর নানান ঘটনা-পরিক্রমার পর সেটার ফলশ্রুতিতে আজ তার সৃষ্ট সব কিছু ভেস্তে যেতে বসেছে। *ভুল মানুষের সাথে আমি চুক্তি করেছিলাম।*

ঐ সময়ে সব কিছু জানা প্রভোস্টের পক্ষে সম্ভবও ছিলো না। সেই ভুলের খেসারত হিসেবে এখন আচমকাই চ্যালেঞ্জের ঝড়ের মুখোমুখি হতে হচ্ছে তাকে। বাধ্য হয়ে নিজের সেরা এজেন্টদেরকে মাঠে নামিয়ে অর্ডার দেয়া হয়েছে তার নৌকা ডুবে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য 'যা দরকার তা-ই যেনো করে' তারা।

এ মুহূর্তে প্রভোস্ট একজন ফিল্ড এজেন্টের কাছ থেকে খবর শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। *ভায়েন্থা*, মনে মনে বললো সে। স্পাইক করা চুলের এজেন্টের ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। এই মিশনের আগপর্যন্ত ভায়েন্থা অসাধারণ সার্ভিস দিয়েছে তাকে। কিন্তু গতরাতে তার একটা ভুলের জন্য বিশাল বিপর্যয় নেমে এসেছে। বিগত ছয়টি ঘণ্টা কেটেছে খুবই পেরেসানির মধ্যে, পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার জন্য মরিয়া হয়ে কাজ করতে হয়েছে তাদেরকে।

ভায়েন্থা দাবি করেছে তার ভুলটি নিছক মন্দভাগ্য ছাড়া আর কিছু না–অসময়ে একটি কবুতরের ডাক। প্রভোস্ট অবশ্য ভাগ্যে বিশ্বাস করে না। সে

যা করে তার সবটাই পরিকল্পনামাফিক। কাকতালীয়, ঘটনাচক্র এসব তিরোহিত করেই কাজ করে। নিয়ন্ত্রণ হলো প্রভোস্টের একটি দক্ষতা–প্রতিটি সম্ভাব্যতা দিব্য চোখে দেখা, প্রতিটি প্রতিক্রিয়া অনুমাণ করতে পারা, কাঙ্খিত ফলাফল লাভের জন্য বাস্তবতাকে পরিচালিত করে সে। সফলতা আর গোপনীয়তার অসাধারণ রেকর্ড রয়েছে তার। এ কারণে তার ক্লায়েন্টের তালিকা খুবই বিস্ময়কর–বিলিয়নেয়ার, রাজনীতিক, শেখ, এমনকি কখনও কখনও পুরো সরকার।

পূর্ব দিকে সকালের প্রথম আলো দিগন্তের নীচ থেকে উদ্ভাসিত হতে শুরু করেছে। ডেকে দাঁড়িয়ে প্রভোস্ট ধৈর্যসহকারে অপেক্ষা করছে মিশনটা যে পরিকল্পনামতোই এগিয়ে যাচ্ছে সে-খবর ভায়েন্থার কাছ থেকে পাবার জন্য।

অধ্যায় ৪

কয়েক মুহূর্তের জন্য ল্যাংডনের মনে হলো সময় যেনো থমকে গেছে।

মেঝেতে নিশ্চল পড়ে আছে ডাক্তার মারকোনি, তার বুক থেকে গলগল করে বের হচ্ছে তাজা রক্ত। সিডেটিভের প্রভাব এড়িয়ে স্পাইক-চুলের গুপ্তঘাতকের দিকে চোখ তুলে তাকালো সে। মেয়েটি এখনও হল দিয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। কাছে এসেই ল্যাংডনের দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে দেরি না করে অস্ত্রটা তাক করলো তার মাথা বরাবর।

আমি শেষ, বুঝতে পারলো ল্যাংডন। *এখানেই আমি শেষ।*

হাসপাতালের ছোট্ট রুমে কানফাটা শব্দ হলো।

পিছু হটে গেলো ল্যাংডন, সে নিশ্চিত তার গুলি লেগেছে কিন্তু শব্দটা আক্রমণকারীর অস্ত্র থেকে আসে নি। রুমের ভারি লোহার দরজা বন্ধ করার শব্দ ছিলো ওটা। ডাক্তার ব্রুকস ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটা বন্ধ করেই লক্ করে দিয়েছে।

ভয়ে তার চোখ দুটো কোটর থেকে যেনো বের হয়ে যাচ্ছে। হামাগুঁড়ি দিয়ে রক্তাক্ত কলিগের কাছে গিয়ে পাল্স দেখলো ব্রুকস। ডাক্তার মারকোনি কাশি দিয়ে রক্ত বমি করলে তার দাড়ি আর গাল রক্তে একাকার হয়ে গেলো। এরপরই নিথর হয়ে গেলো তার দেহ।

"এনরিকো, না! তাই প্রেগো!" চিৎকার করে বললো মেয়েটি।

বাইরে থেকে মুহূর্মুহূ গুলি করা হচ্ছে লোহার দরজা লক্ষ্য করে। অ্যালার্মের শব্দে প্রকম্পিত চারপাশ।

যেভাবেই হোক ল্যাংডন সিডেটিভের প্রতিক্রিয়া অগ্রাহ্য করে বিছানা থেকে নেমে যেতে পারলো। টের পেলো ডান হাতে প্রচণ্ড ব্যথা হচ্ছে। প্রথমে তার মনে হলো সে বুঝি গুলিবিদ্ধ হয়েছে। হয়তো কোনো বুলেট দরজা ভেদ করে ঢুকে পড়ে ভেতরে কিন্তু হাতের দিকে তাকাতেই বুঝতে পারলো আইভি'র টিউবটা তার হাতে লাগানো ক্যাথিটার থেকে খুলে যাওয়ায় সেখান থেকে রক্ত পড়ছে।

ল্যাংডন এখন পুরোপুরি সজাগ।

মারকোনির দেহের পাশে হামাগুঁড়ি দিয়ে ডাক্তার ব্রুকস অশ্রুসজল চোখে পাল্স দেখে যাচ্ছে। তারপর যেনো হঠাৎ করেই ধাতস্থ হয়ে উঠে দাঁড়ালো সে, ফিরে তাকালো ল্যাংডনের দিকে। মেয়েটার অভিব্যক্তি দ্রুত পাল্টে গেলো, বয়সে তরুণ হলেও চোখেমুখে যে কাঠিন্য চলে এলো সেটা যেনো বহু বছর ধরে সঙ্কট মুহূর্তে কাজ করা ইমার্জেন্সি রেসকিউ ডাক্তারের।

"আমার সাথে আসুন," আদেশের সুরে বললো সে।

ডাক্তার ব্রুকস ল্যাংডনের হাত ধরে তাকে টেনে রুমের অন্যদিকে নিয়ে গেলো। ঘরের দরজায় সমানে গুলি করা হচ্ছে। বিপদ সম্পর্কে সচেতন থাকলেও ভারি শরীরটা নিয়ে দৌড়াতে বেগ পেলো সে। ফ্লোরের ঠাণ্ডা মেঝে টের পেলো এবার। তার গায়ে হাসপাতাল থেকে সরবরাহ করা পাতলা একটি জামা। ছয় ফুট দীর্ঘ দেহ ঢেকে রাখার জন্য বেশ অপ্রতুল। টের পেলো ডান হাতের বাহু থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে।

ঘরের দরজায় অবিরাম গুলির মাঝখানেই ডাক্তার ব্রুকস ল্যাংডনকে ছোট্ট একটি বাথরুমের দিকে ঠেলে দিলো। কিন্তু সে নিজে ঢুকলো না, বরং ঘুরে ফিরে গেলো ঘরের কাউন্টারের দিকে। ওটার উপরে রাখা রক্তাক্ত হ্যারিস টুইড জ্যাকেটটা ছো মেরে নিয়ে নিলো।

আরে, এই বালের জ্যাকেটের কথা বাদ দাও!

জ্যাকেটটা হাতে নিয়ে বাথরুমে ফিরে এসেই দরজা লক করে দিলো ব্রুকস আর ঠিক তখনই ঘরের দরজাটা সশব্দে খুলে গেলো।

তরুণী ডাক্তার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিলো এবার। দ্বিতীয় আরেকটি দরজা খুলে ছোট্ট বাথরুম থেকে বের হয়ে পাশের রিকভারি রুমে ঢুকে পড়লো তারা। ডাক্তার ব্রুকস হলওয়ের দিকে উঁকি মারতেই তাদের পেছনে গুলির শব্দ আরো প্রকট হলো। ল্যাংডনের হাত ধরে তাকে নিয়ে দৌড়ে চলে এলো করিডোরের সিঁড়ির কাছে। এভাবে দৌড়াতে গিয়ে প্রফেসরের মাথা চক্কর দিয়ে উঠলো। তার মনে হলো যেকোনো মুহূর্তে জ্ঞান হারাবে সে।

পরবর্তী পনেরো সেকেন্ড একেবারে ঝাপসা দেখলো...সিঁড়ি দিয়ে নামা...হোচট খাওয়া...পড়ে যাওয়া। ল্যাংডনের মাথার ভেতরে যেনো হাতুড়ি পেটা চলছে এখন। সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তার দৃষ্টি আরো ঝাপসা হয়ে উঠলো এবার। মাংসপেশীগুলো আড়ষ্ট হওয়ার কারণে পা দুটোকে অনেক ভারি মনে হলো। এরপরই অনুভূত হলো ঠাণ্ডা বাতাস।

আমি এখন বাইরে।

হাসপাতাল ভবন থেকে বের হয়ে ল্যাংডনকে নিয়ে একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন গলিতে ঢুকে পড়লো ডাক্তার ব্রুকস। এ সময় পায়ে ধারালো কিছু লেগে হোচট খেয়ে পড়ে গেলো প্রফেসর। তাকে তুলে দাঁড় করাতে বেশ বেগ পেলো মেয়েটি। কেন যে সিডেটিভ দিয়েছে সেজন্যে নিজেকে ভর্ৎসনা করে চেঁচিয়ে উঠলো।

গলির শেষ মাথায় আসার আগেই আবারো হোচট খেলো ল্যাংডন। এবার আর তাকে মাটি থেকে না তুলে মেয়েটি রাস্তায় নেমে কাউকে ডাক দিলো।

হাসপাতালের সামনে একটি পার্ক করা ট্যাক্সির মৃদু সবুজ আলো দেখতে পেলো ল্যাংডন। গাড়িটা নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার নির্ঘাত ঘুমাচ্ছে গাড়ির ভেতরে। ডাক্তার ব্রুকস চিৎকার করে উদভ্রান্তের মতো হাত ছুড়তে লাগলো। অবশেষে হেডলাইট জ্বলে উঠলে আস্তে আস্তে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো সেটা।

ল্যাংডনের পেছনের গলিতে একটি দরজা সশব্দে খুলে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে পায়ের আওয়াজ ভেসে আসতে লাগলো সেখান থেকে। তাদের দিকেই ধেয়ে আসছে! ঘুরে তাকালো সে। কালচে অবয়বটি ছুটে আসছে। নিজের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো ল্যাংডন কিন্তু তার আগেই ডাক্তার ব্রুকস তাকে টেনে তুলে ফিয়াট ট্যাক্সির পেছনের সিটে ঠেলে ঢোকালো। কোনোমতে সিটের উপর হুমরি খেয়ে পড়তেই টের পেলো ডাক্তার তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারপরই ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করার শব্দ কানে গেলো।

তাদের দু'জনের দিকে ঘুমকাতুর চোখে চেয়ে আছে ড্রাইভার–স্ক্রাব পরা এক তরুণী আর রক্তাক্ত হাতের হাসপাতালের পোশাক পরা এক লোক। যেই না বলতে যাবে তার ট্যাক্সি থেকে এক্ষুণি নেমে যেতে অমনি তার গাড়ির সাইড মিররটা গুড়ো গুড়ো হয়ে গেলো। কালো পোশাকের মেয়েটি গুলি চালিয়েছে ট্যাক্সি লক্ষ্য করে। দৌড়ে ছুটে আসছে সে, হাতের পিস্তল সামনের দিকে তাক্ করা। ডাক্তার ব্রুকস ল্যাংডনের মাথাটা ধরে নীচু করে দিতেই গুলির ভোতা শব্দ শোনা গেলো আবার। পেছনের সিটের জানালার কাঁচ ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। কাঁচের গুঁড়ো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো তাদের দু'জনের উপর।

ড্রাইভার আর সময়ক্ষেপন করার কোনো কারণ দেখতে পেলো না। ঝটপট দরজা লাগিয়ে এক্সেলেটরে চাপ দিতেই গাড়িটা ছুটতে শুরু করলো।

ল্যাংডন কেঁপে উঠলো। *কেউ আমাকে খুন করার চেষ্টা করছে?*

গাড়িটা রাস্তার মোড়ে চলে এলে ডাক্তার ব্রুকস ল্যাংডনের রক্তাক্ত হাতটা ধরলো। তার হাতের মাংস ভেদ করে ক্যাথিটার বের হয়ে আছে।

"জানালার দিকে তাকান," আদেশের সুরে বললো সে।

কথামতোই কাজ করলো ল্যাংডন। বাইরে ভুতুরে অন্ধকার আর অসংখ্য এপিটাফ দেখতে পেলো। বুঝতে পারলো তারা কোনো গোরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। ল্যাংডন টের পেলো ব্রুকস এক ঝটকায় তার হাত থেকে ক্যাথিটারটা খুলে ফেলেছে।

প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হলো ল্যাংডনের মাথায়। মনে হলো তার চোখ দুটো উল্টে যাচ্ছে, তারপরই সব কিছু নিকষ কালো হয়ে গেলো।

অধ্যায় ৫

অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের উপর বহমান শান্ত কুয়াশা থেকে প্রভোস্টের দৃষ্টি সরে এলো ফোনের তীক্ষ্ণ রিংয়ের শব্দে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্টেটরুম অফিসে ফিরে গেলো সে।

সময় হয়েছে, সংবাদটা শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে ভাবলো।

তার ডেস্কের কম্পিউটারের মনিটর দেখে বুঝতে পারলো কলটি এসেছে একটি সুইডিশ সেক্ট্রা টাইগার এক্সএস পার্সোনাল ভয়েস-এনক্রিপ্টিং ফোন থেকে, এই জাহাজের সাথে কানেক্টেড হবার আগে চার-চারটি আনট্রেসেবল রাউটারে রিডাইরেক্ট হয়ে এসেছে এটা। হেডফোন চাপালো সে। "প্রভোস্ট বলছি," হিসেব করে ধীরস্থির কণ্ঠে বললো কথাটা। "বলে যাও।"

"ভায়েন্থা বলছি," কণ্ঠটা জবাব দিলো।

মেয়েটার কণ্ঠে অস্বাভাবিক নার্ভাসনেস আঁচ করতে পারলো প্রভোস্ট। ফিল্ড এজেন্টরা সচরাচর সরাসরি প্রভোস্টের কাছে কল করে না, তারচেয়েও বিরল ব্যাপার হলো গতরাতের বিব্রতকর ব্যর্থতার পর খুব কম এজেন্টের চাকরিই বহাল থাকে। তাসত্ত্বেও, সঙ্কটটা কাটিয়ে ওঠার জন্য ঘটনাস্থলে একজন এজেন্টের দরকার হয়েছিলো প্রভোস্টের, আর এক্ষেত্রে ভায়েন্থাই সবচেয়ে সেরা।

"আমার কাছে একটি আপডেট আছে," বললো ভায়েন্থা।

চুপ করে রইলো প্রভোস্ট, ইঙ্গিতটা স্পষ্ট, মেয়েটা যেনো তার কথা চালিয়ে যায়।

সে যখন কথা বললো তখন তার কণ্ঠে কোনো আবেগ থাকলো না, একদম পেশাদার। "ল্যাংডন পালিয়েছে," বললো সে। "তার কাছে ওই জিনিসটা আছে।"

নিজের ডেস্কে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো প্রভোস্ট। "বুঝেছি," অবশেষে বললো সে। "অনুমাণ করতে কষ্ট হয় না, সুযোগ পাওয়া মাত্রই সে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করবে।"

প্রভোস্টের দুই ডেক নীচে জাহাজের সিকিউর কন্ট্রোল সেন্টারে সিনিয়র ফ্যাসিলিটেটর লরেন্স নোলটন নিজের প্রাইভেট চেম্বারে বসে দেখতে পেলো প্রভোস্টের এনক্রিপ্টেড কলটি শেষ হয়ে গেছে। সে আশা করলো ভালো সংবাদই হবে। বিগত দুদিন ধরে প্রভোস্ট খুব টেনশনে আছে। জাহাজে থাকা সব কর্মচারীই টের পেয়েছে এক ধরণের মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশন চলছে।

ঝুঁকিটা মারাত্মক, আর ভায়েস্থাকে এবার ঠিকঠাকভাবেই সেটা করতে হবে।

গোড়া থেকে সতর্কতার সাথে গেম প্ল্যান তৈরি করার ব্যাপারে নোলটন অভ্যস্ত কিন্তু এই বিশেষ ঘটনাটি একেবারে লেজেগোবরে হয়ে গেছে, তাই প্রভোস্ট নিজেই এটা তত্ত্বাবধান করছে এখন।

আমরা অজ্ঞাত এক ভুবনে প্রবেশ করেছি।

সারাবিশ্বে এ মুহূর্তে আধডজন মিশন অব্যাহত আছে আর সেগুলো কনসোর্টিয়ামের বিভিন্ন ফিল্ড অফিস থেকেই তদারকি করা হচ্ছে। ফলে প্রভোস্ট আর তার *মেন্দাসিয়ামে* অবস্থিত কর্মকর্তাদেরকে এই বিশেষ মিশনে মনোযোগ দিতে বেশ সাহায্য করছে।

কয়েক দিন আগে ফ্লোরেন্সে তাদের ক্লায়েন্ট সুউচ্চ ভবনের উপর থেকে লাফিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, তবে কনসোর্টিয়ামের এখনও এই বিষয়ে কাজ করার জন্য অসংখ্য এজেন্ডা রয়ে গেছে। ঘটনা যাইহোক না কেন, লোকটি এই সংগঠনের উপর কিছু বিশেষ কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে গেছে, তার মৃত্যুতে এর কোনো ব্যত্যয় হবে না–এটাই কনসোর্টিয়ামের ধরণ। এভাবেই তারা কাজ করে।

আমাকে কিছু অর্ডার দেয়া আছে, ভাবলো নোলটন। এটা মান্য করার ব্যাপারে তার মধ্যে কোনো সংশয়-সন্দেহ নেই। সাউন্ডপ্রুফ কাঁচের কিউবিকল থেকে বের হয়ে এলো সে। হাটতে হাটতে আধ ডজনের মতো চেম্বার অতিক্রম করে গেলো। এগুলোর কিছু কিছু স্বচ্ছ কাঁচের, কিছু অস্বচ্ছ। এসবের মধ্যে এই মিশনের ডিউটি অফিসারেরা কাজ করে যাচ্ছে।

মেইন কন্ট্রোল রুমের ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো নোলটন। এখানকার বাতাস বেশ হালকা। টেক-ক্রুর দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ছোট্ট একটা ভল্টে প্রবেশ করলো। এখানে লোহার তৈরি ছোটো ছোটো কয়েক ডজন বাক্স রয়েছে। একটা বক্স থেকে উজ্জ্বল লাল রঙের মেমোরি স্টিক বের করে আনলো সে। এর সাথে যে টাস্ক কার্ডটা অ্যাটাচড করা আছে সেটা বলছে

এই মেমোরি স্টিকে একটি ভিডিও ফাইল রয়েছে, তাদের ক্লায়েন্ট নির্দেশ দিয়ে গেছে আগামীকাল সকালে উল্লেখযোগ্য সব মিডিয়ায় এই ভিডিওটা আপলোড করতে হবে।

আগামীকালের নামবিহীন আপলোডটি খুবই সহজ একটি ব্যাপার হবে কিন্তু সব ধরণের ডিজিটাল ফাইলের প্রটোকল সংরক্ষণ করার জন্য যে ফ্ল্যাগচার্ট আছে তাতে এই ফাইলটাকে আজকের জন্য রিভিউ করতে বলা আছে–ডেলিভারি দেবার চব্বিশ ঘণ্টা আগে–যাতে করে নির্দিষ্ট সময়ে আপলোড করার আগে কনসোর্টিয়াম প্রয়োজনীয় ডিক্রিপশন, ব্যবস্থা এবং প্রস্তুতি নিতে পারে।

ভুল হবার কোনো সুযোগই রাখা হবে না।

নিজের স্বচ্ছ কাঁচের কিউবিকলে ফিরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিলো নোলটন।

দেয়ালের একটি সুইচ টিপে দিতেই মুহূর্তে কিউবিকলটা অস্বচ্ছ হয়ে গেলো। প্রাইভেসির জন্যে *মেন্দাসিয়াম*-এর সব অফিসের দেয়ালই 'সাসপেন্ডেড পার্টিক্যাল ডিভাইস' কাঁচ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। এসপিডি'র কাঁচ খুব সহজেই ইলেক্ট্রিক প্রবাহের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

গোপনীয়তা হলো কনসোর্টিয়ামের সফলতার আসল ভিত্তি।

শুধু নিজের মিশন সম্পর্কে জানো। অন্য কিছু সম্পর্কে নয়।

এখন নিজের প্রাইভেট অফিসে বসে কম্পিউটারে মেমোরি স্টিকটা ইনসার্ট করে ফাইলটি চালু করে দিলো সে।

সঙ্গে সঙ্গে তার কম্পিউটারের পর্দা কালো হয়ে গেলো...আর স্পিকার থেকে ভেসে এলো পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। ধীরে ধীরে পর্দায় ভেসে উঠলো একটি ছবি...আকৃতিবিহীন আর কালচে। অন্ধকার থেকে উদ্ভাসিত একটি দৃশ্য যেনো আকৃতি পেতে শুরু করলো আস্তে আস্তে...কোনো গুহার ভেতরের দৃশ্য অথবা এক ধরণের বিশাল কক্ষ। গুহাসদৃশ্য জায়গাটির মেঝে পানিতে পরিপূর্ণ, অনেকটা ভূগর্ভস্থ হ্রদের মতো।

অদ্ভুতভাবেই সেই জল নীচ থেকে আলো বিকিরণ করছে।

এরকম জিনিস নোলটন কখনও দেখে নি। আধিভৌতিক লালচে আলোয় জ্বলজ্বল করছে গুহাসদৃশ্য জায়গাটি। বিবর্ণ দেয়ালগুলোতে লালচে পানির প্রতিফলন পড়ছে। *এটা কোন্ জায়গা?* ক্যামেরা এবার সোজা নীচের দিকে নামতে শুরু করে আলোকিত পানি ভেদ করে ঢুকে পড়লো নীচে। পানির ছলাৎ

ছলাৎ শব্দটা মিঁইয়ে গেলো, তার বদলে পানির নীচে অপার্থিব হিসহিস শব্দ। ক্যামেরাটি পানির নীচে কয়েক ফুট চলে গিয়ে গুহার মেঝের কাছে এসে থামলো।

উজ্জ্বল টাইটানিয়ামের একটি আয়তক্ষেত্রের ফলক মেঝেতে গাঁথা। সেই ফলকের উপর কিছু লেখা আছে :

এই জায়গায়, এই তারিখে এ বিশ্ব চিরকালের জন্য বদলে গেছিলো।

ফলকটির নীচে নাম আর তারিখ দেয়া।

নামটা তাদের ক্লায়েন্টের।

আর তারিখটা...আগামীকাল!

অধ্যায় ৬

ল্যাংডনের মনে হলো শক্ত একটা হাত তাকে টেনে তুলছে...তাড়া দিচ্ছে ধাতস্থ হবার জন্য, ট্যাক্সি থেকে বের হতে সাহায্য করছে। নগ্ন পায়ে রাস্তার পিচ খুবই ঠাণ্ডা অনুভূত হলো।

ডাক্তার ব্রুকসের সাহায্যে কোনো রকমে হাটতে পারলো ল্যাংডন। তারা এখন দুটো অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের মাঝখানের সরু গলি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ভোরের বাতাস বইছে আর তার প্রভাবে হাসপাতালের ফিনফিনে গাউনটা উড়ছে। খুবই শীত শীত লাগছে তার কিন্তু সে জানে অতোটা ঠাণ্ডা পড়ে নি।

হাসপাতালে দেয়া সিডেটিভের কারণে তার দৃষ্টি যেমন ঝাপসা হয়ে গেছে তেমনি মাথাটাও কাজ করছে না ঠিকমতো। কেমন এক ঘোরের মধ্যে ডুবে আছে। মনে হচ্ছে পানির নীচে আছে, চেষ্টা করছে উপরে ওঠার। সিয়েনা ব্রুকস তাকে ধরে রেখেছে শক্ত করে, ফলে সে হাটতে পারছে। মেয়েটার গায়ের শক্তি দেখে অবাক হলো ল্যাংডন।

"সিঁড়ি," মেয়েটা বললো। ল্যাংডন বুঝতে পারলো তারা কোনো ভবনের পাশ দিয়ে যে প্রবেশদ্বার আছে সেখানে পৌছে গেছে। সিঁড়ির রেলিং শক্ত করে ধরে আস্তে আস্তে ধাপগুলো পেরোতে লাগলো সে। নিজের শরীরটা খুবই ভারি মনে হচ্ছে তার। সিয়েনা ব্রুকস এবার তাকে প্রায় *ঠেলে ঠেলে* সিঁড়ি দিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। ল্যান্ডিঙে পৌছার পর মেয়েটি পুরনো একটি কি-প্যাডে টাইপ করতেই শব্দ করে দরজা খুলে গেলো।

ভেতরের বাতাস খুব একটা উষ্ণ নয়, তবে মেঝেটা নরম কার্পেটের মতো মনে হলো, অন্তত বাইরের রাস্তার পিচের তুলনায়।

ডাক্তার ব্রুকস একটা ছোট্ট এলিভেটরের দিকে নিয়ে গেলো ল্যাংডনকে। দেখতে একেবারে ফোনবুথের মতো। ভেতরে সিগারেটের গন্ধ–এই তেতো গন্ধটা টাটকা এসপ্রেসোর মতোই ইটালির সর্বত্র পাওয়া যায়। ল্যাংডনের মাথা কিছুটা পরিস্কার হয়ে গেলো এই গন্ধে। সিয়েনা ব্রুকস একটা বোতাম চাপলে কিছু কলকব্জা ঘোরার শব্দ শোনা গেলো।

উপরের দিকে...

ধাতব দেয়ালের লিফটটা নীচে মেনে এলো। নিজেকে লিফটের ভেতরে আবিষ্কার করার পর পরই আধো-অচেতন অস্থায়ও কুয়োর মধ্যে পড়ে যাওয়ার সেই পুরনো ভীতিটা জেঁকে বসলো তার মধ্যে।

তাকিয়ো না।

দেয়ালে হেলান দিয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো সে। তার ডান হাতের বাহুতে এখনও ব্যথা হচ্ছে। সেদিকে তাকাতেই দেখতে পেলো হ্যারিস টুইড জ্যাকেটের হাতা অদ্ভুতভাবে তার হাতে ব্যান্ডেজের মতো পেচিয়ে রাখা হয়েছে।

প্রচণ্ড মাথা ব্যথা সত্ত্বেও চোখ বন্ধ করতেই অন্ধকার তাকে গ্রাস করে ফেললো। পরিচিত দৃশ্যটা আবার ভেসে উঠলো মনের পর্দায়–ঘোমটা দেয়া এক নারী, মাথার চুল সাদা। আগেরবার যেমনটি দেখেছিলো, রক্তলাল নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে সে। তার চারপাশে দোমড়ানো মোচড়ানো মৃতদেহ। ল্যাংডনকে সে আকুতি জানিয়ে বলছে, *খুঁজুন, তাহলেই পাবেন!*

ল্যাংডনের মনে হলো মহিলাকে রক্ষা করতে হবে...তাদের সবাইকে রক্ষা করতে হবে। মাটিতে পুঁতে রাখা মানুষগুলোর পা নিস্তেজ হয়ে পড়ছে...এক এক করে।

আপনি কে!? নিঃশব্দে চিৎকার করে বললো সে। *কি চান?!*

উত্তপ্ত বাতাসে মহিলার সাদা চুলগুলো উড়ছে। *আমাদের সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে,* ফিসফিসিয়ে বললো সে। আস্তে করে গলার নেকলেসটা স্পর্শ করলো। তারপর বলা নেই কওয়া নেই মহিলা চোখ ঝলসানো আগুনের স্তম্ভে বিস্ফোরিত হলো মুহূর্তে। ওটার ঢেউ নদী পার হয়ে তা গ্রাস করলো।

চিৎকার করে উঠলো ল্যাংডন। ঝট করে খুলে গেলো তার চোখ।

উদ্বিগ্ন হয়ে তার দিকে চেয়ে আছে ডাক্তার ব্রুকস। "কি হয়েছে?"

"আমার হেলুসিনেশান হচ্ছে!" বললো ল্যাংডন। "ঐ একই দৃশ্য দেখছি।"

"সাদা চুলের মহিলা? চারপাশে লাশ?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। কপালে ঘাম জমতে শুরু করেছে।

"ঠিক হয়ে যাবে, চিন্তা করবেন না," তাকে আশ্বস্ত করে বললো ডাক্তার যদিও তার কণ্ঠ কাঁপছে। "অ্যামনেসিয়া হলে বার বার একই দৃশ্য দেখাটা স্বাভাবিক ব্যাপার। মস্তিষ্কের যে অংশটা আপনার স্মৃতি সংরক্ষণ আর থরে থরে সাজানোর কাজ করে সেখানে সাময়িক সমস্যা হয়েছে তাই ওটা সব কিছু একটা ছবিতেই নিক্ষেপ করছে বার বার।"

"ছবিটা খুব প্রীতিকর কিছু নয়," কোনোমতে বললো সে।

"জানি, কিন্তু সুস্থ হবার আগপর্যন্ত আপনার স্মৃতি বিক্ষিপ্তভাবে অতীত, বর্তমান আর কল্পনার মিশ্রণে কাজ করবে। ঠিক একই ব্যাপার ঘটে স্বপ্নে।"

এলিভেটরটা থামলে ডাক্তার ব্রুকস দরজা খুলে দিলো। এবার অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি করিডোর দিয়ে এগোতে লাগলো তারা দু'জন। একটা জানালা পেরিয়ে যাবার সময় ল্যাংডন দেখতে পেলো সেখান থেকে ফ্লোরেন্স শহরটা দেখা যাচ্ছে। এখনও অন্ধকার পুরোপুরি কাটে নি।

হলের শেষপ্রান্তে গিয়ে উপুড় হয়ে একটা ফুলের টবের নীচ থেকে চাবি বের

করে আনলো সিয়েনা ব্রুকস।

অ্যাপার্টমেন্টটা বেশ ছোটোখাটো। ভেতরের বাতাস ভ্যানিলার সুগন্ধিযুক্ত মোমবাতি আর পুরনো কার্পেটের গন্ধ মিলেমিশে আছে। ঘরের আসবাবপত্র আর আর্টওয়ার্ক খুবই সাদামাটা–যেনো পুরনো আসবাব বিক্রির দোকান থেকে কিনে এনে ঝাড়ামোছা করা হয়েছে। ডাক্তার ব্রুকস হিটার আর রেডিয়েটার চালু করে দিলো।

কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে চোখ বন্ধ করে নিজেকে ধাতস্থ করে নিলো ব্রুকস। এরপর ল্যাংডনের দিকে ফিরে তাকে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলো। সেখানে কিচেন টেবিলে দুটো কাঠের চেয়ার রয়েছে।

ল্যাংডন যেই না একটা চেয়ারে বসতে যাবে অমনি সিয়েনা ব্রুকস তার একটা হাত ধরে ফেললো, অন্য হাত দিয়ে খুলে ফেললো ক্যাবিনেটের দরজা। ক্যাবিনেটটা বলতে গেলে প্রায় ফাঁকা, কিছু ক্র্যাকার্স, পাস্তা, কোকের ক্যান আর এক বোতল নোডোজ।

নোডোজ বোতল থেকে ছয়টি ট্যাবলেট বের করে ল্যাংডনের হাতে ধরিয়ে দিলো। "ক্যাফেইন," বললো সে। "রাতের বেলায় যখন ডিউটি থাকে তখন এগুলো খুব কাজে দেয়।"

ল্যাংডন ট্যাবলেটগুলো মুখে পুরে আশেপাশে তাকালো পানি খাওয়ার জন্য।

"চিবোতে থাকুন," সিয়েনা বললো। "খুব দ্রুত আপনার শরীর গরম করে ফেলবে, সিডেটিভের বিরুদ্ধে ভালো কাজ করবে।"

ট্যাবলেটগুলো চিবোতেই চোখমুখ কুচকে গেলো তার। খুবই তেতো। এগুলো আসলে পানির সাহায্যে গিলে ফেলার কথা। সিয়েনা ব্রুকস ফ্রিজ খুলে আধা বোতল সান পেলেগ্রিনো দিলো তাকে। কৃতজ্ঞচিত্তে পান করলো ল্যাংডন।

পনিটেইল ডাক্তার এবার ল্যাংডনের ডান হাতে জ্যাকেটের হাতা দিয়ে যে ব্যান্ডেজ করেছিলো সেটা খুলে ফেললো। হাতের ক্ষতটি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলো সে। ল্যাংডন টের পেলো মেয়েটার শক্তিশালী হাত কাঁপছে।

"আপনার তেমন কিছু হয় নি।"

ল্যাংডন আশা করলো মেয়েটি যেনো ঠিক হয়ে ওঠে। একটু আগে যা ঘটে গেলো তা পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারছে না তারা কেউই। "ডাক্তার ব্রুকস," সে বললো। "আমাদের উচিত কাউকে কল করা। কনসুলেট...পুলিশ। এরকম কাউকে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ডাক্তার। "সেই সাথে আমাকে ডাক্তার ব্রুকস ডাকাও বন্ধ করুন–আমার নাম সিয়েনা।"

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো ল্যাংডন। "ধন্যবাদ, আমার নাম রবার্ট।" যেনো এইমাত্র জীবন নিয়ে পালিয়ে আসার পর তাদের দু'জনের মধ্যে যে বন্ধনটা

তৈরি হয়েছে সেটার আসল লক্ষ্য হলো নিজেদের নামের প্রথম অংশ ব্যবহার করে সম্বোধন করা। "তুমি বলছো তুমি একজন বৃটিশ?"

"জন্মসূত্রে বৃটিশ।"

"আমি অবশ্য তোমার উচ্চারণ শুনে বুঝতে পারি নি।"

"ভালো," জবাব দিলো সে। "এটা কাটিয়ে ওঠার জন্য অনেক কষ্ট করেছি আমি।"

ল্যাংডন সবেমাত্র বলতে যাবে কেন, তার আগেই সিয়েনা তার সাথে আসার জন্য ইশারা করলো। সঙ্কীর্ণ করিডোর দিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি বাথরুমে নিয়ে গেলো তাকে। সিঙ্কের উপর রাখা আয়নায় নিজের চেহারা দেখলো ল্যাংডন।

মোটেও সুবিধার নয়। তার ঘন কালো চুল এলোমেলো। চোখ দুটো রক্তলাল আর ক্লান্ত। গালে খোচা খোচা দাড়ি।

সিঙ্কের ট্যাপ ছেড়ে দিয়ে ল্যাংডনের আহত হাতটা বরফ-শীতল পানির নীচে রাখলো সিয়েনা। ক্ষতস্থানে পানি লাগতেই খুব জ্বালাপোড়া করলো তারপরও চোখমুখ খিচে সহ্য করলো সে।

একটা হাত মোছার কাপড় নিয়ে তাতে তরল অ্যান্টিবায়োটিক সাবান মাখিয়ে নিলো সিয়েনা। "এটা তোমার না দেখাই ভালো।"

"সমস্যা নেই। এটা আমি সহ্য–"

কাপড়টা দিয়ে জোরে জোরে ক্ষতস্থানে ঘষা মারতেই তীব্র ব্যথায় চোখমুখ কুচকে গেলো ল্যাংডনের। কোনোমতে চিৎকার করা থেকে নিজেকে বিরত রাখলো।

"তুমি নিশ্চয় চাও না তোমার ইনফেকশন হোক," ঘষতে ঘষতে বললো সে। "তাছাড়া, কর্তৃপক্ষকে ডাকতে গেলে তোমার দরকার নিজেকে অনেক বেশি ধাতস্থ রাখা। শারীরিক যন্ত্রণার চেয়ে আর কোনো জিনিস আমাদের অ্যাড্রেনালাইনকে এতো বেশি চাঙ্গা করতে পারে না।"

এভাবে টানা দশ সেকেন্ড ধরে চললো, তারপরই জোর করে হাতটা সরিয়ে নিলো ল্যাংডন। *যথেষ্ট হয়েছে!* তবে মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলো, আগের চেয়ে অনেক বেশি ধাতস্থ হতে পেরেছে। তার হাতের যন্ত্রণা মাথা ব্যথাটাকে ভুলিয়ে দিয়েছে আপাতত।

"ভালো," ট্যাপটা বন্ধ করে পরিস্কার তোয়ালে দিয়ে তার হাতটা মুছতে মুছতে বললো সিয়েনা। এরপর ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ করে দিলো সে কিন্তু এটা করার সময় অন্য একটা চিন্তায় ডুবে গেলো ল্যাংডন। ব্যাপারটা টের পেতেই মনটা খুব খারাপ হয়ে গেলো। প্রায় চার দশক ধরে সে মিকি মাউস হাতঘড়িটা ব্যবহার করে আসছিলো, এটা তার বাবা-মা উপহার দিয়েছিলো তাকে। হাস্যোজ্জ্বল মিকি মাউসকে দেখে প্রাত্যহিক জীবনকে অনেক বেশি হালকা করে

দেবার প্রেরণা পেতো। সব সময় হাসিমুখে থাকতো।

"আমার হাতঘড়িটা..." আক্ষেপে বলে উঠলো ল্যাংডন। "ওটা নেই!" এই ঘড়িটা ছাড়া নিজেকে কেমন জানি অপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে তার। "হাসপাতালে যখন এসেছিলাম তখন কি ওটা আমার হাতে ছিলো?"

অবিশ্বাসভরা চোখে তাকালো সিয়েনা। এরকম তুচ্ছ জিনিস নিয়ে কেউ উদ্বিগ্ন হতে পারে দেখে যারপরনাই বিস্মিত সে। "তোমার হাতে কোনো ঘড়ি ছিলো কিনা জানি না। হাত-মুখ ধুয়ে নাও। কিছুক্ষণ পর আমি ফিরে আসছি তারপর তোমাকে কিভাবে সাহায্য করা যায় সেটা নিয়ে ভাবা যাবে।" দরজার কাছে গিয়ে থেমে গেলো ডাক্তার। আয়নার মধ্য দিয়ে তাকালো ল্যাংডনের দিকে। "এই ফাঁকে তুমি ভেবে দেখো কেন তোমাকে খুন করতে চাইবে ওরা। আমার ধারণা কর্তৃপক্ষের কাছে গেলে তারা এই প্রশ্নটাই সবার আগে তোমাকে করবে।"

"দাঁড়াও, তুমি কোথায় যাচ্ছো?"

"এই অর্ধনগ্ন অবস্থায় নিশ্চয় পুলিশের কাছে যেতে পারবে না। তোমার জন্য কিছু জামাকাপড় নিয়ে আসি। আমার এক প্রতিবেশি আছে ঠিক তোমার সাইজের। সে এখন দেশের বাইরে, তার বেড়ালটাকে আমিই খাবার-দাবার দিচ্ছি আপাতত। এরজন্যে সে আমার কাছে ঋণী।"

এ কথা বলেই চলে গেলো সিয়েনা।

রবার্ট ল্যাংডন আয়নায় নিজের মুখ দেখে চিনতেই পারলো না। *কেউ আমাকে খুন করতে চাইছে।* তার মাথার মধ্যে রেকর্ড করা নিজের কণ্ঠস্বরটা বেজে উঠলো। ঘোরের মধ্যে বিড়বিড় করে যে কথা বলেছিলো সে।

ভেরি সরি। ভেরি সরি।

স্মৃতি হাতরে কিছু খুঁজে পাবার চেষ্টা করলো...যেকোনো কিছু। কিন্তু কিছুই স্মরণ করতে পারলো না। ল্যাংডন শুধু জানে সে এখন ফ্লোরেন্সে আছে, মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে সেখানকার একটি হাসপাতালে গিয়েছিলো।

নিজের ক্লান্ত-শ্রান্ত চোখের দিকে তাকিয়ে তার মনের কোণে ক্ষীণ আশা জেগে উঠলো, সম্ভবত এক্ষুণি সে ঘুম থেকে উঠে দেখবে রিডিং চেয়ারে বসে আছে। হাতে মার্টিনির খালি গ্লাস আর *ডেড সোল্‌স* বইটি। আর তখন নিজেকে সুধাবে বম্বে স্যাফায়ার এবং গোগল কখনও একসাথে গেলা যাবে না।

অধ্যায় ৭

হাসপাতাল থেকে দেয়া রক্তাক্ত গাউনটা খুলে কোমরে একটা তোয়ালে পেচিয়ে নিলো ল্যাংডন। মুখে পানির ঝাপটা দেবার পর মাথার পেছনে সেলাইর উপর হাত বোলালো সে। ক্ষতস্থানের চামড়া ফুলে আছে। অবিন্যস্ত চুলগুলো ঠিকঠাকভাবে আচড়ানোর পর সেলাইয়ের জায়গাটা ঢাকা পড়ে গেলো। ক্যাফেইনের কর্মকাণ্ড শুরু হতেই ঘোর লাগা ভাবটা কেটে গেলো দ্রুত। *ভাবো, রবার্ট। মনে করার চেষ্টা করো।*

জানালাবিহীন বাথরুমে হঠাৎ করেই ক্লসট্রোফোবিয়ায় আক্রান্ত হলে সঙ্গে সঙ্গে ওখান থেকে বের হয়ে চলে এলো হলে। করিডোরের একটি আধখোলা দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। দেখে মনে হলো ঘরটা স্টাডিরুম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সস্তা কাঠের ডেস্ক, পুরনো একটি সুইভেল চেয়ার, মেঝেতে অসংখ্য বই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, আর সবথেকে ভালো কথা...*একটা জানালা রয়েছে সেখানে।*

ল্যাংডন সেই জানালার দিকে এগিয়ে গেলো।

বহু দূরে টুসকানের সূর্যটা জেগে ওঠা শহরের সবচেয়ে বিখ্যাত ইমারত ক্যাম্পানিলি, বাদিয়া, বারগেল্লোকে চুম্বন করতে শুরু করেছে মাত্র। শীতল কাঁচের উপর কপাল ঠুকলো ল্যাংডন। মার্চের বাতাস ঠাণ্ডা আর আদ্র, পাহাড়ের উপর দিয়ে আসা সূর্যরশ্মিকে আরো বেশি বিবর্ধিত করে তুলেছে যেনো।

এটাকে তারা বলে *চিত্রকরের আলো।*

স্কাইলাইনের মাঝখানে লাল টাইল্সের বিশাল আর সুউচ্চ গম্বুজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। গম্বুজের উপরে সোনালি রঙের পিতলের গোলক থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আলো। *ইল দুমো।* ব্রুনেলেশি এই ব্যাসিলিকার বিশালাকৃতির গম্বুজটি নির্মাণ করে স্থাপত্যকলায় ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। পাঁচশ' বছরেরও বেশি আগে ৩৭৫ ফুট উঁচু এই স্থাপত্যটি নির্মাণ করার পর থেকে আজো মাথা উঁচু করে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে পিয়াজ্জা দেল দুমোর উপর।

আমি কেন ফ্লোরেন্সে আসবো?

জীবনভর ল্যাংডন ইতালিয় শিল্পকলার একজন ভক্ত, সারা ইউরোপের মধ্যে ফ্লোরেন্স হলো তার সবচাইতে প্রিয় জায়গা। এই শহরের পথেঘাটে মাইকেলাঞ্জেলো শৈশবে খেলাধূলা করে বেড়াতেন, যার স্টুডিওগুলোতেই ইতালিয়ান রেনেসাঁর সূচনা হয়েছিলো। এই সেই ফ্লোরেন্স যেখানকার

গ্যালারিগুলোতে লক্ষ-লক্ষ পর্যটক হুমরি খেয়ে পড়ে বত্তিচেল্লির *বার্থ অব ভেনাস*, লিওনার্দোর *আনুনসিয়েশন* এবং এখানকার গর্বের ধন *ইল ডাভিদ* দেখার জন্য।

স্বয়ং লিওনার্দো তার শৈশবে আকাদেমিয়া দেল্লে বেল্লে আর্তি'তে প্রথমবারের মতো মাইকেলাঞ্জেলোর ডেভিড দেখে মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছিলেন...মাইকেলাঞ্জেলোর অপেক্ষাকৃত কম সূক্ষ্ম কাজ *পিরিগিওনি* দেখার পর হঠাৎ করেই তিনি উপরের দিকে তাকিয়ে সতেরো ফুট উঁচু মাস্টারপিসটাকে দেখে যারপরনাই বিস্মিত হন। *ডেভিড*-এর অসাধারণ নিখুঁত কাজ আর পাথরের সুনিপুন খোদাই দেখে প্রথমবার সব দর্শনার্থীই চমকে যায়। তারপরও ল্যাংডনের কাছে *ডেভিড*-এর ভঙ্গিটিই অসম্ভব মন্ত্রমুগ্ধকর বলে মনে হয়। ডান দিকে ঝুঁকে থাকা *ডেভিড*-এর ক্ষেত্রে ক্লাসিক্যাল ট্র্যাডিশন *কন্ত্রাপোস্তো* স্টাইল ব্যবহার করে এক ধরণের ইলিউশান তৈরি করেছিলেন মাইকেলাঞ্জেলো। তার বাম পা-টা বলতে গেলে কোনো ওজনই বহন করছে না, কিন্তু ডান পা-টা কয়েক টন ওজনের মার্বেল বহন করে আছে।
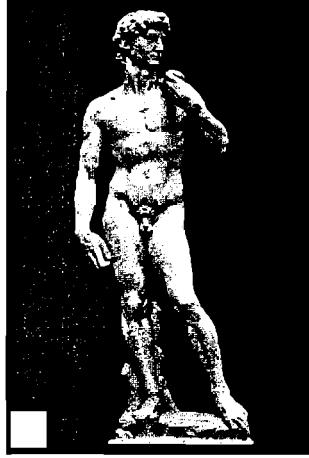
[*বাতিঘর প্রকাশনীর অনুবাদ সংস্করণে দেয়া হলো, অনুবাদক মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন*]

মহান ভাস্কর্য কতোটা শক্তিশালী হতে পারে সেটা প্রথমবার ডেভিড দেখেই ল্যাংডন বুঝতে পেরেছিলো। এখন সে ভাবছে, কয়েকদিন আগে এই মাস্টারপিসটা দেখতে গিয়েছিলো কিনা, কিন্তু জেগে উঠে হাসপাতালে নিজেকে আবিষ্কার করা এবং চোখের সামনে একজন ডাক্তারের হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারলো না। *ভেরি সরি। ভেরি সরি।*

সুতীব্র এই অপরাধবোধের কারণে বমি করার উপক্রম হলো তার। *আমি করেছিটা কি?*

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থেকেই তার চোখের কোণ দিয়ে কিছু একটা

দেখতে পেয়ে তাকিয়ে দেখলো তার পাশে ডেস্কের উপর একটি ল্যাপটপ রাখা আছে। হঠাৎ করেই বুঝতে পারলো গতরাতে যা-ই ঘটে থাকুক না কেন সেটা নিশ্চয় সংবাদে ঠাঁই পেয়েছে।

ইন্টারনেটে ঢুকতে পারলে এর জবাব হয়তো পাবো।

দরজার দিকে ফিরে ডাক দিলো ল্যাংডন : "সিয়েনা?!"

কোনো সাড়াশব্দ নেই। মেয়েটা এখনও তার প্রতিবেশির বাড়িতেই আছে, তার জন্যে কাপড়চোপড় খুঁজছে।

বিনা অনুমতিতে ল্যাপটপ ব্যবহার করার বিষয়টা সিয়েনা নিশ্চয় বুঝতে পারবে, এই ভেবে ল্যাপটপটা চালু করে দিলো।

ল্যাপটপের পর্দা সজীব হয়ে উঠলো চিরচেনা উইন্ডোজের নীল রঙের ব্যাকগ্রাউন্ডে। দেরি না করে গুগল ইটালিয়ার সার্চ পেইজে গিয়ে *রবার্ট ল্যাংডন* টাইপ করলো সে। *আমার ছাত্ররা যদি এখন আমাকে দেখতে পেতো,* সার্চ শুরু করার সময় ভাবলো ল্যাংডন। তার ছাত্রছাত্রিদেরকে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে গুগল ব্যবহার করার তীব্র সমালোচনা করে থাকে সে। আমেরিকান যুব সমাজকে এই গুগল যেনো গ্রাস করে ফেলেছে।

সার্চের ফলাফল ভেসে উঠলো একটি পেইজে–শত শত হিট। ল্যাংডনের লেখা বই, তার লেকচার। *আমি তো এসব খুঁজছি না।*

সীমাবদ্ধ পরিসরে সার্চ করার জন্য নিউজ বাটনটা সিলেক্ট করলো।

নতুন একটি পেইজ হাজির হলো এবার : *নিউজ রেজাল্ট ফর 'রবার্ট ল্যাংডন।'*

বইয়ে স্বাক্ষর : রবার্ট ল্যাংডন উপস্থিত হবেন...

রবার্ট ল্যাংডনের গ্র্যাজুয়েশনের ঠিকানা...

রবার্ট ল্যাংডন প্রকাশ করেছেন সিম্বল প্রাইমার ফর...

তালিকাটি কয়েক পেইজ দীর্ঘ, কোনোটাতেই সাম্প্রতিক সময়ের সংবাদ নেই–তার বর্তমান কঠিন সময়ের কোনো সংবাদই নেই সেখানে। *গতরাতে কি হয়েছিলো?* ল্যাংডন এতো সহজে হাল ছেড়ে দিলো না, ফ্লোরেন্স থেকে প্রকাশিত *দ্য ফ্লোরেন্টাইন* নামের একটি ইংরেজি পত্রিকার ওয়েব সাইটে ঢুকলো। প্রধান শিরোনাম, ব্রেকিং নিউজ আর পুলিশের ব্লগ, একটি অ্যাপার্টমেন্টে আগুন লাগার খবর, সরকারের তহবলি তছরুপ কেলেংকারি, ছোটোখাটো অপরাধের খবর, সব পড়ে দেখলো সে।

কিছুই নেই?!

একটা ব্রেকিং নিউজে তার চোখ গেলো : গতরাতে শহরের ক্যাথেড্রালের বাইরের প্লাজা'তে এক সরকারী কর্মকর্তা হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে। লোকটার

নাম প্রকাশ করা না হলেও তার মৃত্যু নিয়ে কোনো রকম সন্দেহ প্রকাশ করা হয় নি।

কী করবে বুঝতে না পেরে অবশেষে হারর্ভাডের ই-মেইল অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করে মেসজ চেক করে দেখলো ল্যাংডন। তার মনে ক্ষীণতম আশা, হয়তো ওখান থেকে কোনো কিছু জানা যাবে। কিন্তু সাধারণ মেইল ছাড়া আর কিছুই পেলো না। তার কলিগ, বন্ধুবান্ধব, ছাত্রছাত্রিরা সামনের সপ্তাহে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় চেয়ে মেইলগুলো করেছে।

মনে হচ্ছে আমি যে ওখানে নেই সে-কথা কেউ জানেই না।

হতাশ হয়ে ল্যাপটপটা বন্ধ করে দিলো সে। ডেস্ক থেকে উঠতে যাবে অমনি তার চোখে কিছু একটা ধরা পড়লো। সিয়েনার ডেস্কের এক কোণে পুরনো মেডিকেল জার্নালের স্তুপের উপর একটি পোলারয়েড ছবি রাখা আছে। ছবিটা সিয়েনা ব্রুকস আর তার দাড়িওয়ালা ডাক্তার কলিগের, হাসপাতালের হলওয়ে'তে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে তারা।

ডাক্তার মারকোনি, ছবিটা হাতে নিতেই এক ধরণের অপরাধবোধে আক্রান্ত হলো ল্যাংডন। বইয়ের স্তুপের উপর ছবিটা রাখতে গিয়ে অবাক হয়ে খেয়াল করলো উপরে একটি হলুদ রঙের বুকলেট আছে—লন্ডনের গ্লোব থিয়েটারের বহু পুরনো একটি প্লেবিল। কভারের উপরে লেখা আছে, এটা শেক্সপিয়ারের একটি প্রডাকশন *অ্যা মিডসামার নাইট'স ড্রিম*...প্রায় পঁচিশ বছর আগে মঞ্চস্থ হয়েছিলো।

প্লেবিলের উপরে ম্যাজিক মার্কার কলম দিয়ে হাতে লেখা একটি মেসেজও আছে :

সুইটহার্ট, কখনও ভুলে যেয়ো না তুমি যে অলৌকিক একজন।

প্লেবিলটা হাতে তুলে নিতেই স্তুপ থেকে একগাদা পেপার ক্লিপিং ডেস্কের উপর পড়ে গেলো। সেগুলো তুলতে গিয়ে থমকে গেলো সে।

ল্যাংডন চেয়ে রইলো নাটকের একজন অভিনয় শিল্পীর ছবির দিকে, যে শেক্সপিয়ারের ছোট্ট এক দুষ্টু পরী পুক-এর চরিত্রে অভিনয় করছে। মেয়েটির বয়স পাঁচের বেশি হবে না। সোনালি চুলগুলো অতি পরিচিত পনিটেইল করা।

ছবির নীচে লেখা : *এক তারকার আবির্ভাব।*

জীবন বৃত্তান্তটি এক বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী শিশু মঞ্চাভিনেত্রীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় ভরপুর—মেয়েটি আর কেউ নয়, সিয়েনা ব্রুকস। তার আইকিউ অনন্য সাধারণ, নাটকের প্রতিটি চরিত্রের ডায়লগ সে এক রাতেই মুখস্ত করতে পারে। রিহার্সেলের সময় তাকে প্রম্পট করার দরকার পড়ে না। এই পাঁচ বছরের মেয়েটির শখের মধ্যে রয়েছে বেহালা বাজানো, দাবা খেলা আর

রসায়নশাস্ত্র। লন্ডনের উপকণ্ঠে ব্ল্যাকহিদের এক ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান সে। এরইমধ্যে বৈজ্ঞানিক সার্কেলে মেয়েটি একজন সেলিব্রেটি হয়ে উঠেছে। চার বছর বয়সে একজন গ্র্যান্ড মাস্টারকে হারিয়ে দিয়েছিলো দাবা খেলায়, তিন তিনটি ভাষায় পড়তে পারে সে।

ওহ্ ঈশ্বর, মনে মনে বললো ল্যাংডন। *সিয়েনা। কিছু বিষয় তাহলে বোঝা গেলো।*

সল ক্রিপকি নামের হারর্ভাডের এক প্রোডিজি বাচ্চার কথা স্মরণ করলো সে। অল্প বয়সেই গ্র্যাজুয়েট হতে পেরেছিলো ছেলেটা। মাত্র ছয় বছর বয়সে হিব্রু ভাষা শিখেছিলো, আর বারো বছর বয়সে পড়ে ফেলেছিলো দেকার্তের সমগ্র রচনা। সাম্প্রতিক সময়ে ল্যাংডন পত্রিকায় পড়েছিলো মোশে কাই ক্যাভালিন নামের আরেক প্রোডিজির কথা। এগারো বছর বয়সে ৪.০ গ্রেড-পয়েন্ট নিয়ে কলেজ ডিগ্রি অর্জন করে এবং মার্শাল আর্টে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হয় সে। চৌদ্দ বছর বয়সে *উই ক্যান* ডু শিরোনামে একটি বই লিখে ফেলে।

ল্যাংডন আরেকটি পেপার ক্লিপিং হাতে তুলে নিলো। সিয়েনার সাত বছর বয়সের ছবি আর সেই সঙ্গে তার উপর লেখা একটি আর্টিকেল। সিয়েনা ব্রুকস একজন দক্ষ বেহালা বাদক, এক মাসের মধ্যে যেকোনো ভাষা শিখে ফেলে এবং নিজে নিজে অ্যানাটমি আর ফিজিওলজির উপর পড়াশোনা করতে পারে।

এবার একটি মেডিকেল জার্নালের ক্লিপিংয়ের দিকে নজর গেলো তার : চিন্তার ভবিষ্যৎ : সব মস্তিষ্ক সমানভাবে সৃষ্টি হয় না।

সিয়েনার দশ বছর আগের একটি ছবি দেয়া আছে সেখানে। বিশাল একটি মেডিকেল যন্ত্রপাতির সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। আর্টিকেলে একজন ডাক্তারের ইন্টারভিউ রয়েছে, যিনি সিয়েনার মস্তিষ্কের পিইটি স্ক্যানের ফলাফল ব্যাখ্যা করেছেন। তাতে বলা আছে, সিয়েনার মস্তিষ্ক জন্মগতভাবেই অন্যদের চেয়ে আলাদা, অর্থাৎ একটু বড়। সাধারণ মানুষের চেয়ে তার মাথার স্ট্রিমলাইন অর্গ্যান অনেক বেশি, এরফলে আট-দশজনের তুলনায় ভিজুয়াল-স্প্যাশিয়াল কন্টেন্ট অনেক বেশি ধারণ করতে সক্ষম হয় সে যা কারো পক্ষেই বোধগম্য নয়। সিয়েনার ফিজিওলজিক্যাল সুবিধাকে অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়া ক্যান্সারের কোষের সাথে তুলনা করেছেন ডাক্তার। পার্থক্য হলো, ক্যান্সারের বেলায় বিপজ্জনক কোষের বৃদ্ধি ঘটে আর সিয়েনার বেলায় ঘটে তার মস্তিষ্কের কোষের বৃদ্ধি।

মফশ্বলের সংবাদপত্রের একটি ক্লিপিং খুঁজে পেলো ল্যাংডন। অসাধারণ হবার অভিশাপ

এই ক্লিপিংয়ে কোনো ছবি নেই, তবে খবরটা শিশু সিয়েনা ব্রুকসের উপর,

যেকিনা সরকারী স্কুলের সাথে মানিয়ে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলো কিন্তু অন্য ছাত্রদের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে নি বলে হয়রানির শিকার হয়েছে সে।

বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী শিশুদের নিঃসঙ্গতা নিয়ে লেখা হয়েছে আর্টিকেলটি। তারা অনন্য প্রতিভার অধিকারী হলেও সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে ব্যর্থ হয়। ফলে প্রায়শই তাদেরকে সমাজচ্যুত হবার মতো নির্মম ঘটনারও শিকার হতে হয়।

আর্টিকেলটি আরো বলছে, মাত্র আট বছর বয়সে সিয়েনা বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে দশ দিন একা একা কাটাতে সক্ষম হয়। তাকে পাওয়া যায় লন্ডনের একটি ব্যয়বহুল হোটেলে। ওখানে এক গেস্টের মেয়ে হিসেবে নিজেকে পরিচয় দেয় সে, একটি চাবি চুরি করে অন্যের একাউন্ট ব্যবহার করে রুম সার্ভিসে অর্ডার দেয়। ওখানে থাকার সময় পুরো একটা সপ্তাহ সে ব্যয় করে ১৬০০ পৃষ্ঠার *গ্রে'স অ্যানাটমি* বইটি পড়ে। পুলিশ যখন তাকে জিজ্ঞেস করে কেন সে এরকম মেডিকেল বই পড়েছে তখন জবাবে সিয়েনা জানায়, তার মস্তিষ্কে কী সমস্যা আছে সেটা জানার জন্যই বইটি পড়েছে।

ছোট্ট মেয়েটির জন্য ল্যাংডনের হৃদয় আদ্র হয়ে উঠলো। অন্যদের চেয়ে আলাদা হবার কতো যাতনা সইতে হয় সেটা সে কল্পনাও করতে পারলো না। আর্টিকেলগুলো ভাঁজ করে পুক-এর চরিত্রে অভিনয় করা পাঁচ বছর বয়সের ছবিটার দিকে আরেকবার তাকালো সে। ল্যাংডনের মনে হলো আজকে সিয়েনার সাথে তার সাক্ষাতের ঘটনাটি খুবই পরাবাস্তবধর্মী, এর সাথে স্বপ্নে আবির্ভূত হওয়া পুকের চরিত্রের সাথে যেনো অদ্ভুতভাবেই মিলে যায়। ল্যাংডনের আরো মনে হলো ঐ নাটকের মতোই সে জেগে উঠে যদি দেখতে পেতো এখন পর্যন্ত ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো আসলে দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই না তাহলে কী দারুণই না হতো।

পেপার ক্লিপিংগুলো সাবধানে রেখে দিতেই প্লেবিলের উপরে লেখা মেসেজটা চোখে পড়লো আবার, সঙ্গে সঙ্গে এক ধরণের অপ্রত্যাশিত বিষন্নতায় আক্রান্ত হলো ল্যাংডন : *সুইটহার্ট, কখনও ভুলে যেয়ো না তুমি যে অলৌকিক একজন।*

প্লেবিলের উপর পরিচিত একটি সিম্বল চোখে পড়লো তার। প্রাচীন গ্রিকের একটি পিক্টোগ্রাম, বিশ্বের বেশিরভাগ প্লেবিলের উপরেই এটা অঙ্কিত থাকে–সিম্বলটি ২৫০০ বছরের পুরনো, থিয়েটারের সমার্থক হয়ে উঠেছে এখন।

লে মাশকেয়ার।

কমেডি আর ট্র্যাজেডির আইকনিক মুখ দুটোর দিকে তাকালো ল্যাংডন, হঠাৎ করেই অদ্ভুত একটি গুঞ্জন শুনতে পেলো–যেনো তার মাথার ভেতরে থাকা কোনো তার আস্তে আস্তে টানা হচ্ছে। মাথার ভেতরে চাকুর আঘাতের মতো যন্ত্রণা অনুভূত হলো এরপর। চোখের সামনে ভাসতে দেখলো মুখোশের দৃশ্যগুলো। আর্তনাদ করে উঠলো ল্যাংডন, দু'হাত উপরে তুলে ধরলো। ডেস্কের চেয়ারে বসে দু'চোখ বন্ধ করে মাথাটা শক্ত করে ধরে রাখলো সে।

অন্ধকারে সেই বীভৎস দৃশ্যটা আবার ফিরে এলো প্রচণ্ড ভয়ের সাথে।

সাদা চুলের মহিলা রক্তলাল নদীর ওপারে দাঁড়িয়ে তাকে ডেকে যাচ্ছে। তার মরিয়া চিৎকার বিদীর্ণ করছে ভারি গন্ধের বাতাস। নির্যাতন আর মৃত্যুপথযাত্রিদের আর্তনাদের মধ্যেই পরিস্কার শোনা যাচ্ছে সেই কণ্ঠ। সীমাহীন যন্ত্রণার মধ্যে নিপতিত সে। মাথা নীচে পা উপরে তুলে শরীরের অর্ধেক মাটিতে পুতে রাখা দেহটা আবারো দেখতে পেলো। এক পায়ের উরুতে ইংরেজি *R* অক্ষরটি লেখা। সেই পা দুটো উদভ্রান্তের মতো শূন্যে ছোড়া হচ্ছে।

খুঁজলেই পাবেন! মহিলা বলছে ল্যাংডনকে। *সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে!*

ল্যাংডন সেই মহিলাকে...*সবাইকে* সাহায্য করার সুতীব্র তাড়না অনুভব করলো আবার। উদভ্রান্তের মতো সেও চিৎকার করে বললো : *আপনি কে?!*

আবারো সেই একই দৃশ্য–মহিলা ঘোমটা খুলে ফেললে তার সুন্দর মুখটা দেখা গেলো।

আমি জীবন, বললো সে।

হুট করে মহিলার উপরে আকাশে ভেসে উঠলো বিশাল একটি ছবি–ভয়ঙ্কর দেখতে একটা মুখোশ পরে আছে, মুখোশের নাকটা ঈগল পাখির নাকের মতোই লম্বা, চোখ দুটো তীব্র সবুজ রঙের, চেয়ে আছে ল্যাংডনের দিকে।

আর আমি...মৃত্যু! গমগম করে বলে উঠলো কণ্ঠটি।

অধ্যায় ৮

চট করে ল্যাংডনের চোখ খুলে গেলো, হরবর করে নিঃশ্বাস নিলো সে। সিয়েনার ডেস্কের চেয়ারে বসে আছে, মাথার পেছনে দু'হাত, হৃদপিণ্ডটা লাফাচ্ছে।

আমার হচ্ছেটা কি?

সাদা চুলের মহিলা আর লম্বা নাকের মুখোশ তার মাথায় যেনো গেঁথে আছে। *আমি জীবন। আমি মৃত্যু।* মাথা ঝাঁকিয়ে দৃশ্যটা ঝেড়ে ফেলতে চাইলো কিন্তু মনে হলো ওটা তার মাথায় চিরস্থায়ীভাবে জেঁকে বসেছে। ডেস্কের উপর রাখা প্লেবিলের দুটো মুখোশ চেয়ে আছে তার দিকে।

আপনার স্মৃতিগুলো বিক্ষিপ্ত আর অবিন্যস্ত, সিয়েনা তাকে বলেছিলো। *অতীত, বর্তমান আর কল্পনার মিশ্রণে একাকার হয়ে গেছে।*

ল্যাংডনের মনে হলো তার মাথা ঝিমঝিম করছে।

অ্যাপার্টমেন্টের কোথাও একটা ফোনের রিং বাজছে এখন। একেবারে তীক্ষ্ণ আর পুরনো দিনের একটা রিংটোন। রান্নাঘর থেকে আসছে।

"সিয়েনা?!" চেয়ার থেকে উঠে ডাকলো ল্যাংডন।

কোনো সাড়াশব্দ নেই। মেয়েটা এখনও ফিরে আসে নি। দু'বার রিং হবার পরই অ্যান্সারিং মেশিন কলটা রিসিভ করলো।

"চিয়াও, সোনো ইও," সিয়েনার রেকর্ড করা কণ্ঠ বলে উঠলো। *"লাসিয়েতেমি উন মেসাজ্জিও এ ভি রিচিয়ামেরো।"*

একটা বিপ্ হবার পরই ভয়ার্ত এক নারীকণ্ঠ পূর্ব ইউরোপিয়ান টানে মেসেজ রাখতে শুরু করলো। হল পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হলো তার কণ্ঠ।

"সিয়েনা, আমি দানিকোভা! তুমি কোথায়?! ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে গেছে! তোমার বন্ধু মারকোনি মারা গেছে! লঙ্কাকাণ্ড হয়ে গেছে হাসপাতালে! এখানে পুলিশ এসেছিলো! ওরা বলছে তুমি একজন রোগিকে বাঁচানোর জন্য তাকে নিয়ে পালিয়ে গেছো?! কেন!? তুমি তো তাকে চেনো না! পুলিশ এখন তোমার সাথে কথা বলতে চাইছে! তারা সব কর্মচারীর ফাইল নিয়ে গেছে! আমি জানি সব তথ্য ভুল-ঠিকানাও ভুল, কোনো নাম্বারও নেই। ওয়ার্কিং ভিসাটা জাল-তাই ওরা তোমাকে আজ খুঁজে পায় নি। কিন্তু খুব জলদিই পেয়ে যাবে! আমি তোমাকে সতর্ক করে দিলাম। খুবই দুঃখিত, সিয়েনা।"

কলটা শেষ হয়ে গেলো।

প্রচণ্ড অনুশোচনা গ্রাস করলো ল্যাংডনকে। মেসেজের কথা, সিয়েনাকে

ডাক্তার মারকোনি তার সাথে কাজ করতে দেয়া। আর এখন ল্যাংডনের কারণে মারকোনির জীবনাবসান, সিয়েনা তাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনা, সব কিছুর জন্যে সে-ই দায়ি।

এমন সময় অ্যাপার্টমেন্টের দরজা বন্ধ করার শব্দ হলো।

সিয়েনা ফিরে এসেছে।

কিছুক্ষণ পরই অ্যান্সারিং মেশিনটা বাজতে শুরু করলো। "সিয়েনা, আমি দানিকোভা! তুমি কোথায়?!"

ল্যাংডনের চোখমুখ তিক্ততায় ভরে উঠলো, ভালো করেই জানে সিয়েনা কি শুনতে যাচ্ছে। মেসেজ চলার সময় ল্যাংডন দ্রুত প্লেবিলটা রেখে দিলো জায়গামতো, ডেস্কের সবকিছু ঠিকঠাক করে চলে গেলো হলের বাথরুমে। সিয়েনার অতীত জীবন সম্পর্কে জানতে পেরে এক ধরণের অস্বস্তি বোধ করছে সে।

দশ সেকেন্ড পর বাথরুমের দরজায় আলতো করে টোকা পড়লো।

"দরজার কাছে আমি কিছু কাপড়চোপড় রেখে যাচ্ছি," বললো সিয়েনা। তার কণ্ঠ আবেগে কাঁপছে।

"অনেক ধন্যবাদ তোমাকে," জবাব দিলো ল্যাংডন।

"জামাগুলো পরা শেষ হলে রান্নাঘরে চলে আসবে," বললো মেয়েটি। "কাউকে কল করার আগে তোমাকে গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস দেখানো দরকার।"

ক্লান্ত পায়ে অ্যাপার্টমেন্টের হল দিয়ে নিজের বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেলো সিয়েনা। ড্রেসার থেকে একটা নীল রঙের জিন্স আর সোয়েটার নিয়ে ঢুকে পড়লো বাথরুমে।

আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখে গেলো কয়েক মুহূর্ত, তারপর সোনালি চুলের ঝুটিটা শক্ত করে ধরে এক টানে খুলে ফেললো। বেরিয়ে এলো তার ন্যাড়া মাথা।

আয়নার ভেতর থেকে চুলবিহীন বত্রিশ বছরের এক নারী তার দিকে চেয়ে আছে। এ জীবনে অসংখ্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছে সে, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার সহ্য ক্ষমতা রয়েছে তার। কঠিন সময় অতিক্রম করার জন্য সব সময়ই নিজের বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করে তারপরও বর্তমান পরিস্থিতিতে পড়ে সুগভীর আবেগে কেঁপে উঠলো।

সোনালি চুলের উইগটা পাশে রেখে মুখ আর হাত ধুয়ে নিলো পানিতে।

হাত-মুখ মুছে জামা-কাপড় পাল্টে আবারো উইগটা মাথায় চাপালো। নিজেকে করুণা করার মতো জঘন্য ব্যাপারটি বেশরিভাগ সময়ই সহ্য করতে পারে না সে, কিন্তু এখন বুকের ভেতর থেকে কান্নার দমক বের হয়ে আসতে চাইলে সে আর বাধা দিলো না।

নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না যে জীবন তার জন্যে কাঁদলো।

সে কাঁদলো চোখের সামনে তার মেন্টরকে মরে যেতে দেখেছে বলে।

তার সমস্ত হৃদয় জুড়ে যে একাকীত্ব জুড়ে আছে তার জন্যে কাঁদলো।

তবে সবকিছু ছাপিয়ে নিজের ভবিষ্যতের জন্য কাঁদলো সে...হঠাৎ করেই যেনো সেটা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

অধ্যায় ৯

মেন্দাসিয়াম-এর নীচের ডেকে ফ্যাসিলিটেটর লরেন্স নোলটন নিজের কাঁচের রুমে বসে কম্পিউটার মনিটরের দিকে অবিশ্বাসভরা চোখে চেয়ে আছে। তাদের ক্লায়েন্টের দেয়া ভিডিও এইমাত্র দেখেছে সে।

এই ভিডিওটা আগামীকাল বড় বড় মিডিয়াতে আপলোড করতে হবে আমাকে?

কনসোর্টিয়ামে তার দশ বছর চাকরির সময়কালে এমন অনেক ধরণের কাজ সে করেছে যেগুলোর কোনো কোনোটা অসৎ এবং অবৈধও বটে। নীতির দিক থেকে ধূসর এলাকায় কাজ করাটা কনসোর্টিয়ামে অবশ্য সাধারণ ঘটনা–এটি এমন এক সংগঠন যার একমাত্র নীতি হলো ক্লায়েন্টের কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করার জন্য যা করার দরকার তা-ই করতে হবে।

আমরা শুধু তা-ই অনুসরণ করি। ঘটনা যা-ই হোক না কেন, কোনো প্রশ্ন করা যাবে না।

তবে এই ভিডিওটা আপলোড করার ফলাফল কি হতে পারে সে-ব্যাপারে নোলটন নিশ্চিত হতে পারছে না। অতীতে অনেক উদ্ভট আর অবিশ্বাস্য সব কাজ করেছে সে, ওসব করার সময় বুঝতে পারতো কাজটার উদ্দেশ্য আর কাঙ্খিত ফলাফল কি হতে পারে।

কিন্তু এই ভিডিওটা একেবারেই হতবুদ্ধিকর।

এটা একেবারেই অন্যরকম কিছু।

পুরোপুরিই অন্যরকম।

ভিডিওটা আবারো চালু করলো নোলটন। তার মনে ক্ষীণতম আশা, দ্বিতীয়বার দেখার সময় হয়তো আরেকটু বোধগম্য হবে বিষয়টা। ভলিউমটা বাড়িয়ে দিয়ে নয় মিনিটের ভিডিওটা আবার দেখতে শুরু করলো সে।

যথারীতি পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ দিয়ে শুরু। গুহাতুল্য একটি জায়গা। মেঝেতে পানি। সেখান থেকে ভুতুরে লালচে আলো উদগীরিত হচ্ছে। ক্যামেরা সেই লালচে পানির নীচে চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। পানির নীচে গিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা নামফলকের মতো জিনিস :

এই জায়গায়, এই তারিখে এ বিশ্ব বদলে গিয়েছিলো চিরতরের জন্যে।

কনসোর্টিয়ামের ক্লায়েন্টের স্বাক্ষর করা এই লেখাটি একেবারেই অস্বস্তিকর।

যে তারিখের কথা বলা হয়েছে সেটা *আগামীকালের*...এটা দেখে নোলটন চিন্তিত হয়ে উঠলো। এক ধরণের অস্থিরতায় আক্রান্ত হলো সে।

এবার পানির নীচে থাকা ক্যামেরাটি বাম দিকে ঘুরতেই অদ্ভুত একটি জিনিস দেখা গেলো। ধাতব ফলকটির পাশেই সেটা ভাসছে।

মেঝে থেকে কোনো চিকন তার দিয়ে পাতলা স্বচ্ছ প্লাস্টিকের গোলকটি আটকানো। দেখে মনে হচ্ছে খুবই নাজুক, টালমাটাল অবস্থায় আছে, অনেকটা বিশাল আকৃতির সাবানের বুদবুদের মতো। এই স্বচ্ছ গোলকটি পানির নীচে কোনো বেলুনের মতোই ভাসছে...এর ভেতরে হিলিয়াম নয়, এক ধরণের হলুদ-বাদামি গেলাটিনের মতো তরল পদার্থ রয়েছে। এই থলথলে ব্যাগটি ভেতরের চাপে ক্রমশ স্ফীত হচ্ছে যেনো। এর পরিধি এক ফুটের মতো হবে। ভেতরের বস্তুটা মনে হচ্ছে ধীরে ধীরে ঘুরপাক খাচ্ছে, অনেকটা নিঃশব্দে বেড়ে ওঠা ঘুর্ণিঝড়ের কেন্দ্রের মতো।

হায় ঈশ্বর, হতবুদ্ধিকর নোলটন মনে মনে বললো। ভাসমান এই ব্যাগটি দ্বিতীয়বার দেখতে গিয়ে আরো বেশি ভীতিকর বলে মনে হচ্ছে তার কাছে।

ধীরে ধীরে ছবিটা মিইয়ে গিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেলো।

নতুন একটি ছবি ভেসে উঠলো এবার–গুহাতুল্য জায়গাটির ভেজা দেয়াল দেখা যাচ্ছে। পানির প্রতিফলন পড়েছে সেখানে। দেয়ালে একটি অবয়ব দেখা গেলো...একজন মানুষের...সোজা দাঁড়িয়ে আছে।

কিন্তু লোকটার মাথার আকৃতি বলতে গেলে খুব বাজেভাবে বিকৃত।

তার নাকের জায়গায় ঈগলপাখির লম্বা ঠোঁট...যেনো সে আর্ধমানব-অর্ধপক্ষী।

সে যখন কথা বললো তার কণ্ঠ ফ্যাসফ্যাসে শোনালো...অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে কথা বললো...যেনো হিসেব করে মেপে মেপে...কোনো মহাকাব্য পাঠরত আবৃত্তিকারের মতো।

নিশ্চল হয়ে বসে রইলো নোলটন। পাখির ঠোঁটযুক্ত লোকটি কথা বলতে শুরু করলে নিঃশ্বাস নিতে ভুলে গেলো সে।

> আমি সেই ছায়া।
> তোমরা যদি এটা দেখে থাকো তাহলে বুঝবো আমার আত্মা অবশেষে শান্তিতে ঘুমাচ্ছে।
> মাটির নীচ থেকে আমি কথা বলছি সারাবিশ্বকে শোনানোর জন্য, এখানে এই গুহায় আমি নির্বাসিত, যেখানকার রক্তলাল পানিতে আকাশের তারা প্রতিফলিত হয় না।

কিন্তু এটাই আমার স্বর্গ...আমার নাজুক সন্তানের আদর্শ জরায়ু।
ইনফার্নো।
খুব জলদিই তোমরা জানতে পারবে আমি কি রেখে গেছি তোমাদের জন্য।
এমনকি এখানেও আমি আঁচ করতে পারি আমাকে তাড়িয়ে বেড়ানো মূর্খ আত্মাদের পদধ্বনি...আমার কর্মকাণ্ডকে থামিয়ে দেবার জন্য তারা মরিয়া।
তুমি হয়তো বলবে, তাদেরকে ক্ষমা করে দিন, কারণ তারা জানে না তারা কি করছে। কিন্তু দুনিয়াতে এমনও সময় আসে যখন মূর্খদের আর ক্ষমা করে দেয়া যায় না...তখন কেবলমাত্র প্রজ্ঞারই থাকে মুক্ত করার ক্ষমতা।
বিবেকের বিশুদ্ধতার সাথে মৃত্যুর আগে আমি তোমাদের জন্য আশার আলো, মুক্তি আর ভবিষ্যৎ দান করে গেছি।
অথচ এখনও এমন লোক রয়েছে যারা আমাকে কুকুরের মতোই শিকার করে বেড়াচ্ছে, নিজেদের মনগড়া বিশ্বাসে তারা বিশ্বাস করে আমি একজন উন্মাদ। এক সাদা চুলের অপরূপা আছে, যে আমাকে দানব বলে ডাকে! কোপার্নিকাসের মৃত্যুর জন্যে যে অন্ধ যাজক দেনদরবার করেছিলো ঠিক তার মতোই ঐ নারী আমাকে শয়তান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর, আমার কাছে যে সত্যের দর্শন আছে সেজন্যে সে যারপরনাই ভীত।
তবে আমি কোনো পয়গম্বর নই।
আমি তোমাদের মোক্ষ।
আমি সেই ছায়া।

অধ্যায় ১০

"বসো," সিয়েনা বললো। "তোমাকে আমার কিছু প্রশ্ন করার আছে।"

রান্নাঘরে ঢোকার সময় ল্যাংডনের মনে হলো তার পা দুটো আগের চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ়। প্রতিবেশির কাছ থেকে আনা ব্রিওনি সুট পরে আছে সে, তার গায়ে চমৎকারভাবে ফিট হয়েছে সেটা। এমনকি যে লোফারটা পরেছে পায়ে সেটাও পুরোপুরি তার সাইজের। এরপর থেকে ইটালিয়ান জুতো পরা শুরু করবে বলে মনে মনে পণ করলো।

যদি আমি দেশে ফিরে যেতে পারি তো, ভাবলো সে।

সিয়েনা যেনো পুরোপুরি বদলে গেছে–প্রকৃতিপ্রদত্ত এক সুন্দরী–ঘিয়ে রঙা সোয়েটার আর টাইট জিন্স পরে আছে এখন। তার শরীরের সাথে ওগুলো দারুণভাবেই মানিয়ে গেছে। চুলগুলো অবশ্য আগের মতোই সামনে থেকে টেনে পেছনে ঝুটি করে বাধা। তবে হাসপাতালের স্ক্রাব্‌স পরে নি বলে তার মধ্যে আগের কর্তৃত্বপরায়ণতা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, বরং অনেক বেশি নাজুক মনে হচ্ছে তাকে। ল্যাংডন খেয়াল করলো মেয়েটার দু'চোখ লাল টকটকে। যেনো এতোক্ষণ ধরে সে কেঁদেছে। এ কথা ভাবতেই তার মধ্যে আবারো অপরাধবোধ জেগে উঠলো।

"সিয়েনা, আমি খুবই দুঃখিত। টেলিফোনের মেসেজটা আমি শুনেছি। কী বলবো বুঝতে পারছি না।"

"ধন্যবাদ," জবাবে বললো সে। "তবে এখন আমাদেরকে *তোমার* উপরেই বেশি মনোযোগ দিতে হবে। প্লিজ, বসো।"

মেয়েটার কণ্ঠ এখন বেশ দৃঢ় শোনালো। একটু আগে তার সম্পর্কে পড়া আর্টিকেলগুলোর বক্তব্যের সাথে এটা বেশি খাপ খায়।

"আমি চাই তুমি ভাবো," বললো সিয়েনা। "আমরা কিভাবে এই অ্যাপার্টমেন্টে এলাম সেটা কি মনে করতে পারবে?"

ল্যাংডন বুঝতে পারলো না এটা কিভাবে প্রাসঙ্গিক হতে পারে। "ট্যাক্সিতে করে," টেবিলের সামনে বসে বললো সে। "আমাদের লক্ষ্য করে একজন গুলি ছুড়েছে।"

"*তোমাকে* লক্ষ্য করে, প্রফেসর। এ ব্যাপারে কোনো ভুল নেই।"

"হ্যা, তা ঠিক।"

"ট্যাক্সিতে যখন ছিলে তখন কি কোনো গোলাগুলির কথা মনে করতে পারো?"

অদ্ভুত প্রশ্ন। "হ্যা, দুটো গুলি করা হয়েছিলো। একটা সাইড মিররে লাগে, অন্যটা লাগে পেছনের জানালায়।"

"ভালো, এবার চোখ বন্ধ করো।"

ল্যাংডন বুঝতে পারলো মেয়েটা তার স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করছে। কথামতোই চোখ বন্ধ করলো সে।

"আমি কি পরে আছি?"

ল্যাংডন মেয়েটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। "কালো জুতো, নীল রঙের জিন্স, ঘিয়ে রঙা ভি-নেকের সোয়েটার। তোমার চুল সোনালি, কাঁধ পর্যন্ত নামানো। টেনে ঝুটি করে বাধা আছে। তোমার চোখ দুটো বাদামি।"

চোখ খুলে মেয়েটাকে দেখলো ল্যাংডন, যা বলেছে তার সাথে পুরোপুরি মিল আছে দেখে খুশি হলো সে। তার মানে তার স্মৃতিশক্তি ভালোমতোই কাজ করছে। একদম স্বাভাবিক আছে।

"ভালো। তোমার ভিজুয়াল কগনিটিভ ইম্প্রিন্টিং দারুণ, তার মানে তোমার অ্যামনেসিয়া পুরোপুরি কেটে গেছে। তোমার স্মৃতি সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় কোনো স্থায়ী ক্ষতি হয় নি। বিগত কয়েকদিনে ঘটে যাওয়া ঘটনার মধ্যে থেকে নতুন কিছু কি স্মরণ করতে পারছো?"

"দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, না। তুমি যখন বাইরে গেলে তখন আমি আবারো ঐ দৃশ্যটা দেখেছি।" ল্যাংডন সিয়েনাকে বলে গেলো ঘোমটা দেয়া নারী, লাশের ছবি, *R* অক্ষর। এরপর সে জানালো, আকাশে ভেসে ওঠা পাখির ঠোঁটের মতো মুখোশ পরা ছবিটার কথা।

" 'আমি মৃত্যু' ?" চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো সিয়েনা।

"হ্যা, ওটা তাই বলেছে।"

"ঠিক আছে...আমার মনে হয় এটা অনেকটা এরকম, 'আমি বিষ্ণু, এ বিশ্বের বিনাশকারী।' "

সিয়েনা যেটা বললো সেটা প্রথম আণবিক বোমা পরীক্ষা করার সময় রবার্ট ওপেনহাইমার বলেছিলেন।

"পাখির ঠোঁটের মতো নাক...সবুজ চোখের মুখোশ?" বললো সিয়েনা, তাকে হতবুদ্ধিকর দেখাচ্ছে। "তোমার কি কোনো ধারণা আছে এরকম ছবি কেন তোমার মনের পর্দায় ভেসে উঠলো?"

"কোনো ধারণাই নেই। তবে এ ধরণের মুখোশ মধ্যযুগে বেশ প্রচলিত ছিলো।" একটু থামলো ল্যাংডন। "এটাকে বলে প্লেগ মুখোশ।"

সিয়েনাকে অদ্ভুতভাবেই ঘাবড়ে যেতে দেখালো। "প্লেগ মুখোশ?"

ল্যাংডন দ্রুত বলে গেলো সিম্বলের জগতের কথা। পাখির ঠোঁটসদৃশ্য

মুখোশ মধ্যযুগে ব্ল্যাক ডেথ অর্থাৎ মরণঘাতি প্লেগের সমার্থক হয়ে উঠেছিলো। তেরো শতকের দিকে এই প্লেগের প্রাদুর্ভাবে সমগ্র ইউরোপের এক তৃতীয়াংশের মতো জনসংখ্যা হ্রাস পায়। বেশিরভাগ পণ্ডিত মনে করে, প্লেগে আক্রান্ত রোগির মাংসে কালচে হয়ে যেতো বলে এই রোগের নামকরণ করা হয় 'ব্ল্যাক ডেথ।' কিন্তু সত্যি কথা হলো, ব্ল্যাক বা কালো শব্দটি দিয়ে আসলে প্লেগের ভয়ঙ্কর মহামারি নিয়ে লোকজনের মধ্যে যে আতঙ্ক আর মৃত্যুভয় কাজ করতো সেটাই বোঝানো হয়েছে।

"পাখির ঠোঁটের মতো মুখোশ," ল্যাংডন বললো, "মধ্যযুগে প্লেগের চিকিৎসায়রত ডাক্তাররা ব্যবহার করতো এই ভয়ঙ্কর ছোঁয়াচে রোগ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য। এখন কেবলমাত্র ভেনিসের কার্নিভালে পোশাক হিসেবে এটা পরা হয়ে থাকে–ইটালির ইতিহাসের একটি মর্মান্তিক অধ্যায়কে স্মরণ করে।"

"তুমি নিশ্চিত, ওরকম একটি মুখোশ দেখেছো?" জিজ্ঞেস করলো সিয়েনা, তার কণ্ঠ এখন রীতিমতো কাঁপছে। "মধ্যযুগের প্লেগ রোগের ডাক্তাররা এটা পরতো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ল্যাংডন। *পাখির ঠোঁটসদৃশ্য মুখোশ দেখে ভুল করার কোনো সুযোগই নেই।*

সিয়েনার ভুরু কোচকানো ভঙ্গি দেখে ল্যাংডন আঁচ করতে পারলো মেয়েটা কোনো দুঃসংবাদ দিতে যাচ্ছে তাকে, কিন্তু কিভাবে সেটা দিলে ভালো হয় বুঝে উঠতে পারছে না। "আর ঐ মহিলা তোমাকে বলে যাচ্ছিলো 'খুঁজলেই পাবে' ?"

"হ্যা। ঠিক আগেরবারের মতোই। কিন্তু সমস্যা হলো আমার কোনো ধারণাই নেই কী খুঁজবো আমি।"

তিক্তমুখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সিয়েনা। "মনে হয় সেটা আমি জানি। তারচেয়েও বড় কথা ঐ জিনিসটা তুমি এরইমধ্যে পেয়েও গেছো।"

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো ল্যাংডন। "তুমি কী বলছো?!"

"রবার্ট, হাসপাতালে যখন তুমি এলে তখন তোমার জ্যাকেটের পকেটে অস্বাভাবিক একটি জিনিস ছিলো। তুমি কি মনে করতে পারো সেটা কি?"

মাথা ঝাঁকালো ল্যাংডন।

"সাথে করে তুমি অদ্ভুত একটি জিনিস নিয়ে এসেছিলে...বলা ভালো খুবই চমকে যাবার মতো একটি জিনিস। তোমার শরীর থেকে জামা-কাপড় খুলে ফেলার সময় আমরা ওটা পেয়ে যাই।" টেবিলের উপর মেলে রাখা ল্যাংডনের রক্তলাগা হ্যারিস টুইড জ্যাকেটের দিকে ইঙ্গিত করলো সে। "ওটা এখনও পকেটের ভেতরেই আছে। তুমি দেখতে চাইলে দেখতে পারো।"

কিছু বুঝতে না পেরে নিজের জ্যাকেটের দিকে তাকালো ল্যাংডন। *এ থেকে অন্তত এটা বোঝা গেলো ওরকম মুহূর্তে মেয়েটা কেন আমার জ্যাকেট নিতে গেলো।* রক্তের দাগ লেগে থাকা জ্যাকেটটা হাতে নিয়ে এক এক করে সবগুলো পকেট খুঁজে দেখলো সে। কিছুই পেলো না। আবারো খুঁজে দেখলো। একই ফল। সিয়েনার দিকে ফিরে কাঁধ তুললো এবার। "কিছুই তো নেই।"

"গোপন পকেটটা খুঁজে দেখো।"

"কি? আমার জ্যাকেটে কোনো গোপন পকেট নেই।"

"নেই?" মেয়েটাকে হতবুদ্ধিকর দেখালো। "তাহলে কি...এই জ্যাকেটটা অন্য কারোর?"

ল্যাংডনের মাথা আবারো ঝিমঝিম করতে শুরু করলো। "না, তা হবে কেন, এটা আমারই জ্যাকেট।"

"তুমি নিশ্চিত?"

আলবৎ! ভাবলো সে। *এটা তো আমার প্রিয় পোশাক।*

জ্যাকেটের ভেতরে থাকা লেবেলটা দেখালো সিয়েনাকে। ওটাতে হ্যারিস টুইডের আইকনিক গোলক আর তার চারপাশ জুড়ে থাকা বোতাম সদৃশ্য তেরোটি জুয়েল আর উপরে মলটিস ক্রশ রয়েছে।

"এটা দেখো," এম্ব্রয়ডারি করা তার নামের আদ্যক্ষর-আর.এল-রয়েছে সেখানে। ল্যাংডন সব সময়ই অর্ডার দিয়ে জ্যাকেট বানিয়ে নেয়। এরফলে ব্র্যান্ড নামের পাশাপাশি নিজের আদ্যক্ষরও বসিয়ে নিতে পারে । হারর্ভাডের মতো ক্যাম্পাসে কতোজন এরকম জ্যাকেট পরে তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। লন্ড্রি করতে দেবার পর এরটার সাথে ওরটার অদল বদল ঠেকাতেই এই ব্যবস্থা।

"আমি তোমার কথা বিশ্বাস করলাম," জ্যাকেটটা তার হাত থেকে নিয়ে বললো সিয়েনা। "এবার দেখো।"

জ্যাকেটটা পুরোপুরি খুলে মেলে ধরলো সে। ভেতর দিকে কলারের পেছনে একটা সেলাই করা লাইন আছে। ওটা আসলে গোপন পকেট।

এটা আবার কি?!

ল্যাংডন নিশ্চিত এই পকেটটা সে এর আগে কখনও দেখে নি। এমনভাবে ওটা সেলাই আছে যে চোখে দেখলেও বোঝার কোনো উপায় নেই।

"এর আগে তো ওটা ছিলো না!" জোর দিয়ে বললো ল্যাংডন।

"তাহলে আমি ধরে নিতে পারি তুমি এটা কখনও দেখো নি?" পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা মসৃণ ধাতব জিনিস বের করে আনলো সে। ওটা আস্তে করে তুলে দিলো ল্যাংডনের হাতে।

জিনিসটার দিকে বাকরুদ্ধ হয়ে চেয়ে রইলো ল্যাংডন।

"তুমি কি জানো এটা কি?" জানতে চাইলো সিয়েনা।

"না..." চট করে বললো সে। "এরকম জিনিস এর আগে কখনও দেখি নি।"

"দুঃখের বিষয়, আমি এটা চিনি। আর আমি শতভাগ নিশ্চিত, এই জিনিসটার জন্যেই কেউ তোমাকে খুন করার চেষ্টা করছে।"

মেন্দাসিয়াম-এর প্রাইভেট রুমে পায়চারি করতে থাকা ফ্যাসিলিটেটর নোলটন এক ধরণের চরম অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেছে, কারণ এইমাত্র দেখা ভিডিওটি আগামীকাল সকালে সারাবিশ্বের সাথে শেয়ার করতে হবে।

আমি সেই ছায়া।

একটা গুজব শুনেছে সে, তাদের এই ক্লায়েন্ট নাকি বিগত কয়েক মাস ধরে মানসিক ভারসাম্যহীনতার মধ্যে ছিলো। কিন্তু এই ভিডিওটা দেখার পর এসব কথাকে আর গুজব বলে মনে হচ্ছে না। নোলটন জানে তার কাছে এখন দুটো উপায় রয়েছে। প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আগামীকাল সকালে ভিডিওটি ডেলিভারি দেয়া অথবা পুণরায় বিবেচনা করার জন্য উপর তলায় প্রভোস্টকে ভিডিওটা দেখতে বলা।

আমি অবশ্য অবশ্য জানি উনি কী বলবেন, ভাবলো নোলটন। ক্লায়েন্টের কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি কখনও দ্বিতীয়বার বিবেচনা করতে দেখে নি প্রভোস্টকে। *উনি আমাকে এই ভিডিওটা সারাবিশ্বকে দেখানোর জন্য আপলোড করে দিতে বলবেন। এ নিয়ে আর কোনো প্রশ্ন করতে দেবেন না...প্রশ্ন করলেই উনি আমার উপর ভীষণ ক্ষেপে যাবেন।*

আবারো ভিডিওটার দিকে মনোযোগ দিলো নোলটন। বিশেষ করে নির্দিষ্ট একটি জায়গা আবারো দেখলো সে।

পাখির ঠোঁটসদৃশ্য মুখোশ পরা অবয়বটি ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠে বলছে :

> নতুন অন্ধকার যুগ সমাগত।
> শত শত বছর আগে, ইউরোপ তার নিজের দুর্দশায় নিপতিত হয়েছিলো–এর অধিবাসীরা দলে দলে অন্য কোথাও চলে গেছিলো, অভুক্ত অবস্থায় দিন কাটাতো, পাপ আর হতাশায় জর্জরিত ছিলো তারা। ঘন বন-জঙ্গলের মতোই তারা গাদাগাদি করে থাকতো, অনেকটা মৃতবৃক্ষের গন্ধে দম বন্ধ

অবস্থায়। অপেক্ষায় ছিলো ঈশ্বরের কৃপা কখন তাদের উপর নেমে আসবে আলোকবর্তিকার মতো–যে আলো প্রজ্জ্বলিত হবে সেই আগুন পুড়িয়ে ফেলবে সমস্ত মৃতবৃক্ষ, বয়ে আনবে নতুন সূর্যালোক, আর পুণরায় জন্ম দেবে সুস্থ বৃক্ষরাজির।
সমূলে উৎপাটন হলো ঈশ্বরের স্বাভাবিক ব্যবস্থা।
নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করো, ব্ল্যাক ডেথের পর কি এসেছিলো? আমরা সবাই এর জবাব জানি।
রেনেসাঁ।
পুণর্জন্ম।
সব সময় এমনটিই হয়ে আসছে। মৃত্যুর পর আসে জীবন।
স্বর্গে পৌছাতে হলে মানুষকে ইনফার্নো পেরোতেই হবে।
এটাই আমাদের প্রভু শিক্ষা দিয়েছেন।
তারপরও সাদা চুলের মূর্খের কী দুঃসাহস, আমাকে দানব বলে ডাকে? সে কি এখনও ভবিষ্যতের অঙ্কটা অনুধাবন করতে পারে নি? কোন্ বিভীষিকা বয়ে আনবে এটা?
আমি সেই ছায়া।
আমি তোমাদের মুক্তি।
তাই তো আমি দাঁড়িয়ে আছি মাটির নীচে এই গুহায়, চেয়ে আছি এমন একটি জলাধারের দিকে যা কোনো তারাকে প্রতিফলিত করে না। এখানে এই ডুবন্ত প্রাসাদের পানির নীচে উদগীরিত হচ্ছে ইনফার্নো।
খুব শীঘ্রই এটা অগ্নিশিখায় বিস্ফোরিত হবে।
আর যখন এটা হবে, এ পৃথিবীর কোনো কিছুই সেটাকে থামাতে পারবে না।

অধ্যায় ১১

ল্যাংডনের মনে হলো তার হাতের জিনিসটা আকারের তুলনায় অনেক বেশি ওজনের। মসৃণ আর দৃঢ়, পালিশ করা ধাতব একটি সিলিন্ডার, দৈর্ঘে ছয় ইঞ্চির মতো হবে, উভয় দিকই গোলাকার, অনেকটা ছোটোখাটো টর্পেডোর মতো।

"জিনিসটা বেশি নাড়াচাড়া করার আগে," সিয়েনা বললো তাকে, "তোমার উচিত এর অন্য দিকটা আগে দেখা।" একটা কাষ্ঠহাসি দিলো সে। "তুমি বলেছো তুমি সিম্বলজির প্রফেসর, তাই না?"

ধাতব সিলিন্ডারটার দিকে ভালো করে তাকালো ল্যাংডন। একটু ঘোরাতেই এর গায়ে লাল রঙের একটি সিম্বল দেখতে পেলো সে।

সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেলো।

আইকনোলজির ছাত্র হিসেবে ল্যাংডন জানে কিছু কিছু ইমেজ আছে যেগুলো দেখামাত্রই মানব মনে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে...মুহূর্তেই ভড়কে দেয়ার ক্ষমতা রাখে ওগুলো...এ মুহূর্তে চোখের সামনে যে সিম্বলটা আছে সেটা ঠিক ঐ ধরণেরই। দেরি না করে টেবিলের উপর সিলিন্ডারটি সাবধানে রেখে দিয়ে নিজের চেয়ারটা একটু পেছনে নিয়ে গেলো সে।

মাথা নেড়ে সায় দিলো সিয়েনা। "হুম। প্রথমবার এটা দেখে আমিও ঠিক এমনটিই করেছিলাম।"

সিলিন্ডারের গায়ের সিম্বলটি কতোগুলো ইমেজের জড়িয়ে থাকা একটি রূপ।

খুবই কুখ্যাত একটি সিম্বল। ল্যাংডন একবার পড়েছিলো, এই সিম্বলটা ১৯৬০'এর দশকে ডাউ কেমিকেল প্রবর্তন করেছিলো আগের একটি নিরীহ সিম্বলকে বাদ দিয়ে। আর সব সফল সিম্বলের মতো এটাও খুব সরল, বোধগম্য আর সহজেই পুণরুৎপাদন করা যায়। খুবই সুচতুরভাবে কাকঁড়ার আঙটাতুল্য হাত থেকে শুরু করে নিনজাদের ছুড়ে মারা চাকুর সাথে মিল রেখে তৈরি করা হয়েছে আধুনিককালের 'বায়োহ্যাজার্ড' সিম্বলটি। এ বিশ্বের সব ভাষার মানুষের কাছেই এটা এখন *বিপজ্জনক*-এর প্রতীক হিসেবে সুপরিচিত।

"এই ছোট্ট ক্যানিস্টারটি আসলে একটি বায়োটিউব," সিয়েনা বললো।

"বিপজ্জনক বস্তু পরিবহণের সময় এটা ব্যবহার করা হয়। আমাদের চিকিৎসাবিদ্যার দুনিয়ায় এটা খুব একটা দেখা যায় না। এর ভেতরে ফোমের প্যাডে পেঁচিয়ে নমুনাটি রাখা আছে। "আমি অনুমাণ করতে পারি..." সিম্বলটার দিকে ইঙ্গিত করলো সে, "এর ভেতরে প্রাণঘাতি কোনো কেমিকেল রয়েছে...কিংবা মারণঘাতি ভাইরাস?" একটু থামলো সিয়েনা। "আফ্রিকা থেকে ইবোলা ভাইরাসের প্রথম নমুনাটি ঠিক এরকম টিউবে করেই নিয়ে আসা হয়েছিলো।"

এরকম কথা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিলো না ল্যাংডন। "এই বালের জিনিসটা আমার পকেটে কি করে এলো! আমি একজন সামান্য শিল্পকলার ইতিহাসের প্রফেসর; আমি কেন এরকম জিনিস সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াবো?!"

দোমড়ানো মোচড়ানো মানবদেহের ভয়ঙ্কর ছবিগুলো আবার মনের পর্দায় ভেসে উঠলো...তাদের উপর ভেসে বেড়াচ্ছে প্লেগ মুখোশ।

ভেরি সরি...ভেরি সরি।

"যেখান থেকেই এটা এসে থাকুক না কেন," বললো সিয়েনা, "অনেক উপরের লেভেল থেকে এসেছে। লিড-লাইন্‌ড টাইটানিয়াম। কার্যত অপ্রবেশ্য, এমনকি তেজস্ক্রিয়তাও ঢুকতে পারবে না এতে। আমি সরকারের দিকেই ইঙ্গিত করবো।" বায়োহ্যাজার্ড সিম্বলের পাশে স্ট্যাম্প আকৃতির কালো রঙের একটি প্যাডের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলো সে। "এটা আঙুলের ছাপ চিনতে পারে। হারিয়ে গেলে কিংবা চুরি হলে যেনো নিরাপদে থাকে সেজন্যে এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা। নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তিই এই টিউবটা খুলতে পারবে। অন্য কেউ না।"

যদিও ল্যাংডন মনে করছে তার মাথা ঠিকঠাকভাবেই কাজ করছে এখন তারপরও এই বিষয়টা পুরোপুরি বোধগম্য হচ্ছে না। *আমি একটি বায়োমেট্রিক্যালি সিল করা ক্যানিস্টার বয়ে বেড়িয়েছি।*

"তোমার পকেট থেকে এই জিনিসটা খুঁজে পাবার পর আমি চেয়েছিলাম ডাক্তার মারকোনিকে একান্তে সেটা দেখাতে, কিন্তু তুমি জেগে ওঠার আগে সে সুযোগ আমি পাই নি। তুমি যখন অচেতন ছিলে তখন তোমার বুড়ো আঙুল ব্যবহার করে ক্যানিস্টারটা খোলার কথাও ভেবেছিলাম। কিন্তু এই টিউবের ভেতরে আসলে কি আছে সেটা তো আমি জানি না তাই–"

"আমার বুড়ো আঙুল?" মাথা ঝাঁকালো ল্যাংডন। "এই জিনিসটা কোনোভাবেই আমার জন্যে প্রোগ্রাম করা হয় নি। আমার বুড়ো আঙুল ব্যবহার করে এটা খোলার কথা ভাবাটাও পাগলামি। বায়োকেমিস্ট্রির ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। এরকম কোনো কিছুর সাথে আমি কখনও জড়িতও ছিলাম না।"

"তুমি একদম নিশ্চিত?"

ল্যাংডন একশত ভাগ নিশ্চিত। বুড়ো আঙুলটা টিউবের ফিঙ্গার প্যাডে চেপে ধরলো সে। কিছুই হলো না। "দেখলে তো? আমি আগেই বলেছিলাম-"

টাইটানিয়ামের টিউবটা ক্লিক করে শব্দ করলে ভয় পেয়ে ল্যাংডন তার হাতটা সরিয়ে নিলো সঙ্গে সঙ্গে। যেনো আগুনের ছ্যাকা লেগেছে আঙুলে। *বাপরে বাপ!* ক্যানিস্টারের দিকে এমনভাবে চেয়ে রইলো যেনো এক্ষুণি ওটা থেকে প্রাণঘাতি কোনো গ্যাস বের হবে। তিন সেকেন্ড পর আবারো ক্লিক করে শব্দ হলে রি-লকিং হয়ে গেলো। বাকরুদ্ধ ল্যাংডন তাকালো সিয়েনার দিকে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো মেয়েটি। তাকেও খুব ভয়ার্ত দেখাচ্ছে। "এখন তো পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে এটা তুমি বহন করবে বলেই প্রোগ্রাম করা হয়েছে।"

ল্যাংডনের কাছে পুরো বিষয়টাই বেখাপ্পা বলে মনে হলো। "অসম্ভব। তার আগে আমাকে বলো, আমি কি করে এই জিনিস নিয়ে এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি পার হলাম?"

"হতে পারে তুমি কোনো প্রাইভেট জেটে করে এখানে এসেছো? কিংবা ইটালিতে পৌছানোর পর কেউ তোমাকে এটা দিয়েছে?"

"সিয়েনা, আমার উচিত কনসুলেটে ফোন করা। এক্ষুণি।"

"তুমি কি মনে করছো না সবার আগে এটা আমাদের খুলে দেখা উচিত?"

এ জীবনে অসংখ্যবার বাজে উপদেশ শুনেছে ল্যাংডন কিন্তু এই রান্নাঘরে বসে প্রাণঘাতি বস্তুর কন্টেইনার খুলে দেখার বুদ্ধিটা কোনোভাবেই মেনে নেবে না। "এই জিনিস আমি কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে দেবো। আর সেটা এখনই।"

নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো সিয়েনা। কথাটা নিয়ে একটু ভেবে গেলো। "ঠিক আছে, কিন্তু ওদেরকে ফোন করার পর থেকে তুমি তোমার রাস্তা দেখবে। আমি এসবের সাথে জড়াতে চাই না। তুমি ওদের সাথে অবশ্যই এখানে দেখা করতে পারবে না। ইটালিতে আমার ইমিগ্রেশন নিয়ে...মানে, একটু জটিলতা আছে।"

সিয়েনার চোখে চোখ রাখলো ল্যাংডন। "দেখো সিয়েনা, আমি শুধু জানি তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছো। তুমি যেভাবে চাইবে আমি ঠিক সেভাবেই এই পরিস্থিতিটা সামলাবো।"

কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে জানালার কাছে চলে গেলো মেয়েটা। নীচের রাস্তার দিকে চেয়ে রইলো সে। "ঠিক আছে, আমাদেরকে ঠিক এভাবে কাজটা করতে হবে।"

দ্রুত একটা পরিকল্পনা করে ফেললো সিয়েনা। খুবই সহজ, চাতুর্যপূর্ণ আর নিরাপদ।

মেয়েটা তার সেলফোন বের করে ডায়াল করলো। চুপচাপ দেখে গেলো ল্যাংডন।

"ইনফরমাজিওনি আব্বোনাতি?" একেবারে চোস্ত ইতালিতে কথা বললো সে। *"পা ফাভোরে, পুয়ো দারমি ইল নুমেরো দেল কসালাতো আমেরিকানো দি ফিরেনজে?"*

একটু অপেক্ষা করার পর দ্রুত একটি ফোন নাম্বার টুকে নিলো সে। *"গ্রাজি মিলে,"* বলেই ফোনটা রেখে রেখে দিলো।

সিয়েনা তার সেলফোন আর ফোন নাম্বারটা বাড়িয়ে দিলো ল্যাংডনের দিকে। "নাও। তোমার কি মনে আছে কি বলতে হবে?"

"আমার স্মৃতি একদম ঠিক আছে," হেসে বললো সে, তারপরই ফোন নাম্বারটা ডায়াল করতে শুরু করলো।

রিং হচ্ছে।

ফোনটা স্পিকার মোডে দিয়ে টেবিলের উপর রেখে দিলো, যাতে করে সিয়েনা শুনতে পায়। রেকর্ড করা একটি মেসেজ জবাব দিলো। কনসুলেট সম্পর্কে সাধারণ তথ্য জানতে চায় কিনা জিজ্ঞেস করলো, আরো জানালো সকাল ৮:৩০ আগে কনসুলেটের কাজকর্ম শুরু হয় না।

দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালো ল্যাংডন। ভোর ৬টা বাজে এখন।

"তবে জরুরি প্রয়োজনে," রেকর্ড করা কণ্ঠ বলতে লাগলো, "আপনি সাত-সাত নাম্বারে ডায়াল করে আমাদের নাইট ডিউটিতে থাকা অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে পারেন।"

সঙ্গে সঙ্গে এক্সটেনশন নাম্বারে ডায়াল করলো ল্যাংডন।

আবারো রিং হবার শব্দ শোনা গেলো।

"কনসোলাতো আমেরিকানো," জবাব দিলো ক্লান্তশ্রান্ত একটি কণ্ঠ। *"সোনো ইল ফানজিওনারি দি তুর্নো।"*

"লেই পারলা ইংলিসি?" জিজ্ঞেস করলো ল্যাংডন।

"অবশ্যই," আমেরিকান ইংরেজিতে বলা হলো ওপাশ থেকে। "আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?"

"আমি একজন আমেরিকান, ফ্লোরেন্সে এসেছি বেড়াতে, আমার উপরে আক্রমণ করা হয়েছে। আমার নাম রবার্ট ল্যাংডন।"

"পাসপোর্ট নাম্বারটা বলেন, প্লিজ," হাই তুলে বললো লোকটি।

"আমি আমার পাসপোর্ট হারিয়ে ফেলেছি। আমার ধারণা ওটা চুরি হয়ে গেছে। আমার মাথায় গুলি করা হয়েছিলো। হাসপাতালে ছিলাম আমি। আমার এখন সাহায্যের দরকার।"

ওপাশের লোকটি যেনো নড়েচড়ে উঠলো। "স্যার!? আপনি বলছেন আপনাকে গুলি করা হয়েছে? দয়া করে আপনার পুরো নামটা আবার বলবেন কি?"

"রবার্ট ল্যাংডন।"

ওপাশের লোকটা কিবোর্ডে দ্রুত কিছু টাইপ করলে সেটা স্পষ্ট শুনতে পেলো ল্যাংডন। কম্পিউটারটা বিপ করে উঠলো। একটু বিরতি। সঙ্গে সঙ্গে আবারো টাইপ করার শব্দ। আবারো বিপ্। তারপর তিন তিনটি বিপ করার শব্দ হলো।

দীর্ঘ নীরবতা নেমে এলো ওপাশ থেকে।

"স্যার?" লোকটা বললো। "আপনার নাম রবার্ট ল্যাংডন?"

"হ্যা। আমি খুব সমস্যায় পড়ে গেছি।"

"ঠিক আছে, স্যার। আপনার নামটা অ্যাকশন ফ্ল্যাগে রয়েছে, তাই আপনাকে আমি এক্ষুণি কনসাল জেনারেলের চিফ অ্যাডমিনেস্ট্রেটরের কাছে ট্রান্সফার করে দিচ্ছি।" একটু থামলো সে। যেনো কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে পারছে না। "একটু লাইনে থাকুন।"

"দাঁড়ান! আপনি কি বলতে পারেন–"

ততোক্ষণে লাইনে রিং বাজা শুরু হয়ে গেছে।

চারবার রিং হবার পর সংযোগ পাওয়া গেলো।

"কলিন্স বলছি," জবাব দিলো ফ্যাসফ্যাসে একটি কণ্ঠ।

বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে শান্ত ভঙ্গিতে বলা শুরু করলো ল্যাংডন। "মিঃ কলিন্স, আমার নাম রবার্ট ল্যাংডন। আমি একজন আমেরিকান, ফ্লোরেন্সে বেড়াতে এসেছি। আমাকে গুলি করা হয়েছে। আমার এখন সাহায্যের দরকার। আমি এক্ষুণি ইউএস কনসুলেটে আসতে চাচ্ছি। আপনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন?"

কোনো রকম দ্বিধা ছাড়াই গম্ভীর কণ্ঠটা জবাব দিলো, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আপনি বেঁচে আছেন, মিঃ ল্যাংডন। আমরা আপনাকে পাগলের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।"

অধ্যায় ১২

কনসুলেট জানে আমি এখানে আছি?

ল্যাংডনের জন্যে এই খবরটা বেশ স্বস্তিদায়ক হলো।

মিঃ কলিন্স—যে নিজেকে কনসাল জেনারেলের চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে পরিচয় দিয়েছে—কথা বলছে বেশ দৃঢ়তার সাথে, একেবারে পেশাদার আমলাদের মতো কিন্তু তার কণ্ঠে এক ধরণের তাগাদাও আছে। "মিঃ ল্যাংডন, আপনার সাথে আমার এক্ষুণি কথা বলা দরকার। আর সেটা অবশ্যই টেলিফোনে নয়।"

ল্যাংডন চুপচাপ শুনে গেলো, কোনো বাধা দিলো না।

"আমি একজনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সে আপনাকে এখানে নিয়ে আসবে," বললো কলিন্স। "আপনি এখন কোথায় আছেন?"

সিয়েনাকে একটু নার্ভাস মনে হলে ল্যাংডন তাকে ইশারা করে আশ্বস্ত করলো। মেয়েটার পরিকল্পনা মতোই সব কিছু হবে।

"আমি পেনসিওনি লা ফিওরেন্তিনা নামের ছোট্ট একটি হোটেলে উঠেছি," জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। সিয়েনা তাকে রাস্তার ওপারে এই হোটেলটার কথাই বলে দিয়েছিলো। কলিন্সকে রাস্তার নাম আর নাম্বার বলে দিলো এবার।

"ঠিক আছে," জবাব দিলো লোকটি। "হোটেলের বাইরে যাবেন না। নিজের রুমেই থাকুন। এক্ষুণি একজনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। রুম নাম্বারটা কতো?"

বানিয়ে বললো ল্যাংডন, "ঊনত্রিশ।"

"ঠিক আছে। বিশ মিনিট।" কণ্ঠ নীচে নামিয়ে বললো কলিন্স। "মিঃ ল্যাংডন, মনে হচ্ছে আপনি আহত এবং বিপর্যস্ত, কিন্তু তারপরও আমার জানা দরকার...আপনার কাছে কি ওটা আছে?"

আমার কাছে! প্রশ্নটা ধরতে পারলো ল্যাংডন। এর একটাই অর্থ হতে পারে। রান্নাঘরের টেবিলের উপর বায়োটিউবটার দিকে তাকালো সে। "জি, স্যার। আমার কাছেই আছে।"

কলিন্সের হাফ ছাড়ার শব্দ ফোনে স্পষ্ট শোনা গেলো। "আপনার কোনো খবর না পেয়ে আমরা ধরে নিয়েছিলাম...মানে, খুব খারাপ কিছু হয়েছে আপনার। এখন খুব শান্তি পাচ্ছি। যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন। মাত্র বিশ মিনিট। তারপরই আপনার রুমে একজন আসবে।"

ফোন রেখে দিলো কলিন্স।

জেগে উঠে নিজেকে হাসপাতালে আবিষ্কার করার পর থেকে এই প্রথম

একধরণের স্বস্তি পেলো ল্যাংডন। *কনসুলেট জানে কি হয়েছে, খুব জলদি আমিও সব জানতে পারবো।* চোখ বন্ধ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সে। তার মাথা ব্যথাটাও চলে গেছে।

"সব শুনে মনে হচ্ছে এমআই-৬'র কাজকারবার," একটু ঠাট্টারছলেই বললো সিয়েনা। "তুমি কি আসলে স্পাই?"

এ মুহূর্তে ল্যাংডনের কোনো ধারণাই নেই সে আসলে কি। বিগত দু'দিনের কোনো স্মৃতি তার ভাণ্ডারে নেই। ঐ সময়টাতে কি হয়েছে সে সম্পর্কে কিছুই জানে না। তবে বিশ মিনিট পরই সব খোলাসা হবে।

এখানে আসলে কি হচ্ছে?

সিয়েনার দিকে তাকালো, তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটতে যাচ্ছে একটু পরই, কিন্তু ল্যাংডনের মনে হচ্ছে মেয়েটার সাথে এখনও অসমাপ্ত কাজ বাকি রয়ে গেছে। দাড়িওয়ালা ডাক্তারের মৃত্যুদৃশ্য মনে করলো সে। "সিয়েনা," ফিসফিসিয়ে বললো। "তোমার বন্ধু...ডাক্তার মারকোনি...তার ঘটনার জন্যে আমি সত্যি খুব দুঃখিত।"

উদাস হয়ে মাথা নেড়ে কেবল সায় দিলো মেয়েটি।

"তোমাকেও এসবের মধ্যে টেনে আনার জন্য দুঃখিত। আমি বুঝতে পারছি, হাসপাতালে তোমার অনেক ঝামেলা হবে...এ ঘটনা নিয়ে যদি কোনো তদন্ত হয়..." কথাটা আর বলতে পারলো না।

"ঠিক আছে," বললো সিয়েনা। "জায়গা বদল করাটা আমার জন্য নতুন কিছু নয়। এতে আমি অভ্যস্ত।"

সিয়েনার উদাস চোখের দিকে তাকিয়ে ল্যাংডন বুঝতে পারলো মেয়েটির জীবন হঠাৎ করেই পাল্টে গেছে। এ মুহূর্তে ল্যাংডনের নিজের জীবনটাই এলোমেলো হয়ে আছে, তারপরও মেয়েটার জন্য খুব মায়া হচ্ছে তার।

ও আমার জীবন বাঁচিয়েছে...আর আমি ওর জীবনটা বিপর্যস্ত করে ফেলেছি।

প্রায় এক মিনিট তারা কোনো কথা বললো না। ঘরের বাতাস খুব ভারি অনুভূত হলো। যেনো তারা দু'জনেই কথা বলতে চাইছে কিন্তু বলার মতো কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। হাজার হলেও, তারা একে অন্যের কাছে অপরিচিত, অদ্ভুত একটি ঘটনায় কিছুক্ষণের জন্য তাদের পথ এক হয়ে গেছিলো। তারা একসাথে কিছুটা পথ ভ্রমণও করেছে কিন্তু এখন সময় হয়েছে নিজেদের জন্য আলাদা আলাদা পথ বেছে নেয়ার।

"সিয়েনা," অবশেষে নীরবতা ভেঙে বললো ল্যাংডন, "কনসুলেটে গিয়ে এই ঝামেলাটা মেটানোর পর আমি কি তোমাকে সাহায্য করতে পারবো...প্লিজ, এটা

অন্যভাবে নিও না।"

"ধন্যবাদ," জানালা থেকে বিষন্ন মুখে ফিরে আস্তে করে বললো সে।

মিনিটের পর মিনিট কেটে গেলো নীরবতায়। সিয়েনা ব্রুকস একদৃষ্টিতে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে থেকে ভাবতে লাগলো, আজকের দিনটা তাকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে। সে যা-ই হোক না কেন, তার দুনিয়াটা যে অনেক বদলে যাবে সে ব্যাপারে তার মনে কোনো সন্দেহ নেই।

সে জানে এটা সম্ভবত তার অ্যাড্রেনালাইনের জন্যই হবে, কিন্তু অদ্ভুতভাবেই আমেরিকান প্রফেসরের প্রতি এক ধরণের আকর্ষণ বোধ করছে। ভদ্রলোক খুবই হৃদয়বান একজন মানুষ কিন্তু সেইসাথে দারুণ হ্যান্ডসামও। অন্য এক জীবনে, রবার্ট ল্যাংডনের সাথে হয়তো সে জীবন কাটিয়ে দিতে চাইবে।

তবে সে আমাকে কখনও চাইবে না, ভাবলো সিয়েনা। *আমি বরবাদ হয়ে গেছি।*

নিজের আবেগকে দমন করতেই জানালার বাইরে কিছু একটা তার চোখে পড়লো। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো সে। জানালার কাঁচ দিয়ে নীচের রাস্তার দিকে ভুরু কুচকে তাকালো। "রবার্ট, দেখো!"

ল্যাংডন জানালা দিয়ে চেয়ে দেখলো কালো কুচকুচে বিএমডব্লিউ মোটরসাইকেলটা পেনসিওনি লা ফিওরেন্তিনা হোটেলের সামনে এসে থেমেছে। কালো চামড়ার প্যান্ট আর সুট পরা মেয়েটিকে হেলমেট পরা অবস্থায়ও চিনতে ভুল হলো না। বাইকটা পার্ক করেই হেলমেট খুলে ফেললো সে। সিয়েনা টের পেলো ল্যাংডন জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

স্পাইক করা কালো চুলের সেই মেয়েটি!

সাইলেন্সার পিস্তল বের করে চেক করে দেখেই জ্যাকেটের ভেতরে রেখে দিলো আবার। প্যান্থারের মতো বড় বড় পা ফেলে ঢুকে পড়লো হোটেলের ভেতরে।

"রবার্ট," ভয়ার্ত কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে বললো সিয়েনা। "তোমার দেশের সরকার তোমাকে খুন করার জন্য একজনকে পাঠিয়েছে!"

অধ্যায় ১৩

জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রবার্ট ল্যাংডন টের পেলো প্রচণ্ড ভয় তাকে গ্রাস করছে। রাস্তার ওপারে হোটেলের দিকে তার চোখ ঘুরে বেড়াতে লাগলো। স্পাইক চুলের মেয়েটি এইমাত্র হোটেলে ঢুকেছে। কিন্তু ঠিকানাটা সে কিভাবে পেলো বুঝে উঠতে পারছে না ল্যাংডন।

অ্যাড্রেনালাইন তার শরীরে প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করেছে, তার চিন্তাভাবনা আবারো বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। "আমার নিজের দেশের সরকার আমাকে খুন করার জন্য এক খুনিকে পাঠিয়েছে?"

সিয়েনাও তার মতোই বিস্মিত। "রবার্ট, তার মানে হাসপাতালে তোমার উপর যে আক্রমণ করা হয়েছে সেটাও তোমার সরকারের কাজ ছিলো।" দরজার কাছে গিয়ে লকটা চেক করে দেখলো সে। "ইউএস কনসুলেট যদি তোমাকে খুন করার পারমিশান দিয়ে থাকে..." কথাটা শেষ করতে পারলো না সে, তবে তার কোনো দরকারও পড়লো না। ল্যাংডন বুঝতে পারলো সবটাই।

আমি কি করেছি বলে তারা মনে করছে? আমার দেশের সরকার কেন আমাকে শিকার করতে চাচ্ছে?!

আরেকবার তার কানে বেজে উঠলো মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে ঢোকার সময় বিড়বিড় করে বলা কথাগুলো।

ভেরি সরি। ভেরি সরি।

"এখানে তুমি মোটেও নিরাপদ নও," বললো সিয়েনা। "আমরা কেউই এখানে নিরাপদ নই।" রাস্তার দিকে ইঙ্গিত করলো সে। "ঐ মেয়েটা আমাদের দু'জনকে হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যেতে দেখেছে। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, তোমার দেশের সরকার আর পুলিশ আমাকে ট্র্যাক-ডাউন করার চেষ্টা করছে। আমি এখানে অন্য এক নামে সাবলেট থাকি। তারপরও ওরা আমাকে খুঁজে বের করতে পারবে।" টেবিলের উপর রাখা বায়োটিউবটার দিকে ফিরলো সে। "এক্ষুণি এটা খুলে দেখা উচিত তোমার।"

টাইটানিয়ামের জিনিসটার দিকে তাকালো ল্যাংডন, তার চোখে কেবল বায়োহ্যাজার্ড সিম্বলটাই পড়লো।

"এই টিউবের ভেতরে যা-ই থেকে থাকুক," বললো সিয়েনা, "সম্ভবত তার একটা আইডি কোড, এজেন্সি স্টিকার, ফোন নাম্বার, এরকম কিছু রয়েছে। তোমার দরকার তথ্য। আমারও দরকার তথ্য! মনে রাখবে, তোমার সরকার আমার বন্ধুকে খুন করেছে!"

সিয়েনার কণ্ঠে যে যন্ত্রণা সেটা ল্যাংডনের চিন্তাভাবনাকে ঝাঁকি দিলো, মাথা নেড়ে সায় দিলো সে, ভালো করেই জানে মেয়েটা সত্যি বলছে। "হ্যা...আমি খুবই দুঃখিত।" কথাটা বলেই তিক্ত একটা অনুভূতিতে আক্রান্ত হলো সে। টেবিলের উপর রাখা ক্যানিস্টারের দিকে তাকালো। তার মনে হচ্ছে এর ভেতরেই হয়তো প্রশ্নের জবাবগুলো লুকিয়ে আছে। "এটা খুলতে গেলে বিপজ্জনক ঘটনা ঘটতে পারে।"

একটু ভাবলো সিয়েনা। "এর ভেতরে যা-ই থাকুক না কেন, বেশ ভালোমতোই সংরক্ষণ করা আছে। সম্ভবত কোনো আঘাত-নিরোধক প্লেক্সিগ্লাস টেস্ট টিউবের ভেতরে রয়েছে। এই বায়োটিউবটি কেবলমাত্র এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পরিবহণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।"

জানালা দিয়ে হোটেলের বাইরে পার্ক করা কালো মোটরসাইকেলটির দিকে তাকালো ল্যাংডন। মেয়েটি এখনও বাইরে বেরিয়ে আসে নি, তবে খুব দ্রুতই সে বুঝতে পারবে ল্যাংডন ওখানে নেই। এরপর মেয়েটি কি করবে সেটাই ভাবতে লাগলো...তাদের অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় এসে নক করতে কতোটা সময় লাগতে পারে।

ল্যাংডন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো। টাইটানিয়াম টিউবটি হাতে তুলে নিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বায়োমেট্রিক প্যাডে বুড়ো আঙুলটা চেপে ধরলো। কয়েক মুহূর্ত পরই তীক্ষ্ণ একটা শব্দ করে ক্লিক করে উঠলো সেটা। টিউবটি আবারো লক হবার আগেই সিলিন্ডারটির দুই প্রান্ত ধরে বিপরীত দিকে মোচড় দিলো। একটা মোচড়ের পর ক্যানিস্টারটি আবারো তীক্ষ্ণ শব্দ করে উঠলো, ল্যাংডনের হাত ঘেমে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। আবারো মোচড় দিলো সে। টিউবটি সমান দু'ভাগে বিভক্ত...মোচড় দিতেই দুটো অংশ দুদিকে ঘুরতে শুরু করলো। অনেকটা স্ক্রুর মতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এটা লাগানো হয়েছে। ল্যাংডন জানে না ভেতরে কি আছে, কি অপেক্ষা করছে তাদের জন্য।

পাঁচবার ঘোরানোর পর দুটো অংশ আলাদা হয়ে গেলো অবশেষে। গভীর করে নিঃশ্বাস নিলো ল্যাংডন। দুটো অংশ টানতেই দেখতে পেলো মাঝখানে ফোম-রাবারের তৈরি একটি জিনিস বের হয়ে আসছে। টেবিলের উপর সেটা রাখলো ল্যাংডন। সুরক্ষার জন্য যে প্যাডটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা দেখতে অনেকটা টেনে লম্বা করা রাগবি মতো।

ল্যাংডন আস্তে আস্তে উপরের প্রটেক্টিভ ফোমটার ভাঁজ খুলতেই ভেতরের জিনিসটা বেরিয়ে এলো।

সিয়েনা ঘাড় সোজা করে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো জিনিসটার দিকে। "আমি অবশ্য এরকম কিছু আশা করি নি।"

ল্যাংডন নিজেও আশা করেছিলো অত্যাধুনিক ভায়াল জাতীয় কিছু দেখতে পাবে। কিন্তু বায়োটিউবের ভেতর থেকে যা বেরিয়ে এসেছে সেটাকে আর যা-ই বলা হোক আধুনিক বলা যাবে না। খোদাই করা নক্সাযুক্ত বস্তুটি দেখে মনে হলো হাতির দাঁতে তৈরি, আকৃতি অনেকটা মাঝারি গোছের মোমবাতির মতো।

"দেখে মনে হচ্ছে অনেক পুরনো," ফিফিসিয়ে বললো সিয়েনা। "অনেকটা..."

"সিলিন্ডার সিল-এর মতো," তাকে বললো ল্যাংডন। অনেকক্ষণ পর হাফ ছেড়ে বাঁচলো যেনো।

৩৫০০ খৃস্টপূর্বাব্দে সুমেরিয়রা এটা আবিষ্কার করে। সিলিন্ডার সিল হলো খোদাই করা রোলের মাধ্যমে ছাপ দেয়ার পদ্ধতির প্রথম রূপ। সিলিন্ডারের মতো কিছুর গায়ে নক্সা, সিল, ছবি আর অক্ষর খোদাই করে লিখে সেটা দিয়ে নরম কাদা কিংবা টেরা কোটার উপর চালিয়ে দিলে 'ছাপ' পাওয়া যেতো।

ল্যাংডন অনুমাণ করলো, এই সিলটি নিঃসন্দেহে খুবই বিরল এবং মূল্যবান কিন্তু এরকম একটা জিনিস কেন টাইটানিয়ামের ক্যানিস্টারের ভেতরে রাখা হলো সেটা বুঝে উঠতে পারলো না। সাধারণত জীবাণু অস্ত্র রাখা হয় এসবের মধ্যে।

সাবধানে সিলটা উল্টে আঙুল দিয়ে স্পর্শ করলো ল্যাংডন, টের পেলো এটাতে ভীতিকর একটি চিত্র খোদাই করা আছে–তিন মাথাবিশিষ্ট সিংওয়ালা শয়তান, যে কিনা তিন-তিনজন মানুষকে তার তিনটি মুখ দিয়ে একসাথে খেয়ে ফেলছে।

দারুণ প্রীতিকর।

এবার শয়তানের নীচে সাতটি অক্ষরের দিকে চোখ গেলো ল্যাংডনের। নক্সা করা ক্যালিওগ্রাফিটা লেখা হয়েছে উল্টো করে, ঠিক যেমনটি ছাপ দেয়ার রোলারে থাকে। তবে অক্ষরগুলো পড়তে ল্যাংডনের কোনো সমস্যাই হলো না–SALIGIA।

সিয়েনা লেখাটার দিকে ভুরু কুচকে চেয়ে উচ্চারণ করলো : "*সালিগিয়া?*"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ল্যাংডন। শব্দটা কানে যেতেই এক ধরণের ভীতি জেঁকে বসলো তার মধ্যে। "এটা লাতিন *নিমোনিক*। মধ্যযুগে ভ্যাটিকান এটা আবিষ্কার করে খৃস্টানদেরকে সাতটি মহাপাপের কথা স্মরণ রাখার জন্য। *সালিগিয়া* হলো *সুপারবিয়া*, *আভারিশিয়া*, *লাক্সারিয়া*, *ইনভিদিয়া*, *গুলা*, *ইরা* এবং *আকেদিয়া*'র সংক্ষিপ্ত রূপ।"

সিয়েনা ভুরু কুচকালো আবার। "অহংকার, লোভ, যৌনাকাঙ্খা, ঈর্ষা, অতিভোজন, ক্রোধ আর আলস্য।"

ল্যাংডন মুগ্ধ হয়ে তাকালো মেয়েটার দিকে। "তুমি লাতিন জানো।"

"আমি ক্যাথলিক হিসেবে বেড়ে উঠেছি। সাতটি মহাপাপের কথা আমার জানা আছে।"

মুচকি হাসি দিয়ে সিলটার দিকে তাকালো ল্যাংডন, আবারো একই ভাবনা তার মাথায় ঘুরপাক খেলো, এই জিনিসটা কেন বায়োটিউবের ভেতরে রাখা হলো, যেনো এটা খুবই বিপজ্জনক কিছু।

"আমি ভেবেছিলাম এটা হাতির দাঁতে তৈরি," বললো সিয়েনা। "কিন্তু এটা আসলে হাঁড়।" আর্টিফেক্টটা সূর্যের আলোয় তুলে ধরে দাগগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলো। "হাতির দাঁতে দাগগুলো থাকে ডায়মন্ড-আকৃতিতে কিন্তু হাঁড় গঠিত হয় এরকম সমান্তরাল স্ট্রাইপ আর কালচে গর্তের সাহায্যে।"

আস্তে করে সিলটা তুলে নিয়ে খোদাইয়ের কাজটা আরো ভালো করে দেখলো। আসল সুমেরিয় সিলগুলোতে অবিকশিত অবয়ব আর কিউনিফর্ম লিপি খোদাই করা হতো। এই সিলটায় অবশ্য অনেক বেশি সূক্ষ্ম খোদাইর কাজ দেখা যাচ্ছে। মধ্যযুগ, অনুমাণ করলো ল্যাংডন। তারচেয়েও বড় কথা, এই নক্সাগুলোর অর্থ তার হেলুসিনেশনে দেখা দৃশ্যের সাথে ভয়ঙ্করভাবেই সম্পর্কযুক্ত।

চিন্তিত ভঙ্গিতে তার দিকে তাকালো সিয়েনা। "কি?"

"একই ধরণের থিম," তিক্তমুখে বললো ল্যাংডন। সিলের একটি খোদাই করা চিত্রের দিকে ইঙ্গিত করলো সে। "এই তিন মাথাবিশিষ্ট শয়তানটাকে দেখো, মানুষখেকো শয়তান। মধ্যযুগে এই ইমেজটা খুবই প্রচলিত ছিলো–ব্ল্যাক ডেথের সাথে সম্পর্কিত একটি আইকন। তিনটি মুখ দিয়ে প্রতীকি অর্থে বোঝানো হতো কতোটা দ্রুততার সাথে প্লেগ রোগ জনসংখ্যাকে বিলুপ্ত করে দেয়।"

অস্বস্তির সাথে সিয়েনা বায়োহ্যাজার্ড টিউবের উপর সিম্বলটার দিকে তাকালো।

ল্যাংডনের সাথে কথা বলার সময় থেকে প্লেগ রোগের কথা ঘুরেফিরেই আসছে বার বার। "*সালিগা* মানবজাতির সমগ্র পাপের প্রতিনিধিত্ব করে...মধ্যযুগে একটি ধর্মীয় বিশ্বাস ছিলো যে–"

"এ কারণেই ঈশ্বর ব্ল্যাক ডেথ-এর সাহায্যে পৃথিবীকে শাস্তি দিয়েছেন," ল্যাংডনের বাক্যটি শেষ করলো সিয়েনা।

"হ্যা।" একটু থামলো সে, কিছুক্ষণের জন্য চিন্তার ট্রেনটা হারিয়ে গেলো যেনো। এইমাত্র সিলিন্ডারের ব্যাপারে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছে। সাধারণত কোনো সিলিন্ডার সিলের ভেতরটা ফাঁপা থাকে, ওটা দিয়ে এপাশ ওপাশ দেখা যায়। অনেকটা পাইপের মতো। কিন্তু এই সিলিন্ডারটির ভেতর

ফাঁপা নয়। *এটার ভেতরে কিছু একটা ঢোকানো আছে।* শেষ মাথাটি দিয়ে বের হচ্ছে মৃদু আলো।

"এটার ভেতরে কিছু একটা আছে," বললো ল্যাংডন। "মনে হচ্ছে কাঁচের তৈরি।" সিলিন্ডারটি উপর-নীচ করলো অন্যপ্রান্ত দেখার জন্য। এটা করার সময় ভেতরে থাকা ক্ষুদ্র কিছু জিনিস নড়েচড়ে উঠলো। অনেকটা বল-বেয়ারিংয়ের মতো কিছু।

জমে গেলো ল্যাংডন, শুনতে পেলো তার পাশে থাকা সিয়েনা হাফ ছাড়লো আস্তে করে।

এটা আবার কি?!

"আওয়াজটা শুনেছো?" ফিসফিসিয়ে বললো সিয়েনা।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে সতর্কতার সাথে ক্যানিস্টারের একপ্রান্তে চোখ রাখলো ল্যাংডন। "মনে হচ্ছে অন্য মুখটা বন্ধ...ধাতব কিছু দিয়ে।" *টেস্ট টিউবের ক্যাপ, সম্ভবত?*

এক পা পিছিয়ে গেলো সিয়েনা। "ওটা কি ভেঙে গেছে?"

"মনে হয় না।" টিউবটির কাঁচের মাথা ভালো করে দেখে নিলো সে। একটু নাড়াতেই ভেতরের নড়াচড়ার শব্দ শোনা গেলো আবার। তারপর হঠাৎ করে সিলিন্ডারের কাঁচের মাথাটি ভড়কে দেয়ার মতো কাণ্ড করে বসলো।

আলো বের হতে শুরু করলো ওটা দিয়ে।

সিয়েনার চোখ দুটো গোল গোল হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। "রবার্ট, থামো! একটুও নড়বে না!"

অধ্যায় ১৪

মূর্তির মতো জমে গেলো ল্যাংডন। তার দু'হাত চোখ বরাবর, স্থিরভাবে ধরে আছে সিলিন্ডারটি। সন্দেহ নেই, টিউবের একপ্রান্তের কাঁচ দিয়ে আলো বের হচ্ছে...এমনভাবে আলো নিক্ষেপ করছে যেনো ভেতরের জিনিসগুলো জেগে উঠেছে।

খুব দ্রুতই ভেতরের আলো মিঁইয়ে গিয়ে থেমে গেলো।

কাছে এগিয়ে এলো সিয়েনা, তার নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠেছে। মাথা কাত করে কাঁচের ভেতর দিয়ে তাকালো।

"আবার নড়াও," নীচুস্বরে বললো সে। "আস্তে আস্তে।"

টিউবটা আস্তে আস্তে উপর-নীচ করলো ল্যাংডন। ভেতরের ছোট্ট বস্তুটা আবারো টিউবের এ মাথা থেকে ও মাথা গড়িয়ে গিয়ে থেমে গেলো।

"আবার করো," বললো সিয়েনা। "ধীরে ধীরে।"

কথামতোই কাজ করলো ল্যাংডন। এবার ভেতরের কাঁচটা মৃদু আলো ছড়ালো।

"এটা কোনো টেস্ট টিউবই হবে," মেয়েটা জানালো, "ভেতরে একটা এজিটেটর বল আছে।"

এজিটেটর বলের ব্যাপারে ল্যাংডনের ধারণা রয়েছে। স্প্রে-পেইন্ট ক্যানে এটা ব্যবহার করা হয়–ডুবে থাকা একটি বল, ক্যানটা ঝাঁকালে রঙগুলোকে দৃঢ়ভাবে স্প্রে করতে সাহায্য করে।"

"সম্ভবত এর মধ্যে ফসফোরেসেন্ট কেমিকেল জাতীয় উপাদান রয়েছে," বললো সিয়েনা, "কিংবা বায়োলুমিনিসেন্ট অর্গ্যানিজম, উত্তেজিত হলে যা আলো বিকিরিত করে।"

ল্যাংডন অবশ্য অন্যরকম ধারণা করছে। কেমিকেল গ্লো-স্টিক আর বায়োলুমিনিসেন্ট প্লাঙ্কটন দেখার অভিজ্ঞতা থাকার পরও হাতের সিলিন্ডারটির ভেতরে ওরকম কিছু আছে বলে মনে করলো না। টিউবটা আস্তে আস্তে আরো বার কয়েক নাড়ালো যতোক্ষণ না ওটা থেকে আলো বের হয়। তারপর লুমিনিসেন্ট প্রান্তটি হাতের তালুতে ধরলো। প্রত্যাশিতভাবেই মৃদু লালচে আলো দেখা গেলো তার চামড়ার উপর।

২০৮ আইকিউ অধিকারীও কখনও কখনও ভুল করে, এটা জানতে পেরে ভালোই লাগছে!

"এটা দেখো," বললো ল্যাংডন। আবারো টিউবটা ঝাঁকালো তবে এবার বেশ জোরে জোরে। ভেতরে থাকা জিনিসটা খট খট করে শব্দ তুলতে শুরু করলো।

সিয়েনা ভয় পেয়ে চমকে উঠলো। "তুমি করছোটা কি!?"

টিউবটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতেই লাইট সুইচের দিকে গিয়ে ঘরের বাতি নিভিয়ে দিলো ল্যাংডন। রান্নাঘরটা ডুবে গেলো প্রায় অন্ধকারে। "এর ভেতরে কোনো টেস্ট টিউব নেই," ঝাঁকাতে ঝাঁকাতেই বললো। "এটা একটা ফ্যারাডে পয়েন্টার।"

একবার ল্যাংডনের এক ছাত্র তাকে ঠিক এরকম একটি জিনিস দিয়েছিলো–লেজার পয়েন্টার ব্যবহার করতে পছন্দ করে না ব্যাটারির বিরামহীন অপচয়ের জন্য, আর এমন একটি পয়েন্টার ব্যবহারে তার কোনো আপত্তি নেই যা একটু পর পর ঝাঁকালে ওটার নিজস্ব কাইনেটিক শক্তি বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তর করা যায়। ঐ জিনিসটা যখন ঝাঁকানো হয় তখন এর ভেতরে থাকা বল এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে একটা ছোট্ট প্যাডেলের উপর দিয়ে আসা যাওয়া করে ফলে ক্ষুদ্র একটি জেনারেটর বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে শুরু করে। সব দেখে মনে হচ্ছে, এই একই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে এই খোদাই করা হাঁড়ের ভেতরেও।

পয়েন্টারের একপ্রান্ত দিয়ে এবার আলো বের হতে থাকলে ল্যাংডন হাসি হাসি মুখে সিয়েনার দিকে তাকালো। "এবার শো দেখানোর পালা।"

রান্নাঘরের দেয়ালে সেই আলো নিক্ষেপ করতেই যে ছবিটা ভেসে উঠলো সেটা যেমন সিয়েনাকে চমকে দিলো তেমনি ল্যাংডনও কম অবাক হলো না।

দেয়ালে যে আলো প্রক্ষেপিত হয়েছে সেটা ছোট্ট লাল রঙের লেজারের মতো নয়, বরং বহু রঙের হাই-ডেফিনেশন ছবির। অনেকটা পুরনো দিনের সিনেমা দেখার প্রজেক্টরের মতোই দেয়ালে ছবিগুলো ভাসিয়ে তুললো সেটা।

হায় ঈশ্বর! চোখের সামনে ভয়ঙ্কর ছবিটা দেখে ল্যাংডনের হাত কেঁপে উঠলো। *এরকম মৃত্যুর দৃশ্যই তো আমি দেখে আসছি!*

মুখে হাত চাপা দিয়ে সিয়েনা দুয়েক পা সামনে এগিয়ে এলো দৃশ্যটা দেখার জন্য।

ছবিটা মানুষের দুঃখ-দুর্দশার একটি করুণ তৈলচিত্র–নরকের বিভিন্ন স্তরে থাকা হাজার হাজার মানব সন্তানের শাস্তি ভোগের বিভৎস দৃশ্য। ভূগর্ভস্থ এই জগৎটি আঁকা হয়েছে মাটির নীচের কয়েকটি স্তরে, প্রতিটি স্তর আরো গভীরে চলে যাচ্ছে অনেকটা ফানেল আকৃতিতে। প্রতিটি স্তরে নরকের শাস্তি আর দুর্ভোগের করুণ চিত্র আঁকা। একেক রকম পাপীদের জন্য একেক রকম শাস্তি।

দেখামাত্রই ল্যাংডন ছবিটা চিনতে পারলো।

তার সামনে যে মাস্টারপিসটা রয়েছে সেটা ইটালির রেনেসাঁর অন্যতম পুরোধা ব্যক্তি সান্দ্রো বত্তিচেল্লির বিখ্যাত তৈলচিত্র *লা মাপ্পা দেল ইনফার্নো*। ভূগর্ভস্থ নরকের সচিত্র একটি ছবি। পরকালের জীবন সম্পর্কিত যতো ছবি আছে তার মধ্যে এই *ম্যাপ অব হেল* সবচাইতে ভীতিকর আর বিখ্যাত। আধুনিক কালেও মানুষ এই ছবি দেখে ভড়কে যায়।
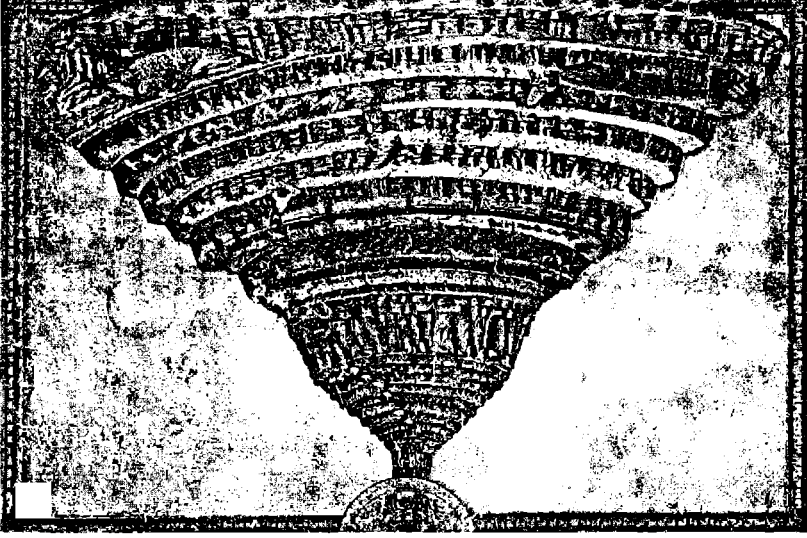
[বাতিঘর প্রকাশনীর অনুবাদ সংস্করণে দেয়া হলো, অনুবাদক মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন]

বত্তিচেল্লির আঁকা *প্রিমাভেরা* কিংবা *বার্থ অব ভেনাস*-এর চেয়ে *ম্যাপ অব হেল* একেবারেই আলাদা একটি ছবি। এখানে শিল্পী ব্যবহার করেছেন বিষন্ন লালের আস্তরণ, সেপিয়া আর বাদামী রঙ।

ল্যাংডন টের পেলো তার জঘন্য মাথা ব্যথাটি আবার ফিরে এসেছে, আর হাসপাতালে জেগে ওঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত যতো অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে এটার কোনো তুলনায় হয় না। আরো বেশি হতবুদ্ধিকর, আরো বেশি প্রহেলিকার মধ্যে পড়ে গেলো সে। হেলুসিনেশনে যে দৃশ্যগুলো দেখছে তার সাথে এই ছবিটার সংযোগ রয়েছে।

আমি অবশ্যই বত্তিচেল্লির ম্যাপ অব হেল স্টাডি করেছি, ভাবলো সে কিন্তু এরকম কোনে স্মৃতি তার ভাণ্ডারে নেই।

ইমেজটা ভীতিকর হলেও এই পেইন্টিংয়ের বিষয়-বস্তু ল্যাংডনের মনে এক

ধরণের অস্বস্তি তৈরি করলো। সে ভালো করেই জানে বত্তিচেল্লির এই পেইন্টিংটার আসল অনুপ্রেরণা ছিলো অন্য কিছু...তার চেয়ে দু'শ' বছর আগে জন্মানো আরেকজন শিল্পীর কাজ এটা সৃষ্টি করতে উদ্বুদ্ধ করেছে তাকে।

একটি মহৎ শিল্পকর্ম অন্য শিল্পীদেরও অনুপ্রাণিত করে।

বত্তিচেল্লির ম্যাপ অব হেল আসলে চৌদ্দ শতকের একটি সাহিত্যকর্মের ট্রিবিউট ছাড়া আর কিছু না...এই সাহিত্যকর্মটি এখন ইতিহাসের সবচাইতে মহৎ সাহিত্য হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে...নরকের ভীতিকর একটি চিত্র।

দান্তের *ইনফার্নো*।

রাস্তার ওপারে ভায়েন্থা চুপিসারে একটি সার্ভিস সিঁড়ি দিয়ে পেনসিওনি লা ফ্লোরেন্তিনা হোটেলের ছাদে চলে এলো। ল্যাংডন তার দেশের কনসুলেনটকে একটি ভুয়া রুম নাম্বার আর মিটিং প্লেসের ঠিকানা দিয়েছে। একটি 'মিরর মিট'—তার জগতে এটাকে এ নামেই ডাকা হয়। খুবই কমন একটি টেকনিক। নিজের আসল অবস্থানের কথা লুকাতে গিয়ে, ভুয়া ঠিকানা দিতে গিয়ে মনের অজান্তে সত্যিকারের অবস্থানের কথা জানিয়ে দেয়া। প্রায় সবক্ষেত্রেই, ভুয়া কিংবা 'মিররড' লোকেশন নির্বাচন করা হয় আসল লোকেশনের ঠিক বিপরীতে। ছাদের উপর এসে একটি লুকানোর জায়গা পেয়ে গেলো ভায়েন্থা। ওখান থেকে পুরো এলাকার সব কিছু বার্ড'স-আই ভিউ থেকে দেখতে পেলো সে। ধীরে ধীরে তার চোখ গেলো রাস্তার উল্টো দিকের একটি ভবনের উপর।

মি: ল্যাংডন, এবার তোমার চাল।

ঠিক এই সময় *মেন্দাসিয়াম*-এর প্রভোস্ট নিজের মেহগনি কাঠের ডেস্ক থেকে উঠে এসে অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের নোনা বাতাসে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো। অনেক বছর ধরে এই জাহাজটাই তার বাড়ি, আর আজ ফ্লোরেন্সে এমন সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে যে এতোদিন ধরে বানানো তার সাম্রাজ্যটি হুমকির মুখে পতিত হয়েছে।

সব কিছু ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে তার ফিল্ড এজেন্ট ভায়েন্থা। এই মিশনটি শেষ হলে মেয়েটাকে এর জন্যে জবাবদিহি করতে হবে কিন্তু এ মুহূর্তে তাকে প্রভোস্টের খুব দরকার।

তাকে এই ভজঘট অবস্থার নিয়ন্ত্রণ পুণরায় নিতে হবে।

ব্যস্তভাবে কারোর পায়ের আওয়াজ শুনে পেছন ফিরে প্রভোস্ট দেখতে

পেলো তার এক অ্যানালিস্ট দৌড়াতে দৌড়াতে চলে আসছে তার কাছে।

"স্যার?" মেয়েটি দম ফুরিয়ে বললো। "আমাদের হাতে নতুন তথ্য এসেছে।" সকালের নরম বাতাসকে বিদীর্ণ করলো তার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। "রবার্ট ল্যাংডন একটু আগে তার হারভার্ড ই-মেইলে ঢুকেছে আনমাস্কড্ আইপি অ্যাড্রেস থেকে।" একটু থেমে প্রভোস্টের দিকে তাকালো সে। "ল্যাংডনের সঠিক অবস্থানটি এখন ট্রেস করা সম্ভব হবে।"

প্রভোস্ট খুবই বিস্মিত হলো এই ভেবে যে মানুষ এতোটা বোকা কী করে হতে পারে! *এটা তো সবকিছু বদলে দেবে।* উপকূলের দিকে চেয়ে রইলো সে, ব্যাপারটার তাৎপর্য বিবেচনা করে দেখলো। "এসআরএস টিম বর্তমানে কোথায় অবস্থান করছে সেটা আমরা জানি?"

"জি, স্যার। ল্যাংডনের অবস্থান থেকে দুই মাইলেরও কম দূরত্বে আছে তারা।"

সিদ্ধান্তটি নিতে প্রভোস্টের মাত্র কয়েক মুহূর্ত লাগলো।

অধ্যায় ১৫

"ল' ইনফার্নো দি দান্তে," ফিসফিসিয়ে বললো সিয়েনা, আলোকিত ছবিটার দিকে একটু এগিয়ে যেতেই তার অভিব্যক্তি বদলে গেলো। ভূগর্ভস্থ জগতের একটি ছবি রান্নাঘরের দেয়ালে ভেসে উঠেছে।

দান্তের কল্পনায় নরক, ভাবলো ল্যাংডন, *এখানে ফুটে উঠেছে বর্ণিল রঙে।*

বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম অসাধারণ এই সৃষ্টিকর্ম *ইনফার্নো* আসলে দান্তে অলিঘিয়েরির *দিভাইন কমেদি*'র তিনটি বইয়ের প্রথমটি। এটা ১৪২৩৩ লাইনের একটি মহাকাব্য, যেখানে দান্তে বর্ণনা করেছেন মাটির নীচে থাকা একটি জগৎকে, পারগেটরি নামক ক্ষণস্থায়ী নরক পার হয়ে অবশেষে স্বর্গে গিয়ে পৌঁছানোর একটি ভ্রমণ বিবৃত করেছেন কবি।

কমেদি'র তিনটি অংশ *ইনফার্নো*, *পারগেতোরিও* এবং *পারাদিসো*'র মধ্যে সবথেকে বেশি পঠিত এবং আলোচিত হচ্ছে এই *ইনফার্নো*।

১৩ শতকে রচিত দান্তের *ইনফার্নো* মধ্যযুগের নরকযন্ত্রণার ধারণাকেই পুণপ্রতিষ্ঠা করেছে। এর আগে জনমানুষের কাছে নরকের বিভীষিকা এতোটা বিনোদনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয় নি। রাতারাতি দান্তের সৃষ্টিকর্ম বিমূর্ত নরককে মানুষের কাছে মূর্তিমান বিভীষিকা হিসেবে তুলে ধরেছিলো–বোধগম্য, স্পর্শযোগ্য আর অবিস্মৃত। মহাকাব্যটি প্রকাশ হবার পর পর যে ক্যাথলিক চার্চে উপস্থিতির পরিমাণ বেড়ে গেছিলো তাতে বিস্মিত হবার কিছু ছিলো না। ভীতসন্ত্রস্ত পাপীরা দান্তের ভূগর্ভস্থ জগতের হালনাগাদ সংস্করণ পড়ে চার্চের কাছেই আত্মসমর্পণ করেছিলো।

দান্তের বিভীষিকাময় নরককে যন্ত্রণাময় ভূগর্ভস্থ ফানেলের আকারে এঁকেছেন বত্তিচেল্লি–আগুন, সালফার, নর্দমা, দানবে পরিপূর্ণ জঘন্য এক জায়গা, যেখানকার প্রাণকেন্দ্রে অপেক্ষা করছে শয়তান নিজে। এটি তৈরি হয়েছে নয়টি আলাদা স্তরে, নরকের নয়টি চক্র, পাপীদের পাপের ভয়াবহতা অনুসারে একেকজনকে একেক স্তরে ঠাঁই দেয়া হয়। একেবারে উপরে 'কামুক'দের জন্য। তাদেরকে সেখানে পারলৌকিক ঝড়ে উড়িয়ে দেয়া হয়, নিজেদের রিপু নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হবার একটি প্রতীকি রূপ হিসেবে। তাদের ঠিক নীচেই পেটুকেরা, মানুষের মলমূত্রের নর্দমায় মুখ ডুবিয়ে রাখা হয় তাদেরকে। অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ করার শাস্তি এটি। এর নীচে ধর্মদ্রোহীদের স্থান, তাদেরকে অনন্তকাল আগুনের কফিনে বন্দী করে রাখা হয়...এভাবেই ক্রমশ যতো নীচে যাওয়া হয় ততোই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে শাস্তির মাত্রা।

এটা প্রকাশ হবার পর থেকে সাতটি শতাব্দী ধরে দান্তের এই নরক দর্শন অনুপ্রেরণা জুগিয়ে গেছে এ বিশ্বের অনেক বিখ্যাত শিল্পী-সাহিত্যিককে। লংফেলো, চসার, মার্ক্স, বালজাক, বোর্হেস, এমনকি বেশ কয়েকজন পোপ দান্তের *ইনফার্নো*'র উপর ভিত্তি করে লেখালেখি করেছেন। মন্তেভারদি, লিসজিৎ, ওয়াগনার, চায়কোভস্কি আর পুচ্চিনি দান্তের সৃষ্টিকর্মের উপর ভিত্তি করে মহান সব সঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন। এরকমই একজন হলেন ল্যাংডনের প্রিয় শিল্পী লরিনা ম্যাককিনিট, যিনি এখনও বেঁচে আছেন। আধুনিককালের ভিডিও গেমস আর আই-প্যাডের বিভিন্ন অ্যাপ্‌সেও দান্তে সম্পর্কিত অনেক কিছু রয়েছে।

ল্যাংডন তার ছাত্রছাত্রিদের সঙ্গে দান্তের রচনার উৎকর্ষতা এবং তার সৃষ্টিকর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে শত শত বছর ধরে যেসব কাজ হয়েছে সেসব নিয়ে আলোচনা করতে বরাবরই পছন্দ করে।

"রবার্ট," বললো সিয়েনা। দেয়ালের চিত্রটা আরো কাছ থেকে দেখার জন্য এগিয়ে গেলো সে। "এটা দেখো!" ফানেল আকৃতির নরকের প্রায় তলানির দিকে ইঙ্গিত করলো।

যে জায়গাটা সে দেখালো সেটা পরিচিত ম্যালোবোজেস নামে–এর অর্থ 'শয়তানের গর্ত।' এটা নরকের অষ্টম স্তর, দশটি আলাদা আলাদা গর্তে এটি বিভক্ত। প্রতিটিতে ঠাঁই পায় নির্দিষ্ট ধরণের জালিয়াত আর প্রতারকেরা।

সিয়েনা এবার আরো নির্দিষ্ট করে দেখিয়ে দিলো। "দেখো! তুমি না বলেছিলে, হেলুসিনেশানের সময় এরকম কিছু একটা দেখেছিলে?!"

ল্যাংডন ভুরু কুচকে তাকালো কিন্তু কিছুই খুঁজে পেলো না। ক্ষুদ্র প্রজেক্টরটি তার শক্তি হারিয়ে ফেলায় প্রক্ষেপিত ছবিটা ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে। ডিভাইসটি আবারো ঝাঁকিয়ে নিলো সে, তারপর দেয়াল থেকে আরো দূরে রান্নাঘরের কাউন্টারের উপর রাখলো যাতে করে দেয়ালের ছবিটা আরো বড় দেখায়।

ম্যাপ অব হেল ভালো করে দেখার জন্য সিয়েনার কাছে এগিয়ে গেলো ল্যাংডন। "দেখো। তুমি বলেছিলে হেলুসিনেশানে এরকম উল্টো করে মাটিতে মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত পুঁতে রাখা একজন মানুষ দেখেছো...তার ঊরুতে *R* অক্ষরটি ছাপ মারা ছিলো?" এবার আরো নির্দিষ্ট করে দেখিয়ে দিলো সে। "এই তো, এটা!"

এই পেইন্টিংটা ল্যাংডন অনেকবার দেখেছে, ম্যালেবোজেসের দশম গর্তটিতে সব পাপীদেরকে উপুড় করে মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে, তাদের পা-জোড়া কেবল মাটির উপরে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো এই পেইন্টিংটাতে একজন পাপীর পায়ে *R* অক্ষরটি কাদা দিয়ে লেখা, ঠিক যেমনটি ল্যাংডন দেখেছে তার দিবাস্বপ্নে।

হায় ঈশ্বর! চোখ কুচকে আরো ভালো করে দেখলো ছোট্ট অক্ষরটি। "এই ***R*** অক্ষরটি বত্তিচেল্লির আসল পেইন্টিংয়ে ছিলো না, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত!"

"আরেকটা অক্ষর আছে," সিয়েনা আঙুল তুলে দেখালো।

ল্যাংডন দেখতে পেলো ম্যালেবোজেসের দশম গর্তে এক ভণ্ড নবীকে মাথা নীচে পা উপরে দিয়ে রাখা হয়েছে। তার গায়ে *E* অক্ষরটি লেখা।

এসব কী হচ্ছে? এই পেইন্টিংটা তো মোডিফাই করা হয়েছে।

বাকি অক্ষরগুলো এবার তার চোখে একে একে ধরা পড়লো। দশটি গর্তে থাকা পাপীদের গায়ে ওগুলো লেখা। এক প্রলুব্ধকারীর গায়ে সে দেখতে পেলো *C*, যাকে কিছু শয়তান চাবুক পেটা করছে...আরেকটি *R* দেখা গেলো এক চোরের উপর, তাকে কিছু সাপ বিরামহীনভাবেই কামড়ে দিচ্ছে...ফুটন্ত আলকাতরার হ্রদে ডোবানো এক রাজনীতিবিদের গায়ে *A*।

"এইসব অক্ষর," জোর দিয়ে বললো ল্যাংডন, "বত্তিচেল্লির আসল ছবিতে ছিলো না। এই ছবিটি ডিজিটালি এডিট করা হয়েছে।"

ম্যালেবোজেসের উপরে প্রথম গর্ত থেকে নীচের দশম গর্তের দিকে ভালো করে দেখে পড়তে লাগলো সে।

C... A ... T ... R ... O ... V ... A ... C ... E ... R

"*Catrovacer?*" বললো ল্যাংডন। "এটা কি ইতালিয়ান ভাষা?"

মাথা ঝাঁকালো সিয়েনা। "লাতিনও নয়। আমি এটা চিনতে পারছি না।"

"একটা...সিগনেচার, সম্ভবত?"

"Catrovacer?" সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালো মেয়েটি। "আমার কাছে মনে হচ্ছে না এটা কোনো নাম। কিন্তু এখানে দেখো।" ম্যালেবোজেসের তৃতীয় গর্তের দিকে ইঙ্গিত করলো সে।

ল্যাংডনের চোখ অবয়বটি দেখতে পাওয়ামাত্রই ভয়ার্ত অনুভূতিতে আক্রান্ত হলো সে। তৃতীয় গর্তে অসংখ্য পাপীদের ভীড়ে মধ্যযুগের একটি আইকনিক ইমেজ দেখা যাচ্ছে–আলখেল্লা আর মুখোশ পরিহিত, পাখির ঠোঁটসদৃশ্য নাক, চোখ দুটো মৃত মানুষের মতো।

প্লেগ মুখোশ।

"বত্তিচেল্লির আসল পেইন্টিংয়ে কি কোনো প্লেগ ডাক্তারের ছবি ছিলো?" জানতে চাইলো সিয়েনা।

"অবশ্যই না। এই ছবিটা যোগ করা হয়েছে।"

"বত্তিচেল্লি কি তার পেইন্টিংয়ে স্বাক্ষর করেছিলেন?"

ল্যাংডন মনে করতে পারলো না, তবে তার চোখ নীচের ডান দিকের কোণে চলে গেলো যেখানে সাধারণত কোনো পেইন্টিংয়ের স্বাক্ষর থাকে। এবার সে

বুঝতে পারলো সিয়েনা কেন এ কথা জিজ্ঞেস করেছে। এখানে কোনো স্বাক্ষর নেই, তবে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কিছু কথা লেখা : *লা ভেরিতা এ ভিসিবিলি সলো আত্রাভারসো গ্লি ওচ্চি দেল্লা মরতে।*

ল্যাংডন যেটুকু ইতালিয়ান ভাষা জানে তাতেই কথাগুলোর মানে বুঝতে পারলো। " 'শুধুমাত্র মৃতের চোখেই সত্য দেখতে পাবে।' "

মাথা নেড়ে সায় দিলো সিয়েনা। "উদ্ভট।"

তারা দু'জন চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো দেয়ালে ভেসে ওঠা ছবিটার দিকে তাকিয়ে থেকে। আস্তে আস্তে ছবিটা মিঁইয়ে যেতে লাগলো এবার।

দান্তের *ইনফার্নো*, ভাবলো ল্যাংডন। ১৩৩০ সাল থেকেই পূর্বাভাসদানকারী আর্টের প্রেরণা দিয়ে আসছে।

দান্তের উপর ল্যাংডনের কোর্সে সব সময়ই *ইনফার্নো*র অনুপ্রেরণায় যেসব চিত্রকর্ম রয়েছে সেসব অন্তর্ভূক্ত থাকে। বত্তিচেল্লির *ম্যাপ অব হেল*-এর সাথে রদাঁ'র অমর ভাস্কর্য *দ্য থৃ শেডস, দ্য গেটস অব হেল*...স্ত্রদানু'র ফ্লেগিয়াস প্যাডলিং থ্রু সাবমার্জ কডিস অন দি রিভার স্টিক্স...উইলিয়াম ব্লেকে'র যৌনঅপরাধের পাপীরা অনন্তকাল ধরে ঘূর্ণিঝড়ে পতিত...বর্জিয়ার অদ্ভুত আর ইন্দ্রিয়পরায়ন ছবি যেখানে দান্তে আর ভার্জিল দুই নগ্ন মানুষকে বোতলবন্দী অবস্থায় দেখছে...বায়রো'র নির্যাতিত আত্মারা...সালভাদোর দালি'র জলরঙ আর উডকাটের অনেকগুলো সিরিজ ছবি...দোরে'র সাদা-কালো এচিংয়ের বিশাল কালেকশন, যেখানে মাটির নীচের দেবতা হেডেস আর ডানাযুক্ত শয়তানকে আঁকা হয়েছে।

এখন সব দেখে ল্যাংডনের মনে হচ্ছে দান্তের মহাকাব্যিক সৃষ্টি কেবলমাত্র মহান শিল্পী-সাহিত্যিকদেরই অনুপ্রেরণা যোগায় নি, অনিষ্ট করতে পারে এমন দুরাত্মাকেও অনুপ্রাণিত করেছে–যে কিনা বত্তিচেল্লির মাস্টারপিসটাকে বিকৃত করে দশটি অক্ষর, একজন প্লেগ ডাক্তার এবং একটি বাণী লিখেছে, যার অর্থ মৃতের চোখেই কেবল সত্য দেখা যায়। এই শিল্পী সেই ছবিটাকে খুবই উচ্চ-প্রযুক্তির প্রজেক্টরে ঢুকিয়ে রেখে পুরো জিনিসটাকে বায়োটিউবের মতো একটি আধারে সংরক্ষণ করেছে।

কে এরকম কাজ করতে পারে সেটা ল্যাংডন কল্পনাও করতে পারলো না। এরচেয়ে অন্য একটা প্রশ্ন তাকে বেশি ভাবিয়ে তুললো।

আমি কেন এটা বহন করছিলাম?

রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে সিয়েনা আর ল্যাংডন যখন কালো সুটের খুনি এরপর কি করবে ভাবছে তখনই বাইরের রাস্তায় গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ আর রাস্তার পিচের সাথে টায়ারের ঘর্ষণ হলো। এরপরই গাড়ির দরজা খোলার শব্দ।

হতভম্ব হলেও দ্রুত জানালা দিয়ে নীচে তাকিয়ে দেখলো সিয়েনা।

একটি কালো রঙের আনমার্ক করা ভ্যান থেমেছে তাদের অ্যাপার্টমেন্টের নীচে। ভ্যান থেকে বেশ কয়েকজন লোক নেমে পড়লো, তাদের সবার পরনে কালো ইউনিফর্ম, তাদের বাম কাঁধে সবুজ রঙের গোলাকার মেডেল। সবার হাতে অটোমেটিক রাইফেল। ভাবভঙ্গি একেবারে মিলিটারির মতো। সংখ্যায় মোট চারজন। সময় নষ্ট না করে অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে ঢুকে পড়লো তারা।

সিয়েনা টের পেলো তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। "রবার্ট!" চিৎকার করে বললো সে। "আমি জানি না তারা কারা কিন্তু আমাদের খোঁজ পেয়ে গেছে তারা!"

নীচের রাস্তায় এজেন্ট ক্রিস্টোফার ব্রুডার তার লোকজনকে তাড়া দিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে ঢুকতে বললো। বেশ শক্তসামর্থ্য একজন লোক সে, তার মিলিটারি অভিজ্ঞতা তাকে অনেকটাই আবেগহীন করে তুলেছে, ডিউটি আর কমান্ডের ব্যাপারে সে কোনো ছাড় দেয় না। তার মিশন সম্পর্কে সে ভালোমতোই অবগত আছে, এটার ঝুঁকির ব্যাপারেও সে পুরোপুরি সচেতন।

যে সংগঠনের হয়ে সে কাজ করে তার রয়েছে অনেকগুলো ডিভিশন কিন্তু ব্রুডারের ডিভিশন–নজরদারি এবং রেসপন্স সাপোর্ট–কেবলমাত্র তখনই ডাকা হয় যখন 'সঙ্কট'টা জঘন্য রকমের খারাপ হয়ে ওঠে।

তার লোকজন ভবনের ভেতর ঢুকে পড়লে ব্রুডার দাঁড়িয়ে রইলো প্রবেশ দরজার সামনে। পকেট থেকে কমিউনিকেশন ডিভাইসটি বের করে চার্জের দায়িত্বে যে আছে তার সাথে যোগাযোগ করলো।

"আমি ব্রুডার," বললো সে। "আমরা ল্যাংডনকে তার কম্পিউটারের আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে সফলভাবেই ট্র্যাকডাউন করতে পেরেছি। আমার টিম কাজে নেমে পড়েছে। তাকে পাওয়া মাত্রই আপনাকে জানাচ্ছি।"

ব্রুডারের উপরে, পেনসিওনি লা ফ্লোরেন্তিনার ছাদে ভীতিকর দৃষ্টিতে নীচের এজেন্টের দিকে চেয়ে আছে ভায়েন্থা। তার বিশ্বাসই হচ্ছে না এটা।

তারা এখানে কি করতে এসেছে?!

মাথার খাড়া খাড়া চুলে হাত চালালো সে। হঠাৎ করেই বুঝতে পারলো গতরাতে তার অ্যাসাইনমেন্টটা ব্যর্থ হবার ফলাফল কতো কঠিন হতে পারে।

সামান্য একটা কবুতরের ডাক সব বরবাদ করে দিয়েছে। পুরো পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলো সে। যে মিশনটাকে খুব সহজ সরল বলে ভেবেছিলো...সেটা এখন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে।

এসআরএস টিম যদি এখানে এসে থাকে তাহলে আমার সব শেষ হয়ে গেছে।

উদভ্রান্ত হয়ে সেক্ট্রা এক্সএস কমিউনিকেশন্স ডিভাইসটি হাতে তুলে নিয়ে প্রভোস্টকে কল করলো সে।

"স্যার," রেগেমেগে বললো। "এসআরএস টিম এখানে! ক্রুডারের লোকজন ঐ অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে ঢুকে পড়েছে!"

জবাব পাবার আশায় উন্মুখ হয়ে থাকলো সে কিন্তু ক্লিক করে একটা শব্দ হবার পরই ইলেক্ট্রনিক একটি কণ্ঠ শান্তভাবে বললো, "অনুমতিহীন প্রটোকল।"

ভায়েন্থা ফোনের ডিসপ্লের দিকে তাকালো, কম-ডিভাইসের স্ক্রিন অফ হয়ে গেলো আস্তে করে। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে, বুঝতে পারলো কি হয়েছে। কনসোর্টিয়াম তার সাথে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে ফেলেছে।

কোনো লিঙ্ক নেই। কোনো যোগাযোগ নেই।

আমাকে অস্বীকার করা হয়েছে।

এই শকটা কেবলমাত্র কয়েক মুহূর্ত টিকে রইলো।

তারপরই জেঁকে বসলো মারাত্মক ভীতি।

অধ্যায় ১৬

"জলদি আসো, রবার্ট!" তাড়া দিলো সিয়েনা। "আমার সাথে আসো!"

ঘর থেকে দিয়ে বের হবার সময়ও ল্যাংডনের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে দান্তের ভূগর্ভস্থ জগতের ছবিগুলো। এই মুহূর্তটার আগপর্যন্ত সিয়েনা ব্রুকস নিজেকে কঠিন সময়েও বেশ শান্ত আর ধীরস্থির রেখেছিলো কিন্তু এখন তার সেই খোলস যেনো ভেঙে পড়েছে–তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে সত্যিকারের ভয়।

হলওয়ে'তে সিয়েনা আগে আগে ছুটছে, তার পেছনে ল্যাংডন। এলিভেটরটা পেরিয়ে গেলো সে, ওটা এখন নীচের দিকে নামছে। যারা এইমাত্র অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকেছে তারা নিশ্চয় বোতাম টিপে এলিভেটরটা নীচে নামাচ্ছে। কোনো দিকে না তাকিয়ে এক দৌড়ে সে হলওয়ের শেষ মাথায় থাকা সিঁড়ির দিকে চলে গেলো।

ল্যাংডন মেয়েটাকে অনুসরণ করছে। তার পকেটে ক্ষুদে প্রজেক্টরটি। মাথায় এখনও ঘুরপাক খাচ্ছে নরকের অষ্টম চক্রের ঐ অদ্ভুত লেখাটা : CATROVACER। প্লেগ মুখোশ আর অদ্ভুত সেই সিগনেচারটার কথাও ভাবলো সে : *শুধুমাত্র মৃতের চোখেই সত্য দেখতে পাবে।*

এসব বেখাপ্পা জিনিসগুলো একটার সাথে আরেকটার সংযোগ করতে গিয়ে বেশ বেগ পেলো ল্যাংডন। এ মুহূর্তে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না। সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে এসে যখন থামলো দেখতে পেলো সিয়েনা কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করছে। ল্যাংডনও সিঁড়ির নীচ থেকে পায়ের শব্দগুলো শুনতে পেলো।

"বের হবার আর কোনো পথ নেই?" নীচু কণ্ঠে বললো ল্যাংডন।

"আমার সাথে এসো," চট করে বললো সিয়েনা।

এরইমধ্যে একবার তার জীবন বাঁচিয়েছে এই মেয়েটি তাই তাকে বিশ্বাস না করার কোনো কারণ দেখতে পেলো না। বুক ভরে দম নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে শুরু করলো সিয়েনার পেছন পেছন।

একতলা নীচে নামতেই পায়ের আওয়াজগুলো আরো জোড়ালো হয়ে উঠলো। বড়জোর এক বা দু'তলা নীচে আছে তারা।

মেয়েটা কেন সরাসরি ওদের কাছে চলে যাচ্ছে?

কোনো কিছু বলার আগেই সিয়েনা তার হাতটা খপ করে ধরে এক টানে নিয়ে এলো ফাঁকা হলওয়ে'তে–দীর্ঘ একটি করিডোর, সারি সারি বন্ধ দরজা একপাশে।

এখানে লুকানোর মতো জায়গা নেই!

সিয়েনা একটা সুইচ অফ করে দিতেই হলওয়ের কিছু বাতি বন্ধ হয়ে গেলো কিন্তু তাতে খুব একটা সুবিধা হলো না। লুকিয়ে থাকার জন্য এটা কোনো কাজেই আসবে না। তাদের দু'জনকে এই আধো-আলো-অন্ধকারেও ভালোমতোই দেখা যাবে। পায়ের আওয়াজগুলো এবার আরো বেশি জোরে জোরে শোনা যাচ্ছে। ল্যাংডন জানে যেকোনো মুহূর্তে ওই লোকগুলো সিঁড়ি দিয়ে উঠে এখানে চলে আসবে।

"তোমার জ্যাকেটটা আমাকে দাও," ল্যাংডনের জ্যাকেটটা ধরে টান দিয়ে বললো সিয়েনা। এরপর ল্যাংডনকে বাধ্য করলো তার পেছনে একটি আধখোলা দরজার ভেতরে নীচু হয়ে থাকতে। "একটুও নড়বে না।"

এই মেয়েটা করছে কি? তাকে তো ওরা দেখে ফেলবে!

সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই দু'জন সৈনিক থমকে দাঁড়ালো অন্ধকারাচ্ছন্ন হলওয়েতে সিয়েনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে।

"পার লামোরি দি দিও!" তাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললো সিয়েনা, তার কণ্ঠে প্রচণ্ড ক্ষোভ। *"কসে কুয়েস্তে কনফিউশনি?"*

সৈনিক দু'জন ভুরু কুচকে তাকালো, কী দেখছে সেটা যেনো পুরোপুরি বুঝতে পারছে না তারা।

সিয়েনা তার হাউকাউ অব্যাহত রাখলো। *"তান্তো চিয়াস্‌সো আ কুয়েস্তোরা?" সকালের এ সময় এতো হাউকাউ কেন!*

ল্যাংডন এবার দেখতে পেলো সিয়েনা তার জ্যাকেটটা মাথার উপর এমনভাবে পেচিয়ে রেখেছে যে দেখে মনে হতে পারে ওটা কোনো বুড়ো মহিলার শাল। এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে সে তার পেছনে ল্যাংডনকে দেখা যাচ্ছে না। সিয়েনা এবার এক পা সামনে এগিয়ে গিয়ে বিকারগ্রস্ত বুড়িদের মতো চিৎকার করে উঠলো।

সৈনিকদের একজন হাত তুলে তাকে নির্দেশ করলো নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে যাবার জন্য। *"সিনোরা! রিএন্ত্রি সুবিতো ইন কাসা!"*

আরো এক পা এগিয়ে গিয়ে রেগেমেগে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে ধরলো সিয়েনা। *"আভিতে ইসভেগলিয়াতো মিও মারিতো, চে ই মালাতো!"*

অবাক হয়ে শুনে গেলো ল্যাংডন। *তারা তোমার অসুস্থ স্বামীকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছে?*

অন্য সৈনিকটি এবার তার মেশিনগান তুলে সিয়েনার দিকে তাক করলো। *"ফার্মা ও স্পারো!"*

থমকে দাঁড়ালো মেয়েটি, তারপর গালাগালি করতে করতে পিছু হটে ফিরে এলো দরজার সমানে।

সৈনিক দু'জন আর দেরি করলো না, সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলো দ্রুত।

পুরোপুরি শেক্সপিয়ার টাইপের অভিনয় নয়, ভাবলো ল্যাংডন, *তবে দারুণ।*

সিয়েনা মাথার উপর থেকে জ্যাকেটটা খুলে ল্যাংডনকে ফেরত দিলো। "ঠিক আছে, আমার সাথে আসো।"

এবার মেয়েটার পেছন পেছন যেতে তার মনে কোনো দ্বিধা কাজ করলো না।

লবির উপরে ল্যান্ডিংয়ে নেমে এলো তারা, ওখানে দেখা গেলো আরো দু'জন এলিভেটরে ঢুকে পড়ছে উপরে ওঠার জন্য। রাস্তার বাইরে আরেকজন সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে ভ্যানটার পাশে। তার কালো ইউনিফর্মের উপর দিয়ে পেশীবহুল শরীরটা দেখা যাচ্ছে। নীরবে ল্যাংডন আর সিয়েনা নেমে গেলো বেইজমেন্টের দিকে।

আন্ডারগ্রাউন্ড কারপোর্টটা অন্ধকারাচ্ছন্ন আর প্রশ্রাবের গন্ধে ভরপুর। এককোণে অনেকগুলো স্কুটার, মোটরসাইকেল পার্ক করা আছে, সিয়েনা দৌড়ে চলে গেলো সেখানে। সিলভার রঙের একটি ট্রিকি'র সামনে থামলো সে-তিন-চাকার একটি মপেড। অনেকটা ইটালিয়ান ভেসপার মতো। ট্রিকির সামনের দিকে নীচে ছোট্ট একটি ম্যাগনেটাইজ কেস আছে, সেটা খুলে একটা চাবি বের করে ইঞ্জিন স্টার্ট দিলো সে।

দেরি না করে ল্যাংডন বসে পড়লো তার পেছনে। ধরার মতো কিছু নেই বলে ছোট্ট সিটে বসতে একটু সমস্যাই হলো তার।

"ভদ্রতা দেখানোর সময় এটা নয়," বললো সিয়েনা। তার হাত দুটো ধরে নিজের কোমরে জড়িয়ে নিলো। "ধরে রাখো এভাবে।"

ল্যাংডন যতোটা ভেবেছিলো তারচেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ট্রিকি নামের যানটা। দ্রুতগতিতে শব্দ করে বেইজমেন্টের গ্যারাজ থেকে ওটা বেরিয়ে গেলো বাইরের রাস্তায়। ভ্যানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সৈনিকটি চট করে তাকিয়ে দেখলো তাদের।

পেছন ফিরে সৈনিকটির দিকে তাকালো ল্যাংডন। হাতের অস্ত্রটি তুলে তাদের দিকে তাক্ করেছে মাত্র। মনে মনে প্রমাদ গুনলো। প্রথম গুলিটা এসে লাগলো ট্রিকির পেছনের ফেন্ডারে। অল্পের জন্যে তার স্পাইনে আঘাত করলো না সেটা।

হায় ঈশ্বর!

সিয়েনা আচমকা বাম দিকে মোড় নিলে নিজের ভারসাম্য রাখতে হিমশিম খেলো ল্যাংডন।

"আমার দিকে ঝুঁকে থাকো!" চিৎকার করে বললো সে।

ল্যাংডন তাই করলো। এবার গতি বেড়ে গিয়ে বড় রাস্তায় চলে এলো তাদের ট্রিকিটা। পুরো এক ব্লক পেরিয়ে আসার পর বুক ভরে দম নিলো হারর্ভাডের প্রফেসর।

ঐ লোকগুলো কারা?

সিয়েনার চোখ রাস্তার দিকে। যানবাহনের ভীড়ের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটে চলেছে তাদের ট্রিকিটা। পথচারীদের অনেকে সামনে পড়ে ভড়কে গিয়ে এদিক ওদিক চলে গেলো। রাস্তার অনেকেই দেখলো ট্রিকির মতো একটি যানবাহন চালাচ্ছে এক মেয়ে আর তার পেছনে শক্ত করে ধরে বসে আছে ব্রিওনি সুট পরা ছয় ফুট লম্বা মাঝবয়সী এক লোক।

ল্যাংডন আর সিয়েনা তিন ব্লক পার হয়ে আসার পর একটি চৌ-রাস্তার মোড়ে এসে পড়লো। ঠিক এ সময় কালো রঙের একটি ভ্যান দ্রুত ছুটে এলো তাদের পেছনে। অ্যাপার্টমেন্টের সমানে যে ভ্যানটা তারা দেখেছিলো ঠিক সেটাই।

সিয়েনা সঙ্গে সঙ্গে ডান দিকে মোড় নিয়ে পার্ক করে রাখা একটি ভ্যানের পেছনে এসেই হার্ড ব্রেক চাপলো। ল্যাংডনের বুক মেয়েটার পিঠের সাথে লেপ্টে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। দেরি না করে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলো মেয়েটি।

তারা কি আমাদের দেখেছে?

ল্যাংডন আর সিয়েনা মাথা নীচু করে রাখলো।

কোনোরকম গতি না কমিয়ে ভ্যানটা চলে গেলো তাদের অতিক্রম করে। বোঝাই যাচ্ছে তাদেরকে দেখতে পায় নি। ভ্যানটা চলে যাওয়ার সময় কয়েক মুহূর্তের জন্যে ভেতরের একটি দৃশ্য দেখতে পেলো ল্যাংডন।

পেছনের সিটে দু'জন সৈনিকের মাঝখানে বন্দীর মতো বসে আছে অসম্ভব রূপবতী বয়স্ক এক নারী। তার চোখ দুটো আধবোজা, মাথাটা এমনভাবে নীচু করে রেখেছে যেনো ঝিমুচ্ছে কিংবা প্রায় অচেতন সে। তার গলায় একটি নেকলেস, মাথার চুল দীর্ঘ, কিছুটা কোকড়ানো আর সাদা।

কয়েক মুহূর্তের জন্য ল্যাংডন জিভ কামড়ে ধরলো। তার মনে হলো সে বুঝি ভুত দেখছে।

এটা হেলুসিনেশানে দেখা সেই মহিলা!

অধ্যায় ১৭

কন্ট্রোল রুম থেকে ঝড়ের বেগে বের হয়ে এলো প্রভোস্ট, *মেন্দাসিয়াম*-এর দীর্ঘ স্টারবোর্ড ডেকের উপর পায়চারি করতে করতে চিন্তাভাবনাগুলো জড়ো করার চেষ্টা করলো সে। ফ্লোরেন্সের অ্যাপার্টমেন্টের যে খবরটা এইমাত্র পেয়েছে সেটা একেবারেই অচিন্তনীয়।

নিজের অফিসে ফিরে যাবার আগে জাহাজটা প্রায় দু'বার চক্কর দিয়ে দিলো। পঞ্চাশ বছরের পুরনো হাইল্যান্ড পার্ক মল্ট নিয়ে বসে পড়লো সে। বোতলটা পেছনে রেখে গ্লাসে কোনো মদ না ঢেলেই কিছুক্ষণ বসে রইলো–নিজেকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিলো এখনও সবকিছু তার নিয়ন্ত্রণে আছে।

বুকশেলফে রাখা একটি পুরনো আর মোটা বইয়ের দিকে তার চোখ গেলো–এক ক্লায়েন্টের কাছ থেকে উপহার পাওয়া...এমন এক ক্লায়েন্ট যার সাথে তার দেখা না হলেই বোধহয় সবচাইতে ভালো হতো।

এক বছর আগে...আমি কি করে জানতাম?

ক্লায়েন্টদের সাথে প্রভোস্ট সাধারণত দেখা-সাক্ষাত করে না তবে এই ক্লায়েন্টটি এসেছিলো খুবই বিশ্বস্ত একটি সূত্র থেকে তাই তার বেলায় একটু ব্যতিক্রম করেছিলো।

ঐদিন ক্লায়েন্ট যখন তার প্রাইভেট হেলিকপ্টারে করে *মেন্দাসিয়াম*-এ এসেছিলো তখন সমুদ্রটা ছিলো বেশ শান্ত। নিজের ক্ষেত্রে বিখ্যাত এই অতিথির বয়স ছেচল্লিশ, ক্লিন-কাট, বেশ লম্বা আর অন্তর্ভেদী সবুজ দু'চোখ।

"আপনি তো জানেনই," এই বলে শুরু করেছিলো সে, "আমাদের এক মিউচুয়াল ফ্রেন্ড আপনাদের সার্ভিসের কথা রেকমেন্ডেট করেছে।" প্রভোস্টের চমৎকার অফিসে হাত-পা ছড়িয়ে বসেছিলো ক্লায়েন্ট, যেনো এটা তার নিজের ঘর। "এখন আপনাকে বলছি আমি কি চাই।"

"একটু থামুন," কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে প্রভোস্ট। "আমাদের প্রটোকল একটু অন্য রকম। আপনাকে কিছু বলতে হবে না। আমি বলছি কি রকম সার্ভিস দিয়ে থাকি আমরা। সব শোনার পর আপনি ঠিক করবেন কোন্ ধরণের সার্ভিস আপনার দরকার।"

ক্লায়েন্ট একটু হতাশ হলেও ধৈর্য ধরে তার কথা শুনে যায়। সব শোনার পর জানায় কিছু দিনের জন্য অদৃশ্য হয়ে যেতে চায় সে, যাতে করে তার শত্রুদের কাছ থেকে নিজেকে আড়ালে রেখে নিজের কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখতে পারে।

মামুলি কাজ।

কনসোর্টিয়াম তার জন্যে ভুয়া আইডির ব্যবস্থা করে দেবে, সেইসাথে নিরাপদ একটি স্থান, যেখান থেকে সে তার সব ধরণের কর্মকাণ্ড পুরোপুরি গোপনীয়তা বজায় রেখে চালিয়ে যেতে পারবে–সেটা কি ধরণের কাজ তাতে কিছুই আসে যায় না। কনসোর্টিয়াম কখনও খতিয়ে দেখে না তাদের ক্লায়েন্ট কি উদ্দেশ্যে তাদের কাছ থেকে সার্ভিস চাইছে। যাদের হয়ে কাজ করছে তাদের সম্পর্কে যতোটা কম জানা যায় ততোই ভালো।

পুরো এক বছর ধরে বেশ মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে প্রভোস্ট সবুজ চোখের ক্লায়েন্টের জন্য নিরাপদ একটি স্বর্গের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো। ক্লায়েন্ট হিসেবে লোকটা বেশ আদর্শ বলেই মনে হয়েছিলো তখন। তার সাথে কোনো রকম যোগাযোগ রাখতো না প্রভোস্ট তারপরও কাজের বিল ঠিক ঠিক সময়ে পরিশোধ করা হতো।

এরপর দু'সপ্তাহ আগে সব কিছু আচমকাই বদলে যায়।

অপ্রত্যাশিতভাবে ক্লায়েন্ট যোগাযোগ করে, তার সাথে একান্তে কথা বলার জন্য দেখা করতে চায়। ক্লায়েন্ট যে পরিমাণের টাকা দিয়েছে সেটা বিবেচনায় নিয়ে প্রভোস্ট দেখা করতে রাজিও হয়।

বিপর্যস্ত লোকটি যখন এই ইয়টে এসে নামলো তখন তাকে দেখে চেনার উপায় ছিলো না। বছরখানেক আগের সেই দৃঢ়, কেতাদুরস্ত আর ক্লিন-কাট লোকটি যেনো আমুল পাল্টে গেছে। এক সময়কার সুন্দর সবুজ চোখ দুটিতে বন্যতা জেঁকে বসেছে, তাকে দেখে মনে হচ্ছিলো...খুবই অসুস্থ।

তার কি হয়েছে? সে কি করছিলো এতোদিন ধরে?

প্রভোস্ট এসব ভাবতে ভাবতে লোকটাকে নিজের অফিসে নিয়ে আসে।

"ঐ সাদা-চুলের ডাইনী," রেগেমেগে বলেছিলো ক্লায়েন্ট। "দিন দিন সে আমার কাছে এগিয়ে আসছে।"

ক্লায়েন্টের ফাইলের দিকে তাকিয়ে দেখে প্রভোস্ট। সাদা-চুলের রূপবতী মহিলার ছবি রয়েছে তার সামনে। "হ্যা," প্রভোস্ট বলে, "আপনার সাদা-চুলের ডাইনী। আমরা আপনার সব শত্রুদের ব্যাপারেই সম্যক ধারণা রাখি। ঐ মহিলা যতো শক্তিশালীই হোক না কেন পুরো এক বছর তাকে আমরা আপনার ত্রি-সীমানায় ঘেষতে দেই নি। এটা অব্যাহত থাকবে।"

সবুজ চোখের লোকটি উদ্বিগ্ন হয়ে তার মাথার চুল খামচে ধরে। "ওর সৌন্দর্যে বোকা বনে যাবেন না। ও খুবই বিপজ্জনক এক শত্রু।"

সত্যি, প্রভোস্ট মনে মনে বলেছিলো। প্রভাবশালী একজনের ব্যাপারে মনোযোগ আকর্ষণ করাতে কিছুটা অখুশি হয়েছিলো। সাদা-চুলের মহিলার

যারপরনাই ক্ষমতা আর সম্পদ রয়েছে–তারপরও এ রকম কোনো প্রতিপক্ষের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কথা বলায় সে একটু অসন্তুষ্ট হয়।

"যদি ঐ মহিলা কিংবা তার শয়তানের দল আমার অবস্থানের কথা জেনে যায়..." ক্লায়েন্ট বলতে শুরু করে আবার।

"এটা তারা করতে পারবে না," প্রভোস্ট তাকে আশ্বস্ত করে বলে। "এ পর্যন্ত আমরা কি আপনাকে ওর কাছ থেকে নিরাপদে রাখি নি? আপনি যা যা অনুরোধ করেছিলেন তার সবটা কি রক্ষা করি নি?"

"হ্যা," লোকটা মেনে নিয়ে বলেছিলো। "তারপরও বলছি, আমি খুব শান্তিতে ঘুমাতে পারবো যদি..." একটু থেমে যায় সে। "আমাকে জানতে হবে, আমার যদি কোনো কিছু হয়ে যায় তারপরও আপনি আমার শেষ ইচ্ছেটুকু বাস্তবায়ন করবেন।"

"সেটা কি?"

ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটি সিল করা এনভেলপ বের করে লোকটি। "এই এনভেলপে যা আছে তা দিয়ে ফ্লোরেন্সের একটি সেফ-ডিপোজিট বক্স খোলা যাবে। ঐ বক্সের ভেতরে আপনি পাবেন ছোট্ট একটি জিনিস। আমার যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে আপনি ঐ জিনিসটা একজনের কাছে ডেলিভারি দিয়ে দেবেন। এটা এক ধরণের উপহার বলতে পারেন।"

"খুব ভালো।" কলম তুলে নোট করতে শুরু করে প্রভোস্ট। "কার কাছে ওটা ডেলিভারি দেবো?"

"ঐ সাদা-চুলের মহিলার কাছে।"

অবাক হয়ে তাকিয়েছিলো প্রভোস্ট। "নিজের শত্রুকে উপহার দেবেন?"

"তাকে আরেকটু ঝামেলায় ফেলার জন্য।" চোখ দুটো বড় বড় করে বলে ক্লায়েন্ট। "হাঁড়ের তৈরি একটি চাতুর্যপূর্ণ কাঁটা। সে এটাকে একটা ম্যাপ হিসেবে আবিষ্কার করবে...তার নিজস্ব ভার্জিল...যা তাকে তার নরকে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।"

কয়েক মুহূর্ত প্রভোস্ট তাকে ভালো করে দেখে নেয়। "আপনি যেমনটি চান। ধরে নিন কাজটা হয়ে গেছে।"

"সময়টা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ," তাড়া দিয়ে বলে লোকটি। "এই উপহারটি খুব শীঘ্রই ডেলিভারি দেয়া হবে না। আপনাকে এটা ততোদিন পর্যন্ত লুকিয়ে রাখতে হবে যতোদিন না..." থেমে যায় ক্লায়েন্ট, মনে হয় কোথায় যেনো হারিয়ে গেছে সে।

"যতোদিন না?" প্রভোস্ট জানতে চায়।

ক্লায়েন্ট হঠাৎ করে উঠে প্রভোস্টের ডেস্কের পেছনে পায়চারি করতে শুরু

করে। তারপর একটা লাল কালির কলম নিয়ে ডেস্ক ক্যালেন্ডারের নির্দিষ্ট দিনে গোল করে বৃত্ত এঁকে দেয়। "মানে, এই দিনটির আগ পর্যন্ত।"

দীর্ঘশ্বাস চাপা দিয়ে নিজের অসন্তোষ লুকিয়ে ফেলে প্রভোস্ট। "বুঝেছি। এ দিনটির আগ পর্যন্ত আমি কিছু করবো না। ঠিক এই দিনে ডিপোজিট বক্স থেকে জিনিসটা নিয়ে সাদা-চুলের ঐ মহিলার কাছে পাঠিয়ে দেবো। আপনাকে কথা দিলাম, আমি এটা করবো।" ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে তারিখটা দেখে নিলো ভালো করে। "আপনার ইচ্ছে অনুযায়ী আজ থেকে চৌদ্দ দিন পর এটা আমি করবো।"

"তার একদিনও আগে না!" বেশ জোর দিয়ে বলে ক্লায়েন্ট।

"বুঝেছি," তাকে আশ্বস্ত করে বলে প্রভোস্ট। "একদিনও আগে না।"

এনভেলপটা নিয়ে ক্লায়েন্টের ফাইলে রেখে দিয়ে প্রয়োজনীয় নোট টুকে নেয় প্রভোস্ট। ভুলেও জিজ্ঞেস করে নি সেফ-ডিপোজিটে রাখা ঐ জিনিসটা আসলে কি। এরকম নির্লিপ্ততা কনসোর্টিয়ামের দর্শনের ভিত্তি। *শুধু সার্ভিস দিয়ে যাও। কোনো প্রশ্ন কোরো না। বিচার-বিবেচনাও করার দরকার নেই।*

ক্লায়েন্ট যেনো হাফ ছেড়ে বেঁচেছিলো। "ধন্যবাদ আপনাকে।"

"আর কিছু?" জানতে চেয়েছিলো প্রভোস্ট।

"হ্যা, আরেকটা জিনিস আছে।" পকেট থেকে লাল রঙের ছোট্ট একটা মেমোরি স্টিক বের করে সে। "এটা একটা ভিডিও ফাইল।" প্রভোস্টের সামনে স্টিকটা রেখে দিয়ে বলে ক্লায়েন্ট, "আমি চাই এটা যেনো সারা বিশ্বের গণমাধ্যমে আপলোড করা হয়।"

লোকটাকে কৌতুহল নিয়ে দেখতে শুরু করে প্রভোস্ট। এর আগে কনসোর্টিয়াম তাদের কোনো ক্লায়েন্টের জন্য এভাবে গণমাধ্যমে কোনো কিছু বিতরণ করে নি। এই লোকটার এরকম অনুরোধে অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করে সে। "ঠিক ঐ তারিখেই?" ক্যালেন্ডারের বৃত্ত চিহ্নিত তারিখটির দিকে ইশারা করে প্রভোস্ট।

"হ্যা, ঐদিনই," জবাব দেয় ক্লায়েন্ট। "তার এক মুহূর্তও আগে নয়।"

"বুঝতে পেরেছি।" মেমোরি স্টিকটির উপর ট্যাগ লাগিয়ে কিছু নোট লিখে রাখে সে। "তাহলে এই, আর কিছু নেই?" উঠে দাঁড়ায় প্রভোস্ট। বোঝাতে চায় মিটিংটা শেষ হয়ে গেছে।

ক্লায়েন্ট চুপচাপ নিজের সিটেই বসে থাকে। "না। আরেকটা শেষ অনুরোধ আছে।"

নিজের সিটে বসে পড়ে প্রভোস্ট।

ক্লায়েন্টের সবুজ চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছিলো যেনো। "এই ভিডিওটা

ডেলিভারি দেবার পর পরই আমি খুব বিখ্যাত হয়ে যাবো।"

আপনি ইতিমধ্যেই বেশ বিখ্যাত একজন মানুষ, প্রভোস্ট ভেবেছিলো।

"এর অনেকটা কৃতিত্ব আপনিও পাবেন," লোকটি বলেছিলো তাকে। "আপনি আমাকে যে সার্ভিস দিয়েছেন তার জন্যেই আমি আমার মাস্টারপিসটা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছি...এই সৃষ্টিকর্মটি পুরো দুনিয়াকে বদলে দেবে। আপনি আপনার ভুমিকার জন্য গর্বিত বোধ করবেন।"

"আপনার মাস্টারপিসটা যা-ই হোক না কেন," অধৈর্য হয়ে বলে ওঠে প্রভোস্ট, "আপনি যে পুরোপুরি গোপনীয়তা বজায় রেখে এটা সৃষ্টি করতে পেরেছেন তাতেই আমি খুশি।"

"সেজন্যে ধন্যবাদ জানাতেই আপনার জন্য একটি ছোট্ট উপহার এনেছি।" বিপর্যস্ত লোকটি তার ব্যাগে হাত ঢোকায়। "একটি বই।"

প্রভোস্ট ভাবতে শুরু করেছিলো এই বইটা ক্লায়েন্টের গোপনে করে যাওয়া কাজটি কিনা। "আপনি কি এই বইটি লিখেছেন?"

"না," বিশালাকৃতির বইটি ডেস্কের উপর রেখে বলে লোকটি। "বরং বলতে পারেন...এটা আমার জন্যে লেখা হয়েছিলো।"

হতভম্ব হয়ে প্রভোস্ট বইটার দিকে তাকালো। *এই লোক মনে করে এই বইটা তার জন্যে লেখা হয়েছে?* বইটি ক্লাসিক একটি সাহিত্যকর্ম...লেখা হয়েছে চৌদ্দ শতকে।

"বইটা পড়ে দেখবেন," অদ্ভুত হাসি দিয়ে বলেছিলো ক্লায়েন্ট। "আমি কি করেছি সেটা বুঝতে দারুণ সাহায্য করবে।"

এ কথা বলেই বিপর্যস্ত লোকটি তড়িঘড়ি বিদায় জানিয়ে চলে যায়। লোকটার হেলিকপ্টার ইটালি উপকূলের দিকে উড়ে যাবার সময় নিজের অফিসের জানালা দিয়ে প্রভোস্ট দেখেছিলো।

তারপর বিশাল আকৃতির বইটির দিকে তাকায় প্রভোস্ট। চামড়ায় মোড়ানো কভারটি উল্টে ভেতরটা দেখে সে। প্রথম ছত্রটি ক্যালিওগ্রাফিতে লেখা, পুরো একটি পৃষ্ঠা জুড়ে জায়গা দখল করে রেখেছে।

ইনফার্নো।

জীবনভ্রমণের মধ্যখানে এসে
সহজ-সলর পথটি হারিয়ে
নিজেকে খুঁজে পেলাম এক অন্ধকার অরণ্যে।
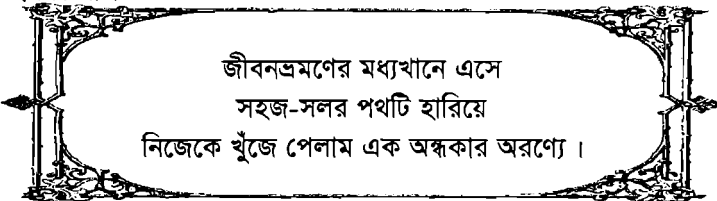
পাতা উল্টে দেখেছিলো পৃষ্ঠাটির উল্টোদিকে তার ক্লায়েন্ট নিজের হাতে

একটি মেসেজ লিখে রেখেছে :

প্রিয় বন্ধু আমার, পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

এই দুনিয়াও আপনাকে ধন্যবাদ জানাবে।

এর কি মানে সে-সম্পর্কে প্রভোস্টের কোনো ধারণাই ছিলো না, তারপরও অনেকটুকু পড়েছিলো সে। তারপর বইটা বন্ধ করে বুকশেলফে রেখে দেয়। মনে মনে ভাবে, যাক, এই অদ্ভুত লোকটির সাথে তার পেশাগত সম্পর্ক খুব শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। *আর মাত্র চৌদ্দ দিন পর।* ক্যালেন্ডারে দাগ দেয়া তারিখটির দিকে তাকায়।

এরপর থেকে এই ক্লায়েন্টের ব্যাপারে এক ধরণের উদ্বিগ্নতা পেয়ে বসে প্রভোস্টকে। এটা তার চরিত্রের বাইরে আচরণ। মনে হয়েছিলো লোকটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে তার কাছে এসেছিলো। অবশ্য তারপর থেকে প্রভোস্টের অনুমাণ মিথ্যে প্রমাণ করে দিয়ে কোনো রকম ঘটনাই ঘটে নি।

কিন্তু চিহ্নিত করা তারিখটির *ঠিক* আগের দিনই পর পর বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটতে শুরু করে ফ্লোরেন্সে। সঙ্কটটা সামলানোর চেষ্টা করে প্রভোস্ট কিন্তু দ্রুতই নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করে। সঙ্কটটার চূড়ান্ত ক্লাইমেক্সে পৌছায় তাদের ক্লায়েন্টের বাদিয়া টাওয়ারের উপরে ওঠার মধ্য দিয়ে।

সে ওখান থেকে লাফিয়ে মৃত্যুবরণ করে।

এরকম ভয়ঙ্করভাবে একজন ক্লায়েন্টকে হারানোর পরও প্রভোস্ট তার প্রতীজ্ঞা রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর থাকে। মৃতব্যক্তির শেষ ইচ্ছে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে শুরু করে দেয় সে–সাদা-চুলের মহিলার কাছে ফ্লোরেন্সের সেফ-ডিপোজিটে রাখা বক্সটা ডেলিভারি দেয়া–যদিও সময়টা একেবারেই অনুকূলে নয়।

আপনার ক্যালেন্ডারে বৃত্ত আঁকা তারিখটির আগে নয়।

এনভেলপে সেফ-ডিপোজিটের যে কোডটা ছিলো সেটা ভায়েন্থাকে দিয়েছিলো প্রভোস্ট, ওটা তুলে আনতে ফ্লোরেন্সে গিয়েছিলো সে। কিন্তু ভায়েন্থা ফোন করে যে খবরটা দিলো সেটা যেমন চমকে যাবার মতো তেমনি ভয়ঙ্কর। সেফ-ডিপোজিট বক্সের ভেতরে রাখা জিনিসটা তার যাবার আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে, অল্পের জন্যে সে নিজেও ধরা পড়ে যাওয়ার হাত থেকে বেঁচে যায়। কোনোভাবে ঐ সাদা-চুলের মহিলা একাউন্টটার ব্যাপারে জেনে যায়, তারপর নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করে ওটা করায়ত্ত করেই কেবল ক্ষান্ত হয় নি সেইসাথে বক্সটা যে নিতে আসবে তাকে অ্যারেস্ট করার ওয়ারেন্টেরও ব্যবস্থা করে।

এটা তিনদিন আগের ঘটনা।

ক্লায়েন্টের উদ্দেশ্য ছিলো এই জিনিসটা দিয়ে সাদা-চুলের মহিলাকে চুড়ান্ত অপমান করা।

এরপর থেকে কনসোর্টিয়াম মরিয়া হয়ে ছুটোছুটি করেছে–এর সমস্ত ক্ষমতা আর শক্তি ব্যবহার করেছে ক্লায়েন্টের শেষ ইচ্ছা পূরণ করার জন্য কিন্তু বার বার ব্যর্থ হয়েছে। এখন ফ্লোরেন্সে সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যাবার পর প্রভোস্ট চেয়ে আছে নিজের ডেস্কের দিকে, সামনে কী ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে সেটা নিয়ে ভাবছে।

তার ক্যালেন্ডারে ক্লায়েন্টের নিজের হাতে বৃত্ত আঁকা তারিখটি যেনো তার দিকে চেয়ে আছে।

আগামীকাল।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্কচের বোতলের দিকে তাকালো সে। তারপর চৌদ্দ বছরের মধ্যে এই প্রথম এক গ্লাস মদ এক ঢোকে পুরোটা পান করে ফেললো।

নীচের ডেকে ফ্যাসিলিটেটর লরেন্স নোলটন লাল রঙের ছোট্ট মেমোরি স্টিকটা তার কম্পিউটার থেকে টেনে বের করে ডেস্কের উপর রাখলো। এইমাত্র যে ভিডিওটি দেখেছে সেটা তার জীবনে দেখা সবথেকে অদ্ভুত একটি জিনিস।

আর সেটা একদম নয় মিনিট দীর্ঘ...একেবারে কাটায় কাটায়।

এক ধরণের অস্থিরতায় আক্রান্ত হয়ে নিজের ছোট্ট কিউবিকলে পায়চারি করতে লাগলো সে। আবারো ভাবতে লাগলো এই উদ্ভট ভিডিওটার বিষয় নিয়ে প্রভোস্টের সঙ্গে কথা বলবে কিনা।

শুধু তোমার উপর অর্পিত কাজটাই করো, নিজেকে সুধালো নোলটন। *কোনো প্রশ্ন নয়। কোনো বিচার-বিবেচনা নয়।*

মন থেকে জোর করে ভিডিওটা ঝেড়ে ফেলে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো। আগামীকাল ক্লায়েন্টের অনুরোধের প্রেক্ষিতে এই ভিডিওটা সে মিডিয়াতে আপলোড করে দেবে।

অধ্যায় ১৮

ফ্লোরেন্সের এভিনিউগুলোর মধ্যে ভিয়ালে নিকোলো ম্যাকিয়াভেলিকে সবচাইতে অভিজাত হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রশস্ত মোড় একেঁবেঁকে গেছে গাছপালা আচ্ছাদিত সমভূমির মধ্য দিয়ে, সাইকেলারোহী আর ফেরারি গাড়িপ্রেমীদের কাছে এটি প্রিয় জায়গা।

সিয়েনা খুব দক্ষভাবেই ট্রিকিটা চালিয়ে যাচ্ছে, পেছনে ফেলে যাচ্ছে ছোটো ছোটো বাড়িঘর, সারি সারি বৃক্ষশোভিত পথঘাট এবং শহরের পশ্চিমতীর। একটা চ্যাপেল অতিক্রম করে গেলো তারা, সেটার ঘড়িতে সকাল ৮টা বাজে। ঢং ঢং করে ঘণ্টার শব্দও শোনা গেলো।

সিয়েনাকে শক্ত করে ধরে রাখলেও ল্যাংডনের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে দান্তের *ইনফার্নো*...আর সাদা-চুলের অপরূপ সুন্দর সেই মহিলা, যাকে একটু আগে দেখেছে একটা ভ্যানের পেছনের সিটে দু'জন বিশালাকৃতির সৈনিকের মাঝখানে বসে থাকতে।

মহিলা যে-ই হোক নে কেন, ভাবলো ল্যাংডন, *তারা তাকে পেয়ে গেছে।*

"ভ্যানের ঐ মহিলা," ট্রিকির কানফাটা শব্দের মধ্যেই বললো সিয়েনা। "তুমি নিশ্চিত, তাকেই দিবাস্বপ্নে দেখেছো?"

"একদম নিশ্চিত।"

"তাহলে বিগত দু'দিনে তার সাথে তোমার অবশ্যই দেখা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো তুমি কেন তাকে বার বার হেলুসিনেশানে দেখছো...আর সে-ই বা কেন তোমাকে বার বার বলে যাচ্ছে খুঁজলেই পাবে।"

একমত হলো ল্যাংডন। "আমি জানি না...তার সাথে দেখা হয়েছে কিনা সে-কথা তো আমার মনে পড়ছে না। তবে যখনই তার মুখটা দেখি তখনই ভেতর থেকে একটা তাড়া অনুভব করি, ঐ মহিলাকে আমার সাহায্য করা উচিত।"

ভেরি সরি। ভেরি সরি।

হঠাৎ করেই ল্যাংডনের মনে হলো তার এই অদ্ভুত ক্ষমা প্রার্থনাটি সাদা-চুলের মহিলার সাথে সম্পর্কিত কিনা। *আমি কি তাকে হতাশ করেছি?* ভাবনাটা তার মধ্যে অপরাধ বোধের জন্ম দিলো।

ল্যাংডনের কাছে মনে হচ্ছে যেনো তার ভাণ্ডার থেকে শক্তিশালী একটি অস্ত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে। *আমার কোনো স্মৃতি নেই।* শৈশব থেকেই তার প্রখর

স্মৃতিশক্তি আর এটাই তার সবচাইতে বড় বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ যার উপর অনেক বেশি নির্ভর করে সে। যে লোক তার চারপাশের সব কিছু একবার দেখামাত্রই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্ত ডিটেইল মনে রাখতে অভ্যস্ত তার জন্য স্মৃতিহীন অবস্থা মানে রাডার ছাড়া অন্ধকারে কোনো প্লেন ল্যান্ড করার মতোই।

"মনে হচ্ছে জবাব খুঁজে পেতে হলে একটা সুযোগই আছে তোমার, আর তা হলো *লা মাপ্পা*'র মর্মোদ্ধার করা," বললো সিয়েনা। "এটার মধ্যে যে সিক্রেটই থেকে থাকুক কেন...এরজন্যেই তোমার পিছু নিয়েছে ওরা।"

সায় দিলো ল্যাংডন। *catrovacer* শব্দটা নিয়ে ভাবলো সে। এটা লেখা ছিলো দান্তের *ইনফার্নো*তে দোমড়ানো মোচড়ানো মানবদেহের পাশেই।

হঠাৎ করেই ল্যাংডনের মাথায় একটি চিন্তার উদয় হলো।

জ্ঞান ফিরে দেখি আমি ফ্লোরেন্সে...

ফ্লোরেন্সের চেয়ে এ বিশ্বের আর কোনো শহর দান্তের সাথে বেশি সম্পর্কিত নয়। দান্তে অলিঘিয়েরির জন্ম ফ্লোরেন্সে, বেড়ে উঠেছেন ফ্লোরেন্সে, কিংবদন্তী মতে এই শহরেই বিয়াত্রিচের প্রেমে পড়েছিলেন তিনি, তারপর ফ্লোরেন্স ছেড়ে নির্বাসনে চলে যেতে বাধ্য করা হয়েছিলো তাকে। ঐ সময়টাতে নিজের প্রিয় জন্মস্থান ছেড়ে ভগ্ন হৃদয় নিয়ে ইটালির বিভিন্ন গ্রামীণ জনপদে ঘুরে বেড়াতেন কবি।

প্রাণাধিক ভালোবাসার সবকিছু ছেড়ে যেতে হয়, দান্তে লিখেছিলেন।

পারাদিসো'র সতোরোতম ক্যান্টোর এসব পংক্তি স্মরণ করতে করতে বহু দূরে আরনো নদীর তীরে পুরনো ফ্লোরেন্সের দিকে তার চোখ গেলো।

পুরনো শহরটার লে-আউট কল্পনা করলো ল্যাংডন–পর্যটকদের একটি গোলকধাঁধা, জনসংখ্যার আধিক্য এবং গাড়িঘোড়া ছুটে চলেছে বিখ্যাত সব ক্যাথেড্রাল, জাদুঘর, চ্যাপেল আর হাটবাজারের মধ্য দিয়ে। তার ধারণা সিয়েনা আর সে যদি ট্রিকিটা পরিত্যাগ করে তাহলে জনসমুদ্রে হারিয়ে যাবে।

"আমাদেরকে পুরনো শহরে যেতে হবে," ল্যাংডন বললো। "কোনো জবাব যদি থাকে তো সেখানেই পাওয়া যাবে। পুরনো ফ্লোরেন্স ছিলো দান্তের সমগ্র জীবন।"

কথাটার সাথে সায় দিয়ে পেছনে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকালো সিয়েনা। "এটা নিরাপদও হবে–লুকিয়ে থাকার জন্য প্রচুর জায়গা আছে সেখানে। পোর্তা রোমার দিকে যাই তাহলে। ওখান থেকে নদীটাও পার হওয়া যাবে।"

নদী, ভীতির সাথেই ল্যাংডন ভাবলো। দান্তের বিখ্যাত নরক ভ্রমণটিও শুরু হয়েছিলো নদী পার হয়েই।

সিয়েনা গতি বাড়িয়ে দিলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো ল্যাংডনের। মনের পর্দায়

*ইনফার্নো*র ছবিগুলো ভাসতে লাগলো। মৃত আর মৃত্যুপথযাত্রী, দশটি গর্তের ম্যালোবোজেস, প্লেগ ডাক্তার আর অদ্ভুত এক দুনিয়া–CATROVACER। *লা মাপ্পা*'র নীচে এই কথাটা লেখা ছিলো–*মৃতের চোখেই কেবলমাত্র সত্য দেখতে পাবে*–এটা দান্তের উক্তি কিনা ভাবলো সে।

আমি এটা চিনতে পারছি না।

দান্তের সৃষ্টিকর্ম ল্যাংডনের প্রায় মুখস্ত, একজন শিল্প-ইতিহাসের স্বনামখ্যাত প্রফেসর হিসেবে তার বিশেষত্ব হলো আইকনোগ্রাফি আর সিম্বলজি, তাই মাঝেমধ্যেই তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয় দান্তের ল্যান্ডস্কেপে যে অসংখ্য সিম্বল রয়েছে সেগুলোর ব্যাখ্যা দেবার জন্য। কাকতালীয়ভাবে, কিংবা বলা যায় কাকতালীয়ভাবে নয়, দু'বছর আগে সে দান্তের *ইনফার্নো*'র উপর একটি লেকচার দিয়েছিলো।

'স্বর্গীয় দান্তে : নরকের সিম্বলসমূহ।'

দান্তে অলিঘিয়েরি ইতিহাসের একটি সত্যিকারের আইকন হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে দান্তে সোসাইটিগুলো। সবচেয়ে পুরনো সোসাইটিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো ১৮৮১ সালে আমেরিকার ম্যাসাচুসেটসের ক্যামব্রিজে, এটি প্রতিষ্ঠাতা করেন হেনরি ওয়ার্ডসওর্থ লংফেলো। নিউ ইংল্যান্ডের এই কবি প্রথম আমেরিকান হিসেবে *দ্য ডিভাইন কমেডি* অনুবাদ করেন, তার এই অনুবাদকর্মটি সবচেয়ে বেশি পঠিত এবং আলোচিত।

দান্তের সৃষ্টিকর্মের একজন উল্লেখযোগ্য ছাত্র হিসেবে ল্যাংডনকে এ বিশ্বের সবচাইতে পুরনো দান্তে সোসাইটি–সোসিয়েতা দান্তে অলিঘিয়েরি ভিয়েনা–তাদের গুরুত্বপূর্ণ এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলো। অনুষ্ঠানটি হয়েছিলো ভিয়েনিজ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স-এ। এই অনুষ্ঠানের স্পন্সর–এক ধনী বিজ্ঞানী এবং দান্তে সোসাইটির সদস্য–অ্যাকাডেমির লেকচার হলের দু'হাজার সিট বুকিং করে ফেলেছিলো।

ল্যাংডন সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলে কনফারেন্সের ডিরেক্টর তাকে সম্ভাষণ জানান। লবি দিয়ে হেটে যাবার সময় সে লক্ষ্য করে বিশাল অক্ষরে পেছনের দেয়ালে লেখা আছে : ঈশ্বর যদি ভুল করে থাকেন তাহলে কি হবে?

"এটি একটি লুকাস ট্রবার্গের কাজ," ফিসফিসিয়ে বলেছিলেন ডিরেক্টর। "আমাদের নতুন আর্ট ইন্সটলেশন। আপনি কি মনে করেন?"

বিশাল অক্ষগুলোর দিকে তাকিয়ে ল্যাংডন বুঝতে পারে নি কি বলবে। "উমম...তার তুলির আঁচড় খুবই দারুণ, কিন্তু তার নিজস্ব মতামতটি খুবই বিক্ষিপ্ত।"

ডিরেক্টর কিছু বুঝতে না পেরে তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়েছিলেন

কিছুক্ষণ। ল্যাংডন কেবল আশা করেছিলো তার বক্তৃতার শ্রোতারা যেনো এই লোকের মতো না হয়। তারা যেনো আরেকটু ভালোমতো তার কথা বুঝতে পারে।

"মাইন ডামেন উন্ড হেরেন," ল্যাংডন তার বক্তৃতা শুরু করেছিলো এভাবে। লাউডস্পিকারে তার কণ্ঠটা বেশ গমগম করছিলো। *"উইলকোমেন, বিয়েনভেনু, ওয়েলকাম।"*

ক্যাবারে'র বিখ্যাত একটি লাইন শ্রোতাদের মধ্যে তুমুল করতালি আর হাসির খোরাক হয়েছিলো।

আমি জানতে পেরেছি, আজকের এই শ্রোতাদের মধ্যে কেবলমাত্র দান্তে সোসাইটির সদস্যগণই নেই, সেইসাথে আছে অনেক বিজ্ঞানী আর ছাত্রছাত্রি, যারা এই প্রথমবারের মতো দান্তের সাথে পরিচিত হবে হয়তো। তাই ঐসব শ্রোতা, যারা পড়াশোনা নিয়ে এতোটাই ব্যস্ত ছিলো যে মধ্যযুগের ইতালিয়ান মহাকাব্য পড়ার ফুরসৎ পায় নি, আমি ভেবে দেখলাম তাদের জন্য এক নজরে দান্তের উপর কিছুটা আলোকপাত করাটাই ভালো হবে–বিশেষ করে তার জীবন, কর্ম, এবং কেন তাকে ইতিহাসের একটি প্রভাবশালী চরিত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয় সেটা ব্যাখ্যা করবো।"

এবার আরো বেশি হাততালি।

ছোট্ট রিমোটটা ব্যবহার করে দান্তের কতোগুলো ছবি পর্দায় হাজির করলো ল্যাংডন। প্রথমটি আন্দ্রে দেল কাস্তানোর ফুল-লেন্থের পোর্ট্রেট, এখানে কবি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, তার হাতে দর্শনের একটি বই।

"দান্তে অলিঘিয়েরি," শুরু করলো ল্যাংডন। "এই ফ্লোরেন্টাইন কবি-দার্শনিক ১২৬৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন, আর মৃত্যুবরণ করেন ১৩২১ সালে। এই ছবিতে তাকে দেখা যাচ্ছে মাথায় লাল রঙের কাপুচ্চিও পরতে–এক ধরণের টুপি, কানের দু'পাশে হুডসহ–সেইসাথে লাল আর হালকা কমলা রঙের লুক্কা আলখেল্লা। এই পোশাকের দান্তেকেই আমরা ছবিতে বেশি দেখে থাকি।"

[বাতিঘর প্রকাশনীর অনুবাদ সংস্করণে দেয়া হলো, অনুবাদক মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন]

এবার বত্তিচেল্লির আঁকা দান্তের আরেকটি ছবি পর্দায় ভেসে উঠলো। ভারি চোয়াল আর বাঁকানো নাক। এটাই দান্তের সবচেয়ে বিখ্যাত পোট্রেট। "এখানেও দান্তেকে লাল কাপুচ্চিও'তে দেখা যাচ্ছে। তবে বত্তিচেল্লি তার টুপিতে লরেল ফুলের পাপড়ি যোগ করেছেন অভিজ্ঞতার প্রতীকি অর্থে—এই সিম্বলটি ধার করা হয়েছে প্রাচীন গ্রিস থেকে। এমনকি আজেকের দিনেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এটা ব্যবহার করা হয়, বিশেষ করে পোয়েট লরিয়েট আর নোবেল লরিয়েটেদের অনুষ্ঠানে।"

আরো বেশ কয়েকটি ছবি পর পর দেখিয়ে গেলো ল্যাংডন। "এতোক্ষণ বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা দান্তের ছবি দেখলেন, এবার দেখুন পিয়াজ্জা দি সান্তা ক্রুশ-এ অবস্থিত তার মূর্তি...এবং গিওত্তোর আঁকা বারগেল্লোর চ্যাপেলের বিখ্যাত ফ্রেসকোটি।"

গিওত্তোর ফ্রেসকো পর্দায় ভেসে উঠলে ল্যাংডন মঞ্চের মাঝখানে চলে এলো।

"সন্দেহ নেই, আপনারা সবাই জানেন দান্তে তার সাহিত্যিক মাস্টারপিস *দ্য ডিভাইন কমেডি*'র জন্যেই সুপরিচিত—যেখানে কবি স্বয়ং পারগেটরির মধ্য দিয়ে নরকে ভ্রমণ করেন, অবশেষে স্বর্গে প্রবেশ করে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাত করেন তিনি। আধুনিককালে আমরা 'কমেডি' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার করি তার সাথে দান্তের কমেডি'র কোনো মিলই নেই। এখানে কমেডি ব্যবহৃত হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি কারণে। চৌদ্দ শতকে ইতালিয়ান সাহিত্য দু'ধরণের ছিলো : ট্র্যাজেডি প্রতিনিধিত্ব করতো উচ্চমার্গীয় সাহিত্যকে, আর লেখা হতো ফর্মাল ইতালিয়ান ভাষায়; পক্ষান্তরে কমেডি প্রতিনিধিত্ব করতো নিম্নমানের সাহিত্যকে, এগুলো লেখা হতো দৈনন্দিন জীবনে ইতালিয়রা যে ভাষায় কথা বলে সেই কথ্য ভাষায়। এই সাহিত্য মূলতঃ জনসাধারণের জন্যেই লেখা হতো।"

প্রজেক্টরের স্লাইড এবার মিচেলিনোর আইকনিক ফ্রেসকোটি ফুটিয়ে তুললো পর্দায়। এখানে দান্তেকে দেখা যাচ্ছে ফ্লোরেন্স শহরের প্রাচীরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, তার হাতে *ডিভাইন কমেডি*। ব্যাকগ্রাউন্ডে পারগেটরির পর্বত দাঁড়িয়ে আছে নরকের দরজার উপরে মাথা উঁচু করে। এই পেইন্টিংটি এখন রাখা আছে ফ্লোরেন্সের সান্তা মারিয়া দেল ফিওরি'র ক্যাথেড্রালে—সবাই যেটাকে *ইল দুমো* নামে চেনে।

"বইয়ের নাম দেখে আপনারা নিশ্চয় আন্দাজ করতে পারছেন," ল্যাংডন বলতে লাগলো, *দ্য ডিভাইন কমেডি* লেখা হয়েছে কথ্য ভাষা অর্থাৎ জনমানুষের ভাষায়। ফলে এই সাহিত্যকর্মটি ধর্মীয়, ইতিহাস, রাজনীতি, দর্শন আর

সামাজিক বিবরণ হিসেবে জনসাধারণের কাছে প্রতিভাত হয়েছে ফিকশনের আকারে। এই সৃজনশীল কাজটি ইতালিয়ান সংস্কৃতির এমন একটি স্তম্ভ হয়ে উঠেছিলো যে দান্তের লেখার স্টাইলটি আধুনিক ইতালিয় ভাষার ভিত্তি রচনা করে দেয়।"

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলো ল্যাংডন, "বন্ধুরা, দান্তের সৃষ্টিকর্মের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করাটা প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার। ধর্মীয়পুস্তক ছাড়া মানবেতিহাসে আর কোনো বই শিল্পকলা, সঙ্গিত কিংবা সাহিত্যের উপর এতো বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।"

দান্তের প্রভাবে সৃষ্টি করা বিভিন্ন সুরকার, শিল্পী আর লেখকদের কাজের বর্ণনা দিয়ে ল্যাংডন শ্রোতাদের দিকে তাকালো। "এবার বলুন, এখানে কি কোনো লেখক উপস্থিত আছেন?"

প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শ্রোতা হাত তুলে ফেললো। হতভম্ব হয়ে গেলো ল্যাংডন। *ওয়াও, হয় আজকের অনুষ্ঠানের শ্রোতারা এ বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান শ্রোতা নয়তো ই-পাবলিশিং সত্যি সত্যি দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে।*

"তো, আপনারা যারা লেখক আছেন তারা অবশ্যই জানেন কোনো লেখককে প্রশংসা করতে হলে *ব্লার্ব*-এর চেয়ে কার্যকরী আর কিছু হতে পারে না। এখানে যারা লেখক নন, তাদের জন্যে বলছি, বই-পুস্তকে বিখ্যাত আর পণ্ডিত ব্যক্তিদের যেসব প্রশংসাসূচক মন্তব্য থাকে সেটাকেই ব্লার্ব বলে। এর ফলে লেখকের কাজের যেমন প্রশংসা করা হয় তেমনি বইয়ের কাটতি বাড়াতেও বেশ সাহায্য করে। সেই মধ্যযুগেও ব্লার্ব প্রচলিত ছিলো। আর আমাদের দান্তের ভাগ্যে বেশ ভালোই প্রশংসা জুটেছিলো বলা চলে।"

স্লাইড বদলে দিলো ল্যাংডন। "আপনাদের বইয়ের কভারে এরকম কিছু পেলে কেমন লাগতো?"

তার চেয়ে বেশি মহানব্যক্তি এই বিশ্বে খুব একটা আসে নি।
–মাইকেলাঞ্জেলো

শ্রোতাদের মধ্যে ফিসফাস শুরু হয়ে গেলো।

"হ্যা," জোর দিয়ে বললো ল্যাংডন। "আপনারা সিস্টিন চ্যাপেলের ফ্রেসকো আর *ডেভিড*-এর স্রষ্টা হিসেবে যে মাইকেলাঞ্জেলোর কথা জানেন ইনি সেই ব্যক্তি। জগদ্বিখ্যাত পেইন্টার এবং ভাস্কর। অনেকেই জানেন না, একজন বড় মাপের কবিও ছিলেন তিনি। তার প্রায় তিনশ'র মতো কবিতা প্রকাশিত

হয়েছে–এরমধ্যে একটি কবিতার নাম 'দান্তে,' যার নরক দর্শনের সুনিপুন বিবরণ মাইকেলাঞ্জেলোকে *লাস্ট জাজমেন্ট* আঁকতে অনুপ্রাণিত করেছিলো। আমার কথা বিশ্বাস না হলে দান্তের *ইনফার্নো*র তৃতীয় ক্যান্টো পড়ুন আর সিস্টিন চ্যাপেলে গিয়ে দেখুন, বেদীর উপরে ঠিক সেরকমই একটি ছবি দেখতে পাবেন।"

আবারো স্লাইড বদলে দিলো ল্যাংডন। পর্দায় ভেসে উঠলো পেশীবহুল জন্তুসদৃশ্য এক মানুষ, বিশাল আকারের বৈঠা হাতে উদ্যত, লোকজনকে ভয় দেখাচ্ছে। "এ হলো দান্তের ভয়ঙ্করদর্শন ফেরিম্যান কেহ্রুন। বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়া ভীতসন্ত্রস্ত যাত্রিদেরকে বৈঠা হাতে মারতে উদ্যত।"

নতুন একটি স্লাইড ভেসে উঠলো এবার–মাইকেলাঞ্জেলোর *লাস্ট জাজমেন্ট*-এর ডিটেইল–এক লোককে ক্রুশবিদ্ধ করা হচ্ছে। "এ হলো হামান দ্য আগাগাইট, বাইবেলে তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারার কথা বলা হলেও দান্তের কবিতায় তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছে। এখন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, সিস্টিন চ্যাপেলে মাইকেলাঞ্জেলো দান্তের বর্ণনাই বেছে নিয়েছেন, বাইবেলের বর্ণনা নয়।" হেসে ফেললো ল্যাংডন তারপর নীচুস্বরে বলে উঠলো, "পোপকে আবার এটা বলবেন না।"

সবাই হেসে উঠলো একসঙ্গে।

"দান্তের *ইনফার্নো* যন্ত্রণা আর দুর্দশার এমন এক জগতের ছবি চিত্রিত করেছে যা এর আগে কোনো মানুষ কল্পনাও করতে পারে নি, আর তার সাহিত্য নির্ধারণ করে দিয়েছে আমাদের আধুনিককালের নরকের দৃশ্যগত ধারণা।" আবারো থামলো ল্যাংডন। "বিশ্বাস করুন, অন্য সবার চেয়ে ক্যাথলিক চার্চেরই বেশি উচিত দান্তেকে ধন্যবাদ দেয়া। কারণ তার *ইনফার্নো* প্রকাশিত হবার পর পর ভীতসন্ত্রস্ত ধার্মিকের দল চার্চে উপস্থিত হতে শুরু করে। এ সংখ্যা রাতারাতি বেড়ে দাঁড়ায় তিনগুনে। শত শত বছর ধরেই এটা অব্যাহত রয়েছে।"

স্লাইডটা বদলে দিলো ল্যাংডন। "আজ আমরাও একই কারণে এখানে জড়ো হয়েছি।"

পর্দায় একটা লেখা ফুটে উঠলো : স্বর্গীয় দান্তেঃ নরকের সিম্বলসমূহ।

"দান্তের *ইনফার্নো* এমন একটি ল্যান্ডস্কেপ যা সিম্বলিজম আর আইকনোগ্রাফিতে বেশ সমৃদ্ধ। আমি প্রায়শই পুরো একটি সেমিস্টার এই বিষয়টা নিয়ে একটি কোর্স করিয়ে থাকি। আজরাতে আমার মনে হয় দান্তের *ইনফার্নো*'র সিম্বলগুলো উন্মোচন করলেই এই মহান কবির পাশাপাশি আমরা হাটতে পারবো...নরকের দরজা পর্যন্ত।"

মঞ্চের সামনে চলে এলো ল্যাংডন, ভালো করে দেখলো শ্রোতাদেরকে।

"আমরা যদি ভালোমতো নরক পরিদর্শন করতে চাই তাহলে আমাদের কাছে একটি ম্যাপ থাকলে ভালো হয়। এক্ষেত্রে সান্দ্রো বত্তিচেল্লির আঁকা ম্যাপের চেয়ে অন্য কোনো কিছু দান্তের নরককে এতো নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে নি।"

রিমোট টিপে পর্দায় বত্তিচেল্লির *মাপ্পা দেল ইনফার্নো* প্রজেক্ট করলো সে শ্রোতাদের সামনে। ফানেল সদৃশ্য ভূগর্ভস্থ নরকের দৃশ্য দেখে উপস্থিত অনেকেই মৃদু আর্তনাদ করে উঠলো।

"বত্তিচেল্লি অন্যসব শিল্পীদের মতো নিজের মনের মাধুরি মিশিয়ে আঁকেন নি, তিনি দান্তের লেখার প্রতি পুরোপুরি বিশ্বস্ত ছিলেন। সত্যি বলতে কি তিনি দান্তের লেখা পড়তে গিয়ে এতোটা সময়ই ব্যয় করেন যে, মহান ইতিহাসবিদ গিওর্গিও ভাসারি বলেছেন দান্তের লেখার প্রতি বত্তিচেল্লি এতোটাই মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন যে 'তার যাপিত জীবন মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়ে পড়েছিলো।' দান্তের লেখার উপর ভিত্তি করে দুই ডজনেরও বেশি ছবি এঁকেছিলেন বত্তিচেল্লি কিন্তু তার নরকের ম্যাপই হলো সবচেয়ে বেশি বিখ্যাত।"

পেইন্টিংয়ের উপরের বামদিকটা দেখালো ল্যাংডন। "আমাদের ভ্রমণ শুরু হবে ঠিক এখান থেকে, মাটির উপরে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন দান্তে লাল রঙের জামা পরে আছেন, তার সঙ্গে আছে তার পথপ্রদর্শক-গাইড ভার্জিল, নরকের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। এখান থেকে তিনি নীচের দিকে ভ্রমণ করতে শুরু করবেন, *ইনফার্নো*র নয়টি চক্র পেরিয়ে অবশেষে মুখোমুখি হবেন..."

দ্রুত নতুন আরেকটি স্লাইড প্রক্ষেপ করলো ল্যাংডন–বত্তিচেল্লির ছবিতে আঁকা শয়তানের বিশাল একটি ছবি–ভয়ঙ্কর, তিন-মাথাবিশিষ্ট লুসিফার তার তিনটি মুখ দিয়ে তিন তিনজন মানব-সন্তানকে খেয়ে ফেলছে।

আবারো শ্রোতা-দর্শকেরা আৎকে উঠলো।

"এই ভয়ঙ্কর চরিত্রটির মধ্য দিয়ে আজকের রাতের ভ্রমণ শেষ হবে। এটা নরকের নবম চক্র, যেখানে শয়তান নিজে বসবাস করে। অবশ্য..." হঠাৎ করে থেমে গেলো ল্যাংডন। "এখানে যাওয়াটা পুরোপুরি মজার কিছু না, সুতরাং আমরা একটু পেছনে ফিরে যাই...নরকের দরজায়...যেখান থেকে আমাদের ভ্রমণ শুরু করেছি।"

পরের স্লাইডে চলে গেলো ল্যাংডন–গুস্তাভ দোরি'র একটি লিথোগ্রাফ, যেখানে দেখানো হয়েছে মুখসদৃশ্য একটি পর্বতের অন্ধকারাচ্ছন্ন সুড়ঙ্গপথ। প্রবেশপথের উপরে লেখা আছে : এখানে যে প্রবেশ করবে তার সমস্ত আশা তিরোহিত হবে।

"তাহলে..." হাসি দিয়ে বললো ল্যাংডন। "আমরা প্রবেশ করতে পারি?"

দূরে কোথাও টায়ারের সাথে পিচের ঘর্ষন শোনা যেতেই ল্যাংডনের সামনে থাকা শত শত শ্রোতা বাষ্পের মতো উবে গেলো। তার মনে হলো সে হুমরি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। ভিয়ালে ম্যাকিয়াভেলির মাঝপথে ট্রিকিটা আচমকা থেমে গেলে সিয়েনার পিঠের উপর ধাক্কা খেলো সে।

এখনও ল্যাংডনের ঘোর কাটে নি। সে ভেবে যাচ্ছে তার চোখের সামনে আছে নরকের দরজা। ধাতস্থ হতেই দেখতে পেলো এখন কোথায় আছে।

"কি হয়েছে?" জানতে চাইলো সে।

তিনশ' গজ সামনে পোর্তা রোমানার আঙুল তুলে দেখালো সিয়েনা—পুরনো ফ্লোরেন্সে ঢোকার পাথরের প্রাচীন প্রবেশপথ। "রবার্ট, আমাদের একটা সমস্যা হয়ে গেছে।"

অধ্যায় ১৯

এজেন্ট ব্রুডার নিম্নমানের অ্যাপার্টমেন্টের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করলো সে কী দেখছে। *এখানে কোন্ শালায় থাকতো?* ঘরের সাজসজ্জা বিক্ষিপ্ত আর বিশৃঙ্খল, অনেকটা কলেজের হোস্টেলের মতো।

"এজেন্ট ব্রুডার?" হল থেকে তার এক লোক ডাকলো তাকে। "আপনি এটা দেখে যান।"

হলের দিকে যেতে যেতে ব্রুডার ভাবলো স্থানীয় পুলিশ এরইমধ্যে ল্যাংডনকে গ্রেফতার করতে পেরেছে কিনা। ব্রুডার এই সমস্যাটি নিজেই সমাধান করতে বেশি পছন্দ করতো কিন্তু ল্যাংডনের পলায়ন সব কিছু গুবলেট করে দিয়েছে। আর কোনো উপায় না দেখে স্থানীয় পুলিশের সাহায্য নিতেই হয়েছে, পথেঘাটে বসাতে হয়েছে রোডব্লক। একটি হাল্কা মোটরবাইক খুব সহজেই দ্রুত গতিতে অলিগলি দিয়ে ছুটে যেতে পারে, আর সেটাই হয়েছে। তার ভ্যানটাকে ফাঁকি দিয়ে ওটা সটকে পড়েছে ফ্লোরেন্সের কোথাও। ইটালিয়ান পুলিশের একটা দুর্নাম আছে, তারা বাইরের কারো সাথে খুব একটা সহযোগীতা করে না, কিন্তু ব্রুডারের সংগঠনটি বেশ প্রভাবশালী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের সুসম্পর্ক রয়েছে –পুলিশ, কনসুলেট, অ্যাম্বাসি। *আমরা কোনো আব্দার করলে কারোর সাহস নেই সেটা নিয়ে প্রশ্ন তোলার।*

ছোট্ট একটি অফিসে ঢুকলো ব্রুডার, তার এক লোক চালু থাকা একটি ল্যাপটপের সামনে ল্যাটেক্স গ্লোভস পরে দাঁড়িয়ে আছে। "এই মেশিনটা সে ব্যবহার করেছে," লোকটা বললো। "ল্যাংডন এটা দিয়ে তার ই-মেইলে ঢুকেছিলো। কিছু সার্চও করেছে। ফাইলগুলো এখনও ক্যাচ্ড-এ আছে।"

ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেলো ব্রুডার।

"এটা দেখে তো মনে হয় না ল্যাংডনের কম্পিউটার," টেকনিশিয়ান বললো। "এটা এস.সি আদ্যক্ষরের একজনের নামে রেজিস্টার করা–কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি পুরো নামটি পেয়ে যাবো।"

ব্রুডারের চোখ গেলো ডেস্কের এক কোণে স্তূপ করে রাখা কাগজের উপর। কিছু কাগজ নেড়েচেড়ে দেখতেই তার চোখ গেলো লন্ডন গ্লোব থিয়েটারের বহু পুরনো একটি প্লেবিল আর পত্রিকার আর্টিকেলের ক্লিপিংয়ের দিকে। ব্রুডার যতোই পড়লো ততোই তার চোখ দুটো বড় হতে শুরু করলো।

ডকুমেন্টগুলো হাতে নিয়ে হলে চলে এসে নিজের বসকে ফোন করলো সে।

"ক্রুডার বলছি। মনে হয় ল্যাংডনকে যে সাহায্য করেছে তার পরিচয় পেয়ে গেছি।"

"কে সে?" জানতে চাইলো তার বস।

আস্তে করে দম ছেড়ে বললো ক্রুডার, "আপনি এটা বিশ্বাস করতে চাইবেন না।"

দুই মাইল দূরে বিএমডব্লিউ বাইকে করে এলাকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে ভায়েন্থা। বিপরীত দিক থেকে পুলিশের কিছু গাড়ি তাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে সাইরেন বাজাতে বাজাতে।

আমাকে অস্বীকার করা হয়েছে, ভাবলো সে।

সাধারণত এই চার-স্ট্রোকের মোটারসাইকেলের মৃদু ভাইব্রেশন তার নার্ভটাকে শান্ত করে তোলে, তবে আজ সেটা করলো না।

বারো বছর ধরে ভায়েন্থা কনসোর্টিয়ামের হয়ে কাজ করে আসছে, গ্রাউন্ড সাপোর্ট থেকে স্ট্র্যাটেজি কো-অর্ডিনেশন, অবশেষে হাই র‍্যাঙ্কের ফিল্ড এজেন্ট। *ক্যারিয়ার ছাড়া আমার আর কিছু নেই।* ফিল্ড এজেন্টদেরকে কঠিন গোপনীয়তা রক্ষা, ভ্রমণ আর দীর্ঘ মিশনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। আর এসব করতে গিয়ে ব্যক্তিগত জীবন, সম্পর্ক বলে কিছু থাকে না।

এক বছর ধরে আমি এই মিশনটাতে রয়েছি, ভাবলো সে, এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না হুটহাট করে প্রভোস্ট তাকে মিশন থেকে তুলে নিয়েছে, পরিত্যাগ করেছে।

বারো মাস ধরে ভায়েন্থা কনসোর্টিয়ামের এই ক্লায়েন্টর জন্য সাপোর্ট সার্ভিস তদারকি করেছে–রহস্যময় সবুজ চোখের জিনিয়াস এক লোক, সে কেবল চেয়েছিলো কিছুদিনের জন্য 'উধাও' হয়ে থাকতে, যাতে করে নিজের শত্রু আর প্রতিপক্ষের অগোচরে থেকে নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারে। খুব কমই ভ্রমণ করতো লোকটি, আর সেটা করলেও প্রায় অদৃশ্যভাবে করতো, বেশিরভাগ সময় কাজেই ডুবে থাকতো সে। এই লোক কি ধরণের কাজ করতো সেটা ভায়েন্থার জানা নেই, জানার দরকারও ছিলো না, কারণ তাদের সাথে লোকটার চুক্তি ছিলো খুব সহজ-সরল–তাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ানো প্রভাবশালী শত্রুদের নাগাল থেকে দূরে রাখতে হবে, নিরাপদে রাখতে হবে।

পুরোপুরি পেশাদারিত্বের সাথে ভায়েন্থা কাজ করে গেছে, আর সব কিছুই ঠিকঠাকভাবে চলছিলো।

সেটা অবশ্য গত রাতের আগপর্যন্ত।

ভায়েন্থার মানসিক অবস্থা আর তার ক্যারিয়ার বিরাট সঙ্কটের মধ্যে পড়ে গেছে এখন। *আমি এখন বহিরাগত।*

অস্বীকৃত প্রটোকল মানে এজেন্টকে সঙ্গে সঙ্গে কাল বিলম্ব না করে সমস্ত মিশন থেকে প্রত্যাহার করে নেয়া হবে, এবং সেইসাথে 'এলাকা' থেকে দ্রুত চলে যেতে হবে। এজেন্ট যদি ধরা পড়ে যায় তাহলে কনসোর্টিয়াম তাকে অস্বীকার করবে। এজেন্টের সমস্ত জ্ঞান, তথ্য অস্বীকার করবে। এজেন্টরা ভালো করেই জানে এই সংগঠনটি কিভাবে নিজের প্রয়োজনে বাস্তবতাকে কুক্ষিগত করতে পারে।

এরকম অস্বীকৃত হওয়া মাত্র দু'জন এজেন্টকে চেনে ভায়েন্থা। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, তাদেরকে আর কখনও সে দেখে নি। ধরে নিয়েছিলো, কনসোর্টিয়াম তাদেরকে ডেকে জবাবদিহি করার পর বরখাস্ত করেছে এবং বলে দিয়েছে আর কখনও এই সংগঠনের কারো সাথে তারা যেনো যোগাযোগ না করে।

এখন অবশ্য এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছে না ভায়েন্থা।

তুমি একটু বেশি ভাবছো, নিজেকে বলার চেষ্টা করলো সে। *ঠাণ্ডা মাথার খুনিদের চেয়ে কনসোর্টিয়ামের পদ্ধতিগুলো অনেক বেশি অভিজাত আর সূক্ষ্ম।*

তারপরও ভয়ের একটি শিহরণ বয়ে গেলো তার মধ্যে।

হোটেলের ছাদ থেকে নীচের রাস্তায় ব্রুডারের টিমটাকে দেখার পরই তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছিলো সে যেনো পালিয়ে যায়। ভাবলো, তার এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে বাঁচাতে পেরেছে কিনা।

এখন কেউ জানে না আমি কোথায় আছি।

ভিয়ালে দেল পোজ্জিও ইম্পারিয়ালের দিকে ছুটে যাবার সময় ভায়েন্থা বুঝতে পারলো, বিগত কয়েক ঘণ্টায় কিভাবে তার জীবনটা পাল্টে গেছে। গতরাতে সে উদ্বিগ্ন ছিলো তার উপর অর্পিত কাজটা রক্ষা করার জন্য। আর এখন সে উদ্বিগ্ন নিজের জীবন বাঁচাতে।

অধ্যায় ২০

এক সময় ফ্লোরেন্স ছিলো প্রাচীরঘেরা একটি শহর, এর প্রধান প্রবেশদ্বার ছিলো পাথরে তৈরি পোর্তা রোমানা, ১৩২৬ সালে এটি নির্মাণ করা হয়। যেখানে বেশিরভাগ শহরের সীমানাপ্রাচীর শত শত বছর আগেই ধ্বংস হয়ে গেছে সেখানে পোর্তা রোমানা এখনও টিকে আছে সগৌরবে। আজকের দিনেও এ শহরে যানবাহন প্রবেশ করে বিশাল দূর্গের খিলানযুক্ত টানেলের মধ্য দিয়ে।

প্রবেশপথটি পঞ্চাশ ফুট উঁচু, প্রাচীন ইট আর পাথরে তৈরি। এখনও এর বোল্টযুক্ত বিশাল কাঠের দরজাটি টিকে আছে। তবে সেগুলো সব সময় খোলাই থাকে। দরজার সামনে এসে মিলিত হয়েছে ছয়টি আলাদা আলাদা সড়ক। একটা চত্বরের মাঝে এসে সড়কগুলো একত্রিত হয়েছে, চত্বরের মাঝখানে রয়েছে বিশাল একটি মূর্তি–এক নারী দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে মাথায় বড়সড় একটি বোঝা নিয়ে।

যদিও আজকাল এখানে যানবাহনের ভীড়ে যানজট লেগে থাকে কিন্তু এক সময় এ জায়গাটি ছিলো ফিয়েরা দেই কনত্রাত্তি–দ্য কন্ট্রাক্টস ফেয়ার অর্থাৎ চুক্তির মেলা–যেখানে বাবারা নিজেদের কন্যাদেরকে ক্ষণস্থায়ী বিয়ের জন্যে বিক্রি করে দিতো–অনেকটা কন্ট্রাক্ট ম্যারেজের মতো। প্রায়শই বেশি দাম পাবার আশায় তাদেরকে বাধ্য করতো উদ্দাম নৃত্য করতে।

আজ সকালে প্রবেশদ্বার থেকে কয়েক শ' গজ দূরে থাকতেই সিয়েনা তার ট্রিকিটা থামিয়ে দূরে কিছু একটার দিকে ইশারা করলো। পেছনে বসা ল্যাংডন সামনে তাকিয়ে বুঝতে পারলো মেয়েটার উদ্বিগ্ন হবার কারণ কি। তাদের সামনে দিয়ে যানবাহনের দীর্ঘ সারি চলে গেছে। সবগুলো গাড়িই থেমে আছে রাস্তার উপর। প্রবেশদ্বারের সামনে যে চত্বরটি আছে সেখানে পুলিশের ব্যারিকেড। এরইমধ্যে অনেক পুলিশ এসে জড়ো হয়েছে সেখানে, আরো গাড়ি আসছে তাদের সাথে যোগ দিতে। সশস্ত্র অফিসাররা এক এক করে সবগুলো গাড়ির কাছে গিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করছে।

এটা আমাদের জন্যে হতে পারে না, ভাবলো ল্যাংডন। *নাকি আমাদের জন্যই?*

এক ঘর্মাক্ত সাইক্লিস্ট প্যাডেল মারতে মারতে তাদের সামনে আসতেই সিয়েনা চিৎকার করে তাকে বললো, *"কস এ সাকসে্সো?"*

"এ চি লো সা!" চিন্তিত মুখে চিৎকার করেই জবাব দিলো সে। "*ক্যারাবিনিয়েরি,*" বলেই তাদের অতিক্রম করে চলে গেলো সে।

চিন্তিত ভঙ্গিতে ল্যাংডনের দিকে তাকালো সিয়েনা। "রোডব্লক। মিলিটারি পুলিশ।"

তাদের পেছনে বহু দূরে গর্জন করে উঠলো কতোগুলো সাইরেন। সেদিকে তাকালো সিয়েনা, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেলো তার মুখ।

আমরা মাঝখানে ফাঁদে পড়ে গেছি, ভাবলো ল্যাংডন। এখান থেকে বের হবার কোনো পথ আছে কিনা দেখলো-একটি সংযোগ সড়ক, পার্ক কিংবা ড্রাইভওয়ে-কিন্তু সে শুধু দেখতে পেলো তাদের বাম দিকে অসংখ্য বাসাবাড়ি আর ডান দিকে উঁচু পাথরের দেয়াল।

সাইরেনের আওয়াজ আরো বাড়তে লাগলো।

"ওখানে," তাড়া দিলো ল্যাংডন, ত্রিশ গজ দূরে জনমানুষবিহীণ একটি কন্সট্রাকশন সাইটের দিকে ইঙ্গিত করলো সে। ওখানে ভ্রাম্যমান সিমেন্ট মিক্সার আছে, যার পেছনে তারা লুকাতে পারে।

সিয়েনা আর দেরি না করে তার বাইকটা স্টার্ট করে ফুটপাতের উপর উঠে গেলো। সিমেন্ট মিক্সারের আড়ালে ট্রিকিটা পার্ক করতেই দ্রুত বুঝে গেলো এর পেছনে তারা লুকিয়ে থাকতে পারবে না। শুধু ট্রিকিটা রেখে দিলো।

"আমার সাথে আসো," বললো সিয়েনা। দৌড়ে চলে গেলো পাথরের দেয়ালের কাছে ঝোঁপঝাঁড়ের মাঝে একটি ভ্রাম্যমান টুলশেডের কাছে।

এটা তো কোনো টুলশেড নয়, বুঝতে পারলো ল্যাংডন। কাছে যেতেই নাক কুচকে ফেললো সে। এটা একটা ভ্রাম্যমান টয়লেট-*পোর্তা পোত্তি।*

কন্সট্রাকশন কাজের শ্রমিকদের ব্যবহারের জন্য যে কেমিকেল টয়লেটটা আছে তার সামনে চলে এলো সিয়েনা আর ল্যাংডন, এখান থেকে তারা শুনতে পেলো তাদের পেছনে ধেয়ে আসছে কতোগুলো পুলিশের গাড়ি। দরজার হাতল ধরে জোরে টান দিলো সিয়েনা কিন্তু সেটা খুললো না। ভারি চেইন আর লক দিয়ে দরজা লাগানো। মেয়েটার হাত ধরে তাকে টেনে টয়লেটের পেছনে নিয়ে গেলো ল্যাংডন। পাথরের দেয়াল আর টয়লেটের মাঝখানে যে সঙ্কীর্ণ জায়গাটা আছে সেখানে কোনোরকমে সেঁটে রইলো তারা। তীব্র কটূ গন্ধে দম বন্ধ হবার জোগার হলো তাদের।

ল্যাংডন মেয়েটার পেছনে লুকাতেই ক্যারাবিনিয়েরি লেখা কালো রঙের একটি সুবারু ফরেস্টার তাদের পাশ দিয়ে চলে গেলো। *ইটালিয়ান মিলিটারি পুলিশ,* ভাবলো ল্যাংডন। অবিশ্বাস্য। আরো ভাবলো, *এইসব অফিসারদেরও কি তাদেরকে দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে?*

"আমাদেরকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে কেউ মনে হয় মরিয়া হয়ে উঠেছে," সিয়েনা ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো। "আর তারা এ কাজে সফলও হয়েছে।"

"জিপিএস?" চিন্তা করে বললো ল্যাংডন। "হয়তো প্রজেক্টরটির মধ্যে এরকম কোনো ট্র্যাকিং ডিভাইস রয়েছে?"

মাথা ঝাঁকালো সিয়েনা। "বিশ্বাস করো, ওটাতে কিছু থাকলে এতোক্ষণে পুলিশ আমাদের পাকড়াও করে ফেলতো।"

নিজের বিশাল শরীরটা একটু নড়চড়া করে ঠিক করে নিলো সঙ্কীর্ণ জায়গাটায়। এবার তার চোখ গেলো পোর্তা-পোত্তির পেছনে। সেখানে চমৎকারভাবে কিছু গ্রাফিটি আঁকা আছে।

এটা কেবল ইটালিয়ানদের পক্ষেই সম্ভব।

বেশিরভাগ আমেরিকান পোর্তা-পোত্তির গায়ে আনাড়ি হাতে কার্টুন আঁকা থাকে, আর তাদের বিষয়বস্তু সাধারণত বিশাল বক্ষা আর পুরুষলিঙ্গ। কিন্তু এই গ্রাফিটিটি দেখে মনে হচ্ছে না কাঁচা হাতের কাজ। নির্ঘাত চারুকলার ছাত্ররা এঁকেছে এটা। অনেকটা তাদের স্কেচবুকে যেরকম অনুশীলন থাকে ঠিক সেরকম–মানুষের চোখ, সূক্ষ্মভাবে আঁকা হাত, সম্পূর্ন মানুষের অবয়ব এবং চমৎকার একটি ড্রাগন।

"ইটালির সব জায়গায় কিন্তু এভাবে সম্পদের বিনাশ করতে দেখা যায় না," বললো সিয়েনা, ল্যাংডনের চিন্তাটা সে ধরতে পেরেছে বলে মনে হলো। "এই দেয়ালের ওপাশেই রয়েছে ফ্লোরেন্সের আর্ট ইন্সটিটিউট।"

যেনো সিয়েনার কথাটাকে নিশ্চিত করার জন্যেই একদল ছাত্রছাত্রিকে দেখা গেলো তাদের দিকে এগিয়ে আসতে। প্রত্যেকের হাতে আর্ট পোর্টোফোলিও। তারা কথা বলছে, হাসাহাসি করছে, সিগারেট ফুকছে। সামনে পোর্তা রোমানার কাছে রোডব্লক দেখে একটু অবাকও হলো তারা।

এইসব ছাত্রছাত্রিরা যাতে তাদের দেখে না ফেলে সেজন্যে ল্যাংডন আর সিয়েনা একটু নীচু হয়ে গেলো। এই অবস্থায়ই একটা কৌতুহলোদ্দীপক চিন্তা ভর করলো হারভার্ডের প্রফেসরের মাথায়।

মাটিতে পুঁতে রাখা পাপী আর মাটি থেকে তাদের বের হয়ে থাকা পা-গুলো।

হতে পারে মানুষের মলমূত্রের প্রকট গন্ধ কিংবা একটু আগে দেখা সাইক্লিস্টের নগ্ন পা তার মধ্যে এই চিন্তাটা উস্‌কে দিতে সাহায্য করেছে হয়তো।

হঠাৎ করে সঙ্গিনীর দিকে ফিরলো সে। "সিয়েনা, আমাদের কাছে যে *লা মাপ্পা* রয়েছে তাতে উল্টো করে পুঁতে রাখা পাপীরা ছিলো নরকের দশম গর্তে, তাই না? ম্যালেবোজেসের সবচাইতে নীচের স্তরে?"

অবাক হয়ে তাকালো সিয়েনা, যেনো এরকম অবস্থায় এসব কথা বলাটা অদ্ভুতই বটে। "হ্যা, একেবারে নীচের স্তরে।"

সেকেন্ডের ভগ্নাংশের মধ্যেই ল্যাংডন চলে গেলো ভিয়েনাতে দেয়া তার লেকচারের সময়টাতে। মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছে সে, বক্তৃতা শেষ করার ঠিক আগ মুহূর্তে। একটু আগে শ্রোতাদেরকে দোরি'র এনগ্রেভিং করা ডানাবিশিষ্ট গ্রিক মিথলজির দৈত্য জিরিউন দেখিয়েছে। এই দৈত্য বাস করে নরকের সব থেকে উপরের চক্রে।

"শয়তানের সাথে সাক্ষাত হবার আগে," লাউডস্পিকারে বলেছিলো ল্যাংডন, "আমাদেরকে ম্যালেবোজেসের দশটি গর্ত পেরোতে হবে, যেখানে শঠ-প্রতারকদের কঠিন শাস্তি দেয়া হয়।"

ল্যাংডন স্লাইড শো'র মাধ্যমে ম্যালেবোজেসের এক এক করে দশটি গর্ত বিস্তারিতভাবে দেখালো উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদেরকে। "উপর থেকে নীচে ক্রমানুসারে বলছি : প্রলুব্ধকারীরা দানবের হাতে চাবুক খাচ্ছে...তোষামোদকারীরা মানববিষ্ঠার মধ্যে পতিত...ভণ্ড যাজকদেরকে উল্টো করে মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে, তাদের পা-গুলো কেবল মাটি থেকে বের হয়ে আছে...ডাইনীবিদ্যার চর্চা করেছে যারা তাদের মাথা ঘুরিয়ে পেছন দিকে করে রাখা হয়েছে...দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকদেরকে নিক্ষেপ করা হয়েছে গরম পানির কুয়ায়...ভণ্ডরা পরে আছে ভারি আর কালো রঙের আলখেল্লা...চোরদেরকে দংশন করছে সাপ...শঠ কাউন্সেলরদেরকে আগুন গিলে খাচ্ছে ...চুক্তিভঙ্গকারীদেরকে দানবেরা করাত দিয়ে দু' টুকরো করে ফেলছে...আর শেষ গর্তে মিথ্যেবাদীদেরকে এমনভাবে জীবাণু আক্রান্ত করা হয়েছে যে তাদের দেখে চেনাই যায় না।" শ্রোতাদের দিকে ফিরে তাকালো ল্যাংডন। "দান্তে মিথ্যেবাদীদের জন্যে এই দশম গর্তটি বরাদ্দ করেছেন কারণ মিথ্যেবাদীদের ক্রমাগত মিথ্যে অপবাদের কারণেই তাকে তার প্রিয় জন্মভূমি ফ্লোরেন্স ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিলো।"

"রবার্ট?" এই কণ্ঠটা সিয়েনার।

চট করে সম্বিত ফিরে পেলো ল্যাংডন।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ভুরু কুচকে চেয়ে আছে মেয়েটি। "কি হয়েছে?"

"আমাদের কাছে থাকা *লা মাপ্পা*," উত্তেজিত কণ্ঠে বললো সে। "মানে ওই ছবিটা বদলে দেয়া হয়েছে!" পকেট থেকে ক্ষুদ্র প্রজেক্টরটি বের করে ঝাঁকাতে শুরু করলো সে। ভেতরে থাকা এজিটেটর বলটি সশব্দে নড়লেও সাইরেনের কারণে সেটা চাপা পড়ে গেলো। "এই ছবিটা যারা-ই তৈরি থাকুক না কেন তারা ম্যালেবোজেসের স্তরগুলোর ক্রম বদলে দিয়েছে!"

প্রজেক্টরটির সম্মুখপ্রান্ত জ্বলে উঠলে ল্যাংডন তার সামনে থাকা দেয়ালের উপর প্রক্ষেপ করতেই *লা মাপ্পা দেল ইনফার্নো* ভেসে উঠলো, জায়গাটা অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে বেশ উজ্জ্বল দেখালো ছবিটা।

বত্তিচেল্লির ছবি টয়লেটের গায়ে, লজ্জিতভাবেই মনে মনে বলে উঠলো ল্যাংডন। এরকম খারাপ জায়গায় বত্তিচেল্লির ছবিটি কখনও প্রদর্শিত হয় নি, এ ব্যাপারে সে একদম নিশ্চিত। দশটি গর্তের দিকে মনোযোগ দিলো ল্যাংডন। তারপর উত্তেজিত হয়ে মাথা নেড়ে সায় দিতে শুরু করলো সে।

"হ্যা!" জোরেই বললো। "এটা আসল ছবি নয়! ম্যালেবোজেসের শেষ গর্তটি হবার কথা জীবাণুতে আক্রান্ত লোকজনের জায়গা, উল্টো করে মাটিতে পুঁতে রাখা পাপীদের নয়। দশম গর্তটি মিথ্যেবাদীদের জন্যে বরাদ্দ, ভণ্ড যাজকদের জন্যে নয়!"

সিয়েনা কৌতুহলী চোখে তাকালো। "কিন্তু...এ কাজ কেউ করতে যাবে কেন?"

"Catrovacer," ফিসফিসিয়ে বললো ল্যাংডন। নরকের প্রতিটি চক্রে যে অক্ষরগুলো যোগ করা হয়েছে সেগুলোর দিকে তাকালো। "আমার মনে হয় না এটা দিয়ে আসলে ঠিক এটাই বোঝানো হয়েছে।"

মাথায় আঘাতের কারণে বিগত দু'দিনের স্মৃতি হারিয়ে ফেলা সত্ত্বেও মনে হচ্ছে এখন তার স্মৃতি বেশ ভালোভাবেই কাজ করতে শুরু করেছে আবার। চোখ বন্ধ করে *লা মাপ্পা*'র দুটো ভার্সন পাশাপাশি রেখে মনের চোখে দেখার চেষ্টা করলো। বোঝার চেষ্টা করলো পার্থক্যগুলো। ল্যাংডন যেমনটি আশা করেছিলো তার চেয়ে ম্যালেবোজেসের পরিবর্তন অনেক কম করা হলেও তার কাছে মনে হলো একটা রহস্য উন্মোচন হয়ে গেছে।

আচমকা এটা ক্রিস্টালের মতো পরিস্কার হয়ে ধরা দিয়েছে।

খুঁজলেই পাবেন!

"সেটা কি?" জানতে চাইলো সিয়েনা।

ল্যাংডনেরে মুখ শুকিয়ে গেলো। "আমি জানি আমি কেন ফ্লোরেন্সে এসেছি।"

"তুমি জানো!"

"হ্যা, জানি। এও জানি আমাকে কোথায় যেতে হবে।"

সিয়েনা তার হাতটা ধরে ফেললো। "কোথায়?!"

ল্যাংডনের মনে হলো হাসপাতালে জ্ঞান ফিরে পাবার পর থেকে তার পা দুটো যেনো এই প্রথম শক্ত মাটি স্পর্শ করেছে। "এই দশটি অক্ষর," চাপাস্বরে বললো সে। "আসলে পুরনো শহরের একটি নির্দিষ্ট স্থানকে নির্দেশ করছে। ওখানেই রয়েছে সব প্রশ্নের জবাব।"

"পুরনো শহরের কোথায়?!" জানতে চাইলো সিয়েনা। "তুমি কি বের করেছো?"

পোর্তা-পোত্তির অন্যদিক থেকে হাসাহাসির শব্দ ভেসে এলো। আরেকদল ছাত্রছাত্রি তাদের কাছ দিয়ে চলে যাচ্ছে বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে বলতে। ভ্রাম্যমান টয়লেটের পেছন থেকে সতর্কভাবে উঁকি মেরে ল্যাংডন তাদেরকে দেখলো। এরপর আশেপাশে পুলিশ আছে কিনা সেটাও দেখে নিলো। "আমাদেরকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। যেতে যেতে আমি তোমাকে সব বলবো।"

"যেতে যেতে বলবে?!" মাথা ঝাঁকালো সিয়েনা। "আমরা কোনোভাবেই পোর্তা রোমানা পেরিয়ে যেতে পারবো না!"

"ত্রিশ সেকেন্ডের জন্য এখানে চুপ মেরে বসে থাকো," মেয়েটাকে বললো সে, "তারপর আমি কি করি সেটা দেখে কাজ কোরো।"

এ কথা বলে টয়লেটের পেছন থেকে বের হয়ে গেলো ল্যাংডন, পেছনে পড়ে রইলো তার নতুন বন্ধু, বিস্মিত আর একা।

অধ্যায় ২১

"স্কুজি!" একদল ছাত্রছাত্রিকে পেছন থেকে ডেকে বললো ল্যাংডন। *"স্কুসাতে!"*

সবাই তার দিকে ফিরে তাকালো। ল্যাংডন এমন ভাব করলো যেনো পথ হারিয়ে ফেলা কোনো পর্যটক সে।

"দোভেল ইসতিতুতো স্তাতালে দার্তে?" ভাঙা ভাঙা ইতালিতে বললো ল্যাংডন।

ট্যাটু আঁকা এক ছেলে সিগারেটে টান মেরে জবাব দিলো, *"নন পারলিয়ামো ইতালিয়ানো।"* তার বাচনভঙ্গি শুনে মনে হলো সে একজন ফরাসি।

মেয়েদের মধ্যে একজন ছেলেটাকে মৃদু ভর্ৎসনা করে সামনে এসে পোর্তা রোমার দিকে আঙুল তুলে দেখালো। *"পিউ আভান্তি, সেম্প্র দ্রিত্তো।"*

সোজা ঐদিকে, অনুবাদ করে নিলো ল্যাংডন। *"গ্র্যাজি।"*

এমন সময় পোর্তা-পোত্তির পেছন থেকে বেরিয়ে এলো সিয়েনা। বত্রিশ বছরের দীর্ঘাঙ্গি মেয়েটি ছাত্রছাত্রিদের কাছে চলে এলে ল্যাংডন তার কাঁধে হাত রেখে হাসিমুখে বললো, "আমার বোন সিয়েনা। সে একজন আর্টের শিক্ষক।"

ট্যাটু আঁকা ছেলেটা বিড়বিড় করে বললো, "টি-আই-এল-এফ।" সঙ্গে সঙ্গে তার ছেলেবন্ধুরা হেসে ফেললো একসাথে।

তাদেরকে আমলে নিলো না ল্যাংডন। "আমরা ফ্লোরেন্সে এসেছি বিদেশে টিচিং দেয়ার উপর একটি রিসার্চ করার জন্য। আমরা কি তোমাদের সাথে একটু হাটতে পারি?"

"মা সার্তো," হেসে বললো ইতালিয়ান মেয়েটি।

তাদের দলটি পোর্তা রোমানার দিকে এগিয়ে যেতেই সিয়েনা তাদের সাথে আলাপ জমাতে শুরু করলো আর ল্যাংডন যতোদূর সম্ভব ছাত্রছাত্রিদের ভীড়ের মাঝখানে লুকিয়ে রাখলো নিজেকে। কিছুটা নীচু হয়ে পুলিশের দৃষ্টি থেকে আড়ালে থাকার চেষ্টা করলো সে।

খোঁজো, তাহলেই তুমি পাবে, ভাবলো ল্যাংডন। একটু আগে দেখা দশম গর্তের ছবিটি তাকে বেশ উত্তেজিত করে ফেলেছে।

Catrovacer। ল্যাংডন বুঝতে পারলো এই দশটি অক্ষর এ বিশ্বের সবচাইতে রহস্যময় একটি আর্টের মূল প্রতিপাদ্য, শত শত বছরের একটি পাজল যা এখনও সমাধান করা যায় নি। ১৫৬৩ সালে ফ্লোরেন্সের প্রাচীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত বিখ্যাত পালাজ্জো ভেচ্চিও'র চল্লিশ ফুট উপরে এই দশটি অক্ষর মেসেজ

আকারে লেখা হয়। দূরবীন ছাড়া এটা চোখে পড়ে না। ১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত এটা কারো চোখে পড়ে নি। তারপর একজন জগদ্বিখ্যাত আর্ট ডায়াগনোশিয়ানের চোখে ধরা পড়ে, এরপর থেকে প্রায় কয়েক দশক ধরে তিনি এর মমার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত আছেন। অসংখ্য তত্ত্ব থাকা সত্ত্বেও এই মেসেজটির সত্যিকারের অর্থ এখনও রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে।

ল্যাংডনের কাছে কোড-সিম্বল হলো নিজের একটি ক্ষেত্র–অনেকটা এই অদ্ভুত আর উত্তাল সমুদ্র তীরে অবস্থিত বন্দরের মতোই নিরাপদ। শিল্পকলার ইতিহাস আর প্রাচীন সিক্রেট তার কাছে বায়োহ্যাজার্ড টিউব এবং গোলাগুলির চেয়ে অনেক বেশি বোধগম্য বিষয়।

সামনে পোর্তা রোমানার দিকে আরো কিছু পুলিশের গাড়ি ছুটে যাচ্ছে।

"হায় ঈশ্বর," ট্যাটু আঁকা ছেলেটি বললো। "তারা যাকে খুঁজছে সে নিশ্চয় বিরাট কোনো ঘটনা ঘটিয়েছে।"

তাদের দলটি আর্ট ইন্সটিটিউটের প্রবেশদ্বারের সামনে এসে গেলো, আরেক দল ছাত্রছাত্রি জড়ো হয়ে পুলিশের কর্মকাণ্ড দেখছে। ইন্সটিটিউটের সামান্য বেতনের সিকিউরিটি গার্ডটি দায়সারা গোছের মতো করে ছাত্রছাত্রিদের আইডি দেখলেও তার আসল মনোযোগ পুলিশের জটলার দিকে।

গাড়ি ব্রেক করার প্রচণ্ড শব্দ শুনে সেদিকে তাকিয়ে দেখা গেলো কালো রঙের ভ্যানটি পোর্তা রোমানার দিকে ছুটে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়বার দেখার দরকার পড়লো না ল্যাংডনের। দেরি না করে সিয়েনা আর সে তাদের নতুন বন্ধুদের সাথে দ্রুত ঢুকে পড়লো ইন্সটিটিউটের ভেতরে।

ইস্তিতুতো স্তাতালে দার্তে'র এন্ট্রি রোডটা অসাধারণ সুন্দর, একেবারে রাজকীয়। পথের দু'পাশে দীর্ঘকায় ওক গাছের সারি চলে গেছে দূরের মূল ভবনের দিকে। বিশাল লন আর তিনটি পোর্টিকো আছে ভবনটির।

ল্যাংডন জানে এই শহরের আরো অনেক ভবনের মতো এই ভবনটি এক সময় ফ্লোরেন্সে রাজত্ব করতো যে সম্ভ্রান্ত পরিবার তাদের অধীনে ছিলো। সেটা পনেরো থেকে ষোলো এবং সতোরো শতকের কথা।

মেদিচি।

শুধু এ নমাটাই ফ্লোরেন্সের একটি প্রতীক হয়ে উঠেছে। এই পরিবারের তিন-শতাব্দীর শাসনকালে মেদিচি'র রাজকীয় প্রাসাদ অকল্পনীয় সম্পদ আর ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। চারজন পোপ, ফ্রান্সের দু'জন রাণী এবং ইউরোপের সবচাইতে বৃহৎ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান এদের অবদান। আধুনিক যুগের সমস্ত ব্যাংক যে একাউন্টিং পদ্ধতি ব্যবহার করে সেটা মেদিচিরাই প্রবর্তন করেছিলো–ক্রেডিট এবং ডেবিটের দ্বৈত এন্ট্রি সিস্টেম।

অবশ্য মেদিচি'দের সবচাইতে বড় লিগ্যাসি অর্থনৈতিক শক্তি কিংবা রাজনীতি ছিলো না, সেটা ছিলো শিল্পকলা। তাদের মতো আর কোনো রাজপরিবার শিল্পকলার এতো বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলো না। রেনেসাঁর আবির্ভাবেও মেদিচি পরিবারের উদার সাহায্য-সহযোগীতা ছিলো। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি থেকে শুরু করে গ্যালিলিও এবং বত্তিচেল্লি পর্যন্ত অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বই মেদিচি'দের বদান্যতা লাভ করেছে। বত্তিচেল্লির বিখ্যাত পেইন্টিং *বার্থ অব ভেনাস* লোরেঞ্জো দা মেদিচির প্রত্যক্ষ নির্দেশেই সৃষ্টি হয়েছিলো। উনি শিল্পীকে অনুরোধ করেছিলেন তার এক কাজিনের বাসরঘরের বিছানার উপর যৌন উত্তেজক আর ইন্দ্রিয়পরায়ন একটি পেইন্টিং যেনো থাকে, এটা উনার তরফ থেকে একটা উপহার হিসেবে দেয়া হবে।

লরেঞ্জো দা মেদিচি–যিনি দানশীলতা আর উদারতার জন্য সুপরিচিত লরেঞ্জো দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট নামে–নিজেও একজন উঁচুমানের চিত্রকর এবং কবি ছিলেন। বলা হয়ে থাকে উনার চোখ ছিলো অসাধারণ শৈল্পিক। ১৪৮৯ সালে লরেঞ্জো এক অল্পবয়সী ফ্লোরেন্তাইন ভাস্করের কাজ দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে নিজের প্রাসাদে আসার আমন্ত্রণ জানান। এরপর নিজের প্রাসাদে রেখে ঐ বালক ভাস্করকে নিজে দীক্ষা দেন, পরিচয় করিয়ে দেন সেরা সেরা সব কাজ, কবিতা আর সংস্কৃতির সাথে। ধীরে ধীরে সেই বালক পরিণত হয়ে ওঠে এবং *ডেভিড* আর *পিয়েতা* নামের অসাধারণ ভাস্কর্য সৃষ্টি করে ইতিহাসের সবচাইতে বিখ্যাত ভাস্করে পরিণত হয়–যাকে আমরা সবাই চিনি মাইকেলেঞ্জেলো নামে। অনেকে মনে করে, মানবসভ্যতায় মেদিচিদের সেরা উপহার হলো এই অমর শিল্পী।

ল্যাংডন কল্পনা করতে পারলো, মেদিচিদের শিল্পকলার প্রতি যে অনুরাগ সেটা বিবেচনায় নিলে তাদের এক সময়কার ঘোড়ার আস্তাবল হিসেবে ব্যবহৃত ভবনটিকে এখন বিশ্ববিখ্যাত আর্ট ইন্সটিটিউট হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখে তারা নিশ্চয় যারপরনাই খুশি হতো। এ ভবনটি ঘোড়ার আস্তাবল হিসেবে বানানোর কারণ, এর খুব কাছেই ঘোড়া চালনার জন্য ফ্লোরেন্সের সবচেয়ে সুন্দর আর মনোরম একটি ময়দান ছিলো।

ববোলি গার্ডেন।

বাম দিকে তাকালো ল্যাংডন, উঁচু দেয়ালের উপর দিয়ে লম্বা লম্বা বৃক্ষরাজি দেখা যাচ্ছে। ববোলি গার্ডেনের বর্ধিত অংশ এই সবুজ অঞ্চলটি এখন পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় জায়গা। ল্যাংডন একদম নিঃসন্দেহ যে, সিয়েনা আর সে যদি কোনোভাবে এই গার্ডেনে ঢুকে পড়তে পারে তাহলে সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে খুব সহজেই পোর্তা রোমানা পার হয়ে যেতে পারবে। গার্ডেনটি যেমন বিশাল তেমনি লুকানোর জন্য জায়গার কোনো অভাব নেই–বনভূমি,

গোলকধাঁধা, ছোটো ছোটো গুহা, জলপদ্মে পরিপূর্ণ। তারচেয়েও বড় কথা, ববোলি গার্ডেন দিয়ে সোজা চলে যাওয়া যায় মেদিচিদের পাথরের দূর্গ পালাজ্জো পিত্তি'তে। এর ১৪০টি ঘর ফ্লোরেন্সে আসা পর্যটকদের কাছে আরেকটি আকর্ষণীয় স্পট।

আমরা যদি পালাজ্জো পিত্তি'তে পৌঁছাতে পারি, ভাবলো ল্যাংডন, *পুরনো শহরের সেতুটা তখন হাতের নাগালে চলে আসবে।*

গার্ডেনের চারপাশ জুড়ে যে উঁচু দেয়াল আছে সেদিকে তাকিয়ে ছাত্রদেরকে জিজ্ঞেস করলো ল্যাংডন, "এই গার্ডেনে কিভাবে ঢুকতে পারবো? এই ইন্সটিটিউটটা ঘুরে দেখার আগে আমার বোনকে এটা দেখাতে চাইছি।"

মাথা ঝাঁকালো ট্যাটুওয়ালা। "এখান থেকে গার্ডেনে যেতে পারবেন না। প্রবেশপথটা পিত্তি প্যালাসের ওখানে অবস্থিত। আপনাকে গাড়ি চালিয়ে পোর্তা রোমানা হয়ে ওখানে যেতে হবে।"

"বাল," মুখ ফসকে বলে ফেললো সিয়েনা।

ল্যাংডনসহ সবাই তার দিকে তাকালো।

"আরে বাবা," দুষ্টুমিমাখা হাসি দিয়ে সে বললো। "তোমরা আমাকে বলতে চাচ্ছো ওখানে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে গাঁজা-টাজা কিছু খাও না, আড্ডাবাজি করো না?"

ছেলেমেয়েরা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হাসিতে ফেঁটে পড়লো সবাই।

ট্যাটু আঁকা ছেলেটিকে এবার খুব আমুদে ভঙ্গিতে দেখা গেলো। "ম্যাম, মনে হচ্ছে আপনি এখানে শিক্ষকতা করতে পারবেন।" সিয়েনার সামনে গিয়ে ভবনের একপাশে যে পার্কিংলটটা আছে সেদিকে আঙুল তুলে দেখালো। "ঐ যে বাম দিকে ছাউনীটা আছে না? ওটার পেছনে পুরনো দিনের একটি প্ল্যাটফর্ম আছে। ওটার ছাদে উঠতে পারলে দেয়ালের ওপাশটায় লাফিয়ে নেমে যেতে পারবেন।"

সিয়েনা এরইমধ্যে হাটা শুরু করে দিয়েছে। পেছনে ফিরে ল্যাংডনের দিকে চেয়ে চোখ টিপে দিলো। "ব্রাদার বব, আসো। যদিনা লাফ দেবার জন্য তোমার বয়সটা বেশি হয়ে থাকো।"

অধ্যায় ২২

ভ্যানে বসে থাকা সাদা চুলের মহিলা তার মাথাটা বুলেটপ্রুফ জানালার কাঁচে হেলান দিয়ে রেখে দু'চোখ বন্ধ করে আছে। তার কাছে মনে হচ্ছে পায়ের নীচে থাকা পুরো দুনিয়াটা যেনো ঘুরছে। যে ড্রাগ দেয়া হয়েছে সেটা তাকে পুরোপুরি অসুস্থ করে ফেলেছে।

আমার চিকিৎসা করানো দরকার, ভাবলো সে।

তার পাশে বসা সশস্ত্র গার্ডকে কঠোরভাবে অর্ডার দেয়া হয়েছে : তাদের কাজ সফলভাবে শেষ হবার আগপর্যন্ত তার কোনো প্রয়োজনই আমলে নেয়া যাবে না। চারপাশে যা শুনতে পাচ্ছে তাতে পরিস্কার সে-সময় খুব সহজে আসছে না।

ঘোর ঘোর ভাবটা এখন আরো বেড়ে যাচ্ছে, শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে তার। বমি বমি ভাবটা অনেক কষ্টে দমন করার চেষ্টা করলো। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো জীবন তাকে কিভাবে এই পরাবাস্তব পথে নিয়ে এসেছে। জবাবটা এই ঘোরলাগা পরিস্থিতিতে এতোটাই জটিল যে এর মর্মোদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে এটা কোথেকে শুরু হয়েছিলো সে ব্যাপারে তার কোনো সন্দেহ নেই ।

নিউইয়র্ক।

দু'বছর আগে।

তাকে জেনেভা থেকে বিমানে করে ম্যানহাটনে চলে আসতে হয়েছিলো। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পরিচালক হিসেবে দীর্ঘ এক দশক কাজ করেছে সে। খুবই সম্মানজনক একটি চাকরি ছিলো সেটা। ছোঁয়াচে রোগ আর রোগ-জীবাণুর মহামারির একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এসব রোগের হুমকি নিরূপণ করার উপর একটি লেকচার দিতে জাতিসংঘ তাকে আমন্ত্রণ জানায়। তার মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে বেশ কিছু রোগের আগাম প্রাদুর্ভাব চিহ্নিত করার সিস্টেম প্রণয়ন এবং কিছু ট্রিটমেন্ট প্লান্ট করে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাসহ অন্যান্য কিছু সংস্থা। এসব কারণে তাকে বেশ উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয় সেখানে।

লেকচার শেষে বিশাল হলে কিছু আগ্রহী বিশেষজ্ঞের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলছিলো সে, এমন সময় জাতিসংঘের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা উপস্থিত হয়ে তাদের কথাবার্তায় বিঘ্ন ঘটায়।

"ডা: সিনস্কি, এইমাত্র কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশন্স আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছে। ওখানকার একজন আপনার সাথে কথা বলতে চাইছে এক্ষুণি। বাইরে আপনার জন্য গাড়ি অপেক্ষা করছে।"

কিছুটা বিস্মিত হলেও ডা: এলিজাবেথ সিনস্কি অতিথিদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিজের ব্যাগটা হাতে নিয়ে নেয়। তার লিমোটা যখন ফার্স্ট এভিনু ধরে যেতে থাকে তখন কিছুটা নার্ভাস বোধ করতে শুরু করে সে।

কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশন্স?

অন্য অনেকের মতো এলিজাবেথ সিনস্কিও অনেক কিছু শুনেছিলো এ ব্যাপারে।

এই প্রাইভেট থিঙ্ক ট্যাঙ্কটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২০-এর দশকে, সংক্ষেপে সিএফআর হিসেবে পরিচিত এই সংস্থায় প্রায় প্রত্যেক আমেরিকান সেক্রেটারি অব স্টেট, আধ-ডজন প্রেসিডেন্ট, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সিআইএ প্রধান, সিনেটর, বিচারপতিসহ ধনকুবের হিসেবে পরিচিত মরগ্যান, রথচাইল্ড আর রকাফেলার কোনো না কোনো সময় সদস্য ছিলো। সদস্যদের অতুলনীয় মেধাবী মস্তিষ্ক, রাজনৈতিক ক্ষমতা আর সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে এই কাউন্সিল বিশ্বের সবচাইতে ক্ষমতাশালী প্রাইভেট ক্লাব হিসেবে বিবেচিত হয়।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পরিচালক হিসেবে এলিজাবেথকে এসব হোমরাচোমরাদের সাথে প্রায়শই কাজ করতে হয়েছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাতে তার দীর্ঘদিনের চাকরি আর একজন উচ্চকণ্ঠের মহিলা হিসেবে তার সুনাম এতোটাই ছড়িয়ে পড়েছিলো যে, কয়েকদিন আগে নামকরা একটি ম্যাগাজিন তাকে এ বিশ্বের বিশজন প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় ঠাঁই দিয়েছিলো। *বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মুখ*, তার ছবির নীচে এ কথাটা লিখে দিয়েছিলো। এলিজাবেথের কাছে এটা নির্মম পরিহাসের বিষয় বলে মনে হয়েছিলো তখন, কারণ তার পুরোটা শৈশব কেটেছে অসুখ-বিসুখে।

মাত্র ছয় বছর বয়স থেকে ভয়ঙ্কর হাপানী রোগে ভুগতে শুরু করে সে, তাকে চিকিৎসা দেয়া হয় সম্পূর্ণ নতুন উচ্চমাত্রার একটি ড্রাগের মাধ্যমে–এ বিশ্বের প্রথম স্টেরয়েড হরমোন–এই ডোজ ব্যবহার করার পর বিস্ময়কর দ্রুততায় সেরে ওঠে। তবে কপাল খারাপ, ওষুধটির সাইড অ্যাফেক্ট সম্পর্কে তখনও কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিলো না। কয়েক বছর পর সিনস্কি যখন সাবালিকা হবার বয়সে পৌছায় তখন তার স্বাভাবিকভাবেই ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার কথা কিন্তু সেটা আর হয় না। ঊনিশ বছর বয়সে এসে ডাক্তারের কাছ থেকে এলিজাবেথ জানতে পারে তার প্রজনন ক্ষমতা চিরকালের জন্য নষ্ট হয়ে গেছে।

সে আর কখনও মা হতে পারবে না।

সময় একাকীত্বকে সারিয়ে দেবে, তাকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন ডাক্তার। কিন্তু তাতে তার মনের গভীরে জমে ওঠা রাগ আর বিষাদকে এতোটুকুও প্রশমিত করতে পারে নি। নির্মম সত্য হলো, ওষুধ তার প্রজনন ক্ষমতা কেড়ে নিলেও

মাতৃত্বের প্রত্যাশা তিরোহিত করতে পারে নি। যুগের পর যুগ ধরে অসম্ভবকে সম্ভব করার বাসনায় কাটিয়ে দিয়েছে সে। এমনকি এই একষট্টি বছর বয়সেও কোনো মা আর শিশুকে দেখলে তার মধ্যে সুতীব্র বেদনা জেগে ওঠে।

"এই তো সামনেই, ডাঃ সিনস্কি," লিমোর ড্রাইভার বললো তাকে।

আয়নায় মুখ দেখে নিজের চুল আর বেশভূষা দ্রুত ঠিক করে নিলো এলিজাবেথ। কিছু বুঝে ওঠার আগেই গাড়িটা থেমে গেলো। ড্রাইভার নিজে দরজা খুলে তাকে বের হতে সাহায্য করলো হাসিমুখে। জায়গাটা ম্যানহাটনের একটি সেকশন।

"আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করবো," বললো ড্রাইভার। "আপনি বললেই এখান থেকে সোজা এয়ারপোর্টে চলে যাবো আমরা।"

নিউইয়র্কের পার্ক আর সিক্সটি-এইটথ এভিনুর মাঝখানে অবস্থিত কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশন্স-এর হেডকোয়ার্টারটি একেবারেই সাদামাটা আর ননক্লাসিক্যাল একটি বিল্ডিং। এটা এক সময় এক অয়েল টাইকুনের বাড়ি ছিলো। এর বাইরের দিকটায় রয়েছে অভিজাত ল্যান্ডস্কেপ, দেখে মনে হবে না এটা আহামরি কিছু।

"ডাঃ সিনস্কি," নাদুসনুদুস রিসেপশনিস্ট মেয়েটি তাকে অভ্যর্থনা জানালো। "আমার সাথে আসুন, প্লিজ। উনি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।"

ঠিক আছে, কিন্তু এই উনিটা কে? রিসেপশনিস্টকে অনুসরণ করে জমকালো একটি করিডোর পেরিয়ে চলে এলো বন্ধ দরজার সামনে। রিসেপশনিস্ট মেয়েটা আস্তে করে দরজায় নক করেই এলিজাবেথকে ইশারা করলো ভেতরে ঢুকে পড়ার জন্য।

ভেতরে ঢুকতেই তার পেছনে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলো।

ছোট্ট আর অন্ধকারে ঢাকা কনফারেন্স রুমটিতে শুধুমাত্র একটি ভিডিও স্ক্রিন জ্বল জ্বল করছে। সেই পর্দার সামনে দীর্ঘদেহী এক লোক দাঁড়িয়ে আছে মুখোমুখি। তার আবছায়া অবয়বটি শুধু দেখা যাচ্ছে। মুখটা পরিস্কার দেখা না গেলেও এলিজাবেথ লোকটার ক্ষমতা আঁচ করতে পারলো।

"ডাঃ সিনস্কি," গমগমে কণ্ঠে বলে উঠলো সেই অবয়ব। "এখানে আসার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।" লোকটির বাচনভঙ্গি শুনে এলিজাবেথের মনে হলো এ তার নিজের দেশ সুইজারল্যান্ড কিংবা জার্মানির নাগরিক হবে।

"প্লিজ বসুন," রুমের একটি চেয়ারের দিকে ইশারা করলো আবছায়ার অবয়বটি।

কোনো পরিচয় পর্ব নেই? বসে পড়লো এলিজাবেথ। এ সময় ভিডিও স্ক্রিনে উদ্ভট একটা ছবি ভেসে উঠলে ভড়কে গেলো সে। *এসব কী?*

“আজ সকালে আপনার প্রেজেন্টেশনে উপস্থিত ছিলাম আমি,” অবয়বটি বললো। “অনেক দূর থেকে আপনার লেকচার শোনার জন্য আমি এসেছি। আপনার পারফর্মেন্স দারুণ ছিলো।”

“ধন্যবাদ আপনাকে,” জবাবে সে বললো।

“আমাকে বলতেই হচ্ছে, যেমনটি কল্পনা করেছিলাম আপনি তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী...আপনার বয়স আর বিশ্বস্বাস্থ্য সম্পর্কে অদূরদর্শীতা সত্ত্বেও।”

এলিজাবেথ হা-করে রইলো। এসব কী শুনছে! মন্তব্যটি অপমানজনক। “ক্ষমা করবেন?” অন্ধকারে চোখ কুচকে তাকিয়ে বললো সে। “আপনি কে? আর কেনই বা আমাকে এখানে ডেকে এনেছেন?”

“হাসি-ঠাট্টা করার ব্যর্থ প্রচেষ্টার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন,” দীর্ঘদেহী অবয়বটি জবাব দিলো। “পর্দায় যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা ব্যাখ্যা করবে কেন আপনি আজ এখানে এসেছেন।”

ভীতিকর ছবিটার দিকে তাকালো সিনস্কি–পেইন্টিংটাতে অসংখ্য রুগ্ন মানুষ একজন আরেকজনের শরীরের উপর বেয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করছে। তারা সবাই নগ্ন।

“মহান শিল্পী দোরি,” লোকটা বললো। “দান্তের নরক দর্শনের ভয়াবহ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। আশা করি এটা দেখে আপনার কাছে স্বস্তিদায়কই মনে হচ্ছে...কারণ আমরা তো সেই গন্তব্যের দিকেই যাচ্ছি।” একটু থেমে লোকটা আস্তে করে তার দিকে তাকালো। “এবার আমাকে বলতে দিন।”

তার দিকে ধীরপদক্ষেপে এগিয়ে এলো সে। “আমি যদি এই কাগজটা মাঝখান থেকে দু'ভাগে ছিড়ে ফেলি...” একটা টেবিলের সামনে থামলো, হাতে তুলে নিলো একটা কাগজ। সেটাকে সশব্দে ছিড়ে অর্ধেক করে ফেললো। “এবার যদি আমি এই দুই টুকরোকে একে অন্যের উপর রাখি...” একটার উপর আরেকটা টুকরো রাখলো। “তারপর আবারো মাঝখান থেকে ছিড়ে ফেলি...” আগের মতোই মাঝখান থেকে ছিড়ে ফেললো সে। “তাহলে চার টুকরো কাগজ পাবো। যা কিনা আসল কাগজের চেয়ে চারগুন পুরু, ঠিক বলেছি না?” অন্ধকারে তার চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে উঠলো যেনো।

লোকটার ভাবসাব আর আক্রমণাত্মক ব্যবহার পছন্দ হলো না এলিজাবেথের। সে কিছুই বললো না।

“যদি ধরে নেই,” বলতে শুরু করলো সে, “আসল কাগজটির পুরুত্ব এক মিলিমিটারের দশ ভাগের এক ভাগ, আর আমি এভাবে পঞ্চাশ বার ছিড়তে থাকি...তাহলে কাগজের স্তুপটি কতো পুরু হবে জানেন?”

এলিজাবেথ নড়েচড়ে উঠলো। "জানি," জবাব দিলো সে। তার মধ্যেও এখন রাগের বর্হিপ্রকাশ দেখা যাচ্ছে। "এটার পুরুত্ব হবে এক মিলিমিটারের দশ ভাগের এক ভাগ টু টু দি ফিফটিয়েথ পাওয়ার। এটাকে বলে জ্যামিতিক হার। আমি কি জানতে পারি আমি এখানে কি করতে এসেছি?"

মুচকি হেসে মাথা নেড়ে সায় দিলো লোকটি। "হ্যা, আপনি কি অনুমাণ করতে পারেন কতোটা পুরুত্ব হতে পারে? তাহলে আমাদের কাগজের স্তুপটি কতো উঁচু হবে?" একটু থেমেই আবার বললো সে, "এভাবে মাঝখান থেকে মাত্র পঞ্চাশ গুন ছিড়তে শুরু করলে আমাদের কাগজের স্তুপটির উচ্চতা প্রায়...সূর্যকে ছুঁয়ে ফেলবে।"

এলিজাবেথ মোটেও অবাক হলো না। জ্যামিতিক হারের বৃদ্ধি কতোটা অবিশ্বাস্য হতে পারে সে সম্পর্কে তার ভালো ধারণাই রয়েছে। তার কাজের ক্ষেত্রেও প্রতিনিয়ত এরকম জ্যামিতিক হারের ঘটনা দেখতে হয়। *সংক্রমণের চক্র...আক্রান্ত কোষের জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি...মৃত্যু-হারের আনুমাণিক ধারণা।* "ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আপনার কথাবার্তা আমি বুঝতে পারছি না।"

"আমর কথা?" নিঃশব্দে হাসলো সে। "আমার কথা হলো, এ পৃথিবীর জনসংখ্যা এই জ্যামিতিক হারের চেয়েও বেশি দ্রুত গতিতে বাড়ছে। কাগজের পুরুত্বের মতোই শুরুতে পৃথিবীর জনসংখ্যা একদম মামুলি ছিলো...কিন্তু এটার বৃদ্ধি খুবই উদ্বেগজনক।"

আবারো পায়চারি করতে শুরু করলো সে। "এ কথাটা একটু বিবেচনা করুন। মানুষের আর্বিভাবের পর থেকে আধুনিককালের ১৮শতক পর্যন্ত পৃথিবীর জনসংখ্যা এক বিলিয়ন হতে সময় নিয়েছে কয়েক হাজার বছর। তারপর চমকে যাবার মতো ব্যাপার হলো, এটা দ্বিগুন হয়ে দুই বিলিয়নে পৌছাতে সময় নেয় মাত্র একশ' বছর। সেটা ১৯২০'র দশকের কথা। এরপর মাত্র পঞ্চাশ বছরে সেই সংখ্যাটা দ্বিগুন হয়ে চার বিলিয়ন হয়ে যায় ১৯৭০'র দশকে। আপনি নিশ্চয় জানেন, খুব জলদিই এই সংখ্যাটা আট বিলিয়ন হয়ে যাবে। শুধু আজকের দিনটার কথা ধরলেও এ পৃথিবীতে আরো আড়াই লাখ নতুন মানবসন্তান যোগ হয়েছে। আড়াই লাখ। আর এটা ঘটছে প্রতিদিন–রোদ হোক বৃষ্টি হোক, কোনো থামাথামি নেই। বর্তমানে আমরা প্রতি বছর সমগ্র জার্মানির লোকসংখ্যার সমান জনসংখ্যা যোগ করছি পৃথিবীতে।"

লম্বামতো লোকটি থেমে এলিজাবেথের দিকে ঝুঁকলো। "আপনার বয়স কতো?"

আরেকটি আপত্তিকর প্রশ্ন। অবশ্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান হিসেবে এলিজাবেথ এরকম পরিস্থিতির সাথে অভ্যস্ত, সব সময় ডিপ্লোমেসির সাহায্যে এটা তাকে মোকাবেলা করতে হয়। "একষট্টি।"

"আপনি কি জানেন, আপনি যদি আরো উনিশ বছর বেঁচে থাকেন তাহলে আশি বছর বয়সে এক জীবনে পৃথিবীর জনসংখ্যা তিনগুন হতে দেখবেন-এক জীবনে তিন গুন! ব্যাপারটা একবার ভাবুন। আপনার বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাই অনুমাণ করছে এই শতকের মাঝামাঝি সময়ে পৃথিবীর জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে নয় বিলিয়নে। বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীকূল বিলুপ্ত হতে শুরু করবে দ্রুত গতিতে। প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদা বেড়ে যাবে অকল্পনীয় হারে। খাওয়ার পানি হয়ে পড়বে দুষ্প্রাপ্য। সহ্য করার সীমা ছাড়িয়ে যাবে আমাদের মানবপ্রজাতির সংখ্যা। আর এই বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা-যারা নিজেদেরকে মনে করে এই গ্রহের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে একমাত্র অভিভাবক-তারা টাকা-পয়সা খরচ করছে ডায়াবেটিস রোগ থেকে মুক্তি, ব্লাড ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা, ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য।" একটু থেমে সরাসরি এলিজাবেথের দিকে তাকালো সে। "তাই আপনাকে ডেকে এনে আমি সরাসরি একটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছি, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কেন এতোবড় একটি সমস্যাকে প্রাধান্য দিচ্ছে না?"

এলিজাবেথ রেগেই গেলো। "আপনি যে-ই হোন না কেন ভালো করেই জানেন বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা জনসংখ্যা বৃদ্ধির ইসুটাকে বেশ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছি আফ্রিকা মহাদেশে ডাক্তার পাঠিয়ে বিনামূল্যে কনডম দিতে এবং ওখানকার লোকজনকে জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে শিক্ষা দেবার জন্য।"

"আহ, ঠিক বলেছেন!" তেঁতে উঠলো লোকটা। "আপনারা যতো ডাক্তার ওখানে পাঠিয়েছেন তার চেয়ে বড় ক্যাথলিক মিশনারীদের দল আফ্রিকায় গিয়ে কনডম ব্যবহারের বিরুদ্ধে মাঠে নেমে পড়েছে। তারা লোকজনকে বলে বেড়ায় এই কনডম জিনিসটা ব্যবহার করলে সোজা নরকে যেতে হবে। এখন তো আফ্রিকায় নতুন একটি পরিবেশ বিপর্যয় দেখা দিয়েছে-অব্যবহৃত কনডমে সয়লাব মাঠঘাট।"

মুখ বন্ধ রাখতে বেশ বেগ পেলো এলিজাবেথ। লোকটা অবশ্য ঠিকই বলেছে। তবে এটাও ঠিক, আধুনিক ক্যাথলিকরা ভ্যাটিকানের এই গোড়ামীর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে শুরু করেছে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে বিল গেটসের স্ত্রী মেলিন্ডা গেটসের কথা। একজন ধর্মপ্রাণ ক্যাথলিক হয়েও তিনি সাহসের সাথে ভ্যাটিকানের ক্রোধের মুখে পড়ার ঝুঁকি নিয়ে ৫৬০ মিলিয়ন ডলার দান করেছেন সারা বিশ্বে জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। এলিজাবেথ সিনস্কি অনেকবারই প্রকাশ্যে বলেছে, বিল আর মেলিন্ডা যা করেছে তার জন্যে তাদের দু'জনকে সেন্ট উপাধি দেয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, এ কাজটা

করে একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান–ভ্যাটিকান–আর সেই প্রতিষ্ঠান তাদের অবদান যেনো চোখেই দেখছে না।

"ডা: সিনস্কি," অবয়বটি বললো। "এ পৃথিবীতে যে একটামাত্র বৈশ্বিক-ইসু রয়েছে এটা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা।" পর্দায় ভেসে ওঠা অপ্রীতিকর ছবিটার দিকে আবারো ইঙ্গিত করলো সে–নগ্ন মানব সন্তানদের স্তুপ। "আর এটাই হলো সেটা। আমি জানি আপনি একজন বিজ্ঞানী, ক্লাসিক অথবা ফাইন আর্টসের ছাত্রি ছিলেন না, তাই আপনাকে আমি আরেকটি ছবি দেখাচ্ছি যাতে করে খুব সহজেই পুরো বিষয়টা বুঝতে পারেন।"

ঘরটা কয়েক মুহূর্তের জন্য অন্ধকারে ঢেকে গেলো, পর্দায় ভেসে উঠলো নতুন একটি ছবি।

এই ছবিটি এলিজাবেথ অনেকবার দেখেছে...ছবিটা দেখামাত্রই এক ধরণের ভীতিকর অসহায়ত্ব বোধ তৈরি হয়।
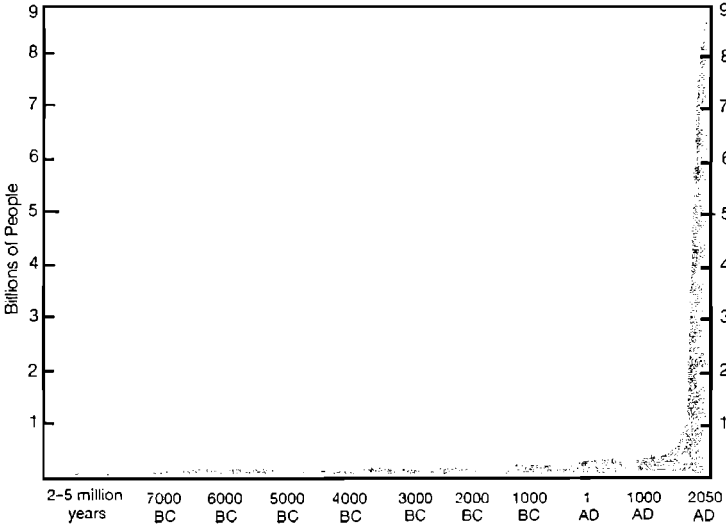
ঘরে নেমে এলো পিনপতন নীরবতা।

"হ্যা," অবশেষে বললো লোকটি। "এই গ্রাফটা দেখলেই এক ধরণের নিঃশব্দ ভীতি জেগে ওঠে মনে। যেনো সামনের দিকে ধেয়ে আসা কোনো গাড়ির হেডলাইটের দিকে চেয়ে আছি।" আস্তে করে এলিজাবেথের দিকে তাকিয়ে নীরব হাসি দিলো সে। "কোনো প্রশ্ন আছে আপনার, ডা: সিনস্কি?"

“একটাই প্রশ্ন আমার,” চট করে বললো সে। “আপনি কি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন লেকচার দিতে নাকি অপমান করতে?”

“এর কোনোটাই না।” তার কণ্ঠ অদ্ভুতভাবেই আন্তরিক শোনালো। “আমি আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছি আপনার সাথে কাজ করার জন্য। আমার কোনো সন্দেহ নেই, এই অতিরিক্ত জনসংখ্যার বোঝা যে একটি হেলথ-ইসু সেটা আপনি জানেন। কিন্তু আমার ভয় আপনি বুঝতে পারছেন না এটা একজন মানুষের আত্মাকেও বিনষ্ট করে দেবে। বাড়তি জনসংখ্যার চাপে পড়ে যারা কোনো দিন চুরি করে নি তারাও নিজের পরিবারের জন্য হয়ে উঠবে চোর। যারা কোনোদিন খুন-খারাবির কথা কল্পনাও করে নি তারা সন্তানসন্তদিদের জন্য সেই কাজটাই করবে। দান্তের সবগুলো মহাপাপ–লোভ, পেটুক অতিভোজ, বিশ্বাসঘাতকতা এবং বাকি যেসব পাপ আছে–ক্রমাগত হারে বাড়তে থাকবে...বাড়তে বাড়তে মানবিকতাকে ডুবিয়ে দেবে। মানুষের আত্মা বাঁচাতে লড়াই করতে হবে আমাদেরকে।”

“আমি একজন বায়োলজিস্ট। আত্মা নয়...আমি জীবন বাঁচাই।”

“আমি আপনাকে আশ্বস্ত করে বলতে পারি সামনের দিনগুলোতে জীবন বাঁচানোটা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠবে। অতিরিক্ত জনসংখ্যা অনেক বেশি আধ্যাত্মিক অতৃপ্ততার জন্ম দেবে। ম্যাকিয়াভেলির একটি উক্তি আছে–”

“হ্যা,” তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললো এলিজাবেথ। উক্তিটা তার মনে পড়ে গেছে। “ ‘যখন এ বিশ্বের সব জায়গা এমনভাবে মানুষে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে যে তারা বুঝে উঠতে পারবে না কোথায় তারা আছে অথবা অন্য কোথাও যেতে পারবে না...তখন এ পৃথিবী নিজেই নিজেকে শুদ্ধ করে নেবে।’ ” লোকটার দিকে তাকালো সে। “বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থায় আমরা যারা কাজ করি তারা সবাই এই উক্তিটার সাথে পরিচিত।”

“ভালো, তাহলে তো আপনি এও জানেন, ম্যাকিয়াভেলি বলেছিলেন প্লেগ হলো এ বিশ্বের শুদ্ধি করার প্রাকৃতিক নিয়ম।”

“হ্যা, জানি। আমি আমার লেকচারেও বলেছি, আমরা সবাই সচেতন আছি জনসংখ্যার বৃদ্ধির সাথে বৃহৎ পরিসরে ছড়িয়ে পড়া মহামারির সরাসরি সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু আমরা বিরামহীনভাবেই নতুন নতুন ডিটেকশন এবং ট্রিটমেন্ট মেথড প্রণয়ন করার কাজ করে যাচ্ছি। ভবিষ্যতের মহামারি থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার ব্যাপারে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী।”

“আপনাদের জন্য আমার করুণাই হচ্ছে।”

অবিশ্বাসে চেয়ে রইলো এলিজাবেথ। “আপনি কি বললেন, বুঝলাম না?”

“ডাঃ সিনস্কি,” অদ্ভুতভাবে হাসি দিয়ে লোকটা বললো, “আপনি এমনভাবে মহামারিকে নিয়ন্ত্রণ করার বলছেন যেনো ওটা কোনো ভালো জিনিস।”

অবিশ্বাস নিয়েই লোকটার কথা অনুধাবন করে গেলো সে।

"এখানে আমি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার প্রধানের সাথে দাঁড়িয়ে আছি–" লোকটা এমনভাবে কথা বললো যেনো সে কোনো আইনজীবি। আদালতে মামলা লড়ছে। "তার সংস্থা দারুণ একটি প্রস্তাব দিয়েছে। এটাকে মনে করতে পারেন খুবই ভীতিকর একটি চিন্তা। আমি আপনাকে আসন্ন দুর্দশার উপর একটি ছবি দেখাবো এখন।" পর্দায় আরেকটি ছবি ভেসে উঠলো। অসংখ্য লাশের ছবি। "আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি অনিয়ন্ত্রিতভাবে বেড়ে যাওয়া জনসংখ্যার চমৎকার শক্তি রয়েছে।" কাগজের ছোটোখাটো স্তূপটার দিকে ইঙ্গিত করলো সে। "আমি আপনাকে আধ্যাত্মিক বিপর্যয়ের ব্যাপারে সম্যক ধারণা দিয়েছি।" এবার সরাসরি এলিজাবেথের দিকে মুখ করে দাঁড়ালো লোকটি। "আর আপনি কি প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন? আফ্রিকায় বিনামূল্যে কনডম দেয়া।" নাক সিটকালো সে। "এটা অনেকটা ধেয়ে আসা গ্রহাণুপুঞ্জের দিকে মশা-মাছি মারার ব্যাটন তাক করে রাখার মতো ব্যাপার। টাইমবোমাটা কিন্তু আর টিক টিক করছে না। ওটা এরইমধ্যে বিস্ফোরিত হয়ে গেছে। কঠিন কোনো পদক্ষেপ না নিলে এক্সপোনেনশিয়াল ম্যাথমেটিক্স হয়ে উঠবে আপনাদের নতুন ঈশ্বর...আর 'সে' খুবই প্রতিহিংসাপরায়ণ ঈশ্বর। আপনাদের কাছে সে দান্তের নরককে নিয়ে আসবে এই পার্ক এভিনুতে...গাদাগাদি করে থাকা মানবসন্তানের দল নিজেদের মলমূত্রে হুড়োহুড়ি করবে। প্রকৃতি নিজে বিশ্বময় বিনাশের সুর বাজাতে শুরু করবে।"

"তাই নাকি?" রেগেমেগে বললো এলিজাবেথ। "তাহলে আমাকে বলুন সুন্দর, নিরাপদ আর স্থায়ী ভবিষ্যতের জন্য এ পৃথিবীতে কি পরিমাণ মানুষ থাকা বাঞ্ছনীয়? ঐ ম্যাজিক নাম্বারটি বলুন, যার ফলে মানবজাতি ভালোমতো টিকে থাকতে পারবে এই গ্রহে...অপেক্ষাকৃত আরাম-আয়েশে?"

দীর্ঘদেহী লোকটি হেসে ফেললো। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে প্রশ্ন শুনে খুশি হয়েছে সে। "যেকোনো এনভাইরোনমেন্টাল বায়োলজিস্ট অথবা পরিসংখ্যানবিদ আপনাকে বলে দিতে পারবে এ পৃথিবীতে মানবজাতিকে ভালোমতো দীর্ঘদিন পর্যন্ত টিকে থাকতে হলে এর জনসংখ্যা চার বিলিয়নের মধ্যে রাখতে হবে।"

"*চার* বিলিয়ন?" রেগেমেগে বললো এলিজাবেথ। "আমরা এ মুহূর্তে সাত বিলিয়ন আছি, সুতরাং একটু বেশিই দেরি হয়ে গেছে।"

লম্বামতোন লোকটির সবুজ চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠলো। "তাই নাকি?"

অধ্যায় ২৩

রবার্ট ল্যাংডন দেয়ালের উপর থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়লো ববোলি গার্ডেনের বৃক্ষশোভিত দক্ষিণ সীমানার ভেতরে স্পঞ্জের মতো নরম ঘাসের মাটিতে। সিয়েনা আগে লাফ দিয়ে নেমে গেছে, এখন দাঁড়িয়ে আছে সে, শরীর থেকে ময়লা ঝেড়ে আশেপাশে তাকিয়ে দেখছে।

ছোটোখাটো একটি বনবাদারের শেষপ্রান্তে ফার্ন আর ঘাসের আধিক্য। বড় বড় গাছের কারণে এখান থেকে পালাজ্জো পিত্তি দেখা যায় না। ল্যাংডন আঁচ করতে পারলো, তারা প্রাসাদ থেকে খুব বেশি দূরে নয়। আশেপাশে কোনো শ্রমিক কিংবা পর্যটকও চোখে পড়ছে না।

পাথরে বিছানো পথটা দেখলো ল্যাংডন, সেটা চলে গেছে সামনের গভীর অরণ্যের দিকে। পথটা যেখানে গিয়ে হারিয়ে গেছে সেখানে রয়েছে একটি মার্বেলের মূর্তি। এটা চোখে না পড়ে যায়-ই না। অবাক হলো না সে। ববোলি গার্ডেন যেসব বিখ্যাত প্রতিভাবানের নক্সা ধারণ করে আছে তাদের মধ্যে রয়েছে নিক্কোলো ত্রিবোলো, গিওর্গিও ভাসারি আর বার্নারদো বুয়োনতালেন্তি–এইসব উন্নত মস্তিষ্ক ১১১ একরের সবুজ ক্যানভাসের প্রান্তরে তাদের নান্দনিকতার বর্হিপ্রকাশ ঘটিয়েছেন।

“আমরা যদি উত্তর দিকে যাই তাহলে প্রাসাদে পৌছে যাবো,” ল্যাংডন পাথরের পথটি দেখিয়ে বললো। “ওখানে আমরা পর্যটকদের সাথে মিশে যেতে পারবো, কারো চোখে না পড়েই বের হয়ে যেতে পারবো অনায়াসে। আমার ধারণা ওটা খোলে নয়টা বাজে।”

মিকি মাউস হাতঘড়ির দিকে তাকালো সে কিন্তু ঘড়িটা ওখানে নেই। ওটা কি হাসপাতালেই আছে, তার অন্যান্য কাপড়চোপড়ের সাথে? আর কখনও ফিরে পাবে ওটা? ভাবতে লাগলো ল্যাংডন।

হাত-পা ঝাড়া দিয়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ালো সিয়েনা। “রবার্ট, কোথাও রওনা দেবার আগে আমি জানতে চাইবো আমরা আসলে কোথায় যাচ্ছি। তখন তুমি কিছু একটা বের করতে পেরেছিলে, সেটা কি? ম্যালেবোজেসের কথা বলছি। তুমি বললে ওটা নাকি সঠিক ক্রমানুসারে ছিলো না?”

ঘনবন আচ্ছাদিত জায়গাটা দেখিয়ে ল্যাংডন বললো, “আগে এখান থেকে চলো অন্য কোথাও যাই।” পাথরের পথটি দিয়ে এগিয়ে যেতে শুরু করলো তারা। একটু সামনে গিয়ে বিরাট একটা চত্বরের মতো জায়গায় চলে গেছে

সেটা–প্রকৃতির মধ্যে একটি 'রুম'–ওখানে কিছু কৃত্রিম কাঠের বেঞ্চ আর ছোট্ট একটি ফোয়ারা রয়েছে। গাছপালার নীচে বাতাস অনেকটাই ঠাণ্ডা।

পকেট থেকে প্রজেক্টরটি বের করে ঝাঁকাতে লাগলো ল্যাংডন। "সিয়েনা, এই ডিজিটাল ইমেজটি যে-ই বানিয়ে থাকুক সে কেবল ম্যালেবোজেসের পাপীদের গায়ে অক্ষরগুলোই যোগ করে নি, পাপের ধারাক্রমও বদলে দিয়েছে।" উঠে দাঁড়িয়ে সিয়েনার দিকে ঝুঁকে পায়ের কাছে প্রজেক্টরের আলো ফেললো সে। বত্তিচেল্লির *মাপ্পা দেল ইনফার্নো* সিয়েনার পাশে সমতল বেঞ্চের উপর ভেসে উঠলো।

ফানেল সদৃশ্য নরকের একেবারে নীচের দিকে ইঙ্গিত করলো ল্যাংডন। "ম্যালেবোজেসের দশটি গর্তের অক্ষরগুলো দেখেছো?"

সিয়েনা অক্ষরগুলো পড়তে শুরু করলো : "Catrovacer।"

"ঠিক। একেবারেই অর্থহীন একটি শব্দ।"

"এরপরই তুমি বুঝতে পারলে দশটি গর্তকে ওলট-পালট করে বদলে দেয়া হয়েছে?"

"বলতে পারো তারচেয়েও সহজ। স্তরগুলোকে যদি তুমি এক একটি তাসের সাথে তুলনা করো তাহলে সবগুলো তাস ওলপ-পালট করা হয় নি। কেবল একটা তাস নীচ থেকে টেনে উপরে এনে রাখা হয়েছে। তাতেই স্তরগুলোর সিরিয়াল বদলে গেছে।" ম্যালেবোজেসের দশটি গর্ত দেখালো ল্যাংডন। "দান্তের *ইনফার্নো*'তে সবার উপরের স্তরে প্রলুব্ধকারীদের রাখা হয়েছে। যাদেরকে দানবেরা চাবুক পেটা করছে। কিন্তু এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে প্রলুব্ধকারীরা...সপ্তম গর্তে রয়েছে।"

বেঞ্চের উপর প্রক্ষেপিত ইমেজটা ভালো করে দেখে মাথা নেড়ে সায় দিলো সিয়েনা। "হুম, দেখতে পাচ্ছি। প্রথম গর্তটা এখানে সপ্তম গর্ত হয়ে গেছে।"

পকেটে প্রজেক্টরটা ভরে আবারো পাথরের পথের উপর দাঁড়ালো ল্যাংডন। হাতে একটা শুকনো গাছের ডাল তুলে নিয়ে পথের ময়লার উপর অক্ষরগুলো আঁকতে শুরু করলো। "এই যে অক্ষরগুলো...মোডিফাই করা নরকে যেভাবে লেখা আছে।"

C
A
T
R
O
V
A
C
E
R

"Catrovacer," বললো সিয়েনা।

"হ্যা। আর এখানেই একটা স্তর কেটে বদলে দেয়া হয়েছে।" সপ্তম অক্ষরের নীচে দাগ দিয়ে সিয়েনা যেনো দেখতে পায় সেজন্যে অপেক্ষা করলো ল্যাংডন।

"ঠিক আছে," চট করে বললো মেয়েটি। "Catrova - Cer।"

C
A
T
R
O
V
A

C
E
R

"হ্যা, আর এখন কার্ডগুলো যেভাবে আছে সেভাবে রেখে যদি উল্টিয়ে দেই...তাহলে Catrova-Cer শব্দটার দুটো অংশ একে অন্যের জায়গায় চলে যাবে।"

অক্ষরগুলোর দিকে তাকালো সিয়েনা। "Cer। Catrova।" কাঁধ তুললো সে। তাকে দেখে মনে হলো না সন্তুষ্ট হতে পেরেছে। "এখনও অর্থহীন বলেই মনে হচ্ছে।"

"Cer catrova," ল্যাংডন আবারো উচ্চারণ করলো। একটু থেমে শব্দটা এবার একসাথে মিলিয়ে উচ্চারণ করলো সে। "Cercatrova।" অবশেষে মাঝখানে বিরতি দিয়ে উচ্চারণ করলো। " Cerca ... trova।"

সিয়েনার কাছে এবার বোধগম্য হলো, বড়বড় চোখ করে ল্যাংডনের দিকে তাকালো সে।

"হ্যা," হেসে বললো সিম্বলজিস্ট। "Cerca ... trova।"

এই দুটো ইতালিয়ান শব্দ Cerca আর trova-এর আক্ষরিক অর্থ হলো 'খোঁজো' এবং 'পাবে।' শব্দ দুটো একত্রে মিলে যে পদবাচ্য তৈরি করে–*cerca trova*–সেটা বাইবেলে বিবৃত উপদেশ 'খুঁজলেই পাবে'র সমার্থক হয়ে যায়।"

"তোমার হেলুসিনেশান!" সিয়েনার দম বন্ধ হবার জোগার হলো। বিস্ময়ে চেয়ে রইলো সে। "ঘোমটা দেয়া ঐ মহিলা! সে তোমাকে বার বার বলে, খোঁজো, তাহলেই পাবে!" লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো মেয়েটি। "রবার্ট, তুমি কি বুঝতে পারছো এর মানে কি? এর মানে *cerca trova* শব্দটি ইতিমধ্যেই তোমার অবচেতন মনে ছিলো! তুমি কি বুঝতে পারছো না? তুমি হাসপাতালে

আসার আগেই এই পদবাচ্যটির মর্মোদ্ধার করেছিলে! হয়তো এই প্রজেক্টরের ইমেজটি তুমি এর আগেই দেখেছো...কিন্তু ভুলে গেছিলে!"

বুঝতে পারলো ল্যাংডন। এটার মর্মোদ্ধার করা নিয়ে এতোটাই মগ্ন ছিলো যে তার মনেই আসে নি এরইমধ্যে এটার অর্থ সে বের করে ফেলেছে।

"রবার্ট, তুমি একটু আগে বলেছিলে *লা মাপ্পা* পুরনো শহরের একটি নির্দিষ্ট জায়গাকে নির্দেশ করে। কিন্তু আমি এখনও বুঝতে পারছি না সেটা কোথায়।"

"*Cerca trova* শব্দটি তোমার মাথায় কিছু উসকে দিচ্ছে না?"

কাঁধ তুললো সিয়েনা।

চওড়া হাসি দিলো ল্যাংডন। *অন্তত কিছু কিছু জিনিস সিয়েনা জানে না তাহলে!* "এই পদবাচ্যটি একদম নির্দিষ্ট করে পালাজ্জো ভেচ্চিও'র একটি বিখ্যাত ম্যুরালকেই নির্দেশ করে–হল অব দি ফাইভ হান্ড্রেডে রাখা গিওর্গিও ভাসারির *বাত্তাগলিয়া দি মার্সিয়ানো*। পেইন্টিংটির একটু উপরে, প্রায় চোখই পড়ে না এমনভাবে *cerca trova* শব্দটি ছোটো ছোটো অক্ষরে লিখে রেখেছেন শিল্পী। তিনি কেন এটা করেছেন সে নিয়ে অনেকগুলো মতবাদ প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত অকাট্য কোনো প্রমাণ হাজির করা যায় নি।"

আচমকা শব্দ করতে করতে তাদের মাথার উপর ছোট্ট একটি এয়ারক্রাফট এসে পড়লো। চারপাশে বড় বড় গাছের কারণে কোত্থেকে এটার উদয় হলো সেটা বুঝতে পারলো না তারা। এয়ারক্রাফটি তাদের উপর দিয়ে চলে যাওয়ার সময় ল্যাংডন আর সিয়েনা বরফের মতো জমে রইলো।

এয়ারক্রাফটি চলে যাওয়ার সময় গাছের ফাঁক ফোকর দিয়ে তাকিয়ে দেখলো ল্যাংডন। "খেলনার হেলিকপ্টার," হাফ ছেড়ে বললো সে। তিন ফুট দৈর্ঘ হবে খেলনাটার, রেডিও-কন্ট্রোলড, শব্দ শুনে মনে হবে বিশাল আকারের মশা উড়ছে যেনো।

সিয়েনাকে দেখে মনে হচ্ছে সে এখনও উদ্বিগ্ন। "নীচু হয়ে থাকো।"

অবশ্যই, ছোট্ট কপ্টারটি আবার ফিরে আসছে তাদের দিকে। গাছগাছালির উপর দিয়ে চলে গেলো সেটা।

"এটা কোনো খেলনার কপ্টার নয়," ফিসফিসিয়ে বললো সে। "এটা নজরদারি কাজে ব্যবহৃত একটি ড্রোন। সম্ভবত এটাতে ভিডিও ক্যামেরা আছে, লাইভ ফুটেজ পাঠাচ্ছে...কারোর কাছে।"

ল্যাংডনের চোয়াল শক্ত হয়ে গেলো। কপ্টারটি যে-দিকে চলে গেলো সেদিকে তাকিয়ে রইলো সে। পোর্তা রোমানায় অবস্থিত আর্ট ইন্সটিটিউটের দিক থেকে এসে আবার ওখানেই চলে গেছে।

"আমি জানি না তুমি কি করেছো," বললো সিয়েনা, "তবে ক্ষমতাশালী কিছু

লোক তোমাকে খুঁজে পাবার জন্য ভীষণ মরিয়া হয়ে উঠেছে।"

হেলিকপ্টারটি আবারো উদয় হলো, এবার স্থির হলো যে দেয়ালের উপর থেকে তারা লাফ দিয়েছিলো ঠিক সেখানে।

"আর্ট ইন্সটিটিউটের কেউ হয়তো আমাদের কথা বলে দিয়েছে," সিয়েনা বললো। পাথরের পথ দিয়ে দ্রুত নামতে শুরু করলো সে। "এখান থেকে আমাদেরকে এক্ষুণি বের হতে হবে।"

ড্রোনটা গার্ডেনের অন্যপ্রান্তে ছুটে গেলে ল্যাংডন পাথরের পথের উপর আঁকা অক্ষরগুলো পা দিয়ে মুছে ফেললো দ্রুত, তারপর দৌড়ে চলে গেলো সিয়েনার পিছু পিছু। কিন্তু তার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগলো *cerca trova*, গিওর্গিও ভাসারির ম্যুরাল আর সিয়েনার বলা কথাগুলে–ল্যাংডন অবশ্যই প্রজেক্টরের মেসেজটার মর্মোদ্ধার এর আগেই করেছে। *খোঁজো, তাহলেই পাবে।*

তারা আরেকটি খোলা জায়গায় এসে পড়তেই হঠাৎ করে ল্যাংডনের মনে একটা চিন্তার উদয় হলো। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। তার চোখেমুখে গভীর চিন্তায় ডুবে থাকার অভিব্যক্তি।

সিয়েনাও তাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। "রবার্ট? কি হয়েছে?!"

"আমি নির্দোষ," বললো সে।

"তুমি কী বলছো?"

"যারা আমার পেছনে লেগেছে...মনে হচ্ছে আমি সাংঘাতিক কিছু একটা করে ফেলেছি।"

"হ্যা, হাসপাতালে আসার পর তুমি বার বার বলছিলে 'ভেরি সরি।' "

"জানি। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম সেটা ইংরেজিতে বলেছি।"

অবাক হয়ে তাকালো সিয়েনা। "তুমি ইংরেজিতেই বলছিলে!"

ল্যাংডনের দু'চোখ উত্তেজনায় ভরে উঠলো। "সিয়েনা আমি যে বার বার 'ভেরি সরি' বলছিলাম সেটা ক্ষমা চাওয়ার জন্যে নয়। আমি আসলে পালাজ্জো ভেচ্চিও'তে রাখা ম্যুরালের সেই সিক্রেট মেসেজটার কথা বলছিলাম!" তার কানে বেজে উঠলো হাপাতালের ডাক্তারের রেকর্ডিং করা কথাগুলো। তখন একটা ঘোরের মধ্যে ছিলো সে। *ভে...সরি। ভে...সরি।*

সিয়েনা হতভম্ব হয়ে চেয়ে আছে।

"তুমি বুঝতে পারছো না?!" এবার ল্যাংডনের মুখে হাসি দেখা দিলো। "আমি আসলে 'ভেরি সরি, ভেরি সরি' বলার চেষ্টা করছিলাম না। আমি বলতে চাচ্ছিলাম সেই আর্টিস্টের নাম–*ভা...সারি, ভাসারি!*"

অধ্যায় ২৪

সজোরে ব্রেক করলো ভায়েন্থা।

তারপরও মোটরসাইকেলটি কিছুটা সামনে এগিয়ে গেলে ভিয়ালে দেল পোগ্গিও ইম্পেরিয়ালের রাস্তায় টায়ারের দাগ পড়ে গেলো। বাইকটা ঝাঁকি খেয়ে থামলো যানবাহনের সুদীর্ঘ সারির পেছনে এসে। ভিয়ালে দেল পোগ্গিও ইম্পেরিয়ালে যেনো ছবির মতো নিশ্চল হয়ে আছে।

জ্যামে বসে থাকার সময় আমার হাতে নেই!

ঘাড় উঁচু করে ভায়েন্থা সামনের যানবাহনের সারি পেরিয়ে দেখার চেষ্টা করলো কেন গাড়িগুলোকে থামিয়ে রাখা হয়েছে। এসআরএস টিমকে এড়াতে গিয়ে বেশ কিছুটা ঘুরপথে বাইক চালিয়ে এসেছে সে। এখন তাকে যেতে হবে পুরনো শহরে। ওখানে গিয়ে হোটেল রুমটা ক্লিয়ার করা দরকার। এই মিশনে নামার পর থেকে কয়েকটা দিন সে ঐ হোটেলেই থেকেছে।

আমাকে অস্বীকার করা হয়েছে–আমাকে এই শহর থেকে দ্রুত বের হয়ে যেতে হবে!

মনে হচ্ছে তার মন্দভাগ্যের রেশ এখনও কাটে নি। পুরনো শহরে যাবার জন্য যে রুটটা সে বেছে নিয়েছে সেখানে এখন রোডব্লক বসানো হয়েছে। সামনের দিকে ছয়টি রাস্তা চলে গেছে একটি গেটের দিকে–এটা হলো পোর্তা রোমা–ফ্লোরেন্সের সবচাইতে ব্যস্ততম একটি মোড়–পুরনো শহরে ঢোকার প্রবেশপথ।

এখানে হচ্ছেটা কি?!

ভায়েন্থা এবার দেখতে পেলো পুরো এলাকায় পুলিশে গিজগিজ করছে। কয়েক মুহূর্ত পরই সে অতি পরিচিত কালো ভ্যানটিকে দেখতে পেয়ে বিরাট একটা ধাক্কা খেলো। পুলিশের গাড়িগুলোর মাঝখানে আছে সেটা।

এটা এসআরএস টিমের গাড়ি, এ ব্যাপারে তার মনে কোনো সন্দেহ নেই। তারপরও সে বুঝতে পারলো না তারা এখানে কি করছে।

যদি না...

বহুকষ্টে ঢোক গিললো ভায়েন্থা, তারপরও সাহস করে একটা সম্ভাবনার কথা ভেবে দেখলো। *ল্যাংডন কি ব্রুডারকেও ফাঁকি দিয়েছে?* এটা প্রায় অচিন্তনীয়। ওদের টিমের হাত থেকে পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শূন্যের কোঠায়। কিন্তু

এটাও ঠিক, ল্যাংডন একা নেই। তার সাথে যে সোনালি চুলের মেয়েটি আছে সে খুবই চটপটে। ল্যাংডনকে বেশ ভালোভাবেই হাসপাতাল থেকে পালাতে সাহায্য করেছে।

কাছেই এক পুলিশ অফিসারকে দেখা গেলো প্রত্যেক গাড়ির কাছে গিয়ে বাদামী চুলের হ্যান্ডসাম এক লোকের ছবি দেখিয়ে প্রশ্ন করছে। ছবিটা দেখেই ভায়েন্থা চিনে ফেললো। এটা পত্রিকায় ছাপা হওয়া রবার্ট ল্যাংডনের একটি ছবি। তার হৃদয় উথলে উঠলো।

ব্রুডার তাকে ধরতে পারে নি...

ল্যাংডন এখনও পালিয়ে বেড়াচ্ছে!

একজন অভিজ্ঞ স্ট্র্যাটেজিস্ট হিসেবে ভায়েন্থা দ্রুত হিসেব করতে শুরু করে দিলো ঘটনা যদি তা-ই হয়ে থাকে তাহলে তার পরিস্থিতি কতোটা বদলে গেছে।

এক নাম্বার অপশন–পাততাড়ি গুটাতে হবে। চলে যেতে হবে শহর ছেড়ে।

প্রভোস্টের দেয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ভায়েন্থা ভেস্তে দিয়েছে, সেজন্যে তাকে ঝেড়ে ফেলা হয়েছে কনসোর্টিয়াম থেকে। ভাগ্য যদি ভালো হয় তাহলে একটি আনুষ্ঠানিক এনকোয়্যারির মুখোমুখি হতে হবে তাকে, তারপর চাকরিটা হারাতে হবে অবধারিতভাবে। আর ভাগ্য যদি খারাপ হয়ে থাকে, বাকি জীবনটা বার বার পেছন ফিরে দেখতে হবে কনসোর্টিয়াম তার পেছনে লেগেছে কিনা।

দ্বিতীয় একটা অপশনও আছে এখন।

নিজের মিশনটা ভালোমতো শেষ করো।

এ কাজে লেগে থাকা মানে হলো অস্বীকৃতি প্রটোকলের সরাসরি বিরুদ্ধে চলে যাওয়া, কিন্তু ল্যাংডন যেহেতু এখনও কনসোর্টিয়ামের নাগালের বাইরে আছে, পালিয়ে বেড়াচ্ছে তাই তাকে ধরার মিশনে লেগে থাকলে ভায়েন্থার কোনো সমস্যা হবে না বরং নতুন একটা সুযোগ আসার দারুণ সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। *ব্রুডার যদি ল্যাংডনকে ধরতে ব্যর্থ হয়ে থাকে*, ভাবলো সে, টের পেলো তার পাল্স বেড়ে গেছে। *আর আমি যদি সফল হই...*ভায়েন্থা জানে এটা এখনও দূরকল্পনা, কিন্তু ল্যাংডন যদি ব্রুডারের হাত থেকে সটকে পড়তে পারে আর ভায়েন্থা যদি তার কাজটা শেষ করতে উদ্যোগী হয়, তাহলে এই মিশনে সে একক প্রচেষ্টায় কনসোর্টিয়ামকে বাঁচিয়ে দিতে পারবে। সেক্ষেত্রে তাকে ফিরিয়ে নেয়া ছাড়া প্রভোস্টের আর কোনো উপায় থাকবে না।

আমি আমার চাকরি টিকিয়ে রাখবো, মনে মনে বললো সে। *সম্ভবত আরো একধাপ প্রমোশনও পাবো।*

মুহূর্তেই ভায়েন্থা বুঝতে পারলো তার সমগ্র ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে একটা

বিষয়ের উপর। *ল্যাংডনের অবস্থান খুঁজে বের করতে হবে আমাকে...আর সেটা ব্রুডারের আগে।*

কাজটা সহজ হবে না। ব্রুডারের রয়েছে সীমাহীন জনশক্তি আর অগ্রসর প্রযুক্তি। ভায়েন্থা কাজ করছে সম্পূর্ণ একা। তবে তার কাছে রয়েছে এক টুকরো তথ্য যা ব্রুডার, প্রভোস্ট এবং পুলিশের কাছে নেই।

ল্যাংডন কোথায় যেতে পারে সে-ব্যাপারে আমার বেশ ভালো ধারণা আছে।

বিএমডব্লিউ বাইকটা স্টার্ট দিয়ে পুরো ১৮০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে ফেললো সেটা, তারপর যেখান থেকে এসেছিলো সেখানেই রওনা দিলো। *পন্তে আল্লে গ্রাজি*, ভাবলো সে। উত্তরে যে বৃজটা আছে সেটা তার চোখে ভেসে উঠলো। পুরনো শহরে ঢোকার আরো একটি পথ আছে।

অধ্যায় ২৫

ক্ষমা প্রার্থনা ছিলো না, আপন মনে বললো ল্যাংডন। *ওটা ছিলো এক শিল্পীর নাম।*

"ভাসারি," থতমত খেয়ে এক পা পিছিয়ে বলে উঠলো সিয়েনা। "যে শিল্পী তার ম্যুরালে *cerca trova* শব্দটি লুকিয়ে রেখেছিলেন।"

না হেসে পারলো না ল্যাংডন। *ভাসারি। ভাসারি।* এরফলে তার অদ্ভুত আচরণের ব্যাখ্যা পাওয়া গেলো, এর মানে ল্যাংডন আসলে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটিয়ে ফেলার জন্য অনুশোচনা করছিলো না...যেমনটি মনে করা হয়েছিলো আগে।

"রবার্ট, তুমি আহত হবার আগেই বত্তিচেল্লির এই ছবিটা দেখেছিলে, তুমি এও জানতে এতে একটা কোড আছে যা ভাসারির ম্যুরালকে নির্দেশ করছে। এজন্যেই তুমি জ্ঞান ফিরে পাবার পর ভাসারির নামটা বার বার বলছিলে!"

এসবের কি অর্থ দাঁড়াতে পারে সেটা হিসেব করার চেষ্টা করলো ল্যাংডন। গিওর্গিও ভাসারি–ষোড়শ শতকের একজন শিল্পী এবং লেখক–কয়েক শত পেইন্টিঙের শিল্পী হবার পরও ল্যাংডন যাকে উল্লেখ করে থাকে 'এ বিশ্বের প্রথম শিল্পকলার ইতিহাসবিদ' হিসেবে। ছবি আঁকার পাশাপাশি এই শিল্পী কয়েক ডজন ভবনেরও স্থপতি ছিলেন, তবে সব কিছু ছাপিয়ে গেছে তার লেখা *লাইভস অব দি মোস্ট এক্সিলেন্ট পেইন্টার্স, স্কাল্পচার্স অ্যান্ড আর্কিটেক্টস* নামের ইটালিয়ান শিল্পীদের জীবনীমূলক একটি সংকলনগ্রন্থ। এমনকি বর্তমান সময়কালেও ছাত্রছাত্রিরা শিল্পকলার ইতিহাস জানতে এই বইটি পড়ে থাকে।

আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে পালাজ্জো ভেচ্চিও'র হল অব দি ফাইভ হান্ড্রেড-এর ম্যুরালে লুকিয়ে রাখা 'সিক্রেট মেসেজ' *cerca trova* শব্দটি ভাসারিকে বিজ্ঞসমাজে প্রতিষ্ঠিত করে তোলে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরগুলো সবুজ রঙের একটি যুদ্ধ নিশানের উপরে লেখা আছে, যুদ্ধদৃশ্যের ভীড়ে এটা খালি চোখে ধরাই পড়ে না। ভাসারি কেন অদ্ভুত এই মেসেজটি নিজের ম্যুরালে জুড়ে দিয়েছেন সে ব্যাপারে কেউই একমত হতে পারে নি, তবে অনেকগুলো তত্ত্বের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য একটি হলো, দেয়ালের তিন সেন্টিমিটার পেছনে যে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির একটি হারানো ফ্রেসকো রয়েছে সেটার ক্লু দেয়া হয়েছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে।

গাছের উপর দিয়ে নার্ভাসভাবে তাকাচ্ছে সিয়েনা। "একটা জিনিস আমি এখনও বুঝতে পারছি না। তুমি যদি 'ভেরি সরি, ভেরি সরি' না বলে

থাকো...তাহলে তোমাকে খুন করার জন্য লোকজন চেষ্টা করে যাচ্ছে কেন?"

ল্যাংডন নিজেও এটা নিয়ে ভেবে যাচ্ছে।

দূর থেকে সার্ভিলেন্স ড্রোনের শব্দটা আবারো ধেয়ে আসছে তাদের দিকে, ক্রমশ বাড়ছে সেটার আওয়াজ। ল্যাংডন জানে এখন সিদ্ধান্ত নেবার সময় এসে গেছে। ভাসারির *বাত্তাগলিয়া দি মার্সিয়ানো* কিভাবে দান্তের *ইনফার্নো*'র সাথে সম্পর্কিত হতে পারে, অথবা এক রাত আগে তার গুলিবিদ্ধ হবার ঘটনাটি। এসব কিছুই সে মেলাতে পারছে না, অথচ সামনে দেখতে পাচ্ছে বোধগম্য একটি পথ।

Cerca trova।

খুঁজলেই পাবে।

ল্যাংডন আবারো দেখতে পেলো নদীর ওপার থেকে সাদা-চুলের সেই মহিলা তাকে ডাকছে। *সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে!* ল্যাংডন আঁচ করতে পারলো, এসব প্রশ্নের জবাব যদি থেকে থাকে তবে সেগুলো আছে পালাজ্জো ভেচ্চিও'তে।

প্রাচীনকালে এজিয়ান সাগরের প্রবালগুহার মধ্যে থেকে চিংড়ি মাছ ধরে আনতো যেসব গ্রেশিয়ান ডাইভার তাদের একটি প্রবাদপ্রতীম উক্তি মনে পড়ে গেলো তার। *অন্ধকার টানেলের মধ্যে সাঁতার কাটার সময় যখন এমন একটি অবস্থা চলে আসে, ফিরে যাবার কোনো পথ নেই কারণ ফিরে যাওয়ার মতো দম তোমার নেই তখন কেবল একটাই কাজ করার থাকে, সাঁতার কেটে সামনের অজানার পানে এগিয়ে যাওয়া...আর মনে মনে প্রার্থনা করা যেনো বের হবার একটি পথ ওখানে থাকে।*

ল্যাংডনের মনে হলো তারাও এরকম একটি অবস্থায় এসে পড়েছে কিনা।

চোখের সামনে বাগানের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া গোলকধাঁধাতুল্য পথগুলোর দিকে তাকালো সে। সিয়েনা আর সে যদি পিত্তি প্যালেসে পৌছাতে পারে, এই গার্ডেন থেকে বের হতে পারে তাহলে পুরনো শহরে ঢোকার যে বিখ্যাত পন্তি ভেচ্চিও ব্রিজটি আছে সেখানে যেতে পারবে। ঐ জায়গাটা সব সময়ই লোকজনে ভরপুর থাকে, জনমানুষের ভীড়ে খুব সহজেই মিশে যাওয়া যাবে। ওখান থেকে পালাজ্জো ভেচ্চিও মাত্র কয়েক ব্লক দূরে।

ড্রোনের আওয়াজ ক্রমশ বাড়তে থাকলে ল্যাংডনের মধ্যে অদ্ভুত একটি অনুভূতির সৃষ্টি হলো। সে যে 'ভেরি সরি' কথাটা বলে নি এটা তাকে স্বস্তি দিলেও এখন আবার নতুন একটি ভাবনায় পড়ে গেলো। তাহলে পুলিশের হাত থেকে সে কেন পালাচ্ছে?

"শেষ পর্যন্ত তারা আমাকে ধরবেই, সিয়েনা," বললো ল্যাংডন। "এভাবে পালিয়ে না বেড়ানোটাই আমার জন্য ভালো হবে।"

আৎকে উঠে তার দিকে তাকালো মেয়েটি। "রবার্ট, তুমি যখনই পালানোর চিন্তা বাদ দেবে কেউ না কেউ এসে গুলি চালাবে তোমার উপর! তোমাকে আগে বের করতে হবে তুমি কিসের সাথে জড়িয়ে পড়েছিলে। ভাসারির ম্যুরালটি আগে দেখা উচিত তোমার, হয়তো এরফলে তোমার স্মৃতি ফিরে আসতে পারে। হতে পারে এই প্রজেক্টরটি তুমি কেন বহন করছিলে আর ওটা কোত্থেকে এসেছে সেটাও জানা যাবে।"

ল্যাংডনের চোখে ভেসে উঠলো স্পাইক করা চুলের মেয়েটি ঠাণ্ডা মাথায় ডাক্তার মারকোনিকে খুন করছে.. সৈনিকেরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছে...পোর্তা রোমানায় জড়ো হয়েছে ইটালিয়ান মিলিটারি পুলিশ...আর এখন এই ববোলি গার্ডেনে তাদের মাথার উপর চক্কর দিচ্ছে একটি সার্ভিলেন্স ড্রোন। চুপ মেরে গেলো সে। ক্লান্ত চোখ দুটো ডলতে ডলতে অপশনগুলো নিয়ে ভাবলো।

"রবার্ট?" সিয়েনার কণ্ঠ তাড়া দিলো তাকে। "আরেকটা ব্যাপার আছে...ওটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় নি, তবে এখন তাই মনে হচ্ছে।"

চোখ খুলে তাকালো ল্যাংডন। মেয়েটার কণ্ঠে যে তাড়া আছে সেটা বুঝতে পেরেছে।

"কথাটা আমি তোমাকে অ্যাপার্টমেন্টেই বলতে চেয়েছিলাম," বললো সে, "কিন্তু..."

"কি?"

নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো সিয়েনা। মনে হচ্ছে অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেছে। "তুমি যখন হাসপাতালে এলে তখন বেঘোরে ছিলে, কিছু বলার চেষ্টা করছিলে।"

"হ্যা," বললো ল্যাংডন, "বিড়বিড় করে বলছিলাম 'ভাসারি, ভাসারি।' "

"হ্যা, কিন্তু তার আগে...মানে আমরা রেকর্ডারটা নিয়ে আসার আগে তুমি আরেকটা কথা বলেছিলে। সেটা আমার মনে আছে। হাসপাতালে আসার পর প্রথম ঐ কথাটাই বলেছিলে তুমি। মাত্র একবারই বলেছিলে সেটা। তবে আমি নিশ্চিত, কথাটা বুঝতে পেরেছিলাম।"

"আমি কি বলেছিলাম?"

মাথার উপরে থাকা ড্রোনটার দিকে চকিতে তাকিয়ে ল্যাংডনের দিকে ফিরলো সে। "তুমি বলেছিলে, *'ওটা খুঁজে পাবার চাবি আমার কাছে আছে...আমি যদি ব্যর্থ হই তাহলে সবাই মারা যাবে।'* "

স্থিরচোখে চেয়ে রইলো ল্যাংডন।

সিয়েনা বলতে লাগলো, "আমি ভেবেছিলাম তুমি তোমার পকেটে রাখা

জিনিসটার কথা বলছিলে, তবে এখন আমি অতোটা নিশ্চিত নই।"

আমি যদি ব্যর্থ হই তাহলে সবাই মারা যাবে? কথাটা ল্যাংডনকে বেশ নাড়িয়ে দিলো। চোখের সামনে ভেসে উঠলো মৃতদের ভয়াবহ সেই ছবিটা...দান্তের ইনফার্নো, বায়োহ্যাজার্ড সিম্বল, প্লেগ ডাক্তার। আবারো সাদা-চুলের সেই অপরূপ সুন্দরী মহিলা রক্তলাল নদীর ওপার থেকে আকুতি জানাচ্ছে তাকে।

খুঁজলেই পাবেন! সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে!

সিয়েনার কণ্ঠ তাকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনলো। "এই প্রজেক্টরটি শেষ পর্যন্ত যা-ই নির্দেশ করে থাকুক...অথবা তুমি যা খোঁজার চেষ্টা করছো সেটা নিশ্চয় বিপজ্জনক কিছুই হবে। সত্যিটা হলো লোকজন আমাদেরকে খুন করার চেষ্টা করছে..." তার কণ্ঠ কিছুটা কেঁপে উঠলো যেনো। নিজের চিন্তাভাবনা গুছিয়ে নিতে কয়েক মুহূর্ত সময় নিলো সে। "ভেবে দেখো। তারা দিনে-দুপুরে তোমাকে গুলি করেছে...আমাকে গুলি করেছে–যে কিনা এসবের সাথে মোটেও জড়িত নয়, একেবারেই নিরীহ একজন। মনে হচ্ছে না কেউ আলাপ-আলোচনা করতে চাইছে। তোমার নিজের দেশের সরকার তোমার বিরুদ্ধে চলে গেছে...তাদের কাছে তুমি সাহায্য চাইলে আর তারা তোমাকে খুন করার জন্য এক খুনিকে পাঠিয়ে দিলো।"

ফাঁকা দৃষ্টি নিয়ে সামনে চেয়ে রইলো ল্যাংডন। ইউএস কনসুলেট ল্যাংডনের অবস্থানের কথা খুনিকে জানিয়ে দিয়েছে নাকি তারাই তাকে খুন করার জন্য তাকে পাঠিয়েছে সেটা ভাবা অবান্তর। ফলাফল তো একই। *আমার নিজের দেশের সরকার আমার পাশে নেই।*

সিয়েনার বাদামী চোখের দিকে তাকালো ল্যাংডন, সেখানে দেখতে পেলো নির্ভয়। *আমি তাকে কিসের মধ্যে জড়িয়ে ফেলেছি?* "আমি যদি জানতাম আমি কী খুঁজে বেড়াচ্ছি তাহলে সবটাই পরিস্কার হয়ে যেতো।"

সায় দিলো সিয়েনা। "সেটা যা-ই হোক না কেন, আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। অন্তত এটা আমাদেরকে সুবিধা দেবে।"

তার যুক্তিটা উড়িয়ে দেয়া কঠিন। তারপরও ল্যাংডনের মনে একটা খচখচানি হতে লাগলো। *আমি যদি ব্যর্থ হই, তাহলে সবাই মারা যাবে।* সারাটা সকাল সে বায়োহ্যাজার্ডের বিপজ্জনক সিম্বল, প্লেগ আর দান্তের নরক নিয়ে ভেবে গেছে। তারপরও স্বীকার করতেই হবে, কিসের পেছনে ছুটছে, কি খুঁজে বেড়াচ্ছে সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই তার নেই। তবে পরিস্থিতিটা যে বিপজ্জনক মহামারি, মরণঘাতি জীবাণু কিংবা রোগের হুমকির সাথে সম্পর্কিত সে ব্যাপারে তার মনে এখন কোনো সন্দেহ নেই। তা-ই যদি সত্যি হয়ে থাকে তার নিজের

দেশের সরকার কেন তাকে শেষ করে দিতে চাইবে?

তারা কি মনে করছে আমি কোনো না কোনোভাবে সম্ভাব্য একটি আক্রমণের সাথে জড়িত?

মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। অন্য কিছু ব্যাপারও আছে এখানে।

ল্যাংডন আবারো সাদা-চুলের মহিলার কথা ভাবলো। "হেলুসিনেশানে এক মহিলাকেও দেখি। তাকে দেখলেই আমার মনে হয় তাকে সাহায্য করা দরকার।"

"তাহলে নিজের অনুভূতির উপর আস্থা রাখো," সিয়েনা বললো। "তোমার যে অবস্থা তাতে তোমার অবচেতন মনই তোমার সেরা কম্পাস। এটা বেসিক মনোবিজ্ঞান-তোমার মন যদি বলে ঐ মহিলাকে সাহায্য করতে হবে তাহলে আমিও মনে করি তোমার তা-ই করা উচিত।"

"খুঁজলেই পাবে," একসাথে তারা দু'জনে বলে উঠলো।

হাফ ছাড়লো ল্যাংডন, পরিস্কার হয়ে গেছে তার পথটা কি ।

আমাকে শুধু টানেলের ভেতর দিয়ে সাঁতরে যেতে হবে।

এসপার ওসপার করতে হবে এমন ভঙ্গি করে ল্যাংডন তার চারপাশটা দেখে নিলো। নিজেকে ধাতস্থ করার চেষ্টা করলো সে। *এই গার্ডেন থেকে বের হবার পথ কোনটা?*

তারা দাঁড়িয়ে আছে গার্ডেনের একটি খোলা প্রান্তরের শেষদিকে কিছু গাছের নীচে, এখান থেকে বিভিন্ন দিকে চলে গেছে বেশ কয়েকটি রাস্তা। দূরে একটি ডিম্বাকৃতির লেগুন দেখতে পেলো সে, ওটার মাঝখানে ছোট্ট একটি দ্বীপের মতো আছে, লেবু গাছ আর কিছু মূর্তিতে জায়গাটা ভরপুর। *আইসোলোত্তো,* ভাবলো সে। দেবতা জিউসের ছেলে পারসিয়াসের বিখ্যাত ভাস্কর্যটির কথা মনে পড়ে গেলো। ডুবন্তপ্রায় ঘোড়ার পিঠে সওয়ার সে। পানি ফুড়ে ওঠার চেষ্টা করছে।

"পিত্তি প্যালেস ঐ দিকে," আইসোলোত্তো থেকে একটু দূরে পূর্ব দিকটা দেখিয়ে বললো ল্যাংডন। গার্ডেনের মেইন রোড ভিওত্তোলোনি'র দিকে। এই রাস্তাটি পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেছে। ভিওত্তোলোনি দুই লেনের একটি রাস্তা, দু'পাশে চারশত বছরের পুরনো সাইপ্রেস গাছের সারি।

"ওখানে তো লুকানোর মতো কোনো জায়গা নেই," বললো সিয়েনা। মাথার উপরে চক্কর দিতে থাকা ড্রোন আর খোলা রাস্তাটার দিকে ইঙ্গিত করলো।

"ঠিক বলেছো," বাঁকা হাসি দিয়ে বললো ল্যাংডন। "আর সেজন্যে আমরা ওখান দিয়ে না গিয়ে টানেল ব্যবহার করবো।"

আবারো জায়গাটা দেখালো সে তবে এবার ভিওত্তোলোনির মুখে লম্বা লম্বা ঘন ঘাসের দিকে। সবুজের এই দেয়াল কেটে তৈরি করা হয়েছে একটি

খিলানসদৃশ্য প্রবেশপথ। সেই খোলাপথের পরেই আছে একটি ফুটপাত, সেটা চলে গেছে বহু দূরে–যেনো কোনো টানেল ছুটে চলেছে ভিওত্তোলোনির সমান্তরালে। সেই ষোড়শ শতক থেকেই এর দু'দিকে থাকা ওক গাছের ডালপালাগুলো কেটে চমৎকারভাবে জট পাকিয়ে দেয়া হয়েছে, ফলে মাথার উপরে গাছপালার ডালগুলো ছাউনির মতো কাজ করে। এই পথটির নাম লা সার্কিয়াতা–আক্ষরিক অর্থ 'সার্কুলার', মানে 'বৃত্তাকার।'

সিয়েনা দৌড়ে ছুটে গেলো সেখানে। উঁকি মেরে দেখলো ছায়াঘেরা চ্যানেলের ভেতরে। সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে হাসি দিলো সে। "দারুণ।"

দেরি না করে ভেতরে ঢুকে পড়লো মেয়েটি, গাছগাছালির নীচ দিয়ে দ্রুত হাটতে শুরু করলো এবার।

ল্যাংডন লা সার্কিয়াতা'কে সব সময়ই ফ্লোরেন্সের সবথেকে শান্ত আর নিরিবিলি জায়গা হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। তবে এ মুহূর্তে সিয়েনাকে ওটার ভেতর দিয়ে দ্রুত ছুটে যেতে দেখে আরো একবার তার মনে পড়ে গেলো গ্রেসিয়ান ডাইভারদের সেই প্রার্থনাটির কথা।

দ্রুত নিজের প্রার্থনাটি করে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো সে।

তাদের থেকে আধ মাইল পেছনে, আর্ট ইন্সটিটিউটের বাইরে এজেন্ট ব্রুডার একদল পুলিশ আর ছাত্রছাত্রিদের মাঝখান দিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে বের হয়ে এলো, তার শীতল দু'চোখের চাহনীতে ভীড়টা দু'দিকে সরে গেলো মুহূর্তে। একটু দূরে রাখা কালো রঙের ভ্যানের সমানে চলে এলো সে, এটা এখন তাদের কমান্ডপোস্ট। একজন সার্ভিলেন্স স্পেশালিস্ট কাজ করে যাচ্ছে সেখানে।

"আমাদের ড্রোন থেকে পেয়েছি," ব্রুডারকে বললো সার্ভিলেন্স স্পেশালিস্ট। "কয়েক মিনিট আগে।"

পজ্ করা ভিডিওটার দিকে তাকালো ব্রুডার। দুটো মুখের ছবি দেখা যাচ্ছে–কালচে চুলের এক পুরুষ আর সোনালি চুলের পনিটেইল করা এক মেয়ে–তারা দু'জনেই গাছের ছায়ার নীচ থেকে উপরে আকাশের দিকে চেয়ে আছে।

রবার্ট ল্যাংডন।

সিয়েনা ব্রুকস।

সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

ববোলি গার্ডেনের ম্যাপটার দিকে তাকালো ব্রুডার। ভ্যানের হুডের উপর

সেটা মেলে রাখা হয়েছে। *তারা খুব খারাপ একটি পথ বেছে নিয়েছে,* ভাবলো সে। গার্ডেনের লে-আউটের দিকে ভালো করে চোখ বুলালো এবার। ভেতরে অসংখ্য পথ, গাছপালা আর লুকাবার জায়গা থাকলেও এর পুরোটা সীমানা উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ব্রুডার যতোটা ভেবেছিলো তারচেয়ে এই ববোলি গার্ডেন শিকার করার জন্য অনেক বেশি সহজ একটি জায়গা।

তারা কখনও এখান থেকে বের হতে পারবে না।

"স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সবগুলো এক্সিট সিল করে দিয়েছে," এজেন্ট বললো। "তারা এখন ভেতরে তল্লাশী করছে।"

"আমাকে সবকিছু জানিও," বললো ব্রুডার।

আস্তে করে ভ্যানের জানালা দিয়ে পেছনের সিটে বসে থাকা সাদা-চুলের মহিলার দিকে তাকালো সে।

যে ড্রাগ তাকে দেয়া হয়েছে সেটা কাজ করতে শুরু করেছে। মহিলা এখন আধো-অচেতন–এতোটা ভালো কাজ করবে ব্রুডার কল্পনাও করতে পারে নি। তাসত্ত্বেও মহিলার ভয়ার্ত দু'চোখের দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারলো চারপাশে কি ঘটছে না ঘটছে সেসবই পুরোপুরি বোধগম্য করতে পারছে সে।

তাকে দেখে সুখি মনে হচ্ছে না, ভাবলো ব্রুডার। কিন্তু কথা হলো, *এরকম হবার তো কারণও নেই।*

অধ্যায় ২৬

পানির ফোয়ারা বিশ ফুট উপরে উঠে গেলো।

ল্যাংডন দেখতে পেলো আস্তে আস্তে সেগুলো নেমে আসছে নীচের মাটিতে। বুঝতে পারলো তারা কাছাকাছি এসে পড়েছে। লা সার্কিয়াতা'র বৃক্ষশোভিত টানেলের শেষপ্রান্তে এসে কর্ক গাছেঘেরা খোলা প্রান্তরে চলে এলো। এখন ববোলি গার্ডেনের সবচেয়ে বিখ্যাত পানির ফোয়ারাটা দেখতে পেলো–স্তলদো লরেঞ্জি'র ব্রোঞ্জ অব নেপচুন তিনমাথার একটি বর্শা ধরে রেখেছে। অপ্রাসঙ্গিকভাবেই স্থানীয়রা এটাকে বলে কাটাচামচের ফোয়ারা। এই ফোয়ারাটি গার্ডেনের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত।

টানেল থেকে বের হয়ে সিয়েনা দাঁড়িয়ে পড়লো। উপরের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলো সে। "ড্রোনটা দেখতে পাচ্ছি না।"

ল্যাংডনও ওটার শব্দ শুনতে পাচ্ছে না এখন, অবশ্য ফেয়ারার পানির শব্দ হচ্ছে বেশ।

"মনে হয় রিফুয়েল করার দরকার পড়েছে," সিয়েনা বললো। "এটাই আমাদের সুযোগ। কোন্ দিকে যাবো এবার?"

ল্যাংডন তাকে নিয়ে বাম দিকে চলে গেলো। একটা সরু পথ বেয়ে একটু উপরে উঠতেই তাদের চোখে পড়লো পিত্তি প্যালেস।

"চমৎকার তো," ফিসফিস করে বললো সিয়েনা।

"একেবারে টিপিক্যাল মেদিচি বললেও কম বলা হবে," তীর্যকভাবে বললো সে।

সিকি মাইল দূর থেকেও পাথরে তৈরি পিত্তি প্যালেসটা পুরো ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করে আছে। দিগন্তের ডান থেকে বামে ছড়িয়ে আছে সেটা। পাথরে তৈরি এর বাইরের অংশ খোদাই করে নক্সা করা, এক ধরণের কর্তৃত্বপরায়ন ভাব রয়েছে। প্রথাগতভাবে সাবেক প্রাসাদগুলো তৈরি হতো খানিকটা উঁচু জায়গায় যাতে করে নীচের বাগান থেকে ওগুলো ভালোভাবেই দেখা যায়, কিন্তু পিত্তি প্যালেস আরনো নদীর কাছে নীচু সমতলভূমিতে বানানোর উদ্দেশ্য ছিলো ববোলি গার্ডেন থেকে লোকজন নীচের দিকে তাকিয়ে প্রাসাদটি যেনো দেখতে পায়।

এর ফলে আরো বেশি নাটকীয়তা তৈরি হয়েছে। প্রকৃতি নিজে এই প্রাসাদটাকে নির্মাণ করেছে বলে একজন স্থপতি বর্ণনা করেছিলো...যেনো বড়

বড় পাথরগুলো ভূমিধ্বসের ফলে গড়িয়ে চলে এসেছে এখানে, তারপর একত্র হয়ে তৈরি করেছে এই প্রাসাদ।

নীচু জমিতে অবস্থিত বলে এর সুরক্ষার ঘাটতি আছে, তাসত্ত্বেও সলিড পাথরে তৈরি পিত্তি প্যালেস এতোটাই মনোমুগ্ধকর যে নেপোলিওন বোনাপার্ট ফ্লোরেন্সে থাকার সময় তার ঘাঁটি হিসেবে এটাকেই বেছে নিয়েছিলেন।

"দেখো," প্রাসাদের সবচাইতে কাছের একটি দরজা দেখিয়ে বললো সিয়েনা। "ভালো খবর।"

ল্যাংডনও এটা দেখেছে। সকালের এ সময়টাতেও পর্যটকের দল প্রাসাদের সামনে বাগানে ঘুরেফিরে দেখছে। প্রাসাদটি খোলা আছে, তার মানে ল্যাংডন আর সিয়েনা খুব সহজেই ভেতরে ঢুকে ভবনটির ভেতর দিয়ে বাগান পেরিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে। ল্যাংডন জানে তারা ডান দিকে আরনো নদীটা দেখতে পাবে, ওটা পেরোলেই পুরনো শহরটা।

সিয়েনা আর ল্যাংডন প্রায় জগিংয়ের মতো করে এগোতে লাগলো প্রাসাদের দিকে। একটু এগোতেই ববোলি অ্যাম্ফিথিয়েটারটি অতিক্রম করে গেলো তারা–ইতিহাসের প্রথম অপেরার পারফর্মেন্স এখানেই হয়েছিলো–ঘোড়ার খুড়ের মতো আকৃতির এই স্থাপনাটি পাহাড়ের পাশে অবস্থিত। এরপর তারা পেরিয়ে গেলো দ্বিতীয় রামেসিসের অবিলিস্ক এবং ওটার পাদদেশে রাখা দুর্ভাগ্যজনক একটি 'আর্ট।' গাইডবুক এটিকে বলছে 'রোমের বাথ্স অব কারাকাল্লা'র একটি বিশালাকৃতির পাথরের বেসিন। কিন্তু ল্যাংডন এটাকে এ বিশ্বের সবচাইতে বড় বাথটাব ছাড়া আর কিছুই মনে করে না। সত্যি বলতে কি, এটা আসলে তা-ই ছিলো। *তাদের উচিত এই জিনিসটা অন্য কোথাও রাখা।*

অবশেষে প্রাসাদের পেছন দিকটায় চলে এলে হাটার গতি কমিয়ে দিলো তারা, কারোর চোখে যেনো না পড়ে সেজন্যে সকালের প্রথম দিকে আসা পর্যটকদের ভীড়ে মিশে গেলো। জনস্রোতের বিরুদ্ধে সরু টানেল দিয়ে এগিয়ে গেলো প্রাসাদের ভেতরের খোলা প্রাঙ্গনে, এখানে দর্শনার্থীরা বসে বসে রেডিমেড এসপ্রেসো কফিতে চুমুক দিচ্ছে আর সকালের সময়টা উপভোগ করছে। কফির টাটকা গন্ধে বাতাস ভরে আছে, হঠাৎ করেই ল্যাংডনের ইচ্ছে করলো বেঞ্চে আরাম করে বসে সকালের নাস্তা করবে। *কিন্তু আজ নয়,* প্রাসাদের ভেতর দিয়ে প্রধান প্রবেশদ্বারের দিকে যেতে যেতে ভাবলো সে।

দরজার সামনে আসতেই ল্যাংডন আর সিয়েনা থমকে দাঁড়ালো। অসংখ্য পর্যটক সরু দরজাটার সামনে জড়ো হয়ে উৎসুকভাবে বাইরের দিকে চেয়ে আছে।

ভীড়ের মধ্য দিয়ে প্রাসাদের সামনের দিকটা দেখলো ল্যাংডন।

পিত্তির রাজকীয় প্রবেশপথটি আর আগের মতো নেই। সামনের সবুজ লনের ঘাস আর গাছপালা কেটে ফেলা হয়েছে, সামনের প্রাঙ্গণটি এখন কংক্রিটের গ্রাউন্ড, পাহাড়ের দিক থেকে ভায়া দেই গুইচ্চিয়ারদিনির দিকে চলে গেছে সেটা, অনেকটা সুবিশাল স্কি স্লপের মতো।

পাহাড়ের পাদদেশে তাকাতেই ল্যাংডন বুঝতে পারলো পর্যটকেরা উৎসুক হয়ে কি দেখছে।

নীচের পিয়াজ্জা দেই পিত্তি'র সামনে চতুর দিক থেকে ছুটে এসেছে আধ ডজনের মতো পুলিশের গাড়ি। অফিসারদের একটি দল ঢালু পথ বেয়ে উঠে আসছে উপরে। নিজেদের হোলস্টার থেকে অস্ত্র বের করে নিচ্ছে তারা, হাত নেড়ে প্রাসাদের সামনে থেকে পর্যটকদের সরে যেতে ইশারা করছে।

অধ্যায় ২৭

পিত্তি প্যালেসে পুলিশের দলটি ঢোকার আগেই সিয়েনা আর ল্যাংডন সটকে পড়তে শুরু করলো। যেখান থেকে এসেছিলো সেখানেই আবার ফিরে গেলো তারা। প্রাসাদের ভেতরের প্রাঙ্গণে ক্যাফের কাছে আসতেই শুনতে পেলো লোকজন কানাঘুষা করছে পুলিশের আগমন নিয়ে। ভেতরের পর্যটকেরা বাইরের দিকে ছুটে যাচ্ছে কি হয়েছে দেখার জন্য।

এতো দ্রুত পুলিশ তাদের অবস্থান জানতে পেরেছে বলে সিয়েনা একটু অবাকই হলো। *ড্রোনটা আমাদের অবস্থান চিহ্নিত করতে পেরেছে বলেই উধাও হয়ে গেছে।*

গার্ডেন থেকে যে সঙ্কীর্ণ টানেলের ভেতর দিয়ে এসেছিলো সেটা দিয়েই আবার ফিরে যেতে শুরু করলো তারা। কোনো রকম দ্বিধাগ্রস্ত না করেই পাথরের পথ দিয়ে এগোতে লাগলো এবার। ওখানকার সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় সিঁড়িসংলগ্ন দেয়ালের উপর দিয়ে ববোলি গার্ডেনের বিশাল প্রান্তরটি চোখে পড়লো।

সিয়েনার হাত ধরে ল্যাংডন টান মেরে তাকে নীচু হয়ে যেতে বললো যাতে করে দেয়ালের ওপাশ থেকে তাদেরকে না দেখা যায়। দৃশ্যটা সিয়েনাও দেখেছে।

তিনশ' গজ দূরে অ্যাম্ফিথিয়েটারের পাশে যে ঢালুপথটি আছে সেখান দিয়ে একদল পুলিশ ঢুকে পড়েছে। তল্লাশী করছে তারা, পর্যটকদের এটা ওটা জিজ্ঞেস করছে। ওয়্যারলেসের সাহায্যে যোগাযোগ করছে একে অন্যের সাথে।

আমরা ফাঁদে পড়ে গেছি!

ল্যাংডনের সাথে পরিচয় হবার সময় সিয়েনা ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারে নি এই লোকের সাথে তাকে এভাবে এতোদূর চলে আসতে হবে, তাও আবার এরকম পরিস্থিতিতে। *এটা আমার কল্পনার চেয়েও অনেক বেশি কিছু।* হাসপাতাল থেকে যখন ল্যাংডনকে নিয়ে পালিয়ে আসে তখন সে ভেবেছিলো স্পাইক-চুলের মেয়ের হাত থেকে বুঝি বাঁচা গেলো। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছে মিলিটারির একটি দল নেমে পড়ছে তাদের পেছনে, সঙ্গে ইটালিয়ান পুলিশ। সে বুঝতে পারছে এ মুহূর্তে তাদের পালিয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রায় শূন্যের কোঠায়।

"বের হবার আর কোনো পথ আছে?" হাফাতে হাফাতে জানতে চাইলো সিয়েনা।

"মনে হয় না," বললো ল্যাংডন। "এই গার্ডেনটি প্রাচীরঘেরা শহরের মতো..." আচমকা থেমে পূর্ব দিকে তাকালো সে। "ঠিক...ভ্যাটিকান সিটির মতোই।" তার চোখেমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, যেনো হঠাৎ করেই আশার আলো দেখতে পাচ্ছে।

সিয়েনা বুঝতে পারলো না তাদের বর্তমান কঠিন অবস্থার সাথে ভ্যাটিকানের কি সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু ল্যাংডন আপন মনে মাথা নেড়ে সায় দিতে দিতে পূর্ব দিক থেকে প্রাসাদের দিকে তাকালো আবার।

"আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই," সিয়েনার সাথে সাথে আবার চলতে শুরু করলো ল্যাংডন। "তবে এখান থেকে বের হবার অন্য একটা পথ আছে হয়তো।"

আচমকা তাদের সামনে পড়ে গেলো দুজন মানুষ। ওরা সীমানাপ্রাচীরের দিক থেকে এসেছে, আরেকটুর জন্যে ল্যাংডন আর সিয়েনার সাথে ধাক্কা লেগে যেতো। দু'জনেই পরে আছে কালো চামড়ার পোশাক, কয়েক মুহূর্তের জন্য লোক দুটোকে সিয়েনার মনে হলো তার অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকা সৈনিকে বলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ভুল ভাঙলো। এরা দু'জন নিছক পর্যটক-সম্ভবত ইটালিয়ান। তাদের পরনে স্টাইলিশ কালো চামড়ার জামা দেখে আন্দাজ করলো সে।

মাথায় একটা আইডিয়া চলে আসতেই স্মিত মুখে একজন পর্যটকের হাত ধরে ফেললো সিয়েনা। তার চোখেমুখে আন্তরিকতার বর্হিপ্রকাশ। *"পুয়ো দিরচি দোভেলা গ্যালারিয়া দেল কস্তিউম?"* ইতালিয়ান ভাষায় বলে গেলো সে। কস্টিউম গ্যালারি হিসেবেখ্যাত জায়গাটি কোন দিকে জানতে চাইলো। *"ইয়ো এ মিও ফ্রাতেল্লো সিয়ামো ইন রিতার্দো পার উনা ভিসিতা প্রিভাতা।" আমি এবং আমার ভাই প্রাইভেট টুরে দেরি করে ফেলেছি।*

"সার্তো!" লোকটা হেসে বললো। তাকে দেখে মনে হলো সেও সাহায্য করতে উদগ্রীব। *"প্রসেগুইতি দ্রিত্তো পার ইল সেন্তিয়েরো!"* সীমানাপ্রাচীরের পশ্চিম দিকটা দেখিয়ে বললো সে, ল্যাংডন যেমনটি ভেবেছিলো জায়গাটা তার চেয়ে কিছুটা দূরে।

"মল্‌তে গ্রাজি!" আরেকটা স্মিতহাসি দিয়ে ধন্যবাদ জানালো তাদেরকে।

সিয়েনার দিকে তাকিয়ে ল্যাংডন প্রশংসাসূচকভাবে মাথা নাড়লো। সে বুঝতে পেরেছে তার উদ্দেশ্যটা কি ছিলো। পুলিশ যদি এই দুই পর্যটককে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাহলে তারা জানতে পারবে ল্যাংডন আর সিয়েনা কস্টিউম গ্যালারির দিকে গেছে, সেটা প্রাসাদের থেকে বেশ দূরে পশ্চিম দিকে অবস্থিত...তারা এখন যেখানে যাবার জন্য পা বাড়াচ্ছে সেখান থেকে প্রায় বিপরীত দিকে।

"ওই পথ দিয়ে যেতে হবে আমাদের," ল্যাংডন সামনের একটি খোলা চত্বরের কাছে হাটারপথটি দেখিয়ে বললো। ওটা নীচু হয়ে চলে গেছে আরেকটি পাহাড়ের কোল ঘেষে, প্রাসাদ থেকে অনেক দূরে। পাথরে বিছানো পথটি পাহাড়ের কোলঘেষে এঁকেবেঁকে চলে গেছে, একপাশে উঁচুগাছের বেড়া থাকার করণে এটা তাদের আড়াল হিসেবে কাজ করবে। পাহাড় থেকে নেমে আসা পুলিশের দলটি মাত্র একশ' গজ দূরে।

সিয়েনা হিসেব করে দেখলো খোলা চত্বরটি পেরিয়ে ঐ পথে যাবার সম্ভাবনা তাদের খুবই কম। পর্যটকের দল ওখানে জড়ো হয়েছে, পুলিশের কর্মকাণ্ড দেখছে উৎসুক হয়ে। ড্রোনের মৃদু শব্দও শোনা যাচ্ছে আবার। অনেক দূর থেকে আসছে ওটা।

"হয় এখন হবে নয়তো হবে না," কথাটা বলেই ল্যাংডন মেয়েটার হাত ধরে ছুটে গেলো খোলা চত্বরটি দিয়ে। পর্যটকদের ভীড়ের মধ্যে এঁকেবেঁকে যেতে হলো তাদেরকে। সিয়েনা দৌড়ে যাবার চেষ্টা করলেও ল্যাংডন তার হাতটা শক্ত করে ধরে যথাসম্ভব শান্তভাবে হাটার চেষ্টা করলো।

পাথুরেপথের কাছে আসতেই সিয়েনা পেছন ফিরে দেখলো তাদেরকে পুলিশের দলটি দেখে ফেলেছে কিনা। একমাত্র পুলিশের যে লোকটিকে দেখতে পেলো সে আকাশের দিকে তাকিয়ে কী যেনো দেখছে। ড্রোনের শব্দ ক্রমশ বাড়ছে এখন। আর কোনো দিকে না তাকিয়ে ল্যাংডনের সাথে ছুটে চললো সে।

তাদের সামনে গাছপালার ফাঁক দিয়ে পুরনো ফ্লোরেন্সের আকাশটা দেখা যাচ্ছে এখন। দুমো'র লাল-টাইলসের গম্বুজ আর গিওত্তো'র বেল টাওয়ারের সবুজ, লাল আর সাদা টাওয়ারটি দেখতে পেলো সিয়েনা। এ মুহূর্তের জন্য পালাজ্জো ভেচ্চিও'র টাওয়ারটিও তার চোখে পড়লো–ওটার অবস্থান বেশ দূরে কিন্তু তারা পথ বেয়ে যতোই নীচের দিকে নামতে লাগলো উঁচু প্রাচীরের কারণে সেই দৃশ্য ঢাকা পড়ে যেতে লাগলো আস্তে আস্তে।

পাহাড়ের পাদদেশে পৌছাতেই হাফিয়ে উঠলো সিয়েনা, ভাবতে লাগলো তারা কোথায় যাচ্ছে সে সম্পর্কে ল্যাংডনের আসলেই কোনো ধারণা আছে কিনা। পথটি চলে গেছে গোলকধাঁধার বাগানের দিকে, তবে ল্যাংডন বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে বাম দিকে মোড় নিয়ে পাথরে তৈরি প্রশস্ত একটি জায়গার দিকে এগিয়ে গেলো। এটা দেখতে অনেকটা বাড়িঘরের সামনে যে পাকা মেঝে থাকে সেরকম বলে মনে হচ্ছে। ওটা পেরিয়ে গাছের বেড়ার যে হেজ রয়েছে সেখানে থামলো সে। মাথার উপরে ঝুলছে কিছু গাছের ডালপালা। জায়গাটা একেবারে ফাঁকা আর নিরিবিলি। গাছের ছায়াতল বলে কিছুটা অন্ধকারও বটে। এটা সম্ভবত এখানকার কর্মচারীদের পার্কিংলট।

"আমরা কোথায় যাচ্ছি?!" দম ফুরিয়ে জানতে চাইলো সিয়েনা।

"প্রায় পৌছে গেছি।"

কোথায়? এই কংক্রিটের লনটি তিনদিক দিয়ে উঁচু দেয়ালে ঘেরা, আর দেয়ালগুলোর উচ্চতা তিনতলার নীচে হবে না। একমাত্র যে জায়গাটি দিয়ে বের হওয়া যাবে সেটা বাম দিকে গাড়ি আসা-যাওয়ার পথ। কিন্তু সেখানে রয়েছে বিশাল রট-আয়রনের একটি গেট। দেখে মনে হচ্ছে গেটটা প্রাসাদের মতোই পুরনো। সিয়েনা দেখতে পেলো গেটের ওপাশে পিয়াজ্জা দেই পিত্তি'তে পুলিশ জড়ো হয়ে আছে।

গাছের বেড়া ধরে তাদের সামনে যে দেয়াল আছে সেদিকে এগিয়ে গেলো ল্যাংডন। ওখানে খোলা কোনো জায়গা কিংবা দরজার মতো আছে কিনা ভালো করে দেখে নিলো সিয়েনা। কিন্তু সে কেবল দেখতে পেলো একটি প্রকোষ্ঠের মতো জায়গা, যেখানে রয়েছে তার দেখা সবচাইতে জঘন্য আর অশ্লীল একটি ভাস্কর্য।

হায় ঈশ্বর, মেদিচিরা এ পৃথিবীর এতো শিল্পকর্ম থাকতে এটাকে বেছে নিলো?

তাদের সামনে যে ভাস্কর্যটি আছে সেটা এক মোটা, নগ্ন আর বামন আকৃতির লোকের, বিশালাকারে একটি কচ্ছপের পিঠের উপর বসে আছে সে। তার অণ্ডকোষ চেপে রেখেছে কচ্ছপের খোলসের সাথে। কচ্ছপটির মুখ দিয়ে পানি চুইয়ে পড়ছে, যেনো ওটা বেশ অসুস্থ।

"আমি জানি," হাটা না থামিয়ে বললো ল্যাংডন। "এটা *ব্রাচ্চিও দি বার্তোলো*–রাজসভার বিখ্যাত বামন। তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো তাহলে আমি বলবো, এটাকে ঐ বিশাল বাথটাবে রাখালেই ভালো হতো।"

ল্যাংডন ডান দিকে মোড় নিয়ে একটা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলো। এই সিঁড়িটা একটু আগে পর্যন্ত সিয়েনার চোখে পড়ে নি।

বের হবার পথ!

কিন্তু আশার আলোটি বেশিক্ষণ টিকে থাকলো না।

ল্যাংডনের পেছন পেছন সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে সে বুঝতে পারলো তারা আসলে একটি কানাগলির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে–এই কানাগলির দেয়ালগুলো আবার অন্যগুলোর তুলনায় দ্বিগুন উঁচু। তারচেয়েও বড় কথা, সিয়েনা আঁচ করতে পারলো তাদের দীর্ঘ ভ্রমণটি শেষ হতে যাচ্ছে একটি গুহার মুখের কাছে গিয়ে...দেয়ালে খোদাই করা আছে সুগভীর একটি গুহা। *এখান দিয়ে কোথায় যাবো আমরা!*

গুহার মুখের উপরে চাকুসদৃশ্য অসংখ্য ফলা ঝুলে আছে। ভেতরটায় কিছু

পাথুরে আকৃতির বস্তু দুমরেমুচরে দেয়ালে গেঁথে আছে যেনো পাথরগুলো গলে গলে পড়ছে...আকৃতিগুলো ক্রমশ মানুষ্য রূপ ধারণ করছে, মাটিতে পুঁতে রাখা মানবদেহের বের হয়ে থাকা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো লাগছে দেখতে, যেনো দেয়ালগুলো তাদেরকে গিলে খেয়ে ফেলছে। পুরো দৃশ্যটা সিয়েনাকে স্মরণ করিয়ে দিলো বত্তিচেল্লির সেই *লা মাপ্পা দেল ইনফার্নো*'র কথা।

কিন্তু ল্যাংডনকে দেখে মনে হচ্ছে কোনো ভাবান্তর নেই তার মধ্যে, সে গুহার মুখের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। একটু আগে সে ভ্যাটিকান সিটির কথা বলেছিলো কিন্তু সিয়েনা একদম নিশ্চিত ওখানকার চারদেয়ালের ভেতরে এরকম উদ্ভট গুহা নেই।

আরো কাছে এগোতেই সিয়েনার চোখে পড়লো প্রবেশপথের উপরে থাকা কারুকাজ করা বিমের দিকে–বের হয়ে থাকা পাথরের অদ্ভুত আকৃতিগুলো যেনো দুই নারীকে ঘিরে রেখেছে, যাদের দুই পাশে একটি ঢাল রয়েছে, তাতে স্থাপিত আছে ছয়টি বল, অথবা *পাল্লে* নামে পরিচিত মেদিচিদের বিখ্যাত ক্রেস্ট।

আচমকা প্রবেশপথ থেকে সরে বাম দিকে মোড় নিয়ে একটা জিনিসের দিকে এগিয়ে গেলো ল্যাংডন। সিয়েনা এটা দেখতে পায় নি এর আগে–গুহার বাম দিকে ধূসর রঙের ছোট্ট একটি দরজা। কাঠের তৈরি এই দরজাটি একেবারেই জীর্ণ আর ক্ষয়িষ্ণু। দেখে মনে হয় না গুরুত্বপূর্ণ কিছু হবে, অনেকটা স্টোরেজ ক্লোসেট কিংবা মালপত্র রাখার ঘরের দরজার মতো।

দরজাটা খোলার জন্য ল্যাংডন দৌড়ে গেলো সেটার দিকে, কিন্তু দেখতে পেলো দরজায় কোনো হাতল নেই–শুধুমাত্র পিতলের একটি চাবি ঢোকানোর ফুটো আছে–বোঝাই যাচ্ছে এটা ভেতর থেকে খোলা যাবে শুধু।

"ধুর!" চিন্তিত ভঙ্গিতে বলে উঠলো ল্যাংডন। এতোক্ষণ ধরে তার মধ্যে যে আশার সঞ্চার হয়েছিলো সেটা উবে গেছে নিমেষে। "আমি ভেবেছিলাম–"

কথা নেই বার্তা নেই ড্রোনের তীক্ষ্ণ শব্দটা তাদের চারপাশে থাকা দেয়ালের উপরে প্রতিধ্বনি করে উঠলো। সিয়েনা মুখ তুলে চেয়ে দেখলো ড্রোনটা প্রাসাদের উপর থেকে তাদের দিকে ছুটে আসছে।

ল্যাংডনও ওটা দেখতে পেয়েছে। সিয়েনার হাত ধরে গুহার দিকে ছুটে গেলো সে। গুহার মুখের কাছে এসে মাথা নীচু করে রাখলো যাতে উপর থেকে তাদেরকে দেখা না যায়।

একেবারে উপযুক্ত জায়গায় এসে পড়েছি, ভাবলো সে। *নরকের দরজা দিয়ে হুরমুর করে ঢুকে পড়া!*

অধ্যায় ২৮

সিকি মাইল পূর্বে, ভায়েন্থা তার বাইকটা পার্ক করলো। পুরনো শহরের পন্তে আল্লে গ্রাজি হয়ে এই পন্তে ভেচ্চিও'র বিখ্যাত পায়েহাটার ব্রিজটির কাছে এসেছে। এই ব্রিজটি পুরনো শহরের সাথে সংযোগ হিসেবে কাজ করে। বাইকের সাথে হেলমেটটা লক করে সকালে বেড়াতে আসা পর্যটকদের ভীড়ে মিশে গিয়ে ব্রিজের দিকে এগোলো সে।

নদী থেকে মার্চের ঠাণ্ডা বাতাস এসে ঝাপটা মারছে চোখেমুখে। ভায়েন্থার ছোটো ছোটো করে ছাটা চুলগুলোকেও নাড়িয়ে দিচ্ছে সেই বাতাস। এরফলে তার মনে পড়ে গেলো, সে দেখতে কেমন সেটা ল্যাংডন জানে। ব্রিজের গোড়ার দিকে অসংখ্য ভ্রাম্যমান দোকানের একটির কাছে এসে থামলো, ঝটপট কিনে নিলো আমো ফ্রিরেঞ্জি'র একটি বেইজবল ক্যাপ। এমনভাবে ক্যাপটা পরলো যাতে চোখ দুটো দূর থেকে দেখা না যায়। ব্রিজের মাঝাখানে এসে চামড়ার সুটের উপর হাত বুলিয়ে ভেতরে রাখা পিস্তলটি অনুভব করলো সে। খুবই হালকাচালে ব্রিজের একটি পিলারের গায়ে হেলান দিয়ে পিত্তি প্যালেসের দিকে মুখ করে রইলো। এখান থেকে সে আরনো নদী পার হওয়া লোকজনকে দেখতে পাচ্ছে। এরা সবাই যাচ্ছে পুরনো শহরের প্রাণকেন্দ্রে দিকে। ল্যাংডন পায়ে হেটে *যাতায়াত করছে,* নিজেকে সুধালো। *সে যদি পোর্তা রোমানা থেকে বের হতে পারে তাহলে এই ব্রিজটি হবে সবচাইতে যৌক্তিক একটি রুট।*

পশ্চিমে পিত্তি প্যালেসের দিক থেকে পুলিশের সাইরেনের আওয়াজ শুনতে পেলো সে। তবে বুঝতে পারলো না এটা তার জন্যে ভালো নাকি খারাপ সংবাদ। *তারা কি এখনও তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে? নাকি এরইমধ্যে ধরে ফেলেছে?* কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করতেই ভায়েন্থা নতুন আরেকটি শব্দ শুনতে পেলো–মাথার উপরে যান্ত্রিক গুঞ্জনের শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে আকাশের দিকে তাকাতেই জিনিসটা দেখতে পেলো সে–একটা ছোট্ট রিমোট-কন্ট্রোলড হেলিকপ্টার, প্যালাস থেকে গাছগাছালির উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে উত্তর-পূর্বে ববোলি গার্ডেনের দিকে।

একটা সার্ভিলেন্স ড্রোন, ভাবলো সে। আবারো আশার আলো দেখতে পেলো ভায়েন্থা। *এটা এখনও আকাশে চক্কর দিচ্ছে, তার মানে ব্রুডার এখনও ল্যাংডনকে খুঁজে পায় নি।*

ড্রোনটা প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে, ওটা গার্ডেনের উত্তর-

পূর্ব দিকটা সার্ভে করছে, জায়গাটা পন্তে ভেচ্চিও আর ভায়েন্থা এখন যেখানে আছে সেখান থেকে খুব কাছেই। এরফলে কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় আছে সে।

ল্যাংডন যদি ব্রুডারকে ধোঁকা দিয়ে থাকে তাহলে সে অবশ্যই এই দিকেই যাচ্ছে।

ভায়েন্থা দেখতে পেলো ড্রোনটি হঠাৎ করেই ডাইভ দিয়ে উঁচু প্রাচীরের দিকে নেমে যাচ্ছে। এরপর আর দেখতে পেলো না। তবে শব্দ শুনে বুঝতে পারলো ওটা কোনো গাছের নীচে ভেসে আছে...তার মানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু চিহ্নিত করতে পেরেছে।

অধ্যায় ২৯

খোঁজো, তাহলেই তুমি পাবে, ভাবলো ল্যাংডন, অন্ধকার গুহায় সিয়েনার সাথে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে সে। *আমরা একটা বের হবার পথ খুঁজছিলাম...আর খুঁজে পেলাম কিনা কানাগলি!*

গুহার মাঝখানে আকৃতি হারিয়ে ফেলা ফোয়ারাটি লুকোনোর জন্য ভালো জায়গা ছিলো কিন্তু ল্যাংডন পেছনে উঁকি মেরে বুঝতে পারলো বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

কানাগলির ঠিক উপরে যে দেয়াল আছে সেটার উপর স্থির হয়ে আছে ড্রোনটি। মাটি থেকে মাত্র দশ ফিট উঁচুতে। গুহার দিকে মুখ করে রেখেছে ওটা, যেনো ক্ষিপ্ত কোনো কীটপতঙ্গ রাগে ফুসছে আর চেয়ে আছে তাদের দিকে...অপেক্ষা করছে শিকারের জন্য।

ল্যাংডন সিয়েনার কানে কানে বললো, "আমার মনে হয় ওটা জানে আমরা এখানে আছি।"

ড্রোনের তীক্ষ্ণ গুঞ্জনটি গুহার ভেতরে এতোটা জোড়ালো শোনালো যে কানে তালা লাগার জোগার হলো। ল্যাংডনের বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে তারা দু'জন মানুষ একটি ছোটোখাটো মেকানিক্যাল হেলিকপ্টারের কাছে জিম্মি হয়ে আছে। তারপরও সে জানে, দৌড়ে অন্য কোথাও চলে যাবার চেষ্টা করলেও কোনো লাভ হবে না। *তাহলে আমরা এখন কি করবো? এখানে বসে বসে অপেক্ষা করবো?* তার পেছনে থাকা ধূসর রঙের কাঠের দরজাটি দিয়ে খুব সহজেই পালানো যেতো, এরকমই পরিকল্পনা করেছিলো সে কিন্তু এটা বুঝতে পারে নি দরজাটা অন্য দিক থেকে খোলা যায়।

অন্ধকার গুহার ভেতরে ল্যাংডনের চোখ সয়ে এলে চারপাশটা ভালো করে তাকিয়ে দেখলো বের হবার আর কোনো পথ আছে কিনা। এমন কিছুই তার চোখে পড়লো না। গুহার ভেতরে রয়েছে জন্তু-জানোয়ার আর মানুষের ভাস্কর্য, সবগুলোকেই যেনো গুহার দেয়াল গিলে ফেলছে। হতাশ হয়ে ছাদের দিকে তাকালো সে। মাথার উপর ঝুলে আছে অসংখ্য চাকুসদৃশ্য পাথরের ফলার মতো কিছু জিনিস। পানির গুহাতে এরকম জিনিস দেখা যায়। যেনো গলিত পাথর চুইয়ে চুইয়ে পড়তে গিয়ে জমাট বেধে গেছে বহুকাল আগে।

মরার জন্য উপযুক্ত জায়গা।

বুয়োনতালেন্তি গুহা–যার নামকরণ করা হয়েছে এর স্থপতি বানার্দো

বুয়োনতালেন্তির নামানুসারে–নিঃসন্দেহে এটি ফ্লোরেন্সের সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক জায়গা। পিত্তি প্যালেসে আসা অল্পবয়সী অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য এই তিন কক্ষবিশিষ্ট গুহাটি নির্মাণ করা হয়েছিলো। এর সাজসজ্জা করা হয়েছে প্রাকৃতিক আর কল্পরাজ্যের মিশ্রণে গোথিক স্টাইল ব্যবহার করে। মেদিচিদের সময়কালে গুহাটিতে পানির প্রবাহ ছিলো, এরফলে গ্রীষ্মকালে যেমন গুহার ভেতরটা ঠাণ্ডা অনুভূত হতো তেমনি এর পরিবেশও হয়ে উঠতো একেবারে সত্যিকারের গুহার মতো।

ল্যাংডন আর সিয়েনা লুকিয়ে আছে তিনটি কক্ষের মধ্যে প্রথম কক্ষটিতে, একটা ফোয়ারার ঠিক পেছনে। তাদের চারপাশে মেষপাল, কৃষক, সঙ্গিতজ্ঞ, জন্তু-জানোয়ার, এমনকি মাইকেলাঞ্জেলোর চারজন বন্দীর একটি নকল প্রতিরূপসহ বর্ণিল সব চরিত্র। এরা সবাই যেনো তরলসদৃশ্য দেয়ালের ভেতর থেকে বের হতে চাইছে, মুক্তি পেতে চাইছে। উপরে সকালের আলো ছাদের অকুলাস অর্থাৎ ছোটো ছোটোর ভেতর দিয়ে ফিল্টার হয়ে এসে পড়েছে, এক সময় ওটার মধ্যে বিশাল আকৃতির একটি কাঁচের বল ছিলো। বলের ভেতরে পানিতে সূর্যের আলো এসে পড়তো আর সেটার ভেতরে ঘুরে বেড়াতো লাল টকটকে কার্প মাছ।

অবাক হয়ে ল্যাংডন ভাবতে লাগলো, রেনেসাঁ আমলের লোকজন যদি এখানে বেড়াতে এসে সত্যি সত্যি কোনো হেলিকপ্টার দেখতো তাহলে কী হতো যেটা কিনা ইটালির জগদ্বিখ্যাত সন্তান লিওনার্দো দা ভিঞ্চির স্বপ্ন ছিলো।

ঠিক এ সময় ড্রোনের আওয়াজটা থেমে গেলো। একেবারে আচমকা।

হতভম্ব ল্যাংডন ফোয়ারার পেছন থেকে উঁকি মেরে বাইরের দিকে তাকালো। ড্রোনটা ল্যান্ড করেছে পাথরের প্লাজার উপরে। এখন আর সেটাকে ভয়ঙ্কর কিছু বলে মনে হচ্ছে না, এর কারণ সামনের ভিডিও ক্যামেরার লেন্সটি তাদের দিকে তাক করা নেই। অন্য দিকে ঘুরে আছে সেটা। ধূসর রঙের ছোট্ট কাঠের দরজাটার দিকে।

ল্যাংডনের স্বস্তিদায়ক ভাবটি একেবারেই ক্ষণস্থায়ী হলো। ড্রোনের পেছনে একশ' গজ দূরে, বামন আর কচ্ছপের ভাস্কর্যের কাছে তিনজন সশস্ত্র সৈনিক বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে আসছে গুহার দিকে।

তাদের সবার পরনে অতি পরিচিত কালো ইউনিফর্ম আর কাঁধে সবুজ রঙের মেডালিওন। সামনে যে সৈনিকটি আছে তার পেশীবহুল শরীর আর ফাঁকা দৃষ্টি ল্যাংডনকে স্মরণ করিয়ে দিলো প্লেগ মুখোশের কথা।

আমি মৃত্যু।

ল্যাংডন অবশ্য তাদের ভ্যান কিংবা রহস্যময় সেই সাদা-চুলের মহিলাকে

আশেপাশে দেখতে পেলো না।

আমি জীবন।

সৈনিকের দল সামনে এগোতেই তাদের মধ্যে একজন সিঁড়ির গোড়ায় থমকে দাঁড়িয়ে আশেপাশে তাকালো। তারপর পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে। অন্য কাউকে এখান দিয়ে নেমে যেতে দেবে না। বাকি দু'জন সৈনিক সিঁড়ি দিয়ে নেমে গুহার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো।

ল্যাংডন আর সিয়েনা এবার উঠে ভেতরের দিকে দৌড়াতে শুরু করলো–তাদের লক্ষ্য গুহার দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ। এটা একটু ছোটো, গভীর আর বেশি অন্ধকারাচ্ছন্ন। এ জায়গার মাঝখানেও একটি ভাস্কর্য রয়েছে–এক জোড়া নারী-পুরুষ গভীরভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ–এর পেছনেই তারা লুকোবার নতুন জায়গা পেয়ে গেলো।

মূর্তিটার নীচের বেইজে, অন্ধকারের মধ্যে ল্যাংডন তাকিয়ে দেখলো তাদের আক্রমণকারীরা এদিকেই আসছে। সৈনিক দু'জন ড্রোনের কাছে আসতেই তাদের একজন থেমে নীচু হয়ে ওটা হাতে তুলে নিলো। ক্যামেরাটা পরীক্ষা করে দেখলো সে।

এই জিনিসটা কি আমাদের অবস্থান চিহ্নিত করতে পেরেছে? চিন্তিত হয়ে ভাবলো ল্যাংডন, সে জানে এর জবাবটা কি।

পেশীবহুল আর শীতল চোখের তৃতীয় সৈনিকটি না থেমে ল্যাংডনদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। সৈনিকটি গুহার মুখের কাছে এসে পড়লো এখন। *সে এসে পড়ছে।* ল্যাংডন পেছন ফিরে যে-ই না সিয়েনাকে বলতে যাবে, আর কোনো লাভ হবে না, সব শেষ, ঠিক তখনই অপ্রত্যাশিত একটি জিনিস দেখলো সে।

সৈনিকটি গুহার ভেতরে না ঢুকে বাম দিকে মোড় নিয়ে উধাও হয়ে গেলো।

কোথায় যাচ্ছে?! ও জানে না আমরা কোথায় আছি?

কয়েক মুহূর্ত পরেই দরজায় জোরে আঘাতের শব্দ শুনতে পেলো ল্যাংডন। *ছোট্ট ধূসর দরজাটি*, ভাবলো সে। *ঐ সৈনিক অবশ্যই জানে ওটা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায়।*

পিত্তি প্যালেসের সিকিউরিটি গার্ড আর্নেস্তো রুশো সব সময়ই চাইতো ইউরোপিয়ান ফুটবল খেলতে কিন্তু উনত্রিশ বছর বয়সে অতিরিক্ত ভারি শরীরটা নিয়ে অবশেষে সে বুঝতে পেরেছে তার শৈশবের স্বপ্নটা আর পূরণ হবার নয়।

বিগত তিন বছর ধরে আর্নেস্তো পিত্তি প্যালেসে গার্ডের কাজ করে যাচ্ছে, সব সময়ই ক্লোসেট-সাইজের একটা অফিসে বসা আর প্রতিদিন ঐ একই বিরক্তিকর কাজ। কৌতূহলী পর্যটকেরা যে মাঝে মাঝেই তার অফিসের ছোট্ট ধূসর রঙের দরজাটি নক করে এতে আর্নেস্তো মোটেও অবাক হয় না। সাধারণত সে ব্যাপারটা আমলে নেয় না। কিছুক্ষণ ধাক্কাধাক্কি করে ওরা ক্ষান্ত দেয়। তবে আজকের আঘাতগুলো বেশ জোরে জোরে করা হচ্ছে, আর ক্রমাগতভাবেই বাড়ছে সেটা।

বিরক্ত হয়ে টিভি সেটের দিকে আবার মনোযোগ দিলো আর্নেস্তো, চড়া ভলিউমে ফুটবল খেলা দেখছে সে–ফিওরেন্তিনা বনাম জুভেন্টাস। দরজার আঘাত এবার আরো বেড়ে গেলো। অবশেষে পর্যটকদের গালি দিতে দিতে সঙ্কীর্ণ করিডোর দিয়ে এগিয়ে গেলো সে। মাঝখানে থাকা বিশাল স্টিলের গেটের সামনে এসে থামলো। নির্দিষ্ট কিছু সময় ছাড়া এই গেটটা বন্ধই থাকে।

প্যাডলকে কম্বিনেশনটা এন্ট্রি করে গেটটা খুলে ফেলে ভেতরে ঢুকে প্রটোকল অনুযায়ী আবারো গেটটা বন্ধ করে কাঠের দরজার দিকে পা বাড়ালো।

"এ চিউসু!" বন্ধ দরজার এপাশ থেকে চিৎকার করে বললো সে। আশা করলো দরজার ওপাশে যে বা যারা আছে তারা এটা শুনতে পাবে। *"নন সি পুয়ো এনত্রারে!"*

দরজায় আঘাত চলছে তো চলছে।

দাঁতে দাঁত পিষে ফেললো আর্নেস্তো। *নিউইয়র্কার,* সে একদম নিশ্চিত। *তারা যেটা চাইবে সেটাই দিতে হবে।* ওদের রেড বুল সকার টিম যে বিশ্বক্রীড়াঙ্গনে সফলতা পায় সেটার একমাত্র কারণ ইউরোপের সেরা সেরা কোচদের নিয়োগ দেয় তারা।

দরজায় আঘাত অব্যাহতভাবেই চলছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আর্নেস্তো দরজার তালা খুলে কয়েক ইঞ্চি ফাঁক করলো। *"এ চিউসু!"*

দরজার আঘাতটি থেমে গেলো অবশেষে, আর ঠিক তখনই আর্নেস্তো দেখতে পেলো তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে শীতল চোখের এক সৈনিক। ভয় পেয়ে এক পা পিছিয়ে গেলো সে। সৈনিকটি তার পরিচয়পত্র তুলে দেখালো কিন্তু আর্নেস্তো সেটা দেখে চিনতে পারলো না।

"কোসা সাকসিদা?!" সতর্ক হয়ে জানতে চাইলো আর্নেস্তো। *কি হচ্ছে কি?!*

সৈনিকটির পেছনে আরেকজন হাঁটু গেঁড়ে বসে আছে, হাতে একটা জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করছে সে, দেখে মনে হচ্ছে হেলিকপ্টারের মতো কোনো খেলনা হবে। তার থেকে আরো দূরে আরেকজন সৈনিক সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে আছে। আশেপাশে পুলিশের সাইরেনের শব্দ শুনতে পেলো আর্নেস্তো।

"আপনি কি ইংরেজি জানেন?" সৈনিকটির উচ্চারণ শুনে বোঝা গেলো এটা কোনো নিউইয়র্কারের নয়। *ইউরোপের কোথাও হবে?*

মাথা নেড়ে সায় দিলো আর্নেস্তো। "একটু আধটু জানি।"

"আজ সকালে কি এই দরজা দিয়ে অন্য কেউ ঢুকেছিলো?"

"না, সিনর। *নেসুনো।*"

"বেশ। তাহলে এটা তালা মেরে রাখুন। কাউকে ঢুকতে কিংবা বের হতে দেবেন না। বুঝতে পেরেছেন?"

কাঁধ তুললো আর্নেস্তো। আরে, এটাই তো তার কাজ। "*সি,* বুঝতে পেরেছি। *নন দেভে এনত্রারে, নে উসিরে নেসুনো।*"

"এখন আমাকে বলুন, এই দরজাটা কি একমাত্র প্রবেশপথ?"

প্রশ্নটা একটু ভেবে দেখলো আর্নেস্তো। টেকনিক্যালি আজকাল এই দরজাটাকে *এক্সিট* হিসেবে ধরা হয়, এজন্যে বাইরের দিকে এটার কোনো হাতল নেই, তবে সৈনিকটি তার কাছে কি জানতে চেয়েছে সেটা বুঝতে পেরেছে সে। "হ্যা। এই দরজাটিই একমাত্র প্রবেশপথ। আর কোনো পথ নেই।" প্রাসাদের ভেতরে যে আসল প্রবেশপথটি রয়েছে সেটা অনেক বছর ধরেই বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

"ববোলি গার্ডেনে কি আর কোনো লুকানোর জায়গা আছে? মানে যেসব গেট রয়েছে সেগুলো বাদে?"

"না, সিনর। চারদিকে বড়বড় দেয়াল। এটাই একমাত্র গোপন পথ।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সৈনিকটি। "সাহায্য করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।" এরপর আর্নেস্তোকে দরজা বন্ধ করে তালা মেরে রাখার ইশারা করলো সে।

হতভম্ব আর্নেস্তো কথামতো কাজ করে নিজের অফিসে বসে টিভি'তে ফুটবল ম্যাচ দেখতে লাগলো আবার।

অধ্যায় ৩০

ল্যাংডন আর সিয়েনা একটি সুযোগ পেয়ে গেছিলো।

পেশীবহুল সৈনিকটি যখন দরজায় আঘাত করে যাচ্ছিলো তখন তারা গুহা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে সামনের চেম্বারে চলে আসে। ছোট্ট জায়গাটি খরখরে পাথরের মোজাইকে সাজানো। এর মাঝখানে প্রমাণ সাইজের *বাথিং ভেনাস*-এর একটি মূর্তি, পেছন ফিরে নার্ভাস ভঙ্গিতে চেয়ে আছে সে।

ল্যাংডন আর সিয়েনা মূর্তিটার বেইজের নীচে সেঁটে থাকে কিছুক্ষণ। এখন তারা অপেক্ষা করছে সেখানেই। তাদের দৃষ্টি গুহার দেয়াল জুড়ে থাকা প্রাকৃতিকভাবে তৈরি খাঁজগুলোর দিকে।

"বের হবার সব পথ সিকিউর করা হয়েছে!" বাইরে থেকে একজন সৈনিক চিৎকার করে বললো। ইংরেজিতে কথা বললেও তার বাচনভঙ্গিটা ধরতে পারলো না ল্যাংডন। "ড্রোনটাকে ব্যাক-আপে পাঠান। আমি এই গুহাটা চেক করে দেখছি।"

পাশে দাঁড়ানো সিয়েনার শরীর যে আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে সেটা টের পেলো ল্যাংডন।

কয়েক মুহূর্ত পরই গুহার ভেতরে ভারি বুটের শব্দ শোনা যেতে লাগলো। পায়ের আওয়াজটি দ্রুত প্রথম কক্ষের দিকে এগিয়ে এসেছে, দ্বিতীয় কক্ষে ঢুকতেই সেটা আরো জোরে শোনালো। একেবারে তাদের দিকে চলে আসছে সেটা।

গুটিসুটি মেরে রইলো ল্যাংডন আর সিয়েনা।

"গেই!" দূর থেকে অন্য একটি কণ্ঠ চিৎকার করে বললো। "ওদেরকে পেয়ে গেছি আমরা!"

পায়ের আওয়াজটি থেমে গেলো সঙ্গে সঙ্গে।

ল্যাংডন এখন শুনতে পেলো পাথরের পথ থেকে কেউ গুহার দিকে দৌড়ে আসছে। "পজিটিভ আইডি!" হাফাতে হাফাতে বললো কণ্ঠটি। "আমরা বেশ কয়েকজন পর্যটককে জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনেছি কয়েক মিনিট আগে দু'জন নারী-পুরুষ প্রাসাদের কস্টিউম গ্যালারির দিকে গেছে...ওটা পালাজ্জোর পশ্চিমে অবস্থিত।"

সিয়েনার দিকে তাকালো ল্যাংডন, তার ঠোঁটে মৃদু হাসি।

সৈনিকটি বুক ভরে দম নিয়ে আবার বলতে লাগলো, "পশ্চিম দিকের এক্সিটটা প্রথমেই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে...আমরা নিশ্চিত তাদেরকে গার্ডেনের

ভেতরে আটকে ফেলতে পেরেছি।"

"তোমার মিশন শুরু করো," কাছে থাকা এক সৈনিক বললো। "ওদেরকে ধরার সাথে সাথে আমাকে জানাবে।"

পাথরের পথের উপরে বেশ কয়েকটি পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেলো এবার, সেই সাথে ড্রোনটাও উড়ে গেলো। নীরব হয়ে পড়লো জায়গাটা।

ল্যাংডন মূর্তিটার বেইজের পাশ থেকে মাথাটা বের করে উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করতেই সিয়েনা হাত ধরে টেনে নিলো। মুখে আঙুল দিয়ে চুপ থাকার ইশারা করলো তাকে। মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলো, এখনও নেতাগোছের সৈনিকটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে গুহার মুখের সামনে।

সে কিসের জন্য অপেক্ষা করছে?!

"আমি ব্রুডার," হঠাৎ করেই বলে উঠলো সে। "আমরা তাদেরকে কোণঠাসা করে ফেলেছি। কিছুক্ষনের মধ্যে আপনার কাছ থেকে আমি কনফার্মেশান চাইছি।"

লোকটা ফোনে কথা বলছে কারো সাথে। তার কণ্ঠ শুনে মনে হচ্ছে ঠিক যেনো তাদের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। গুহাটি এখন প্যারাবোলিক মাইক্রোফোনের মতো কাজ করছে, সব ধরণের শব্দ একত্র করে সেগুলোকে পেছনে ঠেলে দিচ্ছে।

"আরেকটা ব্যাপার আছে," বললো ব্রুডার। "ফরেনসিক থেকে আমি একটু আগে আপডেট পেয়েছি। ঐ মেয়েটি অ্যাপার্টমেন্টে সাবলেট ছিলো। আসবাবপত্রসহ। বোঝাই যাচ্ছে অল্প সময়ের জন্য। বায়োটিউবটি আমরা লোকেট করতে পেরেছি, কিন্তু প্রজেক্টরটি নেই। আমি আবারো বলছি, প্রজেক্টরটি নেই। আমাদের ধারণা ওটা এখনও ল্যাংডনের কাছে আছে।"

সৈনিকটির মুখে নিজের নাম শুনে ল্যাংডনের শিরদাড়া বেয়ে শীতল প্রবাহ বয়ে গেলো।

পায়ের আওয়াজ আরো বেড়ে গেলো এবার। ল্যাংডন বুঝতে পারলো লোকটি গুহার ভেতরে ঢুকে পড়ছে। তবে তার পদক্ষেপের মধ্যে আগের সেই সতর্কতা নেই, যেনো ফোনে কথা বলতে বলতে হাটছে।

"ঠিক," লোকটি বললো। "ঐ অ্যাপার্টমেন্টে অভিযান চালানোর একটু আগে ফরেনসিক কনফার্ম করেছে ওখান থেকে একটি কল করা হয়েছে বাইরে।"

ইউএস কনসুলেট, ভাবলো ল্যাংডন। তার মনে পড়ে গেলো, ঐ টেলিফোনটি করার পর পরই স্পাইক করা চুলের মেয়েটি এসে পড়ে। কিন্তু প্রশিক্ষিত সৈনিকেরা চলে এলে মেয়েটি উধাও হয়ে যায়।

আমরা তাদেরকে সব সময় ধোকা দিতে পারবো না।

গুহার পাথরের মেঝের উপর বুটের শব্দ এখন তাদের থেকে মাত্র বিশ ফিট

দূরে হবে। লোকটি দ্বিতীয় কক্ষে ঢুকে পড়লো, এভাবে এগোতে থাকলে একটু পরই সে তাদের দু'জনকে দেখে ফেলবে ভেনাসের বেইজের নীচে।

"সিয়েনা ব্রুকস," হঠাৎ করেই লোকটা বলে উঠলো। একেবারে পরিস্কার কণ্ঠে।

ল্যাংডনের পাশে থাকা সিয়েনা চমকে উঠলো, মাথা নীচু করে রেখেছিলো এতোক্ষণ, কথাটা শোনার পর মনে করলো সৈনিকটি বুঝি তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ তুলে তাকালো সে কিন্তু কাউকে দেখতে পেলো না।

"ওরা মেয়েটার ল্যাপটপ চেক করে দেখছে," দশ ফিট দূর থেকে কণ্ঠটা বলে উঠলো এবার। "আমি অবশ্য এখন পর্যন্ত কোনো রিপোর্ট পাই নি। তবে আমি নিশ্চিত, ওই ল্যাপটপ থেকেই ল্যাংডন তার হারভার্ডের ই-মেইলে ঢুকেছিলো।"

এই কথাটা শুনে সিয়েনা অবিশ্বাসে তাকালো ল্যাংডনের দিকে। যেনো দারুণ শক পেয়েছে সে...অনেকটা বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হওয়া ব্যক্তির অভিব্যক্তি তার চোখেমুখে।

ল্যাংডনও কম বিস্মিত হয় নি। *এভাবেই তারা আমাদেরকে ট্রেস করতে পেরেছে?!* তার চোখেমুখে ক্ষমাপ্রার্থনার অভিব্যক্তি ফুটে উঠলে সিয়েনা মুখ সরিয়ে নিলো। তার অভিব্যক্তি দেখে কিছু বোঝা গেলো না।

"ঠিক," সৈনিকটি তৃতীয় কক্ষে ঢুকে পড়লো, এখন ল্যাংডনদের থেকে মাত্র ছয় ফিট দূরে আছে সে। আর দু'পা এগোলেই দেখতে পাবে মূর্তির বেইজের ওপাশে তারা দু'জন ঘাপটি মেরে আছে।

"একদম ঠিক," আরো এক পা এগিয়ে বললো সে। হুট করেই সৈনিকটি থমকে দাঁড়ালো। "একটু দাঁড়ান।"

ল্যাংডন বরফের মতো জমে গেলো, ধরা পড়ে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে এখন।

"একটু দাঁড়ান, আপনার কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না," সৈনিকটি বললো। দ্রুত কয়েক পা পিছিয়ে দ্বিতীয় কক্ষে চলে গেলো সে। "নেটওয়ার্ক পাচ্ছিলো না। এবার বলুন..." কয়েক মুহূর্ত ওপাশ থেকে শুনে জবাব দিলো। "হ্যা, আমিও তাই মনে করি। তবে অন্ততপক্ষে আমরা জানি কে এটা ডিল করছে।"

তার পায়ের আওয়াজ আবারো সরে গেলো দূরে, গুহা থেকে বের হয়ে সেটা এসে পড়লো বাইরের পাথরের জমিনে। তারপর পুরোপুরি উধাও।

ল্যাংডনের আড়ষ্ট কাঁধ দুটো স্বাভাবিক হয়ে এলে সিয়েনার দিকে তাকালো। মেয়েটার চোখ দুটো যেনো আগুনে জ্বল জ্বল করছে।

"তুমি আমার ল্যাপটপ ব্যবহার করেছো?! তোমার ই-মেইল চেক করার জন্য?"

"আমি খুবই দুঃখিত, সিয়েনা...ভেবেছিলাম তুমি এটা বুঝতে পারবে।

আমার আসলে খোঁজ করার দরকার ছিলো-"

"এজন্যেই এতো সহজে আমাদেরকে খুঁজে পেয়েছে ওরা! এখন তো তারা আমার নামটা পর্যন্ত জেনে গেছে!"

"আমি আবারো ক্ষমা চাইছি। আসলে বুঝতে পারি নি..." অপরাধি ভঙ্গিতে কাচুমাচু খেলো ল্যাংডন।

ঘুরে তাকালো সিয়েনা, উদাসভাবে চেয়ে রইলো এবড়োথেবড়ো পাথরের দেয়ালের দিকে। প্রায় এক মিনিট সময় ধরে তাদের কেউই কথা বললো না। ল্যাংডন ভাবতে লাগলো সিয়েনা তার পার্সোনাল ডেস্কের আইটমেগুলোর কথা ভাবছে কিনা-*মিড সামার নাইটস ড্রিম*-এর একটি প্লেবিল আর প্রোডিজি এক মেয়ের উপরে লেখা কিছু আর্টিকেলের পেপার ক্লিপিংস। *ও কি সন্দেহ করছে আমি ওগুলো দেখে ফেলেছি?* যদি তা-ই হয়ে থাকে তাহলে সে কেন তাকে জিজ্ঞেস করছে না, ল্যাংডন এরইমধ্যে মেয়েটার সাথে বেশ সমস্যা পাকিয়ে ফেলেছে, সুতারং এ ব্যাপারে কিছু জানতে চাইলে সে বলবে না।

"তারা জেনে গেছে আমি কে," আস্তে করে বললো সিয়েনা, ল্যাংডন সেটা শুনতেই পেলো না। পরবর্তী দশ সেকেন্ড পর পর কয়েকটি দীর্ঘশ্বাস ফেললো মেয়েটি। যেনো নতুন বাস্তবতার সাথে নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। ল্যাংডন বুঝতে পারলো মেয়েটি কঠিন কোনো সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে।

কোনো কথা না বলেই উঠে দাঁড়ালো সিয়েনা। "আমাদেরকে যেতে হবে," বললো সে। "আমরা যে কস্টিউম গ্যালারিতে নেই সেটা ওরা খুব জলদিই বুঝে যাবে।"

ল্যাংডনও উঠে দাঁড়ালো। "হ্যা, কিন্তু কোথায় যাবো?"

"ভ্যাটিকান সিটিতে?"

"কী বললে?"

"আমি অবশেষে বুঝতে পেরেছি তুমি এর আগে যে কথাটা বলেছিলে সেটার মানে কি...ববোলি গার্ডেনের সাথে ভ্যাটিকান সিটির একটা মিল আছে।" ছোট্ট ধূসর দরজাটার দিকে ইঙ্গিত করলো সে। "এটা সেই প্রবেশপথ, তাই না?"

মাথা নেড়ে সায় দিতে কার্পন্য করলো ল্যাংডন। "আসলে এটা বের হবার পথ। কিন্তু আমি ভুল ভেবেছিলাম। মনে করেছিলাম এটা দিয়ে ভেতরে যাওয়া যাবে। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছো, যাওয়া যাবে না।" সৈনেকের সাথে গার্ডের কথোপকথন ভালোভাবেই শুনেছে ল্যাংডন।

"কিন্তু আমরা যদি ওটার ভেতর দিয়ে যেতে পারি," মুখে মুচকি হাসি হেসে বললো সিয়েনা। "তাহলে এর মানে কী দাঁড়াবে বুঝতে পেরেছো?" এবার হাসিটা আরো চওড়া হলো। "এর মানে দাঁড়াবে এক দিনে রেনেসাঁর এক শিল্পী আমাদের দু'জনকে দু'দুবার সাহায্য করলেন।"

ল্যাংডন নিঃশব্দে হেসে ফেললো, কয়েক মিনিট আগে ঠিক এমনটিই সে ভেবেছিলো। *"ভাসারি। ভাসারি।"*

সিয়েনার প্রাণখোলা হাসি দেখে ল্যাংডন বুঝতে পারলো মেয়েটি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছে। "আমার মনে হয় এটা উপর থেকে একটি ইশারা," অনেকটা ঠাট্টারছলে বললো সে। "আমরা ঐ দরজাটা দিয়ে ভেতরে ঢুকবো।"

"ঠিক আছে...তার মানে আমরা ঐ গার্ডকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবো?"

সিয়েনা গুহা থেকে বের হতে শুরু করলো। "না, তার সাথে আমি কথা বলবো।" ল্যাংডনের দিকে ফিরে তাকালে সিয়েনার চোখে আবারো সেই আগুন দেখা গেলো। "আমার উপর ভরসা রাখতে পারো, প্রফেসর। আমি যদি চাই তাহলে বেশ ভালোই পটাতে পারি।"

ধূসর দরজার উপরে আবারো আঘাতের শব্দ হলো।

এবার আরো বেশি দৃঢ় আর অস্থিরভাবে।

সিকিউরিটি গার্ড আর্নেস্তো রুশো রাগে গজ গজ করতে শুরু করলো। ঐ শীতল চোখের সৈনিকটি নিশ্চয় আবার ফিরে এসেছে। তবে এবার তার টাইমিং খুব খারাপ। টিভিতে যে ফুটবল ম্যাচ দেখছিলো সেটার বাড়তি সময়ে গড়িয়েছে। আর ফিওরেন্তিনা একজন খেলোয়াড় হারিয়ে দশ জন নিয়ে খেলছে এখন, বিপদে পড়ে গেছে তারা।

আঘাতের শব্দটি অব্যাহত আছে।

আর্নেস্তো এতো বোকা নয় যে বাইরে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে ব্যাপারে কিছুই বুঝতে পারছে না–সকাল থেকে সাইরেন বেজেই চলছে, পুলিশের সাথে যোগ দিয়েছে সেনারা–কিন্তু তার কাজের সাথে কোনো লেনদেন নেই, কিংবা সরাসরি তার কাজে প্রভাব ফেলে না এরকম কিছুতে সে জড়ায় না।

পাজ্জো এ কলোই বাদা অ্যাই ফাত্তি আলক্রই।

কিন্তু এটাও ঠিক ঐ সৈনিকটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ কেউই হবে, তাকে পাত্তা না দেয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আজকাল ইটালিতে একটা চাকরি খুঁজে পাওয়া সহজ কথা নয়। খেলাটার দিকে একবার তাকিয়ে অনিচ্ছায় পা বাড়ালো ঐ দরজার দিকে।

সে বিশ্বাস করে না তাকে শুধু নিজের ছোট্ট অফিসে বসে বসে টিভিতে খেলা দেখার জন্য বেতন দেয়া হয়। সম্ভবত প্রতিদিন কম করে হলেও দু'বার ভিআইপি কোনো গেস্ট উফিজ্জি গ্যালারি ঘুরতে ঘুরতে চলে আসে এই দরজার সামনে। আর্নেস্তো তাদের জন্য দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকতে দেয় যাতে করে তারা

ববোলি গার্ডেনে চলে যেতে পারে খুব সহজে।

এখন দরজার উপর আঘাতটি আরো বেড়ে গেছে। স্টিল গেটটা খুলে ভেতরে ঢুকে যথারীতি ওটা লাগিয়ে চলে গেলো দরজার কাছে।

"সি?" বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললো সে।

কোনো জবাব না দিয়ে আবারো আঘাতের শব্দ হলো।

ইনসোম্মা! দরজার তালা খুলে আশা করলো একটু আগে যে শীতল চোখ দুটো দেখতে পেয়েছিলো সেটাই দেখবে আবার।

কিন্তু দরজায় যে মুখটা দেখতে পেলো সেটা অনেক বেশি আকর্ষণীয়।

"চিয়াও," সাদা চুলের এক সুন্দরী মেয়ে বললো মিষ্টি করে হেসে। তার দিকে বাড়িয়ে দিলো ভাঁজ করা কিছু কাগজ। আর্নেস্তো স্বভাববশত কাগজগুলো নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলো। কিন্তু যে মুহূর্তে কাগজগুলো ধরেছে তখনই বুঝতে পারলো এগুলো আর কিছু না, মাটিতে পড়ে থাকা নষ্ট কাগজ। মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে তার কব্জি ধরে ফেললো শক্ত করে আর বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে ধরলো হাতের তালুর ঠিক নীচে।

আর্নেস্তোর মনে হলো কোনো ধারালো চাকু দিয়ে বুঝি তার কব্জিটা কেটে ফেলছে। এই তীব্র যন্ত্রণার সঙ্গি হলো ইলেক্ট্রিক শকের মতো অসাড়তা। মেয়েটি তার দিকে আরেকটু এগিয়ে আসতেই চাপটা কয়েক গুন বেড়ে গেলো। তীব্র যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়লো হাতে। এক পা পিছিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো সে কিন্তু তার পা দুটো অবশ হয়ে গেলে হাটু গেঁড়ে বসে পড়তে বাধ্য হলো। বাকিটা ঘটলো কয়েক মুহূর্তে।

খোলা দরজা দিয়ে কালো সুট পরা দীর্ঘদেহী এক লোক ঘরে প্রবেশ করেই দরজাটা বন্ধ করে দিলো। কোমরে আটকানো ওয়্যারলেসটি নেবার চেষ্টা করলো আর্নেস্তো কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা হাত তার ঘাড় মুচড়ে দিলো। তার পেশীগুলো কর্মক্ষমহীন হয়ে পড়লো মুহূর্তে। দম বন্ধ হবার জোগার হলো এবার। দীর্ঘদেহী লোকটি সামনে এগোতেই মেয়েটি তার ওয়্যারলেস সেট ছো মেরে নিয়ে নিলো। কালো সুট পরা লোকটি আর্নেস্তোর মতোই মেয়েটির কর্মকাণ্ড দেখে যারপরনাই বিস্মিত।

"দিম মাক," লম্বা লোকটিকে স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো সোনালি চুলের মেয়েটি। "চায়নিজ প্রেসার পয়েন্ট। এই জ্ঞানটি যে তিনহাজার বছর ধরে টিকে আছে তার সঙ্গত কারণ অবশ্যই রয়েছে।"

লোকটি অবাক হয়ে দেখতে লাগলো।

"নন ভগলিয়ামো ফার্তি দেল মেইল," আর্নেস্তোর কানে কানে বললো মেয়েটি। তার ঘাড়ের চাপটা কমিয়ে আনলো। *আমরা তোমার কোনো ক্ষতি করবো না।*

মেয়েটার হাত আলগা হতেই আর্নেস্তো নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করলো, সঙ্গে সঙ্গে আবারো বেড়ে গেলো প্রেসার। আবারো অবশ হয়ে গেলো তার পেশীগুলো। যন্ত্রনায় কাতর হয়ে উঠলো সে, শ্বাস নিতেও কষ্ট হলো।

"দোব্বিয়ামো পাসারে," বললো সে। *আমরা এখান থেকে শুধু বের হতে চাই।* স্টিলের গেটটার দিকে ইঙ্গিত করলো। দরজা খোলার আগে নিয়মানুযায়ী আর্নেস্তো ওটা বন্ধ করে দিয়েছিলো। *"দোভে লা চিয়াভে?"*

"নন সেলহো," কোনোরকমে বলতে পারলো সে। *আমার কাছে ওটার চাবি নেই।*

দীর্ঘদেহী লোকটি গেটের সামনে গিয়ে ভালো করে দেখে নিলো। "এটা কম্বিনেশন লক," মেয়েটাকে বললো সে। তার উচ্চারণ একদম আমেরিকানদের মতো।

আর্নেস্তোর সামনে হাটু গেঁড়ে বসলো মেয়েটি। তার বাদামি চোখ দুটো বরফের মতোই শীতল। *"কুয়ালে লা কম্বিনেজিওনি?"* জানতে চাইলো সে।

"নন পাসো!" জবাব দিলো আর্নেস্তো। "এটা খোলার অনুমতি আমার নেই–"

স্পাইনে কিছু একটা টের পেতেই আর্নেস্তোর পুরো শরীর অবশ হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে, মাটিতে শুয়ে পড়লো সে। পর মুহূর্তেই জ্ঞান হারালো।

জ্ঞান ফিরে আসার পর আর্নেস্তোর মনে হলো বেশ কয়েক মিনিট ধরে সে অচেতন ছিলো। এক মেয়ের সাথে কিছু কথাবার্তা, হাতে তীব্র যন্ত্রণা...মাটিতে পড়ে যাওয়া। তারপর সবটাই ঝাপসা।

মাথাটা পরিস্কার হতেই অদ্ভুত একটি দৃশ্য দেখতে পেলো সে–তার জুতো জোড়া পাশেই পড়ে আছে কিন্তু ফিতাগুলো নেই। এরপই সে বুঝতে পারলো নড়তে চড়তে পারছে না। একপাশে কাত হয়ে আছে, তার হাত-পা জুতোর ফিতা দিয়ে বাধা। চিৎকার দেবার চেষ্টা করলো কিন্তু কোনো শব্দ বের হলো না। তার জুতোর মোজা দলা পাকিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে মুখে। তবে সত্যিকারের ভীতিকর মুহূর্তটি এলো একটু পরই, যখন সে দেখতে পেলো তার টিভি সেটটায় ফুটবল খেলা চলছে। *আমি আমার অফিসে...স্টিলের গেটের ভেতরে?!*

বহু দূর থেকে আর্নেস্তো শুনতে পেলো মানুষের পায়ের আওয়াজ, করিডোর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে তারা...তারপর আওয়াজটা কমতে কমতে মিইয়ে গেলো পুরোপুরি। *নন এ পসিবিলি!* কিভাবে জানি সোনালিচুলের মেয়েটি তাকে দিয়ে এমন একটি কাজ করিয়ে নিয়েছে যেটা না করার জন্যই তাকে মাসে মাসে বেতন দেয়া হয়–ভাসারি করিডোরের প্রবেশদ্বারের যে লক কম্বিনেশনটি আছে সেটা বলে দিয়েছে সে।

অধ্যায় ৩১

ডাঃ এলিজাবেথ সিনস্কির মনে হচ্ছে সে বমি করে দেবে, ঘোরলাগা অনুভূতিটাও বেড়ে গেছে আগের চেয়ে অনেক বেশি। পিত্তি প্যালেসে পার্ক করা ভ্যানের পেছনের সিটে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে সে। তার পাশে বসে থাকা সৈনিকটি চিন্তিত ভঙ্গিতে চেয়ে আছে তার দিকে।

একটু আগে সৈনিকটির ওয়্যারলেসে একটা বার্তা ভেসে আসছিলো–কস্টিউম গ্যালারিতে কিছু একটা হচ্ছে–এটা শুনে অন্ধকার গহ্বর থেকে এলিজাবেথের মন জেগে ওঠে। সেই অন্ধকার গহ্বরে সবুজ চোখের দানবকে স্বপ্নে দেখেছে সে।

তাকে নিউইয়র্কের কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশান্স-এর অন্ধকার অফিসে নেয়া হয়েছিলো, সেখানে উন্মাদগ্রস্ত এক রহস্যময় আগন্তুকের ভয়ঙ্কর সব কথা শুনে গেছে। আবছায়া অবয়বটি ঘরময় পায়চারি করেছে–প্রজেক্টরে দান্তের *ইনফার্নো*'র ভীতিকর কিছু ছবির সামনে ছিলো সে, তাই মুখটা ভালো করে দেখা যায় নি। তবে বোঝা গেছে বেশ দীর্ঘদেহী একজন মানুষ।

"কাউকে না কাউকে এ যুদ্ধটা করতেই হবে," অবয়বটি সিদ্ধান্ত দেবার ভঙ্গিতে বলেছিলো, "তা না হলে এটাই হবে আমাদের ভবিষ্যৎ। অঙ্ক কষে এটা গ্যারন্টি দেয়া যায়। মানবজাতি এখন সিদ্ধান্তহীনতা, বিলম্বে কাজ করা আর ব্যক্তিগত লোভ-লালসার প্রায়শ্চিত্ত করতে যাচ্ছে...নরকের চক্রগুলো আমাদের পায়ের নীচে অপেক্ষা করছে, অপেক্ষা করছে আমাদের সবাইকে গিলে খেয়ে ফেলার জন্য।"

এলিজাবেথ তখনও এই লোকটির নারকীয় পরিকল্পনার কথা ভেবে যাচ্ছিলো। একটু আগেই সে তার উন্মাদগ্রস্ত পরিকল্পনাটি জানিয়েছে। কথাটা শুনে আর সহ্য করতে পারে নি, লাফ দিয়ে উঠে গেছিলো সে। "আপনি এসব কী বলছেন–"

"এটাই আমাদের একমাত্র অপশন," লোকটি কথার মাঝখানে শীতলকণ্ঠে বলে ওঠে।

"সত্যি বলতে কী," জবাবে ডাক্তার বলে, "আমি এটাকে বলবো, ক্রিমিনাল টাইপের চিন্তাভাবনা!"

লোকটি কাঁধ তোলে। "স্বর্গে যেতে হলে নরক পেরিয়ে যেতে হয়। এটা দান্তে আমাদেরকে শিখিয়েছেন।"

"আপনি বদ্ধ উন্মাদ!"

"উন্মাদ?" লোকটি এমনভাবে বলেছিলো যেনো সে আহত বোধ করেছে। "আমি? আমার তা মনে হয় না। পাগল হলো বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, যারা চোখের সামনে গহ্বরটি দেখেও অস্বীকার করে যাচ্ছে। উন্মাদ হচ্ছে একটা অস্ট্রিচ পাখির মতো, চারপাশে হায়েনার দল দেখেও বালিতে মুখ গুঁজে থাকে।"

এলিজাবেথ তার সংস্থার পক্ষে সাফাই গাওয়ার আগেই সেই লোক প্রজেক্টরের ছবি বদল করে ফেলে।

"হায়েনাদের কথা বলছিলাম," নতুন ছবিটার দিকে ইঙ্গিত করে বললো সে। "বর্তমান সময়ে মানবজাতির মধ্যে যেসব হায়েনা ঘোরাফেরা করছে তাদের এক দল আছে এখানে...তারা দ্রুত কাছে এগিয়ে আসছে।"

পরিচিত একটি ছবি দেখে এলিজাবেথ বেশ অবাকই হয়েছিলো। বিশ্বের পরিবেশ বিপর্যয়ের সাথে বিশ্বস্বাস্থ্য কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেদিকগুলো তুলে ধরে এই গ্রাফটি গতবছর প্রকাশিত হয়েছিলো বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা থেকে।

তালিকায় অন্যসব কিছুর সাথে ছিলো :

সুপেয় পানির চাহিদা, ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা, ওজোন স্তরের ক্ষয়, সামুদ্রিক-সম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি, প্রাণীকূলের বিলুপ্তি, কার্বোন ঘনীভূত, বনাঞ্চলের বিনাশ এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। গত শতাব্দীতে এসব নেতিবাচক ইন্ডিকেটরগুলো নিয়ে সবাই সরব হতে শুরু করে। বর্তমান সময়ে এগুলো ভয়ঙ্কর গতিতে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে।
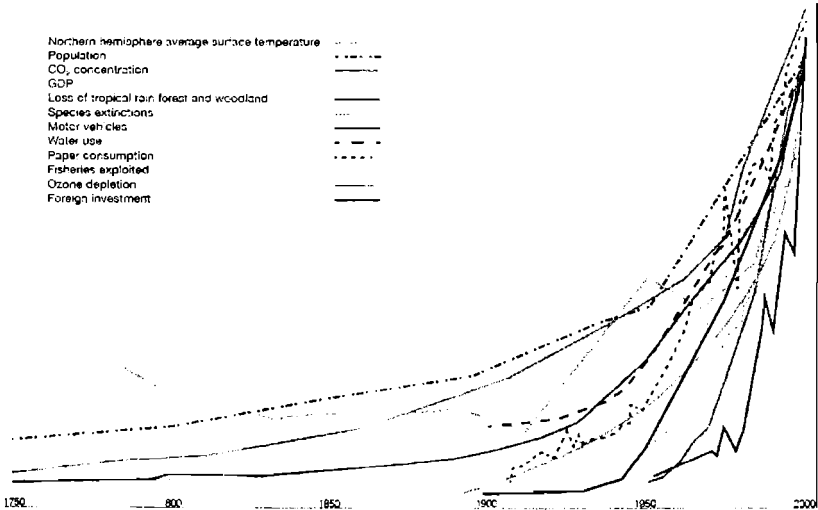
এই গ্রাফটি যখনই দেখে এলিজাবেথের একই রকম প্রতিক্রিয়া হয়–চূড়ান্ত রকমের অসহায়ত্ব বোধ। একজন বিজ্ঞানী হিসেবে পরিসংখ্যানের কার্যকারিকতায় সে বিশ্বাস করে, এই গ্রাফটি যে ভয়ঙ্কর ছবি চিত্রিত করেছে সেটা দূরবর্তী কোনো সময়ের...একেবারেই নিকট ভবিষ্যতের।

জীবনের অনেকটা সময়ই এলিজাবেথ তার সন্তান ধারণ না করার অক্ষমতার জন্য তীব্র দুঃখবোধে আক্রান্ত হতো, এটা তাকে তাড়িয়ে বেড়াতো কিন্তু যখনই সে এই গ্রাফটি দেখে তখনই এক ধরণের স্বস্তি বোধ করে আর কোনো মানব সন্তানকে এ পৃথিবীতে নিয়ে আসে নি বলে।

আমি আমার সন্তানের জন্য এই ভবিষ্যৎ উপহার দেবো?

"বিগত পঞ্চাশ বছরে," দীর্ঘদেহী লোকটি বলে ওঠে, "প্রকৃতির বিরুদ্ধে আমাদের পাপ জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।" একটু থেমে আবার সে বলে, "আমি মানবজাতির আত্মা নিয়ে ভীষণ উদ্বিগ্ন। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা যখন এই গ্রাফটি প্রকাশ করে তখন সারাবিশ্বের রাজনীতিক, ক্ষমতাবানেরা এবং পরিবেশ আন্দোলনের কর্মীরা জরুরি সামিটের আয়োজন করে, তারা সবাই আন্দাজ করার চেষ্টা করে কোন সমস্যাটি সবচাইতে মারাত্মক এবং কোনটাকে আমরা সমাধান করার আশা করতে পারি। ফলাফল কি? গোপনে তারা মাথায় হাত দিয়ে কেঁদেছে। আর প্রকাশ্যে সারাবিশ্বকে জানিয়েছে সমস্যাগুলো খুবই জটিল আর তারা এগুলোর সমাধান করার জন্যে কাজ করে যাচ্ছে।"

"এসব ইসু খুবই জটিল!"

"বাজে কথা!" জবাবে বলে ওঠে লোকটি। "আপনি ভালো করেই জানেন এই গ্রাফটি খুব সহজ-সরল আর একক একটি সমস্যাই তুলে ধরেছে–এমন একটি সমস্যা যা অন্য সমস্যাগুলোর জন্ম দিয়েছে–সেটা হলো এ বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধি!"

"আসলে আমার মনে হয় এটা এতোটা সরল নয়, আরেকটু–"

"জটিল? আসলে তা নয়! সরল বলে কিছু নেই। আপনি যদি মাথাপিছু বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ অব্যাহত রাখতে চান তাহলে আপনাকে খুব কম জনসংখ্যা রাখতে হবে এ পৃথিবীতে। আপনি যদি যানবাহন থেকে নির্গত দূষিত পদার্থ কমাতে চান তাহলে ড্রাইভারের সংখ্যা অবশ্যই কমাতে হবে। আপনি যদি চান সমুদ্রের মৎস সম্পদ আগের অবস্থায় ফিরে যাক তাহলে মাছ ভক্ষণ করে এমন মানুষের সংখ্যা কমাতেই হবে!"

এলিজাবেথের দিকে তাকায় সে, তার কণ্ঠ আরো বেশি জোরদার হয়ে ওঠে। "চোখ মেলে দেখুন! আমরা মানবজাতির বিনাশের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি আর বিশ্বনেতারা বোর্ডরুমে বসে সৌরশক্তি, নবায়নযোগ্য জ্বালানী এবং হাইব্রিড

অটোমোবাইলের গবেষণার পেছনে টাকা ঢেলে যাচ্ছে। এটা আপনার কাছে ধরা পড়ে না–এরকম উচ্চশিক্ষিত একজন বিজ্ঞানী হিসেবে–আপনি এটা বুঝতে পারছেন না? ওজোন স্তরের ক্ষয়, সুপেয় পানির হ্রাস এবং দূষণ কোনো রোগ নয়–এগুলো নিছক *সিমটম*। আসল রোগটি হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি। অতিরিক্ত জনসংখ্যা। এই সমস্যাটিকে যদি আমরা মোকাবেলা করতে না পারি তাহলে মনে রাখবেন, আমরা আসলে বাড়ন্ত ক্যান্সার টিউমারের চিকিৎসার জন্য সামান্য ব্যান্ড-এইড লাগিয়ে দেবার মতো বোকামি করছি।"

"আপনি মানবপ্রজাতিকে ক্যান্সার মনে করেন?" এলিজাবেথ জানতে চায়।

"মনে রাখবেন, ক্যান্সার সুস্থ কোষের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছু না। আমি বুঝতে পারছি আপনি আমার আইডিয়াটাকে মোটেও পছন্দ করছেন না, কিন্তু আপনাকে আশ্বস্ত করে বলতে পারি, সমস্যাটি যখন দোরগোড়ায় এসে হাজির হবে তখন এরচেয়ে পছন্দসই ভালো বিকল্প খুঁজে পাবেন না। আমরা যদি সাহসী পদক্ষেপ নিতে না পারি তাহলে–"

"সাহসী?" তেঁতে ওঠে এলিজাবেথ। "আপনি যা বলছেন সেটাকে সাহসী বলা ঠিক হচ্ছে না। বলুন পাগলামী!"

"ডা: সিনস্কি," লোকটির কণ্ঠ এবার অদ্ভুত রকমের শান্ত শোনালো। "আমি আপনাকে এখানে ডেকে এনেছি তার কারণ আমি আশা করছি আপনি–বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অবিসংবাদিত মুখপাত্র–হয়তো সম্ভাব্য সমাধানের পথটি খুঁজে বের করার জন্য সাগ্রহে আমার সাথে কাজ করতে চাইবেন।"

অবিশ্বাসের সাথে চেয়ে থাকে এলিজাবেথ। "আপনি বলতে চাচ্ছেন বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা আপনার সাথে যৌথভাবে কাজ করবে...এরকম একটি আইডিয়া নিয়ে?"

"সত্যি বলতে কি, হ্যা," বলে সে। "আপনার সংস্থাটি ডাক্তারে পরিপূর্ণ। একজন ডাক্তার যখন গ্যাংরিনের রোগী পায় তখন কিন্তু তারা মোটেও দ্বিধা না করে পা কেটে ফেলে রোগীর জীবন বাঁচিয়ে থাকে। কখনও কখনও এমনও সময় এসে হাজির হয় যখন দুটো শয়তানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম শয়তানটাকে বেছে নিতে হয় আমাদের।"

"এটা একেবারেই আলাদা কিছু।"

"না, এটা একদম সেরকমই। পার্থক্যটা হলো মাত্রাগত।"

যথেষ্ট শুনেছে এলিজাবেথ, হুট করে দাঁড়িয়ে যায় সে। "আমাকে প্লেন ধরতে হবে।"

দীর্ঘদেহী লোকটি আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে তার পথ রোধ করে দাঁড়ায়। "সাবধান করে দেবার জন্য বলছি। আপনাদের সাহায্য-সহযোগীতা ছাড়াও আমি

খুব সহজেই এই আইডিয়াটা নিয়ে নিজের মতো করে কাজ করতে পারবো।"

"সাবধান করে দিচ্ছেন," পাল্টা বলে ওঠে এলিজাবেথ। "আমি এটাকে সন্ত্রাসী হুমকি বলে মনে করছি। আমরা এটাকে এভাবেই দেখবো।" মোবাইলফোনটা হাতে তুলে নেয় সে।

হেসে ওঠে লোকটি। "হাইপোথেটিক্যাল একটি বিষয় নিয়ে আপনি আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করবেন? দুর্ভাগ্য হলো, আপনাকে ফোন করতে হলে একটু অপেক্ষা করতে হবে। এই ঘরটি ইলেক্ট্রনিক্যালি শিল্ডেড। আপনার ফোনে নেটওয়ার্ক পাবেন না।"

আমার কোনো নেটওয়ার্ক সিগন্যালের দরকার নেই, বদ্ধ উন্মাদ কোথাকার। ফোনটা চোখের সামনে তুলে ধরে এলিজাবেথ, লোকটি কিছু বুঝে ওঠার আগেই দ্রুত একটা ছবি তুলে ফেলে। মোবাইল ক্যামেরার ফ্ল্যাশের আলো তার সবুজ চোখে প্রতিফলিত হলে কয়েক মুহূর্তের জন্য ডক্টরের মনে হয় লোকটাকে সে চেনে।

"আপনি যে-ই হোন না কেন," বলে সে, "আমাকে এখানে ডেকে এনে মারাত্মক ভুল করেছেন। এয়ারপোর্টে পৌছানোর আগেই আমি বের করে ফেলবো আপনি কে। তারপর আপনার নাম বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, সিডিসি এবং ইসিডিসি'র সম্ভাব্য বায়োটেররিস্টের তালিকায় ঠাঁই পাবে। আপনার উপর দিন-রাত আমাদের লোকজন নজরদারি করবে। আপনি যদি কোনো ম্যাটেরিয়াল কেনার চেষ্টা করেন আমরা সঙ্গে সঙ্গে জেনে যাবো। যদি কোনো ল্যাব তৈরি করেন আমরা সেটাও জেনে যাবো। আমাদের চোখে ফাঁকি দিয়ে কোথাও পালাতে পারবেন না।"

দীর্ঘক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে লোকটি, যেনো তার ফোনসেটটি ছিনিয়ে নেবে এরপর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটু সরে গিয়ে অদ্ভুত হাসি দিয়ে ওঠে। "তাহলে ধরে নিন, আমাদের নৃত্য শুরু হয়ে গেছে।"

অধ্যায় ৩২

ইল করিদোইয়ো ভাসারিয়ানো–দ্য ভাসারি করিডোর–মেদিচি শাসক গ্র্যান্ড ডিউক প্রথম কসিমোর নির্দেশে ১৫৬৪ সালে ডিজাইন করেছিলেন স্বয়ং গিওর্গিও ভাসারি, এর উদ্দেশ্য ছিলো পিত্তি প্যালেস থেকে আরনো নদীর ওপারে পালাজ্জো ভেচ্চিও'তে অবস্থিত প্রশাসনিক ভবনের সাথে একটি নিরাপদ প্যাসেজ তৈরি করা।

ভ্যাটিকান সিটির বিখ্যাত পাসোত্তোর মতোই ভাসারি করিডোর একটি সিক্রেট প্যাসেজওয়ে। এটির দৈর্ঘ প্রায় এক কিলোমিটার, ববোলি গার্ডেনের পূর্ব কোণ থেকে পন্তে ভেচ্চিও অতিক্রম করে সর্পিলভাবে উফিজ্জি গ্যালারির মধ্য দিয়ে চলে গেছে পুরনো প্রাসাদ পর্যন্ত।

বর্তমান সময়েও ভাসারি করিডোর নিরাপদ প্যাসেজ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তবে সেটা সম্ভ্রান্ত মেদিচি'দের জন্য নয়, বরং আর্টওয়ার্কের জন্য। এর দীর্ঘ এবং নিরাপদ দেয়ালের অভ্যন্তরে সংরক্ষিত আছে বিরল সব পেইন্টিং–বিখ্যাত উফিজ্জি গ্যালারির মধ্য দিয়েও চলে গেছে এটি তাই গ্যালারির বাড়তি সব ছবি রাখা আছে এখানে।

কয়েক বছর আগে ছুটি কাটাতে এখানে বেড়াতে আসে ল্যাংডন, তখন এই প্যাসেজওয়েটি ঘুরে ঘুরে দেখেছিলো। করিডোরের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় অসংখ্য পেইন্টিংয়ের সমাহার দেখে তার মাথা খারাপ হয়ে গেছিলো–এরমধ্যে রয়েছে এ বিশ্বের সবচাইতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আত্মপ্রতিকৃতির সংগ্রহ। বেশ অগ্রহ নিয়ে বেশ কয়েকবার থেমে করিডোরের ভিউয়িং পোর্টালগুলো উঁকি মেরে দেখেছে সে। এলিভেটেড ওয়াকওয়ে দিয়ে যাওয়ার সময় ভ্রমণকারীরা এসব পোর্টাল দিয়ে দেখে বুঝতে পারে তারা এখন কোথায় আছে।

আজ সকালে অবশ্য ল্যাংডন আর সিয়েনা দৌড়ে পার হতে লাগলো করিডোরটি। অন্যপ্রান্তে তাদের পিছু নেওয়া লোকগুলো থেকে যতোটা সম্ভব দূরে যাওয়াই তাদের উদ্দেশ্য। ল্যাংডন ভাবতে লাগলো হাত-পা-মুখ বাধা গার্ডকে আবিষ্কার করতে কতোটা সময় লাগতে পারে। তাদের সামনে টানেলটি যতোই কাছে চলে আসছে ল্যাংডন আঁচ করতে পারছে তারা যা খুঁজছে সেটা যেনো ক্রমশ এগিয়ে আসছে কাছে।

Cerca trova...মৃতের চোখ...এবং আমার পেছনে কে বা কারা লেগেছে সেটার জবাব।

সার্ভিলেন্স ড্রোনের আওয়াজটি তাদের থেকে এখন অনেক দূরে। টানেল ধরে যতোই এগোতে লাগলো ল্যাংডন ততোই তার মনে হতে লাগলো এই প্যাজেটি আর্কিটেকচেরাল দিক থেকে কতোটা উচ্চাভিলাষি ছিলো। প্রায় পুরোটা প্যাসেজই শহরের উপর দিয়ে এলিভেটেড হয়ে চলে গেছে। ভাসারি করিডোরটাকে মনে হয় বিশালাকারের সাপ, পিত্তি প্যালেস থেকে আরনো নদীর ওপারে পুরনো ফ্লোরেন্সের প্রাণকেন্দ্র পর্যন্ত চলে যাওয়ার সময় অসংখ্য বাড়িঘর পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। সঙ্কীর্ণ, আর সাদা রঙ করা প্যাসেজওয়েটি মনে হয় অনন্ত এক যাত্রাপথ, মাঝেমধ্যে ডানে-বামে মোড় নিয়ে তার অভীষ্ট লক্ষ্য পূর্ব দিকে এগিয়ে গেছে আরনো নদীর ওপারে।

করিডোরের সামনে থেকে হঠাৎ করেই লোকজনের আওয়াজ ভেসে এলে থমকে দাঁড়ালো সিয়েনা। ল্যাংডনও থামলো তবে মেয়েটির কাঁধে হাত রেখে আশ্বস্ত করলো তাকে। কাছের একটি ভিউয়িং পোর্টালের দিকে ইঙ্গিত করলো সে।

নীচে পর্যটকের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পোর্টাল দিয়ে তাকিয়ে দেখলো তারা দু'জনে এখন পন্তে ভেচ্চিও'র উপরে আছে–মধ্যযুগে তৈরি হওয়া পাথরের একটি পায়েহাটা সেতু, যা পুরনো শহরের সাথে সংযোগ হিসেবে কাজ করছে। তাদের নীচে সকালের প্রথম দিকে আসা পর্যটকের দল কেনাকাটায় আর সেতুর উপর দিয়ে পারাপার হতেই ব্যস্ত। আজকের দিনে ওখানকার বেশিরভাগ দোকানই হলো স্বর্ণ আর অলঙ্কারের, তবে এরকমটি সব সময় ছিলো না। প্রথম দিকে এই সেতুর উপরে প্রচুর মাংসের দোকান বসতো কিন্তু ১৫৯৩ সালের পর থেকে তাদেরকে আর দেখা যায় নি। এর কারণ ভাসারি করিডোর দিয়ে যাওয়ার সময় ডিউক মহোদয়ের সূক্ষ্ম-নাকে মাংসের কটু গন্ধ এসে লাগার পর তিনি ওখান থেকে সব ধরণের মাংসের দোকান উচ্ছেদ করার আদেশ দেন।

[বাতিঘর প্রকাশনীর অনুবাদ সংস্করণে দেয়া হলো, অনুবাদক মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন]

সেতুটির উপরে একটি নির্দিষ্ট জায়গার কথা মনে পড়লো ল্যাংডনের, ওখানে ফ্লোরেন্সের সবচাইতে কুখ্যাত নরহত্যাটি সংঘটিত হয়েছিলো ১২১৬ সালে। বুয়োনদেলমন্তে নামের সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক যুবক ভালোবাসার মানুষটির জন্য পরিবারের পছন্দে অন্যত্র বিয়ে করতে রাজি না হওয়ায় তাকে এই সেতুর উপরে নির্মমভাবে খুন করা হয়।

তার মৃত্যুকে বিবেচনা করা হয় 'ফ্লোরেন্সের ইতিহাসে রক্তাক্ত একটি অধ্যায়' হিসেবে, কারণ এরফলে গুয়েল্‌ফ আর গিবিলিনিস'রা শত বছরের দীর্ঘ এক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এই রাজনৈতিক ঘটনাটি আবার দান্তেকে তার জন্মস্থান ফ্লোরেন্স ছাড়তে বাধ্য করেছিলো। সেজন্যে কবি তিক্ততার সাথে তার *ডিভাইন কমেডি*'তে এ ঘটনাটিকে অমর করে রেখেছেন : *ও বুয়োনদেলমন্তে, তুমি তোমার বিয়ের প্রতিশ্রুতি থেকে পালিয়ে কী তাণ্ডবই না বয়ে এনেছো!*

আজকের দিনে সেতুটির উপরে খুন হবার সেই জায়গার কাছাকাছি তিনটি আলাদা আলাদা ফলক দেখা যায়–প্রত্যেকটাতেই দান্তের *পারাদিসো*'র ১৬ ক্যান্টো থেকে উদ্ধৃতি রয়েছে। তাদের মধ্যে একটি আছে পন্তে ভেচ্চিও'র গোড়ায় : কিন্তু অন্তিম শান্তিতে ফ্লোরেন্সে একজন ক্ষতবিক্ষত হয় পাথরের সেতুর উপরে...হতভাগা একজন।

সেতুটির নীচে বয়ে যাওয়া পানির দিকে তাকালো ল্যাংডন। পশ্চিমে অবস্থিত পালাজ্জো ভেচ্চিও'র একমাত্র মিনারটির প্রতিবিম্ব পড়েছে ঢেউ খেলানো জলরাশির উপর। ল্যাংডন আর সিয়েনা আরনো নদীর মাঝপথে থাকলেও তারা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারছে না এমন এক জায়গায় চলে যাচ্ছে যেখান থেকে ফিরে আসার কোনো পথ নেই।

ত্রিশ ফিট নীচে, পন্তে ভেচ্চিও'র কাঁকড় বিছানো পথের উপর ভায়েন্থা উদ্বিগ্ন হয়ে দলে দলে আসা লোকজনের ভীড়টাকে পর্যবেক্ষণ করছে। সে জানেও না তার একমাত্র মোক্ষ লাভের সুযোগটি কয়েক মুহূর্ত আগে মাথার উপর দিয়ে চলে গেছে।

অধ্যায় ৩৩

নোঙর করা *মেন্দাসিয়াম*-এর অনেক নীচে ফ্যাসিলিটেটর নোলটন তার নিজের কিউবিকলে বসে আছে, ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছে নিজের কাজের প্রতি মনোযোগ দিতে। এক ঘণ্টা ধরে প্রচণ্ড আতঙ্কের সাথে সে ভিডিওটি দেখেছে বার বার, নয় মিনিটের আত্মকথনটি বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারছে জিনিয়াস আর উন্মাদের মাঝমাঝি কিছু হবে এটি।

ভিডিওটি শুরু থেকে ফাস্ট-ফরোয়ার্ড করে কোনো ক্লু খোঁজার চেষ্টা করলো। হয়তো এরকম কিছু তার চোখে পড়ে নি। পানিতে ডুবে থাকা ফলক...উজ্জ্বল হলুদ-বাদামী তরলের ব্যাগ বাদ দিয়ে...পাখির চঞ্চুসদৃশ্য অবয়বটিতে চলে এলো আবার–পানি চুইয়ে পড়া গুহার দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিকৃত একটি অবয়ব...নীচ থেকে তার মুখে এসে পড়েছে মৃদু লালচে আলো।

ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠটা শুনলো নোলটন, রূপকাশ্রয়ী কথাগুলোর মানে খোঁজার চেষ্টা করলো সে। বক্তব্যের মাঝখানে দেয়ালের অবয়বটি আরো বড় হয়ে গেলো, কণ্ঠটাও হয়ে উঠলো চড়া।

দান্তের নরক কোনো কল্পিত বিষয় নয়...এটা ভবিষ্যৎবাণী!
সীমাহীন দুর্দশা। তীব্র যন্ত্রণাময় দুর্ভোগ। এটাই ভবিষ্যতের চিত্র।
লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি পাওয়া মানবজাতি প্লেগ আর ক্যান্সারের মতোই আচরণ করবে...প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম আমাদের সংখ্যা বেড়েই চলবে যতোক্ষণ না এক সময় আমাদের সদগুনগুলোকে পরিপুষ্ট করা পার্থিব স্বস্তি এবং ভ্রাতৃত্ববোধ পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে পড়বে...জেগে উঠবে আমাদের ভেতরে ঘাপটি মেরে থাকা দানব...সন্তানদের আহার জোগাতে মারামারি খুনোখুনি করবে সবাই।
এটাই দান্তের নয়টি চক্রের নরক।
এটাই অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।
ম্যালথাসের গাণিতিক হিসেবের মতো হিংস্র ভবিষ্যৎ আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে, আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি নরকের প্রথম চক্রে...জানি না কতো দ্রুত আরো নীচে তলিয়ে যাবার দ্বারপ্রান্তে রয়েছি আমরা।

ভিডিওটা পজ করলো নোলটন। *ম্যালথাসের অঙ্ক?* ইন্টারনেট ব্রাউজ করে দ্রুত জেনে নিলো উনিশ শতকের ইংরেজ গণিতজ্ঞ এবং জনসংখ্যাবিদ টমাস রবার্ট ম্যালথাস সম্পর্কে। জনসংখ্যার বৃদ্ধির ব্যাপারে 'ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব' হিসেবে পরিচিত একটি ভয়াবহ মতবাদ রয়েছে তার। পৃথিবীর জনসংখ্যার তার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে বিরাট বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যাবে সব কিছু। তখন মানুষ খাদ্য-পানীয় আর প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবে একে অন্যের সাথে মারামারি করে রোগব্যধিতে ভুগে নিঃশেষ হতে শুরু করবে।

ম্যালথাসের জীবনী এবং তার বিখ্যাত বই *অ্যান এসে অন দি প্রিন্সিপ্যাল অব পপুলেশন্স*-এর কিছু উদ্ধৃতি পড়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠলো নোলটন :

> জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার এই ধরিত্রীতে মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের উৎপাদনের চেয়ে অনেক বেশি। সে-কারণে মানবপ্রজাতির মধ্যে অকাল মৃত্যুর হার বেড়ে যাবে একটা সময়। মানুষের নৈতিক গুণাবলীর বিনাশের কারণে দ্রুত কমে আসবে জনসংখ্যা। ফলশ্রুতিতে মানবপ্রজাতি হয়ে উঠবে ধ্বংসযজ্ঞের এক বিরাট সৈন্যবাহিনী। প্রায়শই তারা লিপ্ত হবে মারামারি আর খুনখারাবির মতো কাজে। পরিবেশ বিপর্যয়, খারাপ ঋতুর আবির্ভাব, মহামারি, খরা, অতিবৃষ্টি, প্লেগের মতো ভয়ঙ্কর রোগে আক্রান্ত হবে তারা, হাজারে হাজারে, লাখ লাখে মানুষ মৃত্যুবরণ করবে, দ্রুত কমে আসবে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা। এরপরও দুর্দশার শেষ হবে না, ধেয়ে আসবে সর্বব্যাপী দুর্ভিক্ষ, আর এই দুর্ভিক্ষের কষাঘাতে অতি দ্রুত পৃথিবীর জনসংখ্যা হ্রাস পেয়ে সহ্যসীমার মধ্যে চলে আসবে।

এটা পড়ে নোলটনের হৃদস্পন্দন বেড়ে গেলো, পজ করা ভিডিওতে পাখির ঠোঁটসদৃশ্য অবয়বটির দিকে তাকালো সে।

লাগামহীন মানবজাতি প্লেগ আর ক্যান্সারের মতো আচরণ করবে।

লাগামহীন। কথাটা নোলটন পছন্দ করলো না।

দ্বিধার সাথেই ভিডিওটা আবার প্লে করলো সে।

ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠটা বলে যাচ্ছে :

হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা মানে দান্তের নরককে স্বাগত জানানো...গাদাগাদি করে অনাহারে থেকে পাপের সাগরে ডুবে যাওয়া।

তাই সাহসী একটি পদক্ষেপ নিয়েছি আমি।

অনেকেই হয়তো ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাবে, কিন্তু মুক্তির জন্যে সব সময়ই মূল্য চুকাতে হয়।

একদিন পৃথিবী আমার এই আত্মত্যাগের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারবে।

আমিই যে তোমাদের মোক্ষ।

আমি সেই ছায়া।

আমি পোস্টহিউম্যান যুগের প্রবেশদ্বার।

অধ্যায় ৩৪

পালাজ্জো ভেচ্চিওর সাথে বিশাল বড় একটি দাবাবোর্ডের বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। এর সুদৃঢ় আয়তক্ষেত্রের সম্মুখভাগটি বর্গাকৃতিতে খাঁজ কাটা, দেখতে অনেকটা দাবা খেলার ঘুঁটি কিস্তির মতো, পিয়াজ্জা দেল্লা সিনোরিয়ার দক্ষি-পূর্ব দিকে অটল প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে।

ভবনটির ব্যতিক্রমধর্মী দূর্গের মতো একটি চতুষ্কোন মিনার ফ্লোরেন্স শহরের প্রতীকে পরিণত হয়েছে। ইটালিয়ান সরকারের একটি ভবন হিসেবে শক্তিমত্তা প্রকাশ করার জন্যই বুঝি এর সম্মুখভাবে পেশীবহুল মানুষের কিছু মূর্তি রয়েছে, আর সেটা যেনো বেড়াতে আসা অতিথিদেরকে প্রকারান্তরে ভয়ই দেখায়। আম্মান্নাতি'র পেশীবহুল *নেপচুন* নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে চারটি ঘোড়ার উপর, সমুদ্রে ফ্লোরেন্সের যে আধিপত্য সেটারই যেনো প্রতীকিরূপ হিসেবে। বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কর্য মাইকেলাঞ্জেলোর *ডেভিড*-এর একটি রেপ্লিকা স্থাপন করা হয়েছে পালাজ্জোর প্রবেশপথের সামনে। *ডেভিড*-এর সাথে যোগ দিয়েছে *হারকিউলিস* আর *ককাস*–বিশালাকারের আরো দুটো নগ্ন পুরুষ মূর্তি–যারা *নেপচুন*-এর *সাটুর*-এর সাথে জোটবদ্ধ হয়ে নিজেদের লিঙ্গ প্রদর্শন করে পালাজ্জো'তে আসা দর্শনার্থীদেরকে স্বাগত জানাচ্ছে!

সাধারণত ল্যাংডন পিয়াজ্জা দেল্লা সিনোরিয়া থেকে তার পালাজ্জো ভেচ্চিও ভ্রমণ শুরু করে থাকে, ওখানকার নগ্নমূর্তি আর সেগুলোর লিঙ্গ-আধিক্য সত্ত্বেও ইউরোপের প্লাজাগুলোর মধ্যে ওটাই তার কাছে সবচাইতে প্রিয়। লগিয়া দেই লানজি'তে অবস্থিত মেদিচি'দের উন্মুক্ত ভাস্কর্যের গ্যালারির সিংহগুলো দেখার পর ক্যাফে রিভয়রি'তে বসে এসপ্রেসো কফি না খেলে পিয়াজ্জা দর্শন পূর্ণতা পায় না।

আজ ল্যাংডন আর তার সঙ্গি পরিকল্পনা করেছে তারা পালাজ্জো ভেচ্চিও'তে প্রবেশ করবে ভাসারি করিডোর দিয়ে, অনেকটা মেদিচি'দের আমলে ডিউকেরা যেভাবে ওখানে যেতো, ঠিক সেভাবে–বিখ্যাত উফিজ্জি গ্যালারিটা পাশ কাটিয়ে করিডোর দিয়ে এঁকেবেঁকে পুরনো প্রাসাদের ভেতরে। এ পর্যন্ত আসার পরও তারা কোনো পায়ের শব্দ শুনতে পেলো না পেছনে তারপরও করিডোর থেকে বের হওয়া নিয়ে ল্যাংডন একটু উদ্বিগ্ন বোধ করছে।

এখন আমরা পৌছে গেছি, বুঝতে পারলো ল্যাংডন। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে বিশাল আর ভারি কঠের দরজাটি। *পুরনো প্রাসাদে ঢোকার পথ।*

অত্যাধুনিক মেকানিজমের তালা থাকার পরও দরজায় রয়েছে একটি হরাইজন্টাল বার।

দরজায় কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো ল্যাংডন। ওপাশ থেকে কিছুই শুনতে পেলো না। বারটা ধরে আস্তে করে ধাক্কা দিলো সে।

লকটা ক্লিক করে শব্দ করলো।

কাঠের দরজাটি কয়েক ইঞ্চির মতো ফাঁক হতেই ল্যাংডন উঁকি মেরে দেখলো ওপাশটা। ছোট্ট একটি প্রকোষ্ঠের মতো। ফাঁকা। নীরব।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দরজা খুলে সরে দাঁড়ালো সে, সিয়েনাকে ইশারা করলো ভেতরে প্রবেশ করার জন্য। *আমরা ভেতরে ঢুকে পড়ছি।*

পালাজ্জো ভেচ্চিও'র ভেতরে নিরিবিলি সেই দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ল্যাংডন নিজের চিন্তাভাবনা গুছিয়ে নিলো। তাদের সামনে একটি দীর্ঘ হলওয়ে দরজার কাছ থেকে মোড় নিয়ে চলে গেছে বহু দূরে। তাদের বামে, কিছুটা দূর থেকে মৃদু কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। শান্ত আর প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা। পালাজ্জো ভেচ্চিও অনেকটা ইউনাইটেড স্টেটসের ক্যাপিটল ভবনের মতোই একই সঙ্গে সরকারী অফিস এবং পর্যটকদের জন্য একটি দর্শণীয় স্থান। সকালের এ মুহূর্তে যে কণ্ঠগুলো শোনা যাচ্ছে সেগুলো মূলতঃ সিভিল সার্ভিসের কর্মচারীদের। দিনের কাজকর্ম শুরু করার প্রস্তুতি নিতে যাচ্ছে তারা।

হলওয়ের কিছুটা সামনে এগিয়ে কর্নারে গিয়ে মেরে দেখলো ল্যাংডন আর সিয়েনা। এটা নিশ্চিত, হলওয়ের শেষদিকে একটি খোলা জায়গা আছে, সেখানে কয়েক ডজন সরকারী কর্মচারী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে আর *এসপ্রেসি* কফিতে চুমুক দিচ্ছে।

"ভাসারির ম্যুরাল," সিয়েনা ফিসফিসিয়ে বললো, "তুমি বলছো ওটা হল অব ফাইভ হান্ড্রেড-এ আছে?"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে খালি জায়গাটার দিকে ইঙ্গিত করলো, ওখানে একটি প্রবেশপথ দেখা যাচ্ছে। খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে হলওয়েটাও চোখে পড়ছে দূর থেকে। "সমস্যা হলো ঐ খোলা জায়গাটা পেরিয়ে ওখানে যেতে হবে।"

"তুমি নিশ্চিত?"

সায় দিলো ল্যাংডন। "তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে আমরা ওখানে যেতে পারবো না।"

"তারা সবাই সরকারী কর্মচারী। আমাদেরকে লক্ষ্য করবে না তারা। এমনভাবে হেটে যাবে যেনো তুমিও এখানকারই একজন।"

সিয়েনা ল্যাংডনের সুটটা ঠিকঠাক করে ধুলো-ময়লা ঝেড়ে দিয়ে কলারটাও ঠিক করে দিলো। "তোমাকে দেখে বেশ লাগছে, রবার্ট।" দুষ্টু হাসি দিলো

মেয়েটি। এরপর নিজের সোয়েটারও ঠিকঠাক করে খালি জায়গার দিকে পা বাড়ালো।

তাকে অনুসরণ করলো ল্যাংডন। একেবারে স্বাভাবিকভাবেই তারা দু'জন হেটে গেলো খোলা জায়গাটার দিকে। জায়গাটার কাছাকাছি আসতেই সিয়েনা ইতালিয়ান ভাষায় অনর্গল কথা বলতে শুরু করলো ল্যাংডনের সাথে–কৃষিখামারের ভর্তুকি বিষয়ক কথাবার্তা। আস্তে আস্তে দেয়ালের কাছ ঘেষে তারা এগিয়ে যেতে লাগলো এভাবে। ল্যাংডন অবাক হয়ে দেখতে পেলো কেউ তাদের দিকে দ্বিতীয়বারের মতো তাকাচ্ছে না।

খোলা জায়গাটা পেরিয়ে তারা দু'জন হলওয়ের দিকে এগোলো।

শেক্সপিয়ারের প্লেবিলের কথা মনে পড়ে গেলো ল্যাংডনের। *দুষ্টু পুক।* "তুমি তো দেখছি পাক্কা অভিনেত্রী," বিড়বিড় করে বললো সে।

"সেটাই তো ছিলাম," স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বলে দিলো সিয়েনা। তার কণ্ঠ শুনে একটু উদাস মনে হলো।

আরো একবার ল্যাংডনের মনে হলো সে যতোটুকু জানতে পেরেছে তারচেয়ে অনেক বেশি দুঃখ-যন্ত্রণা রয়েছে এই মেয়েটির অতীত জীবনে। এরকম বিপজ্জনক একটি পরিস্থিতিতে তাকে জড়িয়ে ফেলে এক ধরণের অনুশোচনা বোধও হলো তার। নিজেকে এই বলে স্মরণ করিয়ে দিলো, এখনও কোনো কিছু করা হয় নি, শুধুমাত্র এটাকে দেখা ছাড়া।

টানেল দিয়ে সাঁতরে যাও...আর প্রার্থনা করো আলো যেনো দেখা যায়।

হলওয়ে দিয়ে ঢোকার সময় ল্যাংডনের মনে হলো তার স্মৃতি ভালোমতোই কাজ করতে শুরু করেছে। হলওয়ের এক কর্নারে ছোট্ট একটি ফলকে তীর চিহ্ন দিয়ে লেখা আছে : ইল সালোনি দেই সিনকোয়েনসেন্তা। *দ্য হল অব দি ফাইভ হান্ড্রেড,* মনে মনে বললো ল্যাংডন। আশা করলো প্রশ্নগুলোর জবাব হয়তো এখানেই নিহিত আছে। *শুধুমাত্র মৃতের চোখেই সত্য দেখতে পাবে। এর মানে কি?*

"রুমটা হয়তো এখনও লক করা আছে," কর্নারের কাছে আসতেই ল্যাংডন বললো। হল অব ফাইভ হান্ড্রেড পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও এই সকালে এখনও পালাজ্জো খোলা হয় নি।

"তুমি কি এটা শুনছো?" থমকে দাঁড়িয়ে বললো সিয়েনা।

ল্যাংডনও শুনতে পেলো সেটা। কর্নার থেকে একটা মেশিনের গুঞ্জন ভেসে আসছে। *দয়া করে বলবে না এটা একটা ইনডোর ড্রোন।* সতর্কতার সাথে ল্যাংডন কর্নার দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো।

ত্রিশ গজ দূরে হল অব ফাইভ হান্ড্রেডের কাঠের দরজাটির সামনে এক

কেয়ারটেকার লোক ক্লিনিং মেশিন দিয়ে মেঝে পরিস্কার করে যাচ্ছে।

দরজার প্রহরী।

দরজার বাইরে তিনটি সিম্বলের একটি প্লাস্টিক সাইনবোর্ডের একটির দিকে মনোযোগ গেলো ল্যাংডনের। এমনকি নগন্য একজন সিম্বলজিস্টের পক্ষেও এটার মর্মোদ্ধার করা সহজ, এগুলো বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী সার্বজনীন আইকনে পরিণত হয়েছে : একটি ভিডিও ক্যামেরা, কাপের আইকনের উপর X চিহ্ন দেয়া; একটা বক্সের ভেতর নারী-পুরুষের অবয়ব।

ল্যাংডন এবার এগিয়ে গেলো দ্বাররক্ষীর দিকে। পেছন পেছন সিয়েনা।

দ্বাররক্ষী মুখ তুলে তাকাতেই অবাক হয়ে বলে উঠলো, "*সিনোরি?!*" ল্যাংডন আর সিয়েনাকে হাত তুলে থামার ইশারা করলো সে।

ল্যাংডন তার দিকে তাকিয়ে যন্ত্রনাদায়ক হাসি দিয়ে-অনেকটা চোখমুখ কোচকানোর মতো করে-দরজার উপরে সিম্বলগুলোর দিকে ইঙ্গিত করলো। "তয়লেত্তে," কণ্ঠ চেপে বললো সে।

দ্বাররক্ষী কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করলেও ল্যাংডনকে তার সামনে অস্বস্তিকর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সহমর্মিতার সাথে মাথা নেড়ে ভেতরে যাবার অনুমতি দিলো।

দরজার কাছে গিয়ে সিয়েনার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে দিলো ল্যাংডন। "সহানুভূতি হলো সার্বজনীন একটি ভাষা।"

অধ্যায় ৩৫

এক সময় হল অব ফাইভ হান্ড্রেড ছিলো এ বিশ্বের সবচেয়ে বড় ঘর। এটা নির্মাণ করা হয়েছিলো ১৪৯৪ সালে পুরো রিপাবলিকের পাঁচশত সদস্যের গ্র্যান্ড কাউন্সিল, তথা *কনসিগলিও ম্যাগ্গিওরি*'র মিটিংয়ের জন্য, আর এ থেকেই হলটির এমন নামকরণ।

কয়েক বছর পর প্রথম কসিমোর শাসনামলে এটাকে সংস্কার করে আরো বড় করা হয়। প্রথম কসিমো ছিলেন ইটালির সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তি, তিনি পুরো প্রজেক্টের দায়িত্ব এবং এর স্থপতি হিসেবে নিয়োগ দেন মহান গিওর্গিও ভাসারিকে।

অসাধারণ প্রকৌশলের নিদর্শন এই ভবনটির ছাদ ভাসারি আরো উঁচু করে দেন। বাইরে থেকে আলো-বাতাস ঢোকার জন্য ঘরের চারদিকে ছাদের নীচ থেকে অসংখ্য জানালাও জুড়ে দেন তিনি। এরফলে ফ্লোরেন্সের সবচেয়ে অভিজাত শোরুম হিসেবে এটি পরিণত হয়, যেখানে রাখা হয়েছে ফ্লোরেন্সের অসাধারণ সব স্থাপত্য, ভাস্কর্য আর পেইন্টিং।

ল্যাংডনের কাছে অবশ্য এর মেঝেটাই সবথেকে আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। এখানে এলেই তার চোখ চলে যায় ঐ মেঝের দিকে। মেঝেটা কোনো সাধারণ স্থান নয়। লালচে পাথরের পারকোয়েটের মেঝের উপর কালো গ্রিড থাকায় বারো হাজার বর্গফিটের জায়গাটিকে অনেক বেশি দৃঢ়, মজবুত, গভীর আর ভারসাম্যপূর্ণ বলে মনে হয়।

ঘরের একপ্রান্তে চোখ তুলে তাকালো ল্যাংডন, ওখানে রাখা আছে ছয়টি ডায়নামিক ভাস্কর্য–*দ্য লেবারস্ অব হারকিউলিস অ্যান্ড ডায়োমিডিস*–ছয়জনের একটি সৈন্যদল। ল্যাংডন ইচ্ছে করেই দেখতে অপ্রীতিকর হিসেবে তকমা জুড়ে দেয়া *হারকিউলিস অ্যান্ড ডায়োমিডিস*-এর উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিলো, যাদের নগ্ন শরীর কুস্তিরত অবস্থায় আছে, একে অন্যের লিঙ্গ ধরে রেখেছে তারা–পেনাইল গ্রিপ–এটা দেখলেই ল্যাংডনের ভুরু কুচকে যায়।

ডানে দক্ষিণ দিকের দেয়াল বরাবর দাঁড়িয়ে আছে মাইকেলাঞ্জেলোর অসাধারণ কাজ *জিনিয়াস অব ভিক্টরি*, এটা বরং অনেক বেশি প্রীতিকর। প্রায় নয় ফিট উঁচু এই ভাস্কর্যটি অতিরক্ষণশীল পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াস, যিনি *ইল পাপা তেরিবিলি* হিসেবেই বেশি পরিচিত ছিলেন, তার সমাধিতে স্থাপন করার উদ্দেশ্যে বানানো হয়েছিলো। সমকামীতাকে ভ্যাটিকান যে চোখে দেখে সেটা বিবেচনায় নিলে এই ব্যাপারটা ল্যাংডনের কাছে নিয়তির নির্মম পরিহাস বলেই মনে হয়।

মূর্তিটি তমাসো দেই কাভালিয়েরি নামের এক যুবকের আদলে নির্মাণ করে তার বিখ্যাত প্রেমিক মাইকেলাঞ্জেলো। এই প্রেমিককে উদ্দেশ্য করেই মহান ভাস্কর লিখেছিলেন তিনশ'য়ের মতো সনেট।

"আমি বিশ্বাস করতে পারছি না এর আগে এখানে আসি নি," পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সিয়েনা আপন মনে বলে উঠলো। হঠাৎ করেই তার কণ্ঠ শান্ত আর গম্ভীর হয়ে উঠেছে। "এটা খুবই সুন্দর।"

সায় দিলো ল্যাংডন। তার মনে পড়ে গেলো এখানে প্রথম আসার দিনটির কথা–পৃথিবীর বিখ্যাত ক্লাসিক্যাল পিয়ানোবাদক মারিয়েলি কেইমেলের একটি কনসার্ট। এই হলটি যদিও রাজনৈতিক মিটিং আর গ্র্যান্ড ডিউকদের আলোচনা সভা করার উদ্দেশ্যে বানানো হয়েছিলো, কিন্তু আজকাল এখানে জনপ্রিয় সঙ্গীতকার, লেকচারার, গালা পার্টি আর ডিনারের আয়োজন চলে। শিল্পকলার ইতিহাসবিদ মরিজিও সেরাসিনি থেকে শুরু করে গুচ্চি মিউজিয়ামের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের লেকচার যেমন চলে তেমনি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট-এর ফ্যাশন শো পর্যন্ত এখানে অনুষ্ঠিত হয়। মাঝেমধ্যে ল্যাংডন ভাবে, প্রথম কসিমো যদি দেখতেন তার জমকালো ব্যক্তিগত হলটি সিইও আর ফ্যাশন মডেলে পরিপূর্ণ হয়ে আছে তাহলে তার কেমন লাগতো।

এবার দেয়ালজুড়ে থাকা বিশাল ম্যুরালের দিকে তাকালো ল্যাংডন। তাদের উদ্ভট একটা ইতিহাস আছে, এরমধ্যে রয়েছে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির ব্যর্থ পেইন্টিং টেকনিক এক্সপেরিমেন্ট, যার ফলে জন্ম নেয় একটি 'গলিত-মাস্টারপিস।' পিয়েরো সোদারিনি আর ম্যাকিয়াভেলির নেতৃত্বে আরেকটি আর্টিস্টিক শো-ডাউনও হয়েছিলো এখানে। ফলে রেনেসাঁর এই দুই কাণ্ডারি মাইকেলাঞ্জেলো আর লিওনার্দো ভিঞ্চির মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিলো এক ধরণের প্রতিযোগীতা। তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিলো একই ঘরে মুখোমুখি দুই দেয়ালে তারা যেনো দুটি ম্যুরাল সৃষ্টি করে।

আজ অবশ্য ল্যাংডনের সমস্ত মনোযোগ অন্য একটি ঐতিহাসিক রহস্যময়তার দিকে নিবদ্ধ।

Cerca trova।

"কোন্‌টা ভাসারির?" ম্যুরালগুলো দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করলো সিয়েনা।

"বলতে গেলে প্রায় সব ক'টাই," জবাবে জানালো ল্যাংডন, সে জানে এই ঘরটা সংস্কার করার সময় ভাসারি তার সহযোগীদের সঙ্গে নিয়ে ঘরের প্রায় সব ম্যুরালগুলোই আবার পেইন্টিং করেছিলেন।

"তবে ঐযে ম্যুরালটি দেখছো," দূরের ডান দিকে একটি ম্যুরাল দেখিয়ে বললো ল্যাংডন, "ওটা দেখতেই আমরা এখানে এসেছি–ভাসারির *ব্যাটল অব মার্সিয়ানো।*"

মুখোমুখি অবস্থানে থাকা দুই সামরিক বাহিনীর চিত্রটি বিশাল–পঞ্চান্ন ফিট লম্বা এবং তিনতলার মতো উঁচু। ছবিটাতে ধূসর আর সবুজের প্রভাব বেশি–সৈনিক, ঘোড়া, বর্শা আর নিশানের সহিংস এক প্যানোরামা।

"ভাসারি, ভাসারি," ফিসফিসিয়ে বললো সিয়েনা। "এখানেই কোথাও তার সিক্রেট মেসেজটি লুকিয়ে রাখা আছে?"

ম্যুরালের উপরে তাকিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো ল্যাংডন। সবুজ রঙের একটি যুদ্ধের নিশানা খুঁজে বেড়ালো সে, যেটাতে ভাসারি রহস্যময় সেই মেসেজটি লিখে রেখেছেন–CERCATROVA। "বায়নোকুলার ছাড়া নীচ থেকে ওটা খালি চোখে দেখা প্রায় অসম্ভব," ল্যাংডন কথাটা বলেই উপরের একটা জায়গা দেখালো, "তবে উপরের মাঝামাঝি জায়গাটায়, পাহাড়ের পাশে ঐ যে খামার বাড়িটা দেখা যাচ্ছে, তার নীচে যদি দেখো, তাহলে ছোট্ট একটা সবুজ রঙের নিশানা দেখতে পাবে–"

"দেখেছি!" ঠিক জায়গাতেই তার চোখ পড়েছে।

এরকম তারুণ্যভরা চোখ যদি তার থাকতো, একটু আফসোসই করলো ল্যাংডন।

তারা দু'জন ম্যুরালটির দিকে আরেকটু এগিয়ে গেলো। অবশেষে তারা এখানে এসেছে। তবে একটাই সমস্যা, ল্যাংডন জানে না তারা কেন এখানে এসেছে। কোনো কথা না বলে চুপচাপ ভাসারির মাস্টারপিসটা দেখে গেলো সে।

আমি যদি ব্যর্থ হই...তাহলে সবাই মারা যাবে।

তাদের পেছনে দরজাটা মৃদু শব্দ করে খুলে গেলে দ্বাররক্ষীকে দেখা গেলো মেঝে পরিস্কার করার যন্ত্র নিয়ে উঁকি মারছে। সিয়েনা তার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে হাত নাড়লো। দ্বাররক্ষী কয়েক মুহূর্ত তাদের দিকে চেয়ে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিলো আবার।

"আমাদের হাতে বেশি সময় নেই, রবার্ট," তাড়া দিলো সিয়েনা। "তোমাকে ভাবতে হবে। এই পেন্টিংটা দেখে কি তোমার কিছু মনে পড়ছে? যেকোনো ধরণের স্মৃতি?"

ছবিটার দিকে ভালো করে তাকালো ল্যাংডন।

শুধুমাত্র মৃতের চোখেই সত্য দেখতে পাবে।

ল্যাংডন ভেবেছিলো সম্ভবত এই ম্যুরালে কোনো লাশ ফাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবে ছবিতে থাকা অন্য কোনো ক্লুর দিকে...কিংবা এই ঘরের কোথাও। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হলো ল্যাংডন এখন ম্যুরালে কম করে হলেও কয়েক ডজন লাশ দেখতে পাচ্ছে কিন্তু তাদের কারোর চোখই নির্দিষ্ট কোথাও চেয়ে নেই।

শুধুমাত্র মৃতের চোখেই সত্য দেখতে পাবে?

একটি লাশ থেকে আরেকটি লাশের মধ্যে রেখা টেনে কোনো সংযোগ বের করার চেষ্টা করলো সে, ভাবলো কোনো আকৃতি দাঁড়ায় কিনা। কিন্তু কিছুই খুঁজে পেলো না।

জোর করে স্মৃতি হাতরাতে গিয়ে ল্যাংডন টের পেলো তার মাথা ব্যথাটা আবার ফিরে এসেছে। মাথার ভেতরে কোথাও থেকে যেনো সাদা-চুলের ঐ মহিলা ফিসফিসিয়ে বলছে : *খুঁজলেই পাবে।*

"কি খুঁজবো?!" চিৎকার করে বলতে চাইলো ল্যাংডন।

জোর করে চোখ দুটো বন্ধ করে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলো সে। সচেতন চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করলো। আশা করলো তার স্বজ্ঞা তাকে কিছু ইঙ্গিত দেবে।

ভেরি সরি।

ভাসারি।

Cerca trova।

শুধুমাত্র মৃতের চোখেই সত্য দেখতে পাবে।

তার মন বলছে, সে একদম সঠিক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চিত করে বলতে পারবে না, তবে কেন জানি তার এও মনে হচ্ছে কয়েক মুহূর্ত পরই যা খুঁজতে এসেছে তা পেয়ে যাবে।

ডিসপ্লে কেসের মধ্যে থাকা লাল ভেলভেটের প্যান্ট আর টানিকের দিকে উদাস হয়ে চেয়ে আছে এজেন্ট ব্রুডার, মনে মনে অভিসম্পাত দিচ্ছে। পুরো কস্টিউম গ্যালারিটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে তার এসআরএস টিম কিন্তু কোথাও ল্যাংডন আর সিয়েনা ব্রুকসের খোঁজ পায় নি।

সার্ভিলেন্স আর রেসপন্স সাপোর্ট, রেগেমেগে ভাবলো সে। *এতো কিছু থাকার পরও একজন কলেজ শিক্ষক এসআরএস টিমকে ফাঁকি দিতে পারলো? তারা গেছেটা কোথা!*

"প্রতিটি এক্সিট সিল করা আছে," তার এক লোক বললো তাকে। "একমাত্র সম্ভাবনা হলো, ওরা এখনও গার্ডেনেই আছে। এখানে আসে নি।"

কথাটা তার কাছে যৌক্তিক বলে মনে হলেও সঙ্গে সঙ্গে ব্রুডারের মনে হতে লাগলো, ল্যাংডন আর সিয়েনা এরইমধ্যে অন্য কোনো পথ খুঁজে পেয়েছে।

"ড্রোনটা আবার ওখানে পাঠাও," ঝটপট বলে উঠলো ব্রুডার। "স্থানীয় পুলিশকে বলো গার্ডেনের দেয়ালের বাইরেও যেনো ব্যাপক তল্লাশী অভিযান চালায়।" *ধুর বাল!*

তার লোকজন দ্রুত কাজে নেমে পড়তেই ব্রুডার ফোনটা বের করে দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিকে কল করলো। "ব্রুডার বলছি," বললো সে। "বলতে বাধ্য হচ্ছি, খুবই বড়সড় একটা ঝামেলায় পড়ে গেছি আমরা। সত্যি বলতে, অনেকগুলো ঝামেলা।"

অধ্যায় ৩৬

শুধুমাত্র মৃতের চোখেই সত্য দেখতে পাবে।

ভাসারির নৃশংস যুদ্ধের ছবিটার প্রতিটি ইঞ্চি পর্যবেক্ষণ করার সময় সিয়েনা বার বার এ কথাটি বলে গেলো মনে মনে। তার আশা কিছু একটা পাওয়া যাবে এখানে।

সবর্ত্রই লাশের চোখ দেখতে পাচ্ছে সে।

কোনটাতে আমরা খুঁজবো?!

সে ভাবতে লাগলো সম্ভবত মৃতের চোখ বলতে ব্ল্যাক ডেথের ছোবলে সারা ইউরোপে যে অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি হয়েছে তার কথাই বলা হয়েছে।

নিদেনপক্ষে প্লেগের মুখোশের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে...

হুট করেই শৈশবের একটি ছড়া মনে পড়ে গেলো তার : *Ring around the rosie. A pocketful of posies. Ashes, ashes. We all fall down*।

ইংল্যান্ডে থাকার সময় স্কুলে যখন পড়তো তখন এই ছড়াটা সে প্রায় আবৃত্তি করতো যতোদিন না জানতে পেরেছিলো এটা ১৬৬৫ সালে লন্ডনের গ্রেট প্লেগ থেকে উদ্ভুত। বলা হয়ে থাকে *Ring around the rosie* বলতে এখানে প্লেগ রোগের সিমটম হিসেবে শরীরে যে লাল-লাল গোটা হয় সেটার কথা বলা হয়েছে। আক্রান্ত ব্যক্তি *A pocketful of posies* অর্থাৎ পকেট ভর্তি ফুল রাখতো নিজের দেহের চামড়ায় পচনের ফলে যে দুর্গন্ধ হতো সেটা আড়াল করার জন্য। প্রতিদিন শত শত মানুষ প্লেগের করাল গ্রাসে মৃত্যুবরণ করতো আর তাদের লাশগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হতো সঙ্গে সঙ্গে। তাই ছড়াটাতে উল্লেখ করা হয়েছে : *Ashes, ashes. We all fall down*।

"ফর দি লাভ অব গড," আচমকা বিড়বিড় করে বলে উঠলো ল্যাংডন। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বিপরীত দিকের দেয়ালে মুখ করে দাঁড়ালো।

তার দিকে তাকালো সিয়েনা। "কি হয়েছে?"

"এক সময় এ নামে একটি আর্টপিস এখানে ডিসপ্লে করা হয়েছিলো। *ফর দি লাভ অব গড!*"

অবাক হয়ে সিয়েনা দেখতে পেলো ল্যাংডন ঘরের অন্যপ্রান্তে ছোট্ট একটি কাঁচের দরজার দিকে ছুটে গিয়ে সেটা খোলার চেষ্টা করছে। দরজাটা লক করা। কাঁচের দরজায় গাল ঠেকিয়ে ভেতরে দেখার চেষ্টা করলো সে।

সিয়েনা আশা করলো, ল্যাংডন যা-ই খুঁজুক না কেন সে যেনো দ্রুত সেটা করে কারণ দ্বাররক্ষী আবারো ঘরে ফিরে এসেছে, ল্যাংডনকে লক করা কাঁচের দরজার সামনে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে সে।

দ্বাররক্ষীর দিকে তাকিয়ে আবারো হাত নেড়ে মিষ্টি করে হাসলো সিয়েনা কিন্তু লোকটা তার দিকে শীতল চোকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চলে গেলো।

লো স্তুদিওলো।

কাঁচের দরজার ওপাশে, ঠিক যেখানে *cerca trova* শব্দটি লেখা আছে, তার বিপরীতে জানালাবিহীন ছোট্ট একটি কক্ষ আছে। প্রথম ফ্রান্সেস্কোর গোপনে স্টাডি করার জন্য এটির নক্সা করে দেন ভাসারি। আয়তক্ষেত্রের এই স্তুদিওলো'টির উপরের দিকে ব্যারেল-ভল্টেড সিলিংয়ের দিকে উঠে গেছে সিলিন্ডার আকৃতিতে। এরফলে কক্ষটির ভেতরে ঢুকলে মনে হবে বিশাল আকারের সিন্দুকের ভেতরে আছে বুঝি।

উপযুক্তভাবেই ভেতরের সাজসজ্জা চকচকে জিনিস দিয়ে করা হয়েছে। কক্ষটির দেয়াল আর ছাদ জুড়ে আছে ত্রিশটিরও বেশি পেইন্টিং। একে অন্যের সাথে এতোটাই কম দূরত্বে আছে সেগুলো, দেখে মনে হবে কোনো ফাঁকই রাখা হই নি। *দ্য ফল অব ইকারুস...অ্যান অ্যালেগোরি অব হিউম্যান লাইফ...নেচার প্রেজেন্টিং প্রমিথিউস উইদ স্পেকটাকুলার জেম্‌স...*

কাঁচের দরজা দিয়ে ভেতরে তাকাতেই আপন মনে বিড়বিড় করে ল্যাংডন বলে উঠলো, "মৃতের চোখ।"

কয়েক বছর আগে প্রথমবারের মতো পালাজ্জোর একটি প্রাইভেট সিক্রেট প্যাসেজ দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এই লো স্তুদিওলো'তে এসেছিলো ল্যাংডন। এই পালাজ্জো'তে অসংখ্য সিক্রেট দরজা, সিঁড়ি আর প্যাসেজওয়ে আছে মৌমাছির চাকের মতো। এমনকি বেশ কয়েকটি পেইন্টিংয়ের পেছনে রয়েছে এরকম কিছু জিনিস, এ সম্পর্কে জানতে পেরে খুব অবাক হয়েছিলো সে।

তবে এসব সিক্রেট প্যাসেজগুলো নিয়ে ল্যাংডন এখন ভাবছে না। তার ভাবনার বিষয় হলো একটি সাহসী আর আধুনিক আর্ট পিস, এক সময় যেটা ডিসপ্লে করা হতো এখানে–*ফর দি লাভ অব গড*–ডেমিয়েন হার্স্টের বিতর্কিত একটি আর্ট পিস। ভাসারির বিখ্যাত স্তুদিওলো'তে ওটা ডিসপ্লে করার পর পর বেশ হৈচৈ পড়ে গিয়েছিলো।

সলিড প্লাটিনামে তৈরি প্রমাণ সাইজের মানুষের মাথার একটি খুলি, পুরোটা খুলিতে আট-হাজারেরও বেশি ছোটো ছোটো ডায়মন্ড বসানো। সবটা মিলিয়ে অসাধারণ একটি দৃশ্য। ফাঁকা চক্ষু-কোটরে জীবন আর মৃত্যুর ঝলকানি সৃষ্টি করতো, জীবন-মৃত্যু...ভয়ঙ্কর আর সুন্দরের মতো বিপরীত দুটো সিম্বলকে

একসাথে প্রকাশ করতো। যদিও হার্স্টের ডায়মন্ডের মাথার খুলি অনেক আগেই লো স্তুদিওলো থেকে অপসারণ করা হয়েছে তারপরও আর্ট পিসটার কথা স্মরণ করতেই তার মাথায় একটা আইডিয়ার উদ্ভব হলো।

মৃতের চোখ, ভাবলো সে। *মাথার খুলির সাথে নিশ্চয় এটা উতরে যায়, তাই না?*

মাথার খুলির থিমটি দান্তের *ইনফার্নো*'তে বার বার ব্যবহার করা হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো নরকের শেষ চক্রে কাউন্ট উগোলিনো'কে দেয়া ভয়াবহ শাস্তিটি–শঠ বিশপের মাথার খুলি অনন্তকাল ধরে চিবানো হচ্ছে।

আমরা কি একটা মাথার খুলির খোঁজ করছি?

ল্যাংডন জানে, রহস্যময় স্তুদিওলো বানানো হয়েছিলো 'দুর্লভ বস্তুর ক্যাবিনেট'-এর ঐতিহ্য অনুসরণ করে। এখানকার দেয়ালে রাখা প্রায় সবগুলো পেইন্টিংয়ের পেছনেই রয়েছে গোপন কাপবোর্ড, আর এসব কাপবোর্ডে ডিউক তার কাছে থাকা অদ্ভুত আর কৌতুহলোদ্দীপক সব জিনিস রাখতেন–বিরল খনিজদ্রব্য, চমৎকার পালক, নটিলাসের শেলের ফসিল, এমনকি গুজব আছে এক সাধুর পায়ের হাঁড় এবং একমুঠো সিলভারও রয়েছে সেখানে।

তবে ল্যাংডনের সন্দেহ এসব জিনিস বহু আগেই এখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। হার্স্টের মাথার খুলি ছাড়া আর কোনো খুলি এখানে ডিসপ্লে করা হয়েছে বলেও সে কখনও শোনে নি।

এই কক্ষের বাইরে হলের দরজাটি সশব্দে খুলে গেলে ল্যাংডনের চিন্তা বাধাগ্রস্ত হলো। এরপর পরই শোনা গেলো দ্রুত পদক্ষেপের আওয়াজ।

"সিনোরি!" রাগতস্বরে একটি কণ্ঠ চিৎকার করে বলে উঠলো। *"ইল সালোনি নন এ এপার্তো!"*

ল্যাংডন ঘুরে দেখলো এক নারী কর্মচারী তাদের দিকে ধাই ধাই করে এগিয়ে আসছে। ছোটোখাটো গড়নের, ছোটো বাদামী চুল তার। মহিলার পেট অসম্ভব রকমের স্ফীত–গর্ভবতী। তাদের কাছে আসতে আসতে রেগেমেগে হাতঘড়ি দেখিয়ে বলতে লাগলো মহিলা, হলটা এখন কেন খোলা হয়েছে। কাছে আসতেই ল্যাংডনের সাথে তার চোখাচোখি হয়ে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে মুখে হাত-চাপা দিলো সে।

"প্রফেসর ল্যাংডন!" বিস্মিত আর বিব্রত হয়ে বললো মহিলা। "আমি খুবই দুঃখিত! আমি জানতাম না আপনি এখানে আছেন। আপনাকে আবারো স্বাগতম!"

বরফের মতো জমে গেলো ল্যাংডন।

সে একদম নিশ্চিত, এই মহিলাকে জীবনেও কখনও দেখে নি।

অধ্যায় ৩৭

"আমি তো আপনাকে দেখে চিনতেই পারি নি, প্রফেসর!" ল্যাংডনের কাছে এগিয়ে আসতে আসতে ইংরেজিতে বলতে লাগলো মহিলা। "মানে আপনার এরকম পোশাক দেখে আর কি।" ল্যাংডনের ব্রিওনি সুটটার দিকে ইঙ্গিত করে প্রশংসার দৃষ্টিতে হাসলো সে। "খুবই ফ্যাশনেবল। আপনাকে দেখে একদম ইতালিয়ানদের মতো লাগছে।"

ল্যাংডনের মুখ হা-হয়ে গেলো, গলা শুকিয়ে কাঠ। তারপরও ভদ্রতাবশে হাসি দিলো সে। "গুড...মর্নিং," বলতে গিয়ে হোচট খেলো। "আপনি কেমন আছেন?"

মহিলা হেসে তার পেটে হাত রাখলো। "একেবারে কাহিল অবস্থা। ছোট্ট কাতালিনা সারা রাত লাথি মেরে গেছে।" কথাটা বলেই ঘরের চারদিকে তাকিয়ে কিছুটা অবাক হলো সে। "*ইল দুমিনো* বলেন নি আপনি আবার আজকে ফিরে আসছেন। ধরে নিচ্ছি উনি আপনার সাথেই আছেন?"

ইল দুমিনো? কার কথা বলা হচ্ছে সে সম্পর্কে ল্যাংডনের কোনো ধারণাই নেই।

মহিলা তার হতবিহ্বল অবস্থা দেখে আশ্বস্ত করার জন্য হাসি দিলো। "ঠিক আছে, ফ্লোরেন্সে সবাই তাকে এই ডাকনামেই চেনে। তিনিও এতে কিছু মনে করেন না।" চারপাশে তাকালো আবার। "উনি কি আপনাকে এখানে ঢোকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন?"

"উনিই করে দিয়েছেন," কাছে এসে বললো সিয়েনা। "তবে উনার একটি ব্রেকফাস্ট মিটিং আছে। "আমাদেরকে বলেছেন, আমরা যদি এখানে ঘুরেফিরে দেখি তাহলে আপনি কিছু মনে করবেন না।" হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে দিলো সিয়েনা। "আমি সিয়েনা। রবার্টের ছোটো বোন।"

মহিলা সিয়েনার হাত ধরে বেশ আন্তরিকতার সাথে করমর্দন করলো। "আমি মার্তা আলভারেজ। আপনি কতোই না সৌভাগবতী–প্রফেসর ল্যাংডনের গাইড হতে পেরেছেন।"

"হ্যা, সেটাই," সিয়েনাও হেসে বলে উঠলো। "ও খুবই স্মার্ট!"

মহিলা সিয়েনাকে ভালো করে দেখতে শুরু করলে অদ্ভুত এক নীরবতা নেমে এলো ঘরে। "খুবই মজার তো," বললো অবশেষে, "আমি অবশ্য আপনাদের মধ্যে চেহারার কোনো মিলই খুঁজে পাচ্ছি না। শুধু উচ্চতা ছাড়া।"

ল্যাংডনের মনে হলো ধরা পড়তে যাচ্ছে। *এই সেরেছে।*

"মার্তা," ল্যাংডন কথার মাঝখানে ঢুকে পড়লো, আশা করলো মহিলার নামটা সঠিকভাবেই বলেছে। "আপনাকে ঝামেলায় ফেলে দেয়ার জন্য খুবই দুঃখিত। কিন্তু...মানে...আপনি হয়তো ধরতে পেরেছেন আমি এখানে কেন এসেছি।"

"কী যে বলেন," মাথা দুলিয়ে বললো মহিলা। "আপনি এখানে কি জন্যে এসেছেন সেটা আমি জীবনেও ধরতে পারবো না।"

ল্যাংডনের পাল্‌স বেড়ে গেলো। কী বলবে বুঝতে পারলো না। তার ধারণা এই বুঝি ধরা পড়ে যাবে। হঠাৎ চওড়া হাসি দিয়ে হো হো করে হেসে ফেললো মার্তা।

"প্রফেসর, আমি ঠাট্টা করছিলাম! আমি অবশ্যই ধরতে পেরেছি আপনি কেন আবার ফিরে এসেছেন। সত্যি বলতে কী, আমি জানি না আপনি ওটার মধ্যে চমকপ্রদ কী খুঁজে পেয়েছেন, তবে আপনি আর *ইল দুমিনো* যেহেতু গতরাতে উপরতলায় প্রায় এক ঘণ্টার মতো সময় কাটিয়েছেন, তখন আমি ধারণা করতেই পারি, আপনি আপনার বোনকেও ওটা দেখাতে নিয়ে এসেছেন?"

"ঠিক..." প্রফেসর কোনোমতে বলতে পারলো। "ঠিক বলেছেন। আপনাদের যদি কোনো সমস্যা না হয়...আমি সিয়েনাকে ওটা দেখাতে চাই?"

মার্তা দ্বিতীয় তলার বেলকনির দিকে তাকিয়ে কাঁধ তুললো। "সমস্যা নেই। আমি এখন ওখানেই যাচ্ছি।"

হলের পেছনে দোতলার বেলকনির দিকে তাকিয়ে ল্যাংডনের হৃদস্পন্দন বেড়ে গেলো। *গতরাতে আমি ওখানে ছিলাম?* তার কিছুই মনে পড়লো না। বেলকনিটা ঠিক *cerca trova* শব্দটি যে উচ্চতায় আছে সেই বরাবর অবস্থিত। সেটা দিয়ে পালাজ্জোর জাদুঘরেও যাওয়া যায়। এখানে এলে একবার হলেও সেখানে যায় ল্যাংডন।

মার্তা তাদেরকে নিয়ে দোতলার দিকে যেতেই থমকে দাঁড়ালো, যেনো ওখানে যাওয়ার ব্যাপারে মত বদলিয়েছে সে। "প্রফেসর, আপনি কি নিশ্চিত, এরচেয়ে কম অপ্রীতিকর জিনিস আপনার বোনকে আমরা দেখাতে পারবো না?"

কী বলবে ভেবে পেলো না ল্যাংডন।

"আমরা অপ্রীতিকর জিনিস দেখতে যাচ্ছি?" জানতে চাইলো সিয়েনা। "সেটা কি? ও তো আমাকে বলে নি।"

স্মিত হেসে ল্যাংডনের দিকে তাকালো মার্তা। "প্রফেসর, আপনি কি চান আপনার বোনকে আমি ওটার ব্যাপারে কিছু বলি, নাকি আপনি নিজেই সেটা বোনকে বলবেন?"

সুযোগটা লুফে নিলো ল্যাংডন। "নিশ্চয়, আপনি বললেই বেশি ভালো হয়, মার্তা।"

সিয়েনার দিকে ফিরে আস্তে আস্তে বললো মহিলা। "আমি জানি না আপনার ভাই আপনাকে কি বলেছে, তবে উপরতলায় জাদুঘরে গিয়ে একটি অদ্ভুত মুখোশ দেখতে যাচ্ছি আমরা।"

সিয়েনার চোখ দুটো গোল হয়ে গেলো। "কিসের মুখোশ? কার্নিভেলি'তে যেরকম কুৎসিত প্লেগ মুখোশ পরা হয় সেটার কথা বলছেন?"

"আপনার আন্দাজের প্রশংসা করতে হয়," বললো মার্তা। "তবে ওটা প্লেগ মুখোশ নয়। একটু অন্যরকম মুখোশ। এটাকে বলা হয় মৃত্যু-মুখোশ।"

ল্যাংডন সশব্দে আৎকে উঠলে ভুরু কুচকে তাকালো মার্তা, তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো প্রফেসর একটু বেশি নাটকীয়তা সৃষ্টি করছে বোনকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্য।

"আপনার ভায়ের কথায় কান দেবেন না," বললো সে। "পনেরো শতকে মৃত্যু-মুখোশের বেশ প্রচলন ছিলো। জিনিসটা আসলে মৃত মানুষের মুখের প্লাস্টার কাস্ট। মারা যাবার ঠিক পরমুহূর্তে এটা নেয়া হতো।"

মৃত্যু-মুখোশ। ফ্লোরেন্সে জ্ঞান ফিরে পাবার পর এই প্রথম পরিস্কারভাবে একটা বিষয় অন্তত বুঝতে পারলো সে। *দান্তের ইনফার্নো...cerca trova...মৃতের চোখের মধ্য দিয়ে সত্য দেখা। মুখোশ!*

সিয়েনা জানতে চাইলো, "এই মুখোশটি কার মুখের কাস্ট ছিলো?"

ল্যাংডন আস্তে করে সিয়েনার কাঁধে হাত রেখে শান্তকণ্ঠে জবাব দিলো। "একজন বিখ্যাত ইতালিয়ান কবি। তার নাম দান্তে অলিঘিয়েরি।"

অধ্যায় ৩৮

ভূ-মধ্যসাগরের প্রখর সূর্যের আলো এসে পড়েছে উত্তাল অ্যাড্রিয়াটিক সাগরে ভেসে বেড়ানো *মেন্দাসিয়াম*-এর ডেকের উপর। প্রভোস্ট খুবই ক্লান্ত বোধ করছে, দ্বিতীয়বারের মতো স্কচ পান করে নিজের অফিসের জানালা দিয়ে উদাস হয়ে চেয়ে আছে সে।

ফ্লোরেন্স থেকে কোনো ভালো খবর আসে নি।

সম্ভবত অনেকদিন পর অ্যালকোহল পানের জন্যই হবে হয়তো, অদ্ভুত রকমের বেসামাল আর অসহায় বলে মনে হচ্ছে নিজেকে...যেনো তার জাহাজটির ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে গেছে, দিকবিদিক হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সমুদ্রস্রোতে।

অনুভূতিটা প্রভোস্টের জন্য একেবারেই নতুন। তার জগতে সব সময়ই একটি নির্ভরযোগ্য কম্পাস থাকে–*প্রটোকল*–আর সেটা কখনও পথ বাতলে দিতে ভুল করে নি। প্রটোকল হলো এমন একটি বিষয় যা তাকে আগেপিছে না ভেবে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

এই প্রটোকলের জন্যই ভায়েন্থাকে অস্বীকার করা হয়েছে। আর সেটা প্রভোস্ট করেছে কোনো রকম দ্বিধা ছাড়াই। *বর্তমান সমস্যাটি শেষ হলেই তার সাথে আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলবো।*

প্রটোকলের কারণেই প্রভোস্ট তার সব ক্লায়েন্টের ব্যাপারে যতোদূর সম্ভব কম জানতে চায়। অনেক আগেই সে ঠিক করেছিলো কনসোর্টিয়াম তাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে কোনো রকম নৈতিক দায়দায়িত্বের বিচার-বিবেচনা করবে না।

সার্ভিস দাও।

ক্লায়েন্টকে বিশ্বাস করো।

কোনো প্রশ্ন কোরো না।

বেশিরভাগ কোম্পানির ডিরেক্টরদের মতোই প্রভোস্ট কেবলমাত্র সার্ভিস অফার করে থাকে, যা আইনী কাঠামোর মধ্যেই সম্পন্ন করা যাবে। হাজার হোক, ভল্‌ভো কোম্পানির গাড়ি যদি কোনো স্কুলের সামনে দিয়ে স্পিড লিমিট ভঙ্গ করে কিংবা ডেল কম্পিউটার দিয়ে কেউ যদি ব্যাঙ্ক একাউন্ট হ্যাক করে তার জন্যে কোনোভাবেই এর নির্মাতাদেরকে দায়ি করা যায় না।

এখন সবকিছু উন্মোচিত হয়ে পড়ায় মনে মনে প্রভোস্ট তার বিশ্বস্ত কন্ট্যাক্টের মুণ্ডুপাত করলো এরকম একজন ক্লায়েন্টকে কনসোর্টিয়ামে পাঠানোর জন্য।

"উনার যে কাজ তাতে খুব একটা খরচাপাতি হবে না, কিন্তু এরজন্যে বেশ ভালো পারিশ্রমিক পাবে কনসোর্টিয়াম," কন্ট্যাক্ট তাকে আশ্বস্ত করে বলেছিলো। "লোকটা খুবই মেধাবী, নিজের ক্ষেত্রে হোমরাচোমরা একজন, আর অবিশ্বাস্য রকমেরই ধনী। উনি কেবল চান দু'এক বছরের জন্য উধাও হয়ে যেতে। একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্টের কাজ করার জন্য উনার একটু সময় দরকার।"

খুব একটা চিন্তাভাবনা না করেই প্রভোস্ট রাজি হয়ে যায়। দীর্ঘমেয়াদী রিলোকেশন সব সময়ই লাভজনক একটি কাজ। তাছাড়া প্রভোস্ট তার কন্ট্যাক্টকে বিশ্বাসও করতো।

প্রত্যাশামতোই এই কাজটাতে খুব সহজে প্রচুর টাকা আসতে লাগলো।

সেটা অবশ্য গত সপ্তাহের আগপর্যন্ত।

এখন এই লোকটা যে ঝামেলা পাকিয়েছে তার ফলে প্রভোস্টকে স্কচের বোতলে ঘুরপাক খেতে হচ্ছে আর দিন গুনতে হচ্ছে কখন ক্লায়েন্টের সাথে তার সমস্ত লেনদেন শেষ হবে।

তার ডেস্কের ফোনটা বেজে উঠলো এ সময়। প্রভোস্ট জানে তার ফ্যাসিলিটেটরদের অন্যতম নোলটন নীচতলা থেকে ফোন করেছে।

"হ্যা," ফোনটা তুলে বললো সে।

"স্যার," নোলটন বলতে শুরু করলো। তার কণ্ঠে উদ্বিগ্নতা। "এই ব্যাপারটা নিয়ে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমি সত্যি লজ্জিত কিন্তু আপনি তো জানেন, আগামীকাল একটি ভিডিও মিডিয়াতে আপলোড করার শিডিউল রয়েছে আমাদের।"

"হ্যা, জানি," জবাবে বললো প্রভোস্ট। "ওটা কি প্রস্তত করা হয়েছে?"

"জি, স্যার। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আপলোড করার আগে আপনি ওটা একবার দেখে নিলো ভালো হতো।"

প্রভোস্ট থেমে গেলো। কথাটা শুনে দ্বিধায় পড়ে গেলো কিছুটা। "ঐ ভিডিও'তে কি আমাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে কিংবা আমাদের গোপনীয়তা ফাঁস করার মতো কিছু রয়েছে?"

"না, স্যার। তবে ওটার কনটেন্ট খুবই উদ্বেগজনক। ক্লায়েন্ট নিজে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে–"

"থামো, আর বলতে হবে না," আদেশের সুরে বললো প্রভোস্ট। এরকম একজন সিনিয়র ফ্যাসিলিটেটর প্রটোকল ভঙ্গ করার কথা বলতে পারে ভেবে যারপরনাই অবাক হলো সে। "কনটেন্ট কি সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয়। ক্লায়েন্ট যা-ই বলে থাকুক না কেন, ওটা আগামীকাল রিলিজ করে দেবে। আমাদের এই ক্লায়েন্ট কিন্তু খুব সহজেই ইলেক্ট্রনিক্যালি ভিডিওটি রিলিজ করতে

পারতেন কিন্তু তিনি সেটা করেন নি। তিনি আমাদের ভাড়া করেছেন। টাকা দিয়েছেন। বিশ্বাস করেছেন।"

"জি, স্যার।"

"আর তোমাকেও সিনেমার ক্রিটিক হিসেবে এখানে নিয়োগ দেয়া হয় নি," একটু ধমকের সাথেই বললো প্রভোস্ট। "তোমাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্য। যে কাজের দায়িত্ব তোমার উপরে দেয়া হয়েছে শুধু সেটা করো।"

পন্তে ভেচ্চিও'তে ভায়েন্থা অপেক্ষা করছে। সেতুর উপর দিয়ে চলাচল করতে থাকা শত শত মুখ খতিয়ে দেখছে সে। ল্যাংডন যে সেতুটা পার হয় নি সে ব্যাপারে একদম নিশ্চিত, কারণ কড়া নজরদারি করছে দীর্ঘক্ষণ ধরে। কিন্তু ড্রোনটা চুপ মেরে গেছে। মনে হচ্ছে ওটার ট্র্যাকিং-সার্ভিসের আর দরকার নেই।

ব্রুডার তাহলে ওকে ধরে ফেলেছে।

না চাইলেও সে ভাবতে শুরু করলো কনসোর্টিয়াম-এর তদন্তটি কি রকম হতে পারে। *কিংবা কতোটা খারাপ।* আবারো অস্বীকৃত হওয়া সেই দু'জন এজেন্টের ছবি ভেসে উঠলো ভায়েন্থার মনের পর্দায়...তাদের আর কোনো খবর জানা যায় নি। দেখাও যায় নি। *ওরা আসলে অন্য পেশায় চলে গেছে,* নিজেকে আশ্বস্ত করে বললো। সেও কি টুসকানি পার্বত্য এলাকা পাড়ি দিয়ে গাড়ি চালিয়ে উধাও হয়ে যাবে, নিজের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে শুরু করবে নতুন কোনো জীবন?

কিন্তু ওদের হাত থেকে কতোদিন লুকিয়ে থাকা যাবে?

অসংখ্য টার্গেট হাঁড়ে হাঁড়ে টের পেয়েছে কনসোর্টিয়াম একবার কারোর উপর নজর ফেললে প্রাইভেসি শব্দটি আজগুবি হয়ে ওঠে। এটা নিছক সময়ের ব্যাপার।

আমার ক্যারিয়ার এভাবেই শেষ হয়ে যাবে? ভাবলো সে। এখনও মেনে নিতে পারছে না কনসোর্টিয়ামের সাথে তার দীর্ঘ বারো বছরের সম্পর্ক কয়েকটি দুভার্গ্যের কারণে শেষ হয়ে যাবে। এক বছর ধরে সে কনসোর্টিয়ামের সবুজ চোখের ক্লায়েন্টের চাহিদা মেটানোর কাজ তদারকি করে গেছে অতন্দ্রপ্রহরীর মতো। *তার লাফিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করার জন্য তো আমি দায়ি হতে পারি না...কিন্তু তারপরও মনে হচ্ছে তার সাথে সাথে আমারও পতন হয়ে গেছে।*

ব্রুডারকে হারিয়ে দিতে পারলেই কেবল তার ফিরে যাবার সুযোগ তৈরি হবে...কিন্তু এটা যে সহজ কাজ হবে না সেটা ভালো করেই জানে।

গতরাতে আমি আমার সুযোগটা পেয়েছিলাম কিন্তু কাজে লাগাতে পারি নি।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের মোটরবাইকটির দিকে তাকাতে হঠাৎ করে একটা শব্দ শুনে নড়েচড়ে উঠলো সে। শব্দটা আসছে দূর থেকে...অতি পরিচিত তীক্ষ্ণ একটি শব্দ।

ভড়কে গিয়ে উপরের দিকে তাকালো। অবাক হয়ে দেখতে পেলো সার্ভিলেন্স ড্রোনটি আবারও আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। এবার পিত্তি প্যালেসের দিকে ছুটে যাচ্ছে ওটা। ছোট্ট ক্রাফটিকে প্যালেসের উপর চক্কর দিতে দেখলো ভায়েন্থা।

ড্রোন ডিপ্লয়মেন্টের একটাই অর্থ।

তারা এখনও ল্যাংডনকে ধরতে পারে নি!

সে তাহলে কোথায়?

মাথার উপর তীক্ষ্ণ শব্দটি ডা: এলিজাবেথ সিনস্কিকে ঘোর থেকে টেনে আনলো আবার। *ড্রোনটা এখনও আকাশে? কিন্তু আমি ভেবেছিলাম...*

ভ্যানের পেছনের সিটে একটু নড়েচড়ে উঠলো সে। তার পাশে এখনও সেই তরুণ এজেন্ট বসে আছে। চোখ বন্ধ করে ডক্টর তীব্র যন্ত্রণা আর বমি বমি ভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করলো। তবে সবথেকে বেশি চেষ্টা করলো সুতীব্র এক ভীতি থেকে।

সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে।

তার শত্রু লাফিয়ে পড়ে মারা গেলেও সে এখনও লোকটার আবছা অবয়ব স্বপ্নে দেখে। কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশন্সের অন্ধকার অফিসে দাঁড়িয়ে থেকে লেকচার দিচ্ছে।

কেউ না কেউ সাহসী পদক্ষেপ যে নেবেই এটা একেবারেই অনিবার্য, লোকটা বলেছিলো। তার সবুজ চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে উঠেছিলো তখন। *আমরা যদি না নেই তাহলে কে নেবে? আর এখন যদি না নেই তাহলে কখন নেবো?*

এলিজাবেথ জানে লোকটাকে তখনই থামিয়ে দিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা জেএফকে এয়ারপোর্টে চলে যাওয়া ভালো ছিলো কিন্তু উন্মাদটার পরিচয় জানা আর তার মুখ দেখার জন্য উদগ্রীব ছিলো সে, তাই মোবাইলফোন বের করে দ্রুত একটা ছবি তুলে নেয় তার।

ছবিটা দেখতে পেয়ে ভীষণ আৎকে উঠেছিলো সে। ড: এলিজাবেথ সিনস্কি

ভালো করেই জানে এই লোকটা কে। ভালো সংবাদ হলো, লোকটাকে খুব সহজেই ট্র্যাকডাউন করা যাবে। কিন্তু খারাপ সংবাদ হলো, নিজের ক্ষেত্রে লোকটি জিনিয়াস–খুবই বিপজ্জনক একজন মানুষ।

একজন অসাধারণ মানুষের মস্তিষ্কের সাথে যদি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য যোগ হয় তখন... তার চেয়ে বেশি সৃষ্টিশীল আর কিছু হয় না.. যেমন হয় না ধ্বংসাত্মক কিছু।

ত্রিশ মিনিট পর এয়ারপোর্টে পৌঁছে সে তার টিমকে ফোন করে জানিয়ে দেয় ঐ লোকটিকে যেনো সিআইএ, সিডিসি, ইসিডিসিসহ সংশ্লিষ্ট সবগুলো এজেন্সির বায়োটেররিজম ওয়াচ তালিকায় রাখা হয়।

জেনেভায় ফিরে যাবার আগে এরচেয়ে বেশি আমার পক্ষে আর করা সম্ভব নয়, মনে মনে বলেছিলো সে।

ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে সে তার ব্যাগ, পাসপোর্ট আর টিকেট তুলে দেয় অ্যাটেন্ড্যান্টের হাতে।

"ওহ্, ড: সিনস্কি," হেসে বলেছিলো অ্যাটেন্ড্যান্ট। "এক ভদ্রলোক একটু আগে আপনার জন্য মেসেজ রেখে গেছেন।"

"কী বললেন?" এলিজাবেথ জানতো তার ফ্লাইট সম্পর্কিত তথ্য কেউ জানে না।

"খুব লম্বা আর সবুজ চোখের এক লোক।"

হাত থেকে ভ্যানিটি ব্যাগটা প্রায় পড়েই যাচ্ছিলো। *সে এখানে এসেছে? কিভাবে!* চারপাশে দ্রুত তাকিয়ে দেখে এলিজাবেথ।

"উনি চলে গেছেন," অ্যাটেন্ড্যান্ট বলে। "তবে আপনাকে এটা দিতে বলে গেছেন।" ভাঁজ করা একটি কাগজ বাড়িয়ে দেয়া হয় এলিজাবেথের দিকে।

কাঁপতে কাঁপতে এলিজাবেথ কাগজটি খুলে হাতেলেখা নোটটি পড়েছিলো।

এটা ছিলো দান্তে অলিঘিয়েরির বিখ্যাত একটি উদ্ধৃতি :

> নরকের সবচাইতে অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গাটি তাদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে যারা ভালো আর মন্দের সংঘাতের সময় নিজেদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখে।

অধ্যায় ৩৯

মার্তা আলভারেজ ক্লান্তদৃষ্টিতে হল অব ফাইভ হান্ড্রেড-এর দোতলায় অবস্থিত জাদুঘরে ওঠার সঙ্কীর্ণ সিঁড়িটার দিকে তাকালো।

পোসো ফার্সেলা, নিজেকে সুধালো সে। *আমি এটা পারবো।*

পালাজ্জো ভেচ্চিও'র একজন আর্টস এবং কালচারাল অ্যাডমিনেস্ট্রেটর মার্তা এইসব সিঁড়ি দিয়ে কত শতবার উঠে গেছে তার কোনো হিসেব নেই, কিন্তু ইদানিং আটমাসের গর্ভাবস্থায় এসে সিঁড়ি দিয়ে ওঠাটাকে কঠিন কাজ বলেই মনে হয়।

"মার্তা, আপনি কি নিশ্চিত, এলিভেটর দিয়ে উঠবেন না?" রবার্ট ল্যাংডনকে খুব চিন্তিত দেখালো। কাছেই যে ছোট্ট একটি সার্ভিস এলিভেটর আছে সেটার দিকে ইঙ্গিত করলো সে। এটা শুধুমাত্র শারীরিক প্রতিবন্ধী দর্শনার্থীদের ব্যবহারের জন্য।

কথাটা শুনে আন্তরিকভাবে হাসি দিয়ে মাথা ঝাঁকালো মার্তা। "গতরাতেও আপনাকে বলেছি, ডাক্তার আমাকে বলেছেন এক্সারসাইজ করলে বেবির জন্য ভালো। তাছাড়া, প্রফেসর আমি জানি, আপনার ক্লোস্ট্রোফোবিক আছে।"

কথাটা শুনে ল্যাংডন চমকে উঠলো। "ওহ্, ঠিক। এটা যে আপনাকে বলেছিলাম তা ভুলেই গেছি।"

ভুলে গেছেন? মার্তা একটু হতবুদ্ধি হলো। *ঘটনাটা বারো ঘণ্টারও কম আগে, আর এই ভীতির জন্ম যে শৈশবের একটি ঘটনা থেকে সেটা নিয়েও তো বিস্তারিত কথা হয়েছে তাদের।*

গতরাতে ল্যাংডনকে নিয়ে তার রহস্যময় আর অস্বাভাবিক মোটা বন্ধু *ইল দুমিনো* যখন এলিভেটরের কাছে আসে দোতলায় ওঠার জন্য তখন সে আর মার্তা সিঁড়ি ব্যবহার করেছিলো। যেতে যেতে তখনই মার্তার কাছে শৈশবের কুয়োয় পড়ে যাওয়ার ঘটনাটি বলেছিলো সে। এটা বলতেও ভোলে নি সেই থেকে তার ক্লস্ট্রোফোবিক তৈরি হয়েছে।

এখন ল্যাংডনের ছোটো বোন তার পনিটেইল দোলাতে দোলাতে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছে কিন্তু মার্তা আর ল্যাংডন ধীরে ধীরে এক একটা ধাপ পেরোতে লাগলো। দম ফুরিয়ে যাওয়ার জন্য দু'একবার থেমে জিরিয়ে নিলো সে। "আমি খুব অবাক হচ্ছি আপনি আবার সেই মুখোশটা দেখতে এসেছেন," বললো মহিলা। "ফ্লোরেন্সে যতো দর্শনীয় বস্তু আছে সেটা বিবেচনায় নিলে এটা অনেক কম আগ্রহের একটি জিনিস।"

কোনো মন্তব্য না করে শুধু কাঁধ ঝাঁকালো ল্যাংডন। "আমি শুধু সিয়েনাকে দেখানোর জন্য আবার এসেছি। আর আমাদেরকে এই অসময়ে ঢুকতে দেয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে।"

ল্যাংডনের সুনামের কারণেই গতরাতে গ্যালারিটা খুলে দিতো মার্তা, কিন্তু তার সঙ্গে ছিলেন *ইল দুমিনো*। এর মানে ওটা খুলে না দেবার কোনো উপায়ই ছিলো না।

ইগনাজিও বুসোনি–লোকটি পরিচিত *ইল দুমিনো* নামে–ফ্লোরেন্সের সাংস্কৃতিক জগতে এজন কেউকেটা। মিউজিও দেল অপেরা দেল দুমো'র দীর্ঘদিন যাবত ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করা ইগনাজিও ফ্লোরেন্সের সব উল্লেখযোগ্য দর্শনীয়স্থানগুলোর তদারকি করেন–ইল দুমো–বিশাল লাল রঙের গম্বুজের ক্যাথেড্রাল যা কিনা ফ্লোরেন্সের স্কাইলাইন আর ইতিহাসে প্রভাব বিস্তার করে আছে। এই স্থাপনাটির প্রতি ভদ্রলোকের নিখাঁদ ভালোবাসা, তার চারশত পাউন্ডের বিশাল শারিরীক ওজন এবং সর্বোপরি ভালোমানুষ হিসেবে পরিচিতির কারণে লোকজন তাকে *ইল দুমিনো* অর্থাৎ 'ছোট্ট গম্বুজ' নামে ডাকে।

এই *ইল দুমিনোর* সাথে ল্যাংডনের পরিচয় হলো কিভাবে সে ব্যাপারে মার্তার কোনো ধারণা নেই। গতকাল ভদ্রলোক তাকে ফোন করে জানায় একজন গেস্টকে একান্তে দান্তের মৃত্যু-মুখোশটি দেখানোর ব্যবস্থা করতে হবে। যখন দেখা গেলো গেস্ট একজন বিখ্যাত আমেরিকান সিম্বলজিস্ট এবং শিল্পকলার ইতিহাসবিদ রবার্ট ল্যাংডন তখন মার্তা যারপরনাই উচ্ছ্বসিত হয়েছিলো। একসঙ্গে দু'দুজন বিখ্যাত মানুষকে সাহচার্য দিতে পেরে খুশিই হয়েছিলো সে।

দোতলায় উঠে মার্তা কোমরে হাত দিয়ে গভীর করে দম নিতে লাগলো। সিয়েনা ততোক্ষণে বেলকনির কাছে গিয়ে নীচের হল অব ফাইভ হান্ড্রেড দেখছে।

"এই ঘরের সবচাইতে প্রিয় ভিউ আমার," হাপাতে হাপাতে বললো মার্তা। "এখান থেকে আপনি ম্যুরালটি একেবারে ভিন্ন পারসপেক্টিভে দেখতে পাবেন। আমার ধারণা আপনার ভাই আপনাকে বলেছে এই ম্যুরালে রহস্যময় একটি মেসেজ রয়েছে?" ম্যুরালটির নির্দিষ্ট জায়গা দেখিয়ে বললো সে।

উচ্ছ্বসিত হয়ে সায় দিলো সিয়েনা। "*Cerca trova*।"

ল্যাংডন ঘরের দিকে তাকাতে লাগলে মার্তা তাকে দেখে একটা বিষয় খেয়াল করলো। আগের দিনের চেয়ে একটু ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত লাগছে প্রফেসরকে। তার নতুন সুটটা মার্তার পছন্দ হলেও শেভ করে নি বলে ফ্রেশ লাগছে না। তাছাড়া পরিপাটী করে আচড়ানো চুলগুলোও আঠালো হয়ে আছে। যেনো দীর্ঘ সময় ধরে গোসল করে নি।

ল্যাংডনের সাথে চোখাচোখি হবার আগেই মার্তা ম্যুরালের দিকে তাকালো। "আমরা এখন *Cerca trova* যে উচ্চতায় আছে ঠিক সেই উচ্চতায় রয়েছি," বললো সে। "এখান থেকে খালি চোখেই লেখাটা দেখতে পাবেন।"

মনে হলো ল্যাংডনের বোন ম্যুরালটার ব্যাপারে নির্বিকার। "আমাকে দান্তের মৃত্যু-মুখোশের ব্যাপারে বলো। ওটা কেন পালাজ্জো ভেচ্চিও'তে রাখা আছে?"

যেমন ভাই তেমনি তার বোন, মনে মনে গজগজ করে বললো মার্তা। এখনও বুঝতে পারছে না ঐ মুখোশটার ব্যাপারে তাদের এতো আগ্রহ কেন। তবে এটাও ঠিক দান্তের মৃত্যু-মুখোশের অদ্ভুত একটি ইতিহাস আছে। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে, শুধুমাত্র ল্যাংডনই একমাত্র ব্যক্তি নয় যে এটার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছে। "তো আমাকে বলে, দান্তের ব্যাপারে তুমি কতোটুকু জানো?"

প্রফেসরের বোন কাঁধ তুললো। "স্কুলে সবাই যতোটুকু পড়েছে ততোটুকু। দান্তে একজন ইতালিয়ান কবি, তিনি বিখ্যাত তার *ডিভাইন কমেডি*'র জন্য, যেখানে কবি তার কল্পনায় নরক পরিদর্শনের বর্ণনা করেছেন।"

"আংশিক সঠিক," জবাবে বললো মার্তা। "এই কবিতায় দান্তে আসলে নরক থেকে পালিয়েছেন, পারগেটরি পেরিয়ে অবশেষে চলে গেছেন স্বর্গে। তুমি যদি কখনও *ডিভাইন কমেডি* পড়ে থাকো তাহলে দেখবে এই ভ্রমণটি তিনটি ভাগে বিভক্ত–*ইনফার্নো, পারগেটরিও* এবং *পারাদিসো*।" মার্তা তাদের দু'জনকে বেলকনির পরে যে প্রবেশদ্বারটি আছে সেখানে যাবার ইশারা করলো। "এই পালাজ্জো ভেচ্চিও'তে ঐ মুখোশটি রাখার সাথে অবশ্য *ডিভাইন কমেডি*'র কোনো সম্পর্ক নেই। বরং সম্পর্ক আছে সত্যিকারের ইতিহাসের সাথে। দান্তে এই ফ্লোরেন্স শহরেই থাকতেন, অন্য যেকারোর চেয়ে তিনি এ শহরটাকে অনেক বেশি ভালোবাসতেন। তিনি ছিলেন খুবই সুপরিচিত এবং প্রভাবশালী একজন ফ্লোরেন্তাইন। কিন্তু এখানকার রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হলে দান্তে ভুলপক্ষকে সমর্থন করে বসেন, সেজন্যে তাকে নির্বাসিনে যেতে হয়েছিলো–তাকে এ শহরের প্রাচীরের বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে বলা হয়েছিলো জীবনে যেনো এখানে ফিরে না আসে।" দম নেবার জন্য থামলো মার্তা। তারা এখন জাদুঘরের প্রবেশদ্বারের সমানে চলে এসেছে। কোমরে হাত দিয়ে আবারো কথা বলতে শুরু করলো সে। "অনেকে বলে থাকে দান্তের মৃত্যু-মুখোশ এতোটা বিষন্ন হবার কারণ হলো তার এই নির্বাসিন। তবে আমার কাছে অন্য একটা তত্ত্ব আছে। আমি আবার একটু রোমান্টিক মানুষ, তাই আমার ধারণা এই বিষন্ন অভিব্যক্তির কারণ আর কিছু না, বিয়েত্রিচ নামের এক মহিলা। মনে রাখবে, দান্তে সারাটা জীবন মনেপ্রাণে ভালোবেসে গেছেন এই বিয়েত্রিচ পর্তিনারিকে। তবে দুঃখের ষিয় হলো বিয়েত্রিচ করেন অন্য একজনকে। তার মানে দান্তে কেবল তার প্রিয় শহর থেকেই দূরে

ছিলেন না, দূরে ছিলেন ভালোবাসার সেই মানুষটি থেকেও। বিয়াত্রিচের প্রতি তার এই প্রেমই হলো *ডিভাইন কমেডি*'র মূল থিম।"

"মজার তো," সিয়েনা এমনভাবে বললো যেনো এসব কথা তার কানেই যাচ্ছে না ঠিকতো। "তারপরও আমি বুঝতে পারছি না এই মৃত্যু-মুখোশটি কেন পালাজ্জো'তে রাখা আছে?"

মার্তার মনে হলো ল্যাংডনের বোনের মধ্যে অদ্ভুত রকমের অস্থিরতা আর প্রচ্ছন্ন অভদ্রতা কাজ করছে।

"তো," হাটতে হাটতে আবারও বলতে লাগলো সে, "দান্তে মারা যাবার পরও ফ্লোরেন্সে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিলো তাই তাকে সমাহিত করা হয় রাভেন্নাতে। তবে তার সত্যিকারের ভালোবাসার কারণে বিয়াত্রিচের কবর হয় ফ্লোরেন্সে। দান্তে যেহেতু ফ্লোরেন্সেকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন সেজন্যে তার মৃত্যু-মুখোশটি এখানে এনে রাখা হয়েছে তার সম্মানের প্রতি এক ধরণের সৌজন্যতা দেখিয়ে।"

"আচ্ছা," বলেলো সিয়েনা। "কিন্তু বিশেষ করে এই ভবনে কেন রাখা হলো সেটা?"

"পালাজ্জো ভেচ্চিও ফ্লোরেন্সের সবচাইতে পুরনো একটি প্রতীক, দান্তের সময় এটি ছিলো শহরের প্রাণকেন্দ্র। সত্যি বলতে, ক্যাথেড্রালে একটি বিখ্যাত ছবি আছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে দান্তে শহরের প্রাচীরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন সমাজচ্যুত একজন হিসেবে, তার ব্যাকগ্রাউন্ডে পালাজ্জোর টাওয়াটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অনেকদিক থেকেই তার মৃত্যু-মুখোশটি এখানে এনে রাখার সঙ্গত কারণ রয়েছে। আমরা মনে করি মুখোশটি এখানে এনে রাখার মাধ্যমে অবশেষে দান্তেকে এই শহরে আবারো ঢুকতে দেয়া হলো।"

"দারুণ," বললো সিয়েনা। তাকে একটু সন্তুষ্ট বলে মনে হলো। "ধন্যবাদ তোমাকে।"

জাদুঘরের দরজার সামনে এসে তিন-তিনবার টোকা দিলো মার্তা। *"সোনো ইও, মার্তা! বুয়োনগিওরনো!"*

ওপাশ থেকে চাবি ঘোরানোর শব্দ শোনা গেলো, তারপর দরজা খুলে গেলে দেখা গেলো এক বয়স্ক লোক দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে। হাতঘড়ি দেখে লোকটা বললো, *"এ উন পো প্রেস্তো।" একটু আগে এসে পড়লেন যে?*

পাশে দাঁড়ানো ল্যাংডনকে দেখিয়ে মার্তা তাকে বুঝিয়ে বললো কেন এ সময় এসেছে এখানে। গার্ডের মুখ সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। *"সিনোরি! বেনতোরনাতো!" আবারো স্বাগতম আপনাকে!*

"গ্র্যাজি," হাসিমুখে জবাব দিলো ল্যাংডন।

ভেতরে ঢুকে পড়লো সবাই। ছোটোখাটো একটি ফয়ার পেরিয়ে ভারি একটা দরজার কাছে চলে এলো তারা। গার্ড সিকিউরিটি অ্যালার্ম বন্ধ করে লকটা খুলে ভেতরে ঢোকার জন্য হাত নেড়ে ইশারা করলো তাদেরকে। *"এক্কো ইল মিউজিও!"*

মার্তা তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে অতিথিদের সঙ্গে করে ঢুকে পড়লো ভেতরে।

এই জাদুঘরটির স্পেস আসলে সরকারী অফিস হিসেবে ব্যবহার করার জন্য নক্সা করা হয়েছিলো। সেজন্যে চারপাশটা ছড়ানো ছিটানো নয়, যেমনটি বেশিরভাগ জাদুঘরের বেলায় দেখা যায়। বরং ছোটো ছোটো ঘর আর হলওয়ের একটি গোলকধাঁধাতুল্য জায়গা এটি।

"দান্তের মৃত্যু-মুখোশটি ওখানে," সিয়েনাকে বললো মার্তা। "ওটা ডিসপ্লে করা আছে *লানদিতো* নামের বড় বড় দুটো ঘরের মাঝখানের একটি জায়গায়। অ্যান্টিক কেবিনেটে জিনিসটা রাখা, তাই খেয়াল না করলে সহজে চোখে পড়ে না। অনেক দর্শনার্থী ওটার সামনে দিয়ে হেটে গেলেও মুখোশটা না দেখেই চলে যায়!"

ল্যাংডন মন্ত্রমুগ্ধের মতো সোজা ওখানে হেটে গেলো বড় বড় পা ফেলে, যেনো মুখোশটার কোনো শক্তি আছে কাছে টেনে নিয়ে যাবার। সিয়েনাকে কনুঁই দিয়ে আল্‌তো করে গুতো মারলো মার্তা। "দেখে মনে হচ্ছে আর কোনো জিনিস দেখার ব্যাপারে তোমার ভায়ের আগ্রহ নেই, তবে তোমাকে আমি ম্যাকিয়াভেলির আবক্ষ মূর্তি আর হল অব ম্যাপস-এ রাখা *মাপ্পা মুন্দি'*টা দেখাবো।"

সিয়েনা আস্তে করে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ল্যাংডনের দিকে এগিয়ে গেলো। মার্তা তাদের দু'জনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারলো না। তারা যখন তৃতীয় রুমে চলে এলো তখনও মার্তা বেশ কিছুটা পিছিয়ে, হঠাৎ করে সে থেমে গেলো।

"প্রফেসর?" হাপাতে হাপাতে ডাকলো সে। "মুখোশটা দেখানোর আগে...আপনি হয়তো...আপনার বোনকে...গ্যালারির অন্য জিনিসগুলো দেখাতে চাইবেন?"

ঘুরে তাকালো ল্যাংডন। তাকে দেখে মনে হচ্ছে অন্য কিছু ভাবছে। "কি বললেন?"

কাছের একটি ডিসপ্লে কেসের দিকে ইশারা করলো মার্তা। "একেবারে প্রথমদিককার...*ডিভাইন কমেডি'*র একটি কপি।"

ল্যাংডন যখন দেখলো কপালে হাত দিয়ে মার্তা হাপাচ্ছে তখন তার একটু মায়াই হলো। "মার্তা, আমাকে ক্ষমা করবেন। অবশ্যই, ঐ কপিটা দেখতে পেলে তো ভালোই হয়।"

মার্তার কাছে চেলে গেলো ল্যাংডন। অ্যান্টিক কেসের ভেতরে বহু পুরনো

আর জীর্ণশীর্ণ চামড়ায় বাধানো একটি বই খোলা অবস্থায় রাখা, অলংকৃত করা প্রথম পৃষ্ঠাটি দেখা যাচ্ছে : *লা দিভিনা কম্মোদিয়া : দান্তে অলিঘিয়েরি।*

"অবিশ্বাস্য," অবাক হয়ে বললো ল্যাংডন। "প্রথম পৃষ্ঠাটি আমি চিনতে পেরেছি। জানতাম না আপনাদের কাছে নুমিস্টার এডিশনের কোনো কপি আছে।"

অবশ্যই আপনি জানতেন, মনে মনে বললো মার্তা। সে পুরোপুরি বিভ্রান্ত। *গতরাতেই তো এটা আপনাকে দেখিয়েছি আমি!*

"চৌদ্দ শতকের মাঝামাঝি সময়ে," সিয়েনাকে দ্রুত বলতে লাগলো ল্যাংডন, "জন নুমিস্টার দান্তের বই প্রথম প্রিন্ট করেন। মাত্র কয়েকশ' কপি ছাপিয়েছিলেন তিনি, বর্তমানে কেবল কয়েক ডজন বই টিকে আছে। এগুলো খুবই দুর্লভ।"

মার্তার কাছে এবার মনে হলো ল্যাংডন তার বোনের সামনে নিজেকে 'তেমন কিছু জানে না' বলে জাহির করার চেষ্টা করছে।

"এই কপিটা লরেন্তিয়ান লাইব্রেরি থেকে ধার করা," মার্তা জানালো। "তুমি আর রবার্ট যদি সময় পাও তাহলে ওখানে একবার ঘুরে আসবে। তাদের ওখানে চমৎকার একটি সিঁড়ি আছে, ওটার ডিজাইন করেছিলেন মাইকেলাঞ্জেলো। ওই জায়গাটিই পৃথিবীর প্রথম পাবলিক রিডিংরুম। প্রতিটি সিটের সাথে বইগুলো শেকল দিয়ে বাধা যাতে কেউ ওগুলো সঙ্গে করে নিয়ে যেতে না পারে। এর কারণ ওখানকার অনেক বই-ই মাত্র এক কপি করে টিকে আছে এ বিশ্বে।"

"বিস্ময়কর," মিউজিয়ামের ভেতরে তাকিয়ে বললো সিয়েনা। "আর মুখোশটা আছে ওখানে, তাই না?"

এতো তাড়া কিসের? আবারো বুক ভরে দম নিয়ে নিলো মার্তা। "তবে তুমি হয়তো এটার কথা শুনলে বেশি কৌতুহলী হবে।" এককোণে থাকা ছোট্ট একটি সিঁড়ির দিকে ইঙ্গিত করলো সে। ওটা চলে গেছে ছাদের দিকে। "ওটা দিয়ে র‍্যাফটারের ভিউয়িং প্ল্যাটফর্মে যাওয়া যায়। ওখান থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে তুমি ভাসারির বিখ্যাত ঝুলন্ত ছাদ দেখতে পাবে। চাইলে ওখানে যেতে পারো তোমরা, আমি না হয় এখানে অপেক্ষা–"

"প্লিজ, মার্তা," কথা শেষ হবার আগেই বলে উঠলো সিয়েনা। "আমি আসলে মুখোশটি দেখতে চাইছি। আমাদের হাতে বেশি সময় নেই।"

সুন্দরী তরুণীর দিকে তাকিয়ে মার্তা একটু হতবুদ্ধি হয়ে গেলো। অচেনা লোকজনকে তুমি করে সম্বোধন করার নতুন ফ্যাশনটিকে সে একদম পছন্দ করে না। *আমি সিনোরা আলভারেজ,* মনে মনে বললো সে। *আর আমি তোমাকে অনুকম্পা করছি।*

"ঠিক আছে, সিয়েনা," কাটাকাটাভাবে বললো মার্তা। "মুখোশটি ওখানে।"

মার্তা আর কোনো কথা বললো না। গতরাতে ল্যাংডন আর *ইল দুমিনো* প্রায় আধঘণ্টার মতো সময় নিয়ে মুখোশটি দেখে গেছে। তাদের আগ্রহ দেখে মার্তার মধ্যেও কৌতুহল জন্মেছিলো। তাদের কাছে জানতে চেয়েছিলো গত এক বছর ধরে এই মুখোশটি নিয়ে যে পর পর কতোগুলো ঘটনা ঘটে গেছে তার সাথে তাদের এই মুখোশ দর্শনের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা। ল্যাংডন আর *ইল দুমিনো* একটু কুণ্ঠিত হয়েছিলো প্রশ্নটা শুনে। সত্যিকারের কোনো জবাব তারা দেয় নি।

এখন তারা *আন্দিতো*'র সামনে এগিয়ে যাবার সময় ল্যাংডন তার বোনকে বলতে লাগলো কিভাবে মৃত্যু-মুখোশ তৈরি করা হয়। মার্তা সব শুনে বুঝতে পারলো, তার বলা কথাগুলো একদমই সঠিক। অথচ এই লোক একটু আগে বলেছে *ডিভাইন কমেডি*'র দুর্লভ কপিটি এর আগে দেখে নি। *আজব।*

"মৃত্যুর পর পরই," ল্যাংডন বলছিলো, "মৃতব্যক্তিকে শুয়ে দেয়া হতো, তার মুখে মাখিয়ে দেয়া হতো অলিভ অয়েল। তারপর তরল প্লাস্টার সেই মুখের উপর মেখে দিতো সুন্দর করে, ঢেকে দেয়া হতো পুরোটা মুখ–ঠোঁট, নাক, চোখের পাতা–একেবারে কপালের উপরে থাকা চুলের রেখা থেকে শুরু করে ঘাড় পর্যন্ত। প্লাস্টারগুলো শক্ত হয়ে গেলে খুব সহজেই সেটা মুখ থেকে তুলে ফেলা যেতো। সেই প্লাস্টারের ছাঁচে আবার নতুন প্লাস্টার ঢেলে মৃতব্যক্তির মুখের আদল পাওয়া যেতো। একেবারে হুবহু। এটা অবশ্য করা হতো খুবই বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ আর প্রতিভাবানদের বেলায়। দান্তে, শেক্সপিয়ার, ভলতেয়ার, তাস্‌সো, কিটস, এরকম যারা আছে তাদের সবার মৃত্যু-মুখোশ রয়েছে।"

"এই যে সেই মুখোশ," *আন্দিতো*'র বাইরে তারা সবাই চলে এলে মার্তা বললো। ল্যাংডন আর তার বোনকে ভেতরে ঢোকার জন্য সরে দাঁড়ালো সে। "বাম দিকের দেয়ালের কাছে রাখা ডিসপ্লে কেসের ভেতরে ওটা আছে।"

"ধন্যবাদ, তোমাকে।" কথাটা বলে সঙ্কীর্ণ করিডোরে ঢুকে পড়লো সিয়েনা। ডিসপ্লে কেসের সামনে দাঁড়িয়ে ভালো করে দেখলো সে। তার চোখ দুটো সঙ্গে সঙ্গে বড় হয়ে গেলো। পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা তার ভায়ের দিকে তাকালো। ভুরু কুচকে চেয়ে আছে সে।

এরকম প্রতিক্রিয়া হাজার বার দেখেছে মার্তা। দর্শনার্থীরা প্রথমবারের মতো এই মুখোশটি দেখে প্রায়শই ভড়কে যায়, আৎকে ওঠে–দান্তের বলিরেখাযুক্ত ভয়ালদর্শন মুখ, বাঁকানো নাক, আর বন্ধ করে রাখা চোখ।

সিয়েনার পাশে এসে দাঁড়ালো ল্যাংডন। সঙ্গে সঙ্গে এক পা পিছিয়ে গেলো সে। একবারে ঘাবরে গেছে।

আর্তনাদ করে উঠলো মার্তা। *চে এসাগেরাতো।* তাদের পাশে এসে দাঁড়ালো। কেবিনেটের ভেতরে তাকাতেই ভড়কে গেলো সে। প্রায় জোরেই বলে উঠলো, *"ওহ্ মিও দিও!"*

ক্যাবিনেটের ভেতরে লাল সাটিনের কাপড়ের উপর যেখানটায় দান্তের মুখোশ ঝুলে থাকার কথা সেখানে কিছুই নেই। একদম ফাঁকা!

এ দৃশ্য দেখে মুখে হাতচাপা দিয়ে দিলো মার্তা। তার নিঃশ্বাস বেড়ে গেলো। পাশের একটি পিলার ধরে ভারসাম্য রক্ষা করলো কোনোমতে। অবশেষে ফাঁকা ক্যাবিনেট থেকে চোখ সরিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো, প্রবেশপথের সামনে থাকা নাইটগার্ডের উদ্দেশ্যে ছুটলো সে।

"লা মাসকেরা দি দান্তে!" উন্মাদগ্রস্তের মতো চিৎকার করতে লাগলো। *"লা মাসকেরা দি দান্তে এ স্পারিতা!"*

অধ্যায় ৪০

ফাঁকা ডিসপ্লে কেবিনেটের দিকে তাকিয়ে মার্তা আলভারেজ কাঁপছে। মনে মনে এই প্রার্থনা করছে তার পেটে যে ব্যথাটা হচ্ছে সেটা যেনো প্রসব বেদনা না হয়।

দান্তের মৃত্যু-মুখোশ নেই!

সিকিউরিটি গার্ড দু'জন পুরোপুরি সতর্ক এখন, *আন্দিতো'*তে এসে ফাঁকা কেসটা দেখেই তারা উঠেপড়ে লেগেছে। একজন গতরাতের সিকিউরিটি-ক্যামেরার ফুটেজ দেখার জন্য দ্রুত চলে গেছে ভিডিও কন্ট্রোল রুমে, অন্যজন পুলিশকে ফোন করে চুরির ঘটনা জানাচ্ছে।

"লা পোলিজিয়া অ্যারাইভেরা ত্রা ভেন্তি মিনিতি!" ফোনটা রেখেই গার্ড মার্তাকে জানালো।

"ভেন্তি মিনিতি?!" জানতে চাইলো সে। *বিশ মিনিট?!* "আমাদের এখানে বড়সড় একটা চুরির ঘটনা ঘটে গেছে!"

গার্ড বলতে লাগলো, তাকে বলা হয়েছে শহরের বেশিরভাগ পুলিশ এ মুহূর্তে মারাত্মক একটি ক্রাইসিসে ব্যস্ত আছে। তারা চেষ্টা করবে কোনো এক এজেন্টকে যতো দ্রুত সম্ভব এখানে পাঠিয়ে দিতে।

"চে কসা পত্রিব্বে এসারসি দি পিউ গ্রেভ?! চিৎকার করে বললো সে। *এরচেয়ে বড় ক্রাইসিস আর কী হতে পারে?!*

ল্যাংডন আর সিয়েনা উদ্বিগ্ন হয়ে একে অন্যের দিকে তাকালো। মার্তার কাছে মনে হলো এ দু'জন গেস্ট ভড়কে গেছে। *এতে অবাক হবার কিছু নেই।* ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে মুখোশটা দেখতে চেয়েছিলো তারা, অথচ দেখতে পেলো বিরাট একটি চুরির ঘটনা। গতরাতে কোনো না কোনোভাবে কেউ এই গ্যালারিতে ঢুকে দান্তের মৃত্যু-মুখোশটি চুরি করে নিয়ে গেছে।

মার্তা জানে এই জাদুঘরে এরচেয়ে অনেক বেশি দামি জিনিস রয়েছে, সেগুলোও চুরি হতে পারতো, সুতরাং এদিক থেকে সে কিছুটা সৌভাগ্যবতীও বটে। তারচেয়ে বড় কথা এটাই হলো এই মিউজিয়ামের ইতিহাসে প্রথম চুরির ঘটনা। *আমি তো এমনকি প্রটোকলটাও জানি না!*

নিজেকে আবারো বড্ড ক্লান্ত মনে হলো মার্তার। কাছের একটি পিলার ধরে দাঁড়িয়ে রইলো সে। মার্তাকে দু'জন সিকিউরিটি গার্ড যখন গতকাল রাত থেকে তাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা দিচ্ছে তখন খুবই হতভম্ব দেখালো তাদেরকে : গতকাল রাত দশটার দিকে *ইল দুমিনো* আর ল্যাংডনকে নিয়ে এখান থেকে

বেরিয়ে যায় মার্তা। গার্ড তখন দরজাটা লক করে দিয়ে অ্যালার্মটা রিসেট করে দেয়। তার জানা মতো এরপর আর কেউ এখানে যেমন ঢোকে নি তেমনি বেরও হয় নি।

"অসম্ভব!" ইতালিতে রেগেমেগে বললো মার্তা। "রাতে আমরা তিনজন যখন এখান থেকে বের হয়ে যাই তখনও মুখোশটা কেবিনেটেই ছিলো। সুতরাং এটা স্পষ্ট, তখন থেকেই গ্যালারিতে কেউ একজন ছিলো!"

দু'হাত তুলে গার্ড দু'জন তাদের বিস্ময় প্রকাশ করলো। *"নোই নন আব্বিয়ামো ভিস্তো নেসুনো!"*

এখন পুলিশ আসছে, এই গর্ভাবস্থায়ও যতো দ্রুত সম্ভব সিকিউরিটি কন্ট্রোল রুমের দিকে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে গেলো মার্তা। ল্যাংডন আর সিয়েনা ইতস্ত করলেও তার পিছু পিছু ছুটলো।

সিকিউরিটি ভিডিও, ভাবলো মার্তা। *গতরাতে ওই সময় এখানে কে ছিলো সেটা ঠিকঠিকভাবে বলে দেবে!*

তিন ব্লক দূরে পন্তে ভেচ্চিও'তে দাঁড়িয়ে ছিলো ভায়েন্থা, দু'জন পুলিশ লোকজনের ভীড়ের মধ্য দিয়ে ল্যাংডনের ছবি দেখাতে দেখাতে কাছে এগিয়ে আসায় অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি জায়গায় চলে এলো সে।

এক পুলিশ ভায়েন্থার খুব কাছে চলে আসতেই তার ওয়্যারলেস সেটটি ঘরঘর করে উঠলো। ইতালিয়ান ভাষায় ছোট্ট একটি তথ্য প্রচার করা হচ্ছে পুলিশের ডিসপ্যাচ থেকে। ভায়েন্থা সবটা ধরতে না পারলেও আসল কথাটা বুঝতে পারলো : পালাজ্জো ভেচ্চিও'তে থাকা কোনো পুলিশ যেনো পালাজ্জোর জাদুঘরে গিয়ে একটি জবানবন্দী নিয়ে এসে রিপোর্ট করে।

অফিসার দু'জন নির্বিকার রইলো কিন্তু নড়েচড়ে উঠলো ভায়েন্থা।

ইল মিউজিও দি পালাজ্জো ভেচ্চিও?

গতরাতের চরম ব্যর্থতাটি–যে ঘটনা তার ক্যারিয়ারটাকে ধ্বংসের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে–পালাজ্জো ভেচ্চিও'র বাইরের অলিগলিতেই ঘটেছে।

পুলিশের বুলেটিন অব্যাহত রইলো, কিন্তু ওয়্যারলেসের ঘরঘর আওয়াজের কারণে দুটো শব্দ ছাড়া আর কিছুই বোঝা গেলো না : নামটা দান্তে অলিঘিয়েরি।

কথাটা শোনামাত্রই তার শরীরে কাটা দিয়ে উঠলো। *দান্তে অলিঘিয়েরি?!* এটা নিশ্চয় কাকতালীয় কোনো ঘটনা হতে পারে না। পালাজ্জো ভেচ্চিও'র দিকে ঘুরে তাকালো সে। সুদৃশ্য টাওয়ারটি চেখে পড়লো সবার আগে।

ঐ জাদুঘরে আসলে কী ঘটেছে? ভাবলো সে। *কখন ঘটেছে?!*

দীর্ঘদিন একজন ফিল্ড এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছে ভায়েন্থা, সে জানে সবাই যেমনটা মনে করে, কাকতালীয় ব্যাপারগুলো আসলে ততো বেশি ঘটে না। পালাজ্জো ভেচ্চিও জাদুঘর...*আর দান্তে?* এটার সাথে নিশ্চয় ল্যাংডনের সম্পর্ক রয়েছে।

ভায়েন্থা অনেক আগে থেকেই সন্দেহ করেছিলো ল্যাংডন আবারো পুরনো শহরে ফিরে আসবে। এটা একেবারেই যৌক্তিক–এই পুরনো শহরেই গতরাতে ল্যাংডন ছিলো আর তখনই সব কিছু গুবলেট পাকাতে শুরু করে।

ভায়েন্থা আরো ভাবলো, এখন দিনের বেলায় হয়তো ল্যাংডন আবার ফিরে এসেছে পালাজ্জো ভেচ্চিও'তে যেটা খুঁজছিলো সেটা খুঁজে পেতে। তবে সে একদম নিশ্চিত ল্যাংডন সেতুটা পার হয়ে পুরনো শহরে ঢোকে নি। আর ববোলি গার্ডেনের ভেতর দিয়ে পায়ে হেটে ওখানে যাওয়াটাও প্রায় অসম্ভব।

নীচে তাকিয়ে দেখলো চারজন লোকের একটি দল ছোট্ট নৌকায় করে সেতু পার হচ্ছে। নৌকার গায়ে লেখা :

সোসিয়েতা কানোত্তিয়েরি ফিরেনজি/ফ্লোরেন্স রোয়িং ক্লাব।

নৌকাটা লাল-সাদা রঙে পেইন্ট করা।

ল্যাংডন এরকম কোনো নৌকায় করে পার হয় নি তো? এটা মনে হচ্ছে না, কিন্তু পুলিশ বুলেটিনটি শোনার পর তার মন বলছে পালাজ্জো ভেচ্চিও'তে যাওয়া দরকার তার।

"সব ক্যামেরা বের করুন, *পার ফাভোরে!"* ইংরেজিতে বলে উঠলো একটি নারীকণ্ঠ।

এক মহিলা গাইড কমলা রঙের পমপম একটা স্টিকের উপর রেখে দোলাচ্ছে আর পর্যটকদের বলে যাচ্ছে।

"আপনাদের মাথার উপরে ভাসারির সর্ববৃহৎ মাস্টারপিসটি রয়েছে!" বহুল চর্চিত একটি হাসি দিয়ে পমপমটা মাথার উপরে তুলে ধরলো এবার।

ভায়েন্থা এটা আগে খেয়াল করে নি। তবে মাথার উপর দিয়ে সঙ্কীর্ণ অ্যাপার্টমেন্টের মতো একটি স্থাপনা চলে গেছে এখানকার সারি সারি দোকানের উপর দিয়ে।

"ভাসারি করিডোর," গাইড বলতে লাগলো। "এটা লম্বায় প্রায় এক কিলোমিটার। মেদিচি পরিবারের জন্য নির্মিত হয়েছিলো। তারা যাতে নিরাপদ প্যাসেজওয়ে দিয়ে পিত্তি প্যালেস থেকে পালাজ্জো ভেচ্চিও'তে যেতে পারে সেজন্যে।"

ভায়েন্থার চোখ দুটো গোল গোল হয়ে গেলো। মাথার উপরে টানেলের মতো স্থাপনাটি ভালো করে দেখলো এবার। করিডোরের কথাটা সে শুনেছে কিন্তু এ সম্পর্কে খুব একটা জানে না।

এটা দিয়ে পালাজ্জো ভেচ্চিও'তে যাওয়া যায়?

"বর্তমান সময়ে হাতেগোনা অল্প কিছু ভিআইপি ব্যক্তিবর্গ," গাইড বলতে লাগলো নিজস্ব ঢঙে, "এটা দিয়ে যাতায়াত করতে পারে। এটা একই সাথে চমকপ্রদ একটি আর্ট গ্যালারিও, পালাজ্জো ভেচ্চিও থেকে ববোলি গার্ডেনের উত্তর-পূর্ব কোণ পর্যন্ত বিস্তৃত।"

এরপর গাইড যা বললো তার কিছুই ভায়েন্থার কানে গেলো না।

ততোক্ষণে সে তার মোটারসাইকেলের দিকে পা বাড়িয়েছে।

অধ্যায় ৪১

মার্তা, সিয়েনা আর দু'জন গার্ডের সাথে ভিডিও কন্ট্রোল রুমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই ল্যাংডনের মাথার যে জায়গায় সেলাই করা আছে সেখানটায় আগের সেই তীব্র ব্যথা ফিরে এলো আবার। জায়গাটা জামা বদলাবার ছোটোখাটো ঘরের মতোই। এক সারি কম্পিউটার মনিটর আর ড্রাইভ রাখা আছে সেখানে। ভেতরের বাতাস গুমোট, সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধও আছে।

ল্যাংডনের মনে হলো ঘরের দেয়ালগুলো যেনো তার দিকে চেপে আসছে।

একটা ভিডিও মনিটরের সামনে চেয়ার টেনে বসে পড়লো মার্তা। ইতিমধ্যেই মনিটরটি প্লেব্যাক মোডে চলে গেছে। পর্দায় দেখা যাচ্ছে *আন্দিতো*'র ঝিরঝিরে সাদা-কালো ভিডিও ইমেজ। শটটা নেয়া হয়েছে দরজার উপর থেকে। পর্দায় যে সময়টা দেখা যাচ্ছে সেটা গতকালের সকালে-নির্দিষ্ট করে বললে এখন থেকে চব্বিশ ঘণ্টা আগে-জাদুঘরটি খোলার ঠিক আগের সময়ে। ঐ দিন রাতে ল্যাংডন আর *ইল দুমিনো* আসার অনেক আগের ফুটেজ এটি।

গার্ড ভিডিওটা ফাস্ট-ফরোয়ার্ড করে দিলে ল্যাংডন দেখতে পেলো দলে দলে পর্যটক এসে ঢুকছে *আন্দিতো*'তে। তাদের সবার মোশন খুব দ্রুত। কেবিনেটে রাখা মুখোশটি অবশ্য এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না তবে পর্যটক আর দর্শনার্থীদের ভাবভঙ্গি বলে দিচ্ছে ওটা তখনও জায়গামতো ছিলো। অনেকেই উঁকি মেরে দেখছে। কেউবা ক্যামেরা বের করে ছবি তুলে নিচ্ছে।

জলদি করো, মনে মনে বললো ল্যাংডন। ভালো করেই জানে পুলিশ চলে আসবে এখানে। সিয়েনাকে নিয়ে এখান থেকে সটকে পড়বে কিনা সেটাও ভাবলো কয়েক মুহূর্তের জন্য কিন্তু ভিডিওটা তাদের দেখা দরকার :

এই ভিডিও'তে যা-ই থাকুক না কেন যা কিছু ঘটছে তার অনেক প্রশ্নের জবাব এতে পাওয়া যাবে।

ফুটেজগুলো দ্রুত এগোতে লাগলো, সময় গড়িয়ে নেমে এলো বিকেল। দলে দলে দর্শনার্থী আসছে যাচ্ছে। আস্তে আস্তে তাদের ভীড়টা পাতলা হতে শুরু করলো। তারপর এক সময় ফাঁকা হয়ে গেলো পুরোপুরি। পর্দায় দেখা যাচ্ছে সময়টা ১৭০০, জাদুঘরের সব বাতি নিভে গেলো এবার।

বিকেল পাঁচটায় বন্ধ হয়ে যায় জাদুঘর।

"*অউমেন্তি লা ভেলোসিতা,*" মার্তা আদেশের সুরে বললো। সামনের দিকে ঝুঁকে মনিটনের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো সে।

গার্ড ভিডিওটা আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলো। এবার যে সময়টা দেখা গেলো সেটা রাত ১০টার দিকে। জাদুঘরের বাতি জ্বলে উঠলো আবার।

সঙ্গে সঙ্গে গার্ড ভিডিওটার স্পিড স্বাভাবিক করে দিলো।

কয়েক মুহূর্ত পরেই গর্ভবতী মার্তা প্রবেশ করলো *আন্দিতো'*তে, তার পর পরই ল্যাংডন। তার পরনে অতিপরিচিত হ্যারিস টুইড ক্যাম্বার্লি জ্যাকেট, খাকি প্যান্ট আর কর্ডো লোফার। তার হাতে মিকি মাউস হাতঘড়িটাও দেখা গেলো এক ঝলক।

এই তো আমি...গুলিবিদ্ধ হবার আগে।

নিজেকে পর্দায় দেখে ল্যাংডনের মধ্যে অদ্ভুত এক অনুভূতি তৈরি হলো, কারণ এই মুহূর্তগুলোর কথা তার স্মৃতিতে নেই। *গতরাতে আমি এখানে এসেছিলাম...মৃত্যু-মুখোশটি দেখতে?* বিগত দু'দিনের কোনো স্মৃতি তার ভাণ্ডারে নেই।

ভিডিওটা আবার চলতে শুরু করলে সিয়েনা আর সে মার্তার পেছনে এসে দাঁড়ালো ভালো করে দেখার জন্য। নির্বাক ফুটেজে দেখা গেলো মার্তা আর ল্যাংডন মুখোশের কেসের সামনে এসে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখছে। এমন সময় দরজার সামনে দেখা গেলো বিশালদেহী এক মোটাসোটা লোককে। সুট পরা, হাতে বৃফকেস। প্রায় দরজার সমান প্রস্থ। তার বিশাল বপুর সামনে মার্তার আটমাসের গর্ভাবস্থাও ম্রিয়মান।

দেখামাত্র লোকটাকে চিনতে পারলো ল্যাংডন। *ইগনাজিও?!*

"এ হলো ইগনাজিও বুসোনি," সিয়েনার কানে কানে বললো সে। "মিউজিও দেল অপেরা দেল দুমো'র পরিচালক। অনেক বছর ধরেই তার সাথে আমার পরিচয়। তবে তাকে যে লোকে *ইল দুমিনো* নামে ডাকে সেটা জানতাম না।"

"তার জন্যে একেবারে উপযুক্ত একটি নাম," আস্তে করে বললো সিয়েনা।

বিগত বছরগুলোতে তার দায়িত্বে থাকা ইল দুমো'র আর্টিফ্যাক্টস এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ইতিহাস নিয়ে ইগনাজিওর সাথে ল্যাংডন কনসাল্টেড করেছে। তবে পালাজ্জো ভেচ্চিও'তে ভিজিট করতে আসাটা মনে হয় ইগনাজিও'র আওতার বাইরে। কিন্তু ইগনাজিও বুসোনি ফ্লোরেন্সের শিল্পকলা জগতে খুবই প্রভাবশালী একজন ব্যক্তি এবং সেই সঙ্গে দান্তে বিষয়ক একজন পণ্ডিতও বটে।

দান্তের মৃত্যু-মুখোশের ব্যাপারে তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্য ব্যক্তি।

ল্যাংডন আবারো ভিডিও'র দিকে মনোযোগ দিলো। এখন দেখা যাচ্ছে সে আর ইগনাজিও মুখোশের কেবিনেটের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, আর *আন্দিতো'*র দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে যাচ্ছে মার্তা। তারা দু'জন মিনিটের পর মিনিট ধরে কথা বলে যেতে লাগলে মার্তা বার বার তার হাতঘড়ির দিকে তাকাতে লাগলো।

ল্যাংডনের মনে হলো সিকিউরিটি টেপটার সাথে যদি অডিওটাও থাকতো তাহলে কতোই না ভালো হতো। *আমি আর ইগনাজিও কি নিয়ে কথা বলছিলাম? কি খুঁজছিলাম আমরা?!*

ঠিক এ সময় দেখা গেলো ল্যাংডন কেবিনেটের কাঁচের খুব কাছে মুখ নিয়ে মুখোশটি দেখতে গেলে মার্তা এসে কী যেনো বললো তাকে, সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসর ক্ষমা প্রার্থনাসূচক ভঙ্গি করে একটু পিছিয়ে গেলো।

"দুঃখিত, আমি খুব কঠোর ছিলাম বলে," পেছন ফিরে বললো মার্তা। "তবে আপনাকে তো আগেই বলেছি, ডিসপ্লে কেসটি খুবই পুরনো, একেবারেই নাজুক অবস্থায় আছে। মুখোশের মালিক আমাদেরকে বার বার বলে দিয়েছেন আমরা যেনো দর্শনার্থীদেরকে নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখি। তার অবর্তমানে আমাদের স্টাফরাও কেসটি খোলার অনুমতি পায় না।"

কথাটা বুঝতে একটু সময় লাগলো ল্যাংডনের। *মুখোশের মালিক?* তার ধারণা ছিলো এই মুখোশটির মালিক জাদুঘর কর্তৃপক্ষ।

সিয়েনাও একইভাবে বিস্মিত হয়েছে কথাটা শুনে। "জাদুঘর এই মুখোশের মালিক নয়?"

মনিটরের পর্দায় চোখ রেখেই মার্তা মাথা ঝাঁকালো। "এক ধনী পৃষ্ঠপোষক দান্তের এই মুখোশটি আমাদের এখানে স্থায়ীভাবে ডিসপ্লে করার জন্য রেখেও এটা আমাদের সংগ্রহশালা থেকে কেনার প্রস্তাব দেয়। মোটা অঙ্কের টাকা ছিলো বলে আমরা হাসিমুখেই তার প্রস্তাবটা মেনে নেই।"

"দাঁড়ান," বললো সিয়েনা। "উনি এই মুখোশের জন্য টাকা দিয়েছেন...আবার এটা এখানে রেখেও দিয়েছেন?"

"এটা খুবই প্রচলিত একটি ব্যবস্থা," ল্যাংডন বললো। "দাতাদের অধিগ্রহণ-জাদুঘরে জন্য দান করার একটি নিয়ম আর কি। ধরে নেয়া হয় জিনিসটি উনি কিনে দান করে দিয়েছেন জাদুঘরের জন্য।"

"এই ডোনার লোকটি খুবই অন্য রকম ছিলো," বললো মার্তা। "দান্তের উপর সত্যিকারের একজন পণ্ডিত...মানে বলতে পারেন...একেবারে ক্ষ্যাপা টাইপের।"

"লোকটা কে?" সিয়েনা জানতে চাইলো।

"কে?" পর্দার দিকে চেয়ে থেকেই ভুরু তুললো মার্তা। "তুমি হয়তো ইদানিংকালে তার সম্পর্কে পত্রপত্রিকায় পড়ে থাকবে-সুইস বিলিয়নেয়ার বারট্রান্ড জোবরিস্ট।"

ল্যাংডনের কাছে নামটা অল্পবিস্তর চেনা চেনা লাগলেও সিয়েনা তার হাতটা খপ্ করে ধরে রাখলো, যেনো চোখের সামনে ভুত দেখতে পাচ্ছে সে।

"ওহ্, হ্যা..." কোনোমতে বললো সিয়েনা, তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে মুহূর্তে। "বারট্রান্ড জোবরিস্ট। প্রখ্যাত বায়োকেমিস্ট। তরুণ বয়স থেকেই অনেকগুলো বায়োলজিক্যাল পেটেন্ট করে প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন।" একটু থেমে ঢোক গিলে নিলো সে। ল্যাংডনের দিকে ঝুঁকে তার কানে কানে বললো চাপাস্বরে, "জোবরিস্টের সবচাইতে বড় কাজ হলো ফিল্ড অব জার্ম-লাইন ম্যানিপুলেশন।"

ল্যাংডনের কোনো ধারণাই নেই জার্ম-লাইন ম্যানিপুলেশন জিনিসটা কী, তবে এটার মধ্যে অশুভ একটা মতলব আছে বলে মনে হলো তা বিশেষ করে এ সময় যখন প্লেগ আর মৃত্যুর ইমেজগুলো আবির্ভূত হচ্ছে তাদের সামনে। সে ভাবতে লাগলো সিয়েনা এই জোবরিস্টের ব্যাপারে হয়তো অনেক কিছু জানে, কেননা সে চিকিৎসাবিজ্ঞানের লোক...কিংবা তারা দু'জনেই হয়তো শৈশবে প্রোডিজি ছিলো। ওরকম মেধাবীরা কি একে অনেন্য কাজ ফলো করে?

"কয়েক বছর আগে আমি প্রথম এই জোবরিস্টের কথা শুনি," সিয়েনা বললো, "যখন তিনি মিডিয়াতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপরে খুবই আপত্তিজনক একটি ঘোষণা দিয়েছিলেন।" একটু থামলো সে, চেহারায় ফুটে উঠলো তিক্ত ভাব। "জোবরিস্ট জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে যে বিপর্যয় নেমে আসবে সে ব্যাপারে একটি গাণিতিক তত্ত্ব দিয়েছিলেন।"

"কী বললে, বুঝলাম না?"

"পৃথিবীর জনসংখ্যা যে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটা গাণিতিকভাবেই স্বীকৃত, মানুষ আগের চেয়ে দীর্ঘজীবি হচ্ছে আর আমাদের প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ক্রমাগতভাবেই হ্রাস পাচ্ছে। তার তত্ত্বটি ভবিষ্যৎবাণী করে যে, বর্তমান এই প্রবণতাটি মনুষ্যসমাজের কেয়ামততুল্য বিপর্যয় ছাড়া আর কোনো ফল বয়ে আনবে না। জোবরিস্ট প্রকাশ্যে বলে বেড়ান, মানবজাতি আর একশ' বছরও টিকে থাকতে পারবে না...যদি না দ্রুতগতিতে ব্যাপকহারে এই জনসংখ্যা কমিয়ে আনা যায়।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ল্যাংডনের চোখের দিকে তাকালো সিয়েনা। "সত্যি বলতে কী, একবার জোবরিস্ট বলেছিলেন, 'ইউরোপের জন্য সবচেয়ে ভালো যে কাজটি হয়েছিলো সেটা ব্ল্যাক ডেথ।' "

আৎকে উঠলো ল্যাংডন। টের পেলো তার ঘাড়ের পেছনের চুল দাঁড়িয়ে গেছে। আবারো তার মনের পর্দায় ভেসে উঠলো প্লেগ মুখোশটি। তার বর্তমান সমস্যাটির সাথে প্রাণঘাতী প্লেগের কোনো সম্পর্ক নেই, সকাল থেকেই এই চিন্তাটা জোর করে বাদ দেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছিলো সে...কিন্তু সময় যতোই গড়াচ্ছে ততোই যেনো চিন্তাটা প্রকটভাবে তাকে গ্রাস করছে।

বরট্রান্ড জোবরিস্ট যে বলেছে, ইউরোপের জন্য সবচেয়ে মঙ্গলজনক ব্যাপার ছিলো ব্ল্যাক ডেথ, সে-কথাটি নিশ্চয় ভড়কে দেবার মতো। তবে এটাও ঠিক ল্যাংডন জানে অনেক ইতিহাসবিদ স্বীকার করে ১৩ শতকে দ্রুত এবং ব্যাপকহারে জনসংখ্যার বিলোপের ফলে দীর্ঘমেয়াদে ইউরোপের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নতি হয়েছিলো। পেগ, বিপুল জনসংখ্যা, দুর্ভিক্ষ আর অর্থনৈতিক দুরাবস্থার কারণে ঐ সময়টাকে 'অন্ধকার যুগ' হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। ব্ল্যাক ডেথের আচমকা আবির্ভাবের ফলে ইউরোপের জনসংখ্যা অবিশ্বাস্য গতিতে কমে যায়, ফলে খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর চাপ কমে যায়, জনসংখ্যার তুলনায় ওগুলোর মজুদ যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় বিরাট একটি সুবিধা বয়ে আনে ঐ ভূ-খণ্ডে, অনেক ইতিহাসবিদের মতে এর ফলে রেনেসাঁর আবির্ভাব ঘটে।

বায়োহ্যাজার্ড টিউবের সিম্বলটার কথা মনে পড়ে গেলো ল্যাংডনের, ওটার ভেতরে থাকা দান্তের *ইনফার্নো*'র ম্যাপটি বদলে দেয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভীতিকর আশংকা উদয় হলো তার মনে : ঐ ভয়ঙ্কর প্রজেক্টরটি তৈরি করেছেন–বারট্রান্ড জোবরিস্ট–একজন বায়োকেমিস্ট এবং দান্তের অন্ধ অনুরাগী –এখন মনে হচ্ছে একেবারেই উপযুক্ত একজন প্রার্থী।

জেনেটিক জার্ম-লাইন ম্যানিপুলেশনের পিতা। ল্যাংডনের মনে হলো পাজলের টুকরোগুলো এবার খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। তবে স্বীকার করতেই হচ্ছে, যে চিত্রটা ভেসে উঠছে চোখের সামনে সেটা খুবই ভয়াল একটি চিত্র।

"এই অংশটা ফাস্ট-ফরোয়ার্ড করো," গার্ডকে বললো মার্তা। ল্যাংডন আর ইগনাজিও মৃত্যু-মুখোশটি স্টাডি করার সময়গুলো দ্রুত শেষ করতে চাইছে সে যাতে করে এরপর কে মুখোশটি চুরি করেছে সেটা দেখতে পায়।

গার্ড ফাস্ট ফরোয়ার্ড বাটনে চাপ দিতেই পর্দায় দ্রুতবেগে দৃশ্যগুলো এগোতে লাগলো।

তিন মিনিট....ছয় মিনিট...আট মিনিট।

পর্দায় তখনও ল্যাংডন আর ইগনাজিও...একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা মার্তা বার বার এপাশ ওপাশ করে যাচ্ছে আর হাতঘড়ি দেখছে।

"আমি দুঃখিত, একটু সময় নিয়ে কথা বলেছিলাম," বললো ল্যাংডন। "আপনাকে খুব ভুগিয়েছি মনে হয়।"

"এটা আমার নিজেরই দোষ," জবাবে বললো মার্তা। "আপনারা দু'জনেই আমাকে বার বার বলেছিলেন আমি যেনো বাসায় চলে যাই, গার্ডরা তো আছেই। তারাই যথেষ্ট, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম এটা করা ঠিক হবে না। এক ধরণের অসৌজন্যতা হবে আর কি।"

হঠাৎ করে পর্দা থেকে মার্তা উধাও হয়ে গেলো। ভিডিওটা আবার স্বাভাবিক গতিতে ফিরিয়ে আনলো গার্ড।

"ঠিক আছে," বললো মার্তা, "আমার মনে পড়েছে, আমি রেস্টরুমে গেছিলাম।"

গার্ড সায় দিয়ে ভিডিওটা আবার দ্রুতগতিতে চালানোর জন্য যে-ই না বাটনে চাপ দিতে যাবে সঙ্গে সঙ্গে তার হাতটা খপ্ করে ধরে ফেললো মার্তা। *"এসপেত্তি!"*

ঘাড় সোজা করে মনিটরের দিকে তাকালো সে।

ল্যাংডনও এটা দেখতে পেয়েছে। *এটা আবার কি?!*

পর্দায় দেখা যাচ্ছে ল্যাংডন তার জ্যাকেটের পকেট থেকে একজোড়া সার্জিক্যাল গ্লাভস বের করে হাতে পরে নিচ্ছে।

একই সঙ্গে ইল দুমিনো ল্যাংডনের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, বার বার হলওয়ের দিকে তাকাচ্ছে সে, যেখান দিয়ে একটু আগে মার্তা রেস্টরুমে গেছে। কয়েক মুহূর্ত পর মোটাসোটা লোকটি ল্যাংডনের দিকে মাথা নেড়ে ইশারা করলো, যেনো বলতে চাইছে, ঠিক আছে। সব ক্লিয়ার।

আমরা কি করছিলাম?!

ল্যাংডন নিজেকে পর্দায় দেখতে পেলো গ্লাভস পরা হাত দিয়ে মুখোশ রাখার কেবিনেটের কাঁচের দরজাটা খোলার চেষ্টা করছে...তারপর আস্তে করে টান দিতেই দরজাটা খুলে গেলো!

এ দৃশ্য দেখে মুখে হাত চাপা দিলো মার্তা আলভারেজ।

অবিশ্বাসে দেখতে লাগলো ল্যাংডন। সে নিজে মুখোশটি হাতে তুলে নিচ্ছে।

"দিও মি সালভি!" রাগেক্ষোভে উঠে দাঁড়ালো মার্তা, চট করে ঘুরে দাঁড়ালো ল্যাংডনের দিকে। *"কস'হা ফাত্তো? পারচে?"*

ল্যাংডন কোনো কিছু বলার আগেই গার্ডদের একজন কোমর থেকে কালো রঙের বেরেটা পিস্তল বের করে তাক্ করলো তার বুক বরাবর।

হায় ঈশ্বর!

পিস্তলের ব্যারেলের দিকে চেয়ে রইলো রবার্ট ল্যাংডন। তার কাছে মনে হলো ছোট্ট এই ঘরটার দেয়ালগুলো যেনো চারপাশ থেকে চেপে ধরছে তাকে। মার্তা এখন তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। অবিশ্বাস আর রাগে রীতিমতো কাঁপছে সে। তার পেছনে সিকিউরিটি মনিটরে দেখা যাচ্ছে, ল্যাংডন মুখোশটি আলোর সামনে তুলে ধরে কী যেনো দেখছে।

"ওটা আমি অল্প সময়ের জন্য নিয়েছিলাম," ল্যাংডন বললো, মনে মনে প্রার্থনা করলো এটা যেনো সত্যি হয়। "ইগনাজিও আমাকে আশ্বস্ত করেছিলেন আপনি এতে কিছু মনে করবেন না!"

কোনো জবাব দিলো না মার্তা। হতভম্ব হয়ে গেছে সে। বুঝতেই পারছে না ল্যাংডন কেন তার সঙ্গে মিথ্যে বলেছিলো...তারচেয়েও বড় কথা, এরকম একটা কাজ করার পর এই প্রফেসর কিভাবে এখন শান্তভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিকিউরিটি টেপটা দেখছে!

আমি যে কেসটা খুলেছি সে ব্যাপারে আমার কোনো ধারণাই নেই!

"রবার্ট," সিয়েনা ফিসফিসিয়ে বললো। "দেখো! তুমি কি জানি একটা খুঁজে পেয়েছো!" এসব ঘটনা ঘটতে থাকলেও মনিটরের পর্দা থেকে মেয়েটি চোখ সরায় নি।

পর্দায় দেখা যাচ্ছে মুখোশটি হাতে নিয়ে আলোর সামনে তুলে ধরে কী যেনো দেখে যাচ্ছে ল্যাংডন। তার মনোযোগ এখন আর্টিফ্যাক্টটার পেছনের দিকে।

ক্যামেরার এই অ্যাঙ্গেল থেকে কয়েক সেকেন্ডের জন্য দান্তের মৃতচোখ দুটো একেবারে ল্যাংডনের চোখের সাথে খাপে খাপে মিলে গেলো যেনো। তার মনে পড়ে গেলো–*সত্য কেবলমাত্র মৃতের চোখেই দেখা যেতে পারে*–টের পেলো শিরদাড়া বেয়ে শীতল একটি প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে।

ল্যাংডনের কোনো ধারনাই নেই মুখোশের পেছনে সে আসলে কী দেখছিলো। তবে ভিডিও'তে দেখা যাচ্ছে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ইগনাজিওকে কিছু একটা বলতেই মোটা লোকটির চোখেমুখে তিক্ত ভাব ফুটে উঠলো, পকেট থেকে চশমা বের করে পরে নিলো সে। মুখোশের পেছন দিকটা বার বার দেখতে লাগলো ভদ্রলোক...উদভ্রান্তের মতো মাথা ঝাঁকিয়ে *আন্দিতো*'তে পায়চারি করতে লাগলো অস্থিরভাবে।

হঠাৎ করেই তারা দু'জন মুখ তুলে তাকালো, বোঝাই যাচ্ছে রেস্টরুম থেকে মার্তা ফিরে আসছে। ল্যাংডন দ্রুত পকেট থেকে একটি জিপলক ব্যাগ বের করে মুখোশটি ভরে নিলো তারপর ওটা দিয়ে দিলো ইগনাজিওর হাতে। মনে হলো অনেকটা অনিচ্ছায় ভদ্রলোক তার বৃফকেসে ভরে রাখলো সেটা। ল্যাংডন চট করে কেবিনেটের দরজাটা বন্ধ করে দিলো এবার। দেরি না করে তারা দু'জন কেবিনেটের সামনে থেকে চলে গেলো মার্তার দিকে যেনো তাদের চুরির ব্যাপারটা সে ধরে ফেলতে না পারে।

এবার দু'জন গার্ডই তাদের পিস্তল তাক করলো ল্যাংডনের দিকে।

মনে হলো কিছুটা টলে গেলো মার্তা, টেবিলের প্রান্ত ধরে ভারসাম্য রক্ষা করলো সে। "আমি বুঝতে পারছি না!" রাগে গজগজ করে বললো। "আপনি আর ইগনাজিও বুসোনি দান্তের মৃত্যু-মুখোশটি চুরি করেছেন?!"

"না!" জোর দিয়ে বললো ল্যাংডন, নিজের পক্ষে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা

করলো সে। "একরাতের জন্য মুখোশটি ভবনের বাইরে নিয়ে যেতে ওটার মালিকের কাছ থেকে আমরা পারমিশন পেয়েছিলাম।"

"ওটার মালিকের কাছ থেকে পারমিশন নিয়েছিলেন?" ভুরু কুচকে জানতে চাইলো মার্তা। "বারট্রান্ড জোবরিস্টের কাছ থেকে!?"

"হ্যা! মিঃ জোবরিস্ট আমাদেরকে মুখোশের পেছনে কিছু মার্কিং পরীক্ষা করে দেখার জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন! গতকাল দুপুরে উনার সঙ্গে আমাদের দেখাও হয়েছিলো!"

মার্তার চোখ দুটো জ্বলে উঠলো যেনো। "প্রফেসর, আমি একদম নিশ্চিত করেই বলছি, আপনি বারট্রান্ড জোবরিস্টের সাথে গতকাল দুপুরে দেখা করেন নি।"

"আমরা অবশ্যই দেখা করেছি–"

সিয়েনা ল্যাংডনের হাতটা আস্তে করে ধরে তাকে বিরত করলো। "রবার্ট..." একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো সে। "আজ থেকে ছয় দিন আগে, বারট্রান্ড জোবরিস্ট এখান থেকে মাত্র কয়েক ব্লক পরে বাদিয়া টাওয়ারের উপর থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।"

অধ্যায় ৪২

পালাজ্জো ভেচ্চিও'র উত্তর দিকে ভায়েন্থা তার মোটরসাইকেলটি রেখে পায়ে হেটে পিয়াজ্জা দেল্লা সিনোরিয়া হয়ে রওনা দিয়েছে। লগ্গিয়া দেই লানজির সামনে দিয়ে যাবার সময় অসংখ্য শিল্পকর্ম থেকে নিজের চোখ দুটো সরাতে পারলো না, আর সবগুলো শিল্পকর্ম যেনো একটা থিমকেই তুলে ধরেছে : নারীর উপরে পুরুষের আধিপত্যের সহিংস রূপ।

দ্য রেইপ অব দি স্যাবিন্‌স।

দ্য রেইপ অব পলিজেনা।

পার্সিয়াস হোল্ড দি সিভিয়ার্‌ড হেড অব মেডুসা।

চমৎকার, ভাবলো ভায়েন্থা। মাথার টুপিটা আরেকটু নীচে নামিয়ে দিয়ে এমনভাবে এগিয়ে যেতে লাগলো যেনো এই সাত সাকলে বেড়াতে আসা একজন দর্শনার্থী। সব দেখেশুনে মনে হচ্ছে আর সব দিনের মতোই পালাজ্জো ভেচ্চিও একদম স্বাভাবিক।

কোনো পুলিশ নেই, ভাবলো ভায়েন্থা। *অন্ততপক্ষে এখন পর্যন্ত।*

ভেতরে রাখা অস্ত্রটি যাতে বাইরে থেকে বোঝা না যায় সেজন্যে জ্যাকেটের জিপটা গলা পর্যন্ত তুলে দিয়ে প্রবেশপথের দিকে পা বাড়ালো সে। ইল মিউজিও দি পালাজ্জোর সাইন দেখে নক্সা করা দুটো আর্টিয়াম পেরিয়ে চলে এলো বিশাল একটি সিঁড়ির কাছে। ওটা চলে গেছে দোতলায়। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় পুলিশের ডিসপ্যাচ থেকে যে কথাগুলো শুনেছিলো সেটা স্মরণ করলো :

ইল মিউজিও দি পালাজ্জো ভেচ্চিও..দান্তে অলিঘিয়েরি।

ল্যাংডন অবশ্যই এখানে আছে।

সাইন দেখে হল অব ফাইভ হান্ড্রেড নামের বিশাল একটি গ্যালারিতে চলে এলো ভায়েন্থা–প্রচুর দর্শনার্থী বিভিন্ন শিল্পকর্ম আর ভাস্কর্য দেখছে মুগ্ধ হয়ে। ভায়েন্থার অবশ্য এসব দেখার কোনো ইচ্ছে নেই। দ্রুত সে দেখতে পেলো ঘরের ডানকোণে আরেকটি জাদুঘরের সাইন। একটা সিঁড়ির দিকে তীর চিহ্ন দেয়া।

ওখানে যাবার পথে তার নজরে পড়লো একদল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রি একটা ভাস্কর্য দেখে হাসাহাসি করছে আর ছবি তুলছে।

ভাস্কর্যের ফলকে লেখা : *হারকিউলিস অ্যান্ড ডায়োমিডিস।*

ভাস্কর্যটার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুচকে গেলো তার।

গ্রিক মিথোলজির দুই বীরের একটি ভাস্কর্য–সম্পূর্ণ নগ্ন তারা–একে অন্যের

সাথে কুস্তি লড়ছে। হারকিউলিস উল্টো করে তুলে ধরেছে ডায়োমিডিসকে, আছাড় মারার প্রস্তুতি নিচ্ছে যেনো, আর ডায়োমিডিস শক্ত করে হারকিউলিসের বিচি ধরে রেখেছে! যেনো বলতে চাচ্ছে, "তুমি কি নিশ্চিত, আমাকে ছুড়ে মারবে?"

তিক্তমুখে তাকালো ভায়েন্থা। *কারো বিচি ধরে তার সাথে কথা বলা!*

অদ্ভুত ভাস্কর্য থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করলো সে। একটা বেলকনির উপর এসে পড়লো এবার। ওখান থেকে নীচের হলটা দেখা যায়। জাদুঘরের প্রবেশদ্বারের বাইরে প্রায় ডজনখানেক দর্শনার্থী অপেক্ষা করছে ঢোকার জন্য।

"দেরিতে খুলছে," এক পর্যটক নিজে থেকেই বললো তাকে।

"কি জন্যে জানেন?" জানতে চাইলো সে।

"না। কিন্তু অপেক্ষা করতেও দারুণ লাগছে। চারপাশটা দেখুন, কী দারুণ ভিউ!"

বেলকনি দিয়ে নীচে তাকালো ভায়েন্থা।

নীচে দেখতে পেলো এক পুলিশ এসে পৌঁছেছে মাত্র। একেবারেই স্বাভাবিকভাবে হেলেদুলে হেটে যাচ্ছে সিঁড়ির দিকে।

একটা স্টেটমেন্ট নিতে আসছে সে, ভায়েন্থা অনুমাণ করলো। লোকটার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে এটা নিতান্তই রুটিন কল–পোর্তা রোমানায় ল্যাংডনকে ধরার মতো যে আয়োজন দেখেছে সেরকম কিছু নয়।

এখানে যদি ল্যাংডন থেকে থাকে তাহলে তারা ঝটিকা অভিযান চালাচ্ছে না কেন?

ভায়েন্থা বুঝতে পারলো, হয় ল্যাংডন এখানে নেই, নয়তো ব্রুডার এবং পুলিশ এখনও দুয়ে দুয়ে চার মেলাতে পারে নি।

পুলিশের লোকটি উপরে উঠে এলে ভায়েন্থা নিজেকে আড়াল করে দাঁড়ালো। কনসোর্টিয়াম তাকে পরিত্যাগ করেছে, সে চাইছে না কোনোভাবে তার উপস্থিতি কেউ জেনে যাক।

"এসপেত্তা!" একটা চিৎকার ভেসে এলো।

পুলিশের লোকটি ঠিক ভায়েন্থার পেছনে এসে থমকে দাঁড়ালো সেটা শুনে। ভয়ে হৃদস্পন্দন বেড়ে গেলো তার। বুঝতে পারলো চিৎকারটা এসেছে পুলিশের ওয়াকিটকি থেকেই।

"আতেন্দি আই রিনফোরজি!" কণ্ঠটা আবার বললো।

সাপোর্টের জন্য অপেক্ষা? ভায়েন্থা আঁচ করতে পারলো পরিস্থিতি বদলে গেছে।

ঠিক তখনই জানালার বাইরে দেখতে পেলো আকাশে কালো রঙের একটি জিনিস, আস্তে আস্তে সেটার আকার বড় হচ্ছে। ববোলি গার্ডেন থেকে পালাজ্জো ভেচ্চিওর দিকে ছুটে আসছে ওটা।

ড্রোন, বুঝতে পারলো ভায়েন্থা। *ক্রুডার জেনে গেছে। এখন সে এদিকেই আসছে।*

প্রভোস্টকে ফোন করার জন্য কনসোর্টিয়ামের ফ্যাসিলিটেটর লরেন্স নোলটন নিজেকে ভৎর্সনা করে যাচ্ছে। সে আগেই বুঝেছিলো ভিডিওটা আপলোড করার আগে প্রভোস্টকে প্রিভিউ করতে বললে কী জবাব পেতো। আর ঠিক তাই হয়েছে।

ওটার কনটেন্ট কি সেটা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই।

প্রটোকলই হলো আসল কথা।

এই সংস্থায় তরুণ বয়সে যোগ দেবার সময় তাকে যে মন্ত্রটা শেখানো হয়েছিলো সেটা স্মরণ করলো নোলটন। *কোনো প্রশ্ন নয়, শুধু কাজ করে যাবে।*

একান্ত অনিচ্ছায় মেমোরি স্টিকটা আগামীকালের সকালের জন্য কিউ'তে রেখে দিলো সে। ভাবতে লাগলো, এই উদ্ভট মেসেজটা পেয়ে মিডিয়াগুলো কী করবে। তারা কি এটা আদৌ প্রচার করবে?

অবশ্যই করবে। এটা বারট্রান্ড জোবরিস্টের মেসেজ।

অধ্যায় ৪৩

রাগে গজগজ করতে করতে ভিডিও রুম থেকে বের হয়ে এলো মার্তা আলভারেজ, ল্যাংডন আর তার বোনকে গার্ডদের অস্ত্রের মুখে রেখে এসেছে। বাইরে এসে জানালা দিয়ে নীচের পিয়াজ্জা দেল্লা সিনোরিয়ার দিকে তাকালো। পুলিশের গাড়িটা পার্কিংলটে দেখতে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সে।

সময় হয়েছে।

মার্তা এখনও বুঝতে পারছে না রবার্ট ল্যাংডনের মতো একজন সম্মানিত লোক তার সাথে কেন এমন ধোঁকাবাজি করে অমূল্য একটি আর্টিফেক্ট চুরি করতে গেলো।

আর ইগনাজিও বুসোনি তাকে সাহায্য করেছেন!? অচিন্তনীয়!

মার্তা তার নিজের ক্ষোভ জানানোর জন্য সেলফোনটা বের করে *ইল দুমিনোর* অফিসে ফোন করলে মাত্র একবার রিং হবার পরই কলটা রিসিভ করা হলো।

"উফিসিও দি ইগনাজিও বুসোনি," পরিচিত নারী কণ্ঠটি জবাব দিলো।

মার্তা সব সময়ই ইগনাজিওর সেক্রেটারির সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করে তবে আজ তার সাথে প্যাচাল পারার মতো মেজাজে নেই। *"ইউজেনিয়া, সোনো মার্তা। দেভো পারলারে কন ইগনাজিও।"*

হঠাৎ করেই অদ্ভুত এক নীরবতা নেমে এলো লাইনে তারপরই উন্মাদগ্রস্তের মতো চিৎকার করতে শুরু করলো সেক্রেটারি মেয়েটি।

"কসা সাকসিদো?" মার্তা জানতে চাইলো। *কি হয়েছে?*

ইউজেনি কান্না জড়ানো কণ্ঠে বলে গেলো, সে এইমাত্র অফিসে এসে শুনেছে গতকাল রাতে দুমোর কাছে এক গলিতে ইগনাজিওর হার্ট অ্যাটাক হয়। তিনি অ্যাম্বুলেন্সে কল করলে তারা সময়মতো আসতে পারে নি। বুসোনি ওখানেই মারা গেছেন।

মার্তার মনে হলো তার পা দুটো যেনো টলে গেছে। আজ সকালে সে খবরে শুনেছে গতরাতে এক নাম না জানা কর্মকর্তা হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে কিন্তু সেই লোকটা যে ইগনাজিও এটা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারে নি।

"ইউজেনিয়া, আসকোলতামি," তাড়া দিলো মার্তা। নিজেকে বহু কষ্টে শান্ত রেখে বলে গেলো এইমাত্র পালাজ্জোর ভিডিও ক্যামেরায় কি দেখতে পেয়েছে–গতরাতে দান্তের মৃত্যু-মুখোশটি ইগনাজিও আর রবার্ট ল্যাংডন মিলে চুরি করেছে। এখন অস্ত্রের মুখে রাখা হয়েছে ল্যাংডনকে।

"রবার্ট ল্যাংডন!?" ইউজেনিয়া বিস্ময়ে বলে উঠলো। *"সেই কন ল্যাংডন অরা?!" আপনি এখন ল্যাংডনের সাথে আছেন?!*

মনে হলো ইউজেনিয়া আসল ব্যাপারটা ধরতে পারে নি। *হ্যা, কিন্তু মুখোশটি–*

"দেভো পারলারে কন লুই!" চিৎকার করে বলে উঠলো ইউজেনিয়া। *তার সঙ্গে আমাকে এক্ষুণি কথা বলতে হবে!*

সিকিউরিটি রুমের ভেতরে গার্ডদের অস্ত্রের মুখে থাকা ল্যাংডনের মাথা ব্যথা ক্রমশ বাড়তে লাগলো। আচমকা দরজাটা সশব্দে খুলে যেতেই দেখা গেলো মার্তা আলভারেজ ঢুকছে।

খোলা দরজা দিয়ে ল্যাংডন স্পষ্ট শুনতে পেলো বাইরে থেকে ড্রোনের গুঞ্জনটা ভেসে আসছে, সেই শব্দের সঙ্গি হয়েছে আগুয়ান সাইরেনের আওয়াজ। *তারা জেনে গেছে আমরা কোথায় আছি।*

"এ অ্যারাইভাতা লা পোলিজিয়া," গার্ডদের বললো মার্তা। তাদের একজনকে বাইরে পাঠালো পুলিশকে ভেতরে নিয়ে আসার জন্য। অন্যজন এখনও ল্যাংডনের দিকে অস্ত্র তাক করে রেখেছে।

ল্যাংডনকে অবাক করে দিয়ে মার্তা তার দিকে একটা সেলফোন বাড়িয়ে দিলো। "আপনার সাথে একজন কথা বলতে চাইছে," বললো সে। তার কণ্ঠে রহস্য। "আপনাকে বাইরে গিয়ে কথা বলতে হবে, এখানে নেটওয়ার্ক পাবেন না।"

তারা সবাই ঘর থেকে বের হয়ে গ্যালারির কাছে চলে এলো। বেশ কয়েকটি জানালা দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়েছে সেখানে। জানালাগুলোর ওপাশে, নীচে অবস্থিত পিয়াজ্জা দেল্লা সিনোরিয়া। অস্ত্রের মুখে থাকা সত্ত্বেও সঙ্কীর্ণ পরিসরের ঘর থেকে বের হতে পেরে কিছুটা স্বস্তি পেলো ল্যাংডন।

একটা জানালার কাছে গিয়ে ফোনে কথা বলতে বললো মার্তা।

কিছু বুঝতে না পেরে ফোনটা হাতে নিয়ে কানে দিলো। "রবার্ট ল্যাংডন বলছি।"

"সিনোর," একটা নারীকণ্ঠ ইংরেজিতেই বললো। "আমি ইউজেনিয়া আন্তোনুচ্চি, ইগনাজিও বুসোনির সেক্রেটারি। আপনি গতকাল রাতে উনার অফিসে যখন আসছিলেন তখন আপনার সাথে আমার পরিচয় হয়েছিলো।"

কিছুই মনে পড়লো না ল্যাংডনের। "হ্যা?"

"আমি খুবই দুঃখিত খবরটা দেবার জন্য, ইগনাজিও গতকাল রাতে হার্ট

অ্যাটাকে মারা গেছেন।"

ল্যাংডন শক্ত করে ফোনটা ধরলো। *ইগনাজিও বুসোনি মারা গেছেন?!*

মহিলা এবার ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলো। "ইগনাজিও মারা যাবার আগে আমাকে ফোন করেছিলেন। তিনি আমার কাছে একটা মেসেজ দিয়ে গেছেন, বলে গেছেন আমি যেনো ওটা অবশ্যই আপনাকে দেই। আমি মেসেজটা আপনার জন্য প্লে করে দিচ্ছি।"

ল্যাংডন কিছু ঘরঘর শব্দ শোনার পর ইগনাজিও বুসোনির মৃদু কণ্ঠস্বরটি শুনতে পেলো কানে।

"ইউজেনিয়া," হাফাতে হাফাতে বলছেন তিনি। "প্লিজ, এটা যেনো রবার্ট ল্যাংডন শুনতে পায় সেই ব্যবস্থা কোরো। আমি বিরাট সমস্যায় পড়ে গেছি। আমার মনে হয় না এটা অফিসে নিয়ে আসতে পারবো।" যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলো ইগনাজিও, লম্বা একটি বিরতি নেমে এলো সেই সাথে। এরপর যখন কথা বলতে শুরু করলেন তার কণ্ঠটা ক্লান্ত আর দুর্বল শোনালো। "রবার্ট, আশা করি তুমি পালাতে পেরেছো। তারা এখনও আমার পেছনে লেগে আছে...আর আমি...আমি মোটেও ভালো নেই। আমি ডাক্তারের কাছে যাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু..." আবারো বিরতি। যেনো *ইল দুমিনো* নিজের শেষ শক্তিটুকু সঞ্চয় করে নিচ্ছেন কথা বলার জন্য, তারপর বলতে লাগলেন..."রবার্ট, মন দিয়ে শোনো। তুমি যা খুঁজছিলে সেটা খুবই নিরাপদে লুকিয়ে রাখা আছে। তোমার জন্য দরজাটা খোলা রয়েছে, তবে খুব দ্রুত কাজ করতে হবে। প্যারাডাইস পঁচিশ।" আবারো বিরতি দিয়ে অবশেষে বললেন, "ঈশ্বর তোমার সহায় হন।"

শেষ হয়ে গেলো মেসেজটি।

ল্যাংডনের হৃদস্পন্দন দ্রুতগতির হয়ে গেলো, সে জানে একজন মৃত্যুপথযাত্রির শেষ নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলো এখন। তাকে উদ্দেশ্য করে যে কথাগুলো বলা হলো সে-কথাগুলো তার উদ্বেগ-উদ্বিগ্নতা মোটেও কমাতে পারলো না। *প্যারাডাইস ২৫? আমার জন্য দরজাটা খোলা আছে?* কথাটা বিবেচনা করে দেখলো সে। *কোন্ দরজাটার কথা সে বোঝাতে চেয়েছে?!* এসব কথার একটাই মানে হতে পারে, ইগনাজিও মুখোশটি নিরাপদে কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন।

ইউজেনিয়ার কণ্ঠটা আবারো লাইনে শোনা গেলো। "প্রফেসর, আপনি কি বুঝতে পেরেছেন?"

"কিছুটা।"

"আমি কি আপনার জন্য কিছু করতে পারি?"

কথাটা একটু বিবেচনা করে দেখলো ল্যাংডন। "এই মেসেজটা যেনো অন্য কেউ শুনতে না পায় সে ব্যবস্থা করবেন।"

"পুলিশের কাছেও না? একজন ডিটেক্টিভ আমার স্টেটমেন্ট নিতে আসবে একটু পর।"

আড়ষ্ট হয়ে গেলো ল্যাংডন। পিস্তল তাক্ করে রাখা গার্ডের দিকে তাকালো সে, তারপর দ্রুত ফিসফিসিয়ে বললো, "ইউজেনিয়া...কথাটা হয়তো অদ্ভুত শোনাবে, কিন্তু ইগনাজিও দোহাই লাগে, এই মেসেজটা এক্ষুণি ডিলিট করে ফেলুন। আর পুলিশকে বলবেন না আপনি আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। বুঝতে পেরেছেন? পরিস্থিতি খুবই জটিল আর-"

ল্যাংডন টের পেলো তার পিঠে অস্ত্রের ব্যারেলটি দিয়ে গুঁতো মারা হয়েছে। ঘুরে তাকিয়ে দেখলো অস্ত্রধারী গার্ড মার্তার ফোনটা ফেরত চাইছে।

দীর্ঘ নীরবতার পর ইউজেনিয়া বললো, "মিঃ ল্যাংডন, আমার বস আপনাকে বিশ্বাস করতেন...তাই আমিও আপনাকে বিশ্বাস করলাম।"

লাইনটা কেটে গেলো।

গার্ডের হাতে ফোনটা দিয়ে দিলো ল্যাংডন। "ইগনাজিও বুসোনি মারা গেছেন," সিয়েনাকে বললো সে। "গতরাতে জাদুঘর থেকে বের হবার পর হার্ট অ্যাটাকে তিনি মারা যান।" একটু থেমে আবার বললো, "মুখোশটি নিরাপদে আছে। মৃত্যুর আগে ইগনাজিও ওটা লুকিয়ে রেখে যেতে পেরেছেন। আমার মনে হয় তিনি আমাকে একটা ক্লু দিয়েছেন ওটা খুঁজে বের করার জন্য।"

প্যারাডাইস ২৫।

সিয়েনার চোখে আশার ঝলক দেখা গেলেও মার্তার দিকে তাকাতেই দেখা গেলো তার চোখেমুখে সন্দেহ আর অবিশ্বাস।

"মার্তা," ল্যাংডন বললো। "আমি দান্তের মুখোশটা আবার ফেরত দিতে পারবো, কিন্তু তার জন্য আমাকে যেতে দিতে হবে। এক্ষুণি।"

অট্টহাসি দিয়ে উঠলো মার্তা। "আমি এমন কাজ করবো না! আপনি নিজে ঐ মুখোশটি চুরি করেছেন! পুলিশ আসছে-"

"সিনোরা আলভারেজ," সিয়েনা তাদের কথার মাঝখানে ঢুকে পড়লো। *"মি দিসপিয়াসি, মা নন লে আব্বিয়ামো দেত্তো লা ভারিতা।"*

ল্যাংডন বিষম খেলো। *সিয়েনা করছেটা কি?!* তার বলা কথাগুলো পুরোপুরি বুঝতে পেরেছে সে। *মিসেস আলভারেজ, আমি দুঃখিত, আমরা আপনার কাছে সত্যি কথা বলি নি।*

সিয়েনার কথা শুনে মার্তাও চমকে উঠলো। তার এই চমকে যাবার কারণ হলো হঠাৎ করেই সিয়েনা চোস্ত ইতালিতে কথা বলে যাচ্ছে।

"ইনানজিতুত্তো, নন সোনো লা সোরেল্লা দি রবার্ট ল্যাংডন," ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বললো সিয়েনা। *প্রথম কথা হলো, আমি রবার্ট ল্যাংডনের বোন নই।*

অধ্যায় ৪৪

মার্তা আলভারেজ বুকের কাছে দু'হাত ভাঁজ করে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সোনালি চুলের তরুণীকে ভালো করে দেখলো।

"মি দিসপিয়াসি," সিয়েনা বলে যেতে লাগলো, এখনও চমৎকারভাবে ইতালিয়ান ভাষায় কথা বলছে সে। *"লে আব্বিয়ানো মেননিতো সু মলতে কোসে।" অনেক বিষয়ে আমরা আপনার কাছে মিথ্যে বলেছি।*

মার্তার মতো গার্ডকেও হতবিহ্বল দেখাচ্ছে, যদিও পিস্তলটা এখনও তাক্ করে রেখেছে সে।

ইতালিয়ান ভাষায়ই অনর্গল কথা বলে মার্তাকে সব খুলে বললো সিয়েনা। সে আসলে ফ্লোরেন্সের হাসপাতালে কাজ করে, যেখানে গতরাতে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ল্যাংডন এসেছিলো। প্রাণে বেঁচে গেলেও এরপর থেকে ল্যাংডনের স্মৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিশেষ করে গুলিবিদ্ধ হবার আগে কি ঘটেছিলো সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। সেজন্যেই ভিডিওটা দেখে সে যারপরনাই বিস্মিত হয়েছে।

"তুমি তোমার মাথার আঘাতটা দেখাও," ল্যাংডনকে বললো সিয়েনা।

ল্যাংডনের চুলের ফাঁকে যখন সেলাইগুলো দেখতে পেলো মার্তা তখন মুখে হাতচাপা দিয়ে জানালার ধারিতে বসে পড়লো সে।

গত দশ মিনিটের মধ্যে মার্তা শুধু মৃত্যু-মুখোশটি চুরির ঘটনাই জানতে পারে নি, সেইসাথে জানতে পেরেছে এই চুরিটা করেছে এমন দু'জন চোর যাদের একজন সম্মানিত আমেরিকান প্রফেসর আর অন্যজন তার স্বদেশীয় এবং বিশ্বস্ত সহকর্মী, যে কিনা এখন মৃত...তাছাড়া ল্যাংডন তার সাথে যে তরুণীটিকে নিজের বোন বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো সে এখন বলছে, এসব একদমই মিথ্যে। মেয়েটা নাকি একজন ডাক্তার, তার হাসপাতালেই ল্যাংডন গুলিবিদ্ধ হয়ে এসেছিলো...সে আবার অনর্গল ইতালিয়ান ভাষায় কথা বলতে পারে।

"মার্তা," গম্ভীর কণ্ঠে বললো ল্যাংডন। "আমি জানি কথাটা বিশ্বাস করা সহজ নয়, কিন্তু সত্যি বলছি, গতকাল রাতের ঘটনা আমার একদম মনে নেই। আমি এও না জানি কী জন্যে ইগনাজিও এবং আমি ঐ মুখোশটি চুরি করেছিলাম।"

চোখ দেখে মার্তা বুঝতে পারলো প্রফেসর সত্যি কথা বলছে।

"আমি মুখোশটি ফেরত দেবো আপনার কাছে," বললো সে। "আমি কথা দিচ্ছি। কিন্তু আপনি আমাকে এখান থেকে যেতে না দিলে সেটা করতে পারবো না। পরিস্থিতি খুবই জটিল। আমাদেরকে যেতে দিতেই হবে, আর সেটা এক্ষুণি।"

অমূল্য মুখোশটি ফেরত পাবার জন্য মরিয়া হলেও ল্যাংডনকে এখান থেকে যেতে দেবার কোনো ইচ্ছে নেই মার্তার। *পুলিশ কোথায়?!* জানালা দিয়ে নীচে পার্ক করা পুলিশের গাড়িটা দেখলো সে। অদ্ভুত ব্যাপার, সেই অফিসার এখনও জাদুঘরে আসছে না কেন! দূর থেকে অদ্ভুত একটি গুঞ্জনও মার্তার কানে যাচ্ছে। ক্রমশ বাড়ছে সেই গুঞ্জনটা।

এটা আবার কি?

ল্যাংডন এখন আকুতি ভরা কণ্ঠে বললো, "মার্তা, আপনি ইগনাজিওকে চেনেন। ভালো কোনো কারণ না থাকলে তিনি ঐ মুখোশটি চুরি করতেন না। ঘটনা আসলে অনেক বিরাট। মুখোশটির মালিক বারট্রান্ড জোবরিস্ট একজন বিভ্রান্ত ব্যক্তি। আমাদের মনে হচ্ছে ভদ্রলোক সাংঘাতিক কোনো ঘটনার সাথে জড়িত। সবকিছু ব্যাখ্যা করার মতো সময় আমার হাতে নেই। কিন্তু আমি হাতজোড় করে বলছি, আমাদেরকে বিশ্বাস করুন।"

মার্তা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না।

"মিসেস আলভারেজ," মার্তার চোখে চোখ রেখে বললো সিয়েনা। "আপনি যদি আপনার ভবিষ্যৎ আর পেটের বাচ্চাটার মঙ্গল চান তাহলে আমাদেরকে এক্ষুণি এখান থেকে যেতে দেবেন।"

পেটের উপর হাত রাখলো মার্তা, যেনো অনাগত সন্তানকে রক্ষা করতে চাচ্ছে, তার এই সন্তানের ব্যাপারে এভাবে হুমকি দেয়ায় সে খুশি হতে পারলো না।

বাইরে থেকে তীক্ষ্ণ গুঞ্জনটা এখন আরো বেড়ে গেলো, জানালা দিয়ে মার্তা বাইরে তাকালেও আওয়াজটার উৎস খুঁজে পেলো না তবে অন্য কিছু দেখতে পেলো সে।

গার্ডও দেখতে পেলো, দেখতে পেয়ে তার চোখ দুটো গোল গোল হয়ে গেলো।

নীচের পিয়াজ্জা দেল্লা সিনোরিয়া'তে লোকজনের ভীড়টা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেলো সারি সারি পুলিশের গাড়ি ছুটে আসছে বলে। অবাক করার ব্যাপার হলো কোনো সাইরেন বাজানো হচ্ছে না তবে গাড়িগুলোর সামনে আছে দুটো কালো রঙের ভ্যান। সেই ভ্যান দুটো এসে থামলো প্রাসাদের দরজার সামনে। সঙ্গে সঙ্গে ওটার ভেতর থেকে কালো ইউনিফর্ম পরা কিছু সৈনিক লাফিয়ে নেমে

পড়লো, তাদের সবার হাতে অস্ত্র, দেরি না করে এ সঙ্গে সবাই ঢুকে পড়ছে প্রাসাদের ভেতরে।

তীব্র ভয় জেঁকে বসলো মার্তার মধ্যে। *এরা আবার কারা?!*

সিকিউরিটি গার্ডকেও ভড়কে যেতে দেখা গেলো।

তীক্ষ্ণ গুঞ্জনটা আচমকা বেড়ে গেলো এবার। একেবারে কানে এসে লাগলো। জানালার ঠিক বাইরে ছোট্ট একটা হেলিকপ্টার দেখে সঙ্গে সঙ্গে সরে গেলো সে।

মেশিনটা বড়জোর দশ গজ দূরে বাতাসে ভেসে আছে, ঠিক যেনো চেয়ে আছে ঘরের ভেতরে থাকা লোকগুলোর দিকে। জিনিসটা খুব বেশি হলে এক গজের মতো লম্বা হবে, সামনের দিকে সিলিন্ডার আকৃতির একটি নলের মতো আছে। সেটা তাদের দিকে তাক করা।

"গুলি করবে!" চিৎকার করে বললো সিয়েনা। "*স্তা পার স্পারারে!* সবাই মেঝেতে শুয়ে পড়ো! *তুত্তি এ তেরা!*" জানালার ঠিক নীচে হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়লো সে। মার্তা প্রচণ্ড ভয় পেলেও মেঝেতে উপুড় হয়ে বসে পড়লো সিয়েনার দেখাদেখি। গার্ডও একই কাজ করলো, স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়ায় নিজের অস্ত্রটা তাক করলো হেলিকপ্টারের দিকে।

মার্তা জানালার নীচে উপুড় হয়ে বসে থেকেই দেখতে পেলো ল্যাংডন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখনও। অবাক হয়ে চেয়ে আছে সিয়েনার দিকে। সে আসলে বিশ্বাস করছে না ওরকম একটা মেশিন থেকে কোনো বিপদ আসতে পারে।

সিয়েনা কয়েক মুহূর্তের জন্য মাটিতে বসে পড়লেও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ল্যাংডনের হাত ধরে হলওয়ের দিকে টেনে নিয়ে গেলো। পরমুহূর্তেই ভবনের প্রধান প্রবেশদ্বারের দিকে ছুটতে শুরু করলো তারা দু'জন।

গার্ড হাঁটু গেঁড়ে বসে থেকেই অস্ত্রটা তাক করলো তাদের দিকে। পলায়নরত দু'জনকে গুলি করতে উদ্যত হলো সে।

"*নন স্পারি!*" মার্তা তাকে আদেশ করলো। "*নন পস্সোনো স্কাপ্পারে!*" গুলি কোরো না! *তারা পালাতে পারবে না!*

ল্যাংডন আর সিয়েনা দৃষ্টিসীমা থেকে উধাও হয়ে গেলেও মার্তা জানে তারা উপরে উঠতে থাকা পুলিশ আর সেনাদের মুখোমুখি পড়ে যাবে।

"জোরে!" তাড়া দিলো সিয়েনা। ল্যাংডনের সাথে দৌড়াচ্ছে সে। যে পথ

দিয়ে এখানে এসেছিলো ঠিক সে-পথ দিয়েই ছুটে যাচ্ছে আবার। মেয়েটা আশা করেছিলো পুলিশ আসার আগেই তারা প্রধান প্রবেশদ্বারের কাছে পৌছে যেতে পারবে, কিন্তু এখন বুঝতে পারছে সেই সম্ভাবনা প্রায় শূন্যের কোঠায়।

ল্যাংডনের মনেও একই আশংকা। হুট করেই হলওয়ের ইন্টারসেকশনের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো সে। "এ পথ দিয়ে আমরা পালাতে পারবো না।"

"আসো তো!" সিয়েনা তাকে তাগাদা দিলো তার সাথে আসার জন্য। "আমরা এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না, রবার্ট!"

মনে হলো ল্যাংডন কিছুটা বিপর্যস্ত, বাম দিকে তাকালো সে। ওখানে একটা নাতিদীর্ঘ করিডোর আছে, ছোট্ট আর মৃদু আলো জ্বলতে থাকা একটি কক্ষে গিয়ে শেষ হয়েছে। ঘরের দেয়াল জুড়ে আছে বহু পুরনো মানচিত্র, মাঝখানে লোহার তৈরি বিশাল আকারের একটি গ্লোব। ধাতব গোলকটির দিকে তাকিয়ে আলতো করে মাথা দোলালো ল্যাংডন তারপর বেশ জোরে জোরে।

"এদিক দিয়ে," বললো ল্যাংডন, গ্লোবের দিকে ছুটে গেলো সে।

রবার্ট! নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে এগিয়ে গেলো সিয়েনা। করিডোরটি জাদুঘরের আরো ভেতরে ঢুকে গেছে, বের হবার পথ থেকে অনেকটা দূরে।

"রবার্ট?" পেছন পেছন দৌড়ে এসে বললো। "তুমি কোথায় যাচ্ছো?!"

"আর্মেনিয়া দিয়ে যেতে হবে," জবাবে বললো সে।

"কি?!"

"আর্মেনিয়া," আবারো বললো ল্যাংডন, তার দৃষ্টি একেবারে সামনের দিকে নিবদ্ধ। "আমার উপর ভরসা রাখো।"

একতলা নীচে হল অব ফাইভ হান্ড্রেডের বেলকনিতে থাকা ভীতসন্ত্রস্ত পর্যটকদের ভীড়ে নিজেকে লুকিয়ে রাখলো ভায়েন্থা, কারণ ব্রুডার আর এসআরএস টিম তাদের অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে জাদুঘরের দিকে। নীচ তলায় দরজাটা বন্ধ করার প্রচণ্ড শব্দ শোনা গেলো। পুরো জায়গাটা সিল করে দিয়েছে পুলিশ।

ল্যাংডন যদি এখানে থেকে থাকে তাহলে সে ফাঁদে পড়ে গেছে।

দুঃখের বিষয়, ঠিক একই কথা ভায়েন্থার বেলায়ও প্রযোজ্য।

অধ্যায় ৪৫

ওক কাঠের দেয়াল আর কাঠে মোড়ানো ছাদের কারণে হল অব জিওগ্রাফিক্যাল ম্যাপস'কে দেখে মনে হয় পাথর আর প্লাস্টারের ইন্টেরিওরের অনিন্দ্য সুন্দর আর পালাজ্জো ভেচ্চিও থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি জগত।

এটা আসলে এই ভবনের জামা-কাপড় রাখার ঘর ছিলো, বিশাল ঘরটিতে রয়েছে কয়েক ডজন ক্লোসেট আর কেবিনেট। একসময় এগুলো ছিলো গ্র্যান্ড ডিউকের নিজস্ব ব্যবহার্য আসবাব। বর্তমান সময়ে এর দেয়াল জুড়ে আছে অনেকগুলো মানচিত্র–চামড়ার উপরে হাতে-আঁকা তিপান্নটি ম্যাপ–আর এসবই ১৫৫০ সালে এ পৃথিবীর ভৌগলিক রূপটি যেরকম ভাবা হতো তার নিদর্শন।

এই হলের অসাধারণ কার্টোগ্রাফি সংগ্রহের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য বস্তুটা হলো ঘরের মাঝখানে রাখা বিশাল আকারের গ্লোবটি। *মাপ্পা মুন্ডি* নামে পরিচিত ছয় ফিট উচ্চতার এই গোলকটি সেই আমলে এ বিশ্বের সবচাইতে বড় ঘুর্ণায়মান গ্লোব ছিলো। বলা হয়ে থাকে, সামান্য আঙুলের স্পর্শেই নাকি এটা বিরামহীনভাবে ঘুরতে পারতো। বর্তমান সময়ে গ্লোবটি এই ভবনে আসা দর্শনার্থীদের জন্য শেষ দর্শনীয় বস্তু হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে, কারণ এরপর আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। সুতরাং পর্যটকের দল গ্লোবটি এক চক্কর দিয়ে যেখান থেকে এসেছিলো সেখানেই আবার ফিরে যায়।

দম ফুরিয়ে হল অব ম্যাপ্‌সে এসে পৌঁছালো ল্যাংডন আর সিয়েনা। তাদের সামনে রাজকীয়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে *মাপ্পা মুন্ডি*। কিন্তু ল্যাংডন ওটার দিকে তাকিয়েও দেখলো না। বরং তার চোখ ঘুরে বেড়ালো দেয়ালগুলোর দিকে।

"আমাদেরকে আর্মেনিয়া খুঁজে বের করতে হবে!" বললো ল্যাংডন। "মানে আর্মেনিয়ার মানচিত্রটা!"

তার এরকম কথা শুনে সিয়েনা যারপরনাই অবাক হলেও কোনো প্রশ্ন না করে গ্লোবের কাছে ছুটে গিয়ে ডান দিক থেকে মানচিত্রটা খুঁজতে শুরু করলো।

ল্যাংডন খুঁজতে লাগলো বামদিক থেকে।

আরব, স্পেন, গ্রিস...

আজ থেকে পাঁচশত বছর আগে যখন পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশের মানচিত্র ছিলো না, এবং অনেক জায়গা আবিষ্কৃতই হয় নি সেটা বিবেচনায় নিলে এখানে প্রতিটি দেশের যে মানচিত্র রয়েছে সেগুলো যেমন চমৎকার তেমনি বিস্তারিত।

আর্মেনিয়া কোথায়?

অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ল্যাংডন কয়েক বছর আগে এখানকার 'সিক্রেট প্যাসেজ টুর'-এর কথা স্মরণ করতে পারলেও সেটা পরিস্কার নয়, একদম ঝাপসা আর কুয়াশাচ্ছন্ন বলে মনে হচ্ছে। ঐ টুরের লাঞ্চের পর দুই গ্লাস নেব্বিওলো পান করেছিলো সে সম্পর্কে তেমন কিছুই মনে নেই। উপযুক্তভাবেই নেব্বিওলো শব্দের মানে হলো 'হালকা কুয়াশা।' তারপরও ল্যাংডনের স্পষ্ট মনে আছে এই গ্লোবের আর্মেনিয়ার ম্যাপটির অনন্যসাধারণ গুণ রয়েছে।

আমি জানি এটা এখানেই আছে, ভাবলো ল্যাংডন। অসংখ্য মানচিত্রে চোখ বুলাতে লাগলো সে।

"আর্মেনিয়া!" বেশ জোরেই বললো সিয়েনা। "এই তো, এখানে!"

ল্যাংডন সিয়েনার পাশে চলে এলো, এটা ঘরের ডান দিকের কর্নার। মেয়েটা তাকে দেখিয়ে দিলো আর্মেনিয়ার মানচিত্র কোথায়। তার চোখেমুখে এমন একটা অভিব্যক্তি যেনো বলতে চাইছে : "আর্মেনিয়া তো পেলাম–এখন কি?"

ল্যাংডন জানে ব্যাখ্যা করার মতো সময় তাদের হাতে নেই। কোনো কথা না বলে ম্যাপটার বিশাল কাঠের ফ্রেম ধরে নিজের দিকে মুখ করালো। পুরো ম্যাপটা ঘুরে যেতেই কাঠের দেয়ালের একটি অংশ সরে গিয়ে বেরিয়ে এলো একটি গুপ্ত পথ।

"দারুণ," মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো সিয়েনা। "তাহলে এটাই সেই আমের্নিয়া।"

আর কোনো কথা না বলে গুপ্তপথে ঢুকে পড়লো মেয়েটি, তার পেছন পেছন ল্যাংডন। ভেতরে ঢুকেই দেয়ালটা আবার বন্ধ করে দিলো সে।

সিক্রেট প্যাসেজ টুরটির স্মৃতি ঝাপসা থাকলেও গুপ্তপথটির কথা ল্যাংডনের স্পষ্ট মনে আছে। সিয়েনা আর সে ভেতরে ঢুকতেই যেনো মনে হলো লুকিংগ্লাসের ভেতর দিয়ে তারা দু'জন চলে যাচ্ছে পালাজ্জো ইনভিসিবিলি'তে–পালাজ্জো ভেচ্চিওর অভ্যন্তরে একটি গোপন জগত–যেখানে ঢুকতে পারতো কেবল তৎকালীন ডিউক আর তার ঘনিষ্ঠজনেরা।

দরজার ভেতরে ঢুকে চারপাশটা দেখে নিলো ল্যাংডন–ফ্যাকাশে পাথরের হলওয়ে, উপর দিকের সারি সারি জানালা দিয়ে আসা আলোই একমাত্র আলোর উৎস। হলওয়েটি দরজা থেকে পঞ্চাশ গজের মতো লম্বা।

এবার বাম দিকে তাকালো। ওখানে সরু একটি সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। মুখটা আটকে রাখা আছে শেকল দিয়ে। সিঁড়ির উপরে সতর্কীকরণ সাইন : USCITA VIETATA।

সিঁড়ির দিকেই এগিয়ে গেলো ল্যাংডন।

"না!" আৎকে উঠলো সিয়েনা। "এখানে বলা আছে 'নো এক্সিট।' "

"ধন্যবাদ," বাঁকা হাসি দিয়ে বললো ল্যাংডন। "আমি ইতালিয়ান ভাষা পড়তে জানি।"

শেকলটা হুক থেকে খুলে কাঠের দরজার হাতলের সাথে আটকে রাখলো যাতে বাইরে থেকে দরজাটা আর খোলা না যায়।

"ওহ্," মুচকি হেসে বলে উঠলো সিয়েনা। "আইডিয়াটা খারাপ না।"

"এরফলে দরজাটা খুলতে ওদের একটু সময় লাগবে," বললো ল্যাংডন। "তবে আমাদের অতোটা সময় লাগবে না। আমার সাথে আসো।"

আর্মেনিয়ার ম্যাপটি অবশেষে দরজা খুলে দিলে এজেন্ট ব্রুডার আর তার লোকজন সঙ্কীর্ণ করিডোর দিয়ে দ্রুত ঢুকে পড়লো। শেষ মাথায় কাঠের দরজাটা খুলতেই ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগলো ব্রুডারের চোখেমুখে, সূর্যের আলোয় দু'চোখ ঝলসে যাবার উপক্রম হলো তার।

সে পৌছে গেছে একটি খোলা ওয়াকওয়ে'তে, পালাজ্জোর ছাদের কোণ ঘেষে চলে গেছে। ওয়াকওয়েটার দিকে তাকালো সে, আরেকটি দরজার কাছে গিয়ে থেমেছে ওটা। প্রায় পঞ্চাশ গজ লম্বা হবে, এরপর আবার ভবনে ঢুকে পড়েছে।

ওয়াকওয়ের বাম দিকে তাকালো ব্রুডার, হল অব ফাইভ হান্ড্রেডের গম্বুজ আকৃতির ছাদটি পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। *ওটা ডিঙানো অসম্ভব।* এবার ডান দিকে তাকালো। ওখানকার ওয়াকওয়েটার দু'পাশে খাড়া দেয়াল চলে গেছে একেবারে নীচের দিকে। *অবধারিত মৃত্যু।*

সামনের দিকে তাকালো আবার। "এদিকে!"

ব্রুডার আর তার লোকজন সামনের দিকে দ্বিতীয় দরজাটার কাছে এগিয়ে গেলো, তাদের মাথার উপর সার্ভিলেন্স ড্রোন শকুনের মতো চক্কর খাচ্ছে।

দরজা দিয়ে হুরমুর করে ঢুকতেই ব্রুডার আর তার লোকজন থমকে দাঁড়ালো। একে অন্যের সাথে আরেকটুর জন্যে ধাক্কা লেগে যেতো।

তারা দাঁড়িয়ে আছে পাথরের তৈরি ছোট্ট একটি কক্ষে, প্রবেশ করার দরজাটি ছাড়া বের হবার আর কোনো দরজা বা পথ সেখানে নেই। ভেতরে দেয়ালের কাছে একটি কাঠের ডেস্ক আছে। তার উপরে দেয়ালজুড়ে রয়েছে একটি বিকৃত অবয়বের ফ্রেস্কো, যেনো তাদের দিকে চেয়ে তামাশা করছে সেটা।

এটা কানাগলি।

দেয়ালে থাকা একটি প্ল্যাকার্ডে তথ্য নির্দেশিকা দেয়া আছে, সেটার দিকে ছুটে গেলো তার এক লোক। "দাঁড়ান," বললো সে। "এটাতে বলছে এখানে একটি *ফিনেস্ত্রা* আছে–গোপন জানালা আর কি।"

ঘরের ভেতরটা ভালো করে দেখলো ক্রুডার কিন্তু গোপন জানালার কোনো আলামত চোখে পড়লো না। সে নিজে প্ল্যাকার্ডটা পড়ে দেখলো।

এ জায়গাটি এক সময় ডাচেস অব বিয়ানকা কাপ্পেল্লোর স্টাডি ছিলো, এখানে একটি গোপন জানালাও রয়েছে–*উনা ফিনেস্ত্রা সেগরাতা*–যা দিয়ে হল অব ফাইভ হান্ড্রেডে স্বামীর বক্তৃতা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতো বিয়ানকা।

ঘরটা আবারো ভালো করে দেখলো ক্রুডার। এবার তার চোখে পড়লো একটি ফুটো। দেয়ালে চমৎকারভাবে লুকিয়ে রাখা আছে সেটি। *তারা কি এখান দিয়ে পালিয়েছে?*

ফুটোটা দিয়ে চোখ রাখলো ক্রুডার, এটা দিয়ে কোনো মানুষের পক্ষে পালানো সম্ভব নয়, আর রবার্ট ল্যাংডনের পক্ষে তো নয়-ই। ফুটোর ওপাশে অনেক নীচে, কম করে হলেও কয়েক তলা হবে, হল অব ফাইভ হান্ড্রেডের মেঝেটা দেখতে পেলো সে। *তাহলে ওরা গেছেটা কোথায়?!*

ফুটো থেকে চোখ সরিয়ে নিতেই ক্রুডারের মনে হলো সারাদিনের হতাশা জমতে জমতে এখন পাহাড়সম উঁচু হয়ে গেছে। জীবনে যেটা করে নি সেটাই করলো ক্রুডার, রেগেমেগে চিৎকার করে মাথা ঝাঁকালো উদভ্রান্তের মতো।

ছোট্ট কক্ষটিতে গর্জনের মতোই শোনালো সেটা।

নীচের হল অব ফাইভ হান্ড্রেডে ঘুরে বেড়ানো পর্যটকের দল আর পুলিশ চমকে উঠে তাকালো বহু উপরে থাকা ফুটোটার দিকে। এমন শব্দ শুনে তারা হয়তো মনে করলো ডাচেসের গোপন স্টাডিতে খাঁচায় বন্দী জন্তু-জানোয়ার রাখা হচ্ছে আজকাল।

সিয়েনা ব্রুকস আর রবার্ট ল্যাংডন ঘুটঘুটে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে।

কয়েক মিনিট আগে ল্যাংডনের চালাকিটা দেখেছে সিয়েনা। যেখানে লেখা ছিলো নো এক্সিট সেখান দিয়েই তারা চলে এসেছে এখানে।

"রবার্ট!" কিছু বুঝতে না পেরে চাপাস্বরে বললো সে। "সাইন বলছে 'নো এক্সিট'! তাছাড়া আমরা তো নীচে যাবো!"

"তাই তো যাচ্ছি," পেছন ফিরে বললো ল্যাংডন। "তবে কখনও কখনও নীচে যাবার জন্য তোমাকে উপরেও উঠতে হয়।" চোখ টিপে দিলো সে। "শয়তানের নাভির কথা মনে আছে?"

এসব কী বলছে সে? পেছন পেছন যেতে লাগলো সিয়েনা।

"তুমি কি *ইনফার্নো* পড়েছো?" জিজ্ঞেস করলো ল্যাংডন।

হ্যা...সেটা সাত বছর বয়সে। মুহূর্তেই তার মনে পড়ে গেলো। "ওহ্, শয়তানের নাভি!" বললো সে। "মনে পড়েছে এখন।"

সিয়েনা বুঝতে পারলো ল্যাংডন আসলে দান্তের *ইনফার্নো*র শেষ অংশটুকুর কথা বলছে। এইসব ক্যান্টোতে নরক থেকে দান্তের পলায়ন আর বিশালাকৃতির লোমশ শয়তানের পেট বেয়ে নাভিতে পৌছানোর কথা বর্ণনা করা আছে–নাকি পৃথিবীর কেন্দ্রে। এমন সময় পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তি দিক পরিবর্তন করে ফেলে, আর দান্তে নীচের দিকে নামার বদলে হঠাৎ করেই উপরে উঠতে শুরু করেন।

ইনফার্নো খুব একটা মনে নেই সিয়েনার, শুধু মনে আছে পৃথিবীর অভিকর্ষ নিয়ে দান্তের বর্ণনা তাকে হতাশ করেছিলো। দান্তে যতো জিনিয়াসই হয়ে থাকুন কেন পদার্থ বিজ্ঞানের ভেক্টর শক্তিগুলো পুরোপুরি বুঝতেন না।

সিঁড়ির উপরে উঠে গেলো তারা। ওখানে যে একমাত্র দরজাটা আছে খুললো ল্যাংডন। সেটাতে লেখা আছে : সালা দেই মোদেল্লি দি আর্কিতেত্তুরা।

সিয়েনা ঢোকার পর দরজাটা বন্ধ করে দিলো ল্যাংডন।

ঘরটা বেশ ছোটো আরা সাদামাটা। কয়েকটি কাঠের কেস রাখা সেখানে, ওগুলোর ভেতরে রাখা আছে কিছু কাঠের মেডেল। পালাজ্জোর নক্সা করার জন্য ভাসারি যেসব মডেল করেছিলেন সেগুলোই এখানে প্রদর্শন করা হয়েছে। মডেলগুলোর দিকে খুব একটা তাকালো না সিয়েনা। তার দৃষ্টি ঘুরপাক খেতে লাগলো ঘরের চারপাশে। যেমনটি সাইনে লেখা ছিলো : কোনো দরজা নেই, জানালাও নেই...*নো এক্সিট*।

"১৩০০ সালের মাঝামাঝি সময়ে," ল্যাংডন আস্তে করে বললো, "এথেন্সের ডিউক শত্রুর আক্রমণের ভয়ে পালাবার জন্য গোপন পথ তৈরি করেন প্রাসাদে। এটাকে বলা হয় এথেন্সের ডিউকের সিঁড়ি। এটা নেমে গেছে নীচের একটা সরু গলিতে, ছোট্ট একটা হ্যাচের মধ্যে। আমরা যদি ওখানে চলে যেতে পারি তাহলে কেউ আমাদেকে বের হতে দেখবে না।" মডেলগুলোর মধ্যে একটার দিকে ইঙ্গিত করলো সে। "দ্যাখো, এটার পাশে খেয়াল করো?"

ও আমাকে উপরে নিয়ে এসে মডেল দেখাচ্ছে!

ক্ষুদাকৃতির মডেলে সিয়েনা দেখতে পেলো প্রাসাদের উপর থেকে একটা সিঁড়ি নেমে গেছে নীচের রাস্তায়, চমৎকারভাবেই সেটা ভবনের দেয়ালের আড়ালে লুকানো।

"আমি সিঁড়িটা দেখতে পাচ্ছি, রবার্ট," বললো সিয়েনা। "কিন্তু ওটা তো

এই ভবনের একেবারে উল্টো দিকে অবস্থিত। আমরা কখনও ওখানে যেতে পারবো না!"

"একটু বিশ্বাস রাখো," বাঁকা হাসি দিয়ে বললো সে।

নীচতলা থেকে প্রচন্ড একটা শব্দ হলো এ সময়। এর একটাই অর্থ, আর্মেনিয়ার ম্যাপটি আবারো ব্যবহার করা হয়েছে। দাঁড়িয়ে থেকে কান পাতলো তারা। পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলো। সেনারা উঠে আসছে।

নীচ থেকে পায়ের আওয়াজগুলো মিঁইয়ে যেতেই ল্যাংডন বেশ আত্মবিশ্বাসের সাথে এক্সিবিট রুমের বিভিন্ন ডিসপ্লে অতিক্রম করে অন্যপ্রান্তের দেয়ালে বিশাল একটি কাপবোর্ড সদৃশ্য জিনিসের সামনে চলে এলো। কাপবোর্ডটি এক বর্গগজের মতো আয়তনের, মেঝে থেকে তিন ফুট উপরে অবস্থিত। কোনো রকম দ্বিধা না করেই ল্যাংডন হাতলটা ধরে টান মেরে দরজা খুলে ফেললো।

বিস্ময়ে এক পা পিছিয়ে গেলো সিয়েনা।

জায়গাটা দেখে মনে হলো গুহার মতোই কিছু একটা...যেনো কাপবোর্ডের দরজাটা অন্য এক জগতের দুয়ার খুলে দিয়েছে তাদের সামনে। ওপাশে শুধুই অন্ধকার।

"আমার সাথে সাথে আসো," বললো ল্যাংডন।

দরজার কাছেই দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা আছে একটি ফ্ল্যাশলাইট, সেটা হাতে নিয়ে বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতায় প্রফেসর ঢুকে পড়লো সেই অন্ধকার গর্তে!

অধ্যায় ৪৬

লা সোফিত্তা, ভাবলো ল্যাংডন। *এ বিশ্বের সবচাইতে নাটকীয় চিলেকোঠা।*

অন্ধকার জায়গাটার ভেতরে বাতাস গুমোট আর অতি প্রাচীন, যেনো শত শত বছরের প্লাস্টারগুলো আর দেয়ালে আটকে না থেকে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। ফাঁকা জায়গাটায় খ্যাচ খ্যাচ করে শব্দ হচ্ছে, ল্যাংডনের মনে হলো বিশাল কোনো জন্তুর পেট বেয়ে উঠে যাচ্ছে সে।

সমতল জায়গায় চলে আসামাত্র হাতের ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বালালো ল্যাংডন। অন্ধকার বিদীর্ণ করলো সেটার আলোক রশ্মি।

তার চোখের সামনে যেনো অন্তহীন এক টানেল চলে গেছে। জায়গায় জায়গায় মাকড়ের জাল রয়েছে, আরো আছে হল অব ফাইভ হান্ড্রেডের বিম, কর্ড আর অন্যান্য স্থাপনার কঙ্কালসদৃশ্য কাঠামোর উন্মুক্ত রূপ।

কয়েক বছর আগে ল্যাংডন নেব্বিওলো খেয়ে সিক্রেট প্যাসেজ টুরে এখানে এসেছিলো। তখন দেখেছিলো, আর্কিটেকচারাল মডেল রুমে দেয়াল কেটে কাপবোর্ডসদৃশ্য যে জানালা রয়েছে সেটা দিয়ে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলে দর্শনার্থীরা এই ভবনের কাঠামোটির সুনিপুণ কাজ দেখতে পায়।

সিয়েনার পক্ষে এরকম জায়গা দিয়ে চলাচল করাটা কষ্টকর বলে ল্যাংডন তার ফ্ল্যাশলাইটটি সামনে পেছনে ফেলতে লাগলো পথটা পরিস্কারভাবে দেখানোর জন্য।

এ প্রান্তে টানেলটির নীচে কোনো মেঝে নেই, অসংখ্য আনুভূমিক সাপোর্টিং বিমগুলোর উপর দিয়ে চলে যেতে হচ্ছে ওদের, এটা অনেকটা রেললাইনের উপর দিয়ে যাবার মতো।

সামনের একটি লম্বা শ্যাফটের দিকে ইঙ্গিত করে চাপাকণ্ঠে বললো ল্যাংডন, "এ জায়গাটা হল অব ফাইভ হান্ড্রেডের ঠিক উপরে। আমরা যদি ঐ প্রান্তে চলে যেতে পারি তাহলে এথেন্সের ডিউকের সিঁড়িতে কিভাবে যেতে হয় সেটা আমি জানি।"

তাদের সামনে অসংখ্য বিম আর সাপোর্টের যে গোলকধাঁধাটি আছে তার দিকে সন্দের দৃষ্টিতে তাকালো সিয়েনা। তার কাছে মনে হলো এই মাচাঙের মতো জায়গা দিয়ে সামনের দিকে এগোতে হলে বাচ্চারা যেভাবে রেললাইনের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এগোয় সেভাবে যেতে হবে। বিম আর সাপোর্টগুলো বেশ বড়, খুব সহজেই ওগুলোর উপর দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করে চলাচল করা সম্ভব কিন্তু সমস্যা একটাই, বিম আর সাপোর্টগুলো এতো দূরে দূরে অবস্থিত যে

লাফ দিয়ে নিরাপদে পার হওয়া কঠিন।

"মনে হয় না এক বিম থেকে আরেক বিমে লাফ দিয়ে এগোতে পারবো," নীচুস্বরে বললো সিয়েনা।

ল্যাংডন নিজেও এ নিয়ে সন্দিহান। এখান থেকে নীচে পড়ে যাওয়া মানে নির্ঘাত মৃত্যু। দুটো বিমের মাঝখানে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেললো সে।

আট ফিট নীচে, লোহর রডে ঝুলে আছে একটি পাটাতন–অনেকটা ফ্লোরের মতো–ওটা চলে গেছে যতোদূর তাদের চোখ যায়। তবে দেখে মনে হচ্ছে খুব একটা মজবুত আর দৃঢ় নয়। ধুলো জমে একাকার।

পাটাতনটি দেখিয়ে সিয়েনা বললো, "আমরা কি ওটা দিয়ে হেটে যেতে পারবো?"

যদি না তুমি এখান থেকে পড়ে নীচের হল অব ফাইভ হান্ড্রেডে পড়তে চাও।

"সত্যি বলতে কি, এরচেয়ে ভালো পথ আছে," শান্তকণ্ঠে বললো ল্যাংডন। মেয়েটাকে ভয় পাইয়ে দিতে চাইছে না। বিমগুলো টপকে আরো সামনে এগোতে লাগলো সে। তার লক্ষ্য মাঝখানে যাওয়া।

তার আগের সফরে এসে আর্কিটেকচারাল মডেল রুমের ভিউয়িং জানালা দিয়ে দেখেছিলো এই টানেলের মতো মাচাঙটির মাঝখানে পায়ে হাটার পাটাতন রয়েছে, ওটা দিয়ে হেটে আরেকটা দরজা পেরিয়ে বিপরীত দিকের অ্যাটিক তথা চিলেকোঠায় যাওয়া যায়। কড়া মদ খাওয়া স্মৃতিটা যদি তার সাথে প্রতারনা না করে তাহলে এই মাচাঙের মাঝখানে একটা পাটাতন রয়েছে।

কিন্তু ল্যাংডন বিম আর সাপোর্টগুলো ডিঙিয়ে মাঝখানে চলে এসে জায়গামতো একটি পাটাতন দেখতে পেলো ঠিকই কিন্তু সেটা তার স্মৃতির সাথে একদমই বেমানান!

ঐ দিন আসলে কতোটুকু নেব্বিওলো পান করেছিলাম আমি?

রবার্ট ল্যাংডন চেয়ে আছে পাতলা কাঠের সরু একটি পাটাতনের দিকে। বিমগুলোর উপর সেটা আড়াআড়িভাবে ফেলে একটা ক্যাটওয়াকের মতো পথ তৈরি করা হয়েছে–পায়ে হাটা ব্রিজের চেয়ে সার্কাসের টাইট-রোপের সাথেই এর মিল বেশি।

এই নড়বরে দূর্বল কাটামোটি তৈরি করা হয়েছে ইঞ্জিনিয়াররা যেনো মেরামতের কাজের জন্য চলাচল করতে পারে।

"মনে হচ্ছে এই পাতলা বোর্ডের উপর দিয়ে হেটে যেতে হবে," সরু বোর্ডের দিকে দ্বিধাগ্রস্তভাবে চেয়ে বললো ল্যাংডন।

কাঁধ তুললো সিয়েনা। তাকে অবশ্য নির্বিকার দেখাচ্ছে। "বন্যার সময় ভেনিসের যে অবস্থা হয় এটা তারচেয়ে বেশি খারাপ নয়।"

ল্যাংডন বুঝতে পারলো মেয়েটি সত্যি কথাই বলেছে। সাম্প্রতিক সময়ে ভেনিসের সেন্ট মার্কস স্কয়ারে সে গেছিলো প্রায় একফুট পানি ডিঙিয়ে। তার হোটেল থেকে ঐ ব্যাসিলিকায় যেতে হয়েছিলো এরকমই সরু আর পাতলা কাঠের পাটাতনের উপর দিয়ে। সিলিন্ডার আকৃতির ব্লক আর প্লাস্টিকের বালতি উপুড় করে তার উপর পাতলা কাঠের পাটাতন বিছিয়ে বানানো হয়েছিলো একটি ব্রিজ! নিজের প্রিয় জুতোটি ভিজে গেলেও মনে মনে সান্ত্বনা দিয়েছিলো, রেনেসাঁ যুগের একটি মাস্টারপিস দেখার জন্য একটি লোফার নষ্ট করা কী আর এমন।

এসব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে সরু পাটাতনের উপর দিয়ে এগোতে শুরু করলো ল্যাংডন। মনে মনে আশা করলো সিয়েনা যেনো উদ্বিগ্ন বোধ না করে। অবশ্য সে জানে, বাইরে থেকে যতোটা আত্মবিশ্বাসীই দেখাক না কেন, ভেতরে ভেতরে সে ভয় পাচ্ছে। প্রতিটি পদক্ষেপে তার হৃদকম্পন বাড়ছে সমান তালে। পাটাতনের মাঝখানে চলে এলে তার ওজনের ভারে নাজুক পাটাতনটি দেবে গেলো কিছুটা। খ্যাচ করে একটা শব্দও হলো। সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত এগোতে শুরু করলো আবার। অবশেষে নির্বিঘ্নেই পৌছে গেলো অন্যপ্রান্তে।

হাফ ছেড়ে বাঁচলো সে। ঘুরে তাকালো সিয়েনার দিকে। ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলে মেয়েটাকে সাহস দেবার জন্য কিছু বলতে যাবে, কিন্তু দেখতে পেলো সে ভয়ডরহীনভাবে এগিয়ে আসছে। তার এসবের কোনো দরকারই নেই। সিয়েনার হালকাপাতলা গড়নের কারণে পাটাতনটি যেমন দেবে গেলো না, তেমনি খ্যাচ করে ভীতিকর কোনো শব্দও হলো না। খুব সহজেই সে চলে এলো এ প্রান্তে।

নতুন উদ্যমে ল্যাংডন এবার দ্বিতীয় পাটাতনের দিকে পা বাড়ালো। তার পৌছানোর আগপর্যন্ত অপেক্ষা করলো সিয়েনা। ল্যাংডন তার জন্যে আলো ফেললে সে আবার শুরু করলো এগোতে। এভাবে একটা মাত্র ফ্ল্যাশলাইটের সাহায্যে পালাক্রমে তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে যেত লাগলো মাচাঙসদৃশ্য পথ দিয়ে। তাদের নীচে পুলিশের ওয়াকিটকির শব্দ ছাদ পর্যন্ত চলে আসছে।

ল্যাংডনের ঠোঁটে মুচকি হাসি ফুটে উঠলো। *আমরা হল অব দি ফাইভ হান্ড্রেডের উপরে ভাসছি, ভরহীন আর অদৃশ্য হয়ে।*

"রবার্ট," সিয়েনা চাপাকণ্ঠে বললো। "তুমি বলছো, ইগনাজিও তোমাকে বলে গেছেন মুখোশটা কোথায় খুঁজে পাবে?"

"হ্যা...তবে সাংকেতিক ভাষায়।" ল্যাংডন দ্রুত বলে গেলো ইগনাজিও চান নি মুখোশের অবস্থানের কথাগুলো অ্যান্সারিং মেশিনে রেকর্ড হয়ে থাকুক। তাই অনেকটা সাংকেতিকভাবেই তথ্যটা তাকে জানিয়ে গেছেন। "উনি প্যারাডাইস-এর কথা বলেছেন, আমি ধারণা করছি *ডিভাইন কমেডির* শেষ অংশকেই বুঝিয়েছেন। তার কথাটা ছিলো 'প্যারাডাইজ পঁচিশ।' "

সিয়েনা তার দিকে তাকালো। "উনি নিশ্চয় পঁচিশ নাম্বার *ক্যান্টোর* কথা বলেছেন।"

"আমিও তাই মনে করছি," বললো ল্যাংডন। মহাকাব্যের একটি *ক্যান্টোকে* অধ্যায়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। *ডিভাইন কমেডি'*র তিনটি অংশে মোট একশতটি *ক্যান্টো* রয়েছে।

ইনফার্নো ১–৩৪
পারগেটরিও ১–৩৩
পারাদিসো ১–৩৩

প্যারাডাইস পঁচিশ, ভাবলো ল্যাংডন। আশা করলো তার তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি পুরো মহাকাব্যটি স্মরণ করতে সক্ষম হবে। *কিন্তু ধারেকাছেও না–আমাদের দরকার এক কপি ডিভাইন কমেডি।*

"আরো ব্যাপার আছে," বলতে লাগলো সে। "ইগনাজিও আমাকে শেষ যে কথাটা বলেছেন সেটা হলো : *'দরজাটা খোলা আছে তোমার জন্য, তবে খুব দ্রুত করতে হবে।'* " একটু থেমে সিয়েনার দিকে তাকালো সে। "ক্যান্টো পঁচিশে সম্ভবত ফ্লোরেন্সের নির্দিষ্ট একটি জায়গার কথা বলা আছে। দরজা আছে এরকম একটি জায়গা।"

কপালে চোখ তুললো সিয়েনা। "কিন্তু এই শহরে কয়েক ডজন দরজা রয়েছে।"

"হ্যা, সেজন্যেই *প্যারাডাইস*-এর ক্যান্টো পঁচিশ আমাদের পড়ে দেখতে হবে।" আশাব্যঞ্জক হাসি দিলো সে। "নিশ্চয় *ডিভাইন কমেডি'*র পুরোটা তোমার মুখস্ত নেই, নাকি আছে?"

হতভম্ব হয়ে তাকালো মেয়েটি। "আর্কাইক ইতালিয়ান ভাষায় লেখা চৌদ্দ হাজার লাইন, আমি পড়েছিলাম সেই কবে, শৈশবে।" মাথা ঝাঁকালো সে। "তুমি হলে অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী, প্রফেসর। আর আমি নিতান্তই একজন ডাক্তার।"

তারা এগোতে থাকলে ল্যাংডন ভাবলো, এতোক্ষণ ধরে তারা দু'জন একসাথে অনেক বাধা-বিপত্তি পেরোলেও সিয়েনা এখনও নিজের অসাধারণ মস্তিষ্কের যে ক্ষমতা আছে সে-কথাটা চেপে যাচ্ছে। *নিতান্তই একজন ডাক্তার?* ল্যাংডন মুচকি হাসলো আপন মনে। *এ পৃথিবীর সবচাইতে বিনয়ী ডাক্তার,* ভাবলো সে। পেপার ক্লিপিংগুলোর কথা মনে করলো। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি এই মেয়ের। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো সেই স্মৃতিও এ পৃথিবীর সবচাইতে দীর্ঘ কবিতা মুখস্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়।

চুপচাপ তারা দু'জন আরো কয়েকটি বিম পেরিয়ে গেলো সামনের দিকে। অবশেষে অন্ধকারে সামনের দিকে একটা হৃদয় আকৃতির খোপ দেখলো ল্যাংডন। *ভিউয়িং প্লাটফর্ম!* এখান থেকে পাটাতনটি বেশ শক্তপোক্ত হয়ে চলে গেছে দরজা পর্যন্ত। এমনকি এইটুকু পথে রেলিংও দেয়া আছে। ল্যাংডন জানে এথেন্সের ডিউকের সিঁড়িটা খুব কাছেই।

আরেকটু এগোতেই ল্যাংডন নীচে তাকিয়ে দেখতে পেলো মাত্র আট ফুট নীচে লুনেটটা। এই ভবনের ছাদে যেসব লুনেট, অর্থাৎ অর্ধ-বৃত্তাকারের ক্যানভাস আছে সেগুলো দেখতে প্রায় একই রকম। কিন্তু সামনের লুনেটটা অন্যগুলোর তুলনায় বেশ বড়।

দ্য অ্যাপোথিওসিস অব কসিমো ফার্স্ট, ল্যাংডন মনে মনে বললো। এই বিশাল আকৃতির লুনেটটা ভাসারির সবচেয়ে দামি পেইন্টিং–হল অব দি ফাইভ হান্ড্রেডের গম্বুজাকৃতির ছাদের মাঝখানের লুনেটটা। ল্যাংডন প্রায়ই তার ছাত্রছাত্রিদেরকে এটা স্লাইডের মাধ্যমে দেখিয়ে থাকে। এর সাথে যে আমেরিকার ক্যাপিটলের *অ্যাপোথিওসিস অব ওয়াশিংটন*-এর বেশ মিল রয়েছে সেটা উল্লেখ করতেও ভোলে না। অপেক্ষাকৃত নব্য রাষ্ট্র আমেরিকা যে কেবল ইটালির কাছ থেকে রিপাবলিকের ধারণাটিই পায় নি তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ এটি।

আজ ল্যাংডন অবশ্য *অ্যাপোথিওসিস*টা স্টাডি করার চাইতে যতো দ্রুত সম্ভব অতিক্রম করতেই বেশি ব্যগ্র। যেতে যেতে পেছন ফিরে সিয়েনাকে বললো তারা প্রায় পৌছে গেছে।

এটা করতে গিয়ে ডান পা'টা ফসকে গেলো পাটাতন থেকে, হুরমুর করে সামনের দিকে পড়ে যেতে উদ্যত ল্যাংডন কিন্তু কোনো রকমে নিজের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারলো উপুড় হয়ে বসে পড়ে।

তবে বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

তার হাটুর আঘাতে পাটাতনটি নড়ে উঠলো, দু'হাত দিয়ে সামনের একটা বিম ধরে ফেললো সে। হাতের ফ্ল্যাশলাইটটা পড়ে গেলো নীচের ক্যানভাসের উপর। জালের মতোই সেটা কাজ করলো। ফ্ল্যাশলাইটা আটকে রইলো সেখানে। ল্যাংডন তড়িঘড়ি একটা বিমের উপর উঠতেই পাতলা কাঠের পাটাতনটি আট ফিট নীচে ভাসারির *অ্যাপোথিওসিস*-এর ক্যানভাসের ফ্রেমের কাঠের উপর গিয়ে পড়লো।

শব্দটা প্রতিধ্বনি হলো মাচাঙের উপরে।

নিজের পায়ে দাঁড়াতেই সিয়েনার দিকে তাকালো ল্যাংডন। একেবারে ভড়কে গেছে সে।

নীচের ক্যানভাসের উপর পড়ে থাকা ফ্ল্যাশলাইটের মৃদু আলোতে ল্যাংডন দেখতে পেলো সিয়েনা তার থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তার সামনে

কোনো পাটাতন নেই। ওটা পড়ে গেছে নীচে। এতো বড় ফাঁক পার হওয়া তার পক্ষে সম্ভবন নয়। তার চোখ দেখে ল্যাংডন বুঝতে পারলো সেও বুঝে গেছে কি ঘটেছে।

ভায়েন্থার চোখ চলে গেলো নক্সা করা গম্বুজের ছাদের দিকে।

"অ্যাটিকে ইঁদুর আছে নাকি?" কাছে ক্যামকর্ডার হাতে দাঁড়িয়ে থাকা এক লোক ঠাট্টা করে বললো।

অনেক বড় ইঁদুর, মনে মনে বললো ভায়েন্থা। হলের ছাদে বৃত্তাকারের পেইন্টিংটার দিকে তাকালো সে। ক্যানভাস থেকে একটু ধুলোও পড়লো নীচে। ভায়েন্থা দেখতে পেলো ক্যানভাসের একটি জায়গা ঝুলে গেছে, কোনো কিছু পড়ে থাকার আলামত...যেনো অন্যদিক থেকে কেউ ধাক্কা দিয়েছে।

"সম্ভবত পুলিশ অফিসারদের কারোর পিস্তল পড়ে গেছে ওটার উপর," উপরের দিকে চেয়ে ক্যামকর্ডার হাতে লোকটি বললো। "তারা আসলে কি খুঁজছে বলে মনে করেন? ওদের কাজকারবার দেখে তো খুবই উত্তেজনা বোধ করছি।"

"ওটা কি একটা ভিউয়িং প্লাটফর্ম?" জানতে চাইলো ভায়েন্থা। "লোকজন ওখানে যেতে পারে?"

"অবশ্য পারে।" জাদুঘরের প্রবেশদ্বারের দিকে ইঙ্গিত করলো সে। "ওই দরজাটার ভেতরে আরেকটা দরজা আছে, একটা ক্যাটওয়াকের মাধ্যমে অ্যাটিকে যাওয়া যায়। ওখানে গেলে আপনি ভাসারির ফ্রেমের কাঠামোটি দেখতে পাবেন। অসাধারণ সুন্দর।"

হল অব দি ফাইভ হান্ড্রেডে ব্রুডারের গলা শোনা গেলো আচমকা। "ওরা তাহলে গেলো কোথায়?!"

কিছুক্ষণ আগে গগনবিদারি চিৎকারের মতোই তার কণ্ঠে তীব্র ক্ষোভ টের পাওয়া গেলো। পাশের একটা ঘরেই আছে সে। ভায়েন্থা স্পষ্ট শুনতে পেলো তার কথা।

আবারো ছাদের উপরে থাকা ক্যানভাসের দিকে তাকালো সে।

অ্যাটিকে ইঁদুর আছে, ভাবলো। *পালাবার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে তারা।*

ক্যামকর্ডার হাতে থাকা লোকটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে সে জাদুঘরের প্রবেশদ্বারের দিকে ছুটে গেলো। দরজাটা বন্ধ, কিন্তু পুলিশ অফিসারদের আনাগোনার কারণে অনুমাণ করলো ওটা লক করা নেই।

তার অনুমাণই সত্যি প্রমাণিত হলো।

অধ্যায় ৪৭

পিয়াজ্জার বাইরে পুলিশের আগমনের পর যে হট্টগোল শুরু হয়ে গেছে তার মধ্যে মাঝবয়সী এক লোক লগ্গিয়া দেই লানজির অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণে দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগের সাথে সব কর্মকাণ্ড দেখে যাচ্ছে। তার চোখে পাতলা ফ্রেমের চশমা, উলের তৈরি নেকটাই আর এক কানে পরে আছে স্বর্ণের একটি পিন।

এসব দেখতে দেখতে ঘাড় চুলকাতে শুরু করলো সে। এক রাতের মধ্যে তার শরীরে লালচে ছোপ জন্মেছে, আর সেটা খারাপের দিকেই যাচ্ছে ক্রমশ। চোয়ালের দিকে, গালে আর চোখের নীচে কিছু লালচে গোটাও উঠেছে।

আঙুলের নখের দিকে যখন তাকালো দেখতে পেলো ওগুলো রক্ত-লাল হয়ে আছে। পানির মতো চুইয়ে চুইয়ে রক্তও পড়ছে সেখান থেকে। পকেট থেকে রুমাল বের করে আঙুলগুলো মুছে নিলো, ঘাড় আর গালের গোটাগুলোর উপর রুমাল চেপে ধরলো সে।

গোটাগুলো পরিস্কার করার পর আবারো তাকালো পালাজ্জোর বাইরে পার্ক করা কালো রঙের দুটো ভ্যানের দিকে। কাছের ভ্যানটার পেছনের সিটে দু'জন লোক আছে।

একজন কালো পোশাকের সশস্ত্র সৈনিক।

অন্যজন একটু বয়স্ক তবে সাদা-চুলের অপরূপ সুন্দরী এক মহিলা, সে পরে আছে নীল রঙের নেকলেস। সৈনিকটিকে দেখে মনে হচ্ছে সে একটা সিরিঞ্জ প্রস্তুত করছে।

ভ্যানের ভেতরে ডা: এলিজাবেথ সিনস্কি পালাজ্জোর দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো কিভাবে এই সঙ্কটটি এতো খারাপের দিকে গেলো।

"ম্যাম," সৈনিকটি গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলো।

ঘোরলাগা চোখে সৈনিকের দিকে তাকালো ডাক্তার। তার বাহুটা ধরে রেখেছে শক্ত করে। অন্য হাতে সিরিঞ্জ। "নড়বেন না।"

ইনজেকশনটা দিয়ে দিলো সৈনিক। "আবার ঘুমাতে যান।"

চোখ বন্ধ করতেই তার মনে হলো অন্ধকার থেকে এক লোক তার দিকে চেয়ে আছে। তার চোখে হালকা ফ্রেমের চশমা আর গলায় নেকটাই। মুখটা লালচে ছোপে ভরে আছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য তার মনে হলো লোকটাকে সে চেনে, কিন্তু আবারো চোখ মেলে যখন তাকালো দেখতে পেলো লোকটা নেই। উধাও হয়ে গেছে।

অধ্যায় ৪৮

চিলেকোঠার মাচাঙের উপর অন্ধকারে ল্যাংডন আর সিয়েনা এখন একে অন্যের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন। দু'জনের মধ্যে প্রায় বিশ ফুটের মতো ফাঁকা জায়গা। তাদের আট ফিট নীচে বিচ্ছিন্ন হওয়া পাটাতনের টুকরোটি ভাসারির *অ্যাপোথিওসিস*-এর ক্যানভাসের উপর পড়ে আছে। ওখানে আরো পড়ে আছে ফ্ল্যাশলাইটটি, সেটি এখনও জ্বলছে। ফলে ক্যানভাসের উপর ছোটোখাটো জ্বলজ্বলে পাথরের মতো লাগছে সেটা।

"তোমার পেছনে যে পাটাতনটি আছে," নীচুস্বরে বললো ল্যাংডন। "ওটা কি টেনে এ পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারবে?"

পাটাতনটির দিকে তাকালো সিয়েনা। "অন্যপ্রান্তটি নীচে পড়ে যাবে তাহলে।"

ল্যাংডন নিজেও এই ভয়টা করছিলো। তারা দু'জন এখান থেকে ভাসারির ক্যানভাসের উপর পড়ে যাক সেটা কোনোভাবেই চাইছে না।

"আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে," বিমগুলো যেসব দেয়ালসসংলগ্ন সরু কাঠের উপর দিয়ে চলে গেছে এখন সেখান দিয়ে এগোতে লাগলো সে। ল্যাংডনও বিমগুলো সাবধানে টপকাতে শুরু করলো ফ্ল্যাশলাইটের আলো ছাড়া। তারা দু'জন পাশের দেয়ালের কাছে ঘুটঘুটে অন্ধকারে চলে এলো।

"নীচে," আস্তে করে বললো সিয়েনা, তাদের নীচে অস্পষ্ট গহ্বরটি দেখালো। "ফ্রেমের শেষ মাথায়। ওখানকার দেয়াল অবশ্যই একটু বেশি মোটা, কারণ দেয়ালের ঐ জায়গাটায় ফ্রেমের সাপোর্টগুলো ঠেক দেয়া হয়েছে। ওখান দিয়ে আমি আস্তে আস্তে এগোতে পারবো।"

ল্যাংডন কিছু বলার আগেই সিয়েনা বিম আর সাপোর্টগুলো ধরে নীচে নেমে গেলো। ওগুলোকে সে ব্যবহার করলো অনেকটা মইয়ের মতো। নীচের একটি কাঠের সাপোর্টিং বিমের উপর পা রাখতেই খ্যাচ করে শব্দ করলো, তবে সেটা সিয়েনার হালকা-পাতলা দেহ ধরে রাখতে সক্ষম হলো। এরপর দেয়ালের স্ফিত অংশে পা দিয়ে একটু একটু করে এগোতে লাগলো ল্যাংডনের দিকে, যেনো কোনো ভবনের কার্নিশ দিয়ে এগিয়ে আসছে সে।

নাজুক বরফ, মনে মনে বললো ল্যাংডন। *তীরের কাছাকাছি থাকো।*

অবশেষে সিয়েনা পৌঁছে গেলো ল্যাংডনের ঠিক নীচে। নতুন করে আশার আলো দেখতে পেলো সিম্বলজিস্ট। সম্ভবত তারা সত্যি সত্যি এখান থেকে বের হতে পারবে এবার।

আচমকা তাদের সামনে ঘুটঘুটে অন্ধকারে দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেলো ল্যাংডন। দ্রুত পদক্ষেপে কেউ এগিয়ে আসছে ওয়াকওয়ে দিয়ে। এবার একটি ফ্ল্যাশলাইটের আলো দেখা গেলো, অন্ধকার জায়গাটির এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলো সেই আলোকরশ্মি। প্রতি মুহূর্তে সেটা তাদের কাছে এগিয়ে আসছে। আবারো হতাশায় ডুবে যেতে শুরু করলো ল্যাংডন। কেউ তাদের দিকে আসছে—মেইন ওয়াকওয়েটা দিয়ে এগিয়ে আসছে সে, তাদের পালাবার পথ রুদ্ধ করে দিয়ে।

"সিয়েনা, থেমো না। আসতে থাকো," বললো সে। "পুরো দেয়ালটা পার হও। শেষ মাথায় একটা এক্সিট আছে। ওখান দিয়ে যে আসছে আমি তাকে সামলাচ্ছি।"

"না!" চাপাস্বরে বেশ তাড়া দিয়ে বললো সিয়েনা। "রবার্ট, যেও না। ফিরে আসো!"

কিন্তু ততোক্ষণে ল্যাংডন রওনা দিয়ে দিয়েছে। পাটাতনের মাঝখানে চলে যাচ্ছে সে, তার আট ফুট নীচে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে সিয়েনা।

মাচাঙের মাঝখানে পৌঁছানো মাত্রই ফ্ল্যাশলাইট হাতে আবছায়া একটি অবয়ব এসে দাঁড়ালো ভিউয়িং প্লাটফর্মের উপরে। এক হাতে নীচু রেলিংটা ধরে রেখেছে সে, অন্য হাতে ফ্ল্যাশলাইট, সেটার আলো সরাসরি ল্যাংডনের মুখের উপর পড়লো।

তীব্র আলোয় চোখ কুচকে ফেললো ল্যাংডন, দেরি না করে দু'হাত তুলে আত্মসমর্পণ করলো সে। আর কখনও নিজেকে এতোটা বিপদগ্রস্ত মনে হয় নি তার—হল অব দি ফাইভ হান্ড্রেড-এর উপরে কোনো রকম ভারসাম্য রক্ষা করে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার চোখ বিদীর্ণ করছে তীব্র আলোকরশ্মি।

ল্যাংডনের মনে হলো এই বুঝি গুলি করা হবে তাকে লক্ষ্য করে কিংবা আদেশের সুরে বলবে আত্মসমর্পণ করতে কিন্তু কিছুই হলো না। কয়েক মুহূর্তের নীরবতা নেমে এলো যেনো। এবার ফ্ল্যাশের আলো তার মুখ থেকে সরে পেছনের অন্ধকারে গিয়ে পড়লো। বোঝাই যাচ্ছে তার পেছনে কে আছে সেটা খুঁজে দেখছে। চোখের উপর থেকে আলোটা সরে যেতেই ল্যাংডন দেখতে পেলো আবছায়া অবয়বটি তাদের পালাবার পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে। অবয়বটি এক নারীর। হালকা-পাতলা দেহ, কালো রঙের পোশাক পরা। তার মাথার বেসবল ক্যাপটার নীচে যে স্পাইক করা চুল আছে সেটা বুঝতে কষ্ট হলো না ল্যাংডনের।

সিম্বলজিস্টের সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে একগাদা ছবি এসে ভীড় করলো তার চোখের সামনে। ডাক্তার মারকোনি হাসপাতালের মেঝেতে পড়ে কাতরাচ্ছে।

মেয়েটা আমাদেরকে খুঁজে পেয়েছে। এখন সে তার অসমাপ্ত কাজ শেষ করবে।

গ্রিক ডাইভারদের ছবিটা ভেসে উঠলো তার মনের পর্দায়, যারা সাগরের তলদেশে টানেলের ভেতর দিয়ে সাঁতার কাটার সময় শেষমাথায় গিয়ে পাথরের দেয়ালের সম্মুখিন হতো।

খুনি তার ফ্ল্যাশলাইটটা আবারো ল্যাংডনের মুখের উপর ফেললো।

"মিঃ ল্যাংডন," চাপাস্বরে বললো সে। "আপনার বন্ধু কোথায়?"

আৎকে উঠলো ল্যাংডন। *এই খুনি আমাদের দু'জনকে শেষ করতে এসেছে এখানে।*

ল্যাংডন তার পেছন ফিরে একটু তাকালো। খুনিকে বোঝাতে চাইলো সিয়েনা পেছনে কোথাও আছে। "এসবের সাথে ওর কোনো সম্পর্ক নেই। তুমি তো আমাকে চাও, তাই না?"

মনে মনে ল্যাংডন প্রার্থনা করলো সিয়েনা যেনো দেয়াল ধরে ধরে এগিয়ে যেতে থাকে। নিঃশব্দে ভিউয়িং প্লাটফর্মটা পেরিয়ে যদি আরেকটু সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে তাহলে মাঝখানের ব্রডওয়াকে ফিরে যেতে পারবে, ঠিক স্পাইক করা মেয়েটির পেছনে। সেখান থেকে খুব সহজেই চলে যেতে পারবে দরজার কাছে।

আবারো তার পেছনে আলো ফেলে অন্ধকারে খুঁজে বেড়ালো খুনি। চোখের সামনে থেকে আলো সরে যেতেই কয়েক মুহূর্তের জন্য মেয়েটিকে দেখতে পেলো ল্যাংডন, তার পেছনে ঘুটঘুটে অন্ধকারে আরেকটা অবয়ব।

ওহ্ ঈশ্বর, না!

সিয়েনা আসলেই দেয়াল ধরে ধরে মাঝখানের ব্রডওয়াকের দিকে চলে গেছে কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো সে তাদের আক্রমণকারীর থেকে মাত্র দশ গজ দূরে।

সিয়েনা, না! তুমি খুব কাছে চলে এসেছো! ও তোমার আওয়াজ শুনতে পাবে!

আবারো ফ্ল্যাশলাইটের আলো এসে পড়লো ল্যাংডনের উপরে।

"আমার কথা মন দিয়ে শুনুন, প্রফেসর," খুনি ফিসফিসিয়ে বললো। "আপনি যদি প্রাণে বাঁচতে চান তাহলে আমি বলবো আমাকে বিশ্বাস করুন। আমার মিশনটি বাতিল হয়ে গেছে। আপনার ক্ষতি করার কোনো কারণ নেই আমার। আপনি আর আমি এখন একই দলে পড়ে গেছি। ভালো করেই জানি কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে হবে।"

এসব কথা ল্যাংডনের কানে খুব একটা গেলো না, তার সমস্ত মনোযোগ সিয়েনার দিকে, চুপিসারে সে ভিউয়িং প্লাটফর্মের পেছনে ওয়াকওয়ের উপর উঠে এসেছে, অস্ত্রধারী মেয়েটির একদম কাছাকাছি।

পালাও! মনে মনে বলে উঠলো ল্যাংডন। *এখান থেকে পালাও!*

ল্যাংডনকে আরো সন্ত্রস্ত করে সিয়েনা উপুড় হয়ে অন্ধকারে চুপচাপ ঘাপটি মেরে আছে।

ভায়েন্থার চোখ ল্যাংডনের পেছনে অন্ধকারের দিকে। *ঐ মেয়েটা গেলো কোথায়? তারা দু'জন কি আলাদা হয়ে গেছে নাকি?*

যেভাবেই হোক এ দু'জন যেনো ব্রুডারের হাতে না পড়ে সে ব্যবস্থা করতে হবে তাকে। *এটাই আমার একমাত্র আশা।*

"সিয়েনা?!" ফিসফিসিয়ে বললো ভায়েন্থা। "আমার কথা যদি শুনতে পাও তাহলে ভালো করে শুনে রাখো। নীচে যেসব লোকজন রয়েছে তাদের হাতে ধরা পড়ো না। তারা কিন্তু আমার মতো এতোটা ভালো হবে না। আমি একটা পালানোর পথ জানি। তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারবো। আমাকে বিশ্বাস করো।"

"বিশ্বাস করবো তোমাকে?"প্রায় চিৎকারের মতো করেই বললো ল্যাংডন, যেনো আশেপাশে কেউ শুনতে পায়। "তুমি একজন খুনি!"

সিয়েনা তাহলে আশেপাশেই আছে, বুঝতে পারলো ভায়েন্থা। *ল্যাংডন আসলে তাকে শোনাতে চাইছে...মেয়েটাকে সতর্ক করার চেষ্টা করছে।*

আবারো বললো ভায়েন্থা। "সিয়েনা, পরিস্থিতি কিন্তু খুব জটিল, তবে আমি তোমাকে এখান থেকে বের করতে পারবো। তোমার অপশনগুলো বিবেচনা করো। ফাঁদে পড়ে গেছো। তোমার আর কোনো উপায় নেই।"

"তার উপায় আছে," বেশ জোরেই বললো ল্যাংডন। "তোমার কাছ থেকে যতো দূর সম্ভব পালাতে পারবে সে। এ ক্ষমতা তার রয়েছে।"

"সব কিছু বদলে গেছে," ভায়েন্থা জোর দিয়ে বললো। "তোমার কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছে নেই আমার।"

"তুমি ডাক্তার মারকোনিকে খুন করেছো! আর আমি এও বুঝতে পারছি তুমিই আমার মাথায় গুলি করেছিলে!"

ভায়েন্থা এবার বুঝতে পারলো তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি তার কোনো কথাই বিশ্বাস করবে না।

কথা বলা শেষ। তাকে আর বোঝানো যাবে না। সময় নষ্ট না করে জ্যাকেটের ভেতর থেকে সাইলেন্সার পিস্তলটি বের করে আনলো।

ওয়াকওয়ের উপর অন্ধকারে উপুড় হয়ে ঘাপটি মেরে আছে সিয়েনা। অস্ত্রধারী মেয়েটার থেকে মাত্র দশ গজ দূরে। এই অন্ধকারেও মেয়েটার আবছায়া অবয়ব দেখে চিনতে একটুও কষ্ট হলো না তার। যে অস্ত্রটা দিয়ে ডাক্তার মারকোনিকে হত্যা করেছিলো ঠিক সেই অস্ত্রটাই এখন তার হাতে।

ও গুলি করবে, সিয়েনা বুঝে গেলো। মেয়েটির শারিরীক ভাষা আঁচ করতে পারছে।

অস্ত্রধারী মেয়েটি ল্যাংডনের দিকে দু'পা এগিয়ে গেলো এবার, ভাসারির *অ্যাপোথিওসিস*-এর উপর যে ভিউয়িং প্লাটফর্মটি আছে সেটার শেষমাথায় নীচু রেলিংয়ের কাছে এসে ল্যাংডনের বুক বরার পিস্তল তাক করলো।

"কেবল কয়েক মুহূর্তের জন্য যন্ত্রণাটি টের পাবেন," বললো সে। "কিন্তু এছাড়া আমার আর কিছু করারও নেই।"

ট্গার টেপার মুহূর্তে অপ্রত্যাশিতভাবে পায়ের নীচে থাকা পাটাতন কেঁপে উঠলে ভায়েন্থার পিস্তলটি সরে গেলো কিছুটা। সে জানে ফায়ারিং হলেও ওটা আর ল্যাংডনের দিকে তাক করা ছিলো না। একটু সরে গেছিলো সেই মুহূর্তে।

টের পেলো তার পেছনে কিছু একটা ধেয়ে আসছে।

খুব দ্রুতই আসছে।

চট করে নিজের পিস্তলটা ১৮০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে ফেললো পেছন থেকে ধেয়ে আসা আক্রমণকারীর দিকে। এক ঝলক দেখতে পেলো সোনালি-চুলের একজন অন্ধকার থেকে ছুটে আসছে তার দিকে, প্রচণ্ড গতিতে ভায়েন্থার সাথে ধাক্কা লাগলো তার। অস্ত্রটা আবারো হিস করে শব্দ করলো কিন্তু সোনালি-চুলের আক্রমণকারী তার পিস্তলের ব্যারেলের নীচে থাকায় লক্ষ্য ভেদ হলো না, উপরন্তু ভায়েন্থাকে নীচ থেকে উপরের দিকে তুলে দিলো সে।

ভায়েন্থার পা দুটো পাটাতন থেকে শূন্যে উঠে গেলো কিছুটা আর তার শরীরের মাঝখানটা গিয়ে পড়লো রেলিংয়ের উপর। পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচার জন্য দু'হাত দিয়ে কিছু একটা ধরার চেষ্টা করলো, কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে ততোক্ষণে। রেলিং টপকে নীচের অন্ধকারে পড়ে গেলো ভায়েন্থা। আছড়ে পড়লো আট ফুট নীচে ধুলোময় মেঝের উপর। অদ্ভুত ব্যাপার, যেখানে সে পড়লো সেই জায়গাটা বেশ নরম অনুভূত হলো তার কাছে...এটা তার কল্পনায়ও ছিলো না...যেনো নরম কোনো বিছানার উপর গিয়ে পড়লো তার শরীরটা। এখন তার ওজনে সেই নরম মেঝেটা দেবে গেলো কিছুটা।

হতবুদ্ধিকর ভায়েন্থা চিৎ হয়ে পড়ে থেকে দেখতে পেলো তার আক্রমণকারীকে। সিয়েনা ব্রুকস আট ফিট উপরে রেলিং থেকে ঝুঁকে তার দিকে চেয়ে আছে। বিস্মিত ভায়েন্থা কিছু বলার জন্য মুখ খুললো কিন্তু আচমকা তার নীচে প্রচণ্ড জোরে ছিঁড়ে যাবার শব্দ হলো।

যে মোটা কাপড়ের উপর সে পড়ে আছে সেটা তার ওজন বহন করতে না পেরে ছিঁড়ে গেলো।

ভায়েন্থা আবারো পড়তে শুরু করলো নীচে।

এবার প্রায় তিন সেকেন্ডের দীর্ঘ একটি পতন অনুভব করতে পারলো সে। এই সময়ে উপরে থাকা চমৎকার পেইন্টিংটা দেখতে পেলো–বিশাল বৃত্তাকারের একটি ক্যানভাসে প্রথম কসিমো স্বর্গীয় মেঘের উপর দেবশিশুদ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন–ক্যানভাসটি এখন ঠিক মাঝখান থেকে চিঁড়ে ছবিটাকে বিভক্ত করে দিয়েছে।

তারপর হঠাৎ করেই পতনের ধাক্কা টের পেলো সে, সঙ্গে সঙ্গে ভায়েন্থার জগৎ অন্ধকারে ডুবে গেলো।

উপরে, বরফের মতো জমে থাকা রবার্ট ল্যাংডন বিস্ময়মাখা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে চিঁড়ে যাওয়া *অ্যাপোথিওসিস*-এর মধ্য দিয়ে নীচের মেঝের দিকে। হল অব দি ফাইভ হান্ড্রেডের পাথরের মেঝেতে স্পাইক করা চুলের মেয়েটির নিথর দেহ পড়ে আছে, তার চারপাশটা রক্তে সয়লাব। তবে হাতের অস্ত্রটি এখনও ধরে রেখেছে সে।

সিয়েনার দিকে তাকালো ল্যাংডন, সেও চেয়ে আছে নীচের দিকে। অপ্রীতিকর দৃশ্যটি দেখে থ বনে গেছে। অস্ফুটস্বরে বলে উঠলো, "আমি এটা চাই নি..."

"তুমি স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছো," নীচুস্বরে বললো ল্যাংডন। "আরেকটুর জন্য সে আমাকে খুন করে ফেলতো।"

নীচে বাজতে থাকা অ্যালার্মের তীব্র আওয়াজ ছেঁড়া ক্যানভাসের মধ্য দিয়ে চলে এলো উপরে। সিয়েনাকে আস্তে করে রেলিং থেকে সরিয়ে দিলো ল্যাংডন। "আমাদেরকে যেতে হবে।"

অধ্যায় ৪৯

ডাচেস বিয়ানকা কাপ্পেল্লোর সিক্রেট স্টাডি থেকে হল অব দি ফাইভ হান্ড্রেডে প্রচণ্ড জোরে আছড়ে পড়ার শব্দ এবং তার পর পর হৈহল্লাটা শুনতে পেলো এজেন্ট ব্রুডার। দেয়ালের ফোকরটার দিকে ছুটে গিয়ে নীচের দিকে তাকালো সে। রাজকীয় পাথরের মেঝেতে যে দৃশ্যটি দেখতে পেলো সেটা হজম করতে কয়েক সেকেন্ড লেগে গেলো তার।

জাদুঘরের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর গর্ভবতী মহিলা তার পাশে এসে ফোকর দিয়ে নীচে তাকাতেই আৎকে উঠে মুখে হাত চাপা দিলো—নিথর একটি দেহ পড়ে আছে, তার চারপাশে গোল হয়ে আছে ভীতসন্ত্রস্ত পর্যটকের দল। মহিলা এবার আস্তে করে হল অব দি ফাইভ হান্ড্রেড-এর উপরের দিকে তাকালো, আৎকে উঠলো সে। ব্রুডার কাছে এসে তার দৃষ্টি অনুসরন করে ছাদের বৃত্তাকারের ক্যানভাসের দিকে তাকালো—মাঝখান থেকে ক্যানভাসটি চিঁড়ে আছে।

মহিলার দিকে ঘুরলো সে। "ওখানে আমরা কিভাবে যেতে পারবো?"

ভবনের অন্যপ্রান্তে ল্যাংডন আর সিয়েনা অ্যাটিক থেকে নেমে দরজার দিকে ছুটে যাচ্ছে দম ফুরিয়ে। কয়েক মুহূর্ত পরই ল্যাংডন লাল রঙের পর্দার পেছনে একটি অ্যালকোভ খুঁজে পেলো। এর আগে এখানে যে সিক্রেট প্যাসেজ টুর করেছিলো সে সময়কার কথা মনে করলো সে।

এথেন্সের ডিউকের সিঁড়ি।

এখন চারপাশ থেকে ভেসে আসছে পায়ের আওয়াজ আর হৈহল্লা। ল্যাংডন জানে তাদের হাতে একদম সময় নেই। পর্দাটা সরিয়ে ছোট্ট একটা সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে সিয়েনাকে নিয়ে ঢুকে পড়লো সে।

কোনো কথা না বলে পাথরের সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলো তারা। এই সিঁড়িটা খুবই সঙ্কীর্ণ আর ভীতিকর U আকৃতিতে নেমে গেছে নীচের দিকে। যতোই নীচে নামতে লাগলো মনে হলো ততোই সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে সেটা। ল্যাংডনের মনে হলো দু'পাশের দেয়াল যেনো তাকে চাপা দেবার জন্য আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে।

অবশেষে নীচে নেমে এলো তারা।

সিঁড়ির নীচে ছোট্ট একটি পাথরের কক্ষ রয়েছে, এর দরজাটা এ পৃথিবীর সবচাইতে ছোটো হলেও সেটা দেখে যারপরনাই স্বস্তি পেলো ল্যাংডন। লোহার বোল্টসহ ভারি কাঠের দরজাটি মাত্র চার ফিট উঁচু।

"দরজার ওপাশে পথঘাটের শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমি," ফিসফিসিয়ে বললো সিয়েনা। তাকে দেখে মনে হচ্ছে এখনও ভড়কে আছে। "ওপাশে কি?"

"ভায়া দেল্লা নিন্না," জবাবে বললো ল্যাংডন। জনবহুল রাস্তাটির ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠলো। "তবে ওখানে পুলিশও থাকতে পারে।"

"তারা আমাদের দেখে চিনতে পারবে না। তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে এক সোনালি চুলের তরুণী আর কালো চুলের পুরুষ মানুষকে।"

অবাক হয়ে তার দিকে তাকালো ল্যাংডন। "আমরা তো তা-ই..."

মাথা ঝাঁকালো সিয়েনা, তার চোখেমুখে ফুটে উঠলো বিষন্নতা। "আমি এটা তোমাকে দেখাতে চাই নি রবার্ট, কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো আমি আসলে এরকমই দেখতে।" এ কথা বলেই মাথার সোনালি চুলটা ধরে এক টানে খুলে ফেললে বেরিয়ে এলো তার ন্যাড়া মাথা।

আৎকে উঠে এক পা পিছিয়ে গেলো ল্যাংডন। সিয়েনা যে আসলে উইগ পরেছিলো এটা সে কল্পনাও করে নি। তারচেয়েও বড় কথা, এই একটা জিনিস সরিয়ে ফেলতেই মেয়েটাকে আর চেনা যাচ্ছে না। ল্যাংডন ভালো করে দেখলো, সিয়েনা ব্রুকস একেবারেই টেকো। তার মাথার চামড়া বেশ মসৃণ আর ফ্যাকাশে, অনেকটা কেমোথেরাপি নেয়া ক্যান্সার রোগিদের মতো দেখাচ্ছে তাকে। *সে কি অসুস্থ?*

"আমি জানি," বললো সে। "লম্বা কাহিনী। এবার মাথাটা নীচু করো।" উইগটা তুলে ধরলো সে। বোঝাই যাচ্ছে ওটা ল্যাংডনের মাথায় চাপাতে চাইছে।

মেয়েটা কি সত্যি ওটা আমার মাথায় পরাবে? অনিচ্ছাসত্ত্বেও সিম্বলজিস্ট মাথাটা নীচু করতেই সিয়েনা উইগটা চাপিয়ে দিলো তার মাথায়। খুব ভালোমতো ফিট হলো না ওটা, তবে মেয়েটা চেষ্টা করলো ভালোমতো লাগিয়ে দিতে। এরপর সে এক পা পিছিয়ে দেখে নিলো কেমন দেখাচ্ছে। সন্তুষ্ট বলে মনে হলো না। এবার ল্যাংডনের টাইটা খুলে কপালের উপর দিয়ে মাথায় বেধে দিলো, অনেকটা ব্যান্ডানার মতো করে। ফলে উইগটা শক্ত করে লেগে রইলো তার মাথায়।

সিয়েনা এবার নিজের দিকে মনোযোগ দিলো। প্যান্টের পা দুটো গুটিয়ে নিলো সে, পায়ের মোজা দুটো গোড়ালি পর্যন্ত নামিয়ে দিলো। উঠে দাঁড়াতেই তার ঠোঁটে দেখা গেলো বাঁকা হাসি। সিয়েনা ব্রুকস এখন পাঙ্ক-রক স্কিনহেড। এক সময়কার শেক্সপিরিয়ান অভিনেত্রীর চমকে যাবার মতো রূপান্তর।

"মনে রেখো," বললো সে, "মানুষের বডি-ল্যাঙ্গুয়েজই তাকে চিনতে নব্বই পার্সেন্ট ভূমিকা রাখে। সুতরাং যখন হাটবে তখন একজন বয়স্ক রকারের মতো হাটবে।"

বয়স্ক। ঠিক আছে, ওটা আমি পারবো, মনে মনে বললো ল্যাংডন। *রকার? আমি নিশ্চিত নই।*

এ নিয়ে কোনো কথা বলার আগেই সিয়েনা দরজার বোল্ট খুলে ফেললো। মাথা নীচু করে বেরিয়ে পড়লো কাঁকড় বিছানো পথে। এরপর রাস্তায় বেরিয়ে এলো ল্যাংডন।

বেখাপ্পা এক কপোতকপোতিকে পালাজ্জো ভেচ্চিও'র নীচের ছোট্ট দরজা দিয়ে বাইরে আসতে দেখে কিছু লোকজন চোখ কুচকে তাকালেও দ্বিতীয়বার কেউ ফিরেও তাকালো না তাদের দিকে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ল্যাংডন আর সিয়েনা পূর্ব দিকে এগোতে শুরু করলো, মিশে গেলো লোকজনের ভীড়ে।

পাতলা ফ্রেমের চশমা পরা লোকটি তার রক্তাক্ত চামড়া নিয়ে লোকজনের ভীড় ঠেলে রবার্ট ল্যাংডন আর সিয়েনা ব্রুকসের থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে হেটে চলেছে। ওদের চাতুর্যপূর্ণ ছদ্মবেশ ধারণ সত্ত্বেও ভায়া দেল্লা নিন্নার পাশে ছোট্ট দরজা দিয়ে বের হতেই সে চিনে ফেলেছে ওদেরকে।

কয়েক ব্লক পর্যন্ত অনুসরণ করার পরই দম ফুরিয়ে হাপিয়ে উঠলো সে। তার বুকটা ব্যথা করতে লাগলো। বাধ্য করলো জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে। তার কাছে মনে হচ্ছে কেউ বুঝি তার বুকে চাক্কু বসিয়ে দিয়েছে।

যন্ত্রণার চোটে দাঁতে দাঁত চেপে রইলো সে, জোর করে ফ্লোরেন্সের পথঘাট দিয়ে চলতে থাকা ল্যাংডন আর সিয়েনার পিছু পিছু চলতে লাগলো।

অধ্যায় ৫০

সকালের সূর্যটা অবশেষে উদয় হলো এখন, পুরনো ফ্লোরেন্সের ভবনগুলোর মাঝ দিয়ে সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে যাওয়া সঙ্কীর্ণ খালগুলোতে দীর্ঘ ছায়া পড়লো। দোকানদাররা নিজেদের দোকানের দরজা-গ্রিল খুলতে শুরু করেছে। সাকালের টাটকা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে এসপ্রেসো কফি আর করনেত্তি ভাঁজার সুগন্ধ।

প্রচণ্ড খিদে থাকা সত্ত্বেও ল্যাংডন হাটতে লাগলো। *আমাকে মুখোশটি খুঁজে বের করতে হবে...দেখতে হবে ওটার পেছনে কি লুকানো আছে।*

ভিয়া দেই লিওনি দিয়ে এগিয়ে যাবার সময় ল্যাংডন সিয়েনার দিকে তাকালো। টেকোমাথার মেয়েটিকে তার একদম অচেনা লাগছে। পিয়াজ্জা দেল দুমো'র দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তারা–ওখানকার স্কয়ারেই ইগনাজিও বুসোনিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। মারা যাবার আগে একটা ফোনকল করে গেছিলেন তিনি।

রবার্ট, ইগনাজিও কোনোমতে বলতে পেরেছিলেন দম ফুরিয়ে। *তুমি যা খুঁজছো সেটা নিরাপদে লুকিয়ে রাখা আছে। দরজাটা তোমার জন্য খোলাই আছে, তবে খুব দ্রুত করতে হবে। প্যারাডাইস পঁচিশ। ঈশ্বর তোমার সহায় হন।*

প্যারাডাইস পঁচিশ, ল্যাংডন আপন বললো, এখনও বুঝতে পারছে না ইগনাজিও বুসোনি দান্তের টেক্সটের নির্দিষ্ট একটি ক্যান্টোর রেফারেন্স দিয়ে যাবেন ওরকম একটি মুহূর্তে। এই ক্যান্টোটি হয়তো বুসোনির কাছে কোনো কারণে বেশ স্মরণীয়। সেটা যাইহোক, মহাকাব্যটির কপি হাতে পেলে ল্যাংডন খুঁজে বের করতে পারবে।

কাঁধ অবধি ঝুলে থাকা উইগটি এখন চুলকানির সৃষ্টি করছে। এই ছদ্মবেশটি তার কাছে হাস্যকর মনে হলেও স্বীকার করতেই হবে, সিয়েনার বুদ্ধিটা বেশ ভালোই কাজে দিচ্ছে। কেউ তাদের দিকে দ্বিতীয়বারের জন্য ফিরে তাকাচ্ছে না, এমনকি পালাজ্জো ভেচ্চিও থেকে চলে আসার সময় পথেঘাটে যেসব টহল পুলিশ ছিলো তারাও।

কয়েক মিনিট ধরে পাশাপাশি চুপচাপ হেটে যাচ্ছে সিয়েনা, ল্যাংডন তার দিকে তাকিয়ে দেখলো মেয়েটা ঠিক আছে কিনা। মনে হচ্ছে তার চিন্তাভাবনা দূরে কোথাও হারিয়ে গেছে। সম্ভবত একটু আগে যে মেয়েটিকে খুন করেছে

সেটা নিয়েই ভেবে যাচ্ছে সে। পুরো ব্যাপরটা মেনে নেবার চেষ্টা করছে হয়তো।

"কি ভাবছো?," আস্তে করে বললো ল্যাংডন। আশা করলো মেয়েটিকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনতে পারবে।

উদাসীন ভাব থেকে নিজেকে বের করে আনলো সিয়েনা। "আমি জোবরিস্টের কথা ভাবছিলাম," শান্তকণ্ঠে বললো সে। "তার সম্পর্কে আর কিছু জানি কিনা স্মরণ করার চেষ্টা করছি।"

"সেটা কি রকম?"

কাঁধ তুললো। "কয়েক বছর আগে সে একটি বিতর্কিত প্রবন্ধ লিখেছিলো, সেটাই কেবল মনে আছে। ওটা আমাকে বেশ নাড়িয়ে দিয়েছিলো বলতে পারো। চিকিৎসাবিজ্ঞানের দুনিয়ায় ওটা ছড়িয়ে পড়েছিলো ভাইরাসের মতো।" ভুরু কুচকালো মেয়েটি। "বাজে শব্দ ব্যবহার করার জন্য দুঃখিত।"

মুচকি হাসি দিলো ল্যাংডন। "সমস্যা নেই, বলে যাও।"

"সে তার প্রবন্ধে ঘোষণা দিয়েছিলো মানবজাতি বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। পৃথিবীর জনসংখ্যা যদি কোনো দৈবদুর্বিপাকে দ্রুত এবং ব্যাপকহারে হ্রাস না পায় তাহলে আমাদের প্রজাতি পরবর্তী একশ' বছরও টিকে থাকতে পারবে না।"

ল্যাংডন মেয়েটির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। "মাত্র একশ' বছর?"

"থিসিসটা একেবারেই নৈরাশ্যবাদী ছিলো। আগের হিসেবের চেয়ে আনুমাণিক সময়কালটি আরো কমিয়ে দেখানো হয়, তবে এর সপক্ষে বেশ জোড়ালো বৈজ্ঞানিক তথ্য-উপাত্ত দেয়া হয়েছিলো। তার একটি মন্তব্যের কারণে চিকিৎসকেরা দারুণ ক্ষেপে যায়। সে বলেছিলো দুনিয়ার সব ডাক্তারের উচিত প্র্যাকটিস বন্ধ করে দেয়া, কারণ মানুষের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পেলে সেটা মানবজাতির জন্য ভয়াবহ পরিণাম বয়ে আনবে।"

ল্যাংডন এবার বুঝতে পারলো জোবরিস্টের প্রবন্ধটি কেন চিকিৎসক সমাজে ব্যাপক আলোড়ন তুলেছিলো।

"স্বাভাবিকভাবেই," সিয়েনা বলতে লাগলো, "চতুর্দিক থেকে–রাজনীতিক, যাজক, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা–প্রায় সব গোষ্ঠীর কাছ থেকেই আক্রমণের শিকার হয় জোবরিস্ট। সবাই তাকে মহাপ্রলয়ের এক উন্মাদবক্তা হিসেবে চিত্রিত করে, যে কিনা মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে। তারা তাকে আক্রমণ করার জন্য তার প্রবন্ধের একটি বক্তব্যকে বেছে নেয় যেখানে জোবরিস্ট বলেছিলো, আজকের যুবসমাজ যদি বংশবৃদ্ধি করতে শুরু করে তাহলে আক্ষরিক অর্থে তারা মানবপ্রজাতির বিলুপ্তি অবলোকন করবে। জোবরিস্ট তার বক্তব্যকে 'ডুমসডে ক্লক' নামে অভিহিত করে। এতে সে দেখায় এ বিশ্বের সমগ্র

জনসংখ্যাকে যদি এক ঘণ্টার মধ্যে কম্প্রেসড করা হয়...তাহলে আমরা এর শেষ সেকেন্ডে অবস্থান করছি।"

"আমি আসলে সেই ঘড়িটা অনলাইনে দেখেছি," বললো ল্যাংডন।

"হ্যা, সেটার জন্যই বেশ শোরগোল হয়েছে। তবে জোবরিস্টের বিরুদ্ধে সবাই ক্ষেপে ওঠে যখন সে ঘোষণা দেয়, এক ধরণের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দিকে সে অগ্রসর হচ্ছে যার মূল লক্ষ্য মানবজাতিকে রোগব্যধি থেকে রক্ষা করা নয় বরং সেগুলো *সৃষ্টি* করা।"

"কি?!"

"হ্যা, সে যুক্তি দিয়ে বলেছিলো তার টেকনোলজি ব্যবহার করে এমন ধরণের হাইব্রিড রোগ তৈরি করা হবে যার ফলে জনসংখ্যা দ্রুত কমে আসবে। আমাদের আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান এসব রোগের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকরি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবে না।"

ল্যাংডনের ভেতরে এক ধরণের ভীতি জেঁকে বসলো, মনের পর্দায় ভেসে উঠলো অদ্ভুত এক হাইব্রিড 'ডিজাইনার ভাইরাসের' ছবি। ওগুলো একবার ছড়িয়ে দিলে থামানোর কোনো উপায় থাকবে না।

"এরপর থেকে," বললো সিয়েনা, "জোবরিস্ট চিকিৎসাবিজ্ঞানের দুনিয়ার হাতে কেবল তুলোধুনাই হলো না, তাকে পুরোপুরি একঘরে করে ফেলা হলো। সে হয়ে উঠলো একজন ঘৃণিত ব্যক্তি।" একটু থামলো মেয়েটি, তার চোখেমুখে ফুটে উঠেছে সহমর্মিতা। "আমার ধারণা একারণেই সে আত্মহত্যা করেছে। দুঃখের ব্যাপার হলো তার থিসিসটা সম্ভবত সঠিক।"

ল্যাংডন যারপরনাই বিস্মিত হলো। "কী বললে–তুমি মনে করো তার কথা *সত্যি?!*"

আল্‌তো করে কাঁধ তুললো সিয়েনা। "রবার্ট, বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কথা বললে–শুধু যুক্তি, কোনো আবেগ দিয়ে নয়–আমিও মনে করি, বড়সড় কোনো পরিবর্তন না হলে পৃথিবী থেকে মানুষ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর সেই সময়টা দ্রুত এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। আগুন, সালফার, মহাদূর্যোগ অথবা পারমাণবিক যুদ্ধ নয়...সব কিছু শেষ হয়ে যাবে এই গ্রহের জনসংখ্যার ভারে। এই গাণিতিক হিসেবটি একেবারেই তর্কাতীত।"

আড়ষ্ট হয়ে গেলো ল্যাংডন।

"বায়োলজির উপর আমার বেশ ভালোই পড়াশোনা আছে," বললো সে। "কোনো প্রজাতির সংখ্যা তার পরিবেশের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে বিলুপ্ত হয়ে যায়–এটা একেবারেই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। গভীর অরণ্যে একটি ছোটোখাটো পুকুরের কথা ভাবো, সেই পুকুরের পানির উপর ভেসে আছে

শৈবাল, ওখানে ওরা ভালোমতোই টিকে আছে। পর্যাপ্ত পুষ্টি সংগ্রহ করতে পারছে, কিন্তু অনিয়ন্ত্রিতভাবে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে পুকুরের উপরিভাগ ছেয়ে গেলো, সূর্যের আলো বাধাগ্রস্ত হলো তাদের কারণে, ফলে পুকুরের পানিতে তদের জন্য যে পুষ্টির জন্ম হতো সেটাও হ্রাস পেতে শুরু করলো। প্রয়োজনীয় পুষ্টি খুব দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাবে তখন, ফলে ব্যাপকহারে শৈবাল মরে যেতে শুরু করবে। এক সময় পুরোপুরি বিলুপ্ত যাবে তারা।"

গভীর হতাশায় ডুবে গেলো ল্যাংডন। "কিন্তু...এটা তো মনে হয় অসম্ভব।"

"মোটেও অসম্ভব নয়, রবার্ট। বলতে পারো *অচিন্তনীয়।* মানুষের ভেতরে একটি আদিম ইগো ডিফেন্স মেকানিজম রয়েছে, তার মস্তিষ্ক বাস্তবতার যে চাপগুলো সহ্য করতে পারে না তার সবগুলোকে বিতারণ করে দেয়। এটাকে বলে *অস্বীকৃতি।*"

"আমিও এটার কথা শুনেছি," হাসিমুখেই বললো ল্যাংডন। "তবে আমি বিশ্বাস করি এটার অস্তিত্ব নেই।"

বিস্ফারিত চোখে তাকালো সিয়েনা। "তোমার কথাটা সত্যি হলে ভালোই হতো কিন্তু বিশ্বাস করো, কথাটা একদম সত্যি। অস্বীকৃতি হলো মানুষের একটি কোপিং মেকানিজম। এটা না থাকলে আমরা প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মরে যাবার হাজারটা সম্ভাবনার কথা ভেবে যারপরনাই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়তাম। কিন্তু আমাদের মন প্রবল চাপ তৈরি করতে পারে এরকম অস্তিত্বশীল ভীতিগুলোকে ব্লক করে রাখে। আর যেসব চাপ আমরা সহ্য করতে পারি সেগুলোর দিকে মনোনিবেশ করতে সাহায্য করে–যেমন সময়মতো কাজে যাওয়া কিংবা ট্যাক্স পরিশোধ করা।"

সাম্প্রতিক সময়ের একটি ওয়েব-ট্র্যাকিং স্টাডির কথা মনে পড়ে গেলো ল্যাংডনের। আইভি লিগের কিছু ছাত্রছাত্রির উপর চালানো এই জরিপে দেখা গেছে, খুবই উচ্চমানের বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজেও কিছু কিছু জিনিস দেখামাত্র অস্বীকৃতি প্রবণতা কাজ করে। গবেষণা মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রি মেরু অঞ্চলের বরফের গলন কিংবা কোনো প্রজাতির বিলুপ্তির সংবাদ-আর্টিকেলে ক্লিক করামাত্রই দ্রুত সেখান থেকে বের হয়ে যায়। তাৎক্ষণিক এই হতাশা থেকে মুক্তি পাবার জন্য তারা নিজেদের প্রিয় বিষয়গুলো বেছে নেয়, যেমন, খেলাধুলার সংবাদ, মজাদার হাসির কোনো ভিডিও কিংবা সেলিব্রেটিদের গসিপ।

"প্রাচীন মিথোলজিতে বলা আছে," ল্যাংডন বলতে লাগলো, "অস্বীকৃতির মধ্যেই একজন বীরের অহংকার আর উন্নাসিকতা প্রকাশ পায়। যে লোক বিশ্বাস করে এ দুনিয়ার বিপদ-আপদ তাকে স্পর্শ করতে পারবে না তারচেয়ে বড়

অহংকারী আর নেই। দান্তে পরিস্কারভাবে এই অহংকারকে শুধু নিন্দাই করেন নি বরং এটিকে সাতটি মহাপাপ-এর মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য পাপ বলে অভিহিত করেছেন...অহংকারী ব্যক্তিকে *ইনফার্নোর* সবচেয়ে শেষ চক্রে শাস্তি দেয়ার কথা বলেছেন তিনি।"

কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে সিয়েনা বলতে আরম্ভ করলো। "জোবরিস্ট তার প্রবন্ধে অনেক বিশ্বমোড়লকে বাস্তবতা অস্বীকার করার দায়ে অভিযুক্ত করেছে...নিজেদের মাথা বালিতে ঢুকিয়ে রেখেছে তারা। বিশেষ করে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাকে বেশি সমালোচনা করেছে সে।"

"বাজি ধরে বলতে পারি ওটা সে ভালোমতোই করেছে।"

"এর প্রতিক্রিয়ায় তারা তাকে ঐসব ধর্মীয় উন্মাদের সাথে তুলনা করেছে যারা 'কেয়ামত ঘনিয়ে আসছে' প্ল্যাকার্ড হাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে।"

"আমাদের হারভার্ড স্কয়ারেও এরকম বেশ কয়েকজনকে দেখতে পাবে তুমি।"

"হ্যা, আর আমরা তাদের কাউকেই পাত্তা দেই না কারণ এটা যে ঘটবে সে-কথা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তবে আমার কথা বিশ্বাস করো, মানুষ যেটা কল্পনা করতে পারে না সেটা যে আদৌ ঘটবে না তা কিন্তু নয়।"

"তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি জোবরিস্টের একজন ভক্ত।"

"আমি *সত্যের* ভক্ত," জোর দিয়ে বললো সে। "এমনকি সেটা মেনে নিতে যতো কষ্টই হোক না কেন।"

চুপ মেরে গেলো ল্যাংডন, আবারো সিয়েনার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন আর অনেক দূরের বলে মনে হলো। মেয়েটির আকাঙ্খা আর বিচ্ছিন্নতার উদ্ভট সংমিশ্রণটিকে বোঝার চেষ্টা করলো সে।

তার দিকে তাকালো সিয়েনা, এখন তার মুখ কিছুটা নরম হয়ে এসেছে। "রবার্ট, আমি কিন্তু বলছি না জোবরিস্ট যেভাবে প্লেগের সাহায্যে এ বিশ্বের অর্ধেক জনসংখ্যা কমিয়ে দেবার কথা বলছে সেটা সঠিক। আমি এও বলছি না রোগ-ব্যাধির নিরাময় বন্ধ করে দেয়া উচিত। আমি বলতে চাচ্ছি, বর্তমানে আমরা যেভাবে চলছি সেটা নির্ঘাত ধ্বংস ডেকে আনার একটি ফর্মুলা ছাড়া আর কিছু না। সীমাবদ্ধ সম্পদ আর স্থানের মধ্যে আমরা বসবাস করি, অথচ আমাদের এ গ্রহের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে জ্যামিতিক হারে। শেষ সময়টি খুব দ্রুত এগিয়ে আসবে। ব্যাপারটা এমন হবে না যে, আমাদের গাড়ির গ্যাস আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাচ্ছে...বরং আমাদের গাড়ি আচমকা পাহাড়ের খাদে পড়ে যাবে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো ল্যাংডন। এইমাত্র যে কথাগুলো শুনেছে সেগুলো হজম

করার চেষ্টা করছে সে।

"আমরা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছি," আস্তে করে উপরের ডান দিকে আঙুল তুলে দেখালো। "আমি নিশ্চিত, জোবরিস্ট ওখান থেকেই লাফ দিয়েছে।"

উপরের ডান দিকে তাকিয়ে ল্যাংডন দেখতে পেলো তারা এইমাত্র বারগেল্লো জাদুঘরটি অতিক্রম করছে। ওটার পেছনেই আছে বাদিয়া টাওয়ার, আশেপাশের ভবনগুলো ছাপিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সেটি। টাওয়ারের শীর্ষে তাকালো সে, ভাবলো জোবরিস্ট কেন এখান থেকে লাফ দিলো। কারণ কি, সে খুবই ভয়ঙ্কর কিছু একটা করে ফেলেছিলো? নাকি আসন্ন সঙ্কটটি মোকাবেলা করতে চায় নি।

"জোবরিস্টের সমালোচকেরা তার মধ্যে স্ববিরোধীতা খুঁজে পেয়েছিলো," বললো সিয়েনা। "কেননা, এই লোকটি তার জীবনকালে অসংখ্য জেনেটিক টেকনোলজি ডেভেলপ করেছিলো যার ফলে বর্তমানে মানুষের আয়ুষ্কাল নাটকীয়ভাবে বেড়ে যাবার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।"

"প্রকারান্তরে যা কিনা জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাকেই আরো জটিল করে তুলবে।"

"ঠিক। জোবরিস্ট একবার বলেছিলো, পারলে সে দৈত্যটাকে আবারো বোতলে ঢুকিয়ে ফেলতো, মানুষের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির উপরে করা নিজের সমস্ত কাজগুলো মুছে ফেলতো নির্দ্বিধায়। আমার মনে হয় আদর্শগত দিক থেকে এটা বেশ যৌক্তিকই। যতো বেশি দিন আমরা বাঁচবো ততো বেশি সম্পদ ব্যয় হবে আমাদের পেছনে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ল্যাংডন। "আমি পড়েছিলাম, মার্কিন সরকারের স্বাস্থ্যখাতের মোট বরাদ্দের ষাট শতাংশই ব্যয় হয় মরণাপন্ন রোগীদের শেষ ছয়মাসের চিকিৎসাবাবদ।"

"কথাটা সত্যি। আমাদের মস্তিষ্ক যেখানে বলছে 'এটা পাগলামি ছাড়া আর কিছু না,' সেখানে আমাদের হৃদয় বলছে, 'দাদিকে যতোদিন সম্ভব বাঁচিয়ে রাখতে হবে।' "

আবারো সায় দিলো ল্যাংডন। "এটা অ্যাপোলো আর ডায়োনিসাসের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব-মিথোলজির বিখ্যাত সঙ্কট। মস্তিষ্ক আর হৃদয়ের চিরন্তন যুদ্ধ। খুব কম সময়ই তারা একই জিনিস দাবি করে।"

ল্যাংডন শুনেছে এই মিথোলজিক্যাল রেফারেন্সটি নাকি এখন এএ মিটিংয়ে ব্যবহৃত হয়ে থাকে ঐসব অ্যালকোহলিকদের বর্ণনা করতে যাদের মস্তিষ্ক একগ্লাস মদের দিকে তাকিয়ে থাকার সময় বলে এটা তার জন্য খারাপ হবে কিন্তু তাদের মন বলে এটা পান করলে বেশ ভালোই লাগবে। মেসেজটি হলো : তুমি

একা নও–এমনকি দেবতারাও স্ববিরোধী হয়।

"হু নিড্‌স আগাথুসিয়া?" আচমকা ফিসফিসিয়ে বললো সিয়েনা।

"কী বললে?"

তার দিকে তাকালো মেয়েটি। "জোবরিস্টের প্রবন্ধটির নাম আমার মনে পড়েছে। ওটা ছিলো : 'হু নিড্‌স আগাথুসিয়া?' "

ল্যাংডন কখনও *আগাথুসিয়া* নামটি শোনে নি, তবে তার মনে হলো শব্দটির উৎস গ্রিক–*আগাথোস* এবং *থুসিয়া।* তাই আন্দাজ করে বললো, "আগাথুসিয়া...মানে কি 'কল্যাণকর আত্মত্যাগ'?"

"অনেকটা সেরকমই। এর আসল মানে হলো 'সবার মঙ্গলের জন্য আত্মত্যাগ করা।' " একটু থামলো সে। "এটাকে অনেকে পরার্থে আত্মত্যাগও বলে থাকে।"

এই পদবাচ্যটি ল্যাংডন অবশ্য শুনেছে–একবার এক দেউলিয়া হয়ে যাওয়া বাবার খবরে, যে নিজের পরিবারের মঙ্গলের কথা ভেবে আত্মহত্যা করেছিলো যাতে করে তার সন্তানেরা ইন্সুরেন্সের টাকা সংগ্রহ করতে পারে, আর দ্বিতীয় ঘটনাটি ছিলো এক সিরিয়াল কিলারের, খুন করার নেশা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না বলে আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয় সে।

ল্যাংডনের মনে পড়লো, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর উদাহরণটি ছিলো ১৯৬৭ সালের একটি উপন্যাস *লোগান'স রান*-এ। ঐ উপন্যাসে এমন একটি ভবিষ্যৎ-সমাজ দেখানো হয়েছিলো যেখানে সবাই হাসিমুখে মাত্র একুশ বছর বয়সে আত্মহত্যা করে থাকে–যাতে করে এ গ্রহের সীমিত সম্পদের উপর চাপ না পড়ে, এবং যৌবনের পুরোটা সময় ভালোমতো উপভোগ করা যায়। এই উপন্যাসটি নিয়ে হলিউড চলচ্চিত্র নির্মাণ করার সময় অবশ্য বয়সের সীমা একুশ থেকে বাড়িয়ে ত্রিশ করে দিয়েছিলো। এর কারণ ছিলো পুরোপুরি ব্যবসায়িক–আঠারো থেকে পঁচিশ বছর বয়সিদের দর্শক হিসেবে পাওয়ার প্রত্যাশা।

"জোবরিস্টের প্রবন্ধটি..." বললো ল্যাংডন। "...মানে আমি ওটার শিরোনামটির অর্থ বুঝতে পারছি না। 'কার দরকার আগাথুসিয়া?' সে কি ব্যঙ্গ করে এটা বলেছিলো? মানে বলতে চেয়েছিলো, কার দরকার পরার্থে আত্মহত্যা...আমাদের সবার দরকার?"

"ঠিক তা নয়, শিরোনামটি আসলে একটি শব্দের খেলা।"

মাথা ঝাঁকালো ল্যাংডন। বুঝতে পারছে না।

"হু নিড্‌স সুইসাইড–এখানে 'হু' মানে *W-H-O*–ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন–বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা। নিজের প্রবন্ধে জোবরিস্ট WHO-এর ডিরেক্টর এলিজাবেথ সিনস্কির বিষোদগার করেছে–সে ওখানে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত

আছে। জোবরিস্টের মতে ডিরেক্টর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে নেয় নি। প্রবন্ধে সে বলেছে, ডিরেক্টর সিনস্কি আত্মহত্যা করলেই WHO-র জন্য মঙ্গল হবে।"

"বেশ সহমর্মি একজন লোক।"

"এই হলো জিনিয়াস হবার বিপদ। অনেকক্ষেত্রেই এরকম স্পেশাল মস্তিষ্ক, যারা অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি গভীর চিন্তা করতে পারে তারা আবেগের বেলায়ও অনেক বেশি তীব্রতা আর পরিপক্কতা দেখিয়ে থাকে।"

অল্পবয়সি সিয়েনার উপর লেখা আর্টিকেলগুলোর কথা ভাবলো ল্যাংডন। একজন প্রোডিজি হিসেবে শৈশবেই তার আইকিউ ছিলো ২০৮। ল্যাংডন আরো ভাবলো, জোবরিস্টের ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে মেয়েটি হয়তো নিজের সম্পর্কেও বলে ফেলছে কিনা। তার মাথায় আরো ভাবনা খেলে গেলো, এই মেয়েটি আর কতোক্ষণ নিজের কথা গোপন রাখবে।

সামনে এমন একটি ল্যান্ডমার্ক দেখতে পেলো যেটা ল্যাংডন খুঁজে বেড়াচ্ছিলো। ভায়া দেই লিওনি পার হবার পর মেয়েটাকে নিয়ে সে অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ রাস্তায় ঢুকে পড়লো–রাস্তা না বলে এটাকে গলি বলাই ভালো। মাথার উপরে যে সাইন আছে সেটা বলছে : ভায়া দান্তে অলিঘিয়েরি।

"তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্কের ব্যাপারে তুমি অনেক কিছুই জানো," বললো ল্যাংডন। "মেডিকেল কলেজে কি তুমি এই বিষয়টা নিয়েই পড়েছিলে?"

"না, তবে খুব ছোটোবেলায় আমি এটার উপরে অনেক পড়াশোনা করেছি। ব্রেইন সায়েন্সের উপরে আমার আগ্রহ বেশি থাকার কারণ...আমার কিছু শারিরীক সমস্যা ছিলো।"

কৌতুহলী চোখে তাকালো ল্যাংডন, আশা করলো মেয়েটি আরো কিছু বলবে।

"আমার মস্তিষ্ক..." আস্তে করে বললো সে। "সাধারণ বাচ্চাদের তুলনায় একটু অন্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিলো...এরফলে কিছু সমস্যা তৈরি হয়। অনেক সময় ধরে আমি বোঝার চেষ্টা করেছি আমার সমস্যাটা কি। সে কারণে নিওরোসায়েন্সের ব্যাপারে অনেক কিছু জেনে যাই আমি।" ল্যাংডনের চোখের দিকে তাকালো এবার। "আর আমার টেকো মাথার কারণটাও ওটার সাথেই সম্পর্কিত।"

চোখ সরিয়ে নিলো ল্যাংডন, জিজ্ঞেস করতে কুণ্ঠিত হলো সে।

"এ নিয়ে অতো ভাবার কিছু নেই," বললো সিয়েনা। "এসবের সাথে মানিয়ে নিয়েই আমি বেঁচে আছি।"

গলির ছায়ায় ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্য দিয়ে যাবার সময় জোবরিস্ট এবং তার ভয়ঙ্কর দর্শন সম্পর্কে এতোক্ষণ যা শুনেছে তা বিবেচনা করে দেখলো ল্যাংডন। বার বার একটা প্রশ্নই তার মধ্যে ঘুরেফিরে আসছে। "এই যে সৈনিকের দল," ল্যাংডন বলতে শুরু করলো। "যারা আমাদেরকে হত্যা করার চেষ্টা করছে, তারা কারা? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। জোবরিস্ট যদি প্লেগের জীবাণু ছড়িয়ে দেয় তাহলে কি আমরা সবাই এটা থামানোর জন্য কাজ করবো না?"

"সবাই এমনটা করবে তা ভাবার কোনো কারণ নেই। চিকিৎসক সম্প্রদায় থেকে জোবরিস্ট হয়তো সমাজচ্যুত ছিলো কিন্তু তার দর্শনের প্রতি অন্ধসমর্থকের অভাব নেই–যারা তার মতোই বিশ্বাস করে এই গ্রহকে বাঁচাতে হলে একটু নির্মম পথ বেছে নিতে হবে। আমরা জানি, এইসব সৈন্যরা চেষ্টা করে যাচ্ছে যাতে করে জোবরিস্টের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়।"

জোবরিস্টের নিজস্ব অনুগামী বাহিনী আছে? সম্ভাবনাটি বিবেচনা করে দেখলো ল্যাংডন। ইতিহাসে অবশ্য এরকম অনেক নজির দেখা যায়–ক্ষ্যাপাটে আর ধর্মান্ধরা নিজেদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় পাগলামিপূর্ণ বিশ্বাসের জন্য–তারা বিশ্বাস করে তাদের নেতা একজন ত্রাণকর্তা। বিশ্বাস করে তাদের জন্য একটি স্পেসশিপ অপেক্ষা করছে চাঁদের পেছনে। বিশ্বাস করে কেয়ামত সমাগত। অবশ্য জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণের এই বিশ্বাসটি ধর্মীয় কিংবা গোড়ামির মধ্যে নয়, প্রোথিত আছে বিজ্ঞানের মধ্যে। তারপরও ল্যাংডনের মনে হচ্ছে এইসব সৈনিকেরা সঠিক পথে নেই।

"আমি বিশ্বাস করতে পারছি না একদল প্রশিক্ষিত সৈন্য জেনেবুঝে নিরীহ লোকজনকে হত্যা করতে নেমেছে...তারা জানে নিজেরাও আক্রান্ত হতে পারে, মারা যেতে পারে।"

বুঝতে না পেরে তার দিকে তাকালো সিয়েনা। "রবার্ট, সৈন্যরা যখন যুদ্ধে যায় তখন তারা কি করে? তারা তখন নিরীহ লোকজনকে হত্যা করে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। মানুষ কোনো মতবাদে বিশ্বাসী হলে তার পক্ষে যেকোনো কিছু করা সম্ভব।"

"মতবাদ? প্লেগের জীবাণু ছড়িয়ে দেয়াটা মতবাদ?"

তার দিকে তাকালো সিয়েনা। তার বাদামী চোখ দুটো যেনো খতিয়ে দেখছে। "প্লেগের জীবাণু ছড়িয়ে দেয়াটা কিন্তু মতবাদ নয়...মতবাদটি হলো এ পৃথিবীকে রক্ষা করা।" থেমে গেলো সে। "বারট্রান্ড জোবরিস্টের প্রবন্ধে একটি হাইপোথেটিক্যাল প্রশ্ন ছিলো, এটা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। আমি চাই তুমি এটার জবাব দেবে।"

"প্রশ্নটা কি?"

“জোবরিস্ট বলেছে : তোমার সামনে যদি একটা সুইচ দেয়া হয় যেটা টিপলে এ পৃথিবীর অর্ধেক মানুষ মারা যাবে, তাহলে কি তুমি সেটা টিপবে?”

“অবশ্যই না।”

“ঠিক আছে। কিন্তু তোমাকে যদি বলা হয় সুইচটা না টিপলে আগামী একশ' বছরের মধ্যে গোটা মানবজাতি বিলুপ্ত হয়ে যাবে?” থামলো সে। “তখন কি করবে তুমি? এরজন্য যদি তোমাকে বন্ধুবান্ধব, পরিবার-পরিজন এমনকি আত্মহত্যাও করতে হয় তাহলে?”

“সিয়েনা, আমি এরকম–”

“এটা কিন্তু হাইপোথেটিক্যাল প্রশ্ন,” বললো সে। “তুমি কি মানবজাতিকে রক্ষা করার জন্য অর্ধেক জনসংখ্যা নির্মূল করবে?”

এই অপ্রীতিকর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ল্যাংডন যারপরনাই বিব্রত আর বিপর্যস্ত বোধ করছে, তারপরও সামনের একটি পাথরের ভবনের পাশে লাল রঙের ব্যানার দেখে কৃতজ্ঞ বোধ করলো মনে মনে।

“দেখো,” সামনের দিকে দেখালো সে। “আমরা এসে গেছি।”

মাথা ঝাঁকালো সিয়েনা। “যেমনটি বলেছিলাম। *অস্বীকৃতি।*”

অধ্যায় ৫১

কাসা দি দান্তে অবস্থিত ভায়া সান্তা মার্গারিতায়। গলির শেষমাথায় পাথরের ভবনের পাশ দিয়ে ঝুলে থাকা বিশাল ব্যানারে মিউজিও কাসা দি দান্তে দেখে খুব সহজেই এটা চেনা যায়।

ব্যানারের দিকে অনিশ্চয়তার সাথে তাকালো সিয়েনা। "আমরা দান্তের বাড়িতে যাচ্ছি?"

"ঠিক তা নয়," বললো ল্যাংডন। "দান্তে থাকতেন আশেপাশেই। এটাকে বলতে পারো দান্তের জাদুঘর।" এর আগে এখানে একবার এসেছিলো সে। তার ধারণা ছিলো ভেতরে অসংখ্য পেইন্টিং দেখতে পাবে কিন্তু দেখা গেলো সারাবিশ্বে দান্তে সম্পর্কিত অসংখ্য শিল্পকর্মের কপি ছাড়া আর কিছু নেই। তারপরও একই ছাদের নীচে এসব ছবি একসাথে দেখাটাও কম বড় পাওয়া ছিলো না।

হঠাৎ করেই সিয়েনাকে মনে হলো খুব আশাবাদী। "তুমি মনে করছো ওরা ওখানে *দ্য ডিভাইন কমেডি*'র কপি ডিসপ্লে করছে?"

মুচকি হাসি হাসলো ল্যাংডন। "না, তবে আমি জানি ওখানে একটা গিফটশপ আছে, ওরা বড় বড় পোস্টারের সাথে দান্তের *ডিভাইন কমেডি*'ও বিক্রি করে, যদিও সেগুলো খুব ছোটো সাইজের। মাইক্রোস্কোপ দিয়ে পড়তে হবে।"

আৎকে ওঠার মতো অভিব্যক্তি দিলো মেয়েটি।

"জানি জানি। কিন্তু না থাকার চেয়ে এটা অনেক ভালো। সমস্যা হলো আমার চোখের পাওয়ার কমে গেছে। সুতরাং তুমি ওটা পড়বে।"

"*এ কুইসা,*" তাদেরকে দরজার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে এক বৃদ্ধলোক ডাক দিলো। "*এ ইল গিওর্নো দি রিপোসো।*"

সাবাথের জন্য বন্ধ? হঠাৎ করেই ল্যাংডনের মনে হলো একটা ঘোরের মধ্যে পড়ে গেছে। সিয়েনার দিকে তাকালো সে। "আজ কি সোমবার না?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। "ফ্লোরেন্তাইনরা সোমবারেই ছুটি কাটায়।"

ওহ্, হঠাৎ করেই ল্যাংডনের মনে পড়ে গেলো অন্য সব শহরের মতো এ শহরের ছুটির দিন শনি-রবিবার নয়, সোমবারে। কারণ পর্যটকের দল সপ্তাহান্তে দলে দলে ভীড় করে এখানে। সেজন্যে ফ্লোরেন্তাইন ব্যবসায়িরা খৃস্ট্রিয় 'বিশ্রামের দিন' রবিবার থেকে সরিয়ে সোমবারে নিয়ে গেছে।

বুঝতে পারলো ল্যাংডন, এরফলে তার অন্য অপশনটিও বাতিল হয়ে গেলো : পেপারব্যাক এক্সচেঞ্জ—ফ্লোরেন্সে তার প্রিয় বইয়ের দোকান। ওখানে নির্ঘাত *দ্য ডিভাইন কমেডি*'র কোনো কপি থাকতো।

"আর কোনো আইডিয়া?" সিয়েনা বললো।

কয়েক মুহূর্ত ভেবে মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। "রাস্তার মোড়ে একটা জায়গা আছে, ওখানে দান্তেপ্রেমীরা জড়ো হয়। বাজি ধরে বলতে পারি তাদের কারোর কাছ থেকে এক কপি বই ধার করতে পারবো।"

"ওটাও সম্ভবত বন্ধ আছে," সিয়েনা জোর দিয়ে বললো। "এ শহরের প্রায় সবকিছুই সোমবার বন্ধ থাকে।"

"ঐ জায়গাটা বন্ধ রাখার সাহস কারোর নেই," হেসে বললো প্রফেসর। "ওটা একটা চার্চ।"

তাদের থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে, লোকজনের ভীড়ের মধ্য দিয়ে গায়ে লালচে ফোস্কা পড়া লোকটি তাদেরকে দেখছে দেয়ালে হেলান দিয়ে। একটু দম নেবার সুযোগ পেয়েছে সে। তার শ্বাসপ্রশ্বাস খারাপের দিকেই যাচ্ছে, আর মুখের লালচে ফোস্কাগুলো এড়িয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব, বিশেষ করে চোখের উপরে নাজুক চামড়ার দাগগুলো। চশমাটা খুলে জামার হাতা দিয়ে চোখ দুটো ডলে নিলো সাবধানে যাতে করে লালচে ফোস্কাগুলো গলে না যায়। চশমাটা আবার চোখে দিতেই দেখতে পেলো তার শিকার চলতে শুরু করেছে। জোর করে আবার তাদেরকে অনুসরণ করতে শুরু করলো সে। চেষ্টা করলো যতোদূর সম্ভব আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস নিতে।

ল্যাংডন আর সিয়েনা থেকে কয়েক ব্লক দূরে হল অব দি ফাইভ হান্ড্রেডের ভেতরে এজেন্ট ব্রুডার দাঁড়িয়ে আছে স্পাইক-চুলের মেয়েটির নিথর দেহের সামনে। হাটু গেঁড়ে মেয়েটার হাত থেকে পিস্তলটা নিয়ে নিলো সে, তার এক লোকের কাছে দেবার আগে ওটার সেফটি ক্লিপটা লক করে দিতে ভুল করলো না।

জাদুঘরের গর্ভবতী অ্যাডমিনিস্ট্রেটর মার্তা আলভারেজ একপাশে দাঁড়িয়ে দেখছে। একটু আগে গতরাত থেকে আজ সকাল পর্যন্ত রবার্ট ল্যাংডন সম্পর্কে যা জানে সব বলেছে ব্রুডারকে...এরমধ্যে চমকে যাবার মতো ছোট্ট একটি তথ্য দিতেও ভুল করে নি। আর কথাটা ব্রুডারকে ভীষণ ভাবিয়ে তুলেছে।

ল্যাংডন দাবি করেছে তার স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েছে।

ফোনটা হাতে নিয়ে ডায়াল করলো ব্রুডার। তিনবার রিং হতেই অন্যপ্রান্তে কলটা রিসিভ করলো তার বস। ভদ্রলোকের কণ্ঠ কেমনজানি শোনালো।

"হ্যা, বলো এজেন্ট ব্রুডার?"

বেশ আস্তে ধীরে বললো ব্রুডার যেনো তার প্রতিটি কথা বোধগম্য হয়। "আমরা এখনও ল্যাংডন আর মেয়েটার অবস্থান খুঁজে বের করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, তবে নতুন আরেকটি ঘটনা ঘটেছে।" একটু থামলো সে। "সেটা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে...সবকিছুই বদলে দেবে ওটা।"

নিজের অফিসে পায়চারি করছে প্রভোস্ট, আরেকটু স্কচ পান করে নিজের ভেতরে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগটাকে প্রশমিত করার চেষ্টা করছে সে।

সমগ্র ক্যারিয়ারে কখনও কোনো ক্লায়েন্টের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে নি, এমন কি ক্লায়েন্টের সাথে করা চুক্তিও ব্যর্থ হয় নি। একই সাথে তার সন্দেহ হচ্ছে খুব সম্ভবত যে কাজটা করতে যাচ্ছে সেটা তালগোল পাকিয়ে গেছে। আর কাজটা যেরকম হবে বলে তার ধারণা ছিলো আদতে সেটা একেবারেই অন্যরকম বলে মনে হচ্ছে এখন।

এক বছর আগে, বিখ্যাত জেনেসিস্ট বারট্রান্ড জোবরিস্ট এই *মেন্দাসিয়াম*-এ এসেছিলো। পণ্ডিত ভদ্রলোক নিরাপদে কাজ করার জন্য তার কাছে একটি আশ্রয় চেয়েছিলো তখন। এটাই ছিলো তার একমাত্র চাহিদা। সে-সময় প্রভোস্ট ভেবেছিলো জোবরিস্ট হয়তো কোনো সিক্রেট মেডিকেল প্রসিডিউর আবিষ্কার করার কাজে ব্যস্ত, আর সেটার প্যাটেন্ট নিয়ে সঙ্গত কারণেই চিন্তিত। এরকম অসংখ্য প্যাটেন্টই তো তাকে ধনী ব্যক্তিতে পরিণত করেছে। অতীতে কনসোর্টিয়ামের কাছে এরকম অনেক বিজ্ঞানী-ইঞ্জিনিয়ারই ধর্ণা দিয়েছে নিজেদের কাজের গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য। কসোর্টিয়ামও তাদেরকে নিরাপদ আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছে যাতে করে তাদের মহামূল্যবান আইডিয়াগুলো চুরি হয়ে না যায়। সেজন্যেই প্রভোস্ট জোবরিস্টের প্রস্তাবটা চিন্তা-ভাবনা না করেই গ্রহণ করেছিলো। এরপর যখন শুনতে পেলো বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার লোকজন তাদের ক্লায়েন্টকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে তখনও সে অবাক হয় নি। এমনকি WHO-এর ডিরেক্টর ডা: এলিজাবেথ সিনস্কি নিজে যখন ব্যাপারটাকে তার ব্যক্তিগত মিশন হিসেবে নিয়ে নিলো তখনও এ নিয়ে দ্বিতীয় কোনো চিন্তা তার মধ্যে বাসা বাধে নি।

কনসোর্টিয়াম সব সময়ই শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে মোকাবেলা করে আসছে।

চুক্তি মোতাবেক কনসোর্টিয়াম জোবরিস্টের হয়ে কাজ করতে থাকে, বরাবরের মতোই এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন তারা তোলে নি। বিজ্ঞানী ভদ্রলোককে চুক্তির প্রায় পুরোটা সময় জুড়ে ক্ষমতাবান ঐ মহিলার হাত থেকে সুচতুরভাবে রক্ষা করে গেছে তারা।

কিন্তু চুক্তিটি শেষ হবার এক সপ্তাহেরও কম সময়ের আগে সিনস্কি কিভাবে জানি ফ্লোরেন্সে জোবরিস্টের অবস্থান জেনে যায়। তারপরই তাকে ধরার জন্য হন্যে হয়ে উঠেপড়ে লাগে আর এটা অব্যাহত থাকে জোবরিস্টের আত্মহত্যার আগপর্যন্ত। প্রথমবারের মতো প্রভোস্ট তার কোনো ক্লায়েন্টকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়...আর এই ব্যাপারটা তাকে তাড়িয়ে বেড়াতে থাকে...সেই থেকে শুরু হয় উদ্ভট আর দুবোর্ধ্য সব ঘটনা।

সে আত্মহত্যা করেছে...ধরা পড়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য?

জোবরিস্ট তাহলে কি রক্ষা করতে চাইছিলো?

জোবরিস্টের মৃত্যুর পর সিনস্কি তার সেফ-ডিপোজিট থেকে একটা জিনিস হাতিয়ে নিতে সক্ষম হয়। আর এখন কনসোর্টিয়াম ঐ মহিলার সাথে ফ্লোরেন্সে মুখোমুখি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়ে পড়েছে–একটি সম্পদ খুঁজে বের করার লড়াই...

কি খুঁজে বের করতে হবে?

বুকসেল্‌ফের দিকে তাকালো প্রভোস্ট, সেখানে রাখা আছে মোটাসোটা একটি বই। দু'সপ্তাহ আগে জোবরিস্ট তাকে এটা দিয়েছিলো।

দ্য ডিভাইন কমেডি।

সেলফ থেকে বইটা নিয়ে নিজের ডেস্কে রাখলো প্রভোস্ট। কাঁপা কাঁপা হাতে বইটা খুলে প্রথম পৃষ্ঠায় লেখাটা পড়লো সে।

আমার প্রিয় বন্ধু, পথ খুঁজে পেতে আমাকে সাহায্য করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

এই পৃথিবীও আপনাকে ধন্যবাদ জানাবে।

প্রথম কথা হলো, মনে মনে বললো প্রভোস্ট, *আমি আর আপনি কখনও বন্ধু ছিলাম না।*

লেখাটা আরো তিনবার পড়লো সে। তারপর ডেস্কের ক্যালেন্ডারের দিকে চোখ গেলো তার। ওখানে নির্দিষ্ট একটি তারিখে ক্লায়েন্ট নিজে লাল কালিতে গোল বৃত্ত এঁকে দিয়েছিলো। তারিখটা আগামীকালের।

এই পৃথিবীও আপনাকে ধন্যবাদ জানাবে।

জানালা দিয়ে বাইরের দিগন্তের দিকে চেয়ে রইলো দীর্ঘক্ষণ।

চুপচাপ ভাবতে লাগলো সেই ভিডিওটার কথা, যে ব্যাপারে তার

ফ্যাসিলিটেটর নোলটন একটু আগে ফোন করে তাকে বলেছিলো। *আমার মনে হচ্ছে আপলোড করার আগে ভিডিওটা আপনার একবার দেখা দরকার...ওটার কনটেন্ট খুবই ঘাবড়ে যাবার মতো।*

ঐ ফোনকলটি এখনও প্রভোস্টকে ভাবিয়ে যাচ্ছে। নোলটন তার সেরা ফ্যাসিলিটেটরদের মধ্যে অন্যতম। তার পক্ষে এরকম অনুরোধ করাটা একেবারেই নজিরবিহীন। প্রটোকলের ব্যাপারে তার সম্যক ধারণা রয়েছে। সে ভালো করেই জানে এ রকম অনুরোধ করা পুরোপুরি নিয়মবিরুদ্ধ কাজ।

বইয়ের শেলফে *দ্য ডিভাইন কমেডি*'টা রেখে প্রভোস্ট আবারো হাতে তুলে নিলো স্কচের বোতল। আধগ্লাস পান করলো সে।

তাকে এখন কঠিন একটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

অধ্যায় ৫২

চার্চ অব দান্তে নামে পরিচিত চিয়েসা দি সান্তা মার্গারিতা দেই চার্চি'কে আসলে চার্চ না বলে চ্যাপেল বলাই বেশি সঙ্গত হবে। এক কক্ষবিশিষ্ট ছোটোখাটো এই প্রার্থনাসভাটি দান্তেপ্রেমীদের মিলনস্থল হিসেবে সুপরিচিত, জায়গাটিকে তারা পবিত্র আর শ্রদ্ধাজ্ঞান করে মহাকবির জীবনের দুটো উল্লেখযোগ্য ঘটনার জন্য।

জনশ্রুতি আছে, এই চার্চেই মাত্র নয় বছর বয়সে দান্তের সাথে বিয়েত্রিচ পর্তিনারির দেখা হয়েছিলো–প্রথম দর্শনেই যার প্রেমে পড়েছিলেন কবি, মৃত্যুর আগপর্যন্ত তার সেই প্রেম অটুট ছিলো। যদিও বিয়েত্রিচ অন্য একজনকে বিয়ে করলে দান্তের হৃদয় ভেঙে যায়, প্রচণ্ড দুঃখ পান তিনি, এদিকে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে বিয়েত্রিচ মৃত্যুবরণ করে।

আবার এই চার্চেই দান্তে বিয়ে করেছিলেন জেম্মা দোনাতিকে–মহান কবি বোকাচ্চিওর মতে দান্তের স্ত্রী হিসেবে একেবারেই বাজে পছন্দ ছিলো এই মহিলা। তাদের ঘরে সন্তান জন্মালেও দু'জনের মধ্যে কোনো রকম সৌহার্দ্য আর প্রেম-ভালোবাসা দেখা যায় নি কখনও। দান্তের নির্বাসনের পর তারা কেউই একে অন্যেকে দেখার অগ্রহ পর্যন্ত দেখায় নি।

সব সময়ের জন্য দান্তের ভালোবাসা ছিলো বিয়েত্রিচ। দান্তের সাথে খুব একটা পরিচয়ও ছিলো না তার। জীবনে খুব অল্প সময়ের জন্য তাদের মধ্যে দেখা হয়েছিলো, তারপরও কবির সারাটা জীবন জুড়ে ছিলো এই নারী। এমনকি তার মহান সৃষ্টিকর্মের অনুপ্রেরণাও ছিলো বিয়েত্রিচ।

দান্তের বিশ্ববিখ্যাত কবিতা *লা ভিতা নুভা*'র ছত্রে ছত্রে 'আশীর্বাদপুষ্ট বিয়েত্রিচ'-এর উচ্ছ্বাসে ভরপুর। *দ্য ডিভাইন কমেডি*'তে বিয়েত্রিচই দান্তের ত্রাণকর্তা, তাকে স্বর্গে নিয়ে যাবার গাইড হিসেবে অবতীর্ণ হয়। এই অধরা রমনীর জন্য আজীবন ব্যাকুল ছিলেন দান্তে।

বর্তমান সময়ে দান্তের চার্চটি হৃদয়ভাঙা লোকজনের কাছে মন্দির হয়ে উঠেছে। চার্চের ভেতরে তরুণী বিয়াত্রিচের যে সমাধিটি রয়েছে সেটিও দান্তেপ্রেমী আর ব্যর্থপ্রেমিক-প্রেমিকাদের তীর্থস্থান হয়ে উঠেছে।

এখন পুরনো ফ্লোরেন্সের সঙ্কীর্ণ গলি দিয়ে ল্যাংডন আর সিয়েনা এগিয়ে যাচ্ছে সেই চার্চের দিকে।

"চার্চটি সামনের মোড়েই," সিয়েনাকে বললো সে। আশা করলো ভেতরে কোনো পর্যটক হয়তো তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে। ল্যাংডন আর সিয়েনা

তাদের বেশভূষা বদলে আগের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে গেছে—রকার আর স্কিনহেড থেকে আবারো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এবং চমৎকার সুন্দর একটি মেয়েতে।

যারপরনাই স্বস্তি বোধ করলো ল্যাংডন।

ভায়া দেল প্রেস্তোর গলি দিয়ে ঢুকতেই দু'পাশের বাড়িঘরের দরজাগুলোর দিকে ভালো করে লক্ষ্য করলো সিম্বলজিস্ট। চার্চের প্রবেশপথটি খুঁজে বের করা খুব কঠিন কারণ ছোটোখাটো একটি ভবনে ওটা অবস্থিত। দেখতেও জমকালো নয়, তারচেয়েও বড় কথা বড় দুটো ভবনের মাঝখানে কোণঠাসা হয়ে আছে। খেয়াল না করেই ওটার সামনে দিয়ে চলে যায় অনেকে। অদ্ভুত শোনালেও চোখ দিয়ে নয় বরং কান ব্যবহার করলেই চার্চটি সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে।

লা চিয়েসা দি সান্তা মার্গারিতার একটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট হলো ওখানে বিরামহীনভাবে কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, আর যখন কোনো কনসার্ট থাকে না তখন কনসার্টের রেকর্ডিং বাজতে থাকে পর্যটকদের মনোরঞ্জনের জন্য।

গলি ধরে এগোতেই রেকর্ড করা এরকম একটি সঙ্গিতের শব্দ কানে ভেসে এলো। যতোই সামনে এগিয়ে গেলো আওয়াজটা ততোই বাড়তে লাগলো। অবশেষে তারা এসে দাঁড়ালো সাদামাটা একটি প্রবেশপথের সামনে। ছোট্ট একটি সাইনের কারণে বুঝতে পারলো একদম সঠিক জায়গায় চলে এসেছে—মিউজিও কাসা দি দান্তে লেখা লাল রঙের ব্যানারের একদম বিপরীত সেটা—দান্তে এবং বিয়েত্রিচের চার্চ।

রাস্তা থেকে চার্চের ভেতরে ঢুকে পড়লো তারা। ভেতরটা বেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন আর বাতাস খুব ঠাণ্ডা, সঙ্গিতের আওয়াজ এখানে অনেক বেশি জোরে শোনা যাচ্ছে। ভেতরের সাজসজ্জা পরিচ্ছন্ন আর সাদামাটা...ল্যাংডনের স্মৃতিতে যেমনটা ছিলো ঠিক তেমনি আছে। হাতেগোনা কিছু পর্যটক রয়েছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে, বেঞ্চে বসে সঙ্গিত উপভোগ করছে, কৌতূহলোদ্দীপক চিত্রকর্মের সংগ্রহ দেখছে কিংবা জার্নাল লিখছে।

নেরি দি বিচ্চির ম্যাডোন্না থিমের উপর কিছু কাজ বাদ দিলে এখানকার সব পেইন্টিংই দান্তে আর বিয়েত্রিচকে চিত্রায়িত করে আঁকা হয়েছে। এজন্যেই ছোট্ট এই চ্যাপেলটিতে এতো পর্যটকের ভীড় হয়। দান্তের বেশিরভাগ ছবিগুলোতে দেখা যাবে কবি মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে আছে বিয়াত্রিচের দিকে। তার নিজের জবানী থেকে জানায় যায়, প্রথম দর্শনেই বিয়েত্রিচের প্রেমে পড়েছিলেন তিনি। বিভিন্ন ধরণের পেইন্টিং রয়েছে এখানে, তবে ল্যাংডনের কাছে মনে হয় বেশিরভাগই অবাস্তব এবং তাতে স্থূল আবেগ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এক ছবিতে দেখা যাচ্ছে দান্তে তার বিখ্যাত লাল টুপি আর ইয়ারফ্ল্যাপ পরিহিত অবস্থায় সান্তা ক্লসের কাছ

থেকে কিছু একটা চুরি করছেন। তবে বার বার যে থিমটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা এই চার্চের দিকে বিষন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন কবি–যেনো তার না-পাওয়া ভালোবাসার মানুষটির সমাধির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন।

বাম দিকে তাকাতেই বিয়েত্রিচ পর্তিনারির সমাধিটি দেখতে পেলো ল্যাংডন। লোকজন মূলত এরজন্যেই এখানে বেশি আসে। তবে সমাধিটি যতোটা না দেখে তারচেয়ে বেশি আগ্রহ নিয়ে দেখে ওটার পাশে রাখা বিখ্যাত আরেকটি বস্তুকে।

বেতের তৈরি একটি ঝুড়ি।

আজ সকালেও বরাবরের মতো বিয়েত্রিচের সমাধির পাশে এই বেতের ঝুড়িটি রাখা আছে। টুকরো টুকরো কাগজে ঝুড়িটি পরিপূর্ণ–স্বয়ং বিয়াত্রিচের কাছে লেখা দর্শনার্থীদের চিরকুট।

যেসব প্রেমিকযুগল সমস্যায় নিপতিত তাদের কাছে বিয়েত্রিচ পর্তিনারি হয়ে উঠেছে একজন সেইন্ট। প্রার্থনা জানিয়ে হাতেলেখা চিরকুটগুলো এই আশায় দেয়া হয় যেনো লেখকের পক্ষ হয়ে বিয়েত্রিচ তাদের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে–কখনও কখনও ভালোবাসার মানুষকে পেতে, সত্যিকারের ভালোবাসা পাবার জন্যে কিংবা ভালোবাসার মানুষকে হারানোর শোক সহ্য করার উদ্দেশ্যেও এটা করা হয়ে থাকে। দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে এই রীতি।

অনেক বছর আগে শিল্পকলার ইতিহাসের উপর একটি বই লেখার জন্য গবেষণার কাজে দারুণ কঠিন সময় পার করছিলো ল্যাংডন, কোনোভাবেই কাজটা এগোচ্ছিলো না। সেসময় এই চার্চে বেড়াতে এসে এই ঝুড়িতে একটি চিরকুট লিখে রেখে গেছিলো, সেটাতে ভালোবাসার মানুষকে পাবার কোনো আকুতি ছিলো না, ছিলো বইটা লেখার জন্য স্বর্গীয় আশীর্বাদ পাবার বাসনা।

আমার মধ্যে গেয়ে ওঠো, মিউজ, আর গল্পটা আমার মধ্য দিয়ে বলে দাও...

হোমারের *ওডেসি*'র শুরুর এই লাইটি ব্যবহার করে ল্যাংডন তার আবেদন জানিয়েছিলো। সঙ্গোপনে সে এখনও বিশ্বাস করে তার ঐ প্রার্থনাটি বিয়েত্রিচ শুনেছিলো। দেশে ফিরে আসার পর খুব সহজেই বইটা লিখে শেষ করে।

"স্কুসাতে!" আচমকা সিয়েনা বলে উঠলো। *"পতিতি এসকোলতারমি তুত্তি?" সবাইকে এক্সকিউজ মি বলছে?*

ঘুরে তাকালো ল্যাংডন, দেখতে পেলো সিয়েনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দর্শনার্থী-পর্যটকদের উদ্দেশ্যে কথা বলছে। সবাই তাকিয়ে আছে তার দিকে।

মিষ্টি করে হেসে সিয়েনা সবার কাছে ইতালিতে জানতে চাইলো, কারো কাছে *ডিভাইন কমেডি*'র কোনো কপি আছে কিনা। অদ্ভুতভাবে অনেকেই তাকিয়ে রইলো তার দিকে, তারপর কেউ কেউ মাথা ঝাঁকালো। এটা দেখে মেয়েটি ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলো, কিন্তু তাতেও কোনো লাভ হলো না।

বেদী মুছতে থাকা এক বৃদ্ধমহিলা মুখে আঙুল দিয়ে চুপ থাকতে বললো তাকে।

ল্যাংডনের দিকে তাকিয়ে ভুরু তুললো সিয়েনা। যেনো বলতে চাইছে, "এখন কি করবে?"

ল্যাংডন এর আগে যখন এখানে এসেছিলো তখন অনেকের হাতেই *ডিভাইন কমেডি* দেখেছিলো। দান্তের স্মৃতিবিজরিত একটি জায়গায় বসে তার কাব্যরস উপভোগ করার বাসনা অনেকের মধ্যে জেগে ওঠাটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু আজকের দিনটা সেরকম মনে হচ্ছে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতেই ল্যাংডন দেখতে পেলো চার্চের সামনে এক বয়স্ক দম্পতি বসে আছে। বৃদ্ধলোকটি মাথা নীচু করে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে যেনো, তবে পাশে বসা বৃদ্ধমহিলা কানে সাদা-রঙের ইয়ারফোন লাগিয়ে কী যেনো শুনে যাচ্ছে একমনে।

আশার আলো দেখা যাচ্ছে, মনে মনে বলে উঠলো ল্যাংডন। ঐ দম্পতির সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে। যেমনটি আশা করেছিলো, সাদা-রঙের ইয়ারফোনটি সংযুক্ত আছে মহিলার কোলে রাখা আই-ফোনের সাথে। বৃদ্ধা টের পেয়ে মুখ তুলে তাকালো, সঙ্গে সঙ্গে কান থেকে খুলে ফেললো ইয়ারফোনটি।

মহিলার মাতৃভাষা কি সেটা ল্যাংডন জানে না, তবে আই-ফোন, আই-প্যাড আর আই-পডের বিশ্বব্যাপী বিস্তার এই শব্দগুলোকে আর্ন্তজাতিকভাবে প্রতির্ষ্ঠিত করে তুলেছে, যেমনটি নারী-পুরুষের সিম্বল দেখেই দুনিয়ার সব মানুষ বুঝে যায়।

"আই-ফোন?" জিজ্ঞেস করলো ল্যাংডন।

হাসিমুখে মাথা নেড়ে সায় দিলো মহিলা। "খুবই চটপটে একটি খেলনা," বৃটিশ বাচনভঙ্গিতে ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো। "আমার ছেলে দিয়েছে। এটা দিয়ে আমি ই-মেইল শুনি। আপনি বিশ্বাস করতে পারেন–ই-মেইল শুনি? এই ছোট্ট জিনিসটা আমার হয়ে ই-মেইল পড়তে পারে। এ বয়সে আমার চোখের যা অবস্থা, তাতে খুব উপকারে আসে।"

"আমারও এরকম একটা ছিলো," মহিলার পাশে বসতে বসতে হেসে বললো ল্যাংডন। চেষ্টা করলো তার ঘুমন্ত স্বামী যেনো জেগে না ওঠে। "কিন্তু কিভাবে জানি গতকাল রাতে ওটা হারিয়ে ফেলেছি।"

"ওহ্, দুঃখজনক! আপনি কি 'ফাইন্ড ইওর আই-ফোন' ফিচারটি ব্যবহার করে খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন? আমার ছেলে বলেছে–"

"বিরাট বোকামি করে ফেলেছি, ঐ ফিচারটি আমি কখনও অ্যাক্টিভেটই করি নি।" আক্ষেপের ভঙ্গি করলো ল্যাংডন। "আপনি যদি বিরক্ত না হন, আমি কি

অল্প একটু সময়ের জন্য আপনার ফোনটা ব্যবহার করতে পারি? অনলাইনে একটা জিনিস দেখতে হবে আমাকে। খুবই জরুরি দরকার হয়ে পড়েছে।"

"অবশ্যই!" সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা বাড়িয়ে দিলো তার দিকে। "কোনো সমস্যা নেই! এই নিন। আহা, বেচারা!"

ল্যাংডন আইফোনটা নিতেই মহিলা তার আই-ফোন হারানোর ব্যাপারটা নিয়ে সমবেদনা জানিয়ে বক বক করে চললো।

গুগল সার্চে ঢুকে *দান্তে, ডিভাইন কমেডি, প্যারাডাইস,* ক্যান্টো পঁচিশ লিখে সার্চ দিলো ল্যাংডন।

মহিলা এটা দেখে বিস্মিত হলো বেশ, বোঝাই যাচ্ছে এই ফিচারটি তার জানা ছিলো না। সার্চের রেজাল্ট আসতে আসতে চকিতে সিয়েনাকে দেখে নিলো ল্যাংডন। বিয়েত্রিচের কাছে লেখা চিরকুটের ঝুড়ির পাশে কিছু ছাপা অক্ষরের লেখা উল্টে দেখছে।

সিয়েনা থেকে অল্প একটু দূরে নেকটাই পরা এক লোক অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায় হাটু গেঁড়ে মাথা নীচু করে গভীর মনোযোগের সাথে প্রার্থনা করছে। লোকটার মুখ দেখতে পেলো না ল্যাংডন। তবে লোকটার মধ্যে সুগভীর দুঃখবোধ টের পেলো। সম্ভবত ভালোবাসার মানুষটিকে হারিয়ে এখানে এসেছে কিছুটা শান্তি পাবার উদ্দেশ্যে।

ল্যাংডন আবারো আই-ফোনের দিকে মনোযোগ দিতেই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে *দ্য ডিভাইন কমেডি*'র একটি ডিজিটাল লিঙ্ক পাওয়া গেলো–এটা পাবলিক ডোমেইন হওয়ার কারণে অবাধে প্রবেশ করা যায়।

ক্যান্টো পঁচিশ-এর পেজটা ওপেন হলে ল্যাংডন স্বীকার করতে বাধ্য হলো সে এই প্রযুক্তিটির কার্যকারীতায় মুগ্ধ। *চামড়ায় বাধানো বই নিয়ে বড়বড় কথা বলা বন্ধ করতে হবে আমাকে,* নিজেকে সুধালো সে। *এখন সময়টা ই-বুকের।*

বৃদ্ধ মহিলা ইন্টারনেট ব্যবহার যে বেশ ব্যয়বহুল সেটা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লে ল্যাংডন বুঝতে পারলো আর বেশিক্ষণ এই ফোনটা ব্যবহার করা যাবে না, তাই দ্রুত ওয়েবপেজটার দিকে মনোযোগ দিলো সে।

লেখাগুলো বেশ ছোটো হলেও চ্যাপেলের মৃদু আলোতে ফোনের ডিসপ্লে জ্বল জ্বল করাতে পড়তে তেমন অসুবিধা হলো না। কাকতালীয়ভাবে ম্যান্ডেলবমের অনুবাদটি পেইজে দেখতে পেয়ে খুশি হলো সে। প্রয়াত প্রফেসর অ্যালেন ম্যান্ডেলবম তার সাধারণ সহজপাঠ্য অনুবাদের জন্য ইটালির সর্বোচ্চ সম্মান প্রেসিডেন্সিয়াল ক্রশ অব দি স্টার অব ইটালিয়ান সলিডারিটি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। তবে মানতেই হবে, তার অনুবাদ লংফেলোর কাব্যিক অনুবাদের তুলনায় অনেকটা ম্রিয়মান হলেও এটা অনেক বেশি সহজপাঠ্য।

আজকে আমি কাব্যগুণের চেয়ে সহজবোধ্যতাকেই বেশি গুরুত্ব দেবো, মনে মনে বললো ল্যাংডন। আশা করলো এ থেকে খুব দ্রুত ফ্লোরেন্সের কোনো স্থান খুঁজে বের করতে পারবে–যে গুপ্তস্থানে ইগনাজিও দান্তের মৃত্যু-মুখোশটি লুকিয়ে রেখে গেছেন।

আই-ফোনের ছোটো পর্দায় একসঙ্গে কেবলমাত্র ছয়টি লাইন শো করতে পারে। লেখাগুলো পড়তে গিয়ে প্যাসেজটা মনে পড়ে গেলো ল্যাংডনের। ক্যান্টো ২৫-এর শুরুতে দান্তে *ডিভাইন কমেডি*'র কথাই বলেছেন, তাকে ফ্লোরেন্স থেকে নির্বাসনে পাঠিয়ে যে শারিরীক এবং মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে তা যেনো তার রচিত স্বর্গীয় কবিতার মধ্য দিয়ে প্রশমিত হয়।

ক্যান্টো XXV

এটা মোটেও ঠিক হয় নি...
যদি এই স্বর্গীয় কবিতা স্বর্গ আর মর্ত্যে গৃহীত হয় তাহলে,
আমাকে দীর্ঘ বছর জুড়ে হাঁড়জীর্ণ করে রেখেছিলো যে নিষ্ঠুরতা,
যা আমাকে আমার নিজের ঘরে ঘুমাতে দেয় নি,
তাড়িয়ে বেড়িয়েছে সেইসব নেকড়ের দল...
তা থেকে যেনো নিষ্কৃতি পাই আমি
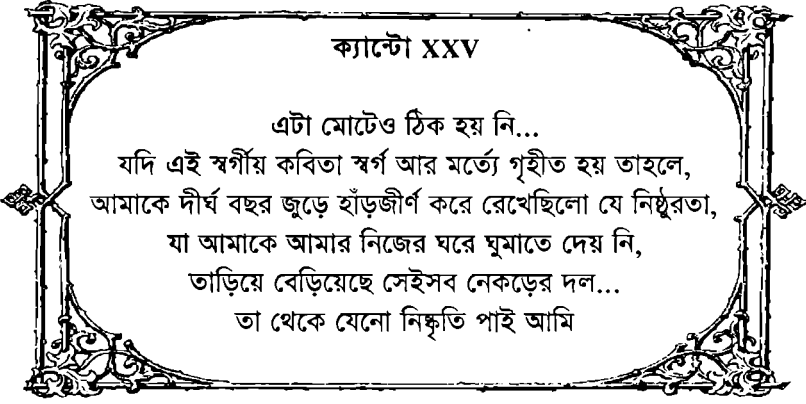
এই ছত্রটি যদিও মনে করিয়ে দেয় *দ্য ডিভাইন কমেডি* লেখার সময় দান্তে তার জন্মভূমি ফ্লোরেন্সের জন্য কতোটা উদগ্রীব ছিলেন, তারপরও ল্যাংডন এখানে শহরের কোনো নির্দিষ্ট স্থানের উল্লেখ দেখতে পেলো না।

"আপনি নেট ব্যবহারের খরচ সম্পর্কে কি জানেন?" মহিলা তার কাজে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলো। নিজের আইফোনের দিকে একটু চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকালো সে। "আমার ছেলে বলেছিলো দেশের বাইরে গিয়ে নেট ব্রাউজিং করার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে।"

ল্যাংডন মহিলাকে আশ্বস্ত করে বললো আর মাত্র এক মিনিট ব্যবহার করেই ফেরত দিয়ে দেবে, সেইসাথে বিনিময়ে কিছু টাকাও দেবে তাকে। কিন্তু তারপরও মনে হলো মহিলা তাকে ক্যান্টো ২৫ পুরোটা পড়তে দেবে না।

দ্রুত সে পরবর্তী ছয়টি লাইন স্ক্রল করে পড়তে শুরু করলো।

এই ছত্রটিও ল্যাংডনের অল্পবিস্তর মনে পড়ে গেলো–দান্তের শত্রুপক্ষ যে তার কাছে একটি রাজনৈতিক চুক্তির প্রস্তাব করেছিলো সেটারই অস্পষ্ট উল্লেখ

রয়েছে এখানে। ইতিহাস বলে যেসব 'নেকড়েরা' দান্তেকে ফ্লোরেন্স থেকে বিতারিত করেছিলো তারা তার কাছে এমন প্রস্তাবও দিয়েছিলো, যদি তিনি জনসম্মুখে অসম্মানকে মেনে নিতে পারেন তাহলে নিজের শহরে ফিরে আসতে পারবেন। এই অসম্মানটির অর্থ হলো চার্চে উপস্থিত সবার সামনে তার ব্যাপটাইজ করার জলপাত্রসহ চটের জামা পরে নিজের অপরাধের কথা স্বীকার করে নেয়া।

ছত্রটি ল্যাংডন এইমাত্র পড়ে ফেললো। দান্তে ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি যদি তার ব্যাপটাইজ জলপাত্রসহ ফিরে আসেন তাহলে চটের জামা পরে একজন অপরাধী হিসেবে আসবেন না, তিনি আসবেন মাথায় লরেল ফুলের মুকুট পরিহিত এক কবি হিসেবে।

ল্যাংডন আবারো স্ক্রল করতে গেলে মহিলা এবার বাধা দিয়ে আইফোনটা নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলো।

ল্যাংডন এমন ভাব করলো যেনো তার কথা শুনতেই পায় নি। ফোনের স্ক্রিন যেই না টাচ করতে যাবে অমনি দ্বিতীয়বারের মতো লেখাগুলোর দিকে তার চোখ গেলো।
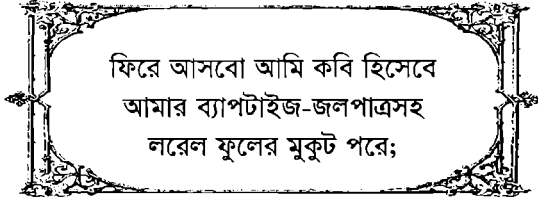
শব্দগুলোর দিকে চেয়ে রইলো ল্যাংডন, আঁচ করতে পারলো নির্দিষ্ট একটি স্থান খুঁজে পাবার উদগ্র বাসনার কারণে শুরুর দিকে এ লাইনগুলো ভালো করে খেয়ালই করে নি।

আমার ব্যাপটাইজ-জলপাত্রসহ...

এ বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যাপটাইজ-জলপাত্রটি রয়েছে ফ্লোরেন্সে, প্রায় সাতশ' বছর ধরে এটা নবজাতক ফ্লোরেন্তাইনদেরকে ব্যাপটাইজ করে আসছে-তাদের মধ্যে স্বয়ং দান্তে অলিঘিয়েরিও রয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে জলপাত্রটি যে ভবনে রাখা আছে সেই ভবনের ছবি ভেসে উঠলো ল্যাংডনের চোখে। চমৎকার আর অষ্টভূজাকৃতির এই ভবনটি অনেক দিক থেকে দুমো'র চেয়ে বেশি স্বর্গীয় বলে মনে হয়। এবার সে আক্ষেপ করতে লাগলো পুরো টেক্সটা পড়তে না পারার কারণে।

ইগনাজিও কি তাহলে ঐ ভবনটির কথাই ইঙ্গিত করে গেছেন?

ল্যাংডনের মনে এবার নতু করে আশার আলো জ্বলে উঠলো। চমৎকার

একটি ছবি–কয়েকটি অসাধারণ সুন্দর ব্রোঞ্জের দরজা–সকালের রোদের আলোয় চকচক করে উঠেছে।

আমি বুঝতে পেরেছি ইগনাজিও আমাকে কি বলতে চেয়েছিলেন!

অল্পবিস্তর সন্দেহ থাকলেও মুহূর্তে সেগুলো তিরোহিত হয়ে গেলো ল্যাংডনের মন থেকে, কারণ সে বুঝতে পারলো ফ্লোরেন্সের একমাত্র ইগনাজিও বুসোনিই ঐসব দরজা খুলতে পারতেন।

রবার্ট, দরজাটা তোমার জন্য খোলাই আছে, তবে খুব দ্রুত করতে হবে।

আইফোনটা বৃদ্ধমহিলার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানালো সে, এরপর ছুটে গেলো সিয়েনার কাছে। উত্তেজিত কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে বললো, "আমি জেনে গেছি ইগনাজিও কোন্ দরজাটার কথা বলছিলেন! *গেটস অব প্যারাডাইস!"*

সন্দেহের চোখে তাকালো সিয়েনা। "গেটস অব প্যারাডাইস? ওগুলো কি...স্বর্গে নয়?"

"আসলে," দরজার দিকে যেতে যেতে বাঁকা হাসি দিয়ে বললো ল্যাংডন, "তুমি যদি জানো কোথায় খুঁজতে হবে তাহলে ফ্লোরেন্সই হলো সেই স্বর্গ।"

অধ্যায় ৫৩

ফিরে আসবো আমি কবি হিসেবে...আমার ব্যাপটাইজ-জলপাত্রসহ।

ভায়া দেল্লো স্তুদিও'র সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে সিয়েনাকে নিয়ে যাবার সময় ল্যাংডনের মাথায় দান্তের কথাগুলো প্রতিধ্বণিত হতে লাগলো বার বার। তাদের গন্তব্যটি সামনেই, প্রতিটি পদক্ষেপেই ল্যাংডনের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাচ্ছে, তার ধারণা সঠিক পথেই আছে সে, আর তাদের পেছনে লেগে থাকা লোকগুলোকে ভালোমতোই বোকা বানাতে পেরেছে।

দরজাটা তোমার জন্য খোলাই আছে, তবে খুব দ্রুত করতে হবে।

সঙ্কীর্ণ পথের শেষমাথায় চলে আসতেই ল্যাংডন শুনতে পেলো লোকজনের কোলাহল। হঠাৎ করেই যেনো তাদের দু'পাশের অপরিসর দেয়ালগুলো পথ করে দিয়ে তাদের সামনে মেলে ধরলো বিশাল একটি চত্বর।

পিয়াজ্জা দেল দুমো।

এই বিশাল প্লাজা আর তাকে ঘিরে থাকা অসংখ্য স্থাপনাগুলোই ফ্লোরেন্সের প্রাচীন ধর্মকেন্দ্র ছিলো। বর্তমান সময়ে পর্যটকদের জন্য আর্কষণীয় একটি স্পট হিসেবে এরইমধ্যে টুর-বাস আর জনসমাগমে ফ্লোরেন্সের বিখ্যাত ক্যাথেড্রালটি উপচে পড়ছে যেনো।

পিয়াজ্জার দক্ষিণ দিক দিয়ে চলে আসার কারণে ল্যাংডন আর সিয়েনা ক্যাথেড্রালের পাশটা দেখতে পাচ্ছে। এর বাইরের দিকটা অসাধারণ সবুজ, গোলাপি আর সাদা মার্বেলে তৈরি। আকারে যেমন তেমনি সূক্ষ্ম কারুকাজ আর নক্সার জন্য এক কথায় অসাধারণ একটি স্থাপনা। দু'দিকে ছড়িয়ে থাকা এই ক্যাথেড্রালের আয়তন দেখে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। ওয়াশিংটন মনুমেন্টকে শুইয়ে দিলে যতোটুকু দীর্ঘ হবে এটি তারচেয়েও বড়।

বিশাল আকারের অভিন্ন পাথরখণ্ডে নির্মিত এই স্থাপনাটিতে রঙের ব্যবহার একটু ভিন্ন রকমের হলেও এটার নির্মাণশৈলী পুরোপুরি গোথিক-ক্লাসিক, দৃঢ় এবং শক্তিশালী। তবে ল্যাংডনের স্বীকার করতে বাধা নেই, প্রথমবার এই স্থাপনাটি দেখে তার কাছে খুব একটা রুচিশীল বলে মনে হয় নি। পরবর্তী সময়ে বেশ কয়েকবার এখানে এসে স্থাপনাটি স্টাডি করে দেখার পর তার কাছে এটা অদ্ভুতভাবেই মনোমুগ্ধকর, নান্দনিক আর অসম্ভব সুন্দর মনে হয়েছে।

ইল দুমো-যার আনুষ্ঠানিক নাম সান্তা মারিয়া দেল ফিওরি ক্যাথেড্রাল-আবার ইগনাজিওর ডাক নামও ছিলো। এই স্থাপনাটি শত শত বছর

ধরে কেবল ফ্লোরেন্সের আধ্যাত্মিকতার কেন্দ্রভূমি হিসেবেই পরিচিত হয়ে আসছে না বরং ড্রামা আর কৌতুহলও তৈরি করে যাচ্ছে। এই ভবনের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ অতীতের শুরু এর গম্বুজের ভেতরে ভাসারির সবচাইতে সমালোচিত ফ্রেসকো *দ্য লাস্ট জাজমেন্ট* আঁকা থেকে এর স্থপতির নির্বাচন নিয়ে তুমুল বিবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত।

অনেক বাকবিতণ্ডার পর অবশেষে ফিলিপ্পো ব্রুনেলেশি স্থপতি হিসেবে চুক্তিবদ্ধ হন এবং এর গম্বুজের কাজটি শেষ করেন। ঐ সময় এটাই ছিলো সবচাইতে বড় গম্বুজ। বর্তমান সময়ে এখানকার পালাজ্জো দেই কানোনিচি'র বাইরে ব্রুনেলেশির ভাস্কর্যটি দেখা যায়। নিজের তৈরি মাস্টারপিসের দিকে তিনি যেনো চেয়ে আছেন মুগ্ধ দৃষ্টিতে।

আজ সকালে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা লাল রঙের টাইল্‌সের গম্বুজটি দেখে ল্যাংডনের মনে পড়ে গেলো এক সময় এটার উপরে ওঠার জন্য যে সঙ্কীর্ণ সিঁড়িটি রয়েছে সেটা দিয়ে উপরে উঠেছিলো। বলতে দ্বিধা নেই, এ জীবনে যেসব আবদ্ধ জায়গায় তার ক্লস্ট্রোফোবিয়া হয়েছে তার তুলনায় এটি ছিলো সবচেয়ে ভয়াবহ। তারপরও 'ব্রুনেলেশির গম্বুজ'টিতে উঠতে পেরে যারপরনাই খুশি হয়েছিলো সে। ঠিক একই নামে রস কিং-এর বইটি পড়ে আগ্রহ তৈরি হয়েছিলো তার মধ্যে।

"রবার্ট?" সিয়েনা বললো। "কি হলো?"

সুদৃশ্য গম্বুজ থেকে চোখ নামিয়ে নিলো ল্যাংডন, বুঝতে পারলো থমকে দাঁড়িয়ে স্থাপত্যটি মুগ্ধ হয়ে দেখছিলো। "সরি।"

চত্বরটি অতিক্রম করার জন্য এগিয়ে গেলো তারা। ক্যাথেড্রালটি তাদের ডান দিকে। ল্যাংডন লক্ষ্য করলো পর্যটকে গিজগিজ করছে এলাকাটি। কোন্ কোন্ জায়গায় কি দেখবে সেটা মিলিয়ে নিচ্ছে হাতের তালিকা দেখে।

তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বেল-টাওয়ার–এই ক্যাথেড্রাল কম্প্লেক্সের তিনটি স্থাপনার দ্বিতীয়টি। সবাই এটাকে চেনে গিওত্তো'র বেল-টাওয়ার নামে। সঙ্গত কারণেই এই বেল-টাওয়ারটি ক্যাথেড্রালের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সবুজ, গোলাপি আর সাদা রঙের পাথরে তৈরি এই টাওয়ারটির উচ্চতা তিনশ' ফুট। ল্যাংডন সব সময়ই অবাক হয়ে ভাবে, এতো উচ্চতা নিয়ে শত শত বছরের ভূমিকম্প, রোদ-ঝড়-বৃষ্টিতেও অটুট আছে এটি, বিশেষ করে এর উপরে যে ঘণ্টাটি রয়েছে সেটার ওজন প্রায় বিশ হাজার পাউন্ডের মতো।

সিয়েনাও তার পাশাপাশি হাটছে, বার বার উপরের দিকে তাকাচ্ছে, বেল-টাওয়ারটি দেখার জন্য নয় আকাশে কোনো ড্রোন ঘুরে বেড়াচ্ছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে চাইছে সে। নিশ্চিত হলো, ওটা আশেপাশে কোথাও নেই।

সকালের এ সময়েও লোকজনের ভীড়টা দেখার মতো, ল্যাংডন চাইলো সেই ভীড়ের মধ্যে মিশে থাকতে।

বেল-টাওয়ারটির দিকে এগিয়ে যাবার সময় দেখা গেলো সারি সারি চিত্রকরের দল তাদের ইজেল নিয়ে নানা রকম কার্টুন আর ক্যারিকেচার এঁকে যাচ্ছে। দৃশ্যটা দেখে মুচকি হাসলো ল্যাংডন। এক সময় ঠিক একই জায়গায় বালক মাইকেলাঞ্জেলো তার ইজেল নিয়ে ছবি আঁকতেন।

গিওত্তোর বেল-টাওয়ারের নীচে এসে ল্যাংডন আর সিয়েনা ডান দিকের ক্যাথেড্রালের সামনের চত্বরের দিকে চলে গেলো। এখানে লোকজনের ভীড় আরো ঘন। সারাবিশ্ব থেকে পর্যটকের দল এসে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ছবি তুলছে, ভিডিও করছে।

ল্যাংডন আশেপাশে খুব একটা তাকাচ্ছে না, সে এরইমধ্যে ঠিক করে ফেলেছে কোথায় যাবে। ক্যাথেড্রালের প্রবেশপথের উল্টো দিকে ছোট্ট একটি ভবন রয়েছে, এটাই এই কম্প্লেক্সের তৃতীয় এবং শেষ স্থাপনা।

এটি ল্যাংডনের প্রিয় স্থাপনাও বটে।

ব্যাপ্টিস্ট্রি অব সান গিওভান্নি।

ক্যাথেড্রালের মতোই একই রঙের পাথর দিয়ে এই ভবনটি তৈরি, তবে বিশাল বিশাল দুটো স্থাপনা থেকে নিজেকে আলাদা করে রেখেছে এর অনন্য সুন্দর আকৃতিটি–একেবারেই নিঁখুত অষ্টভূজাকৃতি। কয়েক স্তর কেকের মতো দেখতে। অনেকে দাবি করে এই আটকোণা স্থাপনাটির রয়েছে তিনটি আলাদা আলাদা স্তর যা চলে গেছে সাদা রঙের ছাদের দিকে।

ল্যাংডন জানে এই আটকোণা আকৃতির সাথে নান্দনিকতার কোনো সম্পর্ক নেই, এর সম্পর্ক সিম্বলিজমের সাথে। খৃস্ট্রিয় বিশ্বাসে আট সংখ্যাটি পুণর্জন্ম আর পুণরুত্থানের প্রতীক। আটকোণা কাঠামোটি দৃশ্যগতভাবে স্মরণ করিয়ে দেয় ঈশ্বরের ছয় দিনে স্বর্গ আর মর্ত্য সৃষ্টির ঘটনাটিকে, তারপর সপ্তম দিনটি সাবাথ, মানে বিশ্রামের এবং অষ্টম দিনে খৃস্টানদেরকে পুণর্জন্ম দিয়ে কিংবা ব্যাপটিজমের মাধ্যমে পুণরায় সৃষ্টি করা হয়। এ বিশ্বের প্রায় সব ব্যাপ্টিস্ট্রি'তেই আটকোণা আকৃতি লক্ষ্য করা যায়।

ল্যাংডন এই ব্যাপ্টিস্ট্রিটাকে ফ্লোরেন্সের সবচাইতে মনোমুগ্ধকর ভবন মনে করলেও তার বিশ্বাস এর অবস্থানটি উপযুক্ত জায়গায় হয় নি। এই ব্যাপ্টিস্ট্রিটি পৃথিবীর অন্য যেকোনো জায়গায় অবিস্থত হলে এটাই হতো মূল আকর্ষণ। কিন্তু এখানে আরো বড় দুটি স্থাপনার পাশাপাশি থেকে নান্দনিক ভবনটি কিছুটা হলেও গুরুত্ব হারিয়েছে।

ভেতরে ঢোকার আগপর্যন্ত, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিলো ল্যাংডন। ভবনের

ভেতরে অসাধারণ মোজাইকের কারুকাজের দৃশ্যটা ভেসে উঠলো তার চোখে। সেই সময় ব্যাপ্টিস্ট্রির ছাদে এমন অনিন্দ্য সুন্দর নক্সা দেখে অনেকেই এটাকে স্বর্গের সাথে তুলনা করতো। *তুমি যদি জানো কোথায় খুঁজতে হবে,* বাঁকা হাসি হেসে ল্যাংডন বলেছিলো সিয়েনাকে, *তাহলে ফ্লোরেন্সই হলো সেই স্বর্গ।*

শত শত বছর ধরে এই আটকোণা ভবনে অসংখ্য বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তি ব্যাপ্টাইজ হয়েছে–এদের মধ্যে স্বয়ং দান্তেও রয়েছেন।

ফিরে আসবো আমি কবি হিসেবে...আমার ব্যাপটাইজ-জলপাত্রসহ।

নির্বাসনের কারণে দান্তে কখনও এখানে আর ফিরে আসতে পারেন নি। ল্যাংডনের এখন মনে হচ্ছে নানান ঘটনা পরিক্রমার মধ্য দিয়ে অবশেষে দান্তের মৃত্যু-মুখোশটি তার নিজের জায়গায় ফিরে আসতে পেরেছে।

এই ব্যাপ্টিস্ট্রিটাতেই, ভাবলো ল্যাংডন, *ইগনাজিও মুখোশটি লুকিয়ে রেখেছেন মৃত্যুর আগে।* ইগনাজিওর ফোন মেসেজের কথাগুলো তার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগলো। চোখের সামনে ভেসে উঠলো অন্তিম মুহূর্তে ভদ্রলোক কি করেছিলেন। বিশালদেহী লোকটি বুকের বামপাশটা হাতে চেপে টালমাটাল পায়ে এগিয়ে চলেছে পিয়াজ্জার গলি দিয়ে। মুখোশটি ব্যাপ্টিস্ট্রিতে লুকিয়ে রেখে জীবনের শেষ ফোনকলটি করেন তিনি।

দরজাটা তোমার জন্য খোলাই আছে।

ল্যাংডন ব্যাপ্টিস্ট্রিটার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেও সিয়েনা লোকজনের ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেলো সামনের দিকে। মেয়েটার পেছনে পড়ে গেলো বলে সিম্বলজিস্টকে রীতিমতো জগিংস্টাইলে হাটতে হলো। দূর থেকেও সে ব্যাপ্টিস্ট্রির বিশাল দরজাটা দেখতে পেলো, সূর্যের আলোয় চকচক করছে সেটা।

সোনালি রঙের নক্সা করা ব্রোঞ্জের দরজাটির উচ্চতা পনেরো ফিটের মতো হবে। এগুলো তৈরি করতে লরেঞ্জো গিবার্তির বিশ বছর সময় লেগেছিলো। দুই পাল্লার দরজায় দশটি প্যানেলে বাইবেলীয় কিছু ফিগারের অতিসূক্ষ্ম নক্সা করা আছে। দরজাটা দেখে ভাসারি বলেছিলেন, "সব দিক থেকেই তর্কাতীতভাবে উপযুক্ত...এরকম অসাধারণ মাস্টারপিস খুব বেশি নেই।"

মাইকেলাঞ্জেলো এই দরজাটা দেখে এতোটা আতিশয্য বোধ করেছিলেন যে এগুলোর একটা ডাক নামও দিয়েছিলেন তিনি...আজো সেই ডাক নামটি টিকে রয়েছে : গেটস অব প্যারাডাইস।

অধ্যায় ৫৪

ব্রোঞ্জে বাইবেল, মনে মনে বললো ল্যাংডন। তার সামনে দরজাটার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালো।

গিবার্তির চকচকে *গেটস অব প্যারাডাইস*-এ দশটি বর্গাকৃতির প্যানেল রয়েছে, প্রত্যেকটাতে ফুটে উঠেছে ওল্ড টেস্টামেন্টের গুরুত্বপূর্ণ সব দৃশ্য। স্বর্গের উদ্যান ইডেন থেকে শুরু করে মুসা নবী, কিং সলোমনের টেম্পল পর্যন্ত ছোটো ছোটো ভাস্কর্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন গিবার্তি।

এই চমৎকার আর অসাধারণ কাজের প্যানেলটিকে সেই সময়কার বত্তিচেল্লি থেকে আধুনিককালের অনেকেই 'সবচেয়ে সেরা প্যানেল' হিসেবে অভিহিত করেছে। তবে প্যানেলের ফিগারগুলোর মধ্যে শত শত বছর ধরেই জ্যাকোব আর ইসাউ-এর প্যানেলটিই বেশি আকর্ষণীয় বলে বিবেচিত হয়ে আসছে–এর কারণ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে অনেক বেশি আর্টিস্টিক মেথড।

ল্যাংডন অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করে। তার ধারণা এই প্যানেলটিতে গিবার্তি নিজের নাম লিখে রেখেছেন বলেই এটার এতো সুখ্যাতি।

কয়েক বছর আগে ইগনাজিও বুসোনি গর্বের সাথে এইসব দরজা দেখিয়ে চুপিচুপি একটা কথাও জানিয়েছিলেন তাকে। প্রায় পাঁচশত বছর ধরে বন্যা, লুটতরাজ, আর বায়ু দূষণের কারণে দরজাটা নাজুক হয়ে পড়ছিলো, সেজন্যে সবার অগোচরে ওগুলো সরিয়ে নিখুঁত রেপ্লিকাগুলো বসিয়ে দেয়া হয়েছে। আসলগুলো মেরামত করে সংরক্ষণ করা হচ্ছে মিউজিও দেল অপেরা দেল দুমো'র ভেতরে। ল্যাংডন অবশ্য এটা আগে থেকেই জানতো, বুসোনিকে সে-কথা বলেওছিলো। সান ফ্রান্সিসকোর গ্রেস ক্যাথেড্রালের উপর একটি রিসার্চ করার সময় এ কথা জানতে পেরেছিলো সে। গিবার্তির *গেটস অব প্যারাডাইস* বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই সরিয়ে ফেলা হয়।

গিবার্তির মাস্টারপিসের সামনে দাঁড়িয়ে ল্যাংডনের চোখ গেলো পাশে রাখা একটি তথ্য-নির্দেশিকার দিকে। ইতালিতে ছোট্ট একটি বাক্য লেখা আছে সেখানে। সেটা দেখে চমকে উঠলো সে।

লা পেস্তে নেরা। এ পদবাচ্যটির অর্থ 'ব্ল্যাক ডেথ।' *হায় ঈশ্বর,* মনে মনে বললো ল্যাংডন, *যেখানেই যাই সেখানেই এটা দেখি!*

এই তথ্য-নির্দেশিকা মতে দরজাটা 'ভোতিভ' হিসেবে ঈশ্বরের জন্য নিবেদিত করা হয়েছে–প্লেগের হাত থেকে ফ্লোরেন্স রক্ষা পাবার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ।

জোর করে চোখ সরিয়ে *গেটস অব প্যারাডাইস*-এর দিকে তাকাতেই ল্যাংডনের মাথায় ইগনাজিওর কথাগুলো বাজতে লাগলো। *দরজাটা তোমার জন্য খোলাই আছে, তবে খুব দ্রুত করতে হবে।*

ইগনাজিও'র এ কথা সত্ত্বেও গেটস অব প্যারাডাইসের দরজাটা বন্ধ আছে, যেমনটি থাকে সব সময়। কেবলমাত্র বিশেষ কোনো ধর্মীয় ছুটির দিনে এটা খোলা হয়। সাধারণত পর্যটকেরা উত্তর দিকে একটি দরজা দিয়ে ব্যাপ্টিস্ট্রিতে প্রবেশ করে থাকে।

সিয়েনা তার পিছু পিছু হাটছে, লোকজনের ভীড়ের দিকে চোখ রাখছে সে। "এখানকার দরজায় তো কোনো হাতলই নেই। কি-হোলও নেই। কিচ্ছু নেই।"

সত্যি, মনে মনে বললো ল্যাংডন। গিবার্তি চান নি তার মাস্টারপিসটায় হাতলের মতো তুচ্ছ জিনিস লাগিয়ে ওটার সর্বনাশ করতে। "দরজাটা ভেতর থেকে লাগানো হয়।"

নীচের ঠোঁট কামড়ে কয়েক মুহূর্ত ভেবে গেলো সিয়েনা। "তাহলে বাইরে থেকে কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয় দরজাটা খোলা আছে নাকি বন্ধ।"

সায় দিলো ল্যাংডন। "আমি আশা করছি ইগনাজিও ঠিক এরকমই ভেবেছেন।"

কয়েক পা ডান দিকে গিয়ে ভবনের উত্তর দিকে অপেক্ষাকৃত সাদামাটা একটি দরজার দিকে তাকালো সে–পর্যটকদের প্রবেশপথ–ওখানে একজন মহাবিরক্ত দেখতে ডোসেন্ট সিগারেট ফুকছে আর পর্যটকদের প্রবেশপথের উপরে থাকা একটি সাইন দেখিয়ে যাচ্ছে : আপারতুরা ১৩০০-১৭০০।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এটা খুলবে না, খুশিমনেই ভাবলো ল্যাংডন। *ভেতরে তাহলে কেউ নেই।* খেয়ালবশত হাতঘড়ির দিকে তাকালো সে, সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো তার মিকি মাউস ঘড়িটা নেই।

সিয়েনার দিকে যখন তাকালো দেখতে পেলো কিছু পর্যটকের সাথে যোগ দিয়েছে সে, তারা গিবার্তির *গেটস অব প্যারাডাইস*-এর কয়েক ফিট সামনে একটি লোহার বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছে। পর্যটকদের হাত থেকে মাস্টারপিসটা রক্ষা করার জন্যই এই বেড়া দেয়া হয়েছে।

গেটস অব প্যারাডাইস-এর সামনে রট-আয়রনের যে বেড়াটা আছে সেটা দেখে মনে হলো মফস্বলের কোনো বাড়ির বেড়ার মতোই। তবে বেড়ার পাশে যে তথ্য-নির্দেশিকা রয়েছে সেটাতে বলা আছে এটাও ব্রোঞ্জের তৈরি। লোকজনের ভীড় থেকে গাট্টাগোট্টা এক মহিলা সামনে এগিয়ে এসে নির্দেশিকাটা পড়ে ভুরু কপালে তুললো।

"গেটস অব প্যারাডাইস? এটা দেখে তো আমার বাড়ির বেড়ার মতো মনে হচ্ছে!" এরপর আশেপাশে তাকালো কেউ তাকে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারে কিনা।

সিয়েনা এই সুরক্ষার গেটটা ধরে ভেতরের দিকে তাকালো। "দেখো," ল্যাংডনের দিকে ফিরে ফিসফিসিয়ে বললো সে। "ভেতরে যে প্যাডলকটা আছে সেটা কিন্তু আনলক করা।"

ল্যাংডনও বারের ভেতর দিয়ে তাকিয়ে দেখলো মেয়েটি সত্যি কথা বলছে। প্যাডলকটা এমনভাবে রাখা হয়েছে দেখে মনে হবে লক করা আছে, তবে খুব ভালো করে দেখলেই বোঝা যাবে ওটা আসলে আনলক।

দরজাটা তোমার জন্য খোলাই আছে, তবে খুব দ্রুত করতে হবে।

বেড়ার ফাঁক দিয়ে *গেটস অব প্যারাডাইস*-এর দিকে তাকালো ল্যাংডন। ইগনাজিও যদি ব্যাপ্টিস্ট্রির দরজাগুলো খোলাই রেখে থাকেন তাহলে ওটা আল্‌তো করে ধাক্কা দিলেই খুলে যাবে। কিন্তু আসল চ্যালেঞ্জটি হলো স্কয়ারের সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে ওখানে পৌঁছাতে হবে। এর মধ্যে পুলিশ আর দুমো'র গার্ডরা তো আছেই।

"ঐ যে দেখো!" কাছে দাঁড়িয়ে থাকা এক নারীকণ্ঠ হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠলো। "ও তো লাফ দেবে!" তার কণ্ঠে আতঙ্ক। "ঐ যে বেল টাওয়ারের উপরে!"

ল্যাংডন চট করে ঘুরে দেখতে পেলো কণ্ঠটা আর কারোর নয়, সিয়েনার। পাঁচ গজ দূরে দাঁড়িয়ে সে গিওত্তোর বেল-টাওয়ারটির দিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে। "একেবারে উপরে! লোকটা লাফ দেবে!"

উপস্থিত সবাই বেল-টাওয়ারের উপরে তাকালো। একটু পরই ফিসফাস আর গুঞ্জন শুরু হয়ে গেলো সবার মধ্যে।

"একজন লোক ওখান থেকে লাফ দিচ্ছে?!"

"কোত্থেকে?!

"আমি তো দেখতে পাচ্ছি না!"

"একেবারে উপরে, বাম দিকে?!"

মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে স্কয়ারের সবাই জেনে গেলো বেল-টাওয়ার থেকে একজন লাফ দিতে যাচ্ছে। দাবানলের মতো খবরটা ছড়িয়ে পড়লো। সবাই ঘাড় উঁচু করে চেয়ে রইলো টাওয়ারের দিকে। আঙুল তুলে দেখাতে লাগলো একে অন্যেকে।

ভাইরাল মার্কেটিং, মনে মনে বললো ল্যাংডন। ভালো করেই জানে তাকে

দ্রুত কাজে নেমে পড়তে হবে এখন। দেরি না করে রট আয়রনের গেটটা ধাক্কা মেরে খুলে ফেললো সে। সিয়েনা তার দিকে ফিরে তাকালে ইশারা করলো তাকে। তারপর সবার অগোচরে ঢুকে পড়লো তারা। গেটটা বন্ধ করে আর কোথাও না তাকিয়ে সোজা ব্রোঞ্জের দরজাটার দিকে পা বাড়ালো। ল্যাংডন আশা করলো ইগনাজিওর কথাটা ঠিকমতোই ধরতে পেরেছে। দুই কপাটের ভারি দরজার সামনে গিয়ে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিলো সে।

কিছুই হলো না। কিন্তু তারপরই খুব ধীরে ধীরে দরজাটা সরতে শুরু করলো। *দরজাটা তোমার জন্য খোলাই আছে! গেটস অব প্যারাডাইস* মাত্র এক ফুটের মতো ফাঁক হতেই সিয়েনা আর দেরি করলো না, আস্তে করে কাঁধ ঢুকিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো। এরপর ল্যাংডনও ঢুকে পড়লো ব্যাপ্টিস্ট্রির ভেতরের গাঢ় অন্ধকারে।

ভেতরে ঢোকামাত্রই তারা দু'জনে মিলে ভারি দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলো। বাইরের হৈহল্লা আর শব্দ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো মুহূর্তেই।

মেঝেতে পায়ের কাছে একটি লম্বা কাঠের বিমের দিকে ইঙ্গিত করলো সিয়েনা, এটাই দরজাটার ব্যারিকেড। ভেতর থেকে এটা দিয়েই বন্ধ করা হয় দরজাটি। "ইগনাজিও তোমার জন্যে এটা খুলে রেখে গেছেন," বললো সে।

তারা দু'জন একসাথে কাঠের ব্যারিকেডটা তুলে *গেটস অব প্যারাডাইস* ভালোমতো আটকে দিতে পারলো...সেইসাথে নিরাপদ করলো নিজেদেরকে।

দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সিয়েনা আর ল্যাংডন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো ভেতরে। দরজায় ঠেস দিয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো তারা। বাইরে পিয়াজ্জার হাউ-কাউয়ের তুলনায় ব্যাপ্টিস্ট্রির ভেতরটা যেনো স্বর্গের মতো শান্তির মনে হচ্ছে।

সান গিওভান্নি ব্যাপ্টিস্ট্রির বাইরে হালকা ফ্রেমের চশমা আর নেকটাই পরা লোকটি লোকজনের ভীড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এলো। তার শরীর জুড়ে রক্তলাল গোটাগুলো যারা খেয়াল করছে তাদেরকে আমলেই নিলো না সে।

ব্রোঞ্জ দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো, একটু আগে এই দরজা দিয়েই চাতুর্যের সাথে ল্যাংডন আর সোনালি চুলের মেয়েটি ঢুকে পড়েছে। এমন কি বাইরে থেকেও সে শুনতে পেলো ভেতর থেকে ভারি কিছু দিয়ে দরজাটা আটকে দেয়া হচ্ছে।

এখান দিয়ে ঢোকা যাবে না।

ধীরে ধীরে হুজুগটা চলে গিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো পিয়াজ্জায়। বেল টাওয়ারের দিকে যেসব পর্যটক কিছু খুঁজে পাবার আশা করেছিলো তারা আগ্রহ হারিয়ে ফেললো। *কেউ লাফ দিচ্ছে না।* সবাই যার যার মতো ব্যস্ত হয়ে পড়লো আবার।

গায়ে লালচে গোটা পড়া লোকটি বুঝতে পারলো তার অবস্থা আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে। এখন আঙুলের ডগাগুলো ফুলে উঠে ফাঁটতে শুরু করেছে। হাত দুটো পকেটে ঢুকিয়ে চুলকানি থেকে নিজেকে বিরত রাখলো। তার হৃদস্পন্দন এখনও বাড়ন্ত, তারপরও আটকোণা ভবনটি চক্কর দিতে শুরু করলো অন্য কোনো প্রবেশপথ আছে কিনা দেখতে।

কিন্তু লোকটি চক্কর দিতে শুরু করতেই গলার কাছে তীক্ষ্ণ ব্যথা অনুভব করলো, সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো আবারো চুলকাতে শুরু করেছে সে।

অধ্যায় ৫৫

কিংবদন্তী বলে সান গিওভান্নির ব্যাপ্টিস্ট্রি'তে সশরীরে ঢোকার পর উপরে দিকে না তাকানোটা একদম অসম্ভব ব্যাপার। এখানে অনেকবার আসার পরও ল্যাংডনের মনে হলো কোনো এক ইন্দ্রজালের কারণে তার চোখ আপনা আপনিই বহু উপরের ছাদের দিকে চলে গেছে।

ব্যাপ্টিস্ট্রির ছাদটি এর মেঝে থেকে প্রায় আশি ফিট উপরে অবস্থিত। এটা জ্বলন্ত কয়লার মতোই জ্বলজ্বল করতে থাকে সব সময়। এর অ্যাম্বার-গোল্ড পৃষ্ঠদেশ প্রায় দশ লক্ষ ক্ষুদ্র টাইল্সের আলো প্রতিফলিত করে–কাঁচ তৈরি হয় যে সিলিকা দিয়ে সেই সিলিকার তৈরি ক্ষুদ্র টাইল্স। এগুলো দিয়ে ছয়টি কনসেন্ট্রিক-রিং তৈরি করে বাইবেলকে তুলে ধরা হয়েছে।

আলোর এই খেলায় আরো যোগ করা হয়েছে প্রাকৃতিক আলো ব্যবহার করে। গম্বুজের মাঝখানে একটি ফুটো দিয়ে ভেতরের অন্ধকার বিদীর্ণ করে আলো ঢুকে পড়ে–অনেকটা রোমের প্যান্থিয়নের মতো–এর সাথে আরো যোগ করা হয়েছে গম্বুজের চারপাশে ছোটো ছোটো জানালা তৈরি করে।

সিয়েনাকে নিয়ে ঘরের ভেতরে যাবার সময় ল্যাংডন কিংবদন্তীতুল্য সিলিংয়ের মোজাইকগুলো দেখালো–স্বর্গ এবং নরকের ব্যঞ্জনা তৈরি করা হয়েছে শিল্পকলা আর স্থাপত্যের মাধ্যমে, অনেকটা *দ্য ডিভাইন কমেডি*র মতোই।

দান্তে অলিঘিয়েরি শৈশবে এটা দেখেছিলেন, ভাবলো ল্যাংডন। *উপর থেকে প্রেরণা পাওয়া।*

মোজাইকের মাঝখানে তাকালো ল্যাংডন। প্রধান বেদী উপর থেকে উঠে গেছে সাতাশ ফুট লম্বা জিশু খৃস্ট, পাপমুক্ত আর পাপীদের বিচারের সময় বসে আছেন তিনি।

জিশুর ডান দিকে পুণ্যাত্মারা চিরন্তন জীবন লাভ করবে পুরস্কার হিসেবে। তার বাম দিকে পাপীদের পাথর মেরে, শিকে বিদ্ধ করে আগুনে পুড়িয়ে প্রাণী দিয়ে খাওয়ানো হবে।

এই শাস্তির দেখভাল করছে মোজাইকে আঁকা বিশাল শয়তান, যাকে নারকীয়, মানুষেখেকো পশু হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। ল্যাংডন যখনই এই ছবিটা দেখে তার মনে হয় আজ থেকে সাতশ' বছর আগে এটা দেখেই তরুণ দান্তে নরকের বিচিত্র বর্ণনা ফুটিয়ে তোলার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন।

মাথার উপরে মোজাইকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে শিংবিশিষ্ট শয়তানকে,

একজন মানুষের মাথা গিলে খাচ্ছে সে, লোকটার পা দুটো বের হয়ে আছে তার মুখের ভেতর থেকে। এটা অনেকটা দান্তের *ইনফার্নো*'তে মাটিতে মাথা পুঁতে রাখা মানুষগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

লম্পেরাদোর দেল দোরোরোসো রেগনো, দান্তের পংক্তিটা স্মরণ করলো ল্যাংডন। *নৈরাশ্যের রাজা।*

বিশালাকৃতির শয়তানে তিনটি মাথা দেখা যাচ্ছে, দান্তেও ঠিক একইভাবে তার *ইনফার্নো*'র শেষ ক্যান্টো'তে শয়তানকে তিনমাথাবিশিষ্ট হিসেবে চিত্রিত করেছেন। স্মৃতি হাতরে দান্তের বর্ণিত টুকরো টুকরো ছবিগুলো স্মরণ করার চেষ্টা করলো সে।

তার তিনটি মুখ...ফাঁটা ফাঁটা গাল দিয়ে রক্তাক্ত বুদবুদ বের হয়...ঐ তিনটি মুখ একসাথে তিনজন পাপীকে কামড়ে ধরে খেয়ে ফেলতে পারে।

ল্যাংডন জানে শয়তানের তিনটি শয়তানির আসলে প্রতীকি অর্থ আছে : হলি ট্রিনিটির ত্রিত্ববাদের মহিমার সাথে নিখুঁতভাবেই ভারসাম্য রক্ষা করে।

মোজাইকে চিত্রিত করা ছবিগুলো দেখে ল্যাংডন কল্পনা করলো অল্পবয়সি দান্তের উপর এসব কতোটা প্রভাব বিস্তার করেছিলো। এই চার্চে কবি বছরের পর বছর উপস্থিত হতেন, প্রার্থনা করার সময় দেখতেন শয়তান তার দিকে উপর থেকে চেয়ে আছে। আজ সকালে ল্যাংডনেরও মনে হলো শয়তান তার দিকেই সরাসরি চেয়ে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে ব্যাপ্টিস্ট্রির দোতলার বেলকনি এবং স্ট্যান্ডিং গ্যালারির দিকে তাকালো সে। এটাই একমাত্র জায়গা যেখান থেকে মহিলারা ব্যাপ্টিজম দেখার অনুমতি পেতো। তারপর চোখ গেলো অ্যান্টি পোপ হিসেবে স্বীকৃত ত্রয়োবিংশতম জনের ঝুলন্ত সমাধির দিকে। অনেকটা জাদুকর যেভাবে সম্মোহিত মানুষকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখে ঠিক সেভাবেই তার সমাধিটি দড়ির সাহায্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

অবশেষে তার চোখ গেলো একটি নক্সা করা টাইলের দরজার দিকে। বিশ্বাস করা হয় মধ্যযুগের জ্যোর্তিবিজ্ঞানের রেফান্স রাখা হয়েছে তার মধ্যে। তার চোখ সাদা-কালো কিছু জটিল প্যাটার্ন ধরে এগিয়ে যেতে যেতে থামলো ঘরের ঠিক মাঝখানে।

এই তো সেটা, ল্যাংডন জানে সে এখন চেয়ে আছে ত্রয়োদশ শতকে দান্তে অলিঘিয়েরিকে যেখানে ব্যাপ্টাইজ করা হয়েছিলো ঠিক সেখানে। " 'ফিরে আসবো আমি কবি হিসেবে...আমার ব্যাপ্টাইজ-জলপাত্রসহ,' " সিম্বলজিস্টের কথাগুলো ঘরের মধ্যে প্রতিধ্বণিত করলো। "এটাই সেটা।"

ঘরের মাঝখানে তাকাতেই সিয়েনার চোখেমুখে ঘাবড়ে যাবার ভাব ফুটে

উঠলো। ল্যাংডন এখন ঐ জায়গাটার কথাই বলছে। "কিন্তু...এখানে তো কিছু নেই।"

"তাই তো দেখছি," বললো ল্যাংডন।

ওখানে কেবল দেখা যাচ্ছে বিশাল লালচে-বাদামী রঙের আটকোনা মেঝে। এই পরিস্কার আটকোণা জায়গাটি মেঝের অন্য জায়গাগুলোর তুলনায় একদম নক্সাবিহীন।

ল্যাংডন সিয়েনাকে বুঝিয়ে বললো, ঠিক এখানটাতেই বিশাল আটকোণা আকৃতির ব্যাপ্টাইজ-জলপাত্রটি রাখা ছিলো। আধুনিককালে ব্যাপ্টাইজ-জলপাত্র অর্থাৎ *ফন্ট* অনেকটা বেসিনের মতো হলেও আগের দিনের *ফন্ট*গুলো আক্ষরিক অর্থেই শব্দটির আসল মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিলো–'ঝর্ণা,' 'প্রস্রবন।' তখনকার দিনে এখানে যাদেরকে ব্যাপ্টাইজ করা হতো তাদেরকে বিশাল আর গভীর সেই জলপাত্রে পুরোপুরি ডুবিয়ে দেয়া হতো। সেইসব শিশুদের আর্তনাদের শব্দ এই ঘরে কি রকম প্রতিধ্বণি তুলতো সে-কথা ভাবলো ল্যাংডন।

"এখানে ব্যাপ্টিমিজম ছিলো খুবই শীতল আর ভীতিকর," বললো সিম্বোলজিস্ট। "একেবারেই সত্যিকারের নিয়মাচারটি মানা হতো। এমনকি সেটা একটু বিপজ্জনকও ছিলো। বলা হয়ে থাকে দান্তে নাকি একবার লাফ দিয়ে এখানকার জলপাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে রাখা এক শিশুকে উদ্ধার করেছিলেন। অবশ্য ষোড়শ শতকের দিকে এই জলপাত্রটির উপর ঢাকনা দেবার ব্যবস্থা করা হয়।"

চিন্তিত মুখে সিয়েনা ঘরের ভেতর তাকাতে শুরু করলো। "দান্তের ব্যাপ্টিমিজম *ফন্ট*টা যদি এখানে না থেকে থাকে...তাহলে ইগনাজিও মুখোশটি কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন?!"

মেয়েটির উদ্বিগ্নতা ধরতে পারলো প্রফেসর। এই বিশাল কক্ষে লুকিয়ে রাখার মতো জায়গার অভাব নেই–অসংখ্য কলাম, মূর্তি, সমাধির পেছনে, ছোটো ছোটো প্রকোষ্ঠের ভেতরে, বেদীর মধ্যে, কিংবা দোতলায়।

তা সত্ত্বেও ল্যাংডন বেশ আত্মবিশ্বাসী ভাব দেখিয়ে ঘুরে তাকালো সেই দরজার দিকে যেখান দিয়ে একটু আগে তারা ঢুকেছে। "ওখান থেকে আমাদেরকে শুরু করতে হবে," *গেটস অব প্যারাডাইস*-এর ডানপাশের উল্টো দিকের একটি জায়গা দেখালো সে।

নক্সা করা একটি গেটের পেছনে উঁচু একটি প্লাটফর্মের উপরে নক্সা করা ছয়কোণার একটি মার্বেলের বেইজ রয়েছে, অনেকটা ছোটোখাটো বেদী কিংবা সার্ভিস টেবিলের মতো দেখতে। মার্বেলের এই বেইজটার উপরে তিন ফিট পরিধির কাঠের একটি টপ রয়েছে।

ল্যাংডনের দৃষ্টি অনুসরণ করে সিয়েনা তাকালো সেখানে, তবে কিছুই বুঝতে

পারলো না। ধাপগুলো পেরিয়ে গেটটার কাছে যেতেই সিয়েনা ধরতে পারলো জিনিসটা কি।

ল্যাংডনের মুখে হাসি। *ঠিক ধরেছো, এটা কোনো বেদী কিবা টেবিল নয়।* পালিশ করা কাঠের টপটি আসলে ঢাকনা–ফাঁপা একটি জায়গা ঢেকে রাখার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

"এটা কি ব্যাপ্টিমিজাল ফন্ট?" জিজ্ঞেস করলো সে।

সায় দিলো ল্যাংডন। "আজকের দিনে দান্তেকে ব্যাপ্টিমাইজ করা হলে ঠিক এই বেসিনেই করা হতো।"

সময় নষ্ট না করে গভীরভাবে দম নিয়ে কাঠের ঢাকনাটি সরিয়ে ফেললো। তারপর দুই ফিট প্রশস্ত ফাঁকা জায়গা দিয়ে উঁকি দিলো সে।

দৃশ্যটা দেখে ঢোক গিললো ল্যাংডন।

অন্ধকারের মধ্য থেকে দান্তে অলিঘিয়েরির মৃত-মুখটি চেয়ে আছে তার দিকে।
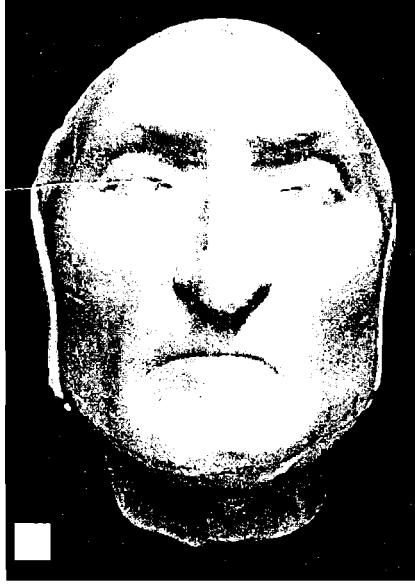
[বাতিঘর প্রকাশনীর অনুবাদ সংস্করণে দেয়া হলো, অনুবাদক মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন]

অধ্যায় ৫৬

খুঁজলেই পাবে।

ব্যাপ্টিমিজাল ফন্টের সামনে দাঁড়িয়ে ল্যাংডন চেয়ে আছে ফ্যাকাশে হলুদ রঙের মৃত্যু-মুখোশের দিকে। বলিরেখাসমৃদ্ধ মুখটি যেনো তাকিয়ে আছে উপরের দিকে। বাঁকানো নাক আর উঁচু গাল একদম নির্ভুল।

দান্তে অলিঘিয়েরি।

প্রাণহীন মুখটি তিক্ততায় আচ্ছন্ন, তারপরও সেটা দেখে অতিপ্রাকৃত বলে মনে হচ্ছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য ল্যাংডন বুঝতে পারলো না সে কি দেখছে।

মুখোশটি...ভাসছে?

একটু ঝুঁকে ভালো করে দেখে নিলো সে। ফন্ট অর্থাৎ জলপাত্রটি কয়েক ফিট গভীর–অগভীর বেসিনের মতো নয়, বরং ছোটোখাটো কোনো কুয়ার মতো সেটি–ছয়কোণার দেয়ালগুলো খাড়াভাবে নীচে নেমে গেছে, আর পাত্রটি পানিতে পরিপূর্ণ। অদ্ভুত ব্যাপার হলো মুখোশটি মনে হচ্ছে আংশিকভাবে পানিতে ডোবানো...সেই সাথে পানির উপর ভেসে উঠেছে কিছুটা।

এই বিভ্রমটি কেন তৈরি হয়েছে বুঝতে কিছুটা সময় লাগলো ল্যাংডনের। জলপাত্রটির মাঝখানে সরু দণ্ডের মতো কিছু আছে, ওটার শেষ মাথায়, ঠিক পানির উপরিভাগে রয়েছে ছোট্ট একটি ধাতব পাটাতন। এই ক্ষুদ্র পাটাতনটি জলপাত্রটিকে ফোয়ারার আকৃতি দিয়েছে, এটার উপর বাচ্চাকে রেখে পানি দিয়ে গোসল করানো হয়। সে যাইহোক, মুখোশটি পাটাতনের উপর রাখার কারণে মনে হচ্ছে দান্তের মুখটি পানির উপর ভেসে আছে।

ল্যাংডন আর সিয়েনা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দান্তের এবড়োখেবড়ো মুখটির দিকে তাকিয়ে আছে, বেশ কিছুটা সময় কোনো কথা বললো না তারা। মুখোশটি এখনও স্বচ্ছ জিপলক ব্যাগের ভেতরে আছে, দেখে মনে হচ্ছে দম বন্ধ যাচ্ছে দান্তের। এটা দেখে ল্যাংডনের মনে পড়ে গেলো ছোটোবেলায় গভীর কুয়ায় পড়ে যাওয়ার ঘটনাটি। তখন এভাবেই সে কুয়োর নীচ থেকে উপরের দিকে চেয়ে ছিলো উদ্ধার পাবার আগপর্যন্ত।

চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দু'হাতে মুখোশটি তুলে আনলো ল্যাংডন। ছোটোখাটো হওয়া সত্ত্বেও বহুকাল আগের প্লাস্টারটি ধারণার চেয়েও বেশ ভারি অনুভূত হলো তার কাছে। মুখোশটি সাবধানে তুলে ধরলো ল্যাংডন যাতে করে সিয়েনা সেটা দেখতে পারে।

প্লাস্টিক ব্যাগের ভেতরে থাকা সত্ত্বেও মুখোশটি বেশ প্রাণবন্ত দেখাচ্ছে প্লাস্টারে নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে কবির বলিরেখাসমৃদ্ধ মুখটি। কপালের দিকে প্লাস্টারের হালকা একটি ফাঁটল বাদ দিলে এটার অবস্থা বেশ ভালোই আছে বলতে হয়।

"ঘোরাও," নীচুস্বরে বললো সিয়েনা। "পেছন দিকটা দেখি।"

ল্যাংডনও এটা করতে যাচ্ছিলো, কেননা পালাজ্জো ভেচ্চিও'র সিকিউরিটি ক্যামেরায় দেখা গেছে সে আর ইগনাজিও মুখোশের পেছন দিকটা দেখছিলো কৌতুহলী চোখে–এক পর্যায়ে তারা চমকে যাবার মতো কিছু পেয়েও গেছিলো। তারপরই মুখোশটি নিয়ে সটকে পড়ে।

মুখোশটির কোনো ক্ষতি যাতে না হয় সেজন্যে সাবধানে হাতের তালুতে উল্টো করে তুলে ধরলো ল্যাংডন। দীর্ঘ সময় আর আবহাওয়ার কারণে সামনের অংশটার মতো পেছন দিকটা মোটেও হলদেটে হয়ে যায় নি। সেটা অপেক্ষাকৃত ভরাট আর সাদা। যেহেতু এই মুখোশটি পরার জন্য বানানো হয় নি তাই এর পেছনটা প্লাস্টার দিয়ে ভরাট করা হয়েছে মজবুত করার উদ্দেশ্যে। পেছন দিকটা দেখে মনে হচ্ছে সুপের পেয়ালার মতো।

মুখোশের পেছনে কি খুঁজে পাবে সে সম্পর্কে ল্যাংডনের কোনো ধারণাই নেই। কিন্তু যা দেখছে সেটা নিশ্চয় খুঁজছে না।

কিছুই নেই।

মসৃণ আর ফাঁকা।

মনে হলো সিয়েনাও হতাশ হয়েছে এটা দেখে। "এখানে তো কিছুই নেই," ফিসফিসিয়ে বললো সে। "এখানে তাহলে তুমি আর ইগনাজিও কি খুঁজছিলে?"

আমার কোনো ধারণা নেই, মনে মনে বললো ল্যাংডন। প্লাস্টিক ব্যাগ থেকে মুখোশটি বের করে আনলো ভালোভাবে দেখার জন্য। *এখানে তো কিছুই নেই!* হতাশ হলেও ল্যাংডন মুখোশটি আলোর সামনে তুলে ধরে আরো ভালো করে পেছন দিকটা দেখলো। একটু এদিক ওদিক ঘুরিয়েও দেখার চেষ্টা করলো সে, আর এটা করার সময় তার মনে হলো এক ঝলক কিছু একটা চোখে পড়েছে–দান্তের কপালের পেছন দিকে লম্বালম্বিভাবে চলে গেছে একটা দাগের মতো কিছু।

সাধারণ কোনো দাগ? নাকি...অন্য কিছু। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে তাদের পেছনের দেয়ালে একটি মার্বেলের হাতলের দিকে ইঙ্গিত করলো সিয়েনাকে। "ওখানে দেখো...কোনো তোয়ালে পাও কিনা।"

সন্দেহের চোখে তাকালেও সিয়েনা কথামতোই হাতলটা ধরে গোপন কাপবোর্ডটা খুলে দেখতে পেলো ওখানে তিনটি জিনিস রাখা আছে–ফন্টের

পানির স্তর নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি ভাল্‌ভ, ফন্টের উপর যে বাতিটা আছে সেটার সুইচ আর...লিনেন কাপড়ের কিছু তোয়ালে।

অবাক হয়ে ল্যাংডনের দিকে তাকালো সিয়েনা। সিম্বলজিস্ট সারাবিশ্বের অসংখ্য চার্চ পরিদর্শন করেছে এ জীবনে। কোথায় কি থাকতে পারে সে সম্পর্কে তার ভালো ধারণাই রয়েছে।

"বেশ," তোয়ালের দিকে তাকিয়ে বললো সে। "মুখোশটা একটু ধরো তো।" সিয়েনার হাতে মুখোশ তুলে দিয়ে কাজে নেমে পড়লো ল্যাংডন।

প্রথমেই ফন্টের ঢাকানা লাগিয়ে দিলো সে, ফলে সেটা টেবিলের মতো কাজ করবে এখন। তারপর কয়েকটি তোয়ালে বিছিয়ে দিলো সেখানে, অনেকটা টেবিল ক্লথের মতো করে। শেষে ফন্টের উপরে যে বাতিটা আছে সেটা জ্বালিয়ে দিলো। এখন ব্যাপ্টিমিজাল ফন্টটি আলোকিত হয়ে উঠলো তাদের সামনে।

তোয়ালের উপর মুখোশটি রেখে দিলো সিয়েনা। ল্যাংডন আরেকটা তোয়ালে হাতে পেচিয়ে মুখোশটা জিপব্যাগের ভেতর থেকে বের করে আনলো যাতে করে ওটার গায়ে তার আঙুলের ছাপ না পড়ে। এবার দান্তের মুখোশটি তোয়ালের উপর এমনভাবে পড়ে আছে যেনো অপারেশন টেবিলে অ্যানেস্থেশিয়া দিয়ে রোগিকে অজ্ঞান করে রাখা হয়েছে।

আলোর নীচে মুখোশটির ডিটেইল আরো ভালোভাবে ফুটে উঠলো। বলিরেখাগুলো আরো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন। ল্যাংডন সময় নষ্ট না করে মুখোশটি উল্টে দিলো আস্তে করে।

মুখোশের পেছন দিকটা প্রায় সমতল। পরিস্কার আর অপেক্ষাকৃত বেশি সাদা।

মাথা উঁচু করে দেখলো সিয়েনা। তাকে দেখে মনে হলো কিছুই ধরতে পারছে না। "তোমার কাছে কি এই দিকটা নতুন মনে হচ্ছে না?"

সত্যি কথা হলো ডিসপ্লেতে সব সময় সামনের দিকটা উন্মুক্ত ছিলো, পেছন দিকটা ছিলো ঢাকা। ফলে আলো-বাতাসের কারণে সামনের অংশটা হলদেটে হয়ে গেছে। কথাটা বুঝিয়ে বললো সিয়েনাকে।

"দাঁড়াও," মুখোশের দিকে ঝুঁকে বললো সিয়েনা। "দেখো! কপালের দিকটায় দেখো! এটাই তুমি আর ইগনাজিও দেখছিলে!"

একটু আগে ল্যাংডনও প্লাস্টিকের ব্যাগের ভেতর দিয়ে এখানটায় কিছু দেখতে পেয়েছিলো। দান্তের কপালের পেছনে হালকা একটি দাগের মতো কিছু দেখা যাচ্ছে। এখন প্রখর আলোর নীচে পরিস্কার দেখা যাচ্ছে দাগটা মোটেও প্রাকৃতিক কিছু না...এটা মানুষের হাতে তৈরি।

"এটা তো...হাতের লেখা," কথাটা বলার সময় সিয়েনার কণ্ঠ প্রায় ধরে

এলো। "কিন্তু..."

প্লাস্টোরের লেখাটা পড়ে দেখলো ল্যাংডন। কিছু অক্ষরের একটি লাইন–প্লাস্টারের উপর হালকা বাদামি-হলুদ রঙে লেখা।

"শুধু এই?" মনে হলো মেয়েটা বুঝি রেগেই গেছে।

তার কথা যেনো ল্যাংডনের কানেই গেলো না। *এটা কে লিখেছে?* ভাবলো সে। *দান্তের সময়কালের কেউ?* তা অবশ্য মনে হচ্ছে না। যদি তা-ই হতো তাহলে শিল্প-ইতিহাসবিদদের কেউ না কেউ এটা খেয়াল করতো বহু আগে। আর এটা নিয়ে শুরু হয়ে যেতো তুমুল হৈচৈ।

কিন্তু এরকম কিছু ল্যাংডন কখনও শোনে নি।

অন্য একটা চিন্তা তার মাথায় চলে এলো।

বারট্রান্ড জোবরিস্ট।

এই মুখোশটির মালিক ছিলো জোবরিস্ট, সুতরাং যেকোনো সময় একান্তে মুখোশটি দেখার অধিকার ছিলো তার। সম্ভবত সবার অজান্তে সাম্প্রতিককালেই সে এটা লিখেছে। *মুখোশের মালিক,* মার্তা তাকে বলেছিলো, *তার অনুপস্থিতিতে আমাদের স্টাফদেরকেও মুখোশের কেসটি খোলার অনুমতি দিতেন না।*

দ্রুত নিজের থিওরিটার পক্ষে যুক্তি বের করতে পারলো ল্যাংডন।

সিয়েনাও তার যুক্তি মেনে নিলো কিন্তু এটা তাকে ভাবিয়েও তুললো কিছুটা। "এটা দেখে তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না," অস্থির হয়ে বললো সে। "আমরা যদি ধরে নেই জোবরিস্ট এই লেখাটা লিখেছে, এবং সে ঐ ছোট্ট প্রজেক্টরটি দিয়ে মুখোশের দিকেই ইঙ্গিত করে গেছে...তাহলে সে কেন আরো অর্থবহ কিছু লিখে গেলো না? এটা তো একদম অর্থহীন কাজ বলেই মনে হচ্ছে। এতোক্ষণ ধরে তুমি আর আমি মুখোশের মধ্যে এই ফালতু জিনিসটা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম?"

মুখোশের পেছনে যে লেখাটা আছে সেটার দিকে আবার মনোযোগ দিলো ল্যাংডন। হাতেলেখা মেসেজটি খুবই ছোটো–মাত্র সাতটি অক্ষর–কিন্তু দেখে মনে হয় একেবারেই উদ্দেশ্যবিহীন কিছু একটা।

সিয়েনার হতাশা একেবারেই যৌক্তিক।

কিন্তু এই সাতটি অক্ষর দেখে ল্যাংডন মুহূর্তেই বুঝে গেলো সে যা খুঁজছিলো তা পেয়ে গেছে। এরপর সিয়েনা আর সে পরবর্তী কোন পদক্ষেপ নেবে সেটাও তার কাছে পরিস্কার এখন।

এছাড়াও মুখোশ থেকে সে হালকা একটি গন্ধও পাচ্ছে–পরিচিত একটি গন্ধ যাতে বোঝা যাচ্ছে পেছনের প্লাস্টার কেন সামনের থেকে বেশি সাদা...ফলে একটু আগে যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলো আলো আর বাতাসের কারণে এ পার্থক্য তৈরি হয়েছে সেটা বাতিল করতে হচ্ছে এখন।

"আমি বুঝতে পারছি না," সিয়েনা বললো। "সবগুলো অক্ষরই এক।"

অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিলো ল্যাংডন-দান্তের মুখোশের কপালের পেছন দিকটায় ছয়টি অক্ষরের একটি ক্যালিওগ্রাফি।

PPPPPPP

"সাতটা *P*," বললো সিয়েনা। "এটা দিয়ে আমরা কী বুঝবো?"

মুচকি হেসে মেয়েটার দিকে তাকালো ল্যাংডন। "আমি বলবো এই মেসেজটা আমাদেরকে যা বলছে ঠিক সেভাবেই কাজ করবো আমরা।"

চোখ গোল গোল করে চেয়ে রইলো সিয়েনা। "সাতটি *P*...একটি মেসেজ?"

"সেটাই," আবারো হেসে বললো সে। "তুমি যদি দান্তের উপর পড়াশোনা করে থাকো তাহলে এটা পরিস্কার বুঝতে পারবে।"

সান গিওভান্নির ব্যাপ্টিস্ট্রির বাইরে নেকটাই পরা লোকটি তার আঙুলের নখগুলো রুমাল দিয়ে তুলে ফেলে ঘাড়ের কাছে লালচে গোটাগুলো টিপে টিপে দেখলো। গন্তব্যের দিকে তাকানোর সময় চোখের প্রদাহটি আমলে না নেবার চেষ্টা করলো সে।

পর্যটকদের প্রবেশপথ।

দরজার বাইরে ত্যাক্ত-বিরক্ত এক ডোসেন্ট সিগারেট ফুকছে আর সাইন দেখে বুঝতে না পারা পর্যটকদের পথ দেখিয়ে দিচ্ছে ইশারা করে। সাইনে লেখা আছে আর্ন্তজাতিক সময়।

আপারতুরা ১৩০০-১৭০০।

হাতঘড়ির দিকে তাকালো লোকটি। এখন সকাল ১০:২০ বাজে। আরো কয়েক ঘণ্টা ব্যাপ্টিস্ট্রিটা বন্ধ থাকবে। ডোসেন্টের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো সে। কান থেকে স্বর্ণের পিনটি খুলে পকেটে ভরে রেখে মানিব্যাগটা বের করে দেখে নিলো কতো টাকা আছে সেখানে। ক্রেডিট কার্ড আর কিছু ইউরো ছাড়াও তিন হাজার আমেরিকান ডলার আছে তার কাছে।

ভাগ্য ভালো যে, লোভ হলো একটি আর্ন্তজাতিক পাপ।

অধ্যায় ৫৭

পেক্কাতুম... পেক্কাতুম...পেক্কাতুম...

দান্তের মৃত্যু-মুখোশের পেছনে যে ছয়টি *P* লেখা আছে সেটা দেখামাত্রই ল্যাংডনের মনে পড়ে যায় *ডিভাইন কমেডি*'র একটি লেখা। মুহূর্তের জন্য তার মনে হচ্ছিলো সে ভিয়েনার মঞ্চে দাঁড়িয়ে 'স্বর্গীয় দান্তে : নরকের সিম্বলসমূহ' লেকচারটি দিচ্ছে।

"আমরা এখন আরো নীচে নেমে গেছি," তার কণ্ঠ স্পিকারে গমগম করে উঠেছিলো। "নরকের নয়টি চক্র পেরিয়ে পৃথিবীর কেন্দ্রে চলে এসেছি, মুখোমুখি স্বয়ং শয়তানের।" স্লাইডের পর স্লাইড দেখিয়ে গেলো বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা তিনমাথাবিশিষ্ট শয়তানের ছবিগুলো–বত্তিচেল্লির *মাপ্পা*, ফ্লোরেন্সের ব্যাপ্টিস্ট্রির মোজাইক, আন্দ্রে দি সিওনির ভীতিকর কালো দানব।

"একসাথে," বলতে লাগলো ল্যাংডন, "আমরা শয়তানের লোমশ বুক বেয়ে নীচে নেমে গেলেও মধ্যাকর্ষণ শক্তির পরিবর্তনের ফলে উল্টো উঠে এসেছি অন্ধকারাচ্ছন্ন মাটির নীচ থেকে...আবারো আকাশের নক্ষত্র দেখার জন্য।"

আরো কয়েকটি স্লাইড বদলে আগে দেখানো একটি ইমেজ প্রজেক্ট করলো এবার–দুমোর ভেতরে রাখা দোমিনিকো দি মিচেলিনোর আইকনিক পেইন্টিং, যেখানে লাল আলখেল্লা পরিহিত দান্তে ফ্লোরেন্সের প্রাচীরের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন। "ভালো করে লক্ষ্য করুন...তাহলে ঐসব তারাগুলো দেখতে পাবেন।"

দান্তের মাথার উপর তারাভরা আকাশের দিকে ইঙ্গিত করলো ল্যাংডন। "দেখতেই পাচ্ছেন, আকাশে নয়টি কনসেন্ট্রিক গোলক পৃথিবীর চারপাশে রয়েছে। স্বর্গের এই নয়স্তরের কাঠামোটি ভূগর্ভস্থ নয়টি চক্রকে বুঝিয়েছে এবং এর সাথে ভারসাম্য বজায় রেখেছে। আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন নয় সংখ্যাটি দান্তে বার বার তার থিম হিসেবে ব্যবহার করেছেন।"

একটু থেমে ল্যাংডন পানি খেয়ে নিয়েছিলো।

"*ইনফার্নো*র ভয়াবহতা সহ্য করার পর আপনারা নিশ্চয় প্যারাডাইসের দিকে যাত্রা করার জন্য উত্তেজিত বোধ করছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, দান্তের জগতে কোনো কিছুই খুব একটা সহজ নয়।" নাটকীয়ভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ল্যাংডন। "প্যারাডাইসে আরোহন করতে হলে আমাদের সবাইকে–আক্ষরিক এবং রূপক দু অর্থেই–একটি পর্বতে উঠতে হবে।"

মিচেলিনোর পেইন্টিংয়ের দিকে ইশারা করলো সে। দান্তের পেছনে দিগন্তে

শ্রোতারা দেখতে পেলো একটি ত্রিভূজাকৃতির পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। সেই পাহাড়ের গা বেয়ে পেচিয়ে পেচিয়ে একটি সরু পথ উঠে গেছে উপরে–পুরোপুরি নয়টি পাক দিয়ে। পথের নগ্ন যাত্রিরা কষ্টেসৃষ্টে ধৈর্যসহকারে উঠে যাচ্ছে উপরে।

"আমি আপনাদেরকে পারগেটরি পর্বতের কথা বলবো," জানিয়ে দিলো ল্যাংডন। "দুঃখের বিষয় হলো এই দুঃসহ নয়টি চক্রই *ইনফার্নো* থেকে *প্যারাডাইস*-এ যাবার একমাত্র পথ। এই পথে আপনারা দেখতে পাবেন ক্ষমা করে দেয়া আত্মারা পাহাড় বেয়ে উঠে যাচ্ছে উপরে...নিজেদের পাপের জন্য প্রত্যেককেই যথাযথ মূল্য চুকাতে হয়েছে। ঈর্ষাপরায়ন ব্যক্তিরা চোখ বন্ধ করে পাহাড়ে উঠছে, যাতে করে তারা লালসা করতে না পারে। অহংকারীরা ওঠার সময় তাদের পিঠে বিশাল ওজনের পাথর বহন করছে যার ফলে তারা মাথা নীচু করে রেখেছে, যা কিনা বিনয়ী হবার প্রতীকি রূপ। খাদকেরা খাবার আর পানীয় ছাড়া উঠছে খিদের কষ্ট বোঝার জন্য। যৌন আকাঙ্খায় নিমজ্জিত ব্যক্তিরা আগুনের শিখার মধ্য দিয়ে উঠছে নিজেদেরকে আকাঙ্খার আগুনে পুড়িয়েছে বলে।" একটু থামলো সে। "তবে এই পাহাড় বেয়ে উপরে ওঠা এবং নিজেকে পাপমুক্ত করার অনুমতি পেতে হলে আপনাদেরকে অবশ্যই এর সাথে কথা বলতে হবে।"

ল্যাংডন এবার মিচেলিনোর পেইন্টিংটি স্লাইডে দিলো, যেখানে পারগেটরি পর্বতের পাদদেশে ডানাবিশিষ্ট এক অ্যাঞ্জেল সিংহাসনে বসে আছে। অ্যাঞ্জেলের পায়ের কাছে এক সারি পাপাত্মা অপেক্ষা করছে উপরে ওঠার জন্য। অদ্ভুত ব্যাপার হলো অ্যাঞ্জেলের এক হাতে উদ্যত তলোয়ার, দেখে মনে হচ্ছে তার সামনে যে পাপাত্মা দাঁড়িয়ে আছে তার কপালে আঘাত করতে যাচ্ছে।

"কে বলতে পারবে," ল্যাংডন সবার উদ্দেশ্যে বললো, "এই অ্যাঞ্জেল আসলে কি করছে?"

"ঐ লোকটির কপালে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করছে?" একটা কণ্ঠ বলে উঠলো।

"না।"

আরেকটি কণ্ঠ শোনা গেলো এবার। "লোকটার চোখে আঘাত করছে।"

মাথা ঝাঁকালো ল্যাংডন। "আর কেউ বলতে পারবে?"

পেছন থেকে একটা কণ্ঠ বেশ দৃঢ়তার সাথে বলে উঠলো। "কপালে কিছু লিখছে।"

হেসে ফেললো ল্যাংডন। "মনে হচ্ছে পেছনে যিনি আছেন তিনি দান্তে পড়েছেন।" আবারো পেইন্টিংটার দিকে ইঙ্গিত করলো সে। "আমি বুঝতে পারছি ছবিটা দেখে আসলেই মনে হয় অ্যাঞ্জেল তার তলোয়াড় দিয়ে ঐ বেচারার

কপালে আঘাত করছে, তবে আসল কথা হলো সে তা করছে না। দান্তের সৃষ্টিকর্ম অনুযায়ী পারগেটরির প্রহরী এই অ্যাঞ্জেল তার তলোয়াড় দিয়ে উপরে ওঠার আগে প্রত্যেক পাপাত্মার কপালে কিছু লিখে দিচ্ছে। 'আর সে কি লিখছে?' আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন।"

একটু থামলো ল্যাংডন। "অদ্ভুত ব্যাপার হলো সে একটামাত্র অক্ষরই লিখছে...সাতবার। কেউ কি জানে অ্যাঞ্জেল দান্তের কপালে আসলে কি লিখছে?"

"*P!*" ভীড়ের মধ্য থেকে একজন বললো।

হাসলো ল্যাংডন। "হ্যা। *P* অক্ষরটি। এই *P* দিয়ে *peccatum* বোঝানো হয়েছে–লাতিন ভাষায় এর অর্থ হলো 'সিন' বা পাপ। সেপ্টেম পেক্কাটা মর্টালিয়া-এর সিম্বলিক হিসেবে এটা সাতবার লেখা হয়। এটাকে সবাই জানে–"

"সাতটি মহাপাপ!" চিৎকার করে কেউ বললো।

"দারুণ। পারগেটরির প্রতিটি স্তর পেরোনোর পর কপালে লেখা একটি করে *P* মুছে দেয় অ্যাঞ্জেলরা। একেবারে শীর্ষে ওঠার পর কপালে আর কোনো অক্ষর লেখা থাকে না। সবগুলো *P* মুছে ফেলা হয়...সেই সাথে ধরে নেয়া হয় সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে গেছে আত্মা।" চোখ টিপলো সে। "এই জায়গাটাকে পারগেটরি বলার একটি কারণ রয়েছে।"

সম্বিত ফিরে পেতেই ল্যাংডন দেখতে পেলো সিয়েনা তার দিকে চেয়ে আছে।

"সাতটি *P?*" বললো সে। দান্তের মৃত্যু-মুখোশের দিকে ইঙ্গিত করলো। "তুমি বলছো এটা একটা মেসেজ? আমাদেরকে বলছে কি করতে হবে?"

দান্তে বর্ণিত পারগেটরি পর্বতের কথা বুঝিয়ে বললো সিয়েনাকে। *P* দিয়ে আসলে সাতটি মহাপাপকে এবং কপাল থেকে সেগুলো মুছে ফেলার প্রক্রিয়াকেই বোঝানো হয়েছে।

"এটা তো নিশ্চিত," বললো ল্যাংডন, "বারট্রান্ড জোবরিস্টের মতো দান্তেপাগল লোক এই সাতটি *P* এবং সেগুলো মুছে ফেলে স্বর্গে যাবার প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে ভালোমতোই অবগত ছিলো।"

সন্দেহের চোখে তাকালো সিয়েনা। "তুমি মনে করছো বারট্রান্ড জোবরিস্ট মুখোশের মধ্যে এসব *P* লিখেছে কারণ সে চেয়েছে...মৃত্যু-মুখোশ থেকে আক্ষরিক অর্থেই ওগুলো মুছে ফেলতে? তুমিও মনে করছো আমাদেরকে সেটাই করতে হবে?"

"আমি বুঝতে পারছি এটা–"

"রবার্ট, আমরা যদি এইসব অক্ষরগুলো মুছেও ফেলি তাতে কী এমন ঘটনা

ঘটবে?! আমাদের কী উপকারটা হবে, অ্যা? একটা পরিস্কার মুখোশ ছাড়া আমরা কী পাবো?"

"হয়তো।" আশাবাদী হয়ে হাসলো ল্যাংডন। "হয়তো না। আমার মনে হয় আরো কিছু আছে এখানে।" মুখোশের দিকে ইঙ্গিত করলো সে। "মনে আছে আমি বলেছিলাম মুখোশটির পেছন দিকের তুলনায় সামনের দিকটা কেন এতো হলদেটে?"

"হ্যা।"

"আমার ওই ব্যাখ্যাটা হয়তো ভুল ছিলো," বললো সে। "রঙের ব্যাপারটা হয়তো সময়ের কারণে হয়েছে কিন্তু পেছনের টেকচারের ব্যাপারটা আসলে টিথের কারণে হতে পারে।"

"টিথ?"

ল্যাংডন তাকে দেখালো সামনের তুলনায় পেছন দিকটা অনেক কম মসৃণ...এবং একটু বেশি দানাদার। "আর্টের দুনিয়াতে এরকম অমসৃণ টেকচারকে বলা হয় টিথ। পেইন্টাররা টিথের উপর ছবি আঁকতে বেশি পছন্দ করে কারণ এখানে রঙগুলো ভালোভাবে আটকে থাকে।"

"আমি বুঝতে পারছি না।"

হেসে ফেললো ল্যাংডন। "তুমি কি জানো জেসো কি জিনিস?"

"অবশ্যই, পেইন্টাররা এই জিনিস নতুন ক্যানভাসে ব্যবহার করে এবং-" একটু থামলো সে, ল্যাংডনের কথাটার মানে ধরতে পারছে এখন।

"ঠিক বলেছো," সিম্বলজিস্ট বললো। "জোসো ব্যবহার করে তারা পরিস্কার টিথ তৈরি করে ক্যানভাসের উপর, অনেক সময় পুরনো ক্যানভাসকে নতুন করে ব্যবহারের জন্যেও এটা ব্যবহার করা হয়।"

এবার সিয়েনাকে দেখে উত্তেজিত মনে হলো। "তুমি মনে করছো জোবরিস্ট এই মুখোশের পেছনে জেসো ব্যবহার করে থাকতে পারে?"

"এরফলে টিথ আর রঙের তারতম্যের একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এতে আরো বোঝা যায় সে চেয়েছে আমরা *P* সাতটি মুছবো।"

শেষ কথাটা শুনে সিয়েনাকে হতবুদ্ধিকর মনে হলো।

"এটার গন্ধ শুঁকে দেখো," মুখোশটি তার নাকের সামনে বাড়িয়ে বললো ল্যাংডন।

নাক-মুখ কুচকে ফেললো সিয়েনা। "জেসো'র গন্ধ এতো বাজে হয়?"

"সব জেসো'র নয়। সাধারণ জেসোর গন্ধ অনেকটা চকের মতো। তবে অ্যাক্রলিক জেসোর গন্ধ খুব বাজে হয়।"

"মানে...?"

"মানে এটা পানিতে দ্রবীভূত হয়।"

সিয়েনা মাথা সোজা করে তাকালো। মুখোশের দিকে তাকিয়ে আস্তে করে ল্যাংডনের দিকে ফিরলো সে। তার চোখ দুটো গোল গোল হয়ে আছে। "তুমি মনে করছো জেসোর নীচে কিছু একটা আছে?"

"তাই তো মনে হচ্ছে।"

সিয়েনা দেরি না করে কাঠের ঢাকনাটি সরিয়ে ফন্টের পানিতে একটা তোয়ালের কিছু অংশ ভিজিয়ে নিলো, তারপর ভেজা তোয়ালেটা বাড়িয়ে দিলো ল্যাংডনের দিকে। "তুমি মোছো।"

হাতের উপর মুখোশটি উল্টো করে ধরে তোয়ালের ভেজা অংশ দিয়ে আস্তে আস্তে সাতটি *P* অক্ষরের উপর ঘষতে লাগলো সে। কয়েকবার ঘষা দিতেই কালো কালির লেখা ফুটে উঠলো সেখানে।

"জেসো উধাও হয়ে গেছে," উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো ল্যাংডন। "ওই জায়গায় কালো কালি ভেসে উঠেছে।"

এভাবে তিনবার ঘষার পর ল্যাংডন ধার্মিক আর গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলতে লাগলো, তার সেই কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হলো ব্যাপ্টিস্ট্রির ভেতরে। "ব্যাপ্টিমিজমের মাধ্যমে প্রভু জিশু তোমাদেরকে পাপ থেকে মুক্ত করেন এবং পানি আর পবিত্র আত্মার মাধ্যমে বয়ে আনেন নতুন জীবন।"

সিয়েনা তার দিকে এমনভাবে তাকালো যেনো সে পাগল হয়ে গেছে।

কাঁধ তুললো ল্যাংডন। "মনে হচ্ছে এটা যথার্থই।"

চোখ উল্টে মুখোশের দিকে তাকালো সে। পানি দিয়ে তোয়ালে ভিজিয়ে আরো কয়েকবার মোছার পর সর্বশেষ *P* অক্ষরটিও বিলীন হয়ে গেলো, সেইসাথে হলদেটে ভাবটিও ফুটে উঠলো যা কিনা সময়ের কারণে তৈরি হয়েছে। ভেজা জায়গাটি শুকিয়ে মুখোশটি তুলে ধরলো যাতে করে সিয়েনা সেটা দেখতে পায়।

আৎকে উঠলো মেয়েটি।

ল্যাংডন যেমনটি ধারণা করেছিলো সেটাই সত্যি বলে প্রমাণিত হলো এখন। জেসোর নীচে আরেকটি ক্যালিওগ্রাফি লুকিয়ে রাখা আছে—নয়টি অক্ষর লেখা হয়েছে অরিজিনাল হলদেটে প্লাস্টারের উপর।

এবার অবশ্য অক্ষরগুলো একটি শব্দ গঠন করেছে।

অধ্যায় ৫৮

" 'Possessed'?" বললো সিয়েনা। "বুঝলাম না।"

আমিও তো বুঝতে পারছি না। দান্তের মুখোশের পেছনে সাতটি *P*-এর আড়ালে একটিমাত্র শব্দ ভেসে উঠেছে। সেটা ভালো করে দেখলো ল্যাংডন।

Possessed

"এই Possessed দিয়ে কি বোঝানো হয়েছে? ইংরেজি শব্দ Possessed দিয়ে তো অনেক কিছুই বোঝায়, তাই না? অধিকারে থাকা, দখলে থাকা, এমনকি বাজে কিছুর আছর করাও। এখানে কি শয়তানের আছর বুঝিয়েছে?" জানতে চাইলো সিয়েনা।

সম্ভবত। মাথার উপরে মোজাইকে চিত্রিত করা ভয়ালদর্শন শয়তানের দিকে তাকালো ল্যাংডন, পাপমুক্ত হতে না পারা এক পাপাত্মাকে খেয়ে ফেলছে সে। *দান্তে... Possessed?* মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

"এখানে আরো কিছু আছে," ল্যাংডনের হাত থেকে মুখোশটি নিয়ে ভালো করে দেখতে লাগলো সিয়েনা। কয়েক মুহূর্ত পর মাথা নেড়ে সায় দিতে লাগলো আপন মনে। "হ্যা। শব্দটার শেষের দিকে দেখো...এখানে আরো শব্দ আছে।"

ল্যাংডন সেদিকে তাকালো, এবার দেখতে পেলো আবছা আবছা কিছু লেখা আছে ***possessed*** শব্দটার আগে পরে।

তোয়ালেটা হাতে নিয়ে সিয়েনা নিজেই এবার মুখোশের পেছন দিকে শব্দটার দু'পাশে ঘষতে শুরু করলো যতোক্ষণ না বাকি লেখাগুলো ভেসে ওঠে। হালকা খোদাই করে লেখা হয়েছে ওটা।

O you possessed of sturdy intellect

আলতো করে শিস বাজালো ল্যাংডন। " '*O, you possessed of sturdy intellect ... observe the teachings hidden here ... beneath the veil of verses so obscure.'* "

তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো সিয়েনা। "কি বললে?"

"এটা দান্তের *ইফার্নো*র একটি বিখ্যাত পংক্তি," উত্তেজিত কণ্ঠে বললো ল্যাংডন। "এখানে দান্তে তার বুদ্ধিমান পাঠকদের কাছে আবেদন করছেন তারা যেনো তার সাংকেতিক পংক্তিগুলোর মধ্যে লুকিয়ে থাকা জ্ঞানের অন্বেষণ করে।"

সাহিত্যের সিম্বোলিজম পড়ানোর সময় ল্যাংডন এই পংক্তিটি প্রায়শ ব্যবহার করে। এই লাইনটি পড়লে মনে হয় একজন লেখক যেনো হাত নেড়ে বলতে

চাইছেন : "এই যে পাঠকগণ! এখানে প্রতীকি দ্ব্যর্থবোধক অর্থ রয়েছে!"

মুখোশের পেছনে আরো ঘষতে লাগলো সিয়েনা।

"সাবধানে ঘষো!" তাড়া দিলো তাকে।

"তুমি ঠিকই বলেছো," জেসো ঘষে ঘষে তুলছে সে। "দান্তের বাকি পংক্তিগুলো এখানে আছে–ঠিক যেভাবে তুমি পড়লে এখন।" একটু থেমে তোয়ালেটা আবার ফন্টের পানিতে ভিজিয়ে নিলো সে।

তোয়ালে লেগে থাকা জেসোর কারণে ব্যাপ্টিমিজাল ফন্টের পানি ঘোলাটে হয়ে যেতে দেখে আৎকে উঠলো ল্যাংডন। *সান গিওভান্নির কাছে আমাদের ক্ষমা প্রার্থনা,* মনে মনে বললো। এই পবিত্র ফন্টটিকে বেসিনের মতো ব্যবহার করার জন্য অস্বস্তিবোধ করলো সে।

ভেজা তোয়ালে থেকে পানি না ফেলেই মুখোশের ঐ জায়গাটা ডলতে শুরু করলো সিয়েনা, যেনো সুপের বাটি পরিষ্কার করছে সে। এটা দেখে আৎকে উঠলো সিম্বলজিস্ট।

"সিয়েনা!" বললো ল্যাংডন। "এটা অনেক পুরনো একটি–"

"পেছনের পুরোটা জায়গাতেই লেখা আছে!" ভেজা তোয়ালে দিয়ে ডলতে ডলতে বললো সে। "এতে লেখা আছে..." থেমে গেলো, মুখোশের পেছনে বাম থেকে ডানে তাকালো এবার।

"কি লেখা আছে?" ল্যাংডন দেখতে না পেয়ে বললো।

মুখোশটি পরিস্কার করা শেষ করে তোয়ালের উপর রেখে শুকাতে দিলো সিয়েনা। এবার ল্যাংডনও দেখতে পেলো পেছন দিকে কি লেখা আছে, সঙ্গে সঙ্গে ভিরমি খেলো সে।

মুখোশের পেছনে পুরোটা জায়গা জুড়ে লেখা আছে। কম করে হলেও একশ' শব্দ তো হবেই। উপর থেকে শুরু হয়েছে *O you possessed of sturdy intellect* লাইনটি, তারপর একে একে রয়েছে অখণ্ড বাকি লাইনগুলো...একেবারে নীচ পর্যন্ত। নীচের ডান দিকে ঘুরে মুখোশের বাম দিক দিয়ে আবার উপরে উঠে গেছে লাইনগুলো। মিলে গেছে শুরুর লাইনগুলোর দিকে, ওখান থেকে আবার একটি ছোটো লুপ হয়ে চলে গেছে।

লেখাগুলো যেনো পারগেটরি পর্বতের পেচানো পথের মতো। ল্যাংডনের মতো একজন সিম্বোলজিস্ট এটা দেখেই চিনতে পারলো : *সিমিট্রিক্যাল ক্লকওয়াইজ আর্কিমেডিয়ান।* আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করলো সে, প্রথম লাইনের প্রথম অক্ষরটি হলো O, আর মাঝখানের ফাইনাল পিরিয়ডে আছে অতি পরিচিত সংখ্যাটি।

নয়।

ল্যাংডনের দম বন্ধ হবার জোগার হলো। মুখোশটি আস্তে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লেখাগুলো পড়লো সে।

"প্রথম পংক্তিটি একেবারে দান্তে থেকে নেয়া, হুবহু," বললো সে। " ' O you possessed of sturdy intellect, observe the teaching that is hidden here … beneath the veil of verses so obscure ' "

"আর বাকিগুলো?" সিয়েনা জানতে চাইলো।

মাথা ঝাঁকালো ল্যাংডন। "আমি বুঝতে পারছি না। একইভাবে লেখা হলেও ওগুলো দান্তের লেখা কিনা ধরতে পারছি না। মনে হচ্ছে কেউ তার লেখার স্টাইল নকল করে লিখেছে।"

"জোবরিস্ট," ফিসফিসিয়ে বললো সিয়েনা। "সে-ই হবে।"

সায় দিলো ল্যাংডন। আন্দাজ হিসেবে এরচেয়ে ভালো আর হয় না। এই

জোবরিস্টই বত্তিচেল্লির *মাপ্পা দেল ইনফার্নো* বদলে দিয়েছিলো নিজের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার প্রয়োজনে।

"বাকি লেখাগুলো খুবই অদ্ভুত," মুখোশের পেছনে লেখাগুলো পড়তে পড়তে বললো। "এটা বলছে...ঘোড়াদের মাথা কেটে নেয়া...অন্ধের কঙ্কাল তুলে আনা।" শেষ লাইনটি দেখলো সে। এটা একেবারে মুখোশের মাঝখান থেকে বৃত্তাকারে শুরু হয়েছে। দম ছাড়লো প্রফেসর। "এখানে 'রক্ত-লাল পানি'র কথাও বলা আছে।"

ভুরু তুললো সিয়েনা। "তুমি যেরকম হেলুসিনেশনে দেখো?"

সায় দিলো ল্যাংডন। লেখাগুলো পড়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েছে সে। *রক্তলাল জলাধার যা প্রতিফলিত করে না আকাশের তারা?*

"দেখো," ল্যাংডনের কাঁধের উপর দিয়ে দেখে বললো সিয়েনা। পেচানো লাইনের মধ্য থেকে একটি শব্দের দিকে ইঙ্গিত করলো। "নির্দিষ্ট একটি জায়গা।"

ল্যাংডনের চোখ শব্দটা খুঁজে পেলো, এটা সে খেয়াল করে নি আগে। এ বিশ্বের সবচাইতে অনন্যসাধারণ একটি শহরের নাম। এই একই শহরে দান্তে প্রাণঘাতি রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন সে-কথা মনে পড়তেই তার গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেলো।

ভেনিস।

ল্যাংডন আর সিয়েনা রহস্যময় পংক্তিটির দিকে চেয়ে রইলো। কবিতাটি যেমন প্রহেলিকাময় তেমনি ভীতিকর। এটার মর্মোদ্ধার করা খুব কঠিন। ডওজ আর লেগুন শব্দ ব্যবহার করার কারণে ল্যাংডন একদম নিশ্চিত, এটা ভেনিসকেই বুঝিয়েছে–ইটালির একটি অনন্য শহর। শত শত লেগুন অর্থাৎ খাল-বিল চলে গেছে এ শহরের মধ্য দিয়ে। আর শত শত বছর ধরেই এ শহরের প্রধান শাসনকর্তা পরিচিত ডওজ নামে।

তবে এক ঝলক দেখে ল্যাংডন বুঝতে পারলো না ভেনিসের ঠিক কোন্ জায়গার কথা ইঙ্গিত করা হয়েছে এখানে। তবে মনে হচ্ছে পাঠককে এটার নির্দেশনা মেনে চলার জন্য তাগাদা দেয়া হচ্ছে।

মেঝেতে কান পেতে শোনো পানি গড়িয়ে পড়ার শব্দ।

"এটা মাটির নীচের কথা বলছে," লেখাটা পড়ে বললো সিয়েনা।

অনুসরন করে চলে যাও ঐ ডুবন্ত প্রাসাদের সুগভীরে...ওখানে, অন্ধকারে থানিক দানব প্রতীক্ষায় আছে।

"রবার্ট?" অস্বস্তির সাথে জিজ্ঞেস করলো সিয়েনা। "এটা কোন ধরণের দানব?"

"থানিক," জবাবে বললো ল্যাংডন। "বানানটি chthonic হলেও c-h বাদ দিয়ে উচ্চারণ করতে হয়। এর মানে হলো 'মাটির নীচে ঘুরে বেড়ানো।' "

ল্যাংডন আর কিছু বলার আগে ব্যাপ্টিস্ট্রির দরজার দিক থেকে বোল্ট খোলার শব্দ শোনা গেলো। পর্যটকদের প্রবেশপথটি বাইরে থেকে বন্ধ করা আছে হয়তো।

"*গ্র্যাজি মিলে,*" মুখে লালচে গোটার লোকটি বললো। *লক্ষ-কোটি ধন্যবাদ।*

ব্যাপ্টিস্ট্রির ডোসেন্ট পকেটে পাঁচশত ডলারের নোটটি ঢুকিয়ে আশেপাশে তাকালো দেখার জন্য কেউ দেখছে কিনা।

"*সিনকুয়ে মিনুতি,*" ডোসেন্ট স্মরণ করিয়ে দিলো। চুপিসারে বোল্ট দিয়ে আটকানো দরজাটি এক ফুটের মতো ফাঁক করে দিলো যাতে মুখে লালচে গোটার লোকটি ভেতরে ঢুকতে পারে। ঢোকার পর পরই ডোসেন্ট দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলো বাইরে থেকে। *পাঁচ মিনিটের জন্য।*

শুরুতে ডোসেন্ট আমেরিকা থেকে আগত লোকটির প্রস্তাবে রাজি হয় নি। এতোটা পথ পাড়ি দিয়ে বেচারা নিজের ভয়াবহ চর্মরোগের জন্য সান গিওভান্নি ব্যাপ্টিস্ট্রিতে এসেছে প্রার্থনা করতে। আসলে এ কথা শোনার পরই সে সহমর্মি হয়ে পড়েছিলো, পাঁচশ' ডলার না দিলেও হয়তো বেচারাকে পাঁচ মিনিটের জন্য ঢুকতে দিতো ভেতরে।

এখন সে চুপিসারে আটকোণার প্রার্থনাকক্ষে ঢুকে পড়লো। স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তার চোখ চলে গেলো উপরের সিলিংয়ের দিকে। *হায় ঈশ্বর।* এরকম দৃশ্য সে এর আগে কখনও দেখে নি। তিনমাথার শয়তান যেনো চেয়ে আছে তার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে মেঝের দিকে তাকালো সে।

জায়গাটা দেখে ফাঁকাই মনে হচ্ছে।

তারা তাহলে কোথায়?

ঘরের চারপাশে তাকাতেই বেদীর দিকে চোখ গেলো তার। বিশাল আয়তক্ষেত্রের একটি মার্বেলের ব্লক। ঘরের এককোণে এবং পিলারের আড়ালে থাকার কারণে সহজে চোখে পড়ে না। সেটার উপরে আবার কিছু রংবেরঙের ব্যানার সদৃশ্য কাপড় ঝুলছে, যেমনটি দেখা যায় সব চার্চের বেদীর উপরে।

দেখে মনে হয় সারা ঘরে এই বেদীটাই লুকানোর একমাত্র জায়গা। তাছাড়া, বেদীর উপরে ঝুলে থাকা কাপড়গুলো একটু দুলছে...যেনো একটু আগে কেউ ওখান দিয়ে যাবার সময় মাথায় লেগেছে।

বেদীর পেছনে ল্যাংডন আর সিয়েনা উপুড় হয়ে বসে আছে। ভেজা তোয়ালে সরিয়ে ফেলে আর ফন্টের ঢাকনা লাগানোর সময় তারা পায় নি। তবে মৃত্যু-মুখোশটি তাদের পায়ের কাছে আছে। ঘরটা পর্যটকে ভরে ওঠার আগপর্যন্ত এখানে লুকিয়ে থাকার পরিকল্পনা তাদের। এরপরই ভীড়ের মধ্যে চুপিসারে বের হয়ে যাবে এখান থেকে।

ব্যাপ্টিস্ট্রির উত্তর দিকের দরজাটা একটু খুলে দেয়া হয়েছে নিশ্চয়–অন্তত কিছু সময়ের জন্য–কারণ ল্যাংডন বাইরের পিয়াজ্জার হৈহল্লা কিছুক্ষণের জন্য শুনতে পেলেও সেটা আবার মিইয়ে যায় দরজাটা হুট করে বন্ধ করে দেয়ার কারণে।

এখন চুপচাপ বসে থেকে একটা পাথরের মেঝেতে পায়ের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে তারা।

একজন ডোসেন্ট? দর্শনার্থীদের জন্য দরজা খুলে দেবার আগে চেক করে দেখছে?

ব্যাপ্টিমিজাল ফন্টের উপর যে লাইটটা আছে সেটা বন্ধ করার সময়ও পায় নি। এখন আশংকা করছে ডোসেন্ট হয়তো এটা জ্বলতে দেখে সন্দেহ করতে পারে। কিন্তু না। পায়ের আওয়াজটি তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। বেদীর ঠিক কাছে এসে থমকে গেলো সেটা।

দীর্ঘ সময়ের জন্য নীরবতা নেমে এলো।

"রবার্ট, আমি," ক্ষুব্ধ একটি পুরুষকণ্ঠ বলে উঠলো। "আমি জানি তুমি এটার পেছনেই লুকিয়ে আছো। ওখান থেকে বের হয়ে এসে সব খুলে বলো আমাকে।"

অধ্যায় ৫৯

আমি এখানে নেই এরকম ভান করার কোনো মানে হয় না এখন।

সিয়েনার দিকে তাকালো ল্যাংডন, তাকে ইশারা করলো যেভাবে আছে সেভাবেই যেনো থাকে, মুখোশটি হাতছাড়া না করে। এখন সেটা আবার জিপলক ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলা হয়েছে।

এরপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো প্রফেসর। মনে হলো বেদীর পেছনে একজন যাজক দাঁড়িয়ে আছে, সামনে একমাত্র লোকটির দিকে তাকালো সে। আগন্তুকের মাথার চুল বালির মতোই ধূসর, পাতলা ফ্রেমের চশমা চোখে, মুখ আর ঘাড়ে ভয়ঙ্কর লালচে গোটা ছড়িয়ে আছে। ওগুলো নিশ্চয় চুলকাচ্ছে। লোকটি ঘাড় চুলকাতে শুরু করলো এবার। তার ফোলা ফোলা চোখ, দৃষ্টিতে ক্ষোভ আর উদভ্রান্তি।

"তুমি আমাকে ঠিক করে বলো তো, এসব কি করছো, রবার্ট?!" রাগের সাথেই বললো, আরো এক পা সামনে এগিয়ে এলো সে। তার উচ্চারণ শুনে মনে হচ্ছে সে একজন আমেরিকান।

"অবশ্যই," ভদ্রভাবে জবাব দিলো ল্যাংডন। "তবে তার আগে বলুন, আপনি কে।"

লোকটা পা বাড়াতে গিয়েও থমকে গেলো। তার চোখেমুখে অবিশ্বাস। "তুমি এটা কী বললে?!"

ল্যাংডনের মনে হলো লোকটার চোখ আর কণ্ঠস্বরের মধ্যে কিছু একটা আছে...খুব পরিচিত ব'লে মনে হচ্ছে। *তার সাথে আমার পরিচয় আছে...কোথাও না কোথাও দেখা হয়েছিলো আমাদের।* আবারো শান্তকণ্ঠে প্রশ্নটা করলো ল্যাংডন। "দয়া করে বলবেন, আপনি কে, আর আমি আপনাকে কিভাবে চিনি।"

অবিশ্বাসে দু'হাত শূন্যে ছুড়লো লোকটি। "জনাথন ফেরিস? বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা? যে লোক তোমাকে হারভার্ড থেকে এখানে নিয়ে এসেছে!?"

কথাটা বোঝার চেষ্টা করলো ল্যাংডন।

"তুমি কেন যোগাযোগ করলে না?!" ঘাড় চুলকাতে চুলকাতেই বললো লোকটি। তার লালচে গোটাগুলো খুবই ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে এখন। "যে মেয়েটাকে নিয়ে এখানে এসেছো সে কে? তুমি কি এখন ওর হয়েই কাজ করছো?"

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো সিয়েনা। "ডাঃ ফেরিস? আমি সিয়েনা ব্রুকস। আমিও একজন ডাক্তার। ফ্লোরেন্সে কাজ করি। গতরাতে প্রফেসর ল্যাংডন মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়েছিলো। ওর এখন রেট্রোগ্রেড অ্যামনেসিয়া হয়েছে। আপনি কে, কিংবা গত দু'দিনে কি ঘটেছে এসবের কিছুই তার মনে নেই। আমি তার সাথে আছি তাকে সাহায্য করার জন্য।"

সিয়েনার কথা শুনে লোকটা আরো হতভম্ব হয়ে গেলো, যেনো সবটা বুঝতে পারছে না। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরই দু'পা টলে গিয়ে একটা পিলার ধরে ভারসাম্য রক্ষা করলো।

"ওহ্...ঈশ্বর," বিড়বিড় করে বললো সে। "এখন সব বুঝতে পারছি।"

ল্যাংডন দেখতে লোকটার মুখ থেকে সমস্ত রাগ উধাও হয়ে গেলো নিমেষে।

"রবার্ট," ডাঃ ফেরিস ফিসফিসিয়ে বললো, "আমরা ভেবেছিলাম তুমি..." মাথা ঝাঁকালো সে। "অন্যপক্ষে চলে গেছো...হয়তো তারা তোমাকে প্রচুর টাকা দিয়ে...কিংবা ভয় দেখিয়ে...মানে, আমরা আসলে কিছুই বুঝতে পারছিলাম না!"

"ও কেবল আমার সাথেই কথা বলেছে," বললো সিয়েনা। "ও গতরাতে জ্ঞান ফিরে পাবার পর নিজেকে হাসপাতালে দেখে খুব অবাক হয়েছিলো। এমন কি হাসপাতালেও ওকে খুন করার চেষ্টা করা হয়। ওর ভয়ঙ্কর হেলুসিনেশানও হচ্ছিলো–অসংখ্য লাশ, প্লেগের রোগি, আর গলায় সাপের নেকলেস পরা সাদা-চুলের এক মহিলা তাকে–"

"এলিজাবেথ!" কথা শেষ হবার আগেই লোকটা বলে উঠলো। "ওটা ডাঃ এলিজাবেথ সিনস্কি! রবার্ট, আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য উনিই তোমাকে নিয়োগ দিয়েছিলেন!"

"যদি তা-ই হয়ে থাকে," বললো সিয়েনা। "তাহলে বলতেই হচ্ছে উনি ভীষণ সমস্যায় পড়ে গেছেন। আমরা তাকে সৈনিকদের কালো রঙের ভ্যানের ভেতরে দেখেছি। উনাকে দেখে মনে হয়েছে ড্রাগ দেয়া হয়েছে।"

আল্‌তো করে মাথা নেড়ে সায় দিলো লোকটি। তার চোখ দুটো ফোলা ফোলা লালচে।

"আপনার মুখে এগুলো কি হয়েছে?" জানতে চাইলো সিয়েনা।

"কি বললেন?"

"আপনার মুখের চামড়ায়? মনে হচ্ছে কোনো ইনফেকশন হয়েছে। আপনি কি সুস্থ আছেন?"

সিয়েনার মতো ল্যাংডনও আশংকা করছিলো খারাপ কিছু, বিশেষ করে গত কয়েক ঘণ্টা ধরে যেভাবে বার বার প্লেগ রোগের কথা চলে আসছে সেটা বিবেচনায় নিলে তাদের আৎকে ওঠার সঙ্গত কারণ রয়েছে।

"আমি ঠিক আছি," বললো লোকটি। "এটা হয়েছে ঐ বালের হোটেলের সাবানের জন্য। সয়া'তে আমার মারাত্মক অ্যালার্জি হয়। কিন্তু ইটালির বেশিরভাগ সাবান বানানো হয় এই সয়া দিয়ে। আমি এটা জানতাম না।"

হাফ ছেড়ে বাঁচলো সিয়েনা। "ভাগ্য ভালো আপনি সেটা খেয়ে ফেলেন নি। তাহলে খবরই ছিলো।"

দুই ডাক্তার একে অন্যের দিকে চেয়ে হেসে ফেললো।

"এখন আমাকে বলুন তো," সিয়েনা প্রসঙ্গ পাল্টালো। "বারট্রান্ড জোবরিস্ট নামটার সাথে কি আপনার পরিচয় আছে?"

বরফের মতো জমে গেলো লোকটি। যেনো সাক্ষাৎ শয়তানের নাম শুনেছে।

"আমরা বোধহয় তার একটি মেসেজ খুঁজে পেয়েছি," সিয়েনা বললো। "ওটাতে ভেনিসের একটা জায়গার কথা ইঙ্গিত করা হয়েছে। কথাটা শুনে কি আপনি কিছু বুঝতে পারছেন?"

লোকটার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেলো। "হায় ঈশ্বর! হ্যা! অবশ্যই! সে কোন্ জায়গার কথা বলেছে!?"

সিয়েনা যে-ই না লোকটাকে সব কিছু বলতে যাবে অমনি দেখতে পেলো ল্যাংডন তার কাঁধে আল্তো করে হাত রেখে বিরত করলো তাকে। এই লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে তাদের পক্ষেরই হবে কিন্তু আজ যা ঘটেছে তাতে যে কাউকে হুট করে বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই। তাছাড়া লোকটার টাই দেখে একটু খটকা লাগছে। সে বুঝতে পারছে একটু আগে এই লোকটাকেই দান্তের চার্চে প্রার্থনা করতে দেখেছিলো।

সে কি আমাদের অনুসরণ করছিলো?

"আপনি আমাদেরকে এখানে কিভাবে খুঁজে পেলেন?" জানতে চাইলো ল্যাংডন।

ল্যাংডন যে এখনও কোনো কিছু স্মরণ করতে পারছে না সেটা দেখে লোকটা আবারো ভ্যাবাচ্যাকা খেলো। "রবার্ট, তুমি গতকাল রাতে আমাকে ফোন করে বলেছিলে জাদুঘরের পরিচালক ইগনাজিও বুসোনি'র সাথে একটি মিটিংয়ের ব্যবস্থা করেছো। তারপরই তুমি উধাও হয়ে গেলে। আমাকে আর ফোনও করো নি। যখন শুনলাম ইগনাজিও বুসোনি মারা গেছেন তখন খুব চিন্তিত হয়ে পড়ি। আমি আজ সকাল থেকে ওখানে ছিলাম। তোমাকে খুঁজে বেরিয়েছি। পালাজ্জো ভেচ্চিওর বাইরে আমি পুলিশের গাড়ি দেখেছি। তারপর কাকতালীয়ভাবে দেখতে পাই তুমি ঐ ছোটো দরজাটা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছো এর সাথে..." সিয়েনার দিকে তাকালো সে।

"সিয়েনা," নিজের নামটা বললো সে। "ব্রুকস।"

"দুঃখিত, ভুলে গেছিলাম...মানে ডাঃ ব্রুকসের সাথে। আমি তোমাদেরকে ফলো করতে শুরু করি এরপর। ভেবেছিলাম তুমি কি করছো না করছো সেটা জানা যাবে।"

"আমি আপনাকে সার্চি চার্চে প্রার্থনা করতে দেখেছি।"

"হ্যা! আমি আসলে বোঝার চেষ্টা করছিলাম তুমি এসব কী করছো। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিলাম না! তুমি এমনভাবে চার্চ থেকে বের হয়ে গেলে যেনো কোনো মিশনে আছো। তাই আমি তোমাকে অনুসরণ করতে থাকি। তোমাকে এই ব্যাপ্টিস্ট্রিতে ঢুকতে দেখে ভাবলাম এবার তোমার মুখোমুখি হই। ডোসেন্টকে কিছু ডলার ধরিয়ে দিয়ে কয়েক মিনিটের জন্যে ঢুকেছি এখানে।"

"খুবই বিপজ্জনক কাজ করেছেন," ল্যাংডন বললো। "যদি আসলেই আমি অন্যপক্ষে চলে যেতাম তাহলে বিরাট বিপদ হতো আপনার।"

মাথা ঝাঁকালো লোকটি। "তবে আমার মন বলছিলো তুমি এরকম কাজ করবে না কখনও। প্রফেসর রবার্ট ল্যাংডন, আমি জানতাম অন্য কোনো কারণ আছে। কিন্তু অ্যামনেসিয়া? অশ্বিাস্য। এটা আমি জীবনেও কল্পনা করতে পারতাম না।"

লোকটি আবারো ঘাড় চুলকাতে লাগলো। "শোনো, আমি মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য এখানে ঢুকেছি। আমাদেরকে এখান থেকে বের হতে হবে। এক্ষুণি। আমার মতো লোকই যদি তোমাকে খুঁজে বের করতে পারে তাহলে যারা তোমাকে খুন করতে চাইছে তারাও সেটা করতে পারবে। এখানে আরো অনেক ব্যাপার-স্যাপার ঘটে যাচ্ছে, তুমি এসবের কিছুই জানো না। আমাদেরকে ভেনিসে যেতে হবে। *এক্ষুণি।* ফ্লোরেন্স থেকে সবার নজর এড়িয়ে চলে যেতে হবে। ডাঃ সিনস্কিকে যারা ধরে নিয়ে গেছে...যারা তোমার পেছনে লেগেছে...সবখানেই তাদের চোখ আছে।" দরজার দিকে ইঙ্গিত করলো সে।

পায়ের তলায় যেনো শক্ত মাটি পেলো ল্যাংডন। অবশেষে প্রশ্নগুলোর উত্তর সে জানতে পারবে। "কালো পোশাকের সেনারা কারা? তারা কেন আমাকে খুন করতে চাইছে?"

"লম্বা গল্প," লোকটা বললো। "যেতে যেতে আমি সব বলছি।"

ভুরু তুললো ল্যাংডন, কথাটা তার পছন্দ হলো না। সিয়েনাকে ইশারা করে একটু দূরে সরে গিয়ে আলাদাভাবে কথা বললো চাপাকণ্ঠে। "তুমি কি তাকে বিশ্বাস করো? মানে, কি মনে হচ্ছে তোমার?"

সিয়েনা এমনভাবে তার দিকে তাকালো যেনো সে পাগল হয়ে গেছে। "আমি কি মনে করছি? আমার মনে হচ্ছে উনি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থায় কাজ করেন! আর এও মনে করি উনার কাছ থেকেই জবাবগুলো পাবো আমরা!"

"তার মুখে যে লালচে দাগগুলো আছে?"

কাঁধ তুললো সিয়েনা। "উনি তো সেটা বলেছেনই–সয় থেকে অ্যালার্জি হয়েছে।"

"কিন্তু তার কথা যদি সত্যি না হয়ে থাকে?" ফিসফিসিয়ে বললো ল্যাংডন। "যদি অন্য কিছু হয়ে থাকে?"

"অন্য কিছু মানে?" বিস্মিত হয়ে তাকালো মেয়েটি। "রবার্ট, এটা প্লেগ নয়। যদি তুমি সেটাই বুঝিয়ে থাকো। ঈশ্বরের দোহাই লাগে, উনি একজন ডাক্তার। উনার যদি সত্যি সত্যি প্রাণঘাতি কোনো রোগ হতো তাহলে এভাবে বাইরে ঘুরে বেড়াতেন না, সারা দুনিয়াকে সংক্রমিত করার মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ করতেন না।"

"উনি যদি না বুঝতে পারেন উনার প্লেগ হয়েছে, তাহলে?"

নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরে কিছুক্ষণ ভেবে গেলো সিয়েনা। "তাহলে বলতে বাধ্য হচ্ছি এতোক্ষণে তোমার আর আমার বারোটা বেজে গেছে...সেইসাথে এই এলাকার আশেপাশে যারা আছে তাদেরও।"

"তুমি জানো, তোমার এই স্বভাবটা কখনও কখনও কাজে লাগে।"

"সত্যি বললেই দোষ।" ল্যাংডনের হাতে জিপলক ব্যাগটা ধরিয়ে দিলো সিয়েনা। "তুমি এবার আমাদের এই ছোট্ট বন্ধুকে বহন করবে।"

তারা দু'জন ডা: ফেরিসের দিকে ঘুরতেই দেখতে পেলো এইমাত্র একটা ফোনকল শেষ করলো ভদ্রলোক।

"আমি আমার ড্রাইভারকে ফোন করলাম," বললো সে। "ও আমাদেরকে–" ডা: ফেরিস থেমে গেলো। চেয়ে রইলো ল্যাংডনের হাতের দিকে। এই প্রথম দান্তের মৃত্যু-মুখোশটি সে দেখতে পেয়েছে।

"হায় ঈশ্বর!" ফেরিস আৎকে উঠে বললো। "এটা আবার কি?!"

"লম্বা গল্প," জবাব দিলো ল্যাংডন। "যেতে যেতে আপনাকে সেটা বলছি।"

অধ্যায় ৬০

নিউইয়র্ক এডিটর জোনাস ফকম্যান তার হোম-অফিস লাইনের রিং শুনে জেগে উঠলো। বিছানায় গড়িয়ে বেডসাইড টেবিলে রাখা ঘড়ির দিকে তাকালো সে : ভোর ৪:২৮।

বই প্রকাশনার জগতে রাতারাতি সাফল্যের মতোই শেষরাতে ফোনকল পাওয়াটা বিরলতম একটি ঘটনা। ভড়কে গেলো ফকম্যান, বিছানা থেকে তড়িঘড়ি উঠে নিজের অফিসে চলে এলো।

"হ্যালো?" ওপাশের ভরাট কণ্ঠটি বেশ পরিচিত। "জোনাস, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তুমি বাসায় আছো। আমি রবার্ট। আশা করি তোমাকে বিরক্ত করি নি।"

"অবশ্যই বিরক্ত করেছো! এখন বাজে ভোর চারটা!"

"দুঃখিত, আমি দেশের বাইরে আছি।"

হারভার্ডে কি টাইম-জোন সম্পর্কে কোনো শিক্ষা দেয়া হয় না?

"আমি একটু সমস্যায় পড়েছি, জোনাস। তোমার সাহায্য চাই।" ল্যাংডনের কণ্ঠে উদ্বিগ্নতা। "তোমার কর্পোরেট নেটজেট্স কার্ডটা দরকার আমার।"

"নেটজেট্স?" হেসে ফেললো ফকম্যান। "রবার্ট, আমরা পুস্তক প্রকাশক। প্রাইভেট জেট ব্যবহার করা লোক আমরা নই।"

"আমরা দু'জনেই জানি তুমি মিথ্যে বলছো, বন্ধু।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো ফকম্যান। "ঠিক আছে। তাহলে সত্যিটা বলি। আমরা ধর্মীয় ইতিহাসের উপর মোটা মোটা বই লেখে যেসব লেখক তাদের জন্য কোনো জেটের ব্যবস্থা করি না। তুমি যদি *ফিফটি শেডস অব আইকনোগ্রাফি* লিখতে চাও তাহলে অবশ্য এ নিয়ে কথা বলতে পারি।"

"জোনাস, ফ্লাইটের খরচ যাইহোক না কেন আমি দেবো। কথা দিলাম। তুমিই বলো, আমি কি কখনও কোনো কথার বরখেলাপ করেছি?"

তিন বছর ধরে লেখা জমা দেবার যে ডেডলাইন মিস করে যাচ্ছো সেটা বাদ দিয়ে বলবো? যাইহোক, ল্যাংডনের কণ্ঠের তাগাদাটা বুঝতে পারলো সে। "আমাকে বলো তো কি হয়েছে। দেখি তোমাকে সাহায্য করা যায় কিনা।"

"সব কথা খুলে বলার মতো সময় আমার হাতে নেই, তবে আমি চাই তুমি আমাকে এই সাহায্যটা করো। খুবই জরুরি, বন্ধু। জীবন-মরণের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

দীর্ঘদিন ল্যাংডনের সাথে কাজ করে ফকম্যান বুঝে গেছে কখন সে ঠাট্টা করে আর কখন সিরিয়াস। এ মুহূর্তে সিম্বোলজিস্টের কণ্ঠে ঠাট্টার লেশমাত্র নেই। বরং সুস্পষ্ট উদ্বেগ টের পাচ্ছে। *লোকটা একদম মরিয়া।* হাফ ছাড়লো ফকম্যান। যা সিদ্ধান্ত নেবার নিয়ে ফেলেছে। *আমার ফিন্যান্স ম্যানেজার আমার মুণ্ডুপাত করবে।* ত্রিশ সেকেন্ড পর ল্যাংডনের ফ্লাইট রিকোয়েস্টের ডিটেইল লিখে রাখলো।

"সব ঠিক আছে তো?" তার এডিটরের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ততা আঁচ করতে পেরে জিজ্ঞেস করলো ল্যাংডন। ফ্লাইট রিকোয়েস্টের ডিটেইল শুনে দারুণ অবাক হয়েছে সে।

"হুম। আমি মনে করেছিলাম তুমি আমেরিকাতে আছো," বললো ফকম্যান। "তুমি যে এখন ইটালিতে আছো এটা শুনে খুব অবাক হয়েছি।"

"শুধু তুমি না, আমি নিজেও অবাক," বললো ল্যাংডন। "আবারো ধন্যবাদ তোমাকে, জোনাস। আমি এক্ষুণি এয়ারপোর্টে রওনা দিচ্ছি।"

নেটজেট্সের ইউএস অপারেশন সেন্টারটি ওহাইও'র কলম্বাসে অবস্থিত। সার্বক্ষণিক ফ্লাইট সাপোর্ট টিম নিয়োজিত থাকে সেখানে।

ওনার সার্ভিসেস রিপ্রেজেন্টেটিভ ডেব কিয়ার এইমাত্র নিউইয়র্কের এক কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান থেকে কল পেলো। "এক মিনিট, স্যার," হেডসেটটা ঠিকঠাকমতো লাগিয়ে টাইপ করতে শুরু করলো ভদ্রমহিলা। "টেকনিক্যালি এটা হবে নেটজেটস ইউরোপ ফ্লাইট। তবে আমি আপনাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবো।" দ্রুত পর্তুগালের পাকো দি অ্যাক্রোসে অবস্থিত নেটজেটস ইউরোপ সেন্টারের সাথে কানেক্ট হয়ে জেনে নিলো ইটালিতে তাদের জেটগুলোর বর্তমান অবস্থান।

"ঠিক আছে, স্যার," বললো সে, "মোনাকো'তে আমাদের একটি জেট আছে এখন। ওটা এক ঘণ্টার মধ্যে ফ্লোরেন্সে চলে যেতে পারবে। মিঃ ল্যাংডনের জন্য কি সেটা যথেষ্ট হবে?"

"আশা তো করি হবে," প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বললো ওপাশ থেকে। তার কণ্ঠে ক্লান্তি আর বিরক্তি। "ওটাই পাঠিয়ে দিন তাহলে।"

"ঠিক আছে, স্যার," ডেব বললো। "মিঃ ল্যাংডন জেনেভায় যেতে চাচ্ছেন, তাই না?"

"সেটাই তো বললো।"

ডেব টাইপিং করে নিলো তথ্যটি। "সব ঠিক আছে তাহলে," অবশেষে বললো সে। "মিঃ ল্যাংডনকে কনফার্ম করতে হবে লুক্কায় অবস্থিত তাসিয়ানো এফবিও'তে গিয়ে। ফ্লোরেন্স থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে সেটা। ফ্লাইট ছাড়বে স্থানীয় সময় সাড়ে এগারোটায়। এফবিও'তে দশ মিনিট আগে চলে আসতে হবে মিঃ ল্যাংডনকে। আপনি বলেছেন কোনো গ্রাউন্ড ট্রান্সপোর্টেশন কিংবা ক্যাটারিং সার্ভিসের দরকার হবে না, আর উনার পাসপোর্ট সম্পর্কিত তথ্য আপনি আমাকে দেবেন। আপনার কি আর কিছু দরকার আছে আমার কাছে?"

"নতুন একটা চাকরি?" কথাটা বলেই হেসে ফেললো সে। "না। ধন্যবাদ। আপনি অনেক করেছেন।"

"এটাই তো আমাদের কাজ, স্যার। আপনার দিনটা ভালো কাটুক।" কলটা শেষ করে মনিটরের দিকে তাকালো ডেব, রিজার্ভেশনের বাকি কাজটুকু সেরে ফেলতে শুরু করলো সে। রবার্ট ল্যাংডনের পাসপোর্টের নাম্বারটি কম্পিউটারে এন্ট্রি করার পরই তার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেলো। পর্দায় একটা মেসেজ আর রেড অ্যালার্ট লেখা উঠছে। মেসেজটা পড়ে ডেবের চোখ দুটো বিস্ফারিত হবার জোগার হলো যেনো।

নির্ঘাত কোনো ভুল হয়েছে।

আবারো ল্যাংডনের পাসপোর্ট নাম্বারটা এন্ট্রি করলে একই ঘটনা ঘটলো। ল্যাংডন এ পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকেই ফ্লাইট বুক করার চেষ্টা করুক না কেন ঠিক এই লেখাটাই ভেসে উঠবে।

বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত মনিটরের দিকে চেয়ে রইলো ডেব। সে জানে নেটজেটস তাদের কাস্টমারদের গোপনীয়তার বিষয়টি খুবই গুরুত্বের সঙ্গে দেখে থাকে। তারপরও এই অ্যালার্টটি তাদের সব ধরণের কর্পোরেট প্রাইভেসির নিয়ম-কানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়েছে।

ডেব কিয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষকে জানানোর জন্য ফোন করলো।

এজেন্ট ব্রুডার তার ফোনটা পকেটে রেখে নিজের লোকজনকে দ্রুত ভ্যানে উঠে পড়ার জন্য তাগাদা দিলো। "ল্যাংডন প্রাইভেট জেটে করে জেনেভায় যাচ্ছে," বললো সে। "এক ঘণ্টার মধ্যে লুক্কা'র এফবিও থেকে ফ্লাইটটা ছাড়বে। এখান থেকে পশ্চিম দিকে পঞ্চাশ মাইল দূরে সেটা। এক্ষুণি রওনা দিলে ফ্লাইট ছাড়ার আগেই আমরা ওখানে পৌঁছে যেতে পারবো।"

ঠিক একই সময় ভাড়া করা ফিয়াটে করে ল্যাংডন, সিয়েনা আর ডাঃ ফেরিস যাচ্ছে ফ্লোরেন্সের সান্তা মারিয়া নভেল্লা ট্রেনস্টেশনে। ডাক্তার বসেছে ড্রাইভারের পাশে, আর পেছনের সিটে তারা দু'জন।

নেটজেটসের আইডিয়াটা ছিলো সিয়েনার। ভাগ্য ভালো থাকলে এটা বেশ ভালোই বিভ্রান্তি তৈরি করবে, আর তারা নির্বিঘ্নে পৌঁছে যেতে পারবে ট্রেনস্টেশনে। নিঃসন্দেহে এই চালাকিটা না করলে স্টেশনে পুলিশ গিজগিজ করতো। সুখের কথা, এখান থেকে ট্রেনে করে গেলে ভেনিস মাত্র দু'ঘণ্টার পথ। এই ডামেস্টিক ট্রেনে পাসপোর্টও লাগে না।

ল্যাংডন সিয়েনার দিকে তাকালো, মনে হলো সে ডাঃ ফেরিসকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। লোকটার নিশ্চয় খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। শ্বাস-প্রশ্বাসেরও সমস্যা হচ্ছে ভালোমতো। ঘোৎ ঘোৎ করে শব্দ হচ্ছে নিঃশ্বাস নেবার সময়।

আশা করি সিয়েনার ধারণাই ঠিক হবে, মনে মনে বললো ল্যাংডন। ভদ্রলোকের লালচে দাগগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হলো ওখান থেকে জীবাণু ছড়াচ্ছে এই সঙ্কীর্ণ গাড়ির ভেতরে। তার আঙুলের ডগা পর্যন্ত কেমন লালচে হয়ে ফুলে আছে। এই চিন্তা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো ল্যাংডন।

ট্রেনস্টেশনের দিকে যাবার সময় গ্র্যান্ড হোটেল বাগলিওনি অতিক্রম করলো তারা। এখানে প্রায়শই শিল্পকলার উপরে কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রতিবছর কম করে হলেও একবার এখানে আসে ল্যাংডন। হোটেলটা দেখামাত্র সে বুঝতে পারলো এখন যা করতে যাচ্ছে সেটা এ জীবনে এর আগে কখনও করে নি।

আমি ডেভিড'কে না দেখেই ফ্লোরেন্স ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

মাইকেলাঞ্জেলোর কাছে এজন্যে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চেয়ে নিলো, চোখ সরিয়ে সামনের ট্রেনস্টেশনের দিকে তাকালো...সঙ্গে সঙ্গে তার চিন্তাভাবনায় জুড়ে বসলো ভেনিস।

অধ্যায় ৬১

ল্যাংডন জেনেভায় যাচ্ছে?

ডা: এলিজাবেথ সিনস্কির মনে হচ্ছে ক্রমাগতভাবেই সে আরো বেশি করে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। ভ্যানের পেছনের সিটে প্রচণ্ড ঝাঁকির মধ্যে ঘুমের ঘোরে আছে সে। তাদের গাড়িটা এখন ফ্লোরেন্স থেকে পশ্চিমে যাচ্ছে শহরের বাইরের একটি এয়ারফিল্ডের উদ্দেশ্যে।

জেনেভা কেন? ওখানে গিয়ে কী হবে? মনে মনে বললো সিনস্কি।

একটা কারণেই জেনেভা প্রাসঙ্গিক হতে পারে আর সেটা হলো বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সদর দফতর ওখানে অবস্থিত। *ল্যাংডন কি আমার খোঁজেই ওখানে যাচ্ছে?* সিনস্কি যে ফ্লোরেন্সে আছে সেটা ল্যাংডন ভালো করেই জানে, সুতরাং ওখানে যাওয়াটা একদম অর্থহীন বলেই মনে হচ্ছে।

আরেকটি চিন্তা তার মাথায় ঘুরপাক খেলো।

হায় ঈশ্বর...জোবরিস্ট কি জেনেভাকে টার্গেট করেছে নাকি?

জোবরিস্ট এমন এক লোক যে সিম্বলিজমের ব্যাপারে অভ্যস্ত আর বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সদর দফতরকে 'গ্রাউন্ড জিরো' বানানোর ব্যাপারে তার ঝোঁক থাকতেই পারে। বিশেষ করে সিনস্কির সাথে বছরব্যাপী তার লড়াইটার কথা বিবেচনা করলে। তারপরও জোবরিস্ট যদি প্লেগের বিস্তারের জন্য জেনেভাকে বেছে নেয় তাহলে সেটা একদম ভুল নির্বাচন হবে। অন্যসব মেট্রোপলিসের তুলনায় এ শহরটি ভৌগলিকভাবে অনেক বেশি বিচ্ছিন্ন এবং বছরের এ সময়টাতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে এখন। প্লেগের জন্য সহায়ক হলো ঘনবসতি এলাকা আর উষ্ণ পরিবেশ। জেনেভা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে হাজার ফিট উপরে অবস্থিত, মহামারি ছড়ানোর জন্য মোটেও কোনো ভালো জায়গা নয়। *জোবরিস্ট আমাকে যতো ঘৃণাই করুক না কেন, এটা সে করতে চাইবে না।*

তাহলে প্রশ্ন থেকে যায়–ল্যাংডন ওখানে কেন যাচ্ছে? গতরাত থেকে এই আমেরিকান প্রফেসরের আচার-আচরণ যেরকম দুর্বোধ্য হতে শুরু করেছে সেই তালিকায় এখন যুক্ত হয়েছে তার এই জেনেভা মিশন। কঠিন সময়ের মধ্যে নিপতিত হলেও সিনস্কি অনেক চেষ্টা করেছে ভদ্রলোকের এমন অদ্ভুত আচরণের কারণ বের করার জন্য কিন্তু সে ব্যর্থ হয়েছে। কোনো যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে এটা ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না।

সে এখন কার পক্ষ হয়ে কাজ করছে?

মানতেই হবে, সিনস্কি মাত্র কয়েক দিন ধরে ল্যাংডনকে চেনে, তবে সাধারণত মানুষ চিনতে তার ভুল হয় না। তাই রবার্ট ল্যাংডনের মতো একজন মানুষ টাকার কাছে নিজেকে বিকিয়ে দেবে এটা ভাবা কষ্টকরই। *কিন্তু সে তো গতরাত থেকে আমাদের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে।* এখন সে অনেকটাই খলনায়কের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে এ শহরে। *নাকি জোবরিস্টের কাজকর্মের প্রতি সেও সমর্থন দিয়ে দিয়েছে?*

এই চিন্তাটা খুব ভীতিকর ঠেকলো নিজের কাছেই।

না, নিজেকে আশ্বস্ত করলো এবার। *আমি তার সুনামের ব্যাপারে বেশ ভালোমতোই অবগত আছি। সে এটা করবে না।*

সি-১৩০ ট্রান্সপোর্ট বিমানের ভেতরে দেখা হবার চার রাত আগে ল্যাংডনের সাথে সিনস্কির পরিচয় হয়। এই বিমানটি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মোবাইল কো-অর্ডিনেশন সেন্টার হিসেবে কাজ করে।

সাতটার পরে হ্যান্সকম ফিল্ডে বিমানটি অবতরণ করে। জায়গাটা ম্যাসাচুসেটসের কেমব্রিজ থেকে মাত্র পনেরো মাইল দূরে। সিনস্কি জানতো না এই নামকরা প্রফেসর ঠিক কেমন মানুষ হবে, যার সাথে এ আগে কেবল ফোনেই যোগাযোগ হয়েছে তার। কিন্তু প্লেনের ভেতরে আসার পর তার সাথে হাসিমুখে পরিচিত হবার পর মানুষটিকে বেশ ভালোই মনে হয়েছিলো।

"আপনি নিশ্চয় ডা: সিনস্কি?" তার সাথে করমর্দন করতে করতে বলেছিলো ল্যাংডন।

"আপনার সাথে দেখা করতে পেরে খুব সম্মানিত বোধ করছি, প্রফেরস।"

"আমিও সম্মানিত বোধ করছি। যা করেছেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।"

ল্যাংডন বেশ লম্বা একজন মানুষ, শহুরে চেহারা, ভরাটকণ্ঠ। যে পোশাকে দেখা করতে এসেছিলো সেটা নিশ্চয় ক্লাসরুমেও পরে থাকে–হ্যারিস টুইড জ্যাকেট, খাকি প্যান্ট আর লোফার–এ থেকে বোঝা যায় ক্যাম্পাসে সবার চোখে পড়তে চায় না ভদ্রলোক। সিনস্কি যতোটা ভেবেছিলো তার চেয়ে অনেক কম বয়স্ক লেগেছিলো তাকে। এলিজাবেথের নিজের বয়সের কথাও মনে পড়ে গেছিলো তখন। *আমি প্রায় তার মায়ের বয়সি হবো।*

ক্লান্ত একটি হাসি দিয়েছিলো এলিজাবেথ। "এখানে আসার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, প্রফেসর।"

ল্যাংডন কাটখোট্টা সহকারীর দিকে ইশারা করেছিলো তখন, সে-ই তাকে প্লেনে নিয়ে এসেছিলো। "আপনার বন্ধু এ ব্যাপারে আমাকে খুব একটা ভাবার সময়ও দেন নি।"

"দারুণ। এজন্যেই তো তাকে আমরা বেতন দিয়ে থাকি।"

"নেকলেসটা চমৎকার," তার নেকলেসের দিকে চেয়ে বলেছিলো সিম্বোলজিস্ট। "লাপিস লাজুলি?"

একটা খাড়া দণ্ড পেচিয়ে থাকা সাপ–তার এই আইকনিক নেকলেসটির দিকে চেয়ে সায় দিয়েছিলো সিনস্কি। "চিকিৎসাবিজ্ঞানের আধুনিক সিম্বল। আমার ধারণা আপনি এটা চেনেন। এটাকে বলে কডুসিয়াস।"

কিছু একটা বলতে গিয়েও ল্যাংডন বলে নি তখন, বরং ভদ্রভাবে হেসে প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলেছিলো সে। "আমাকে কেন এখানে ডেকে এনেছেন?"

পাশের একটি কনফারেন্স টেবিলের দিকে ইশারা করে এলিজাবেথ। "প্লিজ, এখানে বসুন। আপনাকে একটা জিনিস দেখাবো আমি।"

ল্যাংডন বেশ স্বাভাবিকভাবেই টেবিলে বসে পড়ে। এলিজাবেথ লক্ষ্য করে সিক্রেট মিটিংয়ের ব্যাপারে এই প্রফেসর বেশ অভ্যস্ত। তার মধ্যে কোনো ভাবান্তর দেখা যায় নি। নিজের ক্ষেত্রে সে বেশ স্বচ্ছন্দ। তবে মনে মনে ভেবেছিলো, যখ জানতে পারবে তাকে কেন এখানে ডেকে আনা হয়েছে তখন এতোটা স্বাভাবিক আর রিলাক্স থাকতে পারবে কিনা।

একটু পরই এলিজাবেথ ল্যাংডনকে সেই জিনিসটা দেখায় যেটা মাত্র চৌদ্দ ঘণ্টা আগে ফ্লোরেন্সের এক সেফ-ডিপোজিট থেকে হস্তগত করে পেয়েছিলো।

ছোট্ট নক্সা করা সিলিন্ডারটি দীর্ঘ সময় নিয়ে ল্যাংডন দেখে গেছিলো, তারপর এ ব্যাপারে সংক্ষেপে যা বলেছিলো সেটা এলিজাবেথ আগেই জানতো। এই জিনিসটা প্রাচীনকালে ছাপার কাজে ব্যবহৃত একটি সিলিন্ডার সিল। এটাতে তিনমাথার শয়তানের ভীতিকর একটি ছবি আর একটি শব্দ রয়েছে : *saligia*।

"*saligia* হলো," ল্যাংডন বলেছিলো, "একটি লাতিন নিমোনিক, যা দিয়ে বোঝানো হয়–"

"সাতটি মহাপাপ," এলিজাবেথ তার কথা শেষ হবার আগেই বলেছিলো। "আরেকটু ভালোভাবে দেখেন।"

"ঠিক আছে..." একটু হতবুদ্ধি হয়ে গেছিলো ল্যাংডন। "আমাকে এটা দেখানোর কি কোনো কারণ আছে?"

"সত্যি বলতে, আছে।" সিলিন্ডারটি তার হাত থেকে নিয়ে ঝাঁকাতে শুরু করে এলিজাবেথ। ভেতরে থাকা এজিটেটর বলটি ঘরঘর শব্দ করতে থাকে তখন।

এটা দেখে ল্যাংডন আরো হতবুদ্ধি হয়ে যায়। কিন্তু ডাক্তার কী করছে সে-কথা জিজ্ঞেস করার আগেই সিলিন্ডারটির একপ্রান্ত দিয়ে আলো বের হতে শুরু করে। এরপর ডা: সিনস্কি সিলিন্ডারটির আলোকিত মুখ প্লেনের দেয়ালে ফেললে সেটা প্রজেক্টরের মতো একটা ছবি প্রক্ষেপ করে সেখানে।

ছবিটা দেখে ল্যাংডন শিস বাজিয়ে ওঠে।

"বত্তিচেল্লির ম্যাপ অব হেল," বলে সে। "দান্তের *ইনফার্নো*'র অনুসরণে এটা আঁকা হয়েছিলো। যদিও আমার ধারণা আপনি ইতিমধ্যেই এটা জেনে গেছেন।"

সায় দেয় এলিজাবেথ। সে আর তার টিম ইন্টারনেট ব্যবহার করে পেইন্টিংটার পরিচয় খুঁজে বের করে। সিনস্কি যখন জানতে পারে এটা বত্তিচেল্লির আঁকা তখন কিছুট অবাক হয়েছিলো। কারণ সে জানতো এই শিল্পী তার অনন্য সাধারণ মাস্টারপিস *বার্থ অব ভেনাস* আর *স্প্রিংটাইম*-এর জন্য সুপরিচিত। এই দুটি ছবিই সিনস্কির খুব প্রিয়, যদিও ছবি দুটোতে নারীর উর্বরতা আর জীবনের সৃষ্টিকে তুলে ধরা হয়েছে, যা কিনা তার জন্য সুতীব্র এক যাতনার। একজন নারী হিসেবে সন্তান ধারণের অক্ষমতা নিয়ে জীবনযাপন করে সে, যদিও এটা বাদ দিলে তার বাকি জীবন বেশ কর্মময়।

"আমি আশা করছি," সিনস্কি বলে ওঠে, "আপনি এই ছবিতে যে লুকায়িত সিম্বোলিজম আছে সে ব্যাপারে কথা বলবেন।"

ল্যাংডনকে একটু বিরক্ত হতে দেখা গিয়েছিলো তখন। "এজন্যে আপনি আমাকে এখানে ডেকে এনেছেন? আমাকে বলা হয়েছে ব্যাপারটা নাকি খুবই জরুরি।"

"অবশ্যই জরুরি।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ল্যাংডন। "ডাঃ সিনস্কি, আপনি যদি নির্দিষ্ট কোনো পেইন্টিং সম্পর্কে জানতে চান তাহলে ঐ পেইন্টিংটা যে জাদুঘরে রাখা আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করুন। এই ছবিটার বেলায় আপনাকে অবশ্য ভ্যাটিকানের বিবলিওটেকা অ্যাপোস্টোলিকা'য় যোগাযোগ করতে হবে। ভ্যাটিকানে কিন্তু বেশ ভালোমানের কয়েকজন আইকনোগ্রাফার্স আছে যারা–"

"ভ্যাটিকান আমাকে ঘৃণা করে।"

চমকে ওঠে ল্যাংডন। "আপনাকেও? আরে, আমি তো মনে করতাম একমাত্র আমাকেই ওরা ঘৃণা করে।"

সিনস্কি হেসে ফেলে এ কথা শুনে। "বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী, বিশেষ করে কনডমের সহজলভ্যতা বিশ্বস্বাস্থ্যের পক্ষে বিরাট ভূমিকা পালন করবে–এরফলে একদিকে যেমন এইডসের মতো যৌনবাহিত রোগের বিস্তার কমে আসবে তেমনি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণেও দারুণ কার্যকরী ভূমিকা রাখবে।"

"কিন্তু ভ্যাটিকান অন্যরকম ভাবে।"

"ঠিক। তারা তৃতীয়বিশ্বে প্রচুর টাকা খরচ করে কনডমসহ জন্মনিয়ন্ত্রণের

সামগ্রী ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে থাকে। ধর্মভীরু লোকজনকে বুঝিয়ে থাকে এটা শয়তানি কাজ।"

"হ্যা, সেটা তারা করে," হেসে বলেছিলো ল্যাংডন। "একদল আশিউর্ধ্ব চিরকুমার পাদ্রিদের চেয়ে আর কে ভালো বলতে পারে কিভাবে সেক্স করতে হয়?"

প্রতি মুহূর্তে প্রফেসর লোকটিকে সিনস্কির ভালো লাগতে শুরু করে।

সিলিন্ডারটি ঝাঁকিয়ে রিচার্জ করে দেয়ালে আবারো ছবিটা প্রজেক্ট করে ডাক্তার।

"প্রফেসর, একটু ভালো করে দেখুন।"

ছবিটার দিকে হেটে গিয়ে সামনে থেকে ভালোভাবে দেখে নেয় ল্যাংডন। আচমকা থমকে দাঁড়ায় সে। "অদ্ভুত তো। এটা একটু বদলে ফেলা হয়েছে।"

ব্যাপারটা ধরতে সে খুব বেশি দেরি করে নি। "হ্যা, সেটাই। আমি চাই আপনি আমাকে বলবেন এই বদলে ফেলার মানেটা কি।"

চুপ মেরে যায় ল্যাংডন। পুরো ছবিটা আরো ভালো করে দেখে সে। *catrovacer* শব্দের দশটি অক্ষর...প্লেগ মুখোশ...আর বর্ডারের দিকে লেখা 'মৃতের চোখ' বিষয়ক অদ্ভুত একটি উক্তির দিকে তাকিয়ে একটু ভেবে নেয়।

"এটা কে করেছে?" জানতে চায় ল্যাংডন। "এটা কোত্থেকে পেয়েছেন?"

"সত্যি কথা হলো, এ সম্পর্কে যতো কম জানবেন ততোই আপনার জন্য ভালো। আমি আশা করছি আপনি এই বদলে ফেলার ব্যাপারটা কেন করা হয়েছে, এর কি মানে থাকতে পারে সেটা খুঁজে বের করবেন।" এককোণে ডেস্কের দিকে ইঙ্গিত করে সে।

"এখানে? এখনই?"

সায় দেয় ডাক্তার। "আমি জানি এভাবে চাপিয়ে দেয়াটা ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু এই ব্যাপারটা আমাদের জন্য কতো জরুরি সেটা বলে বোঝাতে পারবো না আপনাকে।" একটু থামে সে। "এটা জীবন-মরণের ব্যাপার হয়ে উঠতে পারে।"

চিন্তিত মুখে ল্যাংডন তার দিকে তাকায়। "এটার অর্থ বের করতে কিছুটা সময় লাগতে পারে। কিন্তু আমি বলবো, এই ব্যাপারটা যদি আপনাদের কাছে এতোটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে—"

"ধন্যবাদ আপনাকে," কথা শেষ হবার আগেই বাধা দিয়ে বলে সিনস্কি। "আপনি কি কাউকে ফোন করতে চাইছেন?"

মাথা ঝাঁকিয়ে ল্যাংডন তাকে জানায় পুরো উইকএন্ড সে একা আর নিরিবিলি কাটিয়ে দেবার পরিকল্পনা করছে।

দারুণ। প্রজেক্টর, কাগজ, পেন্সিল আর ল্যাপটপ, সেইসাথে সিকিউর

ইন্টারনেট লাইন দিয়ে সিনস্কি তাকে বসিয়ে দেয়। ল্যাংডন ভেবে পাচ্ছিলো না বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কেন বত্তিচেল্লির একটি মোডিফাই করা পেইন্টিং নিয়ে উঠেপড়ে লাগবে।

ডা: সিনস্কি ভেবেছিলো এসবের মর্মোদ্ধার করতে কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবে তাই সেই ফাঁকে নিজের কিছু কাজ সেরে নিতে শুরু করে। কাজের ফাঁকে উঁকি মেরে দেখে প্রফেসর ছোট্ট প্রজেক্টরটি ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে ছবিটা প্রজেক্ট করে দেখে নিচ্ছে আর নোটপ্যাডে কিছু টুকে রাখছে। দশ মিনিট পর ল্যাংডন পেন্সিল নামিয়ে রেখে বলে, "*Cerca trova*।"

তার দিকে চেয়ে সিনস্কি বলে, "কি?"

"*Cerca trova,*" আবারো বলে সে। "খোঁজো, তাহলেই তুমি পাবে। কোডটা এ কথাই বলছে।"

এরপর সিনস্কিকে বিস্তারিত বলে যায় ল্যাংডন, কিভাবে দান্তের *ইনফার্নো*র স্তরগুলো এলোমেলো করে দেয়া হয়েছে, আর সেগুলো ঠিক করার পর প্রতিটি স্তরে যে অক্ষরগুলো আছে সেসব মেলালে ইতালিয়ান *Cerca trova* পদবাচ্যটি পাওয়া যায়।

খুঁজলেই পাবে? অবাক হয়ে বলেছিলো সিনস্কি। *আমাকে ঐ বদ্ধ উন্মাদ এই মেসেজ দিতে চেয়েছে?* পদবাচ্যটি শুনে তো সরাসরি চ্যালেঞ্জের মতো মনে হচ্ছে। মাথানষ্ট ঐ লোকটি কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশন্সের অফিসে তাকে শেষ যে কথাটা বলেছিলো সেটা মনে পড়ে যায় তার : *তাহলে ধরে নিন আমাদের নৃত্য শুরু হয়ে গেছে।*

"আপনার মুখ তো দেখি ফ্যাকাশে হয়ে গেছে," তাকে দেখে বলেছিলো ল্যাংডন। "মনে হচ্ছে আপনি এরকম কোনো মেসেজের কথা আশা করেন নি?"

সিনস্কি নিজেকে গুছিয়ে নেয় তখন। "ঠিক তা নয়। "আমাকে বলুন...আপনি কি বিশ্বাস করেন নরকের এই ম্যাপটি আমাকে কিছু খোঁজার কথা বলছে?"

"হ্যা। *Cerca trova*।"

"এটা কি বলছে আমি কোথায় খুঁজবো?"

কথাটা শুনে গাল চুলকে নিয়েছিলো ল্যাংডন। আর বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বাকি কর্মকর্তারা উদগ্রীব হয়ে জড়ো হয়েছিলো তার চারপাশে। "সরাসরিভাবে বলা নেই...তবে আমার মনে হয় আমি ধরতে পেরেছি, কোত্থেকে আপনি এটা শুরু করতে পারেন।"

"বলুন আমাকে," বলেছিলো সিনস্কি। তার কথাটার মধ্যে বেশ তাড়া ছিলো।

"উমম...ধরুন, ইটালির ফ্লোরেন্স?"

সিনস্কির চোয়াল শক্ত হয়ে যায় কথাটা শুনে। অনেক কষ্টে নিজের প্রতিক্রিয়া লুকায় সে। তবে তার স্টাফরা নিজেদেরকে এভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি। তারা একে অন্যের দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে শুরু করে দেয়। একজন ফোন হাতে নিয়ে কল করে। আরেকজন প্লেনের সামনের দরজার দিকে ছুটে যায়।

ল্যাংডন এসব দেখে যারপরনাই বিস্মিত। "আমার কথা শুনে কি এসব হচ্ছে?"

অবশ্যই, মনে মনে বলেছিলো সিনস্কি। "কি কারণে ফ্লোরেন্সের কথা বললেন?"

"*Cerca trova*," বলেছিলো সে। এরপর দ্রুত ব্যাখ্যা করতে শুরু করে পালাজ্জো ভেচ্চিও'তে ভাসারির ফ্রেসকো নিয়ে যে রহস্যটি আছে।

তাহলে ফ্লোরেন্সেই, যথেষ্ট শুনেছে, আর শোনার দরকার নেই সিনস্কির। তার শত্রু যে পালাজ্জো ভেচ্চিও'র কাছাকাছি একটি উঁচু ভবন থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করেছে সেটা কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়।

"প্রফেসর," সে বলেছিলো, "আমি যখন আমার নেকলেসটিকে কডুসিয়াস হিসেবে উল্লেখ করলাম তখন আপনি কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেছিলেন। আপনি তখন কি বলতে চাচ্ছিলেন?"

মাথা ঝাঁকালো ল্যাংডন। "তেমন কিছু না। একেবারেই সামান্য একটি ব্যাপার। কখনও কখনও আমার শিক্ষকসত্তা একটু বেশি জ্ঞান দেবার চেষ্টা করে।"

সিনস্কি তার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। "আমি জানতে চাচ্ছি কারণ আমি আপনাকে বিশ্বাস করতে চাই। আপনি কি বলতে চাচ্ছিলেন তখন?"

ঢোক গিলে গলা খাকারি দেয় ল্যাংডন। "এটা এমন কিছু না। আপনি বললেন আপনার নেকলেসটি চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রাচীন একটি সিম্বল, এটা সত্যি। কিন্তু আপনি যখন বললেন এটার নাম কডুসিয়াস তখন আসলে ঠিক বলেন নি। কডুসিয়াসে একটি দণ্ডে দুটো সাপ পেচিয়ে থাকে, আর সেই দণ্ডের উপরে থাকে একজোড়া ডানা। আপনারটায় একটামাত্র সাপ, কোনো ডানাও নেই। এটাকে বলে–"

"রড অব আসক্লিপিয়াস।"

ল্যাংডন একটু অবাকই হয়েছিলো। "হ্যা। ঠিক বলেছেন।"

"আমি জানি। আমি আসলে আপনার সত্যবাদীতা পরীক্ষা করে দেখছিলাম।"

"কী বললেন?"

"আমি চেয়েছিলাম আপনি আমাকে সত্য কথাটাই বলবেন, সেটা যতো

অস্বস্তিকরই হোক না কেন।"

"মনে হচ্ছে পরীক্ষায় আমি ফেল করেছি।"

"এটা আর করবেন না। পুরোপুরি সততা ছাড়া আমি আর আপনি এই কাজটা একসাথে করতে পারবো না।"

"একসাথে কাজ করবো মানে? আমার কাজ কি এখনও শেষ হয়ে যায় নি?"

"না, প্রফেসর। আমাদের কাজ মোটেও শেষ হয় নি। আমি চাই আপনি ফ্লোরেন্সে এসে একটা জিনিস খুঁজে পেতে সাহায্য করবেন।"

অবিশ্বাসে চেয়ে থাকে ল্যাংডন। "আজরাতে?"

"বলতে বাধ্য হচ্ছি, আজরাতেই। আমি এখনও আপনাকে আসল সঙ্কটটার কথা বলি নি।"

মাথা ঝাঁকায় ল্যাংডন। "আপনি কি বললেন না বললেন তাতে কিছু যায় আসে না। এ মুহূর্তে ফ্লোরেন্সে যাবার কোনো ইচ্ছে আমার নেই।"

"আমারও নেই," তিক্তমুখে বলে সিনস্কি। "কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো আমাদের সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে।"

অধ্যায় ৬২

দুপুরের প্রখর সূর্যের আলোয় ইটালির উচ্চ-গতিসম্পন্ন ফ্রেচ্চিয়ার্জেন্তো ট্রেনের ছাদ চক চক করছে। ওটা ছুটে চলেছে টুসকান গ্রামাঞ্চলের মধ্য দিয়ে উত্তর দিকে। ফ্লোরেন্স থেকে ঘণ্টায় ১৭৪ মাইল বেগে ছুটে চললেও 'সিলভার অ্যারো' ট্রেনের ভেতরে তেমন একটা নয়েজ হচ্ছে না।

রবার্ট ল্যাংডনের কাছে বিগত কয়েকটি ঘণ্টা ঘোরের মতোই কেটেছে।

এখন হাই-স্পিড ট্রেনের একটি প্রাইভেট কম্পার্টমেন্টে বসে আছে ল্যাংডন, সিয়েনা আর ডাঃ ফেরিস। এই কম্পার্টমেন্টে রয়েছে চারটি সিট, একটি ফোল্ডিং টেবিল। ফেরিস তার ক্রেডিটকার্ড ব্যবহার করে এই কম্পার্টমেন্টটি নিয়েছে, সেইসাথে কিছু স্যান্ডউইচ আর মিনারেল ওয়াটার। ল্যাংডন আর সিয়েনা পাশের ক্লিনিংরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে এসে সেগুলো গোগ্রাসে খেয়ে ফেলেছে।

তারা তিনজন ভেনিসের পথে দু'ঘণ্টার ভ্রমণের জন্য আরাম করে বসতেই ডাঃ ফেরিস নজর দিলো দান্তের মৃত্যু-মুখোশের দিকে। "আমাদেরকে বের করতে হবে এই মুখোশটি ভেনিসের কোথায় নিয়ে যায় আমাদেরকে।"

"আর সেটা করতে হবে দ্রুত," যোগ করলো সিয়েনা। তার কণ্ঠে তাড়া। "জোবরিস্টের প্লেগ থেকে রক্ষা পেতে হলে এটাই সম্ভবত আমাদের একমাত্র আশা-ভরসা।"

"দাঁড়ান," মুখোশের উপর হাত রেখে বললো ল্যাংডন। "আপনি বলেছিলেন ট্রেনে ওঠার পর বিগত কয়েকদিনে কি ঘটেছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলবেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত আমি শুধু জানি, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা আমাকে কেমব্রিজ থেকে রিক্রুট করেছিলো জোবরিস্টের *লা মাপ্পা* ভার্সনটির মর্মোদ্ধার করা জন্য। এছাড়া আপনি তো আর কিছু বলেন নি।"

ডাঃ ফেরিস অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেলো যেনো। আবারো চুলকাতে শুরু করলো ঘাড়ে আর কাঁধে। "আমি তোমার হতাশাটা বুঝতে পারছি," বললো সে। "আমি জানি, কি ঘটেছে সেটা মনে করতে না পারাটা খুবই পীড়াদায়ক ব্যাপার। কিন্তু মেডিকেলের দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে গেলে বলতে হয়..." সিয়েনার দিকে তাকালো সে, যেনো তার কাছ থেকে সম্মতি চাচ্ছে। "যেসব কথা তোমার মনে পড়ছে না সেসব জোর করে মনে করার চেষ্টা কোরো না। অ্যামনেসিয়ার রোগিদের জন্য এটাই মঙ্গলজনক। ভুলে যাওয়া বিষয়গুলো ভুলে থাকাই ভালো।"

"ভুলে থাকবো?!" ল্যাংডন টের পেলো তার মধ্যে রাগের বর্হিপ্রকাশ ঘটছে। "কি বলেন না বলেন! আমি কিছু প্রশ্নের জবাব চাই! আপনার সংস্থা আমাকে ইটালিতে নিয়ে এসেছে, এখানে এসে আমি গুলিবিদ্ধ হয়েছি, দু'তিনদিনের সব ঘটনা ভুলে বসে আছি! আর আমি জানতে চাইবো না এসব কিভাবে ঘটলো!"

"রবার্ট," সিয়েনা আস্তে করে ঢুকে পড়লো কথার মধ্যে। চেষ্টা করলো উত্তেজিত প্রফেসরকে শান্ত করার। "ডাঃ ফেরিস ঠিকই বলেছেন। "এভাবে বিস্মৃত ঘটনাগুলো একসঙ্গে শোনাটা তোমার জন্য ভালো নাও হতে পারে। তুমি যে বিচ্ছিন্ন কিছু দৃশ্য চোখের সামনে দেখো সেটার কথা ভাবো–সাদা-চুলের মহিলা, 'খুঁজলেই পাবে,' *লা মাপ্পার* দোমড়ানো মোচড়ানো মানবদেহের ছবি–এগুলো এলোমেলো আর অনিয়ন্ত্রিতভাবে তোমার স্মৃতিতে চলে এসেছে। এখন যদি ডাঃ ফেরিস বিগত কয়েকদিনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো বলা শুরু করেন তাহলে তোমার অন্য স্মৃতিগুলো এলোমেলো হয়ে যেতে পারে, আবারো শুরু হয়ে যেতে পারে হেলুসিনেশন। রেট্রোগ্রেড অ্যামনেশিয়া খুবই সিরিয়াস একটি কন্ডিশন। ভুলে যাওয়া স্মৃতি কষ্ট করে মনে করার চেষ্টা করলে মস্তিষ্কে স্থায়ী ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।"

এ চিন্তাটা ল্যাংডনের মাথায় আসে নি।

"তুমি অবশ্যই অস্বস্তির মধ্যে আছো, এক ধরণের ঘোরের মধ্যে আর কি," ফেরিস বললো, "কিন্তু এ মুহূর্তে আমরা চাইবো তোমার মানসিক অবস্থা যেনো অটুট থাকে যাতে করে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি। এখন সবচেয়ে বেশি দরকার এই মুখোশটি আমাদের কি বলে সেটা খুঁজে বের করা।"

সিয়েনা সায় দিলো।

ল্যাংডন চুপচাপ বসে রইলো। অনিশ্চিত এক অনুভূতিতে আক্রান্ত সে। চেষ্টা করলো সেটা কাটিয়ে ওঠার জন্য। যে মানুষটিকে চিনতে পারছে না সেই মানুষটিকে আসলে বিগত কয়েক দিন ধরে চিনতো, এই অনুভূতিটা অদ্ভুতই বটে। *কিন্তু কথা হলো,* মনে মনে বললো ল্যাংডন। *লোকটার চোখ দুটো কেমনজানি চেনা চেনা লাগছে।*

"প্রফেসর," সহমর্মিতার সুরে বললো ফেলিস, "আমি বুঝতে পারছি আমাকে বিশ্বাস করতে একটু কষ্ট হচ্ছে তোমার। আমিও ব্যাপারটা বুঝি। যেসব ঘটনার মধ্য দিয়ে তুমি গেছো সেটা বিবেচনায় নিলে এটা বুঝতে কোনো সমস্যা হবার কথা নয়। তাছাড়া, অ্যামনেশিয়ার একটি কমন সাইড-অ্যাফেক্ট হলো অল্পবিস্তর প্যারানইয়া আর অবিশ্বাস জন্মানো।"

এটা বোধগম্য, ভাবলো ল্যাংডন, *কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে, আমি আমার নিজের মনকেও বিশ্বাস করতে পারছি না।*

"প্যারানইয়ার কথা যখন এলোই তখন বলি," সিয়েনা একটু ঠাট্টারছলে বললো পরিবেশ হালকা করার জন্য। "রবার্ট আপনার লালচে দাগগুলো দেখে আশংকা করেছিলো আপনি প্লেগে আক্রান্ত।"

ফেরিসের ফোলা ফোলা চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেলো যেনো, অট্টহাসিতে ফেঁটে পড়লো সে। "এই দাগগুলো দেখে? প্রফেসর, আমি যদি সত্যি প্লেগে আক্রান্ত হতাম তাহলে সামান্য অ্যান্টিথিস্টামিন দিয়ে চিকিৎসা করতাম না।" পকেট থেকে ছোট্ট একটি টিউব বের করে আনলো সে। ল্যাংডনের দিকে ঠেলে দিলো সেটা। এরইমধ্যে অর্ধেক ব্যবহার করা হয়ে গেছে। টিউবটা দেখলো প্রফেসর। এটা চামড়ার অ্যালার্জি নিরাময়ের একটি ক্রিম।

"এই ব্যাপারটার জন্য আমি দুঃখিত," বললো ল্যাংডন। নিজেকে বোকা বোকা লাগলো তার। "খুব ধকল গেছে আমার উপর দিয়ে।"

"এ নিয়ে এতো চিন্তার কিছু নেই," বললো ফেরিস।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো ল্যাংডন। ইটালির গ্রামীণ জনপদ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ট্রেনটি। আপেন্নাইন পর্বতের পাদদেশে ভিনিয়ার্ড চাষীরা নিজেদের কাজে ব্যস্ত। পাহাড়ি পথ বেয়ে তাদের ট্রেনটি এখন গতি বাড়িয়ে নীচের দিকে নামতে শুরু করলো। পথের পূর্বদিকে দেখা যাচ্ছে অ্যাড্রিয়াটিক সাগর।

আমি ভেনিসে যাচ্ছি, ভাবলো সে। *একটা প্লেগ খুঁজে বের করার জন্য।*

এই অদ্ভুত দিনটি ল্যাংডনের মনে এমন এক অনুভূতির জন্ম দিলো যেনো এমন এক ল্যান্ডস্কেপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে যার নির্দিষ্ট কোনো আকার-আকৃতি কিংবা ডিটেইলও নেই। অনেকটা স্বপ্নের মতো। পরিহাসের ব্যাপার হলো দুঃস্বপ্ন মানুষকে জাগিয়ে তোলে...ল্যাংডনের মনে হলো সে যদি এরকম একটি দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠতো।

"কি ভাবছো?" তার পাশে বসা সিয়েনা নীচুস্বরে বললো।

মেয়েটার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলো সে। "ভাবছি, ঘুম থেকে জেগে উঠে যদি দেখতাম এতোক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম তাহলেই বোধহয় বেশি ভালো হতো।"

সিয়েনা মুখ টিপে হাসলো শুধু। "তুমি যদি ঘুম থেকে উঠে দেখতে এসব নিছক স্বপ্ন ছিলো, আর আমি মোটেও কোনো সত্যিকারের চরিত্র ছিলাম না তাহলে তুমি নিশ্চয় আমাকে মিস করতে না?"

আবারো হাসলো ল্যাংডন। "আসলে একটু আধটু করতাম।"

তার হাটুতে আলতো করে চাপড় মারলো সে। "দিবাস্বপ্ন দেখা বন্ধ করে কাজে নেমে পড়ো, প্রফেসর।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ল্যাংডন দান্তের মুখের দিকে তাকালো। টেবিলের উপর

থেকে সেটা যেনো তার দিকেই শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। মুখোশটি হাতে নিয়ে পেছনের লেখাগুলো দেখলো সে :

ওহে, অসাধারণ মেধার অধিকারী...

ল্যাংডনের সন্দেহ হলো আসলেই সে এরকম কিছু কিনা।

যাইহোক, কাজে লেগে গেলো সে।

চলন্ত ট্রেন থেকে দুশো মাইল দূরে অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের উপর নোঙর করে আছে *মেন্দাসিয়াম*। নীচের ডেস্কে বসে ফ্যাসিলিটেটর লরেন্স নোলটন তার কাঁচের কিউবিকলে টোকা মারার শব্দ শুনতে পেলো। সঙ্গে সঙ্গে ডেস্কের নীচে বোতাম টিপে অস্বচ্ছ কাঁচটাকে স্বচ্ছ করে তুললো সে। বাইরে ছোটোখটো একটি অবয়ব দাঁড়িয়ে আছে।

প্রভোস্ট।

তার চোখেমুখে তিক্ততা ছড়িয়ে আছে।

কোনো কথা না বলে ভেতরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে সুইচ টিপে কিউবিকলের দেয়াল আবারো অস্বচ্ছ করে দিলো। তার মুখ থেকে মদের গন্ধ আসছে।

"জোবরিস্টের ভিডিওটা," বললো প্রভোস্ট।

"জি, স্যার?"

"আমি সেটা দেখতে চাই। এক্ষুণি।"

অধ্যায় ৬৩

মৃত্যু-মুখোশের পেছনে যে লেখাগুলো আছে সেগুলো একটা কাগজে লিখে ফেলেছে রবার্ট ল্যাংডন যাতে করে আরো ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। ডাঃ ফেরিস আর সিয়েনা তার দু'পাশে বসে কাগজটার দিকে ঝুঁকে আছে, ফেরিসের হাসফাস করে নিঃশ্বাস নেয়া আর মুখের লালচে দাগগুলো ভুলে থাকার চেষ্টা করলো ল্যাংডন।

ভদ্রলোক ঠিকই আছে, নিজেকে বললো ল্যাংডন। চোখের সামনে যে পংক্তিগুলো আছে জোর করে সেদিকে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলো।
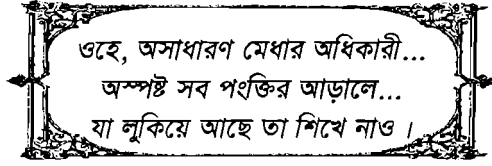
"আমি একটু আগেই বলেছিলাম," বলতে শুরু করলো ল্যাংডন, "জোবরিস্টের কবিতার শুরুর পংক্তিটি নেয়া হয়েছে হুবহু দান্তের *ইনফার্নো* থেকে–পাঠককে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এই শব্দগুলোর আরো গভীর অর্থ রয়েছে বলে।"

দান্তের অ্যালিগোরিক্যাল সৃষ্টিকর্ম ধর্ম, রাজনীতি আর দর্শনের উপর প্রহেলিকাময় বর্ণনায় এতোটাই সমৃদ্ধ যে নিজের ছাত্রদের সে প্রায় বলে থাকে তারা যেনো এই ইটালিয়ান কবির সৃষ্টিকর্মকে বাইবেলের মতোই পড়ে–প্রতিটি শব্দ আর বক্তব্যের নিহিতার্থ বুঝে।

"মধ্যযুগের অ্যালিগোরি পণ্ডিতেরা," ল্যাংডন বলতে শুরু করলো, "সাধারণত তাদের বিশ্লেষণগুলো দুই ধরণের ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করতেন–'টেক্সট' আর 'ইমেজ'.. টেক্সট মানে লেখা, আর ইমেজ হলো প্রতীকি মেসেজ।"

"ঠিক আছে," উদগ্রীব হয়ে বললো ফেরিস। "তাহলে এই কবিতাটি এই লাইন দিয়ে শুরু হয়েছে–"

"নির্দেশ করা হয়েছে," তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠলো সিয়েনা, "এটা ভালোমতো পাঠ না করলে শুধু গল্পটাই আমরা জানতে পারবো। সত্যিকারের অর্থটা জানতে পারবো না, যা লুকিয়ে আছে লেখাটার মধ্যে।"

"হ্যা, সেরকমই কিছু।" লেখাটার দিকে আবার তাকালো ল্যাংডন। এবার জোরে জোরে পড়তে লাগলো।
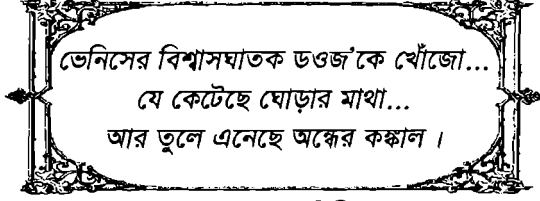
"তো," ল্যাংডন বললো, "আমি মাথাবিহীন ঘোড়া আর অন্ধের কঙ্কালের ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না, তবে মনে হচ্ছে আমাদেরকে নির্দিষ্ট একজন ডওজ'কে খুঁজে বের করতে হবে।"

"আমি ধরে নিলাম...একজন ডওজ-এর কবর?" বললো সিয়েনা।

"কিংবা মূর্তি, ছবি?" ল্যাংডন তাকে বললো। "কয়েক শ' বছর ধরে ওখানে কোনো ডওজ নেই।"

ভেনিসের ডওজ হলো ইটালির অন্যান্য শহরের ডিউকের সমতুল্য পদবী, আর হাজার বছরের ইতিহাসে কম করে হলেও কয়েক শ' ডওজ শাসন করেছে ভেনিস। এর শুরু ৬৯৭ খৃস্টাব্দ থেকে। তাদের এই ধারা শেষ হয়ে যায় আঠারো শতকে নেপোলিওনের বিজয়ের পর। কিন্তু তাদের ক্ষমতা আর মহিমা এখনও ইতিহাসবিদদের আগ্রহের বিষয় হয়ে আছে।

"আপনারা হয়তো জানেন," বললো ল্যাংডন, "ভেনিসের দুটো আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র হলো ডওজ-এর প্রাসাদ এবং সেন্ট মার্কস ব্যাসিলিকা–এ দুটো স্থাপনাই ডওজ'রা তাদের নিজেদের প্রয়োজনে নির্মাণ করেছিলো। তাদের অনেককে ওখানেই সমাহিত করা হয়।"

"তুমি কি এমন কোনো ডওজ'কে চেনো," কবিতার দিকে চোখ রেখেই জিজ্ঞেস করলো সিয়েনা, "যাকে বিপজ্জনক মনে করা হতো?"

লাইনটার দিকে তাকালো ল্যাংডন। *ভেনিসের বিশ্বাসঘাতক ডওজ'কে খোঁজো।* "এরকম কাউকে চিনি না। তবে কবিতায় কিন্তু 'বিপজ্জনক' শব্দটি ব্যবহার করা হয় নি। এখানে ব্যবহার করা হয়েছে 'বিশ্বাসঘাতক' শব্দটি। এ দুয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। অন্ততপক্ষে দান্তের কাব্যিক দুনিয়ায়। মনে রেখো, বিশ্বাসঘাতকতা হলো সাতটি মহাপাপের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন পাপ। এই পাপের পাপীদের শাস্তি দেয়া হয় নরকের নবম, মানে শেষ চক্রে।"

বিশ্বাসঘাতকতাকে দান্তে প্রিয়জনের সাথে বেঈমানি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। ইতিহাসের সবচাইতে কুখ্যাত উদাহরণ হলো জিশুর সাথে জুডাসের বিশ্বাসঘাতকতাটি। দান্তে এটাকে এতোটাই জঘন্য হিসেবে দেখেছেন যে

ইনফার্নো'র একটি এলাকার নাম দিয়েছেন জুডিচ্চা।

"ঠিক আছে," বললো ফেরিস, "তাহলে আমরা এমন একজন ডওজ-এর খোঁজ করবো যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো।'

সায় দিলো সিয়েনা। "তাহলে সম্ভাব্য তালিকাটি একটু ছোটো হয়ে আসবে। আমাদের কাজও সহজ হবে কিছুটা।" একটু থেমে লেখাটার দিকে তাকালো। "কিন্তু পরের লাইনটা...এমন একজন ডওজ যে ঘোড়ার মাথা কেটেছে'?" ল্যাংডনের দিকে তাকালো সে। "এমন কোনো ডওজ কি আছে যে ঘোড়ার মাথা কেটেছিলো?"

সিয়েনার কথায় তার চোখে *গডফাদার* ছবির সেই ভয়াল দৃশ্যটি ভেসে উঠলো। "এরকম কিছুর কথা মনে পড়ছে না। কিন্তু এই যে এটা, 'আর তুলে এনেছে অন্ধের কঙ্কাল।' " ফেরিসের দিকে তাকালো সে। "আপনার ফোনে ইন্টারনেট আছে না?"

ফেরিস তার ফোনটা ল্যাংডনের হাতে তুলে দিলো। "আঙুলের যা অবস্থা এটার বাটন টেপা টেপি করাটা আমার জন্য কষ্টকর এখন।"

"আমাকে দিন," ফোনটা সিয়েনা নিয়ে নিলো। "আমি ভেনিসের ডওজ, মাথাবিহীন ঘোড়া আর অন্ধদের কঙ্কাল। সম্পর্কে সার্চ করে দেখি।" কথাটা বলেই সে টাইপ করতে শুরু করলো।

কবিতাটার দিকে আরো একবার তাকিয়ে জোরে জোরে পড়তে লাগলো ল্যাংডন।
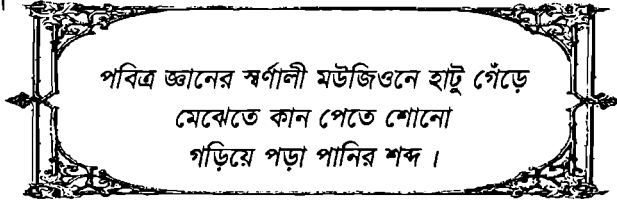
"আমি কখনও *মউজিওন* বলে কেনো কিছুর কথা শুনি নি," বললো ফেরিস।

"এটা খুবই প্রাচীন একটি শব্দ যার অর্থ মন্দির, মিউজরা পাহারা দেয় এমন একটি মন্দির আর কি," জবাব দিলো ল্যাংডন। "প্রাচীন গ্রিকের শুরুর দিকে *মওজিওন*-এ আলোকিত সব লোকজন জমায়েত হতো নিজেদের আইডিয়া নিয়ে কথা বলতো, আলাপ আলোচনা করতো সাহিত্য, সঙ্গিত আর শিল্পকলা নিয়ে। আলেকজান্দ্রিয়ার লইব্রেরিতে প্রথম *মওজিওন* নির্মাণ করেছিলেন টলেমি, সেটা খৃস্টের জন্মের কয়েক শ' বছর আগে। এরপর বিশ্বের অনেক স্থানে কয়েক শ' *মওজিওন* নির্মিত হয়।"

"ডাক্তার ব্রুকস," ফেরিস আশাবাদী হয়ে তাকালো সিয়েনার দিকে।

"আপনি কি একটু সার্চ করে দেখবেন ভেনিসে এরকম কোনো *মওজিওন* আছে কিনা?"

"ওখানে কয়েক ডজন রয়েছে," মুচকি হাসি দিয়ে বললো ল্যাংডন। "ওগুলোকে এখন বলে মিউজিয়াম।"

"আহ্..." ফেরিস বলেলো। "আমাদেরকে তাহলে আরো বড় জাল ফেলতে হবে।"

ফোনে সার্চ করার পাশাপাশি তাদের সঙ্গে কথাবার্তাও চালিয়ে গেলো সিয়েনা। একসাথে একাধিক কাজ করার ক্ষমতা রয়েছে মেয়েটির। *মাল্টিটাস্কার।*

"ঠিক আছে, তাহলে আমরা এমন একটি মিউজিয়াম খুঁজবো যেখানে একজন ডওজকে পাবো যে কিনা ঘোড়ার মাথা কেটেছিলো আর অন্ধের কঙ্কাল তুলে এনেছিলো। রবার্ট, এরকম কোনো মিউজিয়াম কি আছে, যেখানে আমরা আমাদের খোঁজাখুঁজি শুরু করতে পারি?"

ল্যাংডন ইতিমধ্যে ভেনিসের সুপরিচিত মিউজিয়ামগুলোর কথা বিবেচনা করা শুরু করে দিয়েছে–গ্যালারি দেল আক্কাদেমিয়া, কা রেজ্জোনিকো, পালাজ্জো গ্রাসি, পেগ্গি গুগেনহাইম কালেকশন, মিউজিও কোরার–কিন্তু কোনোটাই এই বর্ণনার সাথে খাপ খায় না।

লেখাটার দিকে আবার ফিরে তাকালো।

পবিত্র জ্ঞানের স্বর্ণালী মওজিওন'র ভেতরে হাটু গেঁড়ে...

বাঁকা হাসি দেখা গেলো ল্যাংডনের ঠোঁটে। "ভেনিসে এমন একটি মিউজিয়াম আছে যেটা এই বর্ণনার সাথে ভালোমতোই মিলে যায়–পবিত্র জ্ঞানের স্বর্ণালী *মউজিওন*।"

সিয়েনা আর ফেরিস আশাবাদী হয়ে তাকালো তার দিকে।

"সেন্ট মার্কসের ব্যাসিলিকা," জানালো সে। "ভেনিসের সবচাইতে বড় চার্চ।"

ফেরিস বুঝতে পারলো না। "চার্চ আবার মিউজিয়াম হয় কেমনে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ল্যাংডন। "অনেকটা ভ্যাটিকানের মিউজিয়ামের মতো। তবে সেন্ট মার্কসের ভেতরের সাজসজ্জা পুরোপুরি খাঁটি স্বর্ণের টাইল্স দিয়ে করা।"

"একটি স্বর্ণালি *মওজিওন*," উত্তেজিত হয়ে বললো সিয়েনা।

তার মনে কোনো সন্দেহ নেই কবিতায় বর্ণিত স্বর্ণালি *মওজিওনটি* সেন্ট মার্কস মিউজিয়াম। শত শত বছর ধরে ভেনিশিয়রা সেন্ট মার্কসকে ডাকতো লা চিয়েসা দো'রো বলে–স্বর্ণের চার্চ–ল্যাংডন এটাকে এ বিশ্বের অন্য যেকোনো

চার্চের চেয়ে অনন্য বলে মনে করে।

"কবিতায় বলছে 'হাটু গেঁড়ে,' " ফেরিস বললো। "আর চার্চেই তো মানুষ হাটু গেঁড়ে বসে। সুতরাং এটা খাপ খায় পুরোপুরি।"

সিয়েনা দ্রুত কিছু টাইপ করলো আবার। "আমি সার্চের তালিকায় সেন্ট মার্কসকে রাখলাম। ওখানেই এই ডওজ'কে খুঁজতে হবে মনে হচ্ছে।"

ল্যাংডন জানে সেন্ট মার্কসে অসংখ্য ডওজ পাওয়া যাবে–এজন্যে আক্ষরিক অর্থেই এটাকে ডওজ'দের ব্যাসিলিকা বলা হয়। দ্বিগুন উৎসাহে আবারো কবিতার দিকে নজর দিলো সে।
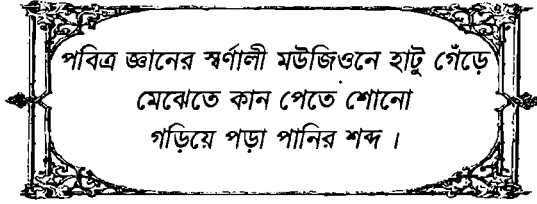
গড়িয়ে পড়া পানির শব্দ? ভাবলো ল্যাংডন। *সেন্ট মার্কসের নীচে কি পানি রয়েছে?* বুঝতে পারলো এ প্রশ্নটা একদম বোকার মতো হয়ে গেছে। ঐ শহরের নীচে সবর্ত্রই পানি। ভেনিসের প্রায় সব ভবনই ডুবে আছে। ব্যাসিলিকার ছবিটা ভেসে উঠলো ল্যাংডনের চোখের সামনে। ওটার ভেতরে কেউ হাটু গেঁড়ে বসে পানির শব্দ শুনছে। *আমরা সেটা শোনার পর কি করবো?*

কবিতাটা আবারো জোরে জোরে পড়লো ল্যাংডন।
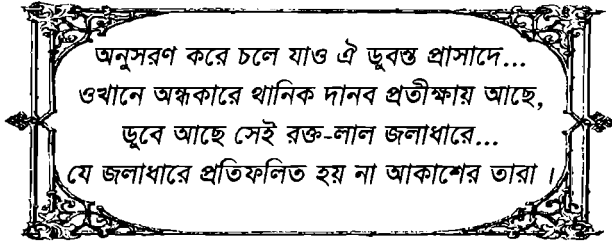
"ঠিক আছে," বললো ল্যাংডন, "মনে হচ্ছে আমাদেরকে পানি পড়ার শব্দ অনুসরণ করে...চলে যেতে হবে একটি ডুবন্ত প্রাসাদে।"

ফেরিস আবারো মুখ চুলকালো। তাকে একটু উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে এখন। "থানিক দানব জিনিসটা আবার কি?"

"মাটির নীচে থাকে," সিয়েনা বললো, যদিও ফোনের বাটনে তার আঙুল ব্যস্ত। "থানিক মানে 'মাটির নীচে।' "

"আংশিক সত্যি," বললো ল্যাংডন। "যদিও শব্দটার সাথে আরো ঐতিহাসিক কিছু সম্পর্ক আছে–সাধারণত মিথ আর দানবের সাথে এটা সংশ্লিষ্ট। *থানিক* হলো পুরোপুরি এক ধরণের মিথিক্যাল দেবতা আর দানব–উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ইরিনিজ, হেকাটি আর মেডুসার নাম। তাদেরকে থানিক বলা হয় কারণ তারা বাস করে মাটির নীচে নরকে।" ল্যাংডন থামলো। "ঐতিহাসিকভাবে তারা মাটির উপরে যখন উঠে আসে তখন মানুষের পৃথিবীতে বিপর্যয় আর ধ্বংস বয়ে দেয়।"

দীর্ঘ নীরবতা নেমে এলো। ল্যাংডন আঁচ করতে পারলো তারা সবাই একই চিন্তা করছে। *এই থানিক দানব...জোবরিস্টের প্লেগ ছাড়া আর কিছু না।*
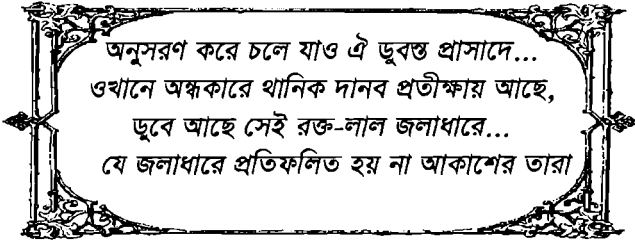
"তাহলে এটা অন্তত নিশ্চিত," ল্যাংডন বললো, "আমরা অবশ্যই মাটির নীচে কোনো জায়গা খুঁজবো। কবিতার শেষ লাইনে এমনটাই বলা আছে : 'যে পুকুরের পানিতে প্রতিফলিত হয় না আকাশের তারা।' "

"ভালো পয়েন্ট," বললো সিয়েনা। ফেরিসের ফোন থেকে চোখ তুলে তাকালো সে। "কোনো জলাধার কিংবা পুকুর যদি মাটির নীচে হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সেখানে আকাশের তারা প্রতিফলিত হবে না। কিন্তু ভেনিসে কি এমন কোনো ভূ-গর্ভস্থ জলাধার আছে?"

"থাকলেও আমি জানি না," জবাব দিলো ল্যাংডন। "তবে যে শহর পানির উপরে নির্মাণ করা হয়েছে সেখানে নিশ্চয় এরকম অসংখ্য সম্ভাবনা থাকতে পারে।"

"ইনডোর জলাধার হতে পারে না?" তাদের দু'জনের দিকে চেয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো সিয়েনা। "কবিতায় বলা আছে 'অন্ধকার' আর 'ডুবন্ত প্রাসাদ।' তুমি একটু আগে বলেছিলে ডওজ প্রাসাদটি ব্যাসিলিকার সাথে সংযুক্ত, ঠিক? তার মানে ঐ জায়গা দুটোর অনেক কিছুই কবিতার সাথে মিলে যায়–একটা পবিত্র জ্ঞানের মউজিওন, একটি প্রাসাদ, ডওজ'দের সাথেও সংশ্লিষ্ট–আর এ দুটো জায়গাই ভেনিসে। যে শহরটা সমুদ্রপৃষ্ঠের সমতলে অবস্থিত।"

কথাটা বিবেচনা করলো ল্যাংডন। "তুমি মনে করছো কবিতার 'ডুবন্ত প্রাসাদ'টি হলো ডওজ'দের প্রাসাদ?"

“কেন মনে করবো না? এই কবিতাটি প্রথমে বলছে সেন্ট মার্কসের ব্যাসিলিকায় হাটু গেঁড়ে বসতে, তারপর পানির শব্দ অনুসরণ করতে। হয়তো পানির শব্দ অনুসরণ করে ডওজ'দের প্রাসাদে চলে যাওয়া যাবে। ওখানে পানির নীচে কোনো স্থাপনা থাকতে পারে কিংবা সেরকম কিছু।”

ডওজ-এর প্রাসাদে ল্যাংডন অনেকবার গেছে, সে জানে জায়গাটা অনেক বড়। ছড়ানো ছিটানো অসংখ্য ভবনের একটি কম্প্লেক্স। ঐ প্রাসাদে বিশাল একটি জাদুঘর, বিভিন্ন ধরণের ইন্সটিটিউশনাল কক্ষের গোলকধাঁধা, অ্যাপার্টমেন্ট, প্রাঙ্গন আর একটি বিশাল জেলখানা রয়েছে।

“তোমার কথা হয়তো সত্যি,” ল্যাংডন বললো। “কিন্তু ওই প্রাসাদে অন্ধের মতো খুঁজে বেড়ালে কয়েক দিন লেগে যাবে। আমি বরং বলবো কবিতায় আমাদেরকে যেভাবে নির্দেশ করেছে সেভাবেই কাজ করলে ভালো হবে। প্রথমে আমরা সেন্ট মার্কসের ব্যাসিলিকায় গিয়ে বিশ্বাসঘাতক কোনো ডওজ-এর সমাধি কিংবা মূর্তি খুঁজে বের করবো। তারপর হাটু গেঁড়ে বসে দেখবো আমরা।”

“তারপর?” সিয়েনা জানতে চাইলো।

“তারপর,” দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো ল্যাংডন, “আমরা প্রার্থনা করবো যেনো পানির শব্দ শুনতে পাই...আর ওটা অনুসরণ করে পৌছে যাই কোনো জায়গায়।”

সবাই চুপ মেরে গেলে ল্যাংডনের চোখে ভেসে উঠলো এলিজাবেথ সিনস্কির উদ্বিগ্ন মুখটি। নদীর ওপার থেকে তার উদ্দেশ্যে বলছে। *খুব বেশি সময় হাতে নেই। খোঁজো, তাহলেই পাবে!*

সে ভাবলো সিনস্কি এখন কোথায় আছে...মহিলা ঠিক আছে তো? কালো ইউনিফর্মের সৈন্যেরা এতোক্ষণে নিশ্চয় জেনে গেছে ল্যাংডন আর সিয়েনা পালিয়েছে তাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে। *আমাদের নাগাল পেতে ওদের আর কতোক্ষণ লাগতে পারে?*

কবিতাটার দিকে চোখ যেতেই ল্যাংডনের খুব ক্লান্তি বোধ হলো। শেষ লাইনটার দিকে তাকাতেই আরেকটি চিন্তা মাথায় এলো তার। ভাবলো এটার উল্লেখ আরো বেশি নির্দিষ্ট কিনা। *যে পুকুরের পানিতে প্রতিফলিত হয় না আকাশের তারা।* সম্ভবত এটা তাদের সার্চের সাথে সম্পর্কিত নয়, তারপরও কথাটা শেয়ার করার সিদ্ধান্ত নিলো সে। “উল্লেখ করার মতো এখানে আরেকটি ব্যাপার আছে।”

সেলফোন থেকে চোখ তুললো সিয়েনা।

“দান্তের *ডিভাইন কমেডি*'র তিনটি অধ্যায় আছে,” বললো সে। “*ইনফার্নো, পারগেতোরিও* এবং *পারাদিসো।* এই তিনটি অধ্যায় শেষ হয়েছে ঠিক একই শব্দ দিয়ে।”

সিয়েনাকে বিস্মিত হতে দেখা গেলো।

"শব্দটা কি?" জানতে চাইলো ফেরিস।

কাগজে টুকে নেয়া লেখাগুলোর নীচের দিকে ইশারা করলো ল্যাংডন। "এই কবিতাটারও শেষ শব্দ একই–'তারা।' " দান্তের মৃত্যু-মুখোশটি তুলে নিয়ে ওটার পেছনে পেচানো লেখাগুলোর মাঝখানে ইঙ্গিত করলো সে।

যে পুকুরের পানিতে প্রতিফলিত হয় না আকাশের তারা।

"আরো আছে," ল্যাংডন বলতে লাগলো, "*ইনফার্নো*'র শেষে, আমরা দেখতে পাই দান্তে ভূ-গর্ভের নীচে একটি গহ্বর থেকে পানির শব্দ অনুসরণ করে মাটির উপরে উঠে আসে...ওটাই তাকে নরক থেকে বের হবার পথ দেখায়।"

ফেরিসের মুখ আরক্তিম হয়ে উঠলো। "হায় ঈশ্বর।"

ঠিক তখনই বাতাসের কানফাটা শব্দে ভরে উঠলো ট্রেনের কম্পার্টমেন্টটি। তাদের ট্রেন ঢুকে পড়েছে পাহাড়ের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া একটি টানেলে।

অন্ধকারে চোখ বন্ধ করে ফেললো ল্যাংডন। চেষ্টা করলো নিজেকে রিলাক্স রাখতে। *জোবরিস্ট হতে পারে একজন উন্মাদা*, ভাবলো সে। *কিন্তু এটা নিশ্চিত, সে অবশ্যই ভালোভাবে দান্তেকে আত্মস্থ করতে পেরেছিলো।*

অধ্যায় ৬৪

লরেন্স নোলটন টের পেলো স্বস্তির এক পরশ যেনো বয়ে গেলো তার উপর দিয়ে।

জোবরিস্টের ভিডিওটা দেখার ব্যাপারে প্রভোস্ট তার সিদ্ধান্ত বদলেছেন।

নোলটন প্রায় লাফিয়ে মেমোরি স্টিকটা কম্পিউটারে ঢুকিয়ে দিলো যাতে জোবরিস্টের নয় মিনিটের উদ্ভট ভিডিওটা বসের সাথে বসে দেখতে পারে। এই ভিডিওটা ফ্যাসিলিটেটরকে যারপরনাই ঘাবড়ে দিয়েছিলো, সে উদগ্রীব হয়ে ছিলো যাতে অন্য আরেকজন এটা দেখুক।

এটা আর আমার উপর নির্ভর করছে না।

গভীর করে দম নিয়ে প্লে করতে শুরু করলো নোলটন।

অন্ধকার পর্দা। পানির শব্দ। ক্যামেরা পানির নীচে লালচে আলোর গুহায় চলে গেলো। প্রভোস্ট কোনো রকম প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে না। কিন্তু নোলটন জানে লোকটা ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট ভড়কে আছে।

ক্যামেরা চলে গেলো পানির একেবারে নীচে। মাটিতে পুঁতে রাখা টাইটানিয়ামের ফলকটি দেখা যাচ্ছে এখন।

এই জায়গায়, এই তারিখে এ বিশ্ব চিরতরের জন্য বদলে গিয়েছিলো।

প্রভোস্ট একটু আৎকে উঠলো। "আগামীকাল," বিড়বিড় করে বললো তারিখটা দেখে। "আমরা কি জানি 'এ জায়গাটা' কোথায় হতে পারে?"

মাথা ঝাঁকালো নোলটন।

ক্যামেরা বাম দিকে সরে গেলে প্লাস্টিক ব্যাগের ভেতরে জ্বলজ্বলে হলুদ-বাদামী তরল দেখা গেলো। ব্যাগটা পানিতে ভাসছে।

"এটা আবার কি জিনিস?!" প্রভোস্ট একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লো। স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো থলথলে জিনিসটার দিকে। যেনো পানির নীচে কোনো বেলুন ভাসছে।

ভিডিওটা চলতে শুরু করলে ঘরে নেমে এলো অস্বস্তিকর নীরবতা। একটু পর স্ক্রিনটা আবারো অন্ধকার হয়ে গেলো, পাখির ঠোঁটের মতো নাকবিশিষ্ট অদ্ভুত এক অবয়ব গুহার দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। অবয়বটি রহস্যময় ভাষায় কথা বলতে শুরু করলো এবার।

আমি সেই ছায়া...

মাটির নীচে ঘুরে বেড়াই, গভীর নীচ থেকে কথা বলছি, এই অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহায় নির্বাসিত আমি যেখানে রক্ত-লাল পানিতে আকাশের তারা প্রতিফলিত হয় না।
কিন্তু এটাই আমার স্বর্গ...আমার নাজুক সন্তানের উপযুক্ত জরায়ু।
ইনফার্নো।

প্রভোস্ট মুখ তুলে তাকালো। "ইনফার্নো?"

কাঁধ তুললো নোলটন। "আমি তো আগেই বলেছি এটা খুবই ঘাবড়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার।"

প্রভোস্ট আবার স্ক্রিনের দিকে তাকালো। গভীর মনোযোগের সাথে দেখতে লাগলো ভিডিওটা।

পাখির ঠোঁটসদৃশ্য অবয়বটি কয়েক মিনিট ধরে কথা বলে গেলো, প্লেগ, জনসংখ্যা হ্রাস করা দরকার, ভবিষ্যতে নিজের মহিমান্বিত ভূমিকা, মূর্খদের বিরুদ্ধে তার লড়াই, যারা তাকে থামাতে বদ্ধপরিকর, আর বিশ্বাসীর দল, যারা বুঝতে পেরেছে এই ভয়ঙ্কর কাজটিই পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারবে।

এই যুদ্ধটা যা কিছু নিয়েই হোক না কেন, নোলটন আজ সারাটা সকাল ভেবে গেছে, তারা আসলে ভুলপক্ষের হয়ে লড়াই করে যাচ্ছে।

কণ্ঠটা বলে যেতে লাগলো :

মোক্ষ লাভের মাস্টারপিসটাকে আমি জালিয়াতি করেছি, তারপরও আমার এই প্রচেষ্টাকে ট্রাম্প বাজিয়ে কিংবা লরেল ফুলের মুকুট পরিয়ে পুরস্কৃত করা হয় নি...বরং মেরে ফেলার হুমকি দেয়া হয়েছে।
আমি মৃত্যুকে ভয় করি না...কারণ মৃত্যু স্বপ্নদ্রষ্টাদেরকে শহীদে রূপান্তরিত করে...একটি মহৎ চিন্তাকে শক্তিশালী আন্দোলনে বদলে দেয়।
জিশু। সক্রেটিস। মার্টিন লুথার কিং। খুব শীঘ্রই আমিও তাদের সাথে যোগ দেবো।
যে মাস্টারপিস আমি সৃষ্টি করেছি সেটা স্বয়ং ঈশ্বরের কাজ...যিনি আমার মধ্যে বুদ্ধি প্রোথিত করেছেন, সাহস দিয়েছেন এরকম একটি সৃষ্টিকে জালিয়াত করার জন্য, তার তরফ থেকে আমাকে দেয়া একটি উপহার এটি।
এখন সেই দিন সমাগত।

আমার অভ্যন্তরে ঘুমিয়ে আছে ইনফার্নো, পানির জরায়ু থেকে ছড়িয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে...থানিক দানব এবং তার ক্রোধের অগ্নিদৃষ্টির সতর্ক প্রহরার মধ্যে।

আমার কর্মফলের মহিমা সত্ত্বেও, তোমাদের মতো আমারও পাপের সাথে পরিচয় রয়েছে। এমনকি আমিও অন্ধকারতম সাতটি মহাপাপের অপরাধে অপরাধী–একমাত্র প্রলুব্ধ যেখান থেকে খুব কম ব্যক্তিই শান্তির আশ্রয় খুঁজে পায়।

গর্ব।

এই ভিডিওটি রেকর্ডিং করতে গিয়ে আমি গর্বের ঘূর্ণিচক্রে তলিয়ে গেছি...আমার কাজ সম্পর্কে বিশ্ববাসী জানুক সেটা নিশ্চিত করার জন্য উদগ্রীব আমি।

কেনই বা হবো না?

মানবজাতির জানা উচিত তার নিজের মোক্ষ লাভের উৎস সম্পর্কে...যে তার জন্য নরকের দরজা চিরকালের জন্য খুলে দিলো তার নামটাও জানা উচিত!

প্রতিটি অতিক্রান্ত ঘণ্টার সাথে, পরিণাম যেনো আরো বেশি করে নিশ্চিত হয়ে উঠছে। গণিত–মধ্যাকর্ষণ শক্তির মতোই অস্থির–এটা নিয়ে তর্ক করার কিছু নেই। ঠিক সেরকমই জ্যামিতিক হারে বেড়ে যাওয়া জীবন আমাদের মানবজাতিকে প্রায় খুন করে ফেলছে।

প্রাণীর সৌন্দর্য হলো–ভালো অথবা মন্দ–সে ঈশ্বরের নিয়ম অনুসরণ করে একটিমাত্র দৃষ্টিকোণ থেকে।

উৎপাদনশীল এবং বহুগুনে বৃদ্ধি হওয়া।

তাই আমি আগুনের সাথে আগুন নিয়ে লড়াই করি।

"আর দেখার দরকার নেই," প্রভোস্ট এতোটা আস্তে বললো যে নোলটন খুব একটা শুনতে পেলো না।

"স্যার?"

"বন্ধ করো এই ভিডিওটা।"

ভিডিওটা বন্ধ করে দিলো নোলটন। "স্যার, শেষটা কিন্তু আরো বেশি ভীতিকর।"

"যথেষ্ট দেখেছি।" প্রভোস্টকে অসুস্থ দেখালো। বেশ কিছুক্ষণ ধরে কিউবিকলে পায়চারি করলো সে তারপর আচমকা থেমে গেলো। "এফএস-

২০৮০-এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে আমাদেরকে।"

কথাটা বিবেচনা করে দেখলো নোলটন।

এফএস-২০৮০ হলো প্রভোস্টের বিশ্বস্ত কন্ট্যাক্টের কোডনেম–এই কন্ট্যাক্টই জোবরিস্টকে কনসোর্টিয়ামের কাছে একজন ক্লায়েন্ট হিসেবে রেফার করেছিলো। এ মুহূর্তে প্রভোস্টের কোনো সন্দেহ নেই এফএস-২০৮০-এর বিচার বুদ্ধিতে আস্থা রেখে বিরাট ভুল করেছে। বারট্রান্ড জোবরিস্টকে ক্লায়েন্ট হিসেবে রিকমেন্ড করে দীর্ঘদিন ধরে কনসোর্টিয়ামের তৈরি করা জগৎটাকে হুমকির মুখে ফেলে দেয়া হয়েছে।

এই সঙ্কটটার জন্য এফএস-২০৮০ দায়ি।

জোবরিস্টকে ঘিরে ঘটে যাওয়া একের পর এক ঘটনা আর বিপর্যয় শুধুমাত্র কনসোর্টিয়ামের জন্যই ক্ষতির কারণ হয়ে উঠছে না...সম্ভবত এ বিশ্বের জন্যেও বিপর্যয় ডেকে আনছে।

"জোবরিস্টের সত্যিকারের উদ্দেশ্য কি সেটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে," দৃঢ়ভাবে বললো প্রভোস্ট। "আমি জানতে চাই সে আসলে কি সৃষ্টি করেছে আর তার হুমকিটা সত্যি কিনা।"

নোলটন ভালো করেই জানে এসব প্রশ্নের উত্তর যদি কেউ জেনে থাকে তবে সেটা এফএস-২০৮০। তারচেয়ে বারট্রান্ড জোবরিস্টকে আর কেউ ভালোমতো চেনে না। কনসোর্টিয়াম তার প্রটোকল ভেঙে হিসেব করে দেখার সময় এসেছে। না জেনে যে পাগলামি আর উন্মাদনার পক্ষে কাজ করে গেছে বিগত এক বছর ধরে তা খতিয়ে দেখতে হবে এখন।

এফএস-২০৮০-এর সাথে সরাসরি দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ার পরিণাম কি হতে পারে সেটা বিবেচনা করে দেখলো নোলটন। তার সাথে এ মুহূর্তে যোগাযোগ করাতেও কিছু ঝুঁকি আছে।

"অবশ্যই স্যার," বললো নোলটন। "আপনি যদি এফএস-২০৮০-এর সাথে যোগাযোগ করতে চান তাহলে সেটা খুব সূক্ষ্মভাবে করতে হবে।"

সেলফোনটা বের করার সময় প্রভোস্টের চোখেমুখে রাগের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়লো যেনো। "আমরা এসব সূক্ষ্ম ব্যাপার-স্যাপার বহু আগেই পেরিয়ে এসেছি।"

দু'জন পার্টনারের সাথে ট্রেনে করে ভেনিস যাচ্ছে নেকটাই আর হালকা ফ্রেমের চশমা পরা লোকটি। চেষ্টা করে যাচ্ছে না চুলকাতে। তার লালচে গোটাগুলো আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে এখন। সেইসাথে বুকের ব্যথাটাও বাড়ছে।

টানেল থেকে ট্রেনটা বের হলে ল্যাংডনের দিকে তাকালো সে। প্রফেসর আস্তে করে চোখ খুললো। মনে হচ্ছে অনেক দূরে কোথাও হারিয়ে গেছিলো। তার পাশে বসে আছে সিয়েনা। টানেলের ভেতরে নেটওয়ার্ক না থাকার কারণে সেলফোনটা টেবিলের উপর রেখে দিয়েছে, এখন সেটার দিকে চেয়ে আছে সে।

মনে হচ্ছে আবারও সেলফোনে ইন্টারনেট সার্চ করবে সিয়েনা। কিন্তু ফোনটা হাতে তুলে নেবার আগেই ভাইব্রেট করতে লাগলো, সেইসাথে তীক্ষ্ণ একটা শব্দ।

এই রিংটোনটা তার ভালো করেই চেনা আছে, সেজন্যে দেরি না করে ফোনটা প্রায় ছোঁ মেরে নিয়ে নিলো ফেরিস। ডিসপ্লের দিকে তাকিয়ে নিজের বিস্ময় ভাবটা লুকানোর চেষ্টা করলো।

"দুঃখিত," উঠে দাঁড়ালো সে। "অসুস্থ মা। তার সাথে একটু কথা বলতে হবে এখন।"

সিয়েনা আর ল্যাংডন তাকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গি করলে লোকটা কেবিনের বাইরে চলে গেলো। দ্রুত প্যাসাজওয়ে দিয়ে চলে এলো রেস্টরুমে।

রেস্টরুমের দরজা লক করে কলটা রিসিভ করলো সে। "হ্যালো?"

ওপাশের কণ্ঠটা বেশ গুরুগম্ভীর। "প্রভোস্ট বলছি।"

অধ্যায় ৬৫

ভেনিসগামী ট্রেনটির রেস্টরুম কোনো কমার্শিয়াল প্লেনের রেস্টরুমের মতো বড় নয়। ওটার ভেতরে একজন মানুষ খুব সহজে ঘুরতে পারে না। লালচে গোটার লোকটি প্রভোস্টের সাথে কথা বলা শেষ হতেই ফোনটা পকেটে রেখে দিলো।

পরিস্থিতি বদলে গেছে, বুঝতে পারলো সে। পুরো দৃশ্যপট হঠাৎ করেই উল্টে গেছে এখন। নিজেকে ধাতস্থ করতে কিছুটা সময় লাগলো তার।

আমার বন্ধুরা এখন আমার শত্রু হয়ে গেছে।

টাইটা আলগা করে আয়নায় নিজের মুখ দেখলো। লালচে গোটাগুলো কেমন ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। তবে এ নিয়ে তার চোখেমুখে কোনো দুশ্চিন্তার ছাপ দেখা গেলো না, বুকের ব্যথাটা একটু ভোগাচ্ছে তাকে।

তড়িঘড়ি শার্টের কয়েকটা বোতাম খুলে আয়নার নিজের নগ্ন বুকটা দেখলো।

হায় ঈশ্বর।

কালো জায়গাটা আরো বড় হয়ে গেছে।

তার বুকের ঠিক মাঝখানে নীলচে-কালো একটি বৃত্ত আছে। গতরাতে এটার আকৃতি ছিলো একটি গলফ বলের সমান, কিন্তু এখন সেটা বেড়ে কমলার আকৃতি হয়ে গেছে। নাজুক চামড়ায় আলতো করে হাত দিতেই ভুরু কুচকে ফেললো।

দ্রুত শার্টের বোতাম লাগিয়ে নিলো সে। আশা করলো সামনে যে কাজটা করতে হবে সেটা করার মতো শক্তি তার থাকবে।

পরবর্তী ঘণ্টাটা খুবই ক্রিটিক্যাল, ভাবলো সে। বেশ কিছু সূক্ষ্ম চালাকি করতে হবে।

চোখ বন্ধ করে চিন্তাভাবনাগুলো গুছিয়ে নিলো, যা যা করা দরকার তার সবই করতে হবে। *আমার বন্ধুরা আমার শত্রু হয়ে গেছে,* আবারো কথাটা তার মাথায় ঘুরপাক খেলো।

বেশ কয়েকবার প্রচণ্ড কষ্ট হলেও গভীর করে নিঃশ্বাস নিলো সে। আশা করলো এতে করে তার নার্ভ শান্ত হবে। ভালো করেই জানে তার উদ্দেশ্য গোপন রাখতে হলে তাকে একদম মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে।

ছলনার অভিনয় করতে হলে ভেতরটা শান্ত রাখা খুব জরুরি।

ধোঁকাবাজিতে সে খুব একটা নতুন নয়, তারপরও এ মুহূর্তে তার হৃদস্পন্দন

হাতুড়ি পেটা করছে। আবারো গভীর করে নিঃশ্বাস নিলো। *অনেক বছর ধরেই তুমি লোকজনের সাথে ধোঁকাবাজি করে আসছো*, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিলো সে। *এটাই তো তোমার কাজ।*

নিজেকে ধাতস্থ করে ল্যাংডন আর সিয়েনার কাছে ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিলো এবার।

আমার শেষ পারফর্মেন্স, ভাবলো সে।

চূড়ান্ত সতর্কতার অংশ হিসেবে রেস্টরুম থেকে বের হবার আগে মোবাইলফোনের ব্যাটারি খুলে রাখলো, যেনো এটা আর কাজ না করে।

তাকে খুব ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, লালচে গোটার লোকটি কেবিনে ফিরে আসলে সিয়েনা তাকে দেখে মনে মনে বললো।

"সব ঠিক আছে তো?" চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো সিয়েনা।

মাথা নেড়ে সায় দিলো। "হ্যা, ঠিক আছে।"

"আপনার ফোনটা দিন তো," বললো সে। "আমি আরো কিছু ডওজ-এর ব্যাপারে সার্চ করবো। সেন্ট মাক সে যাবার আগে হয়তো কিছু প্রশ্নের জবাব পেয়ে যেতে পারি।"

"দিচ্ছি," বলেই পকেট থেকে সেলফোনটা বের করে ডিসপ্লের দিকে তাকালো। "ওহ্। মার সাথে কথা বলার সময়ই আমার ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছিলো।" হাতঘড়ির দিকে তাকালো। "আমরা আর একটু পরই ভেনিসে পৌঁছে যাবো। ততোক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।"

ইটালির উপকূল থেকে পাঁচ মাইল দূরে *মেন্দাসিয়াম*-এ নিজের রুমে বসে নোলটন প্রভোস্টকে দেখে যাচ্ছে। যেনো খাঁচায় বন্দী প্রাণী হাসফাস করছে। ফোনকলটি করার পর প্রভোস্টের চাকা পরিস্কারভাবেই ঘুরে গেছে। প্রভোস্ট কিছু না বললেও নোলটন জানে তার বস কি ভাবছে।

অবশেষে বেশ দৃঢ়ভাবে কথা বলতে শুরু করলো প্রভোস্ট।

"আমাদের আর কোনো উপায় নেই। এই ভিডিওটা ডা: এলিজাবেথ সিনস্কির সাথে শেয়ার করতেই হবে।"

নোলটন দারুণ অবাক হলেও প্রকাশ করলো না, চুপচাপ বসে রইলো

নিজের চেয়ারে। *ঐ সাদা-চুলের ডাইনীটা? যার হাত থেকে আমরা সারা বছর ধরে জোবরিস্টকে রক্ষা করে গেছি?* "ঠিক আছে, স্যার। আমি কি উনার কাছে ভিডিওটা ই-মেইল করার ব্যবস্থা করবো?"

"আরে কী বলো! ভিডিওটা লিক হবার ঝুঁকি নিতে চাও নাকি? এটা লিক হলে কি হবে জানো না? মাস হিস্টেরিয়া শুরু হয়ে যাবে। আমি চাই ডাঃ সিনস্কিকে যতো দ্রুত সম্ভব এখানে নিয়ে আসা হোক।"

অবিশ্বাসে চেয়ে রইলো নোলটন। *বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পরিচালককে এখানে এই* মেন্দাসিয়াম-*এ নিয়ে আসতে চাচ্ছেন?* "স্যার, এটা করলে আমাদের সিকিউরিটি প্রটোকল ভঙ্গ করার ঝুঁকি নেয়া হবে-"

"যা বললাম তাই করো, নোলটন! এক্ষুণি!"

অধ্যায় ৬৬

ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো এফএস-২০৮০, কাঁচে রবার্ট ল্যাংডনের প্রতিবিম্ব দেখতে পেলো সে। বারট্রান্ড জোবরিস্ট যে ধাঁধাটি দান্তের মৃত্যু-মুখোশে কম্পোজ করেছিলো সেটার সমাধান নিয়ে ভেবে যাচ্ছে প্রফেসর।

বারট্রান্ড, ভাবলো এফএস-২০৮০। *ঈশ্বর জানেন, আমি তার অভাব কতোটা বোধ করছি।*

তাকে হারানোর যন্ত্রণা এখনও টাটকা। যে রাতে তাদের দু'জনের দেখা হয়েছিলো সেটা তার কাছে জাদুর মতো মনে হয় এখনও।

শিকাগোতে। প্রচণ্ড তুষারপাতের সময়।

ছয় বছর আগে জানুয়ারি মাসে...কিন্তু মনে হয় এই তো সেদিনের ঘটনা। বরফের স্তূপ ডিঙিয়ে আমি যাচ্ছিলাম, প্রচণ্ড তুষারপাতের কারণে কলার তুলে দিতে হয়েছিলো। এরকম আবহাওয়া সত্ত্বেও আমি নিজেকে বলেছিলাম, কোনো কিছুই আমার নিয়তি থেকে আমাকে সরাতে পারবে না। আজরাতে মহান বারট্রান্ড জোবরিস্টের কথা শোনার সুযোগটি হাতছাড়া করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই...তাও আবার একান্তে!

এই লোকটি এ পর্যন্ত যা যা লিখেছে তার সবই আমি পড়েছি। আর নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছে মাত্র পাঁচশত জন লোকের মধ্যে আমি আছি বলে। আজকের অনুষ্ঠানের জন্য এই পরিমাণ টিকেটই ছাড়া হয়েছে।

হলে যখন পৌঁছালাম তখন প্রায় অসাড় হয়ে পড়েছি প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়। ঘরটা প্রায় খালি দেখে একটু ভড়কে গেছিলাম আমি। তার বক্তৃতাটি কি বাতিল করা হয়েছে?! বাজে আবহাওয়ার কারণে শহরের সব কিছুই বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে...এজন্যে কি জোবরিস্ট আজরাতে আসতে পারেন নি?!

তারপরই দেখতে পেলাম উনি সেখানে আছেন।

পর্বতের মতোই অভিজাত ভঙ্গি নিয়ে উঠেছেন মঞ্চে।

উনি অনেক লম্বা...চোখ দুটো উজ্জ্বল সবুজ, যেনো সেই চোখের গভীরতায় এ বিশ্বের সব রহস্য ধরে রেখেছেন। ফাঁকা হলের দিকে তিনি তাকালেন–হাতে গোনা এক ডজনের মতো ভক্ত জড়ো হয়েছে সেখানে–হলটা প্রায় খালি বলে আমি খুব লজ্জিত বোধ করলাম।

ইনি বারট্রান্ড জোবরিস্ট!

উনি আমাদের দিকে যখন তাকালেন তখন সুকঠিন নীরবতা নেমে এলো ঘরে। তারপর কথা নেই বার্তা নেই অট্টহাসিতে ফেঁটে পড়লেন তিনি। তার

সবুজ চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে লাগলো। "জাহান্নামে যাক এই ফাঁকা অডিটোরিয়াম।" ঘোষণা দিলেন যেনো। "আমার হোটেল খুব কাছেই। আসুন, সেখানকার বারে চলে যাই!"

উৎফুল্ল ধ্বনি শোনা গেলো, ছোটোখাটো দলটি সানন্দে হোটেলের বারে রওনা দিলো একসঙ্গে। সবার জন্য মদের অর্ডার দেয়া হলো। জোবরিস্ট আমাদেরকে তার গবেষণা, সেলিব্রেটি হিসেবে তার উত্থানের কাহিনী এবং ভবিষ্যতের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে কথা বলে গেলেন। মদ পরিবেশিত হবার পর পর কথাবর্তার বিষয় বদলে গেলো জোবরিস্টের নতুন ঝোঁক ট্রান্সহিউম্যানিস্ট দর্শনের দিকে।

"আমি বিশ্বাস করি ট্রান্সহিউম্যানিজম মানবজাতির দীর্ঘদিন টিকে থাকার জন্য একমাত্র আশাভরসা," সবাইকে বোঝাতে শুরু করলেন জোবরিস্ট। নিজের শার্ট সরিয়ে H+কাঁধে থাকা ট্যাটুটা দেখালেন তিনি। "আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, আমি কতোটা নিবেদিতপ্রান এ বিষয়ে।"

আমার কাছে মনে হচ্ছিলো কোনো রকস্টারের সাথে একান্তে কথা বলছি। কখন কল্পনাও করি নি জেনেটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এরকম একজন জিনিয়াস এতোটা ক্যারিশমেটিক ব্যক্তি হতে পারেন। জোবরিস্ট যখনই আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন এক অনির্বচনীয় অনুভূতিতে আক্রান্ত হচ্ছিলাম...মনের সুগভীরে থাকা যৌনাকাঙ্খা জেগে উঠেছিলো আমার।

রাত গভীর হতে থাকলে আমাদের দলটি পাতলা হতে শুরু করে। মাঝরাতে আমি আর জোবরিস্ট সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়ি।

"আজকের রাতটার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ," তাকে বলি আমি। মদ্যপানের ফলে একটু ঝিমুনিও চলে এসেছিলো আমার মধ্যে। "আপনি একজন অসাধারণ শিক্ষক।"

"পাম দিচ্ছো?" আমার কাছে ঝুঁকে এসে বললেন জোবরিস্ট। তার হাটুর সাথে আমার হাটু স্পর্শ করলো। "এরকম পাম আমি সবখানেই পাই।"

আমার ঐ কথাটা নিশ্চয় ঠিক ছিলো না, কিন্তু রাতটা ছিলো তুষারপাতের, আমরা শিকাগোর একটি ফাঁকা হোটেলে বসে আছি। মনে হচ্ছিলো পুরো দুনিয়াটা থেমে আছে।

"তাহলে তুমি কি ভাবছো?" বলেছিলেন জোবরিস্ট। "আমার ঘরে মদ নিয়ে বসবো দু'জনে?"

আমি বরফের মতো জমে গেলাম কথাটা শুনে। যেনো বুনো হরিণের বাচ্চা গাড়ির হেডলাইটের আলোর সামনে পড়ে গেছে।

আন্তরিকতার সাথে জোবরিস্ট চোখ টিপলেন। "আচ্ছা, আমাকে অনুমান করতে দাও। জীবনে কখনও বিখ্যাত মানুষের সান্নিধ্যে আসো নি।"

আমি আরক্তিম হয়ে উঠলাম। তীব্র আবেগ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলাম–বিব্রত, উত্তেজিত আর ভীত।

"সত্যি বলতে কি," তাকে বলেছিলাম। "আমি আসলে কোনো পুরুষের সাথেই এভাবে একান্তে সময় কাটাই নি।"

মুচকি হেসে আরো কাছে এগিয়ে এলেন জোবরিস্ট। "আমি জানি না তুমি কিসের জন্য অপেক্ষা করে আছো এতোদিন, তবে আমি শুধু বলবো, আমাকে তোমার প্রথমজন করে নাও।"

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার শৈশবের অদ্ভুত যৌনভীতি আর হতাশা নিমেষে উবে গেলো...বরফ-শীতল রাতে যেনো হাওয়া হয়ে গেলো সেসব।

জীবনে প্রথম তীব্র আকাঙ্খার কারণে লজ্জিত বোধ করলাম না।

আমি তাকে চাইলাম।

দশ মিনিট পর আমি জোবরিস্টের হোটেল রুমে। দু'জনেই নগ্ন, একে অন্যের বাহুলগ্ন হয়ে। সময় নিয়ে ধৈর্যসহকারে এগোলো সে। তার আঙুলের স্পর্শ আমার অনভিজ্ঞ শরীরে অনির্বচনীয় এক শিহরণ বয়ে দিলো। এটা আমি বেছে নিয়েছি, সে আমাকে জোর করে নি।

জোবরিস্টের দু'হাতের মধ্যে নিজেকে সপে দিয়ে আমার মনে হচ্ছিলো এ বিশ্বের সবকিছুই ঠিক আছে। তার সঙ্গে বিছানায় শুয়ে থেকে জানালা দিয়ে তুষারপাতের দৃশ্য দেখতে দেখতে ভাবলাম এই মানুষটিকে আমি সর্বত্র অনুসরণ করবো।

ট্রেনের গতি কমে এলে এফএস-২০৮০ সম্বিত ফিরে পেয়ে তার সুখের স্মৃতি থেকে হতাশাজনক বাস্তবে ফিরে এলো।

বারট্রান্ড...তুমি এখন নেই।

তাদের দু'জনের প্রথম রাতটি ছিলো একটি অবিশ্বাস্য ভ্রমণের প্রথম পদক্ষেপ।

আমি তার প্রেমিকার চেয়েও বেশি কিছু হয়ে উঠেছিলাম। আমি হয়ে উঠি তার একজন শিষ্য।

"লিবার্তা ব্রিজ," বললো ল্যাংডন। "আমরা প্রায় এসে গেছি।"

বিষন্ন বদনে মাথা নেড়ে সায় দিলো এফএস-২০৮০। জানালা দিয়ে লাগুনা ভেনেতার জলের দিকে তাকালো সে। মনে পড়ে গেলো এখানে জোবরিস্টের সাথে নৌভ্রমণ করেছিলো এক সময়...সপ্তাহখানেক আগে একটি প্রশান্তিময় দৃশ্য উধাও হয়ে যায় আর সেটা এখন ভয়ঙ্কর স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে।

ও যখন বাদিয়া টাওয়ার থেকে লাফিয়ে পড়েছিলো তখন আমি সেখানে ছিলাম।

মৃত্যুর আগে আমিই ছিলাম তার দেখা শেষ ব্যক্তি।

অধ্যায় ৬৭

নেটজেটসের সিটেশন এক্সেল বিমানটি তাসিয়ানানো এয়ারপোর্ট থেকে প্রচন্ড গতিতে উড্ডয়ন করলো ভেনিসের উদ্দেশ্যে। ডা: এলিজাবেথ সিনস্কি উদাসভাবে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকে তার নেকলেসটি নাড়াচাড়া করছে, তাই যাত্রার সময় যে বাম্পিং হয় সেটা টেরই পেলো না।

অবশেষে তাকে ইনজেকশন দেয়া বন্ধ করেছে, সিনস্কির মাথাটাও পরিস্কার হতে শুরু করেছে এখন। তার পাশের সিটে এজেন্ট ব্রুডার চুপচাপ বসে আছে। সম্ভবত একটু আগে যে হুট করে পরিস্থিতি পাল্টে গেছে সেটা নিয়ে ভেবে যাচ্ছে সে।

সব কিছু একেবারে ওলটপালট হয়ে গেছে, ভাবলো সিনস্কি। এখনও তার বিশ্বাস হচ্ছে না কিভাবে এটা সম্ভব হলো।

ত্রিশ মিনিট আগে তারা ছোটোখাটো একটি এয়ারফিল্ডে ঝটিকা অভিযান চালায় ল্যাংডনকে ধরার জন্য। তাদের কাছে খবর ছিলো একটি কমার্শিয়াল প্রাইভেট জেটে করে ঐ প্রফেসর জেনেভায় যাচ্ছে। প্রফেসরকে ওখানে পাওয়া যায় নি, পাওয়া গেছে পার্ক করে রাখা একটি সিটেশন এক্সেল বিমান আর তার নীচে অপেক্ষারত দু'জন পাইলটকে। অধৈর্য হয়ে বারবার ঘড়ি দেখছিলো তারা।

রবার্ট ল্যাংডনের টিকিটাও খুঁজে পাওয়া যায় নি।

তারপরই ফোনকলটা এলো।

কলটা আসার সময় ভ্যানের পেছনেই পড়ে ছিলো সিনস্কি। বোকা বোকা মুখে এজেন্ট ব্রুডার ভ্যানে ঢুকে তার হাতে ফোনটা তুলে দিয়েছিলো।

"আপনার জন্য জরুরি একটি কল, ম্যাডাম।"

"কে করেছে?" জানতে চেয়েছিলো সে।

"উনি কেবল আমাকে বলেছেন আপনাকে বারট্রান্ড জোবরিস্টের ব্যাপারে একটি তথ্য দেবেন।"

ফোনটা হাতে নিয়ে সে বলে, "আমি ডা: এলিজাবেথ সিনস্কি বলছি।"

"ডা: সিনস্কি, আপনার সাথে আমার কখনও পরিচয় হয় নি, দেখাও হয় নি তবে আমার সংগঠন জোবরিস্টকে আপনার হাত থেকে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে লুকিয়ে রেখেছিলো।"

কথাটা শুনে উঠে বসে সিনস্কি। "আপনি যে-ই হোন না কেন, একজন ক্রিমিনালকে আশ্রয় দিয়েছেন!

“আমরা কোনো আইনবহির্ভূত কাজ করি নি তবে সেটা–”

“করেন নি মানে!”

ফোনের অপরপ্রান্তের লোকটি গভীর করে দম নিয়ে শান্তকণ্ঠে কথা বলতে শুরু করে আবার। “আমার কাজকর্মের ন্যায়-অন্যায় দিকটা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করার যথেষ্ট সময় আপনি পাবেন। আমি জানি আপনি আমার সম্পর্কে কিছুই জানেন না, তবে আমি আপনার ব্যাপারে অনেক কিছু জানি। আপনিসহ বাকিদের হাত থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য মি: জোবরিস্ট আমাকে প্রচুর টাকা দিয়েছিলেন। আমি এখন আপনার সাথে যোগাযোগ করে নিজের প্রটোকল ভেঙে ফেলেছি। তারপও আমি বিশ্বাস করি এছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় ছিলো না। আমার আশংকা, বারট্রান্ড জোবরিস্ট হয়তো মারাত্মক কিছু করেছে।”

সিনস্কি বুঝতে পারছিলো না এই লোকটি কে। “আপনি এসব জিনিস এতোদিন পর এসে এখন বুঝতে পেরেছেন?!”

“হ্যা। কথা সত্যি। এই তো একটু আগেই।” তার কণ্ঠ আন্তরিক।

মাথা ঝাঁকিয়ে নিজেকে ধাতস্থ করার চেষ্টা করে সিনস্কি। “আপনি কে?”

“এমন একজন, দেরি হয়ে যাবার আগে যে আপনাকে সাহায্য করতে চাইছে। জোবরিস্টের তৈরি করা একটি ভিডিও মেসেজ আমার কাছে আছে। সে আমাকে বলে গেছে এটা যেনো আমি রিলিজ করে দেই...আগামীকাল। আমার মনে হয় আপনার এক্ষুণি এটা দেখা উচিত।”

“ওটাতে কি বলা আছে?”

“ফোনে বলতে পারছি না। আমাদের দেখা করতে হবে।”

“আমি আপনাকে কি করে বিশ্বাস করবো?”

“কারণ আমি আপনাকে বলছি এ মুহূর্তে রবার্ট ল্যাংডন কোথায় আছে...আর তার কাজকর্ম খুবই অদ্ভুত ঠেকছে আমাদের কাছে।”

ল্যাংডনের নাম শুনে সিনস্কি নড়েচড়ে ওঠে। এরপর বাকি কথাগুলো শুনে তার মনে হয় বিগত এক বছরে ধরে এই লোক তার শত্রুকে সাহায্য-সহযোগীতা করে গেলেও এ মুহূর্তে তাকে বিশ্বাস করা যেতে পারে।

এছাড়া তো আমার আর কোনো উপায়ও নেই।

তাদের দুই পক্ষের প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে ল্যাংডনের বাতিল হওয়া ফ্লাইটটি দ্রুত নিজেদের জন্য ভাড়া করে নেয়। সিনস্কি এবং সৈনিকেরা এখন সেই বিমানে করে ভেনিসে যাচ্ছে। এই লোকটির তথ্যমতে ল্যাংডন আর তার দুই সঙ্গি ঠিক এ সময় ওখানে পৌছে গেছে। স্থানীয় পুলিশকে ব্যবহার করার মতো সময় তাদের হাতে নেই। তবে ফোনের অপরপ্রান্তের লোকটি জানে ল্যাংডন এখন কোথায় যাচ্ছে।

সেন্ট মার্কস স্কয়ারে? ভেনিসের সবচাইতে ঘনবসতি এলাকার দৃশ্যটি চোখে ভেসে উঠতেই সিনস্কি শিউরে উঠলো। "আপনি এটা কিভাবে জানলেন?"

"ফোনে বলা যাবে না," লোকটি বললো। "তবে আপনার জানা উচিত রবার্ট ল্যাংডন খুবই বিপজ্জনক এক ব্যক্তির সাথে আছেন এ মুহূর্তে।"

"লোকটা কে?!"

"জোবরিস্টের সবচাইতে ঘনিষ্ঠ আর বিশ্বস্ত একজন।" ভারি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলো লোকটি। "যাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম। এখন মনে হচ্ছে কতো বড় বোকামিটাই না করেছি। আমার বিশ্বাস সে এখন মারাত্মক হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে।"

প্রাইভেট জেটটি সিনস্কি আর ছয়জন সৈনিককে নিয়ে ভেনিসের মার্কো পোলো এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওনা দিতেই সিনস্কির চিন্তাভাবনা চলে গেলো ল্যাংডনের দিকে। *সে তার স্মৃতি হারিয়ে ফেলেছে? কোনো কিছুই মনে করতে পারছে না?* অদ্ভুত খবর হলেও এরফলে বেশ কিছু ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রফেসরকে এরকম বিপদসঙ্কুল ঘটনার মধ্যে টেনে আনাতে নিজেকে অপরাধী মনে হলো তার।

আমি তার জন্য কোনো উপায়ই রাখি নি।

প্রায় দু'দিন আগে, সিনস্কি যখন ল্যাংডনকে 'রিক্রুট' করে তখন থেকে তাকে নিজের বাসায় গিয়ে পাসপোর্ট পর্যন্ত নিতে দেয় নি। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার একজন স্পেশাল লিয়াঁজো হিসেবে বিশেষ ব্যবস্থায় কোনো রকম কাগজপত্র ছাড়াই তাকে ফ্লোরেন্সে নিয়ে আসা হয় নিজেদের বিমানে করে।

তাদের সি-১৩০ বিমানটি যখন আটলান্টিক পাড়ি দিতে থাকে তখন সিনস্কি ল্যাংডনের দিকে তাকিয়ে দেখেছে, ভদ্রলোককে তখন মোটেও সুস্থ মনে হচ্ছিলো না। প্লেনের দেয়ালের দিকে মুখ করে ছিলো সে।

"প্রফেসর, এই প্লেনে কোনো জানালা নেই, বুঝলেন? কিছুদিন আগেও এটাকে মিলিটারি বিমান হিসেবে ব্যবহার করা হতো।"

ফ্যাকাশে মুখে তাকিয়েছিলো ল্যাংডন। "এখানে ঢোকার পরই আমি খেয়াল করেছি সেটা। এরকম বদ্ধ জায়গায় আমার খুব অস্বস্তি হয়।"

"তাই আপনি একটি কাল্পনিক জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকার ভান করছেন?"

একটু মলিন হাসি দিয়ে বলেছিলো সে, "অনেকটা সেরকমই।"

"তাহলে একে দেখেন," কথাটা বলেই দীর্ঘদেহী আর সবুজ চোখের শত্রুর ছবি বের করে দেখায়। "এ হলো বারট্রান্ড জোবরিস্ট।"

সিনস্কি ততোক্ষণে কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশন্সে তার সাথে জোবরিস্টের

ঐ ঘটনাটির কথা বলে দিয়েছিলো। ব্ল্যাক ডেথের সাহায্যে এ পৃথিবীর জনসংখ্যা কমিয়ে আসন্ন দুর্যোগ থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করার যে বাতিকে ভুগছে সেটাও সবিস্তারে বলেছিলো তাকে। বিগত এক বছর ধরে তাকে যে হন্যে হয়ে খোঁজা হচ্ছে সেটাও বলতে বাদ দেয় নি।

"তার মতো এতো বিখ্যাত একজন কিভাবে দীর্ঘদিন ধরে লুকিয়ে থাকতে পারলো?" জানতে চেয়েছিলো ল্যাংডন।

"তাকে সাহায্য করার মতো অনেকেই ছিলো। প্রফেশনালদের কথা বলছি। সম্ভবত কোনো বিদেশী সরকারও হতে পারে।"

"প্লেগ সৃষ্টিতে সাহায্য করবে এমন কোন্ সরকার আছে এ পৃথিবীতে?"

"যেসব দেশের সরকার কালোবাজার থেকে পারমাণবিক ওয়ারহেড কেনার চেষ্টা করে তারা। ভুলে যাবেন না, কার্যকরী প্লেগ কিন্তু বায়োকেমিক্যাল অস্ত্র। এটার মূল্য অনেক। জোবরিস্ট খুব সহজেই ওরকম লোকজনকে মিথ্যে আশ্বাস দিয়ে বুঝিয়ে থাকতে পারে এটার ব্যবহার হবে সীমিত পরিসরে। মানে লিমিটেড রেঞ্জে। কিন্তু তার এই প্রাণঘাতি জিনিসটা সত্যিকার অর্থে কতোটা ক্ষতি করতে পারে সে সম্পর্কে জোবরিস্ট ছাড়া আর কারোর কোনো ধারণা থাকার কথা নয়।"

চুপ মেরে যায় ল্যাংডন।

"এমনও হতে পারে, যারা জোবরিস্টকে সাহায্য করেছে তারা সেটা টাকা কিংবা ক্ষমতার জন্য করে নি, বরং তার *মতবাদে* উদ্বুদ্ধ হয়েই করেছে। মনে রাখবেন, জোবরিস্টের এমন অনেক শিষ্য আছে যারা তার জন্য সব করতে পারে। ভদ্রলোক একজন সেলিব্রেটি ছিলো। সত্যি বলতে, খুব বেশি দিন হয় নি আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েও সে বক্তৃতা করে এসেছে।"

"হারভার্ডে?"

সিনস্কি কলম বের করে জোবরিস্টের ছবির বর্ডারের সাদা জায়গায় ইংরেজি *H* অক্ষরটির পাশে + চিহ্ন লিখলো।

H+

"এইচ প্লাস," আল্‌তো করে সায় দিয়ে বলে ওঠে ল্যাংডন। "বছর কয়েক আগে সারা ক্যাম্পাসে এই লেখাটা দেখা গেছিলো। আমি মনে করেছিলাম এটা হয়তো কোনো কেমিস্ট্রি কনফারেন্স হবে।"

আক্ষেপে মাথা দোলায় সিনস্কি। "এটা ২০১০ সালের 'হিউম্যানিটি-প্লাস' সামিটের সাইন–ওখানে বিপুল সংখ্যক ট্রান্সহিউম্যানিস্টরা একত্র হয়েছিলো। এইচ প্লাস ট্রান্সহিউম্যানিস্ট আন্দোলনের সিম্বল।"

কথাটা শুনে নড়েচড়ে ওঠে ল্যাংডন।

"ট্রান্সহিউম্যানিজম," বলেছিলো সিনস্কি, "একটি বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন, এক ধরণের দর্শন বলতে পারেন। খুব দ্রুত এটা বৈজ্ঞানিক মহলে জনপ্রিয়তা লাভ করে। এটার মূলপ্রতিপাদ্য হলো বংশগত কারণে যেসব শারিরীক দুর্বলতা নিয়ে মানুষ জন্মায় সেগুলো অতিক্রম করার জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা উচিত। অন্য কথায়, মানুষের বির্বতনের পরবর্তী পদক্ষেপ হওয়া উচিত নিজেদের উপর বায়োলজিক্যা ইঞ্জিনিয়ারিং প্রয়োগ করা।"

"মনে হচ্ছে অশুভ চিন্তা," বলেছিলো ল্যাংডন।

"আর সব পরিবর্তনের মতোই এটা মাত্রাগত ছাড়া আর কিছুই না। টেকনিক্যালি অনেক বছর ধরেই আমরা নিজেদের উপর ইঞ্জিনিয়ারিং করে আসছি–এমন সব ভ্যাকসিন আবিষ্কার করছি যেগুলো শিশুদেরকে নির্দিষ্ট রোগ থেকে সুরক্ষা দেয়...পোলিও, স্মলপক্স, টাইফয়েড। পার্থক্য হলো জার্ম-লাইন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে জোবরিস্টের যুগান্তকারী আবিষ্কারটি সম্পর্কে যতোটুকু জানতে পেরেছি সেটা বংশপরম্পরা রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতা সৃষ্টি করতে পারে, যারা নির্দিষ্ট কিছু জার্ম-লাইন লেভেল গ্রহণ করবে তারা বংশপরম্পরা ওইসব রোগ থেকে জন্মগতভাবেই সুরক্ষিত থাকবে।"

কথাটা শুনে চমকে ওঠে ল্যাংডন। "তাহলে মানবজাতি আসলে বিবর্তিত হয়ে কিছু রোগবালাইয়ের হাত থেকে সুরক্ষিত হয়ে যাবে, যেমন টাইফয়েড?"

"এটা প্রাকৃতিক বিবর্তন নয়," সিনস্কি শুধরে দেয়। "সাধারণত প্রাকৃতিক বিবর্তন লক্ষ-কোটি বছর সময় নিয়ে ধীরে ধীরে এগোয়। এখন আমরা একটি জেনারেশনের মধ্যেই এরকম বিরাট পরিবর্তন আনতে পারবো। আসলে ঘুরেফিরে এই প্রযুক্তিটির মূল কথা হলো, ডারউইনের 'যোগ্যতরের টিকে থাকা তত্ত্ব'–মানুষ এমন একটি প্রজাতিতে পরিণত হবে যে নিজেই নিজের বিবর্তন প্রক্রিয়া ঘটাতে সক্ষম।"

"এসব শুনে মনে হচ্ছে এটা আসলে ঈশ্বর নিয়ে খেলা," বলে ওঠে ল্যাংডন।

"আমি মনেপ্রাণে আপনার সাথে একমত," বলে সিনস্কি। "আর সব ট্রান্সহিউম্যানিস্টদের মতো জোবরিস্টও জোর দিয়ে বলতো আমাদের অধীনে থাকা সমস্ত শক্তি মানবজাতির বিবর্তনের কাজে ব্যবহার করা উচিত–এরকম একটি শক্তি হলো জার্ম-লাইন জেনেটিক মিউটেশন–যাতে করে আমরা আমাদের প্রজাতিটিকে আরো উন্নত করতে পারি। কিন্তু সমস্যা হলো আমাদের জেনেটিক গঠনটি অনেকটা তাসের ঘরের মতো–প্রতিটি অংশই আরো অসংখ্য অংশের উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে আছে–বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা বুঝতেও পারি না। আমরা যদি মানুষের নির্দিষ্ট একটি বৈশিষ্ট সরিয়ে ফেলি তাহলে এর ফলাফল

হিসেবে একইসাথে আরো শত শত বৈশিষ্ট বদলে যাবে। সম্ভবত সেটা মহাবিপর্যয়ের আকারেই ঘটবে।"

সায় দেয় ল্যাংডন। "এ কারণেই বিবর্তনের ব্যাপারটি বিরামহীন একটি পক্রিয়া।"

"একদম ঠিক!" সিনস্কি বলে ওঠে। প্রফেসরের প্রতি তার মুগ্ধতা প্রতি মুহূর্তেই বেড়ে যেতে থাকে। "প্রকারান্তরে আমরা আসলে ইঅ্যান'দের সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া শুরু করে দিচ্ছি।"

ল্যাংডন ইঅ্যান শব্দটার মানে বোঝে–বাইবেলে এই শব্দটি অনন্তকাল বেঁচে থাকা ব্যক্তিকে বোঝায়।

"সময়টা খুবই বিপজ্জনক। আমরা এখন এমন সক্ষমতার জায়গায় পৌঁছে গেছি যে, আমাদের পরবর্তী বংশধরদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনা, স্ট্যামিনা, শক্তিমত্তা এমনকি বুদ্ধি আরো বেশি সমৃদ্ধ করে নিতে পারবো–এক ধরণের অসাধারণ প্রজাতি তৈরি করা যাকে বলে। এইসব হাইপোথেটিক্যাল 'সমৃদ্ধ' মানুষকে ট্রান্সহিউম্যানিস্টরা *পোস্টহিউম্যান* হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে। অনেকে বিশ্বাস করে এটাই হবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজাতি।"

"কথাটা শুনে ইউজেনিক্সের মতোই ভীতিকর বলে মনে হচ্ছে," বলে ল্যাংডন।

ইউজেনিক্সের কথা শুনে সিনস্কির গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো।

১৯৪০-এর দশকে নাৎসি বিজ্ঞানী এমন একটি টেকনোলজি আবিষ্কার করেছিলো যার নামকরণ হয় তার নিজের নামানুসারে ইউজেনিক্স–এই টেকনোলজি ব্যবহার করে 'কাঙ্খিত' কোনো সম্প্রদায়ের জন্মহার বাড়ানো কিংবা 'অনাকাঙ্খিত' সম্প্রদায়ের জন্মহার কমিয়ে দেয়া সম্ভব ছিলো।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সাহায্যে জাতিগত নিধনযজ্ঞ।

"ওটার সাথে মিল আছে," সিনস্কি স্বীকার করে নেয়। "কিভাবে এই নতুন মানবপ্রজাতি তৈরি করা হবে সেটাই যেখানে বোধগম্য হচ্ছে না তখন অনেক স্মার্ট লোকজন বিশ্বাস করতে শুরু করেছে আমাদের টিকে থাকার জন্য এই প্রক্রিয়াটি এক্ষুণি শুরু করা দরকার। ট্রান্সহিউম্যানিস্ট ম্যাগজিন *H+*-এর এক লেখক জার্ম-লাইন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংকে 'স্পষ্টতই পরবর্তী পদক্ষেপ' হিসেবে অভিহিত করেছে, তার দাবি, এতে করে নাকি আমাদের প্রজাতির সত্যিকারের সম্ভাবনা নিশ্চিত হবে।" একটু থেমে আবার বলতে থাকে সিনস্কি। "ম্যাগাজিনটি নিজেদের সাফাই গাওয়ার জন্য ডিসকভারি টাইপের ম্যাগাজিন পরিচালনা করে থাকে, যার নাম দিয়েছে তারা 'এ বিশ্বের সবচেয়ে বিপজ্জনক আইডিয়া।' "

"আমিও কথাটার সাথে একমত," বলে ল্যাংডন। "অন্তত পক্ষে সামাজিক-

সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে গেলে এটা বিপজ্জনক আইডিয়াই বটে।"

"কি রকম?"

"আমি ধরে নিচ্ছি জেনেটিক সমৃদ্ধকরণ অনেকটা কসমেটিক সার্জারির মতো-অনেক টাকার দরকার পড়ে এটা করতে গেলে। ঠিক?"

"অবশ্যই। নিজেদেরকে কিংবা তাদের বংশধরদের সমৃদ্ধ করার জন্য যে টাকা লাগবে সেটা অনেকেরেই সাধ্যে কুলোবে না।"

"তার মানে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং খুব দ্রুত হ্যাভ আর হ্যাভ-নটদের একটি পৃথিবী তৈরি করে ফেলবে। ইতিমধ্যেই আমাদের এখানে ধনী-গরীবের বিরাট একটি পার্থক্য তৈরি হয়ে গেছে। আর জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং সেখানে সুপারহিউম্যান এবং সাধারণ মানুষ-এ দুই ধরণের প্রজাতি সৃষ্টি করে আরো বেশি বিভেদ আর ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করবে। আপনি নিশ্চয় জানেন বর্তমানে এক শতাংশ ধনীরাই এই পৃথিবী চালায় বলে সবাই চিন্তিত হয়ে পড়েছে? এবার ভাবুন, সেই এক শতাংশ যদি আক্ষরিক অর্থে আরো উন্নত প্রজাতিতে পরিণত হয়-অন্যদের তুলনায় বেশি স্মার্ট, শক্তিশালী, স্বাস্থ্যবান-তাহলে কি হবে? এ পৃথিবীটা তখন এক ধরণের দাসযুগে ফিরে যাবে কিংবা এথনিক জাতিগত নিধন শুরু হয়ে যাবে।"

পাশে বসা হ্যান্ডসাম প্রফেসরের কথা শুনে সিনস্কি মুচকি হেসেছিলো। "আপনি আসলে খুব দ্রুত জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিপজ্জনক দিকটি ধরতে পেরেছেন।"

"সেটা হয়তো ধরতে পেরেছি কিন্তু এখনও আমি জোবরিস্টের ব্যাপারে কিছুই বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে এইসব ট্রান্সহিউম্যানিস্টরা মানুষের সমৃদ্ধি, সুস্বাস্থ্য, উন্নতি, দীর্ঘায়ু আর কল্যাণের জন্য এসব কথা বললেও জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার ব্যাপারে জোবরিস্টের দৃষ্টিভঙ্গি লোকজনকে হত্যার করার ব্যাপারেই সমর্থন দেয়। তার ট্রান্সহিউম্যানিজম এবং বাড়তি জনসংখ্যার ধারণার মধ্যে মারাত্মক দ্বন্দ্ব রয়েছে, তাই না?"

এ কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলো সিনস্কি। ভালো একটি প্রশ্ন কিন্তু এর জবাবটি খুবই পরিস্কার এবং উদ্বেগজনক। "মনেপ্রাণে জোবরিস্ট ট্রান্সহিউম্যানিজমে বিশ্বাস করতো-টেকনোলজির মাধ্যমে মানবজাতির উন্নয়ন-কিন্তু সে আরো বিশ্বাস করতো এ কাজটা করার আগে আমাদের জনসংখ্যা ব্যাপকহারে কমিয়ে আনা জরুরি। তা-না হলে জনসংখ্যার এই বৃদ্ধি সমগ্র মানবজাতিকেই বিপন্ন প্রজাতিতে পরিণত করে তুলবে, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যে সম্ভাবনা রয়েছে সেটা বোঝার আগেই আমরা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যাবো।"

ল্যাংডনের চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেছিলো। "এজন্যে জোবরিস্ট মানুষের সংখ্যা কমিয়ে দিতে চেয়েছে...মানুষকে আরো বেশিদিন টিকিয়ে রাখার জন্য?"

মাথা নেড়ে সায় দেয় সিনস্কি। "একবার নিজেকে সে বর্ণনা করেছিলো এমন একটি জাহাজে মধ্যে আটকে আছে যেখানকার প্যাসেঞ্জারের সংখ্যা প্রতি ঘণ্টায় দ্বিগুন হয়ে যাচ্ছে অথচ সে মরিয়া হয়ে একটি লাইফবোট তৈরি করে যাচ্ছে জাহাজটি নিজের ওজনে ডুবে যাবার আগে।" একটু থেমে আবার বলে ডাক্তার, "জাহাজের অর্ধেক মানুষ পানিতে ছুড়ে ফেলে দেবার পক্ষে মত দিয়েছিলো সে।"

ভুরু কুচকে ফেলে ল্যাংডন। "খুবই ভয়ঙ্কর চিন্তা।"

"একদম ঠিক। এ ব্যাপারে কোনো ভুলই নেই। জোবরিস্ট দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতো রাতারাতি এ পৃথিবীর জনসংখ্যা কমিয়ে দেয়ার পদক্ষেপটাকে এক সময় মানবজাতি স্মরণ করবে বীরত্বোসূচক কাজ হিসেবে।"

"আমি আবারো বলবো ভয়ঙ্কর চিন্তাভাবনা।"

"তারচেয়েও বেশি কিছু, কারণ এরকম চিন্তা শুধু জোবরিস্ট একাই করতো না। জোবরিস্ট মারা গেলে অনেকের কাছে সে শহীদ হিসেবে সম্মান পেয়েছে। আমরা যখন ফ্লোরেন্সে পৌছাবো তখন কার পেছনে ছুটবো সে ব্যপারে কোনো ধারণা নেই। তবে আমাদেরকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে এই প্লেগটা শুধু আমরা একাই খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি না। আর আপনার নিরাপত্তার জন্য, কেউ যেনো জানতে না পারে ওটা খুঁজে বের করার কাজে আপনি এখন ইটালিতে আছেন।"

ল্যাংডন তখন তার দান্তে বিশেষজ্ঞ বন্ধু ইগনাজিও বুসোনির কথা বলে, তার সাহায্য পেলে পালাজ্জো ভেচ্চিও'তে গিয়ে জোবরিস্টের ছোট্ট প্রজেক্টরে *cerca trova* শব্দটি যে পেইন্টিংয়ে দেখা গেছে সেটা ভালো করে দেখা সম্ভব হবে। 'মৃতের চোখ' নিয়ে যে অদ্ভুত কোডটি রয়েছে সেটার মর্মোদ্ধার করতেও বুসোনি বেশ সাহায্য করতে পারবেন।

কথাটা শুনে ল্যাংডনের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো সিনস্কি। "খুঁজুন তাহলেই পাবেন, প্রফেসর। সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে।"

এরপর বিমানের ভেতরে স্টোররুম থেকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সিকিউরড হ্যাজম্যাট টিউবটা নিয়ে আসে সিনস্কি–বায়োমেট্রিক সিলিং ক্ষমতাসম্পন্ন একটি মডেল।

"বুড়ো আঙুলটা রাখুন," টিউবটা ল্যাংডনের সামনে ধরে ছোট্ট একটা প্যাডের দিকে ইশারা করে সে।

হতভম্ব হলেও কথামতো কাজ করে ল্যাংডন।

সিনস্কি টিউবটাতে এমনভাবে প্রোগ্রাম করে দেয় যাতে একমাত্র তার হাতের আঙুলের ছাপ ছাড়া এটা কেউ খুলে এর ভেতরে থাকা ছোট্ট প্রজেক্টরটি বের করতে না পারে।

"এটাকে বহনযোগ্য লকবক্স মনে করুন," হাসি দিয়ে বলেছিলো ডাক্তার।

"বায়োহ্যাজার্ড সিম্বলসহ?" অস্বস্তির সাথে তাকিয়েছিলো ল্যাংডন।

"এটাই আমাদের কাছে আছে। এর ভালো দিকটার কথা ভাবুন, কেউ এটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে চাইবে না।"

ল্যাংডন এরপর সোজা চলে যায় রেস্টরুমে। তার অনুপস্থিতিতে সিনস্কি হ্যারিস-টুইড জ্যাকেটের পকেটে ওটা ঢুকিয়ে রাখতে গেলে দেখতে পায় ওটা পকেটে ঠিকমতো রাখা যাচ্ছে না।

প্রজেক্টরটি এভাবে পকেটে নিয়ে ঘোরাফেরা করতে পারবে না সে। একটু ভেবে আবারো স্টোররুমে গিয়ে স্টিচবক্সটা নিয়ে ফিরে আসে। নিখুঁত দক্ষতায় জ্যাকেটের ভেতরে লাইনিং ফাঁক করে সযত্নে একটি গোপন পকেট তৈরি করে টিউবটি রেখে দেয়।

ল্যাংডন ফিরে এসে দেখতে পায় কাজ প্রায় শেষ।

প্রফেসর এমনভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকে যেনো এইমাত্র ডক্টর সিনস্কি *মোনালিসাকে* বিকৃত করে ফেলেছে। "আপনি আমার হ্যারিস-টুইডের লাইনিং কেটে ফেলেছেন?"

"শান্ত হোন, প্রফেসর," বলেছিলো সে। "আমি খুব দক্ষ সার্জন। এই সেলাইগুলো একদম নিখুঁতভাবে করা হয়েছে।"

অধ্যায় ৬৮

ভেনিসের সান্তা লুসিয়া ট্রেন স্টেশনটি ধূসর রঙের পাথর আর কংক্রিটে তৈরি। খুবই অভিজাত আর বেশ ঢিলেঢালা কাঠামো। এটার নক্সা করা হয়েছে আধুনিক এবং শিল্পীত স্টাইলে, এর সম্মুখ ভাগটি সব ধরণের সিম্বল আর সাইন বিবর্জিত, শুধুমাত্র *FS* অক্ষর দুটো বাদে–ফেররোভি দেল্লো স্তাতো নামের স্টেট রেলওয়ে সিস্টেমের আইকন এটি।

শহরের একেবারে পশ্চিম দিকে গ্র্যান্ড ক্যানালের কাছ ঘেষে অবস্থিত বলে স্টেশন থেকে যাত্রিরা নেমেই দেখতে পায় চোখের সামনে অসংখ্য খাল চলে গেছে, যা কিনা ভেনিসের বৈশিষ্ট হিসেবে সারাবিশ্বে সুপরিচিত।

এখানে এলেই ল্যাংডন সবার আগে টের পায় নোনাবাতাসের ঘ্রাণ–সমুদ্র থেকে ভেসে আসা বাতাসের সাথে মিশে যায় স্টেশনের বাইরে বিক্রি হওয়া সাদা পিজ্জার সুবাস। আজ অবশ্য বাতাস বইছে পুবদিক থেকে, তাই খালে ভেসে বেড়ানো, নোঙর করে রাখা ডিজেলের স্পিডবোটের কারণে বাতাসে ডিজেলের কটু গন্ধ নাকে এসে লাগলো। বোটের লোকজন পর্যটকদের হাক দিয়ে ডাকছে জলপথ ভ্রমণ করিয়ে আনার জন্য।

পানিতে হাউকাউ, ভাবলো ল্যাংডন। দেখতে পেলো জলপথেও ট্রাফিকজ্যাম লেগে আছে।

খালের ওপারে পাথর ছুড়ে মারা দূরত্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সান সিমিওনি পিক্কোলোর গম্বুজটি। অসাধারণ দেখতে এই চার্চটি ইউরোপের সেরা। চ্যাপ্টা গম্বুজ আর বৃত্তাকারের স্যাঙ্কচুয়ারি পুরোপুরি বাইজান্টাইন স্টাইলের, কিন্তু এর কলামগুলো আর প্রবেশপথের নক্সা গ্রিক এবং রোমান স্থাপত্যকলার পরিচয় বহন করছে। প্রবেশপথের সামনে মার্বেলের রিলিফে স্থান পেয়েছে শহীদ হওয়া সেন্টদের ছবি।

ভেনিস একটি উন্মুক্ত জাদুঘর, ভাবলো ল্যাংডন। *পানিতে ভেসে থাকা জাদুঘর।* এ শহরের নীচে যে হুমকিটা রয়েছে তার তুলনায় এখানকার বন্যার সম্ভাবনা একেবারেই মামুলি।

অথচ কারোর কোনো ধারণাই নেই...

দান্তের মৃত্যু-মুখোশের পেছনে যে কবিতাটা রয়েছে সেটা এখনও ল্যাংডনের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। ভাবছে পংক্তিগুলো শেষ পর্যন্ত কোথায় নিয়ে যায় তাদেরকে। তার পকেটে একটি কাগজে কবিতাটি লেখা আছে। কিন্তু সিয়েনার

কথামতো মুখোশটি কাগজে পেচিয়ে ট্রেনস্টেশনের সেলফ-সার্ভ লকারে রেখে দিয়েছে তারা। যদিও এই অমূল্য আর্টিফেক্টটি রাখার জন্য ঐ জায়গাটা মোটেও উপযুক্ত নয় তারপরও ভেনিসের মতো খাল-বিলের শহরে প্লাস্টারের মুখোশ নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে ওখানে থাকাটাই বেশি নিরাপদ।

"রবার্ট?" ফেরিসের সঙ্গে সামনে পার্ক করে রাখা ওয়াটার-ট্যাক্সির কাছে এগিয়ে যেতে যেতে বললো সিয়েনা। "আমাদের হাতে কিন্তু একদম সময় নেই।"

চারপাশে স্থাপত্যগুলো দেখতে দেখতে ল্যাংডন একটু পিছিয়ে পড়েছিলো। দৌড়ে চলে এলো তাদের কাছে। গ্র্যান্ড ক্যানালের আশেপাশে অচিন্তনীয় ভীড়। ভাপোরেত্তো নাম্বার ওয়ান নামের ওপেন-এয়ার ওয়াটার-বাসে করে রাতের ভেনিস ঘুরে বেড়ানোর মজাই আলাদা।

আজ কোনো ভাপোরেত্তো নয়, ভাবলো ল্যাংডন। এই জিনিসটা একদম ধীরগতির, সেই তুলনায় ওয়াটার-ট্যাক্সি অনেক দ্রুত চলে, কিন্তু দুঃখের বিষয় ট্রেন স্টেশনের বাইরে লম্বা লাইন দেখেছে ওয়াটার-ট্যাক্সির জন্য।

অপেক্ষা করার মেজাজে নেই ফেরিস, দ্রুত পুরো ব্যাপারটি নিজের হাতে তুলে নিলো সে। তার পকেটে প্রচুর টাকা আছে, সেটা ব্যবহার করে একটি ওয়াটার-লিমোজিন ভাড়া করে ফেললো। এটাতে করে রওনা দিলে যেমন দ্রুত যাওয়া যাবে তেমনি ভ্রমনটা বেশ প্রাইভেট হবে–গ্র্যান্ড ক্যানাল থেকে সেন্ট মার্কস স্কয়ারে যেতে মাত্র পনেরো মিনিট লাগবে তাদের।

লিমোর ড্রাইভার অসম্ভব হ্যান্ডসাম, পরে আছে আরমানির সুট। তাকে ক্যাপ্টেন নয় বরং সিনেমার নায়ক মনে হচ্ছে। হাজার হোক, এটা ভেনিস। অভিজাত ইটালির পাদভূমি।

"মওরিজিও পিম্পোনি," ড্রাইভার চোখ টিপে নিজের নামটা বললো সিয়েনাকে। তাদের সবাইকে অভ্যর্থনা জানালো তার লিমোতে ওঠার সময়।

"প্রসেচ্চো? লিমোচেল্লো? শ্যাম্পান?"

"*নো, গ্র্যাজি,*" জবাবে বললো সিয়েনা। অনর্গল ইতালিতে বলে দিলো তাদেরকে যতো দ্রুত সম্ভব সেন্ট মার্কস স্কয়ারে নিয়ে যেতে হবে।

"*মা সার্তো!* আবারো চোখ টিপলো সে। "এই ভেনিজিয়াতে আমার বোটটাই সবচেয়ে দ্রুতগতির..."

ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়েই বোটটা দ্রুত ঘুরিয়ে রওনা দিলো মওরিজিও।

"*স্কুসাতে!*" ক্ষমা চেয়ে বললো মওরিজিও। আশেপাশে অন্য বোটগুলো ঢেউয়ে দুলে উঠেলো। "ভিআইপি!"

বোটটা গ্র্যান্ড ক্যানালের পুবদিক দিয়ে সেন্ট লুসিয়ার পাশ ঘেষে চলে

যাবার সময় ল্যাংডন সেটা দেখলো। খালের বাঁকে বিশাল আকৃতির সান জেরেমিয়া চার্চের গম্বুজটা চোখে পড়লো এবার।

"সেন্ট লুসিয়া," ফিসফিসিয়ে বললো ল্যাংডন, চার্চের দেয়ালে খোদাই করা লেখাটা পড়লো সে। "অন্ধের কঙ্কাল।"

"কী বললে?" সিয়েনা বুঝতে না পেরে বললো। তার ধারণা ল্যাংডন বোধহয় কবিতাটির কোনো রহস্যের কূলকিণারা করতে পেরেছে।

"কিছু না," বললো প্রফেসর। "অদ্ভুত একটি চিন্তা। হয়তো কিছু না।" চার্চটা দেখালো সে। "খোদাই করা লেখাটা দেখেছো? সেন্ট লুসিয়াকে এখানে সমাহিত করা হয়েছে। আমি অনেক সময় খৃস্টিয় সেন্টদের উপর ভিত্তি করে যেসব আর্ট আছে, মানে হেজিওগ্রাফি আর্টের উপর লেকচার দিতে গিয়ে মনে হতো সেন্ট লুসিয়া অন্ধ সেন্টদের গুরু।"

"সি, সান্তা লুসিয়া!" মওরিজিও উৎসাহ নিয়ে বললো। "অন্ধদের সেন্ট! আপনারা গল্পটা জানেন, না? লুসিয়া অনেক সুন্দরী ছিলেন বলে সব পুরুষই তাকে কামনা করতো। তাই ঈশ্বরের কাছে বিশুদ্ধ রাখতে এবং কুমারীত্ব বজায় রাখার জন্য নিজ হাতে তার চোখ নষ্ট করে ফেলেন।"

আৎকে উঠলো সিয়েনা। "কমিটমেন্ট ভালোই ছিলো তাহলে।"

"এই আত্মত্যাগের পুরস্কার হিসেবে," মওরিজিও আরো বলতে লাগলো, "ঈশ্বর লুসিয়াকে আরো বেশি সুন্দর একজোড়া চোখ উপহার দেন!"

ল্যাংডনের দিকে তাকালো সিয়েনা। "এসবের কোনো মানে হয়?"

"ঈশ্বর খুবই রহস্যময় পদ্ধতিতে কাজ করেন," ল্যাংডনের চোখে ভেসে উঠলো বিশটির মতো বিখ্যাত পুরনো মাস্টারপিস যার সবগুলোতেই চিত্রিত করা হয়েছে সেন্ট লুসিয়া প্লেটে করে নিজের চোখ জোড়া নিয়ে যাচ্ছে। যদিও সেন্ট লুসিয়ার অনেকগুলো ভার্সন আছে তারপরও একটি কমন বিষয় হলো তিনি নিজের চোখ জোড়া কেটে বিয়ে পড়ায় যে যাজক তার কাছে নিবেদন করেছিলেন। তারপর সাহসের সাথে বলেছিলেন : "এইযে আমার অর্ঘ্য তুলে নিন...যা কিনা অনেকের কামনার বস্তু...বাকি জীবন আমি এটা ছাড়াই থাকবো...আমাকে এবার শান্তিতে থাকতে দিন।"

তুলে নিন, ভাবলো ল্যাংডন। বুঝতে পারলো ঠিক একই শব্দ কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে। *ভেনিসের বিশ্বাসঘাতক ডওজ'কে খোঁজো যে...অন্ধের কঙ্কাল তুলেছিলো।*

কাকতালীয় মিলটা হতভম্ব করে দিলো ল্যাংডনকে। তাহলে কি সেন্ট লুসিয়াই সেই অন্ধজন যার কথা সাংকেতিকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কবিতায়?

"মওরিজিও," চিৎকার করে বললো ল্যাংডন, সান জেরেমিয়া চার্চের দিকে

ইশারা করলো সে। "এই চার্চেই তো সেন্ট লুসিয়ার কঙ্কাল রাখা আছে, না?"

"হ্যা, অল্প কিছু," বললো মওরিজিও। একহাতে দক্ষভাবে বোট চালাচ্ছে আর পেছন ফিরে যাত্রিদের সাথে কথা বলছে। সামনে কি আছে না আছে সেদিকে তার খেয়ালই নেই। "তবে বেশিরভাগ হাঁড় কিন্তু এখানে নেই। সেন্ট লুসিয়াকে এখানকার মানুষ খুবই ভালোবাসে, তাই আমরা–"

"মওরিজিও!" চিৎকার করে বলে উঠলো ফেরিস। "সেন্ট লুসিয়া অন্ধ ছিলেন কিন্তু তুমি না! সামনে তাকাও!"

মওরিজিও হেসে দ্রুত তার বোটটাকে ঘুরিয়ে দিলো যাতে করে সামনের দিকে ছুটে আসা অন্য একটি বোটের সাথে সংঘর্ষ না বাধে।

ল্যাংডনকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে সিয়েনা। "তুমি কি মেলাতে চাচ্ছো? যে বিশ্বাসঘাতক ডওজ অন্ধের কঙ্কাল তুলেছিলেন?"

নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো ল্যাংডন। "বুঝতে পারছি না।"

দ্রুত সিয়েনা আর ফেরিসকে সেন্ট লুসিয়ার কঙ্কালের ইতিহাসটি বলে গেলো সে–সব ধরণের হ্যাজিওগ্র্যাফিতে এটা একেবারেই অদ্ভুত একটি ঘটনা। বলা হয়, সুন্দরী লুসিয়াকে একজন প্রভাবশালী সুইটর প্রস্তাব দিলে তিনি সেটা ফিরিয়ে দেন, তখন সেই লোক ক্ষিপ্ত হয়ে তার বিরুদ্ধে বিষোদগার করে, তাকে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করে কিন্তু কিংবদন্তী মতে লুসিয়ার দেহ নাকি আগুনে পোড়ে নি। যেহেতু তার দেহ আগুনকে প্রতিরোধ করতে পেরেছিলো তাই মনে করা হতো তার কঙ্কাল, হাঁড় এসবের বিশেষ গুন আছে। এগুলো যার কাছে থাকবে সে হবে অস্বাভাবিক দীর্ঘায়ুর অধিকারী।

"জাদুর কঙ্কাল?" বললো সিয়েনা।

"সেরকমই বিশ্বাস করা হয়। এ কারণেই তার কঙ্কালের হাঁড় সারাবিশ্বের বিভিন্ন চার্চে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। দু'হাজার বছর ধরে শক্তিশালী নেতা-শাসকেরা নিজেদের বয়স আর মৃত্যুকে প্রলম্বিত করার জন্য এই হাঁড়গুলো দখলের লড়াই করে গেছে। হাঁড়গুলো বার বার চুরি হয়েছে, স্থানান্তর করা হয়েছে একাধিক জায়গায়, তারপর অন্য যেকোনো সেন্টের তুলনায় তার হাঁড়গুলোই সবচেয়ে বেশি ভাগ করে ছড়িয়ে দেয়া হয় বিশ্বব্যাপী। তার হাঁড়গুলো ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী কয়েক ডজন ব্যক্তির হাত ঘুরে এসেছে।"

"তার মধ্যে," সিয়েনা আগ বাড়িয়ে বললো, "একজন বিশ্বাসঘাতক ডওজ'ও আছে?"

ভেনিসের বিশ্বাসঘাতক ডওজ'কে খোঁজো যে ঘোড়াদের মাথা কেটেছিলো...আর তুলে এনেছিলো অন্ধের কঙ্কাল।

"ভালো সম্ভাবনা আছে," বললো ল্যাংডন, বুঝতে পারছে দান্তের

ইনফার্নো'তে সেন্ট লুসিয়ার কথাই হয়তো বলা হয়েছে। তিনজন আশীর্বাদপ্রাপ্ত নারীর মধ্যে লুসিয়া অন্যতম–*লে 'ত্রে দোন্নে বেনেদেত্তে*'–যারা ভার্জিলকে ডেকে এনেছিলো দান্তেকে মাটির নীচ থেকে পালাতে সাহায্য করার জন্য। অন্য দু'জন নারী হলো কুমারি মেরি এবং দান্তের প্রিয়তমা বিয়েত্রিচ, কিন্তু দান্তে সেন্ট লুসিয়াকে স্থান দিয়েছেন বাকিদের চেয়ে একটু উচ্চে।

"তোমার কথা যদি ঠিক হয়ে থাকে," উত্তেজিত কণ্ঠে বললো সিয়েনা, "তাহলে ঐ একই ডওজ ঘোড়াদের মাথা কেটে থাকবেন..."

"...সেই সাথে সেন্ট লুসিয়ার কঙ্কাল চুরি করেছিলেন," ল্যাংডন তার সাথে তাল মেলালো।

সায় দিলো সিয়েনা। "এরফলে আমাদের তালিকা বেশ ছোটো হয়ে আসবে।" ফেরিসের দিকে তাকালো। "আপনি কি নিশ্চিত আপনার ফোনটা কাজ করছে না? একটু অনলাইনে সার্চ করলে–"

"একদম ডেড হয়ে গেছে," বললো ফেরিস। "আমি চেক করে দেখেছি। দুঃখিত।"

"আমরা একটু পরই পৌছে যাবো," বললো ল্যাংডন। "আমার কোনো সন্দেহ নেই সেন্ট মার্কসের ব্যাসিলিকায় কিছু একটা খুঁজে পাবোই।"

সেন্ট মার্কস হলো পাজলের একমাত্র অংশ যেটা ল্যাংডনের কাছে সবচেয়ে বেশি সলিড বলে মনে হচ্ছে। *পবিত্র জ্ঞানের মওজিওন।* ল্যাংডন প্রায় নিশ্চিত ঐ ব্যাসিলিকায় একজন রহস্যময় ডওজ-এর সন্ধান পাওয়া যাবে...ভাগ্য ভালো থাকলে সেখান থেকে নির্দিষ্ট একটি প্রাসাদে খোঁজও তারা পাবে যে জায়গাটি জোবরিস্ট প্লেগ ছড়িয়ে দেবার জন্য বেছে নিয়েছে। *ওখানে অন্ধকারে থানিক দানব প্রতীক্ষায় আছে।*

জোর করে প্লেগের ভয়ঙ্কর ছবিগুলো মনের পর্দা থেকে তাড়াতে চাইলো ল্যাংডন কিন্তু পারলো না। সে প্রায়ই ভাবে এক সময় কী অসাধারণই না ছিলো এই শহরটি...তারপর প্লেগের ছোবলে দুর্বল হয়ে পড়লে প্রথমে অটোমানরা দখল করে নেয়, তারপর নেপোলিওন...তখন অবশ্য ইউরোপের বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে এটি শাসিত হয়েছিলো। সবদিক থেকেই পৃথিবীর অন্যতম সুন্দর, সম্পদশালী এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ একটি শহর ভেনিস। এর সমকক্ষ আর একটিও নেই।

পরিহাসের বিষয় হলো এই শহরের অধিবাসীদের বিদেশপ্রীতিই এর সর্বনাশ ঘটিয়েছে–প্রাণঘাতি প্লেগ চীন থেকে ভেনিসে চলে আসে বাণিজ্যিক জাহাজের মালামালের সাথে জীবাণু আক্রান্ত ইঁদুরের মাধ্যমে। এই প্লেগের মরণ ছোবলেই চীনের এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা বিনাশ হয়ে গেছিলো। ইউরোপে আসামাত্র এই

রোগের ছোবলে প্রতি তিনজনের একজন আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে—নারী-পুরুষ, যুবা-বৃদ্ধ, ধনী-গরীব কেউ বাদ যায় নি।

প্লেগের মহামারিতে যখন ভেনিস আক্রান্ত হয়েছিলো তখনকার জীবনযাত্রা কেমন ছিলো সে সম্পর্কে ল্যাংডন পড়েছে। একটা সময় এসে গেছিলো যে মৃতদের কবর দেয়ার মতো শুকনো জায়গা পাওয়া যেতো না। উপায়ন্তর না দেখে লাশ ভাসিয়ে দেয়া হতো খালে-বিলে। কিছু কিছু খাল-বিলে এতো লাশ ভাসতো যে নৌকা চালাতে গিয়ে বেশ বেগ পেতে হতো। লগি-বৈঠা দিয়ে লাশ সরিয়ে তাদেরকে চলাচল করতে হতো। কোনো প্রার্থনায় এই মহামারির প্রকোপ কমতো না। শহরের শাসকেরা যখন বুঝতে পারলো ইঁদুরের মাধ্যমেই এই দুর্পিবাকের শুরু ততোক্ষণে বড্ড দেরি হয়ে গেছিলো তারপরও একটা ডিক্রি জারি করে তারা, বাইরে থেকে কোনো জাহাজ বন্দরে ঢুকতে পারবে না, বন্দর থেকে বেশ বিছুটা দূরে চল্লিশ দিন থাকার পর জাহজাগুলোকে মালামাল নামানোর অনুমতি দেয়া হতো—আজকের দিনে ইতালিয় ভাষায় চল্লিশ সংখ্যাটি—*কোয়ারান্তা*—খুবই তিক্ত স্মৃতি বহন করে *কোয়ারান্টাইন* হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

তাদের বোট আরেকটা বাঁক নিলে উৎসবমুখর একটি বাতাস যেনো ল্যাংডনের মুখে এসে ঝাপটা মারলো। প্লেগের মৃত্যু আর বীভৎসতা থেকে ফিরে এলো সে, চোখের সামনে দেখতে পেলো তিন স্তরের অভিজাত একটি স্থাপনা।

কাসিনো দি ভেনিজিয়া : অ্যান ইনফিনিতি ইমোশন।

ক্যাসিনোর ব্যানারের কথাগুলো ল্যাংডন কখনই বুঝতে পারে নি। এই রেনেসাঁ আমলের প্রাসাদটি ষোড়শ শতাব্দী থেকেই ভেনিসের ল্যান্ডস্কেপের একটি অংশ হয়ে আছে। এক সময়ের ব্যক্তিমালিকানায় থাকা ম্যানশনটি এখন কালো-টাইয়ের গেমের হল হিসেবে বিখ্যাত। ১৮৮৩ সালে সুরকার রিচার্ড ভগনার এখানেই তার বিখ্যাত অপেরা *পার্সিফল* কম্পোজ করার পর পরই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান।

কাসিনোর পরই ডান দিকে আরেকটি পুরনো ভবনের উপর বড়সড় ব্যানার ঝুলছে, এটার রঙ গাঢ় নীল, ঘোষণা দিচ্ছে কা'প্রেসারো : গ্যালেরিয়া ইন্তারন্যাজিওনালি দা'আর্তে মদার্না।

কয়েক বছর আগে এখানে এসে গুস্তাভ ক্লিমতের মাস্টারপিস *দ্য কিস* দেখেছিলো ল্যাংডন। ছবিটা ভিয়েনা থেকে ধার করে আনা হয়েছিলো প্রদর্শনীর জন্য।

চওড়া একটি খাল দিয়ে আরো গতি বাড়িয়ে ছুটতে লাগলো মওরিজিও।

সামনেই দেখা যাচ্ছে রিয়ালতো ব্রিজ—তার মানে সেন্ট মার্কস স্কয়ারে যাবার

অর্ধেক পথ পেরিয়ে এসেছে তারা। ব্রিজের নীচ দিয়ে তাদের বোটটা যখন চলে যাবে তখন উপরের দিকে চেয়ে ল্যাংডন একজন মানুষকে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো। তাদের দিকে চেয়ে আছে সে।

লোকটার মুখ বেশ পরিচিত...আর ভীতিকর।

সঙ্গে সঙ্গে আৎকে উঠলো সে।

ধূসর আর লম্বাটে মুখটার একদম শীতল দুটি চোখ আর পাখির ঠোঁটসদৃশ্য নাক।

তাদের বোটটা ব্রিজের নীচ দিয়ে চলে যাবার পর ল্যাংডন বুঝতে পারলো এটা আসলে একজন পর্যটক, যে কিনা এরকম জিনিস সুভেনির হিসেবে কিনে পরে আছে-রিয়ালতো মার্কেটে প্রতিদিন এরকম শত শত মুখোশ বিক্রি হয়।

আজকে অবশ্য এটাকে খুব একটা প্রীতিকর বলে মনে হলো না।

অধ্যায় ৬৯

সেন্ট মার্কস স্কয়ারটি ভেনিসের গ্র্যান্ড ক্যানালের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত, ওখানকার জলপথটি মিশে গেছে খোলা সাগরে। ওটার পরেই আছে ত্রিভূজাকৃতির দূর্গ দোগানা দা মার-মেরিটাইম কাস্টমস অফিস-সেই ভবনের ওয়াচ-টাওয়ারে এক সময় বিদেশী শক্তির আগ্রাসনের হাত থেকে ভেনিসকে রক্ষা করার কাজে পাহারা দেয়া হতো। বর্তমানে টাওয়ারের উপরে সোনালী রঙের বিশাল একটি ভূ-গোলক আর আবহাওয়ার সরঞ্জাম স্থাপন করা হয়েছে সৌভাগ্যের দেবীকে চিত্রিত করে, সাগরের নাবিকদের জানিয়ে দেয়া হয় বাতাস কোন দিকে বইছে, সাগরের মতিগতি কেমন।

মওরিজিও তার বোটটা খালের শেষমাথায় নিয়ে আসতেই তাদের সামনে খোলা সাগর উদ্ভাসিত হলো। এর আগেও রবার্ট ল্যাংডন এখানে অনেকবার ভ্রমণ করেছে অবশ্য সব সময়ই বিশাল আকারের ভাপোরেত্তা'তে করে তাই বড় বড় ঢেউয়ে তাদের লিমোটা দুলে উঠলে একটু অস্বস্তি বোধ করলো সে।

সেন্ট মার্কস স্কয়ারের ডকে ভেড়াতে হলে তাদের লিমোটাকে চওড়া একটি লেগুনের ভেতর দিয়ে যেতে হবে, যেখানে জড়ো হয়ে আছে অসংখ্য ইঞ্জিন বোট, ক্রুজ আর ইয়ট। যেনো তারা এখন গ্রামের পথ শেষ করে চলে এসেছে আট-লেইনের মহাসড়কে।

কাছ ঘেষে দশতলার একটি বিশাল ক্রুইজ চলে গেলে সিয়েনা চেয়ে দেখলো অবাক চোখে। জাহাজটির ডেকে গিজগিজ করছে লোকজনে। বেশিরভাগই জড়ো হয়েছে রেলিংয়ের কাছে। ছবি তুলছে সেন্ট মার্কস স্কয়ারের। ওটার ঠিক পেছনেই আছে আরো তিনটি ক্রুজার, তারা অপেক্ষা করছে রওনা দেবার জন্য। ল্যাংডন শুনেছে, ইদানীং ক্রুজারের সংখ্যা এতো বেড়ে গেছে যে, দিন-রাত সারাক্ষণই চলাচল করতে থাকে ওগুলো।

মওরিজিও পেছনে তাকিয়ে বললো, "আমি হ্যারি'স বারে পার্ক করি?" বেল্লিনি যেখানে আবিষ্কৃত হয়েছিলো সেই বিখ্যাত রেস্তোরাঁটির দিকে ইঙ্গিত করলো সে। "ওখান থেকে সেন্ট মার্কস স্কয়ার অল্প একটু হাটাপথের।"

"না, আমাদেরকে সেন্ট মার্কস পর্যন্ত নিয়ে যাও," ফেরিস আদেশের সুরে বললো, সেন্ট মার্কস স্কয়ারের যে ডকটা আছে সেটা দেখিয়ে দিলো সে।

মওরিজিও কাঁধ তুললো। "আপনি যেখানে চাইবেন। একটু ধরে বসুন!"

লিমোর গতি বেড়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে, পানিতে ভেসে থাকা অসংখ্য নৌযানকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলো ডকের দিকে।

ল্যাংডন অবাক হয়ে দেখতে পেলো তাদের মতোই কিছু গোন্দোলা এগিয়ে যাচ্ছে ডকের দিকে–চল্লিশ ফিট লম্বা আর প্রায় চৌদ্দ শ' পাউন্ড ওজনের ভেনিসিয় নৌকাগুলো উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যেও স্থির আছে।

একটা গোন্দোলাকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় বেশ গর্বিত ভঙ্গিতে মওরিজিও বললো, "সামনের মেটাল ডিজাইনটা দেখেছন? গোন্দোলার ঐ একটা জিনিসই মেটালের–এটাকে বলে *ফেরো দি পুরুয়া*–মাস্তলের লোহা। এরকমটা কেবল ভেনিসেই দেখা যায়!"

মওরিজিও বলতে লাগলো ভেনিসের গোন্দোলার মাস্তলে যে ঘাসকাটার কাঁচির মতো ডিজাইনটি আছে সেটার প্রতীকি অর্থ রয়েছে। *ফেরো*'র বাঁকানো অংশটি গ্র্যান্ড ক্যানালকে প্রতিনিধিত্ব করে। এর ছয়টি দাঁতাল ভেনিসের ছয়টি জেলাকে বোঝায়। আর লম্বা ব্লেডটি ভেনিশিয়ান ডওজ-এর মাথার টুপি।

ডওজ, ভাবলো ল্যাংডন। একটু পর যে কাজটা তাকে করতে হবে তার কথা ভাবলো। *ভেনিসের বিশ্বাসঘাতক ডওজ'কে খোঁজো যে ঘোড়াদের মাথা কেটেছিলো...আর তুলেছিলো অন্ধের কঙ্কাল।* সামনের দিকে তাকালো ল্যাংডন, ডকের পরে গাছপালার পেছনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে লাল টকটকে ইটের তৈরি সেন্ট মার্কসের বেলটাওয়ারটি। একেবারে শীর্ষে ফেরেস্তাদের নেতা গ্যাব্রিয়েল তিনশ' ফুট নীচে তাকিয়ে দেখছে।

যে শহরে হাই-রাইজ বিল্ডিং খুব একটা দেখা যায় না পানিতে ডুবে যাওয়ার ভয়ের কারণে সেখানে এতো লম্বা কাম্পানিলি দি সান মার্কো ভেনিসের অসংখ্য খাল-বিল দিয়ে চলাচলকারী নৌযানের নেভিগেশনের কাজ করে থাকে। পথ হারিয়ে ফেলা পর্যটকেরাও এটা দেখে পথ চিনে নিতে পারে। ল্যাংডন এখনও বিশ্বাস করতে পারে না ১৯০২ সালে এই টাওয়ারটি ভেঙে পড়লে সেন্ট মার্কস স্কয়ারে ধ্বংসস্তূপের পাহাড় জমে যায়। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এই দুর্যোগের প্রাণ হারায় শুধু একটি বেড়াল।

এই শহরে অসংখ্য দেখার মতো জায়গা থাকলেও ল্যাংডনের পছন্দ রিভা দেগলি শিয়াভোনির পাথরের পথটি। জলপথের পাশ ঘেষে চলে যাওয়া এই রিভার নির্মাণ হয়েছিলো নবম শতকে। সেন্ট মার্কস স্কয়ার পর্যন্ত এটি বিস্তৃত। এই পথের এক পাশে রয়েছে অসংখ্য ক্যাফে, অভিজাত হোটেল আর আন্তোনিও ভিভালদি চার্চ। এছাড়াও এখানে ভেনিসের সর্বপ্রাচীন জাহাজ নির্মাণ ইয়ার্ড রয়েছে। বলা হয় আগের দিনে এখানকার জাহাজ নির্মাণের সময় পানিতে গরম আলকাতরা ফেলে দিলে যে বাষ্প তৈরি হতো সেটা দেখেই *ইনফার্নো*'তে শাস্তিদানের পদ্ধতি হিসেবে আলকাতরার নদীর আইডিয়াটি অনুপ্রাণিত করেছিলো দান্তেকে।

ল্যাংডন এবার ডান দিকে তাকালো, জলপথ ধরে বহু দূরে চলে গেছে রিভা, তারপরই আচমকা যেনো থেমে গেছে, এখানেই সেন্ট মার্কস স্কয়ারের দক্ষিণ প্রান্তটি অবস্থিত, খোলা সাগরের দিকে মুখ করে থাকা বিশাল চওড়া একটি রাস্তা। ভেনিসের স্বর্ণযুগের সময় এই জায়গাটিকে বলা হতো 'সভ্যতার প্রান্তসীমা।'

আজকের দিনে এই তিনশ' গজ লম্বা পথের পাশে কম করে হলেও একশ'টির মতো কালো রঙের গান্দোলো নোঙর করে আছে।

এখনও ল্যাংডনের বুঝতে একটু কষ্ট হয় এই ছোটো শহরটি–আকারে নিউইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কের দ্বিগুন হবে–সমুদ্রের বুক থেকে জেগে উঠে কি করে পশ্চিমাবিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ আর বিশাল সাম্রাজ্য হয়ে উঠেছিলো।

· স্কয়ারের কাছাকাছি তাদের বোটটা চলে এলে ল্যাংডন দেখতে পেলো পুরো জায়গাটি লোকে লোকারণ্য। এক সময় সেন্ট মার্কস স্কয়ারকে নেপোলিওন বোনাপার্ট উল্লেখ করেছিলেন 'ইউরোপের ড্রইংরুম' হিসেবে। এটাকে 'রুম' হিসেবে দেখলে বলতেই হয়, অসংখ্য অতিথির সংস্থান করা যাবে এখানে। পুরো পিয়াজ্জাটি দেখে মনে হয় এটা যেনো তার মুগ্ধ দর্শকদের ভারে পানিতে ডুবে যাচ্ছে।

"হায় ঈশ্বর," লোকজনের ভীড় দেখে বিড়বিড় করে বলে উঠলো সিয়েনা।

ল্যাংডন অবশ্য বুঝতে পারলো না, জোবরিস্ট প্লেগ ছড়িয়ে দেবার জন্য এরকম জনবহুল এলাকা বেছে নেয়ার কারণে মেয়েটি অবাক হচ্ছে নাকি তার অতিরিক্ত জনসংখ্যা সমস্যাটি এইমাত্র উপলব্ধি করতে পেরেছে সে।

প্রতিবছর ভেনিসে বিপুল সংখ্যক পর্যটক আসে–এক হিসেবে দেখা গেছে সংখ্যাটি পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের এক শতাংশ–আনুমানিক প্রায় বিশ মিলিয়ন পর্যটক। এই হিসেবটি অবশ্য ২০০০ সালের। এরইমধ্যে আরো এক বিলিয়ন জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এখানকার পর্যটকের সংখ্যাও বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিন মিলিয়নে। ভেনিস যেনো এ পৃথিবীর মতোই, সীমিত স্থানে জনসংখ্যার বিপুল চাপে দিশেহারা।

কাছেই দাঁড়িয়ে আছে ফেরিস; মেইনল্যান্ডের দিকে তাকালো সে।

"আপনি ঠিক আছেন তো?" কৌতুহলী হয়ে জানতে চাইলো সিয়েনা।

চমকে তার দিকে তাকালো ফেরিস। "হ্যা, হ্যা...এই তো ভাবছিলাম।" মওরিজিওর দিকে ফিরলো এবার : "যতোটা সম্ভব সেন্ট মার্কসের কাছে পার্ক করো।"

"কোনো সমস্যা নেই!" হাত নেড়ে বললো ড্রাইভার। "দুই মিনিট!"

লিমোটা সেন্ট মার্কস স্কয়ারের একদম কাছে চলে এলো এবার, ডওজ'দের প্রাসাদটি রাজকীয় ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ডান দিকে।

ভেনিশিয় গোথিক স্থাপত্যের যথার্থ উদাহরণ এটি। ফ্রান্স আর ইংল্যান্ডের মতো কোনো মিনার কিংবা সুউচ্চ টাওয়ার নেই এই প্রাসাদের, একেবারেই আয়তক্ষেত্রের এই ভবনটি বিশাল জায়গা জুড়ে রয়েছে। ফলে এর ভেতরে ডওজ এবং তাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য অসংখ্য রুমের ব্যবস্থা করতে হিমশিম খেতে হয় নি।

সাদা রঙের লাইমস্টোনের এই ভবনটি রোদে চকচক করছে।

তাদের বোটটা ডকে ভেড়ার পর লোকজনের ভীড় দেখে ফেরিসকে চিন্তিত মনে হলো। ব্রিজের উপর হাজার হাজার পর্যটক দাঁড়িয়ে আছে, নীচের খালের দিকে ইঙ্গিত করছে তারা সবাই, যেটা ডওজ'দের প্রাসাদকে দুটো বিরাট অংশেষ বিভক্ত করেছে।

"তারা কী দেখছে?" নার্ভাস হয়ে জানতে চাইলো ফেরিস।

"ইল পন্তে দেই সস্‌পিরি," জবাব দিলো সিয়েনা। "বিখ্যাত ভেনিশিয় ব্রিজ।"

সঙ্কীর্ণ জলপথের দিকে তাকালো ল্যাংডন। চমৎকার বাঁক আর টানেলটা দেখলো সে, দুটো ভবনের মাঝখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। *The Bridge of Sighs*, ভাবলো সে। শৈশবের প্রিয় দুটো ছবিট কথা মনে পড়ে গেলো। অন্যটার নাম *A Little Romance*, ওটার কাহিনী গড়ে উঠেছে এক কিংবদন্তির উপর ভিত্তি করে : যদি কোনো প্রেমিকযুগল সূর্যাস্তের সময় এই ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে সেন্ট মার্কসের ঘণ্টাধ্বণি বাজার সময় একে অন্যেকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায় তাহলে তাদের ভালোবাসা চিরকাল অটুট থাকবে। সেই ছবির চৌদ্দ বছরের অভিনেত্রী ডিয়ানে লেইনকে দেখে ল্যাংডন ক্র্যাশ খেয়েছিলো।

অনেক বছর পর ল্যাংডন জানতে পেরেছিলো *Bridge of Sighs* নামটি আসলে আকাঙ্খার দীর্ঘশ্বাস থেকে নয়, এসেছে দুর্দশার দীর্ঘশ্বাস থেকে। যে টানেলটি ডওজদের প্রাসাদ আর জেলখানার সাথে সংযুক্ত আছে সেখান দিয়ে হেটে যাবার সময় কয়েদিদের আর্তনাদ আর মৃত্যুযন্ত্রণা শোনা যেতো।

এই জেলখানাটি ল্যাংডন ঘুরে দেখার সময় অবাক হয়েছিলো। তার ধারণা ছিলো সবচাইতে নির্মম সেলগুলো বোধহয় খালের পানির স্তরে অবস্থিত কিন্তু সে জানতে পারে ওগুলো আসলে একেবারে ছাদের উপরে–গরমের সময় নরকতুল্য গরম আর শীতকালে বরফের মতো ঠাণ্ডা ভোগ করতে হতো ওখানকার কয়েদীদের। এই সেলগুলোর নাম *পিওম্বি*। বিশ্বপ্রেমিক কাসানোভা যৌনাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে ওখানে প্রায় পনেরো মাস বন্দী ছিলো। পরে রক্ষীকে পটিয়ে-পাটিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায় সে।

"স্তা আতেন্তো!" গোন্দোলার মাঝির উদ্দেশ্যে চিৎকার বললো মওরিজিও। ডক ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ওটা। হোটেল দানিয়েলের কাছে একটি ফাঁকা জায়গা পেয়ে গেলো। জায়গাটি সেন্ট মার্কস স্কয়ার আর ডওজ'দের প্রাসাদ থেকে মাত্র একশ' গজ দূরে।

বোটটা ঠিকমতো ভেড়ানোর পর মওরিজিও সবার আগে নেমে পড়লো তারপর হাত বাড়িয়ে দিলো তার যাত্রিদের উদ্দেশ্যে।

"ধন্যবাদ," পেশীবহুল ইটালিয়ান তার হাত ধরে বোট থেকে ডকে নামতে সাহায্য করার পর বললো ল্যাংডন।

ফেরিসকে দেখে মনে হচ্ছে খুবই নার্ভাস। বার বার সাগরের দিকে তাকাচ্ছে সে।

সবার শেষে নামলো সিয়েনা। তাকে হাত ধরে নামানোর সময় হ্যান্ডসাম ড্রাইভার এমনভাবে তার দিকে তাকালো যেনো চোখের ভাষায় বলতে চাচ্ছে, এই বুড়ো হাবড়াকে ফেলে আমার সাথে চলে আসো। ভালো সময় কাটবে! কিন্তু মনে হলো না সিয়েনা সেই দৃষ্টি লক্ষ্য করেছে।

"*গ্র্যাজি,* মওরিজিও," উদাস হয়ে বললো মেয়েটি। তার চোখ ডওজ'দের প্রাসাদের দিকে।

তারপর সময় নষ্ট না করে ল্যাংডন আর ফেরিসের সাথে পা বাড়ালো জনারণ্যের দিকে।

অধ্যায় ৭০

ইতিহাসের সবচাইতে বিখ্যাত পরিব্রাজক মার্কো পোলোর নামানুসারে ভেনিসের বিমানবন্দরের নামকরন করা হয়েছে। সেন্ট মার্কস স্কয়ারের লাগুনা ভেনেতার উত্তর দিক থেকে মাত্র চার কিলোমিটার দূরে এটি অবস্থিত।

প্রাইভেট এয়ারজেটে করে ভ্রমণের কারণে এলিজাবেথ সিনস্কি দশ মিনিট আগে নতুন করে পরিকল্পনাটি সাজিয়ে নিতে পেরেছে। ইতিমধ্যেই অজ্ঞাত পরিচয়ের কলারের পাঠানো ফিউচারিস্টিক একটি হেলিকপ্টারে করে তারা যাচ্ছে এখন।

প্রভোস্ট।

সারাটা দিন কালো ভ্যানের পেছনে সঙ্কীর্ণ একটি জায়গায় পড়ে থাকার পর সমুদ্রের বাতাসে নিজের প্রাণশক্তি যেনো দ্বিগুন ফিরে পেলো সিনস্কি। নোনা বাতাস মুখে এসে লাগতে দিলো সে, সাদাচুলগুলো বেধে পেছনে ঝুটি করে রেখেছে। দুই ঘণ্টা আগে তাকে শেষবারের মতো ইনজেকশন দেয়া হয়েছিলো। এখন তার মধ্যে কোনো ঘোর ঘোর ভাবের লেশটুকু নেই। গতরাতের পর এই প্রথম নিজেকে পুরোপুরি ধাতস্ত মনে হচ্ছে।

এজেন্ট ব্রুডার তার টিমের সাথে বসে আছে। তারা কেউ কোনো কথা বলছে না। এই অদ্ভুত সাক্ষাতের ব্যাপারে তারা যদি চিন্তিত হয়ে থাকে তাহলে সেটা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক কেননা তারা জানে সিদ্ধান্ত নেবার মালিক তারা নয়।

তাদের কপ্টারটি ছুটে চললে বিরাট একটি দ্বীপ দেখতে পেলো নীচের ডান দিকে। দ্বীপের উপকূলে ইটের তৈরি কতোগুলো ভবন আর চিমনি দাঁড়িয়ে আছে। *মুরানো,* বুঝতে পারলো এলিজাবেথ। কাঁচের ফ্যাক্টরিগুলো চিনতে পারলো সে।

আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না আবার এখানে ফিরে আসতে পেরেছি, মনে মনে বললো সে। সেইসাথে সুতীব্র এক বেদনাও অনুভব করলো।

অনেক বছর আগে মেডিকেলে পড়ার সময় তার বাগদত্তাকে নিয়ে এলিজাবেথ ভেনিসে বেড়াতে এসেছিলো, তখন এইসব কাঁচের জাদুঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখেছিলো তারা দু'জন। তার বাগদত্তা একটি কাঁচ ফোলানোর পাইপ নিয়ে বলেছিলো তাদের যখন বাচ্চা হবে তখন তার ঘরে এরকম একটা ঝুলিয়ে রাখবে। কথাটা শুনে এলিজাবেথ তীব্র বেদনায় আক্রান্ত হয়েছিলো তখন, কারণ

তার প্রেমিক জানতো না সে কখনও মা হতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত এলিজাবেথ যখন কথাটা বললো তখন সবকিছু নিমেষে পাল্টে গেলো। এই ভেনিসেই আবিষ্কার করলো নিজেকে এনগেজমেন্ট রিং ছাড়া!

ঐ হৃদয়বিদারক ভ্রমণের একমাত্র সাক্ষী হয়ে আছে তার লাপিস লাজুলি নেকলেসটি। আসক্লিপিয়াসের দণ্ডটি চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতীক হিসেবে একেবারে উপযুক্ত–তিক্ত স্মৃতি লেগে থাকলেও সেই দিন থেকে এটা তার গলায় শোভা পাচ্ছে।

আমার অমূল্য নেকলেস, মনে মনে বললো সে। *যে মানুষটি চেয়েছিলো তার সন্তান ধারণ করবো আমি তার তরফ থেকে বিদায়ী উপহার।*

আজ ভেনিসকে দেখে তার মধ্যে কোনো রোমান্স জেগে উঠছে না, বরং একসময় যে ব্ল্যাক ডেথের ছোবলে এ শহরটি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে চলে গেছিলো সেই দুঃসহ স্মৃতিটাই এখন চরম বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে।

তাদের হেলিকপ্টারটি আইসোলা সান পিয়েত্রো অতিক্রম করে গেলে এলিজাবেথ বুঝতে পারলো এটা এখন নীচে নোঙর করে রাখা বিশাল আকারের ধূসর রঙের ইয়টের উপর স্থির হয়েছে।

এই ধাতব রঙের জাহাজটি দেখে তার মনে হলো আমেরিকান মিলিটারির স্টিলথ বিমানের মতো। ইয়টের পেছন দিকে বড় করে লেখা আছে এর নামটি।

মেন্দাসিয়াম?

তাদের হেলিকপ্টারটি যতো নীচে নামতে লাগলো জাহাজটির আকার যেনো ততোই বড় হতে থাকলো। এলিজাবেথ নীচে তাকিয়ে দেখতে পেলো পেছনের ডেকে একজন দাঁড়িয়ে আছে–ছোটোখাটো, তামাটে বর্ণের একজন পুরুষ। বায়নোকুলার দিয়ে তাদেরকে দেখছে। কপ্টারটি ডেকে ল্যান্ড করামাত্রই সেই মানুষটি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলো তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে।

"ডাঃ সিনস্কি, আপনাকে এখানে স্বাগতম।" রোদেপোড়া লোকটি নম্রভাবে করমর্দন করলো তার সাথে। "আপনি আসাতে আমি অনেক খুশি হয়েছি। দয়া করে আমার সঙ্গে আসুন।"

তাদের দলটি নীচের কয়েকটি ডেক দিয়ে নেমে যাবার সময় সিনস্কি একঝলক দেখতে পেলো কতোগুলো কিউবিকল, আর সেখানে লোকজন কাজে ব্যস্ত রয়েছে। অদ্ভুত একটি জাহাজ, প্রচুর লোকজন আছে কিন্তু কাউকেই রিল্যাক্স দেখাচ্ছে না–তারা সবাই কাজ করে যাচ্ছে।

কিসের কাজ করছে এরা?

একটু পরই জাহাজের বিশাল ইঞ্জিনটি চালু হলে সেটার গর্জন শুনতে পেলো সিনস্কি। টের পেলো বিশাল ইয়টটি আস্তে আস্তে চলতে শুরু করেছে।

আমরা কোথায় যাচ্ছি? অবাক হয়ে ভাবলো সে, বেশ সতর্কও হয়ে উঠলো।

"আমি ডা: সিনস্কির সাথে একান্তে কথা বলতে চাই," সৈনিকদেরকে বললো লোকটি, তারপর ডাক্তারের দিকে ফিরে বললো, "আপনার কোনো সমস্যা নেই তো?"

সায় দিলো এলিজাবেথ।

"স্যার," জোর দিয়ে বললো ব্রুডার। "ডা: সিনস্কিকে আমাদের জাহাজের ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেয়া দরকার বলে মনে করছি আমি। উনার কিছু শারিরীক সমস্যা–"

"আমি ঠিক আছি," কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললো সিনস্কি। "সত্যি বলছি। আর আপনাকে ধন্যবাদ।"

ব্রুডারের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে প্রভোস্ট একটি টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করলো। ওটাতে খাবার-দাবার আর পানীয় রয়েছে। "শক্তি সঞ্চয় করো। এটা তোমার দরকার হবে। কিছুক্ষণ পরই তোমাকে আবার উপকূলে ফিরে যেতে হবে।"

আর কোনো কথা না বলে সিনস্কিকে নিয়ে প্রভোস্ট চলে গেলো স্টেটরুমে। ঢোকামাত্রই দরজা বন্ধ করে দিলো সে।

"ড্রিঙ্ক করবেন?" বারের দিকে ইঙ্গিত করে বললো প্রভোস্ট।

মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিলো সিনস্কি। চারপাশের অদ্ভুত সব জিনিস দেখে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। *এই লোকটি কে? সে এখানে কি করে?*

থুতনী চুলকাতে চুলকাতে প্রভোস্ট তাকে দেখে যাচ্ছে এখন। "আপনি কি জানেন আমার ক্লায়েন্ট বারট্রান্ড জোবরিস্ট আপনাকে সব সময় 'সাদা-চুলের ডাইনী' বলে সম্বোধন করতো?"

"আমাকে ডাকার জন্য তার কাছে অবশ্য খুব বেশি নামও ছিলো না।"

লোকটা নির্বিকার ভঙ্গিতে বুকশেলফের কাছে গিয়ে বিরাট সাইজের একটি বই নামিয়ে আনলো। "আমি চাই আপনি এটা দেখুন।"

বিশাল বইটার দিকে তাকালো সিনস্কি। *দান্তের ইনফার্নো?* কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশন্সে জোবরিস্ট তাকে যেসব ভয়ঙ্কর ছবি দেখিয়েছিলো সে-কথা মনে পড়ে গেলো আবার।

"দু'সপ্তাহ আগে জোবরিস্ট এটা আমাকে দিয়েছিলো। এখানে কিছু কথাও লেখা আছে।"

টাইটেল পৃষ্ঠায় হাতেলেখা কিছু কথা পড়লো সিনস্কি। জোবরিস্টের স্বাক্ষর দেয়া আছে তাতে।

আমার প্রিয় বন্ধু, আমার পথ খুঁজে নিতে সাহায্য করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

এই পৃথিবীও আপনাকে ধন্যবাদ দেবে।

সিনস্কি টের পেলো তার গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেছে। "কোন্ পথ খুঁজে নিতে আপনি তাকে সাহায্য করেছেন?"

"আমার কোনো ধারণাই নেই। সত্যি বলতে, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে এটা আমি জানতামই না।"

"আর এখন?"

"এখন প্রটোকল ভেঙে বিরল একটি নজির সৃষ্টি করে আপনার সাথে আমি যোগাযোগ করেছি।"

বহুপথ পাড়ি দিয়ে এসেছে সিনস্কি, এইসব ঘোরপ্যাচ কথাবার্তায় তার কোনো আগ্রহ নেই। "স্যার, আমি জানি না আপনি কে, কিংবা এই জাহাজে আপনি কী করে বেড়ান, তবে আমাকে আপনার অনেক কিছুই ব্যাখ্যা করতে হবে। আমাকে বলুন, যে লোককে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো তাকে কেন আপনার মতো লোক আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে গেছে দিনের পর দিন।"

সিনস্কির কথায় ঝাঁঝ থাকলেও ভদ্রলোক আস্তে আস্তে জবাব দিলো : "আমি বুঝতে পারছি আপনি আর আমি অনেকদিন একে অন্যের বিরুদ্ধে কাজ করে গেছি। তবে আমি বলবো সেইসব অতীতের কথা ভুলে যান। অতীত অতীতই। আমার মনে হয় এখন সময় এসেছে সামনের দিনগুলো নিয়ে ভাবা। এবং সেটা সময় নষ্ট না করেই।"

এ কথা বলেই লাল রঙের ছোট্ট একটি ফ্ল্যাশড্রাইভ বের করে কম্পিউটারে ঢোকালো, ডাক্তারকে ইশারা করলো চেয়ারে বসার জন্য। "বারট্রান্ড জোবরিস্ট এই ভিডিওটি তৈরি করেছে। সে চেয়েছিলো আগামীকাল আমি এটা রিলিজ করে দেবো।"

সিনস্কি কিছু বলার আগেই মনিটরটি সচল হয়ে উঠলো। পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শুনতে পেলো সে। কালো পর্দায় ভেসে উঠলো একটি দৃশ্য...পানিভর্তি একটি গুহা...অনেকটা ভূ-গর্ভস্থ পুকুরের মতো। অদ্ভুত ব্যাপার হলো পানিগুলো যেনো নীচ থেকে লালচে আলোয় জ্বল জ্বল করছে।

ক্যামেরা আস্তে আস্তে পানির নীচে চলে গেলো এবার। পানির নীচে যে মেঝেটা আছে সেখানে গিয়ে থামলো সেটা। মেঝে থেকে একটু বের হয়ে আছে আয়তক্ষেত্রের ফলক, তাতে কিছু কথা, নাম আর তারিখ লেখা।

এই জায়গায়, আজকের তারিখে, এ বিশ্ব চিরতরের জন্য বদলে গেছিলো।

তারিখটি আগামীকালের। নামটা বারট্রান্ড জোবরিস্ট।

এলিজাবেথ একটুখানি কেঁপে উঠলো। "এটা কোন জায়গা?!" জানতে চাইলো সে। "জায়গাটা কোথায়?!"

এর জবাবে এই প্রথম প্রভোস্ট একটুখানি আবেগ দেখালো–গভীর হতাশার দীর্ঘশ্বাস। "ডাঃ সিনস্কি," আস্তে করে বললো সে, "আমি ভেবেছিলাম আপনি এই প্রশ্নের জবাবটি হয়তো জানবেন।"

এক মাইল দূরে, রিভা দেগলি শিয়াভোনির ওয়াটারফ্রন্ট ওয়াকওয়ে থেকে সমুদ্রের দৃশ্যটা একটুখানি বদলে গেলো। কেউ যদি ভালো করে দেখে তাহলে বুঝতে পারবে পশ্চিম দিকে ধূসর রঙের একটি ইয়টের আর্বিভাব হয়েছে। ওটা এখন সেন্ট মার্কস স্কয়ারের দিকে এগিয়ে আসছে।

মেন্দাসিয়াম, সুতীব্র ভীতির সাথেই এফএস-২০৮০ বুঝতে পারলো।

ওটার ধূসর রঙের খোলটি দেখে ভুল হবার কোনো অবকাশ নেই।

প্রভোস্ট আসছে...আর সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত।

অধ্যায় ৭১

সাপের মতো এঁকেবেঁকে ল্যাংডন, সিয়েনা আর ফেরিস রিভা দেগলি শিয়াভোনির জনস্রোতের মধ্য দিয়ে সেন্ট মার্কস স্কয়ারের দক্ষিণ দিকের সীমানায় পৌঁছে গেলো। এখান থেকে পিয়াজ্জাটি মিশে গেছে সাগরে।

এ জায়গায় পর্যটকদের ভীড় এতোটাই বেশি যে ল্যাংডনের রীতিমতো ক্লস্ট্রোফোবিয়া অনুভূত হলো। প্রবেশদ্বারের বিশাল দুটো কলামের পাশে দাঁড়িয়ে সবাই ছবি তোলার জন্য হুমরি খেয়ে পড়ছে।

এটাই এ শহরের অফিশিয়াল প্রবেশদ্বার, পরিহাসের সাথেই ভাবলো ল্যাংডন। সে ভালো করেই জানে অষ্টাদশ শতকেও এই জায়গাতে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো।

প্রবেশদ্বারের একটি কলামের উপর সেন্ট থিওদোরের উদ্ভট একটি মূর্তি রাখা আছে, গর্বসহকারে তার হাতে বধ হওয়া ড্রাগনের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। ল্যাংডনের কাছে অবশ্য ড্রাগনটাকে দেখে বড়সড় কুমির বলেই মনে হলো।

দ্বিতীয় কলামের উপর ভেনিসের বহুল পরিচিত সিম্বলটি দাঁড়িয়ে আছে–ডানাবিশিষ্ট সিংহ।
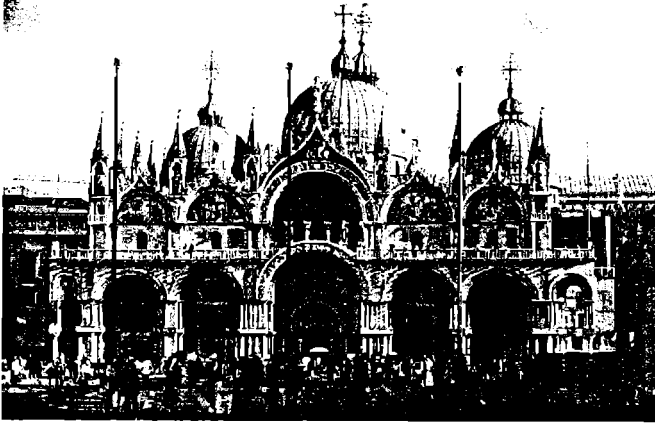
[বাতিঘর প্রকাশনীর অনুবাদ সংস্করণে দেয়া হলো, অনুবাদক মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন]

এ শহরের সর্বত্রই এই ডানাবিশিষ্ট সিংহের দেখা পাওয়া যাবে। তার এক পা গর্বিতভাবে একটি খোলা বইয়ের উপর রাখা। সেই বইতে লাতিনে লেখা

পাক্স টিবি মার্সি, ইভানজেলিস্টা মিউজ (তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, মার্ক, মাই ইভানজেলিস্ট)। কিংবদন্তী বলে সেন্ট মার্কস ভেনিসে পর্দাপন করার পর পরই এক অ্যাঞ্জেল এ কথাগুলো বলেছিলো, সেইসাথে এরকম ভবিষ্যৎবাণীও করেছিলো যে, তার মরদেহ একদিন এখানেই সমাহিত হবে। পরবর্তীতে আলেকজান্দ্রিয়ার কবর থেকে তার কঙ্কাল তুলে এনে ভেনিসের সেন্ট মার্কস ব্যাসিলিকায় সমাহিত করার কাজটাকে জায়েজ করার জন্য এই প্রশ্নবিদ্ধ কিংবদন্তীটাকে ব্যবহার করা হয়। আজকের দিনেও ডানাবিশিষ্ট সিংহ এ শহরের সিম্বল হিসেবে সুপরিচিত হয়ে আসছে। শহরের প্রতিটি মোড়েই এটা দেখা যাবে।

ডান দিকে মোড় নিয়ে কলামগুলো পেরিয়ে সেন্ট মার্কস স্কয়ারের দিকে চললো ল্যাংডন। "আমরা যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই তাহলে ব্যাসিলিকার সামনের দরজার কাছে চলে যাবে।"

স্কয়ারের ভেতরে ডওজ'দের প্রাসাদের পশ্চিম দেয়াল ধরে এগোতে লাগলো তারা। লোকজনের ভীড়ের কারণে দ্রুত হাটতে পারছে না। ভেনিসের কবুতরগুলোকে দানা খাওয়ানো নিষেধ করার আইন আছে, তা সত্ত্বেও কবুতরের ঝাঁক ঘুরে বেড়াচ্ছে সবর্ত্র। পর্যটকদের দেয়া খাবার খাচ্ছে তারা।

এই বিশাল পিয়াজ্জাটি ইউরোপের অন্যান্য পিয়াজ্জার মতো বৃত্তাকারের নয় বরং ইংরেজি L আকৃতির। ছোটো বাহুটি–*পিয়াজেত্তা* নামে পরিচিত–সাগরের সাথে সেন্ট মার্কসের ব্যাসিলিকাকে সংযুক্ত করেছে। তারপর স্কয়ারটি নব্বই ডিগ্রি বাঁক নিয়ে মিশেছে বড় বাহুর সাথে, ওটা ব্যাসিলিকা থেকে চলে গেছে মিউজিও কোরার-এর দিকে।

সামনের দিকে এগোতেই ল্যাংডন দেখতে পেলো বহু দূরে দাঁড়িয়ে আছে সেন্ট মার্কসের ঘড়ির টাওয়ার, ওটার নীল রঙের কাঁচের ডায়ালটি জ্বল জ্বল করছে–এই ঘড়িটিই জেমস বন্ড সিরিজের *মুনরেকার* সিনেমায় দেখানো হয়েছিলো–ভিলেনকে ওখান থেকে ফেলে দেয় নায়ক।

এর আগে ল্যাংডন এখানে বেশ কয়েকবার এলেও আজই ধরতে পারলো এ শহরের সবচাইতে অনন্য বৈশিষ্টটি, আর এটাই অন্য যেকোনো শহর থেকে ভেনিসকে আলাদা করে রেখেছে।

শব্দ।

বলতে গেলে কোনো ধরনের মোটরগাড়ি নেই এখানে, ভেনিস নগর সভ্যতার ট্রাফিক, সাইরেন, হর্ন আর সাবওয়ের কোলাহল থেকে পুরোপুরি মুক্ত। শুধুমাত্র মানুষের শব্দ, কবুতরের ডাক আর ক্যাফে'তে বেজে চলা বেহালার সুর কানে আসছে। পৃথিবীর আর কোনো শহরে এরকম শব্দ শুনতে পাওয়া যাবে না।

বিকেলের সূর্য উঁকি মারছে সেন্ট মার্কসের পশ্চিমাকাশে, দীর্ঘ ছায়া ফেলেছে টাইল্‌সের স্কয়ারে। ক্যাম্পানিলির মিনারের দিকে তাকালো ল্যাংডন, স্কয়ারের উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সেটা। ভেনেশিয়ান আকাশে রাজত্ব করছে যেনো। টাওয়ারের উপরের দিকে বেলকনিতে কমপক্ষে একশ' লোকের ভীড়। ওখানে ওঠার কথা ভাবলেই ল্যাংডনের কাঁপুনি শুরু হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে নীচের দিকে হাজার হাজার মানুষের ভীড়ের দিকে তাকালো।

সিয়েনা খুব সহজেই ল্যাংডনেরে সাথে তাল মিলিয়ে হাটতে পারছে কিন্তু ফেরিস অনেকটা পিছিয়ে পড়ার কারণে সেও তার হাটার গতি কমিয়ে বার বার পেছন ফিরে দেখে নিচ্ছে ভদ্রলোককে। তার মধ্যে অধৈর্য ভাব ফুটে উঠলো। ফেরিস নিজের বুকের দিকে ইঙ্গিত করে বোঝালো তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। তাকে ইশারা করলো তার জন্য পিছিয়ে না পড়ে ল্যাংডনের সাথে সাথে চলতে।

সিয়েনা সেটাই করলো। দ্রুত চলে গেলো ল্যাংডনের কাছাকাছি। লোকজনের ভীড় ঠেলে সামনে এগোবার সময় তার মনে হলো ফেরিস ইচ্ছে করেই পিছিয়ে পড়তে চাইছে...যেনো তাদের দু'জনের থেকে একটু দুরত্ব তৈরি করতে চাইছে সে।

অনেক আগেই সে তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়কে বিশ্বাস করতে শিখেছে, আজও তাই করলো। আস্তে করে ছায়া ঢাকা একটি অ্যালকোভে লুকিয়ে সেখানে থেকে লোকজনের ভীড়ের মধ্যে ফেরিসকে দেখলো।

কোথায় গেলো লোকটা?!

মনে হচ্ছে সে তাদের পেছন পেছন আসে নি। লোকজনের ভীড়ের মধ্যে তাকে খুঁজতে লাগলো সিয়েনা। অবশেষে ফেরিসকে দেখতে পেলেও অবাক হলো। এক জায়গায় থেমে একটু নীচু হয়ে ফোনে কী যেনো টাইপ করে যাচ্ছে!

সে বলেছিলো তার ফোনের ব্যাটারির চার্জ শেষ হয়ে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে অজানা এক আতঙ্ক গ্রাস করলো তাকে।

এই লোক আমার সাথে মিথ্যে বলেছিলো ট্রেনে।

তাকে দেখে সিয়েনার মনে হতে লাগলো : সে করছেটা কি? লুকিয়ে লুকিয়ে কাউকে মেসেজ পাঠাচ্ছে? তার অগোচরে সার্চ করছে? ল্যাংডন আর সিয়েনার আগে জোবরিস্টের কবিতার রহস্যের সমাধান করার চেষ্টা করছে?

এ ব্যাপারে তার যুক্তি যাইহোক না কেন, তার সাথে সে মিথ্যে বলেছে।

আমি তাকে বিশ্বাস করতে পারছি না।

সিয়েনার ইচ্ছে হলো লোকটার কাছে ছুটে গিয়ে তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলতে কিন্তু দ্রুত সে ইচ্ছেটা বাদ দিয়ে লোকজনের ভীড়ের সাথে আবার মিশে গেলো যাতে ফেরিস তাকে দেখে না ফেলে। ব্যাসিলিকার দিকে সে এগোতে

লাগলো ল্যাংডনের খোঁজে। *তাকে সতর্ক করে দেয়া দরকার ফেরিসের কাছে যেনো কোনো কিছু না বলে।*

ব্যাসিলিকা থেকে যখন মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে তখনই টের পেলো পেছন থেকে কেউ তার কাঁধে হাত রেখেছে।

ঘুরতেই ফেরিসের মুখোমুখি হলো সে।

লোকটা দম ফুরিয়ে হাফাচ্ছে। লোকজনের ভীড়ের মধ্য দিয়ে নিশ্চয় তাকে দৌড়ে চলে আসতে হয়েছে সিয়েনার পেছন পেছন। লোকটার মধ্যে যে একধরণের উন্মাদগ্রস্ততা আছে সেটা প্রথমবারের মতো দেখতে পেলো সিয়েনা।

"সরি," কোনোমতে বললো। নিঃশ্বাস নিতে বেগ পাচ্ছে। "আমি লোকজনের ভীড়ে হারিয়ে গেছিলাম।"

তার চোখের দিকে তাকিয়েই সিয়েনা বুঝে গেলো।

সে কিছু লুকাচ্ছে।

সেন্ট মার্কসের ব্যাসিলিকায় পৌছে পেছন ফিরে তার দু'জন সঙ্গিকে দেখতে না পেয়ে অবাক হলো ল্যাংডন। আরো অবাক হলো চার্চে ঢোকার যে লাইনটা আছে সেখানে কোনো পর্যটক দেখতে না পেয়ে। তারপরই বুঝতে পারলো এখন প্রায় বিকেল, বেশিরভাগ পর্যটকই খিদের কাছে পরাস্ত হয়ে ঐতিহাসিক দৃশ্য দেখা বাদ দিয়ে খাবারের সন্ধানে নেমে পড়েছে।

ল্যাংডন জানে সিয়েনা আর ফেরিস যেকোনো সময়ই এসে পড়বে তাই এইফাঁকে তার সামনে থাকা ব্যাসিলিকার প্রবেশদ্বারের দিকে তাকালো। ভবনটির নীচের ফ্যাকেইডে পাঁচটি খিলানসদৃশ্য প্রবেশদ্বার আছে দর্শনার্থীদের প্রবেশের সুযোগ করে দেবার জন্য। দু'পাশের দুটি করে চারটি প্রবেশদ্বার একই আকারের তবে মাঝখানেরটি সামান্য বড়।

ইউরোপে যেসব বাইজেন্টাইন স্থাপত্য টিকে আছে তার মধ্যে সেন্ট মার্কস সবচেয়ে প্রসিদ্ধ, তবে নটরডেম আর শারত্রে'র মতো নয় এটি। বরং সেন্ট মার্কসকে দেখে অনেক বেশি মর্ত্যের বলে মনে হয়। চওড়ার চেয়ে এটি লম্বায় বেশি বড়, চার্চটির শীর্ষে রয়েছে পাঁচটি সাদা গম্বুজ, দেখে মনে হতে পারে ওয়েডিং কেকের মতো।

মাঝখানের গম্বুজের উপরে সেন্ট মার্কের একটি মূর্তি আছে, নিজের নামে যে স্কয়ারটি আছে সেদিকে চেয়ে আছে সেটা। তার পা দুটো রাখা আছে খিলানের ঠিক শীর্ষবিন্দুর উপর। সেই খিলানের মধ্যে আছে সোনালি রঙের ডানাবিশিষ্ট সিংহ। তার পেছনে ব্যাকড্রপ হিসেবে আছে নীল রঙের উপর কতোগুলো সোনালি তারা। এর ঠিক নীচে স্থান পেয়েছে সেন্ট মার্কসের সবচেয়ে বিখ্যাত সম্পদটি–তামার তৈরি চারটি বিশাল আকারের ঘোড়া–এ মুহূর্তে সূর্যের আলোয় চকচক করছে সেগুলো।

সেন্ট মার্কসের ঘোড়া।

এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেনো এক্ষুণি লাফ দিয়ে নেমে পড়বে নীচের স্কয়ারে। ভেনিসের আরো অনেক সম্পদের মতো এই চারটি অমূল্য ঘোড়া ক্রুসেডের সময় কন্সট্যান্টিনোপল থেকে লুট করে আনা হয়েছিলো। এরকমই আরেকটি লুট করা শিল্পকর্ম স্থান পেয়েছে ঘোড়াগুলোর নীচে, চার্চের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে–*দ্য তেত্রাকস* নামের একটি মূর্তি, ত্রয়োদশ শতকে লুট করে নিয়ে আসার সময় ওটার একটি পা ভেঙে যায়। অলৌকিকভাবে ১৯৬০ সালে ঐ হারানো পা'টি খুঁজে পাওয়া যায় ইস্তাম্বুলে। ভেনিসের কর্তৃপক্ষ পা'টি ফেরত চেয়ে আবেদন করলেও তুর্কিরা সহজ ভাষায় এর জবাব দিয়েছিলো : *তোমরা আমাদের মূর্তি চুরি করেছো–আমরা আমাদের পা রেখে দিচ্ছি।*

"মিস্টার, আপনি কিনবেন?" এক নারীকণ্ঠ শুনে ল্যাংডন নীচের দিকে তাকালো।

ভারিক্কি শরীরের এক জিপসি মহিলা লম্বা একটি লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে, সেই লাঠিতে অনেকগুলো ভেনিশিয় মুখোশ। বেশিরভাগই *ভলতো ইনতেরো* স্টাইলের–সাদা মুখায়বের মুখোশ, যা কিনা ভেনিসের কার্নিভালির সময় মেয়েরা পরে থাকে। মহিলার কাছে কিছু অর্ধেক মুখের কলম্বিয়ান মুখোশও রয়েছে। অবশ্য এতোগুলো মুখোশের মধ্যে ল্যাংডনের নজর গেলো একেবারে উপরে থাকা পাখির ঠোঁটসদৃশ্য মুখোশটির দিকে, দুষ্টু চোখে ঠিক যেনো চেয়ে আছে তার দিকে।

প্লেগের ডাক্তার। সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে নিলো সে। এই ভেনিসে কি খুঁজতে এসেছে সেটা বার বার তাকে স্মরণ করিয়ে দেবার দরকার নেই।

"কিনবেন?" জিপসি আবারো বললো তার উদ্দেশ্যে।

কোনোরকম হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিলো ল্যাংডন। "*সোনো মলতো বেল্লে, মা নো, গ্র্যাজি।*"

মহিলা চলে যাবার সময় লাঠির উপরে থাকা মুখোশটি লোকজনের ভীড়ের মধ্যে থেকে মাথা উঁচু করে দেখছে যেনো। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দ্বিতীয় তলার বেলকনিতে রাখা তামার ঘোড়াগুলোর দিকে তাকালো আবার।

চট করে তার মাথায় একটা জিনিস খেলে গেলো।

অনেকগুলো বিষয় ঘুরপাক খেতে লাগলো ল্যাংডনের মাথায়–সেন্ট মার্কসের ঘোড়া, ভেনিশিয়ান মুখোশ আর কন্সট্যান্টিনোপল থেকে লুট করা সম্পদ।

"হায় ঈশ্বর," বিড়বিড় করে বললো সে। "এটাই তো!"

অধ্যায় ৭২

রবার্ট ল্যাংডন বরফের মতো জমে গেলো।

সেন্ট মার্কসের ঘোড়া!

এই চারটি মুনোমুগ্ধকর ঘোড়া–তাদের অভিজাত গ্রীবা আর শক্তিশালী পেশী–ল্যাংডনের মধ্যে অপ্রত্যাশিত এক স্মৃতির স্ফুলিঙ্গ উস্‌কে দিলো, সে এখন বুঝতে পারছে এটা দান্তের মুখোশের পেছনে যে জটিল আর রহস্যময় কবিতাটি রয়েছে তার ব্যাখ্যা দিতে পারবে।

অনেকদিন আগে, কেন্টাকির ডার্বি বিজয়ী ড্যান্সারের শহর নিউ হ্যাম্পশায়ারের ঐতিহাসিক রুনিমিড ফার্মে এক সেলিব্রেটির বিয়ের আসরে গিয়েছিলো ল্যাংডন। বিনোদনের বিপুল আয়োজনের অংশ হিসেবে অতিথিদেরকে প্রসিদ্ধ ইকুইন থিয়েট্রিক্যাল ট্রুপ 'মুখোশের আড়ালে' নামে একটি পারফর্ম করে দেখায়–ঘোড়সওয়াররা ভেনিসের ভলতো ইনার্তো মুখোশ পরে ঘোড়ার নৃত্য পরিবেশন করে। ঐ ট্রুপে ফ্রিসিয়ান ঘোড়াগুলোর মতো বিশাল আকৃতির ঘোড়া ল্যাংডন জীবনেও দেখে নি। যেমন আকারে বিশাল তেমনি পেশীতে সমৃদ্ধ ঘোড়াগুলো মাঠে দাপিয়ে বেড়াতে শুরু করলে তাদের পদভারে মাটিও কেঁপে উঠেছিলো।

ঘোড়াগুলোর সৌন্দর্য ল্যাংডনকে এতোটাই মুগ্ধ করেছিলো যে বাড়ি ফিরে এসে নেটে সার্চ দিয়ে তাদের সম্পর্কে রীতিমতো রিসার্চ করতে শুরু করে দেয়। সে জানতে পারে মধ্যযুগে এই প্রজাতির ঘোড়াগুলো রাজ-রাজাদের যুদ্ধের অশ্বারোহী বাহিনীতে ব্যবহৃত হতো। একটা সময় প্রজাতিটি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেলে সাম্প্রতিক সময়ে সেগুলো প্রজনন করে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। আগে নাম ছিলো *ইকাস রোবাস্তাস*, তবে আধুনিক সময়ে এর নাম করা হয়েছে তাদের আদিবাসভূমি হল্যান্ডের একটি অঞ্চল ফ্রিসল্যান্ডের নামানুসারে ফ্রিসিয়ান। এই অঞ্চলটি আবার প্রখ্যাত ডাচ গ্রাফিক আর্টিস্ট এম.সি এস্‌চারেরও জন্মভূমি।

ল্যাংডন আরো জানতে পারে এইসব পেশীবহুল ফ্রিসিয়ান ঘোড়াই সেন্ট মার্কসের ঘোড়াগুলো সৃষ্টি ও নান্দনিকতায় অনুপ্রাণিত করেছিলো। একটি ওয়েবসাইটের মতে সেন্ট মার্কসের ঘোড়াগুলো এতোটাই সুন্দর যে তারা হয়ে উঠেছে 'ইতিহাসের সবচাইতে বেশি চুরি করা শিল্পকর্ম।'

ল্যাংডন অ্যাসোসিয়েশন ফর রিসার্চ ইনটু ক্রাইমস অ্যাগেইনস্ট আর্ট, সংক্ষেপে ARCA নামের সংগঠনের সাথে যোগাযোগ করে এ ব্যাপারে

বিস্তারিত কিছু জানতে না পারলেও এটুকু অন্তত জেনেছে এই ভাস্কর্যটি সৃষ্টির পর থেকেই লুট আর চুরির শিকার হয়েছে অনেকবার।

চিওস নামের এক দ্বীপের অজ্ঞাত এক গ্রিক ভাস্কর এই তামার ভাস্কর্যটি সৃষ্টি করে চতুর্থ শতকে। দ্বিতীয় থিওদোসিয়াস কন্সট্যান্টিনোপলের হিপ্পোড্রোমে এটা নিয়ে আসার আগ পর্যন্ত ঐ দ্বীপেই ভাস্কর্যটি রাখা হয়েছিলো। তারপর ১২৫৪ সালে চতুর্থ ক্রুসেডের সময় যখন ভেনিশিয় বাহিনী কন্সট্যান্টিনোপল ধ্বংস করে তখন ক্ষমতাসীন ডওজ চারটি ঘোড়াকে জাহাজে করে ভেনিসে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন, কিন্তু ভাস্কর্যটির বিশাল আকার আর ওজনের কারণে জাহাজে করে পরিবহন করা সম্ভব ছিলো না। তাই গলা থেকে কেটে প্রতিটি ঘোড়া দুই খণ্ডে বিভক্ত করে জাহাজে পরিবহণ করা হয়েছিলো। ভেনিসে নিয়ে আসার পর ওগুলোর ঠাঁই হয় সেন্ট মার্কসের ব্যাসিলিকায়।

এরপর প্রায় পাঁচ শ' বছর পর ১৭৯৭ সালে নেপোলিওন ভেনিস জয় করলে ঘোড়াগুলো প্যারিসের আর্ক দ্য ত্রায়াম্ফ-এ নিয়ে আসেন। ১৮১৫ সালে নেপোলিওন ওয়াটারলু যুদ্ধে হেলে গেলে নির্বাসিত হন। এরপর ঘোড়াগুলোকে প্যারিস থেকে আবার ভেনিসে এনে সেন্ট মার্কসের ব্যাসিলিকার বেলকনিতে স্থাপন করা হয়।

বর্তমানে ঘোড়াগুলোর গলায় যে নক্সা করা কলারগুলো দেখা যায় সেগুলো আসলে কাটা অংশের জোড়াগুলো ঢাকার জন্য লাগানো হয়েছে–এই চমকে যাবার মতো তথ্যটি ল্যাংডন জানতে পেরেছিলো ARCA সাইট থেকে।

সেন্ট মার্কসের ঘোড়াগুলোর গলা কেটে ফেলার আদেশ দিয়েছিলেন সেই ডওজ?

"রবার্ট?!" সিয়েনা ডেকে উঠলো।

সম্বিত ফিরে পেয়ে ল্যাংডন দেখতে পেলো সিয়েনা আর ফেরিস লোকজনের ভীড় ঠেলে তার কাছে এগিয়ে আসছে।

"কবিতার ঘোড়াগুলো!" উত্তেজিত কণ্ঠে চিৎকার করে বললো ল্যাংডন। "আমি ওটা বের করতে পেরেছি!"

"কি?" সিয়েনাকে একটু হতবুদ্ধি দেখালো।

"আমরা একজন বিশ্বাসঘাতক ডওজ'কে খুঁজছি যে ঘোড়াগুলোর মাথা কেটেছিলো!"

"হ্যা?"

"কবিতায় আসলে জীবন্ত ঘোড়ার কথা বলে নি।" সেন্ট মার্কসের বেলকনিতে থাকা চারটা ঘোড়ার দিকে আঙুল তুলে দেখালো ল্যাংডন। "কবিতায় আসলে ঐ ঘোড়াগুলোর কথা বলা হয়েছে!"

অধ্যায় ৭৩

মেন্দাসিয়াম-এ প্রভোস্টের স্টাডিতে বসে আছে ডা: এলিজাবেথ সিনস্কি, তার হাত রীতিমতো কাঁপছে। ভিডিওটা দেখছে এখনও। জীবনে অনেক ভীতিকর জিনিস দেখেছে সে কিন্তু আত্মহত্যা করার আগে জোবরিস্ট যে দুর্বোধ্য 'মুভি'টা বানিয়ে গেছে সেটা দেখে মৃত্যুর হিম-শীতলতা গ্রাস করলো তাকে।

পর্দায় এখনও পাখির *ঠোঁটসদৃশ্য* মুখোশ পরা লোকটি কথা বলে যাচ্ছে। আবছায়া অবয়বটি গর্বসহকারে নিজের মাস্টারপিসের বর্ণনা দিচ্ছে–*ইনফার্নো* নামের সৃষ্টিকর্ম–এটা বিরাট সংখ্যক জনসংখ্যা নির্মূল করার মাধ্যমে পৃথিবীকে রক্ষা করবে।

ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন, মনে মনে বললো সিনস্কি। "আমাদেরকে..." কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললো সে। "আমাদেরকে এই আন্ডারগ্রাউন্ড লোকেশনটি খুঁজে বের করতে হবে। হয়তো এখনও খুব বেশি দেরি হয়ে যায় নি।"

"দেখতে থাকুন," জবাবে বললো প্রভোস্ট। "এটা আরো বেশি অদ্ভুত লাগবে।"

হঠাৎ করেই মুখোশটির ছায়া দেয়ালে আরো বড় হতে হতে একজন মানুষের অবয়বে পরিণত হলো।

হলিশিট।

সিনস্কি দেখতে পাচ্ছে প্লেগ ডাক্তারের পোশাক পরা একজনকে–কালো আলখেল্লা আর পাখির *ঠোঁটের* মতো নাক। ক্যামেরার সামনে হেটে এলো প্লেগ ডাক্তার। তার মুখোশটি পুরো পর্দা দখল করে ফেললো এবার। একেবারে ভীতিকর দৃশ্য।

" 'নরকের সবচাইতে অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গাটি তাদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে যারা ভালো আর মন্দের সংঘাতের সময় নিজেদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখে।' "

সিনস্কি টের পেলো তার ঘাড়ের পশম দাঁড়িয়ে গেছে। এক বছর আগে নিউইয়র্কের এয়ারপোর্ট কাউন্টারে জোবরিস্ট ঠিক এই কোটেশনটিই মেসেজ আকারে দিয়েছিলো তাকে।

"আমি জানি," প্লেগ ডাক্তার বলতে লাগলো, "আমাকে দানব বলার মতো কিছু লোক আছে।" একটু থামলো সে, সিনস্কি বুঝতে পারলো কথাটা তাকে উদ্দেশ্য করেই বলা। "আমি এও জানি এমনও লোক আছে যারা মনে করে আমি হৃদয়হীন এক পশু, যে মুখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকে।" আবারো থামলো সে। ক্যামেরার আরো কাছে এগিয়ে এলো। "কিন্তু না আমি মুখ দেখাতে ভয় পাই, না আমি হৃদয়হীন।"

এ কথা বলার সাথে সাথে জোবরিস্ট তার মুখোশ খুলে মাথার হুডটা নামিয়ে ফেললো–তার মুখে কোনো অভিব্যক্তি নেই। সিনস্কি দেখতে পেলো অন্ধকারে তার সবুজ চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে। ঠিক সেদিনের মতোই তীব্র আকাঙ্খা আর আগুন জ্বলছে যেনো। কিন্তু এ মুহূর্তে সেই চোখে আরো কিছু আছে–উন্মাদের বন্য উন্মাদনা।

"আমার নাম বারট্রান্ড জোবরিস্ট," ক্যামেরার দিকে চেয়ে বললো সে। "এ হলো আমার মুখ। পৃথিবীর কাছে উন্মুক্ত করে দিলাম যেনো সবাই আমাকে দেখতে পায়। আমি যদি আমার জ্বলন্ত হৃদয়কে তুলে ধরি, যেমনটি করেছিলেন প্রভু দান্তে তার ভালোবাসার বিয়েত্রিচের জন্য, তাহলে দেখতে পাবে আমিও ছিলাম ভালোবাসায় সিক্ত এক হৃদয়। এটা গভীরতম ভালোবাসা। তোমাদের সবার জন্য। তারচেয়ে বড় সত্য, তোমাদের একজনের জন্য।"

আরো একটু কাছে এসে অপলক চোখে ক্যামেরার দিকে চেয়ে রইলো জোবরিস্ট, কথা বললো বেশ নরম সুরে, যেনো তার প্রেমিকার সাথে কথা বলছে।

"আমার ভালোবাসা," ফিসফিসিয়ে বললো সে। "আমার অমূল্য ভালোবাসা। তুমি আমার পরমসুখ। আমার সমস্ত দূর্বল নৈতিকতার বিনাশকারী, আমার সমস্ত সদ্বগুনের বাহক, আমার মোক্ষ। তুমি এমন একজন যে আমার পাশে নগ্ন হয়ে শুয়ে থেকেছো, কোনো চিন্তাভাবনা না করেই আমাকে অন্ধকার গহ্বর থেকে বের করে আনতে সাহায্য করেছো, এখন আমি যা করেছি তা করার শক্তি দিয়েছো আমায়।"

ভীতির সাথেই দেখতে লাগলো সিনস্কি।

"আমার ভালোবাসা," জোবরিস্ট বিষন্নভাবে ফিসফিসিয়ে বলতে শুরু করলে তার কথাগুলো ভুতুরে গুহায় প্রতিধ্বনিত হলো। "তুমি আমার প্রেরণা, আমার পথপ্রদর্শক, আমার ভার্জিল এবং আমার বিয়েত্রিচ, একের ভেতরে সব। এই মাস্টারপিসটি যেমন আমার তেমনি তোমারও। তুমি আর আমি বিচ্ছেদি প্রেমিক যুগলের মতো মিলিত হবো না কখনও, আমি আমার শান্তি খুঁজে নেবো এটা জেনে যে, তোমার সুকোমল হাতে আমি ভবিষ্যৎ রেখে যাচ্ছি। মাটির নীচে আমার কাজটা আমি শেষ করেছি, এখন সময় হয়েছে আবারো পৃথিবীর পৃষ্ঠে উঠে আসার...আবারো দু'চোখ ভরে দেখবো আকাশের তারা।'

জোবরিস্ট কথা থামাতেই 'তারা' শব্দটি গুহার ভেতরে প্রতিধ্বনি তুললো। তারপর বেশ শান্তভাবে সে ক্যামেরার দিকে হাত বাড়ালে ট্রান্সমিশন শেষ হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে।

"আন্ডারগ্রাউন্ড লোকেশনটি," মনিটর থেকে চোখ সরিয়ে প্রভোস্ট বললো, "আমরা চিনতে পারছি না। আপনি কি চিনতে পেরেছেন?"

মাথা ঝাঁকালো সিনস্কি। *এরকম জিনিস আমি জীবনে কোনোদিন দেখি নি।* রবার্ট ল্যাংডনের কথা মনে করলো সে। ভাবলো, সে কি জোবরিস্টের ক্লু ধরে কোনো কিছু মর্মোদ্ধার করতে পেরেছে কিনা।

"হয়তো আপনার সাহায্যে আসতে পারে, সেজন্যে বলছি," প্রভোস্ট বললো, "আমার মনে হয় আমি জোবরিস্টের প্রেমিকাকে চিনি।" থামলো সে। "তার কোড-নেম হলো এফএস-২০৮০।"

উঠে দাঁড়ালো সিনস্কি। " এফএস-২০৮০!" হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলো প্রভোস্টের দিকে।

প্রভোস্টও সমানভাবে চমকে গেছে ডাক্তারের আচরণে। "আপনি কি তাকে চেনেন?"

অবিশ্বাসে মাথা নেড়ে সায় দিলো সিনস্কি। "একভাবে তো চিনিই।"

সিনস্কির হৃদস্পন্দন বেড়ে গেলো। *এফএস-২০৮০।* এই ব্যক্তির পরিচয় না জানলেও সে জানে এই কোড-নেমের মানে কি। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা অনেক বছর ধরেই এই এই নামের ব্যক্তিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

"ট্রান্সহিউম্যানিস্ট আন্দোলন," বললো সে। "এ ব্যাপারে আপনার কোনো ধারণা আছে?"

মাথা ঝাঁকালো প্রভোস্ট।

"সহজ কথায় বললে," সিনস্কি বোঝাতে শুরু করলো, "ট্রান্সহিউম্যানিজম একটি দর্শন, যার মূল বক্তব্য হলো মানুষের উচিত সব ধরণের প্রযুক্তি আর টেকনোলজি ব্যবহার করে নিজের প্রজাতিকে আরো বেশি উন্নত আর শক্তিশালী করা। যোগ্যতরের টিকে থাকার জন্য।"

প্রভোস্ট কিছু বুঝতে না পেরে কাঁধ তুললো।

"সাধারণভাবে বলতে গেলে," বলতে লাগলো ডাক্তার "ট্রান্সহিউম্যানিস্ট আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে বিশেষ এক ধরণের ব্যক্তিবর্গ–বিজ্ঞানী, ভবিষ্যদ্রষ্টা আর দুরদর্শী ব্যক্তিরা–তবে অন্যসব আন্দোলনের মতোই এখানেও ক্ষুদ্র একটি মিলিট্যান্ট গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে যারা বিশ্বাস করে আন্দোলনটি খুব একটা দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে না। তারা সবাই মহাবিপর্যয়ের চিন্তাবিদ, বিশ্বাস করে খুব জলদিই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে তাই মানবজাতিকে রক্ষা করার জন্য কাউকে না কাউকে কঠিন একটি পদক্ষেপ নিতে হবে।"

"আমার অনুমাণ," বললো প্রভোস্ট, "বারট্রান্ড জোবরিস্ট তাদেরই একজন ছিলো?"

"অবশ্যই," বললো সিনস্কি। "এই আন্দোলনের একজন নেতা। তার উপর অসম্ভব মেধাবী একজন ব্যক্তি ছিলো সে, একজন ক্যারিশমেটিক বক্তা হওয়ার

ফলে তার লেখা প্রবন্ধগুলো ট্রান্সহিউম্যানিস্ট আন্দোলনকারীদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বর্তমানে তার অনেক উগ্রশিষ্য এরকম কোড-নেম ব্যবহার করে, সবগুলোই একই ধরণের–দুটো অক্ষর আর চারটা সংখ্যার সমন্বয়ে গঠিত–উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে ডিজি-২০৬৪, বিএ-২১০৫, কিংবা আপনি যেটা একটু আগে বললেন।"

"এফএস-২০৮০।"

সায় দিলো সিনস্কি। "এটা অবশ্যই ট্রান্সহিউম্যানিস্টদের একটি কোড।"

"এইসব সংখ্যা আর অক্ষরগুলোর কি কোনো মানে আছে?"

কম্পিউটারের দিকে ফিরলো সিনস্কি। "আপনি ব্রাউজ করুন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।"

কিছু বুঝতে না পারলেও প্রভোস্ট কম্পিউটারের কাছে গিয়ে সার্চ ইঞ্জিন চালু করলো।

" এফএস-২০৩০ সার্চ করুণ," বললো সিনস্কি। তার পেছনে এসে দাঁড়ালো সে।

প্রভোস্ট টাইপ করার পর হাজার হাজার ওয়েবপেজ আবির্ভূত হলো।

"যেকোনো একটায় ক্লিক করুন," বললো সিনস্কি।

উপরের একটা 'হিট-'এ ক্লিক করলো প্রভোস্ট, সঙ্গে সঙ্গে উইকিপিডিয়ার একটি পেজে চলে গেলো, দেখা গেলো হ্যান্ডসাম এক ইরানী ভদ্রলোকের ছবি–*ফেরেদৌন এম. এসফান্দিয়ারি*–তার সম্পর্কে বলা আছে তিনি একজন লেখক, দার্শনিক, ভবিষৎদ্রষ্টা এবং ট্রান্সহিউম্যানিস্ট আন্দোলনের প্রবাদপুরুষ। ১৯৩০ সালে জন্ম নেয়া এই ব্যক্তিকে বলা হয়ে থাকে ট্রান্সহিউম্যানিস্ট দর্শনের প্রবক্তা হিসেবে। তিনিই এই মতবাদটিকে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই ভদ্রলোক বৈজ্ঞানিকভাবে কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থা, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং গ্লোবালাইজেশন সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন।

উইকিপিডিয়া মতে এসফান্দিয়ারির সবচাইতে সাহসী দাবি ছিলো টেকনোলজি তাকে একশ' পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। তার আমলে এটা খুবই বিরল ব্যাপার ছিলো। ভবিষ্যৎ টেকনোলজির প্রতি তার আস্থার নিদর্শন হিসেবে নিজের নাম বদলে রাখেন এফএস-২০৩০। এই কোড-নেমটি সে গঠন করেছিলো নিজের নামের দুটো আদ্যক্ষর আর যে সময় তার বয়স একশ' হবে সেই সালটি মিলিয়ে। দুঃখের বিষয় হলো ক্ষুদ্রান্তের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে সত্তুর বছর বয়সে তিনি মারা যান। একশ' বছর বাঁচার সাধ পূর্ণ না হলেও ট্রান্সহিউম্যানিস্ট অনুসারীরা তার স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে তার টেকনিক ব্যবহার করে নিজেদের কোড-নেম রেখে থাকে।

লেখাটা পড়ে উঠে দাঁড়ালো প্রভোস্ট, জানালার সামনে দিয়ে উদাস হয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত চেয়ে থাকলো বাইরের সমুদ্রের দিকে।

"তাহলে," অবশেষে বিড়বিড় করে বললো সে। "বারট্রান্ড জোবরিস্টের প্রেমিকা—এই এফএস-২০৮০—অবশ্যই একজন *ট্রান্সহিউম্যানিস্ট।*"

"এতে কোনো সন্দেহ নেই," জবাবে বললো সিনস্কি। "তবে আমি দুঃখিত, আমি আসলেই জানি না কে এই এফএস-২০৮০, তবে—"

"এটা আমি জানি," সমুদ্রের দিকে চেয়েই বললো প্রভোস্ট। "সে আসলে কে আমি তা জানি।"

অধ্যায় ৭৪

বাতাসেও মনে হয় স্বর্ণের আবহ।

এ জীবনে রবার্ট ল্যাংডন অসংখ্য ক্যাথেড্রাল পরিদর্শন করলেও সেন্ট মার্কসের চিয়েসা দো'রোর পরিবেশ তার কাছে সব সময়ই অনন্য বলে মনে হয়। শত শত বছর ধরে দাবি করা হতো সেন্ট মার্কসের বাতাসে নিঃশ্বাস নিলেও তুমি ধনী লোক বনে যাবে। এটা কেবলমাত্র রূপকার্থে নয় বরং আক্ষরিক অর্থেই বলা হতো।

ভেতরের সাজসজ্জায় ব্যবহৃত হয়েছে কয়েক লক্ষ প্রাচীন স্বর্ণের টাইল্‌স, তাই এখানকার বাতাসে ভেসে বেড়ানো ধূলোর মধ্যে আসলে স্বর্ণের গুঁড়ো রয়েছে। এই ভেসে বেড়ানো স্বর্ণের ধূলোর সাথে পশ্চিমের বিশাল জানালা দিয়ে আসা সূর্যের আলো মিশে এমন একটি আবহ তৈরি করে যে ধর্মপ্রাণ মানুষ আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি সত্যিকারের স্বর্ণও বুক ভরে নিতে পারে।

এ সময় নীচু হয়ে আসা সূর্যের আলো পশ্চিম জানালা দিয়ে এমনভাবে ল্যাংডনের মাথার উপর ঢুকেছে, মনে হবে বিরাট বড় আর জ্বলজ্বলে একটি ফ্যান কিংবা সিল্কের তৈরি নৌকা ভাসছে শূন্যে। ল্যাংডন সম্ভ্রমের সাথে বুক ভরে নিঃশ্বাস না নিয়ে পারলো না, সে টের পেলো সিয়েনা এবং ফেরিসও একই কাজ করছে তার পাশে দাঁড়িয়ে।

"কোন্ দিকে?" ফিসফিসিয়ে বললো সিয়েনা।

উপরের দিকে উঠে যাওয়া একটি সিঁড়ির দিকে ইঙ্গিত করলো ল্যাংডন। চার্চের জাদুঘরটি উপর তলায় অবস্থিত, সেন্ট মার্কসের ঘোড়াগুলো ওই তলার বেলকনিতেই স্থাপিত করা আছে। হারভার্ডের প্রফেসরের বিশ্বাস খুব দ্রুতই জানা যাবে সেই রহস্যময় ডওজ-এর পরিচয় যিনি ঘোড়াগুলোর মাথা কেটে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় সে দেখতে পেলো ফেরিস দম ফুরিয়ে হাপাচ্ছে, ঠিক তখনই সিয়েনার সাথে তার চোখাচোখি হয়ে গেলো আবার। ব্যাসিলিকার সামনে তাদের দেখা হবার পর থেকেই মেয়েটি চোখের ইশারায় তাকে কিছু বলার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তার অভিব্যক্তি এমনই যে ফেরিসের ব্যাপারে ইঙ্গিত করে যেনো কিছু বলার চেষ্টা করছে তবে সেটা কি ল্যাংডন ধরতে পারছে না। মেয়েটাকে পরিস্কার করে বলার জন্য যে-ই না জিজ্ঞেস করতে যাবে অমনি ফেরিস পেছন ফিরে তাকালো, সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে নিলো সিয়েনা কিন্তু একটু দেরি হয়ে গেলো। ব্যাপারটা সামলে নেবার জন্য ফেরিসের দিকে তাকালো এবার।

"আপনি ঠিক আছেন তো, ডাক্তার?" জানতে চাইলো সে।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো ফেরিস।

প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী, মনে মনে বললো ল্যাংডন, *কিন্তু মেয়েটা আসলে কী বলতে চাচ্ছে আমাকে?*

দ্বিতীয় তলায় ওঠার পর তারা দেখতে পেলো নীচে ছড়িয়ে আছে পুরো ব্যাসিলিকাটি। এই উপাসনালয়টি তৈরি করা হয়েছে গ্রিক ক্রশ আকারে, সেন্ট পিটার আর নটরডেমের তুলনায় অনেক বেশি বর্গাকৃতি।

চার্চের বেদী একটি পর্দার কলামের পেছনে অবস্থিত, ওটার উপর একটি ক্রুশবিদ্ধ ছবি আঁকা আছে। ওটার পাশেই আছে একটি রাজকীয় পানপাত্র। বেদীর পেছনে আছে একটি অমূল্যবান *পালা দোরো*-সিলভারের ব্যাকড্রপ। এটাকে বলা হয় 'গোল্ডেন ক্লথ।' বাইজেন্টাইন আমলের এই জিনিসটি এখানে একমাত্র গোথিক ফ্রেম। তেরোশত মুক্তা, চারশত মণি, তিনশত স্যাফায়ারের সাথে এমারেল্ড, অ্যামেথিস্ট আর রুবি দিয়ে এটি সাজানো হয়েছে। সেন্ট মার্কসের ঘোড়াগুলো সাথে সাথে এই *পালা দোরো*'কেও মনে করা হয় ভেনিসের সবচাইতে সূক্ষ্ম আর মূল্যবান সম্পদ।

স্থাপত্যকলার দিক থেকে বলতে গেলে *ব্যাসিলিকা* শব্দের মানে ইউরোপ কিংবা পশ্চিমের বুকে দাঁড়িয়ে থাকা বাইজেন্টাইন স্টাইলের চার্চ। কন্সট্যান্টিনোপলে অবস্থিত হলি অ্যাপোস্টেলের জাস্টিনিয়ানের ব্যাসিলিকার অনুকরণে নির্মিত বলে সেন্ট মার্কস পুরোপুরি প্রাচ্য ঘরানার। এমন কি অনেক গাইডবুকে বলা হয়ে থাকে এখানে ভ্রমণ করাটা তুরস্কের কোনো মসজিদে ভ্রমণ করার বিকল্প হতে পারে, কারণ ওখানকার অনেক মসজিদই বাইজেন্টাইন ক্যাথেড্রালগুলোকে রূপান্তর করে বানানো হয়েছিলো।

ল্যাংডন অবশ্য সেন্ট মার্কসকে তুরস্কের জমকালো মসজিদ হিসেবে কখনও বিবেচনা করতো না। সে জানে এখানে ডান দিকের কিছু গোপন রুমে তথাকথিত সেন্ট মার্কসের সম্পদগুলো লুকিয়ে রাখা আছে–২৮৩টি বহু মূল্যের আইকন, জুয়েল আর চ্যালিস। এসবই কন্সট্যান্টিনোপল থেকে লুট করে আনা।

এ সময়ে ব্যাসিলিকাটি অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি দেখতে পেয়ে ল্যাংডন খুশিই হলো। প্রচুর লোকজন ঘুরে বেড়ালেও নির্বিঘ্নে চলাচল করার মতো পরিবেশ বজায় আছে এখনও। সিয়েনা আর ফেরিসকে পশ্চিম দিকের জানালার কাছে নিয়ে গেলো ল্যাংডন, যেখান থেকে দর্শনার্থীরা ঘোড়াগুলো কাছ থেকে দেখার জন্য বেলকনিতে যেতে পারে। যে ডওজ-এর পরিচয় তারা জানতে চাইছে সেটা এখান থেকে পেয়ে যাবার ব্যাপারে ল্যাংডন বেশ আত্মবিশ্বাসী হলেও এরপর কী পদক্ষেপ নেবে সেটা নিয়ে ভীষণ চিন্তিত–ঐ ডওজ-এর অবস্থান খুঁজে বের করা। *তার সমাধি? কিংবা মূর্তি?* এটা করতে গেলে অন্য কারোর সাহায্য ছাড়া প্রায় অসম্ভব, কারণ এই চার্চে শত শত মূর্তি, ক্রিপ্ট আর সমাধিকক্ষ রয়েছে।

এক তরুণী ডোসেন্টকে দেখলো পর্যটকদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে, তার

কাছে গিয়ে ভদ্রভাবে কথা বললো ল্যাংডন। "ক্ষমা করবে," বললো সে। "এ মুহূর্তে কি ইত্তোরে ভিও এখানে আছে?"

"ইত্তোরে ভিও?" ল্যাংডনের দিকে অদ্ভুত চোখে তাকালো মেয়েটি। *"সি, সার্তো, মা–"* থমকে দাঁড়ালো সে, তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। *"লেই এ রাবার্ট ল্যাংডন, ভেরো?!" আপনি রবার্ট ল্যাংডন না?*

ধৈর্যসহকারে হাসলো ল্যাংডন। *"সি, সোনো, আইও।* ইত্তোরে'র সাথে কথা বলা কি সম্ভব?"

"সি, সি!" মেয়েটি তার টুর গ্রুপকে অপেক্ষা করতে বলে চলে গেলো হনহন করে।

ল্যাংডন এবং জাদুঘরের কিউরেটর ইত্তোরে ভিও এক সময় এই ব্যাসিলিকার উপর নির্মিত একটি ডকুমেন্টারি ফিল্মে অংশ নিয়েছিলো। এরপর থেকে তাদের দু'জনের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত আছে। "এই ব্যাসিলিকার উপর ইত্তোরে বই লিখেছেন," সিয়েনাকে বললো সে। "সত্যি বলতে কি, একটা না, অনেকগুলো।"

ফেরিসের উপস্থিতিতে সিয়েনাকে কেমন জানি অদ্ভুত লাগলো ল্যাংডনের। তাদের দু'জনকে পশ্চিম দিকের জানালায় নিয়ে এলো সে। এখান থেকে ঘোড়াগুলো খুব কাছ থেকে দেখা যায়। বেলকনিতে থাকা দর্শকেরা ঘোড়াগুলোর পাশাপাশি সেন্ট মার্কস স্কয়ারের প্যানোরামাও দেখে নিচ্ছে।

"এই তো তারা!" বেলকনির দিকে যেতে যেতে বললো সিয়েনা।

"ঠিক তা নয়," বললো ল্যাংডন। "বেলকনিতে আমরা যে ঘোড়াগুলো দেখতে পাচ্ছি সেগুলো আসলে রেপ্লিকা। সত্যিকারের সেন্ট মার্কসের ঘোড়াগুলো চার্চের ভেতরে নিরাপদে সংরক্ষণ করা আছে।"

ল্যাংডন তাদেরকে করিডোর দিয়ে একটি আলোকিত অ্যালকোভে নিয়ে এলো। ওখানে ঠিক একই রকম দেখতে চারটি ঘোড়া রাখা আছে।

ঘোড়াগুলোর দিকে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাকিয়ে ইশারা করলো প্রফেসর। "এগুলো হলো সত্যিকারের।"

যতোবারই ঘোড়াগুলোকে কাছ থেকে দেখে ততোবারই মুগ্ধ হয়ে যায় সে। পেশী, চামড়া আর ভঙ্গিগুলো এতো নিঁখুত যে অবিশ্বাস্য ঠেকে তার কাছে। এই চারটি অসাধারণ ভাস্কর্য টালমাটাল অতীত পেরিয়ে আজো টিকে আছে। মহান শিল্পকর্মের সংরক্ষণ কতোটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা আবারো মনে পড়ে গেলো তার।

"তাদের কলারগুলো," ঘোড়াগুলোর গলায় নক্সা করা কলার দেখিয়ে বললো সিয়েনা। "তুমি বলেছো ওগুলো পরে যোগ করা হয়েছে? কাটা দাগগুলো আড়াল করার জন্য?"

সিয়েনা আর ফেরিসের কাছে ARCA ওয়েবসাইট থেকে ঘোড়াগুলো গলা

কাটার যে ইতিহাস সে জেনেছে সেটা বিস্তারিত বলেছিলো ল্যাংডন।

"ঠিক ধরেছো," কাছে একটি তথ্য নির্দেশিকার দিকে যেতে যেতে বললো ল্যাংডন।

"রবার্তো!" তাদের পেছন থেকে আন্তরিক একটি কণ্ঠ ডাক দিলো। "তুমি আমাকে অপমান করেছো!"

ল্যাংডন ঘুরে দেখতে পেলো সাদা-চুলের প্রাণোচ্ছল ইত্তোরে ভিও নীল রঙের সুট আর গলায় চেইন পরে লোকজনের ভীড় ঠেলে এগিয়ে আসছে তার দিকে। "তোমার কতো বড় আস্পর্ধা, আমার শহরে এসেছো আমাকে না জানিয়ে! একটা ফোনও করো নি!"

মুচকি হেসে ভদ্রলোকের সাথে করমর্দন করলো ল্যাংডন। "আমি আসলে তোমাকে সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম, ইত্তোরে। তোমাকে দেখে কিন্তু দারুণ লাগছে। এরা আমার বন্ধু ডাক্তার ব্রুকস এবং ডাক্তার ফেরিস।"

তাদের দু'জনের সাথে করমর্দন করে ল্যাংডনের দিকে আবার ফিরলো ইত্তোরে। "দু দু'জন ডাক্তারকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো? তুমি কি অসুস্থ নাকি? আর তোমার এরকম পোশাক কেন? তুমি কি ইটালিয়ান হতে চাইছো?"

"কোনোটাই না," মুচকি হেসে বললো ল্যাংডন। "এই ঘোড়াগুলোর ব্যাপারে কিছু তথ্য জানার জন্য এসেছি আমি।"

ইত্তোরে কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাকালো। "এখানে এমন কী আছে যে তোমার মতো বিখ্যাত প্রফেসর এখনও জানে না?"

জোরে হেসে ফেললো ল্যাংডন। "ক্রুসেডের সময় ঘোড়াগুলো পরিবহণ করার প্রয়োজনে গলা কেটে ফেলা হয়েছিলো সে সম্পর্কে জানতে চাই।"

ইত্তোরে এমনভাবে তাকালো যেনো ল্যাংডন কোনো নিষিদ্ধ বিষয় নিয়ে কথা বলছে। "হায় ঈশ্বর!" বিড়বিড় করে বললো সে। "আমরা এসব ব্যাপার নিয়ে কথা বলি না। তুমি যদি কাটা মাথাগুলো দেখতে চাও তাহলে বিখ্যাত *কার্মানোলা* কিংবা–"

"ইত্তোরে, আমি জানতে চাই কোন্ ভেনিশিয়ান ডওজ ঘোড়াগুলো মাথা কেটেছিলো।"

"এরকম কোনো ঘটনা ঘটেই নি," আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললো ইত্তোরে। "এসব গাল-গল্প আমিও শুনেছি, তবে ঐতিহাসিকভাবে কোনো ডওজ এরকম কোনো ঘটনা ঘটিয়েছেন বলে–"

"ইত্তোরে, প্লিজ। তামাশা কোরো না," বললো ল্যাংডন। "এইসব গাল-গল্পে কোন ডওজ-এর কথা বলা আছে?"

চোখে চশমা পরে নিলো ইত্তোরে। "গুজব আছে আমাদের প্রিয় ঘোড়াগুলো ভেনিসে নিয়ে এসেছিলেন সবচাইতে চতুর আর প্রতারক এক ডওজ।"

"প্রতারক?"

"হ্যা। যে ডওজ ক্রুসেডের সময় সবার সাথে চালাকি করেছিলেন।" একটু থেমে আবার বললো, "যে ডওজ রাজ কোষাগার থেকে টাকা নিয়ে মিশরে পাড়ি দেন...কিন্তু গন্তব্য বদলে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে কন্সট্যান্টিনোপল ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।"

বিশ্বাসঘাতক বলেই মনে হচ্ছে, মনে মনে বললো ল্যাংডন। "তার নামটা কি?"

ভুরু তুললো ইত্তোরে। "রবার্ট, আমি তো জানি তুমি বিশ্বইতিহাসের একজন ছাত্র ছিলে।"

"হ্যা, তা ছিলাম, কিন্তু বিশ্বটা অনেক বড় আর ইতিহাস বেশ সুদীর্ঘ। আমার একটু সাহায্য নিতে হবে।"

"ঠিক আছে, তাহলে শেষ একটা ক্লু দেই।"

ল্যাংডন বাধা দিতে গিয়েও দিলো না, সে বুঝতে পারছে এতে কাজ হবে না আদতে।

"এই ডওজ প্রায় একশ' বছর বেঁচে ছিলেন," বললো ইত্তোরে। "ঐ যুগে এটা অলৌকিক ঘটনাই বটে। তার এই দীর্ঘ জীবন নিয়ে লোকে একটা কথা বলাবলি করতো। কন্সট্যান্টিনোপল থেকে সেন্ট লুসিয়ার হাঁড়গোর ভেনিসে নিয়ে আনার মতো সাহসী কাজ করেছিলেন বলে তিনি নাকি দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হতে পেরেছিলেন। সেন্ট লুসিয়া তার চোখ–"

"উনি অন্ধের কঙ্কাল তুলে এনেছিলেন!" সিয়েনার মুখ দিয়ে কথাটা বের হয়ে গেলো। ল্যাংডনের দিকে তাকালো সে।

অদ্ভুত চোখে সিয়েনার দিকে তাকালো ইত্তোরে। "এক দিক থেকে বলতে গেলে সেরকমই।"

হঠাৎ করেই ফেরিসের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো।

"আমি আরো বলছি," ইত্তোরে বললো। "ঐ ডওজ সেন্ট লুসিয়াকে এতো ভালোবাসার কারণ তিনি নিজেও অন্ধ ছিলেন। নব্বই বছর বয়সে চোখে কিছু না দেখলেও উনি এই স্কয়ারে দাঁড়িয়ে ক্রুসেডারদের উদ্বুদ্ধ করেছেন।"

"আমি জানি কার কথা বলছো," ল্যাংডন বললো।

"আমিও সেরকমই আশা করি!" মুচকি হেসে বললো ইত্তোরে।

ল্যাংডনের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি টেক্সটের চেয়ে ইমেজই বেশি মনে রাখতে পারে, তাই তার চোখের সামনে একটি আর্টওয়ার্ক ভেসে উঠলো–গুস্তাভ দোরে'র বিখ্যাত একটি শিল্পকর্ম, যেখানে এক অন্ধ ডওজ দু'হাত প্রসারিত করে ক্রুসেডে যোগ দিতে যাওয়া সমবেতদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিচ্ছেন। দোরে'র ছবিটার নাম তার পরিস্কার মনে আছে : *দান্দোলো প্রিচিং দ্য ক্রুসেড।*

"এনরিকো দান্দোলো," বললো ল্যাংডন।

"ফিনালমেন্তে!" ইত্তোরে বললো। "আমার আশংকা, তোমার মনের বয়স বেড়ে যাচ্ছে, বন্ধু।"

"শুধু মনের না, সবকিছুর বয়সই বেড়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, উনি কি এখানেই সমাহিত?"

"দান্দোলো?" মাথা ঝাঁকালো সে। "এখানে না।"

"তাহলে কোথায়?" জানতে চাইলো সিয়েনা। "ডওজ-এর প্রাসাদে?"

চশমা খুলে ভাবতে লাগলো ইত্তোরে। "দাঁড়াও, একটু ভেবে নেই। এখানে এতো ডওজ আছে যে সবার কথা মনে করতে হিমশিম–"

ইত্তোরে কিছু বলার আগেই ভয়ার্ত এক ডোসেন্ট ছুটে এসে তাকে একটু পাশে নিয়ে গিয়ে কানে কানে কী যেনো বললো। ইত্তোরের ভাবভঙ্গি বদলে গেলো মুহূর্তে, নার্ভাসভাবে রেলিংয়ের দিকে দৌড়ে গেলো সে, নীচের স্যাঙ্কচুয়ারির দিকে তাকালো। কয়েক মুহূর্ত পর ফিরলো ল্যাংডনের দিকে।

"আমি আসছি," চিৎকার করে বললো ইত্তোরে, তারপর কোনো কথা না বলে তড়িঘড়ি চলে গেলো।

হতভম্ব ল্যাংডন রেলিংয়ের কাছে গিয়ে নীচের দিকে তাকালো। *ওখানে হচ্ছেটা কি?* প্রথমে সে কিছুই দেখতে পেলো না, পর্যটকেরা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটু পরই বুঝতে পারলো অনেক পর্যটকই প্রধান প্রবেশদ্বারের দিকে চেয়ে আছে। সেখান দিয়ে কালো পোশাকের একদল সৈনিক প্রবেশ করছে এখন। সবগুলো প্রবেশপথ ব্লক করে দিয়েছে তারা।

কালো ইউনিফর্মের সৈনিক। আনমনে রেলিংটা শক্ত করে ধরে ফেললো ল্যাংডন।

"রবার্ট!" পেছন থেকে ডাকলো সিয়েনা।

ল্যাংডনের চোখ সৈনিকদের উপর আঁটকে আছে যেনো। *তারা আমাদেরকে কিভাবে খুঁজে পেলো?!*

"রবার্ট," তাড়া দিয়ে বললো সিয়েনা। "কিছু একটা হয়েছে! আমাকে সাহায্য করো!"

মেয়েটার এ কথা শুনে আরো বেশি হতভম্ব হয়ে রেলিং থেকে ঘুরে দাঁড়ালো ল্যাংডন।

ও কোথায় গেলো?

কয়েক মুহূর্ত পরই সিয়েনা আর ফেরিসকে খুঁজে পেলো সে। সেন্ট মার্কসের ঘোড়াগুলোর সামনে মেঝেতে হাটু গেঁড়ে বসে আছে সিয়েনা, তার সামনে পড়ে আছে ডাক্তার ফেরিস...বুকের একপাশ ধরে ঢলে পড়েছে সে।

অধ্যায় ৭৫

"আমার মনে হচ্ছে উনার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে!" সিয়েনা চিৎকার করে বললো।

ল্যাংডন দৌড়ে গেলো ডা: ফেরিসের কাছে।

লোকটা হাসফাস করছে, নিঃশ্বাস নিতে পারছে না।

তার হয়েছে কি?! ল্যাংডনের মাথায় সবকিছু একমুহূর্তে জড়ো হলো। নীচের তলায় সৈনিকদের আগমন আর ডা: ফেরিসের এভাবে পড়ে যাওয়া, কয়েক মুহূর্তের জন্য প্যারালাইজ হয়ে গেলো সে, বুঝতে পারলো না কোন্ দিকে যাবে।

সিয়েনা উপুড় হয়ে ডাক্তারের নেকটাইটা আলগা করে দিয়ে শার্টের উপরের দিকে বোতামগুলো দ্রুত খুলে ফেললো যাতে করে শ্বাস নিতে পারে কিন্তু শার্টটা ওভাবে খুলে ফেলার পরই সে আৎকে উঠে গগনবিদারী চিৎকার দিলো। মুখে হাত চাপা দিয়ে পিছিয়ে গেলো কয়েক পা। নগ্ন বুকের দিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলো।

ল্যাংডনও দেখতে পেলো সেটা।

ডা: ফেরিসের বুকের চামড়া কালচে হয়ে আছে। নীলচে-কালো একটি বৃত্ত ফেঁটে যেনো বুকের পাঁজর বের হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে কামানের গোলা আঘাত হেনেছে লোকটার বুকে।

"ইন্টারনাল ব্লিডিং হচ্ছে," আতঙ্কের সাথে ল্যাংডনের দিকে তাকিয়ে বললো সিয়েনা। "সারাটা দিন যে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট পেয়েছে তাতে অবাক হবার কিছু নেই।"

মাথা তোলার চেষ্টা করলো ফেরিস, বোঝা যাচ্ছে কথা বলার চেষ্টা করছে কিন্তু অস্ফুট কিছু আওয়াজ ছাড়া তার মুখ দিয়ে কিছু বের হচ্ছে না। আশেপাশে যতো পর্যটক আছে তারা ফেরিসের চারপাশে জড়ো হতে শুরু করেছে। ল্যাংডন আঁচ করতে পারলো পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠছে ক্রমশ।

"নীচে সৈন্যরা এসে পড়েছে," সিয়েনাকে বললো ল্যাংডন। "আমি জানি না তারা কি করে আমাদেরকে খুঁজে পেলো।"

সিয়েনা রেগেমেগে তাকালো ফেরিসের দিকে। "আপনি আমাদের সাথে মিথ্যে বলেছেন, তাই না?"

ফেরিস চেষ্টা করেও কিছু বলতে পারলো না। সিয়েনা ডাক্তারের পকেট হাতরে ফোন আর ওয়ালেট বের করে দেখলো, ফোনটা নিজের পকেটে ঢুকিয়ে ফেললো সে। লোকটার দিকে কটমট চোখে তাকালো এবার।

ঠিক তখনই বয়স্ক এক ইতালিয়ান মহিলা ভীড় ঠেলে তাদের সামনে চলে এসে সিয়েনার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলতে লাগলো, *"লাই কলপিতো আল পেত্তো!"* নিজের বুকে বেশ জোরে ঘুষি মারলো সে।

"না!" রেগেমেগে বললো সিয়েনা। "সিপিআর দিলে উনি মারা যাবেন! তার বুকের দিকে তাকান!" ল্যাংডনের দিকে ফিরলো সে। "রবার্ট, আমাদেরকে এখান থেকে বের হতে হবে। এক্ষুণি।"

মাটিতে শুয়ে থাকা ফেরিসের দিকে তাকালো ল্যাংডন, লোকটা তার দিকে তাকিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করছে, যেনো অনুনয় করে কিছু বলতে চাচ্ছে তাকে।

"তাকে এভাবে ফেলে রেখে চলে যেতে পারি না!" উদভ্রান্তের মতো বললো ল্যাংডন।

"আমাকে বিশ্বাস করো," বললো সিয়েনা। "এটা হার্ট অ্যাটাক নয়। আমাদেরকে এক্ষুণি চলে যেতে হবে।"

লোকজনের ভীড়টা বাড়তে থাকলো, সাহায্যের জন্য চিৎকার চেঁচামেচি করতে লাগলো তারা। সিয়েনা শক্ত করে ল্যাংডনের হাত ধরে তাকে টেনে বেলকনির একপাশে নিয়ে এলো।

কয়েক মুহূর্তের জন্য ল্যাংডনের চোখ ঝলসে গেলো সূর্যের আলোয়। সিয়েনা তাকে দ্বিতীয় তলার টেরাসের দিকে নিয়ে এলো এবার। পিয়াজ্জা আর সেন্ট মার্কসের রেপ্লিকা ঘোড়াগুলো মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকা পর্যটকদের ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেলো আরো সামনে। তারা ব্যাসিলিকার সম্মুখ দিকে চলে আসতেই দেখতে পেলো ঠিক সামনেই আছে লেগুনটা। জলরাশিতে অদ্ভুত একটি জিনিস দেখতে পেলো ল্যাংডন–অত্যাধুনিক একটি ইয়ট, দেখে মনে হচ্ছে এক ধরণের ফিউচারিস্টিক যুদ্ধজাহাজ।

দ্বিতীয় কোনো চিন্তা করার আগেই সিয়েনা আর সে বেলকনি দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ব্যাসিলিকার 'পেপার ডোর'-এর দিকে পা বাড়ালো–এই সংলগ্ন ভবনটি ব্যাসিলিকার সাথে ডওজ-এর প্রাসাদের সংযোগ ঘটিয়েছে–এর এমন নামকরণের কারণ ডওজরা এখানে তাদের ডিক্রিগুলো ঝুলিয়ে দিতো জনসাধারণের জন্য।

হার্ট অ্যাটাক নয়? ল্যাংডনের চোখে ফেরিসের বুকের নীলচে-কালো দাগটার ছবি গেঁথে আছে। সিয়েনা যে লোকটার অসুখের ব্যাপার ধরতে পেরেছে সেটা বুঝতে পেরে হঠাৎ করেই তার মধ্যে একটা ভীতি জেঁকে বসলো। তারচেয়ে বড় কথা, সিয়েনা এখন আর লোকটাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। *এজন্যে কি একটু আগেও মেয়েটা আমাকে চোখের ইশারায় কিছু বলার চেষ্টা করে গেছিলো?*

সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে যে রেলিং আছে সেখানে এসে সিয়েনা আচমকা থমকে দাঁড়ালো, নীচের সেন্ট মার্কস স্কয়ারের দিকে উঁকি মেরে দেখলো সে।

"ধ্যাত্," বললো সিয়েনা। "যতোটুকু ভেবেছিলাম তারচেয়ে অনেক বেশি উঁচু।"

মেয়েটার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো ল্যাংডন। *তুমি এখান থেকে লাফ দেবার কথা ভাবছো?!*

সিয়েনাকে খুব ভীত দেখালো এখন। "তাদের হাতে ধরা পড়া যাবে না, রবার্ট।"

পেছন ফিরে ল্যাংডন ব্যাসিলিকার রট-আয়ারনের ভারি দরজা আর কাঁচের দিকে তাকালো। পর্যটকের দল ওখান দিয়ে ঢুকছে বের হচ্ছে। ল্যাংডনের হিসেব যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে ঐ দরজাটা পার হলেই চার্চের পেছনে জাদুঘরে চলে যেতে পারবে আবার।

"তারা সবগুলো এক্সিট আঁটকে রেখেছে," বললো সিয়েনা।

পালানোর উপায়গুলো নিয়ে ভেবে একটামাত্র সিদ্ধান্তে আসতে পারলো ল্যাংডন। "আমার মনে হয় ভেতরে একটা জিনিস দেখেছি, সেটাই আমাদের সমাধান দিতে পারবে।"

কী করতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা না থাকা সত্ত্বেও সিয়েনাকে নিয়ে ব্যাসিলিকার ভেতরে ঢুকে পড়লো সে। জাদুঘরের এলাকাটি এড়িয়ে লোকজনের ভীড়ে মিশে থাকার চেষ্টা করলো তারা। ফেরিস যেখানে পড়ে আছে পর্যটকদের বেশিরভাগ সেখানে তাকিয়ে আছে। ভীড়ের মধ্যে লুকিয়ে থেকে ল্যাংডন দেখতে পেলো বৃদ্ধ ইতালিয়ান মহিলা দু'জন সৈন্যের কাছে বলেছে তারা দু'জন কোন দিক দিয়ে পালিয়েছে।

যা করার দ্রুত করতে হবে, ভাবলো ল্যাংডন। দেয়ালের দিকে তাকালো সে, অবশেষে যা খুঁজছিলো তা পেয়ে গেলো–ডিসপ্লে করা বিশাল বড় একটি ট্যাপেস্ট্রি।

দেয়ালে কটকটে হলুদ আর লাল রঙের সতর্কতার চিহ্নের একটি স্টিকার আছে : আলার্মে আনতিনসেন্দিও।

"ফায়ার অ্যালাম?" বললো সিয়েনা। "এই তোমার পরিকল্পনা?"

"এটা করলে আমরা লোকজনের হৈহল্লার মধ্যে বাইরে চলে যেতে পারবো।" অ্যালার্ম লিভারটা টেনে নীচে নামাতেই দেখতে পেলো ছোট্ট একটি কাঁচের দরজা ভেঙে গেলো, ওটার ভেতরে একটি সিলিন্ডার।

কিন্তু ল্যাংডন যেরকমটি আশা করেছিলো, সাইরেন বাজবে, হৈহল্লা হবে, তেমন কিছুই হলো না।

নীরবতা।

আবারো টান দিলো লিভারটা।

সিয়েনা তার দিকে এমনভাবে তাকালো যেনো সে পাগল হয়ে গেছে। "রবার্ট, আমরা পাথরের একটি ক্যাথেড্রালের ভেতরে পর্যটকদের ভীড়ের মধ্যে আছি! তুমি কি মনে করো এইসব ফায়ার অ্যালার্ম অ্যাক্টিভ করে রাখা আছে? তারা কি জানে না, যেকোনো লোক তামাশা করার জন্য এটা টেনে দিলে–"

"অবশ্যই! ইউএস-এর ফায়ার ল'জে–"

"তুমি এখন ইউরোপে আছো। আমাদের এখানে তোমাদের মতো গণ্ডায় গণ্ডায় আইনজীবি নেই, বুঝলে?" ল্যাংডনের কাঁধের পেছনে ইঙ্গিত করলো সে। "আর আমাদের হাতেও একদম সময় নেই।"

ল্যাংডন ঘুরে দাঁড়ালো, একটু আগে যে কাঁচের দরজাটা দিয়ে তারা এখানে এসেছে সেটা দিয়ে দেখতে পেলো দু'জন সৈন্য বেলকনি থেকে দ্রুত নীচে নেমে আসছে। তাদের সতর্ক চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে আশেপাশে। একজনকে সে চিনতে পারলো, পেশীবহুল শরীরের এক সৈনিক। তারা যখন সিয়েনার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ট্রিকি'তে করে পালাচ্ছিলো তখন এই সৈন্যটি তাদের লক্ষ্য করে গুলি করেছিলো।

অন্য কোনো উপায় না দেখে কাছের একটি পেচানো সিঁড়িতে ঢুকে পড়লো তারা দু'জন, এটা চলে গেছে গ্রাউন্ড ফ্লোরে। ল্যান্ডিংয়ে পৌছানোর পর তারা অন্ধকারে ঘাপটি মেরে রইলো। চার্চের ভেতরে বেশ কয়েকজন সৈন্য এক্সিটগুলো পাহারা দিচ্ছে। তাদের চোখও সতর্ক, ঘুরে বেড়াচ্ছে সবর্ত্র।

"আমরা যদি এই সিঁড়ি থেকে বের হই তাহলে ওরা আমাদের দেখে ফেলবে," ল্যাংডন বললো।

"এই সিঁড়িটা আরো নীচে চলে গেছে," চাপাস্বরে বললো সিয়েনা। সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ের উপরে অ্যাকসেসো ভিয়েতাতো লেখা একটি ঝুলন্ত ব্যানারের দিকে ইঙ্গিত করলো সে। এই ব্যানারের পরে সিঁড়িটা চলে গেছে ঘুটঘুটে অন্ধকারে মধ্যে।

মোটেও ভালো আইডিয়া নয়, মনে মনে বললো ল্যাংডন। *নীচে আছে ভূ-গর্ভস্থ ক্রিপ্ট, ওখানে কোনো এক্সিট নেই।*

ততোক্ষণে সিয়েনা সিঁড়ি দিয়ে নীচের অন্ধকারে ঢুকে পড়েছে।

"এটা খোলা আছে," নীচ থেকে সিয়েনার কণ্ঠটা বলে উঠলো।

অবাক হলো না ল্যাংডন। সেন্ট মার্কসের ক্রিপ্ট অন্য সব ক্রিপ্টের চেয়ে একটু আলাদা কারণ এটা এখনও চ্যাপেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সেন্ট মার্কের কঙ্কালের উপস্থিতিতে নিয়মিত সার্ভিস হয় এখানে।

"আমার মনে হচ্ছে আমি সূর্যের আলো দেখতে পাচ্ছি ওখান দিয়ে!" ফিসফিসিয়ে বললো সিয়েনা।

এটা কি করে সম্ভব? এর আগে এখানে কী দেখেছিলো সেটা মনে করার চেষ্টা করলো, ধারণা করলো মেয়েটি বোধহয় *লাক্স ইতারনা* দেখেছে–স্টে মার্কসের সমাধির উপরে একটি ইলেক্ট্রিক বাতি জ্বলে থাকে সব সময়। মাথার উপরে পায়ের আওয়াজ শুনে ল্যাংডন আর ভাবার সময় পেলো না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো নীচে।

সিঁড়ির নীচে সিয়েনা তার জন্য অপেক্ষা করছে। তার পেছনে অন্ধকারে ক্রিপ্টটা প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। পাথরে তৈরি নীচু ছাদের একটি কক্ষ। অসংখ্য পিলার আর খিলান রয়েছে সেখানে। *এইসব পিলারই ব্যাসিলিকার পুরো ওজন বহন করছে,* ভাবলো ল্যাংডন, এরইমধ্যে তার ক্লস্ট্রোফোবিয়া শুরু হয়ে গেছে।

"বলেছিলাম না," চাপাস্বরে বললো সিয়েনা। মৃদু প্রাকৃতিক আলোয় তার সুন্দর মুখটি আলোকিত হয়ে আছে। দেয়ালের উপরে বেশ কয়েকটি ছোটো ছোটো ফোকরের দিকে ইঙ্গিত করলো সে।

বাতির কুয়ো, ল্যাংডন বুঝতে পারলো। এগুলোর কথা সে ভুলে গেছিলো। এই কুয়োগুলো ডিজাইন করা হয়েছে আবদ্ধ ক্রিপ্টের ভেতরে আলো-বাতাসের জন্য–সেন্ট মার্কস স্কয়ারের উপর থেকে এখানে আলো-বাতাস প্রবেশ করে। জানালাগুলোর কাঁচ শুধুমাত্র ভেতর থেকে খোলা যায় কিন্তু অতো উপরে ওঠাটা সহজ কাজ হবে না। আর উঠতে পারলেও ওটা দিয়ে বের হওয়া প্রায় অসম্ভব, কারণ শ্যাফটগুলো দশ ফিটের মতো গভীর, আর উপরে মুখগুলো শক্ত গ্রিল দিয়ে আঁটকানো।

উপরের ফোকরগুলো দিয়ে সেন্ট মার্কসের ক্রিপ্টের উপর যে আলো এসে পড়েছে সেটা যেনো অরণ্যের মধ্যে পূর্ণিমার আলোর মতো। মাঝখানের ক্রিপ্টটার দিকে তাকালো ল্যাংডন, সেন্ট মার্কসের সমাধির উপরে একটা ইলেক্ট্রিক বাতি জ্বলছে। তারপরে একসারি ক্রিপ্টে শুয়ে আছে ভেনিসের শুরুর দিককার খৃস্টান ধর্মের প্রবক্তারা।

হঠাৎ করেই ছোট্ট একটা আলোক বিন্দু জ্বলে উঠলো তার পাশে, ল্যাংডন পাশ ফিরে দেখতে পেলো সিয়েনার হাতে ফেরিসের মোবাইলফোনটি। ওটার ডিসপ্লে জ্বলজ্বল করছে।

অবাক হলো ল্যাংডন। "ফেরিস না বলেছিলো ওর ফোনের ব্যাটারির চার্জ নেই!"

"মিথ্যে বলেছিলো সে," বাটনে টাইপ করতে করতে বললো সিয়েনা। "অনেক কিছুর ব্যাপারেই সে মিথ্যে বলেছে।" ফোনের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুচকে মাথা ঝাঁকালো। "সিগন্যাল নেই। ভাবলাম এনরিকো দান্দোলো'র লোকেশনটি খুঁজে বের করবো।" বাতির কুয়োর সামনে চলে গেলো সিয়েনা, ফোনটা উপরে তুলে ধরলো এবার। চেষ্টা করলো সিগন্যাল পাবার।

এনরিকো দান্দোলো, ভাবলো ল্যাংডন। বিশ্বাসঘাতক একজন ডওজ আর ঘোড়ার মাথা কাটার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। অশ্বের কঙ্কাল তুলে আনার কাজটাও করেছিলেন একই ব্যক্তি। সবটাই মিলে যায় কবিতার সাথে কিন্তু দুঃখের বিষয়, তার সমাধিটি কোথায় সে সম্পর্কে ল্যাংডনের কোনো ধারণাই নেই, এমনকি ইত্তোরেরও সেটা অজানা।

সে এই ব্যাসিলিকার প্রতিটি ইঞ্চি চেনে...সম্ভবত ডওজ-এর প্রাসাদও। কিন্তু দান্দোলোর সমাধির কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ইত্তোরে সেটার কথা বলতে পারে নি...তার মানে সমাধিটি সেন্ট মার্কস কিংবা ডওজ-এর প্রাসাদে সেটা নেই। *তাহলে কোথায়?*

সিয়েনার দিকে তাকালো, মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে একটি ক্রিপ্টের উপরে বাতির কুয়োর নীচে। জানালার গ্রিল খুলে ফেরিসের ফোনটা উপরে তুলে ধরে সিগন্যাল পাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে এখনও।

উপরে সেন্ট মার্কস স্কয়ার থেকে কিছু শব্দ ভেসে আসছে। হঠাৎ করে ল্যাংডনের মনে হলো এখান থেকে আসলে বের হবার একটা উপায় হয়তো আছে। ক্রিপ্টগুলোর পেছনে বেশ কিছু ফোল্ডিং চেয়ার রয়েছে। তার মনে হলো ওগুলো একটার উপর আরেকটা বসিয়ে হয়তো বাতির কুয়ো দিয়ে উপরে ওঠা যাবে। *সম্ভবত বাতির কুয়োর উপরের মুখটা ভেতর থেকে খোলা যেতে পারে।*

ল্যাংডন অন্ধকারের মধ্যে দৌড়ে সিয়েনার দিকে ছুটে গেলো, বড়জোর তিন-চার পা সামনে এগোতেই মাথায় আঘাত পেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো সে। উঠে বসার চেষ্টা করার সময় ভাবলো কেউ বুঝি তাকে আঘাত করেছে। কিন্তু দৃষ্টি পরিস্কার হয়ে উঠতেই বুঝে গেলো কী ঘটেছে।

এই ভূগর্ভস্থ কক্ষটি প্রায় হাজার বছর আগে নির্মিত হয়, তখনকার দিনে মানুষের গড়পরতা উচ্চতার কথা ভেবেই ছাদের উচ্চতা নির্ধারণ করা হয়েছিলো, কিন্তু ল্যাংডনের ছয় ফুটের দীর্ঘদেহ নিয়ে এরকম জায়গায় নিশ্চিন্তে চলাচল করা মোটেও উপযুক্ত নয়।

পাথরের মেঝেতে হাটু গেঁড়ে বসতেই চোখের সামনে একটি লেখা দেখতে পেলো।

Sanctus Marcus

কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলো সে। সেন্ট মার্কসের নামের কারণে নয়, সে চেয়ে আছে যে ভাষায় ওটা লেখা হয়েছে তার জন্য।

লাতিন।

আধুনিক ইটালিতে সারাদিন ধরে পালিয়ে বেড়াবার পর সেন্ট মার্কসের নাম

লাতিনে দেখতে পেয়ে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো সে। মনে পড়ে গেলো সেন্ট মার্কসের মৃত্যুর সময় রোমান সাম্রাজ্যের *লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা* ছিলো লাতিন ভাষা।

এরপরই দ্বিতীয় আরেকটি চিন্তা তার মাথায় ঘুরপাক খেলো।

ত্রয়োদশ শতকের শুরুর দিকে–এনরিকো দান্দোলো এবং চতুর্থ ক্রুসেডের সময়কালে–এই লাতিন ভাষার প্রভাব তখনও বেশ শক্তিশালী ছিলো। কন্সট্যান্টিনোপল জয় করা একজন ভেনিশিয় ডওজ কখনও এনরিকো দান্দোলো নামে সমাহিত হবে না...সমাহিত হবে তার লাতিন নামে।

হেনরিকাস ডান্ডোলো।

বিশ্রুত হওয়া একটি ছবি ভেসে উঠলো তার মনের পর্দায়। একটা চ্যাপেলের ভেতরে হাটু গেঁড়ে বসে থাকার সময় এটা তার মধ্যে উদয় হলেও সে জানে এরমধ্যে কোনো স্বর্গীয় ব্যাপার নেই। যে ছবিটা ভেসে উঠলো সেটা এনরিকো দান্দোলোর লাতিন নামটি...নক্সা করা টাইল্সের মেঝেতে প্রোথিত করা মার্বেলের স্ল্যাবের উপর খোদিত।

হেনরিকো দান্দোলো।

ডওজ-এর সমাধির এই সামান্য নামটির ছবি মনের পর্দায় ভেসে উঠতেই ল্যাংডনের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো। *এর আগে আমি ওখানে গেছি।* কবিতায় যেমনটি বলা আছে, এনরিকো দান্দোলো স্বর্ণের জাদুঘরেই সমাহিত আছেন–পবিত্র জ্ঞানের স্বর্ণালী মওজিওন–তবে সেটা সেন্ট মার্কস ব্যাসিলিকায় নয়।

আস্তে করে উঠে দাঁড়ালো সে।

"আমি সিগন্যাল পাচ্ছি না," বললো সিয়েনা। ক্রিপ্টের উপর থেকে নেমে এলো সে।

"তার কোনো দরকারও নেই," কোনোমতে বলতে পারলো ল্যাংডন। "পবিত্র জ্ঞানের স্বর্ণালী মওজিওন..." গভীর করে দম নিয়ে নিলো সে। "আমি...একটা ভুল করে ফেলেছি।"

সিয়েনার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। "এটা বোলো না আমরা ভুল জাদুঘরে চলে এসেছি।"

"সিয়েনা," বিষন্নবদনে ফিসফিসিয়ে বললো ল্যাংডন। "আমরা আসলে ভুল দেশে খোঁজ করছি।"

অধ্যায় ৭৬

সেন্ট মার্কস স্কয়ারের বাইরে যে জিপসি মহিলা ভেনিশিয়ান মুখোশ বিক্রি করছিলো সে এখন বিক্রি-বাট্টায় বিরতি দিয়ে ব্যাসিলিকার সীমানা প্রাচীরে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। আর সব দিনের মতো দুটো লোহার গেটের মাঝখানের জায়গায় বসে সূর্যাস্ত দেখছে সে।

অনেক বছর ধরে সেন্ট মার্কস স্কয়ারে অসংখ্য ঘটনা দেখেছে কিন্তু এখন স্কয়ারে যে উদ্ভট ঘটনা ঘটছে সেটা আগে কখনও দেখে নি...আসলে এটা ঘটছে স্কয়ারের নীচে। তার পায়ের কাছে জোরে শব্দ হলে কাছে থাকা কুয়োর মতো একটা খোলা জায়গা দিয়ে উঁকি দিলো। এটার গভীরতা কমপক্ষে দশ ফিটের মতো হবে। নীচের জানালাটা খোলা, সেখানে একটা ফোল্ডিং চেয়ার দেখা যাচ্ছে।

জিপসি মহিলা দারুণ অবাক হলো, এবার চেয়ারটার কাছে দেখা গেলো সোনালি চুলের এক সুন্দরীকে, মেয়েটির সাথে জিপসি মহিলার চোখাচোখি হতেই কিছুটা চমকে গেলো সে। মুখের কাছে আঙুল তুলে চুপ থাকার ইশারা করলো জিপসি মহিলাকে, সেই সাথে চওড়া একটা হাসি দিলো।

তুমি এতো লম্বা হও নি যে এভাবে উঠতে পারবে, মনে মনে বললো জিপসি মহিলা। *ভালো কথা, তুমি ওখানে করছোটা কি?*

সোনালি চুলের মেয়েটি চেয়ার থেকে নেমে ভেতরে কারোর সাথে কথা বললো। একটু সরে যেতেই তার জায়গায় দেখা গেলো দ্বিতীয় ব্যক্তিকে–লম্বা, কালো চুল আর জমকালো সুট পরা এক লোক–চেয়ারের উপর উঠে কুয়োর শ্যাফটের ভেতর দিয়ে উপরে তাকালো সে।

জিপসি মহিলার সাথে তারও চোখাচোখি হয়ে গেলো। এই লোকটি বেশ লম্বা, চেয়ারের উপর উঠে পায়ের পাতায় ভর দিতেই কুয়োর উপরের খোলা মুখে যে গ্রিলটা আছে সেটার নাগাল পেয়ে গেলো। নীচ থেকে উপরে দিকে ধাক্কা দিলে গ্রিলটা একটুখানি নড়লো।

"পুয়ো দারসি উনা মানো?" নীচ থেকে জিপসি মহিলাকে বললো সোনালি চুলের মেয়েটি।

তোমাদের একটু সাহায্য করবো? ভাবলো জিপসি মহিলা, এসব কাজে জড়ানোর কোনো ইচ্ছে তার নেই। *তোমরা করছোটা কি?*

সোনালি চুলের মেয়েটি পুরুষ মানুষের মানিব্যাগ হাতে নিয়ে সেখান থেকে

একশ' ইউরোর একটি নোট বের করে দেখালো তাকে। তিন দিন মুখোশ বিক্রি করলেও এই পরিমাণ টাকা কামাতে পারে না। কিন্তু অপরিচিত কারোর সাথে এ কাজ করা একটু ঝুঁকিপূর্ণই বটে। মাথা ঝাঁকিয়ে দুই আঙুল তুলে ধরলো সে। সোনালি চুলের মেয়েটি আরেকটি নোট বের করে দেখালো তাকে।

নিজের সৌভাগ্যকে যেনো বিশ্বাস করতে পারলো না জিপসি মহিলা, কাঁধ তুলে এমন ভঙ্গি করলো যেনো অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাজটা করতে রাজি হচ্ছে। আস্তে করে উপুড় হয়ে কুয়োর মুখে গ্রিলের যে বারটা আছে সেটা ধরে লোকটার দিকে তাকালো।

নীচ থেকে লোকটি ঠেলা দিতেই জিপসি মহিলা গ্রিল ধরে টান দিলো। দীর্ঘদিন ধরে যে দু'হাতে মুখোশ ফেরি করেছে সেই হাত যথেষ্ট শক্তিশালী, তাই একবারের চেষ্টাতেই গ্রিলটা খুলে গেলো অর্ধেক। যেই না মনে করলো কাজটা হয়ে গেছে অমনি প্রচণ্ড শব্দ হলো নীচে। লোকটা চেয়ার থেকে নীচের মেঝেতে পড়ে গেলো।

লোহার গ্রিলটা একা ধরে রাখতে হিমশিম খেলো জিপসি মহিলা। একবার ভাবলো ছেড়ে দেবে কিন্তু দুশো ইউরো কথা ভাবতেই গায়ের শক্তি বেড়ে গেলো, গ্রিলটা কোনোরকমে টেনে ব্যাসিলিকার দেয়ালের পাশে রেখে দিলো সে।

দম ফুরিয়ে হাপাতে হাপাতে কুয়োর নীচে তাকালো জিপসি, ভাঙা চেয়ারসহ লোকটা মেঝেতে পড়ে আছে। লোকটা উঠে দাঁড়াতেই উপর থেকে সে হাত বাড়ালো টাকাটা নেবার জন্য।

সোনলি চুলের মেয়েটি মাথা নেড়ে সায় দিয়ে দুটো নোট উপরে তুলে ধরলো। জিপসিও হাত গলিয়ে দিলো কুয়োর ভেতরে কিন্তু নাগাল পেলো না।

আরে টাকাটা ঐ লোকের হাতে দাও।

হঠাৎ করে শ্যাফটের ভেতরে লোকজনের হৈহল্লা শোনা গেলো এ সময়—ব্যাসিলিকার ভেতরে ক্ষুব্ধ কণ্ঠের চিৎকার ভেসে এলো। ভয়ে চমকে উঠে ঘুরে তাকালো নীচে থাকা দু'জন নারী-পুরুষ। এরপর শুরু হয়ে গেলো হাউকাউ।

কালো চুলের লোকটি একটু নীচু হয়ে মেয়েটাকে তার দু'হাতের পাঞ্জার উপর পা রাখতে বললো। কথামতো কাজ করলো মেয়েটি, সঙ্গে সঙ্গে তাকে উপরের দিকে ঠেলে দিলো সে।

দুশো ইউরোর নোট দুটো দাঁতে চেপে খালি হাত দুটো দিয়ে শ্যাফটের প্রান্তসীমা ধরার চেষ্টা করলো মেয়েটি। নীচের লোকটি আপ্রাণ চেষ্টা করে গেলো তাকে উপরে তোলার জন্য।

অনেক কষ্টে মেয়েটি কুয়ো থেকে স্কয়ারের উপরে উঠে এলো। জিপসির

হাতে টাকাটা তুলে দিয়ে কুয়োর পাশে হাটু গেঁড়ে বসে পড়লো সে। উপুড় হয়ে নীচের লোকটিকে দেখলো এবার।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে।

কালো পোশাকের কয়েকটি হাত তার পা দুটো ধরে ফেলেছে, টেনে নামানোর চেষ্টা করছে তারা।

"পালাও, সিয়েনা!" লোকটা চিৎকার করে বললো। "এক্ষুণি!'

জিপসি খেয়াল করলো তাদের দু'জনের মধ্যে করুণ দৃষ্টি বিনিময় হলো কয়েক মুহূর্তের জন্য...তারপরই লোকটাকে টেনে সরিয়ে দিলো কালো হাতগুলো।

হতভম্ব হয়ে সোনালি চুলের মেয়েটি অশ্রুসজল চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো কুয়োর নীচে। "আমি দুঃখিত, রবার্ট," ফিসফিসিয়ে বললো সে। তারপরই একটু থেমে আবার বললো, "সবকিছুর জন্য।"

মুহূর্তেই সোনালি চুলের মেয়েটি দৌড়ে লোকজনের ভীড়ের মধ্যে মিশে গেলো, মার্সেরিয়া দেল ওরোলজিও'র সঙ্কীর্ণ গলি দিয়ে ছুটে যাবার সময় তার পনিটেইলটি দুলতে দেখলো জিপসি...উধাও হয়ে গেলো ভেনিসের কেন্দ্রস্থলে।

অধ্যায় ৭৭

পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ধীরে ধীরে রবার্ট ল্যাংডনের জ্ঞান ফিরে এলো। অ্যান্টি-সেপটিক আর নোনা বাতাসের গন্ধ নাকে লাগলো তার। মনে হলো পৃথিবীটা যেনো আস্তে আস্তে দুলছে।

আমি কোথায়?

তার কাছে মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে শক্তিশালী কিছু হাত তাকে টেনে হিচড়ে ক্রিপ্টের কুয়ো থেকে নামিয়ে দিয়েছিলো, চেপে ধরেছিলো মেঝেতে কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো এ মুহূর্তে সেন্ট মার্কসের পাথরের মেঝে অনুভূত হচ্ছে না তার কাছে...বরং মনে হচ্ছে সে শুয়ে আছে নরম ম্যাট্রেসের উপর।

চোখ খুলে চারপাশটা দেখে নিলো ল্যাংডন—ছোটোখাটো পরিপাটী একটি ঘর, একটিমাত্র জানালা আছে তাতে। দুলুনিটা এখনও টের পাচ্ছে সে।

আমি একটা জাহাজে আছি?

জ্ঞান হারানোর আগে তার মনে আছে কালো পোশাকের সৈন্যরা তাকে ক্রিপ্টের মেঝেতে চেপে ধরে রাগতস্বরে বলেছিলো, "পালানোর চেষ্টা করবেন না!"

ল্যাংডন প্রাণপণে চিৎকার দিয়ে বাঁচার জন্য সাহায্য চাইতে গেলে সৈন্যরা তার মুখ চেপে ধরে।

"তাকে এখান থেকে দ্রুত নিয়ে যাওয়া দরকার," এক সৈনিক বলেছিলো অন্য এক সৈনিককে।

জবাবে সৈনিকটি অনিচ্ছুকভাবে সায় দিয়ে বলেছিলো, "ঠিক আছে। তাই করো।"

সঙ্গে সঙ্গে তার ঘাড়ের উপর প্রচণ্ড জোরে আঙুলের চাপ অনুভব করে ল্যাংডন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তার দৃষ্টি ঝাপসা হতে শুরু করে, ঘুমে ঢলে যেতে থাকে সে।

তারা আমাকে খুন করছে, ভেবেছিলো ল্যাংডন। *সেন্ট মার্কসের সমাধির পাশে।*

অন্ধকার হয়ে আসতে থাকে তার জগত তবে সেটা পুরোপুরি গ্রাস করে নি তখনও। কানে কিছু শব্দও শুনতে পাচ্ছিলো।

ঠিক কতোক্ষণ সময় পেরিয়ে গেছে সে সম্পর্কে ল্যাংডনের কোনো ধারণা নেই তবে সবকিছু এখন ধাতস্থ হতে শুরু করেছে। বুঝতে পারছে সে এখন

ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে আছে। ঘরের মধ্যে অ্যান্টি-সেপটিক আর অ্যালকোহলের গন্ধ সেটাই বলছে তাকে।

এবার সিয়েনার কথা মনে পড়ে গেলো তার। মেয়েটি নিরাপদে আছে কিনা সে জানে না। তার স্পষ্ট মনে আছে কুয়োর উপর থেকে চেয়ে আছে তার দিকে। তার চোখে ছিলো অনুতাপ আর ভীতি। ল্যাংডন প্রার্থনা করলো মেয়েটা যেনো পালিয়ে গিয়ে থাকে, ভেনিস থেকে নিরাপদে চলে যেতে পারে।

আমরা আসলে ভুল দেশে খোঁজ করছি, ল্যাংডন তাকে বলেছিলো। কবিতায় যে রহস্যময় মওজিওনের কথা বলা আছে সেটা ভেনিসে অবস্থিত নয়...অনেক দূরে কোথাও। দান্তে ঠিকই বলেছিলেন, তার হেয়ালিপূর্ণ কবিতার গুপ্ত অর্থ রয়েছে। 'অস্পষ্ট পংক্তিগুলোর আড়ালে।'

ক্রিপ্ট থেকে বের হতে পারলেই সিয়েনাকে ল্যাংডন সব খুলে বলতো, কিন্তু সে সুযোগ আর পায় নি।

মেয়েটা চলে যাবার সময় জেনে গেছে আমি ব্যর্থ হয়েছি।

ল্যাংডন টের পেলো তার পেটে একটা গিট পাকাচ্ছে।

প্লেগটা এখনও আছে...বহু দূরে কোথাও।

ঘরের বাইরে ভারি পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলো সে। ঘুরে তাকালো ল্যাংডন, দেখতে পেলো কালো পোশাকের সেই সৈনিককে যে তাকে টেনে মেঝেতে চেপে ধরেছিলো। তার চোখ দুটো বরফ-শীতল। লোকটাকে দেখে আৎকে উঠলেও এ ঘর থেকে পালানোর কোনো উপায় নেই জেনে চুপ মেরে থাকলো সে। *এরা আমার সাথে যা করতে চায় তাই করতে পাবে এখন।*

"আমি কোথায় আছি?" জানতে চাইলো ল্যাংডন। চেষ্টা করলো না ঘাবড়াতে।

"ভেনিসে নোঙর করা একটা ইয়টে।"

লোকটার ইউনিফর্মে সবুজ রঙের মেডেলের দিকে তাকালো সে–পৃথিবীর একটি ভূ-গোলক, তার চারপাশ জুড়ে আছে *ECDC* অক্ষরগুলো। এরকম সিম্বল জীবনে কখনও দেখে নি ল্যাংডন।

"আপনার কাছ থেকে আমাদের তথ্য জানা দরকার," সৈনিকটি বললো, "আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই।"

"আমি কেন আপনাদের কাছে এসব বলবো?" পাল্টা বললো সে। "আপনি তো আমাকে প্রায় মেরেই ফেলেছিলেন।"

"মোটেই না। আমরা জুডোর একটি কৌশল প্রয়োগ করেছি আপনাকে অচেতন করার জন্য। এটাকে বলে *শিমে ওয়াজা।* আপনার কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছে আমাদের ছিলো না।"

"আজ সকালে আপনি আমাকে গুলি করেছিলেন!' ট্রিকি'তে করে সিয়েনার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে পালানোর সময় তাকে লক্ষ্য করে যে গুলি করা হয়েছিলো সেটার কথা বললো। "আরেকটুর জন্য আপনার গুলি আমার কোমরে লাগতো!"

ভুরু কুচকে ফেললো লোকটি। "আমি যদি চাইতাম তাহলে আপনাকে খুব সহজেই গুলি করতে পারতাম। আমি আসলে আপনাদের বাইকের চাকায় গুলি করেছিলাম যাতে বাইকটা অচল করে দিতে পারি। আপনারা যাতে পালাতে না পারেন। আমার উপর অর্ডার ছিলো আপনার সাথে যোগাযোগ করে যেনো জেনে নেই আপনি কেন অদ্ভুত আচরণ করছেন।"

ল্যাংডন কিছু বলার আগে আরো দু'জন সৈনিক ঘরে ঢুকলো। তাদের মাঝখানে এক মহিলা।

ভুতুরে ব্যাপার।

অপার্থিব আর আধিভৌতিক।

মহিলাকে দেখামাত্রই ল্যাংডন চিনতে পারলো। তার হেলুসিনেশনে একেই দেখেছে! অপূর্ব সুন্দরী এক নারী। দীর্ঘ সাদা চুল আর নীল রঙের লাপিস লাজুরির নেকলেস। যেহেতু এর আগে অদ্ভুত এক পরিবেশে হেলুসিনেশানে দেখেছে তাই মহিলার উপস্থিতির ব্যাপারে তার মধ্যে কিছুটা সন্দেহ তৈরি হলো।

"প্রফেসর ল্যাংডন," মহিলা আন্তরিকভাবে হেসে বললো তার বিছানার পাশে এসে। "আপনি ঠিক আছেন দেখে আমি কী যে শান্তি পাচ্ছি বোঝাতে পারবো না।" বিছানার পাশে বসে ল্যাংডনের পাল্স দেখলো সে। "আমি জানতে পেরেছি আপনার অ্যামনেসিয়া হয়েছে। আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন?"

মহিলার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলো ল্যাংডন। "আমি অবশ্য...আমার হেলুসিনেশনে আপনাকে দেখেছি, কিন্তু আপনার সাথে আমার আসলেই দেখা হয়েছিলো কিনা মনে করতে পারছি না।"

মহিলা সহমর্মিতার সাথে তার দিকে তাকালো। "আমার নাম এলিজাবেথ সিনস্কি। আমি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ডিরেক্টর। আমিই আপনাকে রিক্রুট করেছিলাম যাতে আপনি খুঁজে বের করতে পারেন—"

"প্লেগ," কথা শেষ হবার আগেই বলে উঠলো ল্যাংডন। "বারট্রান্ড জোবরিস্টের তৈরি করা।"

সায় দিলো সিনস্কি। তাকে খুব আশাবাদীও মনে হলো। "মনে করতে পেরেছেন তাহলে?"

"না। আমি জ্ঞান ফিরে দেখি এক হাসপাতালে আছি, আমার সাথে একটি প্রজেক্টর, আর হেলুসিনেশানে আপনাকে...আপনি বলে যাচ্ছেন খুঁজলেই পাবো। আমি সেটাই করে যাচ্ছিলাম আর এই লোকগুলো তখন আমাকে খুন করার চেষ্টা করে গেছে।" সৈনিকদের দিকে ইশারা করলো সে।

ব্রুডার কিছু বলতে যাবে অমনি এলিজাবেথ সিনস্কি হাত তুলে বিরত করলো তাকে।

"প্রফেসর," আস্তে করে বললো মহিলা। "আপনি যে খুব কনফিউজ সে ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আপনাকে এসবের মধ্যে টেনে নিয়ে আসার জন্য আমি খুবই অনুতপ্ত। আপনি নিরাপদ আছেন বলে আমি কী যে খুশি হয়েছি বলে বোঝাতে পারবো না।"

"নিরাপদে আছি?" বলে উঠলো ল্যাংডন। "আমি একটি জাহাজে বন্দী হয়ে আছি!" *আপনিও আমার মতোই বন্দী!*

সাদা-চুলের মহিলা মাথা নেড়ে সায় দিয়ে তাকে আশ্বস্ত করলো। "আপনার অ্যামনেসিয়ার কারণে আমার বলা অনেক কথাই আপনার কাছে খাপছাড়া বলে মনে হবে। কিন্তু আমাদের হাতে সময় খুব কম। আর আপনার সাহায্য খুবই দরকার, শুধু আমাদের নয়, অনেকের।" একটু ইতস্তত করলো সিনস্কি। কিভাবে বলবে বুঝে উঠতে পারলো না। "প্রথমেই বলে রাখি, এজেন্ট ব্রুডার আর তার দল আপনার কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা করে নি। তাদেরকে অর্ডার দেয়া হয়েছিলো যেভাবেই হোক আপনার সাথে যেনো পুণরায় যোগাযোগ স্থাপন করা হয়।"

"পুণরায় যোগাযোগ?" আমি–"

"প্লিজ, প্রফেসর। আমার কথা শুনুন, তাহলে সব কিছু পরিস্কার হয়ে যাবে।"

ল্যাংডন একটু উঠে বসলো বিছানায়।

"এজেন্ট ব্রুডার এবং তার দলটি আসলে এসআরএস টিম–সার্ভিলেন্স অ্যান্ড রেসপন্স সাপোর্ট। তারা কাজ করে ইউরোপিয়ান সেন্টার ফর ডিজিজ প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল-এর অধীনে।"

সৈনিকদের ইউনিফর্মে ইসিডিসি মেডেলের দিকে তাকালো ল্যাংডন। *ডিজিজ প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল?*

"তার গ্রুপটি," বলতে লাগলো এলিজাবেথ, "মারাত্মক সংক্রামক জীবাণু কন্টেইন এবং ডিটেক্টিং করার কাজে দক্ষ। এক্ষেত্রে তারা SWAT টিমের মতোই কাজ করে। স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হুমকিগুলো মোকাবেলা করে তারা। জোবরিস্টের তৈরি করা জীবাণুটির অবস্থান খুঁজে বের করার ব্যাপারে আপনিই হলেন আমাদের একমাত্র আশা। তাই আপনি যখন লাপাত্তা হয়ে গেলেন তখন আমি এসআরএস টিমকে দায়িত্ব দিলাম আপনাকে খুঁজে বের করার জন্য...আমাকে সহায়তা করার জন্য তাদেরকে ফ্লোরেন্সে ডেকে আনি।"

ল্যাংডন হতবাক হয়ে গেলো। "এরা আপনার হয়ে কাজ করে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। "ইসিডিসি থেকে ধারে নিয়েছি। গতরাতে আপনি যখন উধাও হয়ে গেলেন, আমাদের সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দিলেন তখনই ভেবেছিলাম আপনার কিছু একটা হয়েছে। তবে আজ সকালে আমাদের টেক-টিম জানায় আপনি আপনার হারভার্ডের ই-মেইলে ঢুকেছেন। বুঝতে পারলাম আপনি বেঁচে আছেন। আমরা আপনার অদ্ভুত আচরণের কারণটা বুঝতে পারছিলাম না তখনও। মনে হচ্ছিলো, আপনি বোধহয় পক্ষ বদলে ফেলেছেন...অন্য কেউ হয়তো প্রচুর পরিমাণের টাকা দিয়েছে আপনাকে ঐ জীবাণুর অবস্থান খুঁজে বের করার জন্য।"

মাথা ঝাঁকালো ল্যাংডন। "এটা তো একেবারেই হাস্যকর কথা!"

"হ্যা, তা অবশ্য ঠিক। তবে এটাই একমাত্র যৌক্তিক ব্যাখ্যা বলে মনে হচ্ছিলো–এর পরিণাম অনেক মারাত্মক বলে আমরা কোনো ঝুঁকি নিতে চাই নি। তবে আমরা কল্পনাও করতে পারি নি আপনি অ্যামনেসিয়াতে ভুগছেন। টেক-টিম আপনার অবস্থান খুঁজে বের করলেও আপনি এক তরুণীর সাথে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। এতে করে আমাদের সন্দেহ আরো গাঢ় হয়, আপনি হয়তো অন্য কারোর হয়ে কাজ করছেন।"

"আমরা আপনার পাশ দিয়েই চলে গেছি!" মুচকি হেসে বললো ল্যাডন। "কালো রঙের ভ্যানের পেছনের সিটে দেখেছি আপনাকে। দু'পাশে সৈনিকেরা ছিলো। ভেবেছিলাম আপনি ওদের হাতে বন্দী। আপনাকে বেসামালও মনে হয়েছিলো। যেনো ওরা আপনাকে ড্রাগ দিয়েছে।"

"আপনি আমাদেরকে দেখেছেন?" অবাক হলো ডা: সিনস্কি। "অদ্ভুত তো...আপনি ঠিকই বলেছেন, ওরা আমাকে মেডিসিন দিয়েছিলো।" একটু থামলো সে। "তবে সেটা আমার নির্দেশেই।"

ল্যাংডন একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলো। *এই মহিলা ওদেরকে বলেছে ড্রাগ দিতে?*

"আপনার হয়তো মনে নেই," বললো সিনস্কি, "আমাদের সি-১৩০ বিমান ফ্লোরেন্সে অবতরণ করার পর পর প্যারোক্সিসমাল পজিশনাল ভার্টিগো সমস্যা দেখা দিয়েছিলো–এটা খুবই সাময়িক একটি সমস্যা তবে খুব ভোগায়। একটা ঘোরের মধ্যে চলে যাই তখন বমি বমি ভাব হয়। সাধারণত অন্য সময় হলে আমি বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিতাম কিন্তু জোবরিস্টের সঙ্কটটার কারণে সেটা আর সম্ভব হয় নি। তাই ওদেরকে বলেছি আমাকে যেনো মেটোক্লোপরামাইড ইনজেকশন দেয়। এসআরএস টিম আমাকে হাসপাতালে নিতে চেয়েছিলো কিন্তু আমি রাজি হই নি। বুঝতেই পারছেন আমাদের সঙ্কটটা কতো গুরুতর।"

ল্যাংডন হাত-পা ছড়িয়ে বসলো বিছানার উপর। *আমি সারাটা দিন*

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হাত থেকে পালিয়ে বেড়িয়েছি–যারা কিনা আমাকে রিক্রুট করেছিলো তাদের হয়ে কাজ করার জন্য।

"এখন আমাদেরকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে, প্রফেসর," সিনস্কি তাড়া দিয়ে বললো। "জোবরিস্টের প্লেগের উপর...আপনার কি কোনো ধারণা আছে ওটা কোথায়?" তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো মহিলা। "আমাদের হাতে সময় খুব কম।"

ওটা অনেক দূরে, কথাটা বলতে গিয়েও বললো না ল্যাংডন। ব্রুডারের দিকে তাকালো সে। পরিস্থিতি এতো দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে যে ল্যাংডন বুঝতে পারছে না কাকে বিশ্বাস করবে।

সিনস্কি তার দিকে ঝুঁকে আছে এখনও। তার চোখেমুখে উত্তেজনা। "আমাদের কাছে মনে হচ্ছে ঐ জীবাণুটি এই ভেনিসেই আছে। কথাটা কি সত্যি? আমাদেরকে বলুন, ওটা কোথায়, আমরা দ্রুত একটা টিম পাঠিয়ে দেবো।"

ইতস্তত করলো ল্যাংডন।

"স্যার!" অধৈর্য হয়ে বললো ব্রুডার। "আপনি অবশ্যই কিছু একটা জানেন...বলুন, সেটা কোথায়! আপনি কি বুঝতে পারছেন না কি ঘটতে যাচ্ছে?"

"এজেন্ট ব্রুডার!" ধমকের সুরে বললো সিনস্কি। "আপনি থামুন।" তারপর আবার ল্যাংডনের দিকে ফিরে শান্তকণ্ঠে বললো, "আপনার উপর দিয়ে অনেক বিরাট ধকল গেছে, এটা আমি বুঝি। কাকে বিশ্বাস করবেন সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছেন না, জানি।" একটু থামলো সে। স্থিরদৃষ্টিতে তাকালো ল্যাংডনের দিকে। "কিন্তু আমাদের হাতে একদম সময় নেই। আমি বলবো আমাকে বিশ্বাস করুন।"

"ল্যাংডন কি দাঁড়াতে পারে?" নতুন একটি কণ্ঠ জানতে চাইলো।

ছোটোখাটো, রোদে পোড়া এক লোক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বহুল চর্চিত মেজাজে শান্তভাবে ল্যাংডনকে সে দেখলো। তবে ল্যাংডন তার চোখে বিপদ দেখতে পেলো।

ল্যাংডনকে উঠে দাঁড়াতে ইশারা করলো সিনস্কি। "প্রফেসর, এই লোকটার সাথে কাজ করতে আমার কোনো ইচ্ছে ছিলো না কিন্তু পরিস্থিতি এমনই এছাড়া আমার আর কোনো উপায়ও নেই।"

উঠে দাঁড়ালো ল্যাংডন, তারপর কয়েক মুহূর্ত সময় নিয়ে ভারসাম্য ফিরে পেলো।

"আমার সাথে আসুন," লোকটা বললো দরজার দিকে যেতে যেতে। "একটা জিনিস আপনার দেখা দরকার।"

ল্যাংডন জায়গা থেকে নড়লো না। "আপনি কে?"

লোকটা থেমে আঙুল মোচড়াতে লাগলো। "নাম জানাটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আপনি আমাকে প্রভোস্ট বলে ডাকতে পারেন। আমি একটি সংগঠন চালাই...কী আর বলবো, আমরা বিরাট একটি ভুল করে ফেলেছি।"

"আপনি আমাকে কি দেখাতে চাইছেন?" জানতে চাইলো ল্যাংডন।

স্থিরদৃষ্টিতে প্রফেসরের দিকে চেয়ে রইলো সে। "এমন কিছু যা দেখার পর আপনার মনে আর কোনো সন্দেহ থাকবে না আমরা সবাই এখন একই দলে আছি।"

অধ্যায় ৭৮

ছোটোখাটো লোকটিকে অনুসরণ করে কতোগুলো গোলকধাঁধাতুল্য আবদ্ধ করিডোর পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচের ডেকে চলে এলো ল্যাংডন, সিয়েনা আর ইসিডিসি'র সৈনিকেরা।

জাহাজের নীচের ডেকে অসংখ্য কাঁচের কিউবিকল আছে-কিছু কাঁচ ঘোলাটে, কিছু স্বচ্ছ। কিউবিকলগুলোর ভেতরে লোকজন কম্পিউটারে কাজ করছে, টেলিফোনে কথা বলছে। ঐসব কর্মরত লোকজন তাদের দলটিকে দেখে বিস্মিত আর চিন্তিত হয়ে পড়লো। প্রভোস্ট মাথা নেড়ে তাদেরকে আশ্বস্ত করলো যেতে যেতে।

এই জায়গাটা কিসের? যেতে যেতে ল্যাংডন ভাবলো।

অবশেষে তাদেরকে বিশাল একটি কনফারেন্স রুমে নিয়ে এলো প্রভোস্ট। তারা সবাই বসে পড়লে সে বাটন টিপে দিলো, সঙ্গে সঙ্গে হিস হিস শব্দ করে ঘোলাটে হয়ে গেলো কাঁচের দেয়ালগুলো। চমকে উঠলো ল্যাংডন, এরকম জিনিস জীবনে কখনও দেখে নি।

"আমরা কোথায়?" জানতে চাইলো প্রফেসর।

"এটা আমার জাহাজ-*মেন্দাসিয়াম।"*

"মেন্দাসিয়াম?" ল্যাংডন জিজ্ঞেস করলো। "সুইডোলোগোসের লাতিন প্রতিশব্দ যেটি-ছলচাতুরির গ্রিক দেবতা?"

মনে হলো লোকটি মুগ্ধ হয়েছে। "খুব বেশি লোক এটা জানে না।"

এটা জানার জন্য নিশ্চয় নোবেল পুরস্কার পাওয়ার দরকার পড়ে না, ভাবলো ল্যাংডন। মেন্দাসিয়াম হলো একটি রহস্যময় দেবতা যে সমস্ত *সুইডোলগোই*'তে রাজত্ব করে-এই দেবতা বিশেষভাবে পারদর্শী মিথ্যাচার, জালিয়াতি আর বানোয়াট কাজকর্মে।

লাল টকটকে একটি মেমোরি স্টিক বের করে কম্পিউটারে ঢোকালো প্রভোস্ট। ঘরের এককোণে রাখা বিশাল বড় একটি এলসিডি মনিটর সজীব হয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে আর মাথার উপরের বাতিগুলোর আলো কমে এলো।।

ঘরের নীরবতার মধ্যে ল্যাংডন শুনতে পেলো পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। প্রথমে সে ভাবলো বাইরে থেকে ওটা আসছে কিন্তু একটু পরই টের পেলো শব্দটা আসছে স্পিকার থেকে। আস্তে আস্তে মনিটরে একটা ছবি ভেসে উঠলো-পানি চুইয়ে পড়া একটি গুহার দেয়াল। লালচে আলোয় আলোকিত জায়গাটি।

"বারট্রান্ড জোবরিস্ট এই ভিডিওটা তৈরি করেছে," প্রভোস্ট বললো। "সে আমাকে এটা আগামীকাল রিলিজ দিতে বলেছিলো।"

অবিশ্বাস্য নীরবতার মধ্যে ভিডিওটা দেখে গেলো ল্যাংডন। পানির নীচে একটি ফলকে লেখা কথাটা তাকে ভাবিয়ে তুললো :

এই জায়গায়, আজকের তারিখে, এ পৃথিবী বদলে গেছিলো চিরতরের জন্য।

ফলকটিতে স্বাক্ষর করা আছে : বারট্রান্ড জোবরিস্ট।

তারিখটি *আগামীকালের?*

হায় ঈশ্বর! অন্ধকারেই সিনস্কির দিকে তাকালো ল্যাংডন, কিন্তু মহিলা উদাস হয়ে মেঝের দিকে চেয়ে আছে। বোঝাই যাচ্ছে এই ভিডিওটা সে আগেই দেখেছে, জঘন্য জিনিসটা এখন আর দেখার ইচ্ছে নেই।

মনিটরে এবার দেখা যাচ্ছে বাদামি-হলুদ রঙের থলথলে তরলের একটি স্বচ্ছ প্লাস্টিকের ব্যাগ, বেলুনের মতোই সেটা ভাসছে। থলথলে গোলকটি মেজের সাথে তার দিয়ে আঁটকানো।

এটা আবার কী জিনিস? ব্যাগটা ভালো করে দেখলো ল্যাংডন। জ্বলজ্বলে জিনিসগুলো যেনো ব্যাগের ভেতরে আস্তে আস্তে ঘূর্ণিপাক খাচ্ছে...প্রায় যেনো ফুঁসছে।

যখন বুঝতে পারলো ল্যাংডনের দম বন্ধ হয়ে গেলো। *জোবরিস্টের প্লেগ।*

"বন্ধ করুন," বলে উঠলো সিনস্কি।

ছবিটা জমে গেলো পর্দায়।

"আমার মনে হয় আপনি বুঝতে পারছেন এটা কি," বললো সিনস্কি। "প্রশ্ন হলো ওটা কতোক্ষণ কন্টেইন থাকবে?" এলসিডি মনিটরের কাছে গিয়ে স্বচ্ছ ব্যাগের গায়ে ক্ষুদ্র একটি জায়গা দেখালো সে। "দুঃখের বিষয় হলো এটা বলে দিচ্ছে এই ব্যাগটা কি দিয়ে তৈরি। আপনি কি এটা পড়তে পারছেন?"

নাড়িস্পন্দন বেড়ে গেছে ল্যাংডনের, সে ব্যাগটির ম্যানুফেকচারের ট্রেডমার্ক নোটিশটি পড়লো :

Solublon®

"পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ওয়াটার-সলিউবল প্লাস্টিক নির্মাতা," বললো সিনস্কি। "এরা পানির সাথে দ্রবীভূত হয় এমন প্লাস্টিকের ব্যাগ তৈরি করে।"

ভয়ের শীতল একটি প্রবাহ বয়ে গেলো ল্যাংডনের শিরদাড়া বেয়ে। "আপনি বলতে চাচ্ছেন...এই ব্যাগটা পারি সাথে মিশে যাবে?!"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সিনস্কি। "এর নিমার্তার সাথে আমরা যোগাযোগ করেছি, তাদের কাছ থেকেই জেনেছি, বিভিন্ন গ্রেডের প্লাস্টিকের ব্যাগ তৈরি করে

থাকে তারা, দশ মিনিট থেকে দশ সপ্তাহ পর্যন্ত সময়ে এগুলো মিশে যায়, ব্যাপারটা নির্ভর করে প্রয়োগের উপরে। আমাদের কোনো সন্দেহ নেই জোবরিস্ট খুব হিসেবে করেই এটা স্থাপন করেছে পানির নীচে।" একটু থামলো সে। "আমাদের বিশ্বাস, এটা পানির সাথে মিশে যাবে-"

"আগামীকালের মধ্যে," কথার মাঝখানে বলে উঠলো প্রভোস্ট। "আমার ডেস্ক ক্যালেন্ডারে জোবরিস্ট আগামীকালের তারিখেই দাগ দিয়ে গেছিলো। এই তারিখটিই ফলকে লেখা আছে।"

বাকরুদ্ধ হয়ে অন্ধকারে বসে রইলো ল্যাংডন।

"উনাকে বাকিটা দেখান," বললো সিনস্কি।

আবারো সচল হয়ে উঠলো মনিটরের ছবি। ক্যামেরা এবার জ্বলজ্বলে পানি আর গুহার অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কবিতায় যে এই জায়গার কথাই বলা হয়েছে সে ব্যাপারে ল্যাংডনের মনে কোনো সন্দেহ নেই। *যে পুকুরে প্রতিফলিত করে না আকাশের তারা।*

দান্তের নরকের দৃশ্যগুলোর সাথে এই ছবির মিল আছে...ওখানকার নদী কউসিতাস মাটির নীচ দিয়ে প্রবাহিত হয়।

এই জলাধারটি যেখানেই থাকুক না কেন সঙ্কীর্ণ আর আদ্র দেয়ালের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। ল্যাংডনের ধারণা এটা প্রাকৃতিক নয়, মানুষের তৈরি। সে আরো বুঝতে পারলো ক্যামেরা শুধুমাত্র বিশাল জায়গার নির্দিষ্ট একটি অংশই দেখিয়েছে। এটার পক্ষে যুক্তি হলো, দেয়ালে একটি হালকা খাড়া ছায়া পড়েছে, ছায়াটি বেশ চওড়া, কতোগুলো কলামের হতে পারে সেটি।

পিলার, বুঝতে পারলো ল্যাংডন।

গুহার ছাদটা অনেকগুলো পিলারের সাপোর্টে আছে।

এই লেগুনটা কোনো গুহা নয়, এটা বিশাল বড় কোনো ঘর।

ঐ ডুবন্ত প্রাসাদে ঢুকে পড়ো...

সে কোনো কিছু বলার আগেই তার মনোযোগ চলে গেলো মনিটরে। সেখানে দেখা যাচ্ছে গুহার দেয়ালে একটি ছায়ার অবয়ব...মনুষ্যআকৃতির, তবে পাখির ঠোঁটসদৃশ্য নাক আছে।

হায় ঈশ্বর...

ছায়ার অবয়বটি এখন কথা বলছে, তার কণ্ঠ ফ্যাসফ্যাসে, চাপা।

"আমি তোমাদের মোক্ষ। আমি সেই ছায়া।"

পরবর্তী কয়েক মিনিট ল্যাংডন যে ভীতিকর ছবি দেখলো সেটা এ জীবনে কখনও দেখে নি। বোঝাই যাচ্ছে জিনিয়াস বারট্রান্ড জোবরিস্ট প্লেগ ডাক্তারের বেশে হাজির হয়েছে, দান্তের *ইনফার্নো*র রেফারেন্স দিচ্ছে। তার বক্তব্য খুবই

পরিস্কার : মানুষের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রনহীন হয়ে পড়েছে, মানবপ্রজাতির টিকে থাকা এখন দুষ্কর।

পর্দায় কণ্ঠটি বলছে :

"হাতপা গুটিয়ে বসে থাকা মানে দান্তের নরককে স্বাগত জানানো...গাদাগাদি করে, না খেয়ে, পাপে আকণ্ঠ ডুবে যাওয়া। তাই আমি সাহসী একটি পদক্ষেপ নিয়েছি। অনেকে হয়তো ভয়ে আৎকে উঠবে, কিন্তু মূল্য চুকানো ছাড়া কোনো মুক্তি আসে না। একদিন এ দুনিয়া আমার আত্মত্যাগের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারবে।"

জোবরিস্ট যখন প্লেগ মুখোশটি হঠাৎ করে খুলে ফেললো তখন আৎকে উঠলো ল্যাংডন। তার সবুজ চোখের দিকে চেয়ে রইলো সে। বুঝতে পারলো এই সঙ্কটের কেন্দ্রে যে ব্যক্তিটি আছে অবশেষে তার মুখ দেখা হলো তার। জোবরিস্ট এবার খোলাখুলিভাবে তার ভালোবাসার মানুষটির কথা বলছে, তাকে সে প্রেরণাদাত্রী বলে অভিহিত করছে।

"আমি আমার ভবিষ্যৎ তোমার কোমল হাতে তুলে দিলাম। আমার নীচের কাজ সমাপ্ত। এখন সময় এসেছে মাটির উপরে উঠে আসার...আবারো দু'চোখ ভরে দেখবো আকাশের তারা।'

ভিডিওটা শেষ হলে ল্যাংডন বুঝতে পারলো জোবরিস্টের শেষ কথাটি হুবহু দান্তের *ইনফার্নো*র শেষ লাইন।

কনফারেন্স রুমের অন্ধকারে বসে ল্যাংডন আরো বুঝতে পারলো আজ যেসব ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা সে অর্জন করেছে তার সবই একটিমাত্র বাস্তবতায় জমাট বেধেছে এখন।

বারট্রান্ড জোবরিস্ট এখন প্রকাশিত...তার কণ্ঠও উচ্চারিত।

রুমের বাতি জ্বলে উঠলো, ল্যাংডন দেখতে পেলো সবার চোখ তার দিকে নিবদ্ধ।

এলিজাবেথ সিনস্কির অভিব্যক্তি যেনো বরফের মতো জমে আছে, মহিলা দাঁড়িয়ে নার্ভাসভাবে তার নেকলেসে আঙুল বোলাতে লাগলো। "প্রফেসর, আমাদের হাতে একদম সময় নেই। একমাত্র সুখবর হলো এখন পর্যন্ত আমরা কোনো জীবাণু আক্রান্ত রোগী পাই নি, এরকম কোনো কিছু ডিটেক্ট করা হয় নি। তাই ধরে নিচ্ছি পানির নীচে ঐ ব্যাগটি এখনও অক্ষত আছে। কিন্তু সমস্যা হলো ওটা কোথায় খুঁজতে হবে সেটা আমরা জানি না। আমাদের একটাই উদ্দেশ্য, ঐ ব্যাগটা ফেটে যাবার আগেই ওটাকে উদ্ধার করতে হবে। আর এটা করতে হলে ওটার লোকেশন জানা খুবই জরুরি। এছাড়া আমাদের আর কোনো পথ নেই।"

এজেন্ট ব্রুডার উঠে দাঁড়িয়ে ল্যাংডনের দিকে চেয়ে রইলো। "আমরা অনুমাণ করছি আপনি ভেনিসে এসেছেন জোবরিস্টের প্লেগের খোঁজেই। তার মানে আপনি জানতে পেরেছেন ওটা এখানেই আছে।"

ল্যাংডন তার দিকে চেয়ে থাকা ভয়ার্ত মুখগুলো দেখলো। সবাই একটা অলৌকিকের জন্য অপেক্ষা করছে যেনো। তারও ইচ্ছে ভালো কোনো খবর থাকলে সেটা সানন্দে দিতো এদেরকে।

"আমরা ভুল দেশে খোঁজ করছি," বললো ল্যাংডন। "আপনারা যেটা খুঁজছেন সেটা এখান থেকে হাজার মাইল দূরে।"

মেন্দাসিয়াম ঘুরে ভেনিস এয়ারপোর্টের কাছে বন্দরের দিকে যেতে থাকলে ল্যাংডনের ভেতরটাও পাক খেলো। জাহাজের ভেতরে যেনো হট্টগোল শুরু হয়ে গেছে। প্রভোস্ট তার ক্রুদের চিৎকার করে বিভিন্ন কাজের অর্ডার দিচ্ছে। এলিজাবেথ সিনস্কি ফোনে কথা বলছে তার বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ট্রান্সপোর্ট প্লেনের পাইলটের সাথে, তাকে বলছে সে যেনো যতো দ্রুত সম্ভব তার বিমান নিয়ে ভেনিস এয়ারপোর্টে চলে আসে। এজেন্ট ব্রুডার ল্যাপটপ নিয়ে বসে পড়েছে, তারা এখন যেখানে যাবে সেখানে কোনো অ্যাডভান্স টিম পাঠানো যায় কিনা খতিয়ে দেখছে।

অনেক দূরের একটি দেশ।

প্রভোস্ট কনফারেন্স রুমে ফিরে এলো এবার, ব্রুডারকে জরুরি তাগাদা দিলো সে। "ভেনিশিয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আর কিছু শোনা গেছে?"

মাথা ঝাঁকালো ব্রুডার। "কোনো ট্রেস নেই। তারা এখনও খুঁজছে কিন্তু সিয়েনা ব্রুকস উধাও হয়ে গেছে।"

আৎকে উঠলো ল্যাংডন। *তারা সিয়েনাকে খুঁজছে?*

সিনস্কিও ফোন কল শেষ করে তাদের সাথে যোগ দিলো। "তাকে খুঁজে পাওয়া যায় নি?"

মাথা ঝাঁকালো প্রভোস্ট। "আপনি যদি চান তাহলে আমার মনে হয় মেয়েটাকে ধরে আনার জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার উচিত প্রয়োজনীয় ফোর্সের অনুমতি দেয়া।"

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো ল্যাংডন। "কেন?! সিয়েনা ব্রুকস এসবের সাথে মোটেও জড়িত নয়!"

প্রভোস্টের গভীর চোখ দুটো ল্যাংডনের দিকে নিবদ্ধ হলো। "প্রফেসর, মিস ব্রুকসের ব্যাপারে আপনাকে আমার কিছু কথা বলা দরকার।"

অধ্যায় ৭৯

রিয়ালতো ব্রিজের উপর ঘুরে বেড়ানো পর্যটকদের ঠেলেঠুলে পার হয়ে আবারো দৌড় শুরু করলো সিয়েনা ব্রুকস। ফন্দামেন্তা ভিন কাস্তেল্লোর ওয়াকয়ে দিয়ে প্রাণপণে ছুটে চলছে সে।

তারা রবার্টকে ধরে ফেলেছে।

কুয়োর উপর থেকে ক্রিপ্টের নীচে থাকা তার চোখ দুটো সে দেখেছে, সৈনিকেরা জাপটে ধরে রেখেছে তাকে। টেনে হিচরে নিয়ে যাচ্ছে বাতির কুয়োর নীচ থেকে। ঐ লোকগুলো যে তার কাছ থেকে সব তথ্য জেনে নেবে এ ব্যাপারে তার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই।

আমরা ভুল দেশে খোঁজ করছি।

তারচেয়েও বড় ট্র্যাজিক ঘটনা হলো, তাকে যারা ধরেছে তারা কোনো সময় নষ্ট না করেই ল্যাংডনের কাছে পরিস্থিতির সত্যিকারের ধরণটা সম্পর্কে অবহিত করবে।

আমি দুঃখিত, রবার্ট।

সবকিছুর জন্য।

দয়া করে জেনে রেখো, এছাড়া আমার আর কিছু করার ছিলো না।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো সিয়েনা তাকে এইরমধ্যে মিস করতে শুরু করেছে। ভেনিসের এই জনাকীর্ণ লোকারণ্যেও অতিপরিচিত একাকীত্বের অনুভূতিটা তার মধ্যে জেঁকে বসলো।

এটা তার জন্য মোটেও নতুন নয়। সেই শৈশব থেকেই সিয়েনা ব্রুকস নিজেকে এরকম একাকী অনুভব করে আসছে।

অসম্ভব প্রতিভা নিয়ে জন্মানোর পর সিয়েনার মনে হতো সে অদ্ভুত এক দেশে অচেনা এক মানুষ...নিঃসঙ্গ এক পৃথিবীতে কোনো বর্হিজীব যেনো ফাঁদে পড়ে আছে। বন্ধু বানানোর অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু তার প্রতি ওদের মনোভাব আর তামাশাপূর্ণ আচরণ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বন্ধু বানানোর আগ্রহ হারিয়ে ফেলে সে। বড়দের শ্রদ্ধা করার চেষ্টা করেছিলো কিন্তু বেশিরভাগ বয়োজ্যেষ্ঠরাই বয়স্ক শিশু ছাড়া আর কিছু না, তাদের চারপাশের যে জগতটা আছে সেটা বোঝার ব্যাপারে সাধারণ কোনো ধারণাও তাদের ছিলো না, তারচেয়েও বড় কথা কৌতুহল কিংবা এ নিয়ে কোনো চিন্তাভাবনাও ছিলো না তাদের।

আমার মনে হতো আমি শূন্যতার একটি অংশ।

সেজন্যে তাকে শিখতে হয়েছে কিভাবে ভুতে পরিণত হতে হয়। কিভাবে বহুরূপী হতে হয়, পারফর্ম করতে হয়, লোকজনের ভীড়ে মিশে যেতে হয়। শৈশবে তার অভিনয় করার তীব্র বাসনাটির পেছনে আসলে নিজেকে অন্য একজনে বদলে ফেলার আকাঙ্খা ছাড়া আর কিছু ছিলো না।

স্বাভাবিক একজন মানুষে।

শেক্সপিয়ারের *অ্যা মিডনাইট সামার নাইটস ড্রিম*-এ অভিনয় করতে গিয়ে তার দারুণ উপকার হয়, সে বুঝতে পারে কিছু একটার অংশ হতে পেরেছে। বয়স্ক অভিনেতারা বেশ সহযোগীতাপরায়ণ ছিলো। তবে তার এই আনন্দ খুবই ক্ষণস্থায়ী হয়। ওপেনিং নাইটে মঞ্চ ত্যাগ করে সে মুখোমুখি হয় একগাদা মিডিয়ার সামনে, অন্যদিকে তার সহঅভিনেতারা তখন অপেক্ষা করছিলো কখন তাদের মঞ্চে উঠতে হবে।

এখন তারাও আমাকে ঘৃণা করে।

তবে মাত্র সাত বছর বয়সে সিয়েনা নিজের এই বিষন্নতা রোগের চিকিৎসা করার জন্য যথেষ্ট পড়াশোনা করে ফেলে। এ কথা যখন তার বাবা-মাকে বলে তারা থ বনে যায়, ঠিক যেমনটি সিয়েনার প্রতিটি কাজকর্মে তারা হতো। তাসত্ত্বেও মেয়েকে তারা সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যায়। ঐ ভদ্রলোক তাকে অনেক প্রশ্ন করেছিলো, কিন্তু মজার বিষয় হলো এসব প্রশ্ন সে নিজেকে অসংখ্যবার করে ফেলেছে ততোক্ষণে। মনোবিজ্ঞানী তাকে অ্যামিট্রিপটিলাইন আর ক্লোরডিয়াজিপোক্সাইড প্রেসক্রাইব করে।

রেগেমেগে সোফা থেকে উঠে বসে সিয়েনা। "অ্যামিট্রিপটিলাইন?!" প্রতিবাদ করে বলে ওঠে সে। "আমি সুখি হতে চাই–জোম্বিদের মতো জীবন্ত লাশ হতে চাই না!"

মনোবিজ্ঞানী ভদ্রলোক খুবই শান্তভাবে তার রাগের মোকাবেলা করে দ্বিতীয় সাজেশন দেয়। "সিয়েনা, তুমি যদি ওষুধ না খেতে চাও তাহলে ব্যাপারটা সার্বিকভাবে খতিয়ে দেখার চেষ্টা করে দেখতে পারি।" একটু থেমে আবার বলেছিলো সে, "সব শুনে মনে হচ্ছে তুমি নিজেকে নিয়ে এক চিন্তার বৃত্তের ফাঁদে পড়ে গেছো, তুমি ভাবো তুমি এ পৃথিবীর কেউ না।"

"এটা ঠিক," জবাবে বলেছিলো সিয়েনা। "আমি এই চিন্তাটা বাদ দেবার অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু পারি নি!"

ভদ্রলোক শান্তভাবে হেসেছিলো। "অবশ্যই তুমি বাদ দিতে পারবে না। মানুষের পক্ষে চিন্তা না করে থাকাটা শারিরীকভাবেই অসম্ভব ব্যাপার। আত্মা আবেগ চায়, আর এটা বিরামহীনভাবেই সেই আবেগের জ্বালানী সরবরাহ করে–ভালো-মন্দ যাইহোক না কেন। তোমার সমস্যা হলো তোমাকে ভুল জ্বালানী দেয়া হচ্ছে।"

সিয়েনা কখনও কাউকে এভাবে মানুষের মনের ব্যাপারে মেকানিক্যাল টার্মের সাহায্যে কথা বলতে শোনে নি। সঙ্গে সঙ্গে সে কৌতুহলী হয়ে ওঠে। "আমি কিভাবে অন্যরকম জ্বালানী দিতে পারি?"

"তোমার বুদ্ধিবৃত্তিক ফোকাসটা বদলানো দরকার," বলে ডাক্তার। "বর্তমানে তুমি আসলে নিজেকে নিয়েই শুধু ভাবো। তুমি ভাবো কেন তুমি খাপ খাইয়ে নিতে পারো না...তোমার সমস্যা কি।"

"সত্যি," বলেছিলো সিয়েনা। "তবে আমি সমস্যাটি সমাধান করার চেষ্টা করছি। খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা করছি। আমি যদি এটা নিয়ে না-ই ভাবি তাহলে সমস্যার সমাধান করতে পারবো না।"

মুচকি হেসেছিলো ডাক্তার। "আমার বিশ্বাস সমস্যা নিয়ে চিন্তা করাটাই তোমার সমস্যা।" ডাক্তার তাকে উপদেশ দেয় তার উচিত নিজেকে নিয়ে চিন্তা না করে অন্যকে নিয়ে ভাবা, অন্যের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করা...তার চারপাশে যে জগত আছে, তার যেসব সমস্যা আছে সেসবের প্রতি মনোযোগ দেয়া।"

ঠিক তখন থেকেই সব কিছু বদলে গেছিলো।

নিজের সমস্ত শক্তি একত্র করে ভাবতে শুরু করে নিজের জন্য সে মোটেও দুঃখিত নয়...বরং অন্য মানুষের জন্য তার হৃদয় কাঁদে। জনকল্যাণমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে সে। গৃহহীনদের শেল্টারে সুপের ক্যান সরবরাহ আর অন্ধদের জন্য বই পড়ে শোনানোর মতো কাজে নিয়োজিত করে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার হলো যেসব লোকজনকে সে সাহায্য করতে শুরু করে তারা কেউই টের পায় নি সিয়েনা অন্যদের চেয়ে আলাদা। তারা শুধু তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতো।

প্রতি সপ্তাহে বেশ পরিশ্রম করতো সিয়েনা, রাতে ঘুমাতেও পারতো না ঠিকমতো কারণ ততোদিনে সে বুঝে গেছিলো অসংখ্য মানুষ আছে যাদেরকে সাহায্য করা দরকার।

"সিয়েনা, আস্তে!" লোকজন তাকে বলতো। "তুমি একা একা এ পৃথিবীকে বাঁচাতে পারবে না!" *কী ভয়ঙ্কর কথা।*

জনসেবায় নিয়োজিত হবার পর স্থানীয় অনেক হিউম্যানিটারিয়ান গ্রুপের সদস্যদের সাথে তার পরিচয় ঘটে। তারা যখন এক মাসের জন্য ফিলিপাইনে যাবার প্রস্তাব করে তখন সে সানন্দে রাজি হয়ে যায়।

সিয়েনা মনে করেছিলো তারা ওখানকার গ্রামের গরীব কৃষক আর জেলেদের খাদ্য সংস্থানের ব্যবস্থা করবে। সে পড়েছিলো জায়গাটা প্রাকৃতিকভাবে খুবই সুন্দর আর মনোরম। চার দিকে সাগরে ঘেরা একটি দেশ। কিন্তু তাদের দলটি যখন এ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতি শহর ম্যানিলায় গিয়ে হাজির হয় তখন সে ভয় পেয়ে গেছিলো। এরকম চরম দারিদ্র জীবনেও সে দেখে নি।

একজন মানুষ কতোটুই বা করতে পারে?

একজনকে খাওয়াতে গেলে সিয়েনা দেখতো আরো একশ' জন অভুক্ত তার দিকে চেয়ে আছে। ম্যানিলায় ছয় ঘণ্টার ট্রাফিক জ্যাম, দম বন্ধ করা দূষণ আর ঘাবড়ে দেবার মতো সেক্সট্রেড চলতো। এর শিকার বেশিরভাগই অল্পবয়সি ছেলেমেয়ে। তাদের মধ্যে অনেকেরই বাবা-মা বেশ্যার দালালদের হাতে নিজের সন্তানকে তুলে দিতো এ আশায় যে তারা অন্তত দিনে দু'বেলা খেতে পারবে।

এইসব নারকীয় বেশ্যাবৃত্তির ঘটনা, ভিক্ষুক আর পকেটমার সিয়েনাকে একদম প্যারালাইজ করে ফেলেছিলো। তার চারপাশে মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম, আর সেই সংগ্রামে জয়ি হবার জন্য পশুর মতো লড়াই করছে তারা। *তারা যখন বেঁচে থাকার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে...তখন আর মানুষ থাকে না, পশুতে পরিণত হয়।*

সিয়েনার কাছে পুরনো সেই বিষন্নতা নতুন করে ফিরে আসে আবার। হঠাৎ করেই সে বুঝতে পারে মানুষের ভবিষ্যৎ খুবই অন্ধকার–এই প্রজাতি টিকে থাকতে পারবে না।

আমার ধারণা ভুল ছিলো, মনে মনে বলেছিলো সে। *আমি এ পৃথিবী রক্ষা করতে পারবো না।*

উন্মাদের মতো হয়ে উঠলো সিয়েনা। রাস্তায় নেমে উদভ্রান্তের মতো ছুটতে শুরু করলো একদিন। লোকজনের ধাক্কাধাক্কিতে পাগলপ্রায়। তার দম বন্ধ হয়ে এলো। একটু খোলা জায়গার জন্য হাসফাস করতো লাগলো সে।

মানুষের গাদাগাদিতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে!

তাদের মধ্য দিয়ে চলাচল করার সময় বুঝতে পারলো সে একটুও মিশে যেতে পারে নি। ওদের চাইতে তার উচ্চতা অনেক বেশি, সোনালি চুল আর শ্বেতাঙ্গ পরিচয়টি কোনোভাবেই আড়াল করা সম্ভব নয়। লোকজন তার দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগলো যেনো সে নগ্ন হয়ে পথেঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তার পা যখন আর চলতে চাইলো না তখন সে এটাও জানে না কতোটা দূর চলে এসেছে কিংবা কোথায় এসে পড়েছে। চোখের জল মুছে চারপাশটা ভালো করে তাকিয়ে দেখলো এক ধরণের শান্তিটাউন–টিনের ছাদ আর কার্ডবোর্ড দিয়ে তৈরি বস্তিতুল্য একটি এলাকা। তার চারপাশে ক্রন্দনরত বাচ্চা আর মানুষের হাগামুতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বাতাসে তার গন্ধ।

আমি নরকের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়েছি।

"তুরিস্তা," তার পেছন থেকে একটা গম্ভীর কণ্ঠ বলে উঠলো। *"মাগকানো?" রেট কতো?*

সিয়েনা ঘুরে তাকিয়ে দেখে তিন যুবক এগিয়ে আসছে, যেনো নেকড়ের

মতো তাদের মুখের লালা ঝরছে। সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝে যায় বিপদে পড়ে গেছে, চেষ্টা করে ওখান থেকে পালাতে কিন্তু তিন যুবক তাকে ঘিরে ধরে, যেনো শিকারী পশু তার শিকার খুঁজে পেয়েছে।

বাঁচার জন্য চিৎকার দেয় সিয়েনা কিন্তু তাতে কেউ কর্ণপাত করে না। মাত্র পনেরো ফিট দূরে এক বৃদ্ধ মহিলা টায়ারের উপর বসে আছে। চাকু দিয়ে পেয়াজ কাটছে। মহিলা এমনকি সিয়েনার দিকে ফিরেও তাকায় নি।

যুবকেরা যখন তাকে টেনে হিচরে একটা ঝুপরি ঘরের ভেতরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে তখন আতঙ্ক গ্রাস করে তাকে। আপ্রাণ চেষ্টা করে তাদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে কিন্তু শক্তিতে কুলিয়ে উঠতে পারে না। যুবকেরা তাকে চেপে ধরে পুরনো একটি ম্যাট্রেসের উপর।

এক টানে ছিড়ে ফেলে তার শার্ট, তার নরম শরীরে থাবা বসায়। চিৎকার দিলে তারা তার মুখে ছেড়া শার্ট দলা পাকিয়ে ঢুকিয়ে দেয়। দম বন্ধ হয়ে মারা যাবার অবস্থা হয় তার। এরপর তাকে উপুড় করে দেয়।

যারা চরম দুর্দশার মধ্যে থেকেও ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এরকম মূর্খদের প্রতি সব সময়ই এক ধরণের করুণা বোধ করতো সিয়েনা, তারপরও এরকম পরিস্থিতিতে পড়ে সে প্রার্থনা করলো...একেবারে অন্তরের অন্তস্থল থেকে।

হে ঈশ্বর, আমকে শয়তানের হাত থেকে রক্ষা করো।

প্রার্থনা করার সময়ও সে শুনতে পেয়েছিলো লোকগুলো হাসছে। তাদের নোংরা হাত ঘুরে বেড়াচ্ছে তার দেহে, জিন্স প্যান্টটা টেনে নামাতে ব্যস্ত তারা। তাদের একজন তার উপর চড়ে বসলো এ সময়। ঘর্মাক্ত আর ভারি শরীরের একজন, তার ঘাম পড়ছিলো সিয়েনার শরীরের উপর।

আমি একজন কুমারি, ভেবেছিলো সে। *আর আমার সাথে এটা এভাবে হতে যাচ্ছে।*

আচমকা তার উপরে চড়ে বসা লোকটি সটকে পড়লো যেনো, আর্তনাদ করে উঠলো সেইসাথে। সিয়েনা টের পেলো তার পিঠে উষ্ণ তরল গড়িয়ে পড়ছে। পুরো ম্যাট্রেসটা ভিজে গেলো লাল রক্তে।

চিৎ হয়ে সিয়েনা দেখতে পেলো আসলে কী ঘটেছে। চাকু হাতে সেই বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে আছে, পায়ের কাছে পড়ে আছে তার উপরে চড়ে বসা লোকটি। তার পিঠ থেকে গলগল করে রক্ত পড়ছে।

বৃদ্ধা অগ্নিমূর্তি হয়ে বাকিদেরকে হুমকি দিলো, হাতের চাকুটা বাতাসে ছুড়তে লাগলো উদভ্রান্তের মতো, যতোক্ষণ না তিন যুবক পালালো সেখান থেকে।

কোনো কথা না বলে সিয়েনাকে তার জামা-কাপড় পরতে সাহায্য করলো বৃদ্ধা।

“সালামাত,” কান্নাজড়িত কণ্ঠে ফিসফিসিয়ে বললো সে। “ধন্যবাদ আপনাকে।”

বৃদ্ধা নিজের কানে টোকা মারলো, বোঝাতে চাইলো সে বধির।

দু'হাত জড়ো করে চোখ বন্ধ করলো সিয়েনা, মাথাটা নীচু করে সম্মান জানালো বৃদ্ধাকে। কিন্তু চোখ খুলে দেখে মহিলা নেই।

তক্ষুণি ফিলিপাইনস ছেড়ে দেশে ফিরে গিয়েছিলো সিয়েনা, এমনকি দলের বাকিদেরকে বিদায় না জানিয়েই। এই ব্যাপারটা নিয়ে আর কারোর সাথে কোনো কথা বলে নি সে। তার ধারণা ছিলো ব্যাপারটা ভুলে থাকলে আস্তে আস্তে স্মৃতি থেকে মুছে যাবে কিন্তু ঘটলো উল্টোটা। কয়েক মাস পরও রাতের বেলা সে ঘুমাতে পারতো না ঐ ঘটনা মনে করে, কোথাও নিজেকে নিরাপদ মনে করতো না সে। মার্শাল আর্ট শিখে নেয়, *দিম মাক*-এ দক্ষ হয়ে ওঠে দ্রুত। এটা খুবই মারাত্মক একটি আর্ট। তারপরও যেখানেই যেতো মনে করতো সে ঝুঁকির মধ্যে আছে।

তার বিষন্নতা ফিরে এলো আরো দশগুন হয়ে, রাতের বেলায় আর ঘুম আসতো না। মাথার চুল আচড়ালেই চিরুণীতে প্রচুর চুল উঠে আসতে শুরু করে। দিনে দিনে মাথার চুল পড়তে পড়তে প্রায় ন্যাড়া হয়ে যেতে থাকে। সে নিজে নিজেই বের করেছিলো তার এই রোগটা হলো টেলিজেনিক এফ্লাভিয়াম–মানসিক-চাপ সংশ্লিষ্ট একটি অ্যালোপেশিয়া, অর্থাৎ চুল পড়ে যাওয়ার রোগ। আয়নায় যতোবারই নিজের টেকো মাথা দেখতো তার হৃদস্পন্দন বেড়ে যেতো।

আমি দেখতে একেবারে বুড়ি হয়ে গেছি।

শেষ পর্যন্ত উপায় না দেখে সে তার চুল ফেলে দেয়। অন্তত তাকে আর অতোটা বুড়ি দেখাতো না। দেখে মনে হতো সে অসুস্থ। কিন্তু তাকে ক্যান্সার রোগীদের মতো দেখাক এটা চায় নি বলে একটা সোনালি চুলের পনিটেইলের উইগ কিনে আনে। ওটা পরার পর থেকে তাকে আবার তরুণী বলে মনে হতে থাকে।

তবে ভেতরে ভেতরে সিয়েনা ব্রুকস বদলে গিয়েছিলো।

আমি একটি বাতিল মাল।

নতুন জীবনের আশায় সে আমেরিকায় গিয়ে সেখানকার মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের উপর বরাবরই তার আগ্রহ ছিলো, সে আশা করেছিলো একজন ডাক্তার হলে তার নিজের কাছেও মনে হবে মানবতার সেবায় নিয়োজিত হতে পেরেছে...এতে করে তার নিজের যন্ত্রণাও কিছুটা লাঘব হবে।

দীর্ঘ সময় ধরে ক্লাশ হলেও সিয়েনার কাছে এটা খুব সহজই মনে হতো,

তার ক্লাসমেটরা যখন পড়াশোনায় ব্যস্ত সে তখন পার্ট-টাইম অভিনয় করে বাড়তি রোজগার করা শুরু করে। অভিনয়গুলো অবশ্যই শেক্সপিয়ারের কোনো নাটকের ছিলো না তবে ওসব নাটকে অভিনয় করতো বেশ সাচ্ছন্দে, নিজের পরিচয় ভুলে অন্য এক পরিচয়ে ডুবে যেতো খুব সহজে।

যেকোনো একজনে।

বলতে গেলে কথা বলা শুরু করার পর থেকেই সিয়েনা তার পরিচয় বদলানোর চেষ্টা করে গেছে। একজন শিশু হিসেবে সে তার মধ্য নাম ফেলিসিটি পাল্টে সিয়েনা রাখে। *ফেলিসিটি* মানে সৌভাগ্যবান। ভালো করেই জানতো আর যা-ই হোক সে ওটা নয়।

নিজের সমস্যা থেকে মনোযোগ সরিয়ে ফেলো, নিজেকে বলতো সিয়েনা। *এ বিশ্বের সমস্যা নিয়ে ভাবো।*

জনবহুল ম্যানিলার রাস্তায় তার উপর যে আক্রমণ হয়েছিলো সেই ভীতিটা গভীর রেখাপাত করে সিয়েনার মনে। বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে সে চিন্তিত হয়ে পড়ে। ঠিক তখনই জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার বারট্রান্ড জোবরিস্টের কলামগুলো তার চোখে পড়ে। জনসংখ্যা বিষয়ক কিছু প্রস্তাবনা আর তত্ত্ব হাজির করে সে।

লোকটা আসলেই একজন জিনিয়াস, লেখাগুলো পড়ার পর বুঝতে পারে সিয়েনা। তার মনে হয় এই লোকের মতো করে কখনও ভাবে নি সে। এরপর যতোই জোবরিস্টের লেখা পড়তে থাকে ততোই মনে হতে থাকে তার একজন সোল-মেট পেয়ে গেছে। তার আর্টিকেল 'তুমি পৃথিবীকে বাঁচাতে পারবে না' সিয়েনাকে স্মরণ করিয়ে দেয় এ কথাই প্রত্যেকে তার সন্তানদের বলে থাকে...কিন্তু জোবরিস্ট বিশ্বাস করে ঠিক তার উল্টোটা।

তুমি পৃথিবীকে বাঁচাতে পারবে না, জোবরিস্ট লিখেছিলো। *যদি তুমি না করো তাহলে কে করবে? যদি এখনই না করো তাহলে কখন করবে?*

জোবরিস্টের গাণিতিক সমীকরণগুলো ভালোভাবে পড়ে দেখে সিয়েনা, ম্যালথাসীয় বিপর্যয় আর মানবজাতির বিলুপ্তির উপরও প্রচুর পড়াশোনা করে সে। তার বুদ্ধিমত্তা উচ্চস্তরের অনুমাণ-বিশ্লেষণ ভালোবাসে কিন্তু এ ভবিষ্যতের চিত্রটা দেখার পাশাপাশি তার মধ্যে মানসিক চাপও বাড়তে শুরু করে...অঙ্ক দিয়েই এটা প্রমাণ করা যায়...একেবারেই অনিবার্য...এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় নেই।

আর কেউ এই ভবিষ্যৎটা দেখতে পাচ্ছে না কেন?

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারের আইডিয়াগুলো তাকে ভড়কে দিলেও সিয়েনা জোবরিস্টের প্রতি মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তার ভিডিও প্রেজেন্টেশন দেখা, বইপত্র আর কলামগুলো পড়া, কোনো কিছুই বাদ দিতো না। যখন শুনতে পেলো জোবরিস্ট আমেরিকায় এসে বক্তৃতা দেবে তখন সে ঠিক করলো সশরীরে

সেখানে উপস্থিত থাকবে।

আর সেই একটা রাতেই বদলে গেলো তার দুনিয়া।

ঐ রাতে জাদুময় অনুষ্ঠানে গিয়ে তার মুখে ফুটে উঠেছিলো হাসি, যা তার জীবনে খুবই বিরল ব্যাপার...ঐ মুহূর্তগুলোর কথা ল্যাংডন আর ফেরিসের সাথে ট্রেনে করে যাবার সময় সে স্মরণ করেছিলো।

শিকাগোতে। প্রচণ্ড তুষারপাতের সময়।

ছয় বছর আগে জানুয়ারি মাসে...কিন্তু মনে হয় এই তো সেদিনের ঘটনা। বরফের স্তুপ ডিঙিয়ে আমি যাচ্ছিলাম, প্রচণ্ড তুষারপাতের কারণে কলার তুলে দিতে হয়েছিলো। এরকম আবহাওয়া সত্ত্বেও আমি নিজেকে বলেছিলাম, কোনো কিছুই আমার নিয়তি থেকে আমাকে সরাতে পারবে না। আজরাতে মহান বারট্রান্ড জোবরিস্টের কথা শোনার সুযোগটি হাতছাড়া করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই...তাও আবার একান্তে!

এই লোকটি এ পর্যন্ত যা যা লিখেছে তার সবই আমি পড়েছি। আর নিজেকে খুব সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছে মাত্র পাঁচশত জন লোকের মধ্যে আমি আছি বলে। আজকের অনুষ্ঠানের জন্য এই পরিমাণ টিকেটই ছাড়া হয়েছে।

হলে যখন পৌছালাম তখন প্রায় অসাড় হয়ে পড়েছি প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়। ঘরটা প্রায় খালি দেখে একটু ভড়কে গেছিলাম আমি। তার বক্তৃতাটি কি বাতিল করা হয়েছে?! বাজে আবহাওয়ার কারণে শহরের সব কিছুই বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে...এজন্যে কি জোবরিস্ট আজরাতে আসতে পারেন নি?!

তারপরই দেখতে পেলাম উনি সেখানে আছেন।

পর্বতের মতোই অভিজাত ভঙ্গি নিয়ে উঠেছেন মঞ্চে।

উনি অনেক লম্বা...চোখ দুটো উজ্জ্বল সবুজ, যেনো সেই চোখের গভীরতায় এ বিশ্বের সব রহস্য ধরে রেখেছেন। ফাঁকা হলের দিকে তিনি তাকালেন–হাতে গোনা এক ডজনের মতো ভক্ত জড়ো হয়েছে সেখানে–হলটা প্রায় খালি বলে আমি খুব লজ্জিত বোধ করলাম।

ইনি বারট্রান্ড জোবরিস্ট!

উনি আমাদের দিকে যখন তাকালেন তখন সুকঠিন নীরবতা নেমে এলো ঘরে। তারপর কথা নেই বার্তা নেই অট্টহাসিতে ফেঁটে পড়লেন তিনি। তার সবুজ চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে লাগলো। "জাহান্নামে যাক এই ফাঁকা অডিটোরিয়াম।" ঘোষণা দিলেন যেনো। "আমার হোটেল খুব কাছেই। আসুন, সেখানকার বারে চলে যাই!"

উৎফুল্ল ধ্বনি শোনা গেলো, ছোটোখাটো দলটি সানন্দে হোটেলের বারে

রওনা দিলো একসঙ্গে। সবার জন্য মদের অর্ডার দেয়া হলো। জোবরিস্ট আমাদেরকে তার গবেষণা, সেলিব্রেটি হিসেবে তার উত্থানের কাহিনী এবং ভবিষ্যতের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে কথা বলে গেলেন। মদ পরিবেশিত হবার পর পর কথাবর্তার বিষয় বদলে গেলো জোবরিস্টের নতুন ঝোঁক ট্রান্সহিউম্যানিস্ট দর্শনের দিকে।

"আমি বিশ্বাস করি ট্রান্সহিউম্যানিজম মানবজাতির দীর্ঘদিন টিকে থাকার জন্য একমাত্র আশাভরসা," সবাইকে বোঝাতে শুরু করলেন জোবরিস্ট। নিজের শার্ট সরিয়ে $H+$কাঁধে থাকা ট্যাটুটা দেখালেন তিনি। "আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, আমি কতোটা নিবেদিতপ্রান এ বিষয়ে।"

আমার কাছে মনে হচ্ছিলো কোনো রকস্টারের সাথে একান্তে কথা বলছি। কখন কল্পনাও করি নি জেনেটিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এরকম একজন জিনিয়াস এতোটা ক্যারিশমেটিক ব্যক্তি হতে পারেন। জোবরিস্ট যখনই আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন এক অনির্বচনীয় অনুভূতিতে আক্রান্ত হচ্ছিলাম...মনের সুগভীরে থাকা যৌনাকাঙ্খা জেগে উঠেছিলো আমার।

রাত গভীর হতে থাকলে আমাদের দলটি পাতলা হতে শুরু করে। মাঝরাতে আমি আর জোবরিস্ট সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়ি।

"আজকের রাতটার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ," তাকে বলি আমি। মদ্যপানের ফলে একটু ঝিমুনিও চলে এসেছিলো আমার মধ্যে। "আপনি একজন অসাধারণ শিক্ষক।"

"পাম দিচ্ছো?" আমার কাছে ঝুঁকে এসে বললেন জোবরিস্ট। তার হাটুর সাথে আমার হাটু স্পর্শ করলো। "এরকম পাম আমি সবখানেই পাই।"

আমার ঐ কথাটা নিশ্চয় ঠিক ছিলো না, কিন্তু রাতটা ছিলো তুষারপাতের, আমরা শিকাগোর একটি ফাঁকা হোটেলে বসে আছি। মনে হচ্ছিলো পুরো দুনিয়াটা থেমে আছে।

"তাহলে তুমি কি ভাবছো?" বলেছিলেন জোবরিস্ট। "আমার ঘরে মদ নিয়ে বসবো দু'জনে?"

আমি বরফের মতো জমে গেলাম কথাটা শুনে। যেনো বুনো হরিণের বাচ্চা গাড়ির হেডলাইটের আলোর সামনে পড়ে গেছে।

আন্তরিকতার সাথে জোবরিস্ট চোখ টিপলেন। "আচ্ছা, আমাকে অনুমান করতে দাও," চাপাস্বরে বলেছিলেন তিনি। "জীবনে কখনও বিখ্যাত মানুষের সান্নিধ্যে আসো নি।"

আমি আরক্তিম হয়ে উঠলাম। তীব্র আবেগ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা

করলাম–বিব্রত, উত্তেজিত আর ভীত।

"সত্যি বলতে কি," তাকে বলেছিলাম। "আমি আসলে কোনো পুরুষের সাথেই এভাবে একান্তে সময় কাটাই নি।"

মুচকি হেসে আরো কাছে এগিয়ে এলেন জোবরিস্ট। "আমি জানি না তুমি কিসের জন্য অপেক্ষা করে আছো এতোদিন, তবে আমি শুধু বলবো, আমাকে তোমার প্রথমজন করে নাও।"

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার শৈশবের অদ্ভুত যৌনভীতি আর হতাশা নিমেষে উবে গেলো...বরফ-শীতল রাতে যেনো হাওয়া হয়ে গেলো সেসব।

জীবনে প্রথম তীব্র আকাঙ্খার কারণে লজ্জিত বোধ করলাম না।

আমি তাকে চাইলাম।

দশ মিনিট পর আমি জোবরিস্টের হোটেল রুমে। দু'জনেই নগ্ন, একে অন্যের বাহুলগ্ন হয়ে। সময় নিয়ে ধৈর্যসহকারে এগোলো সে। তার আঙুলের স্পর্শ আমার অনভিজ্ঞ শরীরে অনির্বচনীয় এক শিহরণ বয়ে দিলো। এটা আমি বেছে নিয়েছি, সে আমাকে জোর করে নি।

জোবরিস্টের দু'হাতের মধ্যে নিজেকে সপে দিয়ে আমার মনে হচ্ছিলো এ বিশ্বের সবকিছুই ঠিক আছে। তার সঙ্গে বিছানায় শুয়ে থেকে জানালা দিয়ে তুষারপাতের দৃশ্য দেখতে দেখতে ভাবলাম এই মানুষটিকে আমি সর্বত্র অনুসরণ করবো।

অধ্যায় ৮০

মেন্দাসিয়াম-এর উপরের ডেকে পালিশ করা সেগুন কাঠের রেলিংটা শক্ত করে ধরে রেখেছে রবার্ট ল্যাংডন, টলতে থাকা পা দুটোর স্থির রেখে নিঃশ্বাস স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে সে। সমুদ্রের বাতাস আরো বেশি ঠাণ্ডা হয়ে উঠেছে, খুব কাছে ভেনিস এয়ারপোর্টে উঠতে-নামতে থাকা বিমানের গর্জন শোনা যাচ্ছে এখন।

মিস ব্রুকসের ব্যাপারে আপনাকে আমার কিছু কথা বলা দরকার।

তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা প্রভোস্ট আর ডাঃ সিনস্কি চুপ মেরে আছে তবে তারা বেশ উদগ্রীব, তকে ধাতস্থ হবার জন্য সময় দিচ্ছে। নীচের ডেকে তারা যে কথা বলেছে সেটা শুনে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলো ল্যাংডন, তাই মুক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নেবার সুযোগ করে দেয়ার জন্য তাকে এখানে নিয়ে এসেছে তারা।

সমুদ্রের বাতাস খুবই মনোরম কিন্তু ল্যাংডনের মাথা পরিস্কার হলো না। ফ্যালফ্যাল করে সমুদ্র দেখে যাচ্ছে সে। এইমাত্র যা শুনেছে সেগুলো হজম করার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

প্রভোস্টের মতে সিয়েনা আর বারট্রান্ড জোবরিস্ট দীর্ঘদিন ধরে প্রেমিকযুগল ছিলো। এক ধরণের আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রান্সহিউম্যানিস্ট আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলো এরা দু'জন। তার পুরো নাম ফেলিসিটি সিয়েনা ব্রুকস, তবে সে তার কোড-নেম এফএস-২০৮০ ব্যবহার করতো...এটা তার নামের আদ্যক্ষর আর যে বছর তার একশতম জন্মদিন হবে সেটার সমন্বয়ে রাখা হয়েছিলো।

মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা যাচ্ছে না!

"আমি সিয়েনা ব্রুকসকে চিনি ভিন্ন একটি সোর্সের মাধ্যমে," ল্যাংডনকে বলেছিলো প্রভোস্ট। "আমি তাকে বিশ্বাসও করেছিলাম। তাই গত বছর যখন সে আমার কাছে এসে বললো এক ধনাঢ্য ক্লায়েন্ট আমার সাথে দেখা করতে চায় তখন আমি রাজি হয়ে যাই। সেই ক্লায়েন্টটি ছিলো জোবরিস্ট। সে আমার কাছে নিরাপদ একটি আশ্রয় চাইলো যাতে করে তার 'মাস্টারপিস'-এর কাজকর্ম নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে পারে। আমি ধরে নেই এটা কোনো টেকনোলজিক্যাল ব্যাপার হবে, সে চাইছে না কাজটা পাইরেসি হয়ে যাক...কিংবা সে হয়তো অত্যাধুনিক জেনেটিক গবেষণা করছে যা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নীতিমালার পরিপন্থী...আমি তাকে এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন করি নি, কিন্তু বিশ্বাস করুন, কখনও কল্পনাও করতে পারি নি সে আসলে...প্লেগ তৈরি করছে।"

উদাসভাবে চেয়ে থেকে সায় দিয়েছিলো ল্যাংডন...তার বিস্ময়ের সীমা ছিলো না।

"জোবরিস্ট একজন দান্তে ফ্যানাটিক," প্রভোস্ট বলতে থাকে, "সেজন্যে লুকানোর জায়গা হিসেবে সে ফ্লোরেন্সকে বেছে নেয়। আমার সংগঠন তার প্রয়োজনীয় সব কিছু সেটআপ করে দেয় ওখানে—গোপন একটি ল্যাব, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, অনেকগুলো ছদ্মনাম, নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং একজন ব্যক্তিগত অ্যাটাশে, যে তার সবকিছু দেখাশোনা করতো, প্রয়োজনীয় সবকিছু সরবরাহ করতো। জোবরিস্ট কখনও তার নিজের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে নি, জনসম্মুখেও আসে নি, তাই তাকে ট্র্যাকডাউন করাটা অসম্ভব ছিলো। আমরা তাকে ছদ্মবেশ, ভুয়া নাম আর বিকল্প কাগজপত্র সরবরাহ করতাম যাতে করে সে সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে দেশবিদেশ ঘুরে বেড়াতে পারে।" একটু থেমে আবার বলতে শুরু করে প্রভোস্ট। "এটা সে ভালোমতোই সদ্ব্যবহার করেছে, পানিতে দ্রবীভূত হওয়া প্লাস্টিকের ব্যাগটি স্থাপন করার মধ্য দিয়েই বোঝা যায়।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিনস্কি, নিজের হতাশা লুকানোর কোনো চেষ্টা করে নি। "গত বছর থেকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা তাকে কড়া নজরে রাখার চেষ্টা করেছিলো কিন্তু মনে হচ্ছিলো সে যেনো এ পৃথিবী থেকে একেবারে উধাও হয়ে গেছে।"

"এমন কি সিয়েনার কাছ থেকেও সে লুকিয়ে ছিলো," বলে প্রভোস্ট।

"বুঝলাম না?" মুখ তুলে তাকায় ল্যাংডন। "একটু আগে না বললেন তারা দু'জন প্রেমিক-প্রেমিকা ছিলো?"

"অবশ্যই, কিন্তু আচমকা তার সাথেও যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছিলো সে। যদিও সিয়েনা তাকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছিলো কিন্তু মনে রাখবেন আমাদের চুক্তি হয়েছিলো তার সাথে, সুতরাং সে যখন লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যেতে চাইলো তখন বুঝে নিতে হবে এরমধ্যে সিয়েনাও পড়ে। আত্মগোপনে যাবার পর সিয়েনার কাছে একটি বিদায়ি চিঠি লিখেছিলো সে, বলেছিলো সে খুব অসুস্থ, বছরখানেকের মধ্যে মারা যাবে, নিজের করুণ অবস্থা তাকে দেখাতে চাইছে না।"

জোবরিস্ট সিয়েনাকে পরিত্যাগ করেছিলো?

"তার ব্যাপারে জানার জন্য সিয়েনা আমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলো," বলে প্রভোস্ট। "কিন্তু আমি তার কল রিসিভ করি নি। ক্লায়েন্টের চাওয়া-পাওয়াকে আমি সম্মান দেই।"

"দু'সপ্তাহ আগে," সিনস্কি বলতে লাগলো এবার, "জোবরিস্ট ছদ্মনামে ফ্লোরেন্সের একটি ব্যাঙ্কে গিয়ে সেফ-ডিপোজিট বক্স ভাড়া নেয়। ওখান থেকে বের হবার পর পরই আমাদের ওয়াচ-লিস্ট জানতে পারে ব্যাঙ্কের নতুন

ফেসিয়াল-রিকগনিশন সফটওয়্যার বারট্রান্ড জোবরিস্টকে আইডেন্টিফাইড করেছে। আমার টিম সঙ্গে সঙ্গে ফ্লোরেন্সে চলে যায়, ওখানে তার সেফ-হাউজটি খুঁজে বের করতে এক সপ্তাহের মতো সময় লাগে, কিন্তু ওখানে তারা কাউকে খুঁজে পায় নি। তবে সে যে উচ্চমাত্রার প্রাণঘাতি জীবাণু তৈরিতে ব্যস্ত ছিলো সে ব্যাপারে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ওখানে। জীবাণুটি নিয়ে সে সটকে পড়ে অন্য কোথাও।"

একটু থেমেছিলো সিনস্কি। "তাকে খুঁজে বের করার জন্য আমরা মরিয়া হয়ে উঠি। পরের দিন সকালে সূর্য ওঠার আগে আরনো নদীর তীরে তাকে হাটতে দেখে আমাদের লোকজন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধাওয়া করা হয়। তখনই সে বাদিয়া টাওয়ার থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করে।"

"যেভাবেই হোক সে হয়তো এ কাজটা করতোই," যোগ করে প্রভোস্ট। "আগেই বুঝে গিয়েছিলো বেশিদিন বাঁচবে না।"

"দেখা গেলো," সিনস্কি বলে ওঠে, "সিয়েনাও তাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো। কিভাবে যেনো সে টের পেয়ে গেছিলো আমরা ফ্লোরেন্সে অভিযান চালাচ্ছি। সে আমাদের পিছু নেয়। ধরে নেয় আমরা তার অবস্থান জানতে পেরেছি। দুঃখজনক ব্যাপার হলো জোবরিস্ট যখন লাফ দেয় তখন সে ওখানেই উপস্থিত ছিলো।" দীর্ঘশ্বাস ফেললো সিনস্কি। "আমার ধারণা প্রেমিককে ওভাবে মরতে দেখে সে মানসিকভাবে যথেষ্ট ভেঙে পড়েছিলো।"

ল্যাংডন এসব শুনে অসুস্থ বোধ করতে লাগে। এসব কথাবার্তা বুঝতে বেশ বেগ পাচ্ছিলো সে। বর্তমানের এই পরিস্থিতিতে সে কেবলমাত্র সিয়েনাকেই বিশ্বাস করেছিলো। আর এখন কিনা তার সম্পর্কে এসব শুনছে? তারা যা-ই বলে থাকুক না কেন, সিয়েনা যে জোবরিস্টের প্লেগ তৈরি করার মতো কাজকর্মকে সমর্থন দিয়েছে এটা সে বিশ্বাস করতে পারলো না।

নাকি সে সত্যি এসবের সাথে জড়িত?

তুমি কি এ পৃথিবীর অর্ধেক জনসংখ্যা মেরে ফেলবে, সিয়েনা তাকে বলেছিলো, *আমাদের মানবজাতিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য?*

হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে ল্যাংডনের।

"জোবরিস্ট মারা যাবার পর," সিনস্কি বলতে তাকে, "আমি আমার প্রভাব খাটিয়ে ব্যাঙ্ককে বাধ্য করি জোবরিস্টের সেফ-ডিপোজিট বক্সটা খুলে দেখতে। পরিহাসের বিষয় হলো ওটাতে আমার উদ্দেশ্যে লেখা একটি চিঠিও ছিলো...সেইসাথে ছিলো অদ্ভুত একটি ডিভাইস।"

"প্রজেক্টরটি," ল্যাংডন কথা শেষ হবার আগেই বলে দিয়েছিলো।

"একদম ঠিক। চিঠিতে সে লিখেছিলো সে চায় আমি যেনো তার গ্রাউন্ড

জিরো'তে প্রথম ভিজিট করি, আর ওটা তার *ম্যাপ অব হেল* ছাড়া কারো পক্ষেই খুঁজে বের করা সম্ভব হবে না।"

ক্ষুদ্র প্রজেক্টরটিতে বত্তিচেল্লির বিকৃত করা ছবিটা ভেসে উঠলো ল্যাংডনের চোখে সামনে।

প্রভোস্ট বলতে লাগলো, "জোবরিস্টের সাথে আমাদের চুক্তি ছিলো সেফ-ডিপোজিটের ভেতরে থাকা জিনিসটি আমরা যেনো ডাঃ সিনস্কির কাছে ডেলিভারি দেই, তবে সেটা আগামীকাল সকালের আগে নয় কোনোভাবেই। কিন্তু তার আগেই ডাঃ সিনস্কি যখন ওটা পেয়ে গেলেন তখন আমরা বেশ ভড়কে গেছিলাম, ওটা উদ্ধার করার জন্য মাঠে নেমে পড়ি।"

ল্যাংডনের দিকে তাকালো সিনস্কি। "অল্প সময়ে এই ম্যাপটি আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, এটা আমি আগেই বুঝে গেছিলাম। তাই আপনাকে রিক্রুট করি আমাকে সাহায্য করার জন্য। এসব কথা কি আপনার মনে আছে?"

মাথা ঝাঁকালো ল্যাংডন।

"সবার অগোচরে আমরা আপনাকে ফ্লোরেন্সে নিয়ে আসি বিমানে করে, এখানে আপনি অন্য আরেকজন লোকের সাথে দেখা করেন এ কাজে সাহায্য পাবার আশায়।"

ইগনাজিও বুসোনি।

"গতরাতে তার সাথে আপনি দেখা করেন," বলে সিনস্কি। "তারপর থেকে আপনি লাপাত্তা হয়ে যান। আমরা ভেবেছিলাম আপনার কিছু একটা হয়েছে।"

"সত্যি বলতে কি," প্রভোস্ট বলে, "আপনার আসলেই কিছু হয়েছিলো। প্রজেক্টরটি ফিরে পাবার জন্য আমরা ভায়েন্থা নামের আমাদের এক এজেন্টকে মাঠে নামাই। সে এয়ারপোর্ট থেকে আপনার পিছু নিয়েছিলো। কিন্তু পিয়াজ্জা দেল্লা সিনোরিয়া'র আশেপাশে আপনাকে হারিয়ে ফেলে সে।" অসন্তুষ্ট দেখায় তাকে। "আপনাকে এভাবে হারিয়ে ফেলাটা মারাত্মক ভুল ছিলো। ভায়েন্থা এজন্যে সামান্য একটি পাখিকে দায়ি করে।"

"কী বললেন?"

"কবুতরের একটা ডাক। ভায়েন্থার মতে সে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন অ্যালকোভ থেকে আপনার উপর নজর রাখছিলো কিন্তু একদল পর্যটক তার সামনে দিয়ে যাবার সময় নাকি তার মাথার উপর বসে থাকা একটি কবুতর ডেকে ওঠে। এরফলে পর্যটকের দল থমকে দাঁড়ায় ভায়েন্থার সামনে, এই ফাঁকে আপনি উধাও হয়ে যান।" তিক্ততার সাথে মাথা ঝাঁকায়। "যাইহোক, কয়েক ঘণ্টার জন্য সে আপনাকে হারিয়ে ফেলে। অবশেষে আবারো আপনার নাগাল পেয়ে যায় সে–তখন আপনার সাথে আরেকজন লোককে দেখা যায়।"

ইগনাজিও, ভেবেছিলো ল্যাংডন। *নিশ্চয় সে আর আমি তখন মুখোশটি নিয়ে পালাজ্জো ভেচ্চিও থেকে বের হচ্ছিলাম।*

"সে বেশ সফলভাবেই আপনাদের দু'জনকে পিয়াজ্জা দেল্লা সিনোরিয়ার পর্যন্ত অনুসরণ করতে পেরেছিলো কিন্তু আপনারা দু'জন তাকে দেখে দু'দিকে পালিয়ে যান।"

এবার তাহলে বোঝা গেলো, ভেবেছিলো ল্যাংডন। *ইগনাজিও মুখোশ নিয়ে পালায়, হার্ট অ্যাটাকে মারা যাবার আগে সেটাকে লুকিয়ে রাখে ব্যাপ্টিস্ট্রিতে।*

"এরপর ভায়েন্থা মারাত্মক একটি ভুল করে বসে," বলে ওঠে প্রভোস্ট।

"ও আমার মাথায় গুলি করে?"

"না, সে একটু আগেভাগে কাজ করে ফেলেছিলো। আপনি কোনো কিছু জানার আগেই সে আপনাকে ধরে ইন্টেরোগেট করে। আমাদের জানা দরকার ছিলো আপনি ঐ ম্যাপটির মর্মোদ্ধার করতে পেরেছেন কিনা, কিংবা ডাঃ সিনস্কি যা জানতে চান সেটা তাকে জানিয়েছেন কিনা। কিন্তু আপনি কোনো কিছু বলতে অস্বীকার করেন। আপনি বলেন, আপনি মারা গেলেও এটা বলবেন না।"

আমি একটি প্রাণঘাতি প্লেগের খোঁজ করছিলাম! হয়তো ভেবেছিলাম আপনারা মার্সেনারি, একটি জীবাণু অস্ত্র হাতিয়ে নেবার চেষ্টা করছেন!

জাহাজের বিশাল ইঞ্জিনটা হঠাৎ করে উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করলো এবার। এয়ারপোর্টের ডকের কাছে এগিয়ে যেতে লাগলো ধীরগতিতে। দূরে সি-১৩০ বিমানটি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো ল্যাংডন। ফুয়েলিং করছে। ফিউজলেজে লেখা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা।

এ সময় ব্রুডার এসে হাজির হলো, তার চোখেমুখে তিক্ততা। "আমি জানতে পেরেছি গন্তব্যের সবচাইতে কাছাকাছি আমাদের যে টিমটি আছে সেটা ওখানে পৌছাতে পাঁচঘণ্টা লেগে যাবে। তার মানে আমাদেরকেই কাজটা করতে হবে।"

সিনস্কি সঙ্গে সঙ্গে তাড়া দিয়ে বলে উঠলো, "স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে কো-অর্ডিনেট করুন?"

ব্রুডারকে খুশি মনে হলো না। "এখন সেটা করা ঠিক হবে না। এটা আমার সাজেশন। কারণ আমরা এখনও ওটার নির্ভুল লোকেশন জানি না। তাই আমাদের কিছু করার নেই। তাছাড়া এরকম ভয়ঙ্কর জীবাণুর অপারেশনে তাদের কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। তাদেরকে জড়িত করলে ভালোর চেয়ে খারাপই বেশি হবে।"

"প্রিমাম নন নোশেয়ার," মাথা নেড়ে সায় দিয়ে চাপাস্বরে বললো সিনস্কি। চিকিৎসাবিদ্যার মৌলিক একটি নীতির কথা আওড়ালো সে : *প্রথম কথা হলো, ক্ষতি কোরো না।*

"আর শেষ কথা হলো," বললো ক্রুডার, "সিয়েনা ব্রুকসের কোনা খবর পাওয়া যায় নি এখন পর্যন্ত।" প্রভোস্টের দিকে তাকালো সে। "আপনি কি এমন কারোর কথা জানেন যার সাথে সিয়েনা ভেনিসে যোগাযোগ করতে পারে সাহায্য পাবার জন্য?"

"এরকম কারোর সাথে যোগাযোগ করলে আমি মোটেও অবাক হবো না," জবাবে বললো প্রভোস্ট। "সবখানেই জোবরিস্টের শিষ্য রয়েছে, আর আমি যদি সিয়েনাকে চিনে থাকি তাহলে সে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য সব ধরণের রিসোর্সই ব্যবহার করবে।"

"ওকে ভেনিস থেকে বের হতে দেবেন না," বললো সিনস্কি। "ঐ ব্যাগটা বর্তমানে কি অবস্থায় আছে সে সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই নেই। কেউ যদি ওটা খুঁজে পায় তাহলে বিরাট সর্বনাশ ঘটে যাবে। সামান্য একটু স্পর্শ পেলেও ওটা ফেঁটে যাবে, পানির সাথে মিশে যাবে জীবাণু।"

সবাই চুপ মেরে গেলো এ কথা শুনে।

"আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি আরো খারাপ খবর আছে আমার কাছে," বললো ল্যাংডন। "পবিত্র জ্ঞানের স্বর্ণালী মওজিওন।" একটু থামলো সে। "সিয়েনা জানে ওটা কোথায়। সে জানে তাকে কোথায় যেতে হবে।"

"কি?!" আৎকে উঠলো সিনস্কি। "আপনি কিন্তু বলেছিলেন আপনি কী খুঁজে পেয়েছেন সে কথাটা সিয়েনাকে বলার সুযোগই পান নি! আপনি শুধু তাকে বলেছিলেন ভুল দেশে খোঁজ করছেন!"

"সত্যি," বললো ল্যাংডন। "কিন্তু সে জানে এনরিকো দান্দোলোরর সমাধি কোথায় খুঁজতে হবে। ওয়েবে সার্চ দিলেই এটা জেনে যাবে সে। একবার সে দান্দোলোর সমাধির খোঁজ পেলে...ঐ ব্যাগটি খুঁজে পেতে বেশি সময় লাগবে না। কবিতায় বলা আছে, পানির শব্দ অনুসরণ করে ডুবন্ত প্রাসাদে যেতে হবে।"

"অসহ্য!" ক্রুডার রেগেমেগে বলে উঠলো।

"ও আমাদের আগে ওখানে যেতে পারবে না," বললো প্রভোস্ট। "আমরা তার থেকে বেশ এগিয়ে আছি।"

ভারি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সিনস্কি। "আমি নিশ্চিত হতে পারছি না। আমাদের ট্রান্সপোর্ট খুব ধীরগতির, আর মনে হচ্ছে সিয়েনা ব্রুকস খুবই চটপটে একটি মেয়ে।"

মেন্দাসিয়াম ডকে ভিড়ে গেলে ল্যাংডন অস্বস্তির সাথে দূরের রানওয়ে'তে দাঁড়িয়ে থাকা সি-১৩০ বিমানটির দিকে তাকালো। ওটার কোনো জানালা নেই। *এটাতে আমি এরইমধ্যে চড়েছি?* ল্যাংডনের কোনো কিছু মনে করতে পারলো না।

ডকে জাহাজ ভেড়ার সময় মৃদু ঝাঁকি কিংবা জানালাবিহীন আবদ্ধ একটি বিমানে চড়ার আশংকা, যাইহোক না কেন ল্যাংডনের মনে হলো সে বমি করে দেবে।

সিনস্কির দিকে তাকালো সে। "আমার মনে হচ্ছে না আমি বিমানে করে ফ্লাই করতে পারবো। আমার খুব খারাপ লাগছে।"

"আপনি একদম ঠিক আছেন," বললো সে। "এটা ঠিক যে, আজ আপনার উপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে, আর আপনার শরীরে টক্সিনও রয়েছে।"

"টক্সিন?" ভড়কে গিয়ে এক পা পিছিয়ে গেলো ল্যাংডন। "আপনি এসব কী বলছেন?"

সিনস্কি মুখ সরিয়ে নিলো, বোঝাই যাচ্ছে যা বলতে চেয়েছিলো তারচেয়ে বেশিই বলে ফেলেছে। "প্রফেসর, আমি দুঃখিত। দুভার্গ্যক্রমে আমি একটু আগে জানতে পেরেছি মাথার আঘাতটি ছাড়াও আপনার মেডিকেল কন্ডিশন আরেকটু জটিল।"

ব্যাসিলিকায় ঢলে পড়ার পর ফেরিসের বুকে কালচে দাগের ছবিটা ভেসে উঠলো ল্যাংডনের চোখে, সঙ্গে সঙ্গে তীব্র এক ভীতি জেঁকে বসলো তার মধ্যে।

"আমার কি হয়েছে?" জানতে চাইলো সে।

ইতস্তত করলো সিনস্কি, যেনো কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। "আগে প্লেনে উঠুন, তারপর বলছি।"

অধ্যায় ৮১

ফ্রারি চার্চের পুবদিকে অবস্থিত আতেলিয়ার পিয়েত্রো লঙ্গি ভেনিসের ঐতিহাসিক কস্টিউম, উইগ আর অ্যাকসেসরি সরবরাহের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান। তাদের ক্লায়েন্টের তালিকায় রয়েছে বড়বড় ফিল্ম কোম্পানি, থিয়েটার গ্রুপ আর হোমরাচোমরা ব্যক্তিবর্গ, যারা কার্নিভালের সময় এখানকার পোশাক পরে থাকে।

ক্লার্ক মাত্র দরজা বন্ধ করতে যাবে অমনি দেখতে পেলো সোনালি চুলের পনিটেইল করা এক অপরূপ সুন্দরী মেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ঢুকে পড়েছে। দম ফুরিয়ে হাঁফাচ্ছে, যেনো বেশ কয়েক মাইল দৌড়ে চলে এসেছে এখানে। কাউন্টারের সামনে এসে ব্যস্তচোখে তাকাতে লাগলো সে।

"আমি গিওর্গিও ভেঞ্চির সাথে কথা বলতে চাই," দম ফুরিয়ে বললো মেয়েটি।

আমরা সবাই তার সাথে কথা বলতে চাই, মনে মনে বললো ক্লার্ক।

গিওর্গিও ভেঞ্চি–আতেলিয়ার চিফ ডিজাইনার–পর্দার অন্তরাল থেকেই উনার জাদু দেখান, ক্লায়েন্টদের সাথে খুব কমই কথা বলেন, আর যদি বলেনও সেটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া নয়। বিশাল ধনী আর প্রভাবশালী একজন ব্যক্তি হিসেবে গিওর্গিও সব সময়ই নীরবে নিভৃতে থাকতে পছন্দ করেন। খাওয়া-দাওয়া, বিমানে চড়া সবই করেন একা একা। ভেনিসে দিন দিন পর্যটকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে বলে অনুযোগ করেন সব সময়। মানুষের সঙ্গ পছন্দ নয় তার।

"আমি দুঃখিত," বহুলচর্চিত হাসি দিয়ে বললো ক্লার্ক। "সিনর ভেঞ্চি এখানে নেই। এছাড়া আর কোনো সাহায্য করতে পারি আপনাকে?"

"গিওর্গিও এখানেই আছে," দৃঢ়ভাবে বললো সে। "উপরতলায় তার ফ্ল্যাট। আমি বাইরে থেকে বাতি জ্বলতে দেখেছি। আমি তার বন্ধু। তার সাথে দেখা করাটা খুব জরুরি।"

মেয়েটার মধ্যে বেশ তাড়া দেখতে পেলো ক্লার্ক। *বন্ধু? মেয়েটা তো তাই বলছে, নাকি?* আমি কি গিওর্গিওকে আপনার নামটা বলবো?"

মেয়েটি এক টুকরো কাগজ নিয়ে তাতে কিছু অক্ষর আর সংখ্যা লিখলো।

"ওকে এটা দিলেই হবে," কাগজের টুকরোটা ক্লার্কের হাতে দিয়ে বললো সে। "দয়া করে একটু জলদি করবেন। আমার হাতে সময় নেই।"

ক্লার্ক তড়িঘড়ি করে উপরতলায় এসে লম্বা টেবিলের উপর কাগজের টুকরোটা রেখে দিলো, গিওর্গিও উপুড় হয়ে সেলাই মেশিন দিয়ে কাজ করছেন।

"*সিনোর,*" ফিসফিসিয়ে বললো সে। "একজন আপনার সাথে দেখা করতে এসেছে। মেয়েটি বলছে খুব নাকি জরুরি।"

কাজ থেকে চোখ না সরিয়ে, ক্লার্কের দিকে ফিরে না তাকিয়েই কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে পড়লেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তার সেলাই মেশিনটি বন্ধ হয়ে গেলো।

"ওকে এক্ষুণি উপরে পাঠিয়ে দাও," কাগজের টুকরোটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললেন গিওর্গিও।

অধ্যায় ৮২

বিশাল আকারের সি-১৩০ বিমানটি অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে, এটার গন্তব্য দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। ভেতরে রবার্ট ল্যাংডনের দম বন্ধ হয়ে আসছে কোনো জানালা নেই বলে, সেইসাথে মাথার ভেতরে ঘুরতে থাকা অসংখ্য প্রশ্নের কারণে।

মাথার আঘাতটি ছাড়াও, সিনস্কি বলেছিলো তাকে, *আপনার মেডিকেল কন্ডিশন আরেকটু জটিল।*

এ কথা বলার পর মহিলা যখন তার এসআরএস টিমের সাথে জীবাণু উদ্ধারের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো তখন ল্যাংডনের নাড়িস্পন্দর বেড়ে গেছিলো। কাছেই ব্রুডার ফোনে কোনো সরকারী এজেন্সির সাথে সিয়েনার ব্যাপারে কথা বলছে। তাকে লোকেট করার ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে সে।

সিয়েনা...

মেয়েটি যে এসবের সাথে জড়িত সেটা মেনে নিতে এখনও তার কষ্ট হচ্ছে। প্লেনটা আকাশে থিতু হলে প্রভোস্ট নামের ছোটোখাটো লোকটি তার সামনে এসে বসলো। গাল চুলকাতে চুলকাতে ঠোঁট কামড়ালো সে। "ডা: সিনস্কি আমাকে বললেন আপনাকে যেনো সব খুলে বলি...মানে পুরো পরিস্থিতিটা।"

ল্যাংডন বুঝতে পারলো না এ লোকটি সব খুলে বলার পর পরিস্থিতিটা তার কাছে আরো বেশি ঘোলাটে বলে মনে হবে কিনা।

"একটু আগেই বলেছি," প্রভোস্ট বলতে লাগলো, "এসব কিছুর শুরু হয় আমার এজেন্ট ভায়েন্থার একটি ভুল থেকে। সে আগেভাগেই আপনাকে পাকড়াও করে ফেলে। আমরা অবশ্য জানতাম না ডা: সিনস্কির হয়ে আপনি কতোদূর পর্যন্ত এগিয়ে গেছিলেন, কিংবা উনাকে কতোটুকু বলতে পেরেছিলেন। তবে আমরা ভয় পাচ্ছিলাম উনি যদি আমাদের ক্লায়েন্টের প্রজেক্টের লোকেশন সম্পর্কে জেনে যান তো সব নষ্ট করে ফেলবেন। অথচ আমরা তার প্রজেক্টটা রক্ষা করার জন্যই চুক্তিবদ্ধ ছিলাম। সুতরাং তার আগে আমাদেরকে ওটা খুঁজে বের করতে হবে। তাই আপনাকে সিনস্কির বদলে আমাদের হয়ে কাজ করানোর দরকার।" একটু থামলো প্রভোস্ট। "কিন্তু দুভার্গ্যের বিষয় হলো আমরা আমাদের কার্ডগুলো দেখিয়ে ফেলেছিলাম...আর আপনিও আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না।"

"তাই আপনারা আমার মাথায় গুলি করলেন?" রেগেমেগে বললো ল্যাংডন।

"আমরা একটা পরিকল্পনা করলাম যাতে করে আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করেন।"

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো প্রফেসর। "কিভাবে একজন মানুষকে বাধ্য করবেন আপনাদেরকে বিশ্বাস করাতে? বিশেষে করে তাকে কিডন্যাপ করে ইন্টেরোগেট করার পর?"

একটু নড়েচড়ে বসলো প্রভোস্ট। "প্রফেসর, আপনি কি বেনজোডায়াজেপিন্স নামের কেমিকেলের কথা শুনেছেন?"

মাথা ঝাঁকালো ল্যাংডন।

"এটা ব্যবহার করা হয় পোস্ট-ট্রমাটিক ট্রেসের চিকিৎসায়। কেউ যখন প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর আর বাজে ঘটনা কিংবা দুর্ঘটনার শিকার হয়, যেমন যৌননির্যাতন, তখন তার দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতি স্থায়ীভাবে দুর্বল হয়ে যেতে পারে। নিওরো সায়েন্টিস্টরা আজকাল পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেসের রোগীদের উপর এই বেনজোডায়াজেপিন্স ব্যবহার করে। এরফলে রোগীর মনে হয় ঘটনাটা আদৌ ঘটেই নি।"

চুপচাপ শুনে গেলো ল্যাংডন, সে বুঝতে পারছে না এসব কথাবার্তার গন্তব্য কোথায়।

"নতুন স্মৃতি যখন তৈরি হয়," প্রভোস্ট বলতে লাগলো আবার, "তখন সেগুলো প্রথমে জমা হয় স্বল্পকালীন স্মৃতি ভাণ্ডারে, আটচল্লিশ ঘণ্টা পর ওগুলো চলে যায় দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতি ভাণ্ডারে। বেনজোডায়াজেপিন্স ব্যবহার করে স্বল্পকালীন স্মৃতি ভাণ্ডারকে পুরোপুরি রিফ্রেশ করা সম্ভব...দীর্ঘমেয়াদী স্মৃতিতে ওগুলো জমা হবার আগেই মুছে ফেলা যায়। কোনো ভিক্টিমকে তার উপর আক্রমণ কিংবা ঘটনা ঘটার পর পর যদি এটা দেয়া হয় তাহলে তার দীর্ঘ মেয়াদী স্মৃতিতে ঐ ঘটনাটা আর সংরক্ষিত থাকবে না। ফলে ঐ বাজে ঘটনার যে মানসিক চাপ সেটাও থাকবে না। এর একটা মাত্রই কুফল আছে, আর সেটা হলো কয়েক দিনের স্মৃতি হারিয়ে ফেলবে সে।"

লোকটার দিকে অবিশ্বাসে চেয়ে রইলো ল্যাংডন। "আপনি আমাকে অ্যামনেসিয়া দিয়েছেন!"

ক্ষমাসুলভভাবে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললো প্রভোস্ট। "বলতে বাধ্য হচ্ছি, হ্যা। কেমিকেলের সাহায্যে। তবে খুব নিরাপদ পদ্ধতি ছিলো ওটা। মানতেই হচ্ছে এরফলে আপনার স্বল্পমেয়াদী স্মৃতি নষ্ট হয়ে গেছে।" থামলো সে। "আপনাকে যখন মুক্ত করে দেয়া হলো তখন বিড়বিড় করে প্লেগ নিয়ে কী যেনো বলছিলেন, আমরা ধরে নিয়েছিলাম এটা হয়তো ঐ প্রজেক্টরের ছবি দেখার কারণে হচ্ছে। জোবরিস্ট যে প্লেগ তৈরি করেছে সেটা আমাদের কল্পনায়ও ছিলো না।" আবারো থামলো সে। "আপনি বিড়বিড় করে আরো কিছু বলেছিলেন। অনেকটা, 'ভেরি সরি, ভেরি সরি' এ জাতীয় কথা।"

ভাসারি। ঐ সময়ে হয়তো সে প্রজেক্টরের ছবি দেখে *Cerca trova* শব্দটি বের করতে পেরেছিলো। "কিন্তু...আমি তো ভেবেছিলাম আমার অ্যামনেসিয়ার কারণ মাথার আঘাতটি। মানে কেউ আমার মাথায় গুলি করেছিলো।"

মাথা ঝাঁকালো প্রভোস্ট। "আপনাকে কেউ গুলি করে নি, প্রফেসর। আপনার মাথায় কোনো আঘাতও নেই।"

"কি?!" আনমনেই তার হাত চলে গেলো মাথায় সেলাই করা জায়গাটিতে। "তাহলে এখানে সেলাই কেন!"

"এটা ইলিউশনের একটি অংশ। আমরা আপনার মাথায় ছোট্ট একটু জায়গা কেটে আবার সেলাই করে দিয়েছি। যাতে আপনি বিশ্বাস করেন আপনার উপর আক্রমণ করা হয়েছিলো।"

এটা বুলেটের আঘাত না?!

"আমরা চেয়েছিলাম আপনি যখন জ্ঞান ফিরে পাবেন," প্রভোস্ট বললো, "তখন যেনো আপনি বিশ্বাস করেন আপনাকে খুন করার জন্য কেউ চেষ্টা করছে...আপনি খুব বিপদের মধ্যে আছেন।"

"আমাকে আসলেই খুন করার চেষ্টা করেছে কিছু লোক!" চিৎকার করে বলে উঠলো ল্যাংডন। প্লেনের সবাই তার দিকে তাকালো। "হাসপাতালে আমার চোখের সামনে ডাক্তার মারকোনিকে খুন করা হয়েছে ঠাণ্ডা মাথায়!"

"আপনি এমনটিই দেখেছেন," নির্বিকারভাবে বললো প্রভোস্ট। "কিন্তু আসলে ঘটনা ছিলো অন্যরকম। ভায়েন্থা আমার হয়ে কাজ করেছে। এ ধরণের কাজকর্মে তার অসাধারণ দক্ষতা ছিলো।"

"খুনখারাবি করা?"

"না," শান্তকণ্ঠে বললো প্রভোস্ট। "খুনখারাবির নাটক করা।"

দীর্ঘক্ষণ ধরে লোকটার দিকে চেয়ে রইলো ল্যাংডন। তার চোখে ভেসে উঠলো, ডাক্তার মারকোনি বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে মেঝেতে পড়ে কাতরাচ্ছেন। তার বুক থেকে গলগল করে বের হচ্ছে তাজা রক্ত।

"ভায়েন্থার পিস্তলে কোনো বুলেট ছিলো না," বললো প্রভোস্ট। "ওটা দিয়ে আসলে লাল রঙের একধরণের বল বের হতো। যেমনটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে হলিউডের ছবিতে। ডাক্তার মারকোনির বুকে সেই বল লাগার পরই ওটা ফেঁটে লাল রঙ বের হলে আপনি ধরে নিয়েছেন রক্ত বের হচ্ছে। ভালো কথা, উনি আসলে পুরোপুরি ঠিক আছেন।"

চোখ বন্ধ করে ফেললো ল্যাংডন। এসব কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেছে সে। "আর হাসপাতালের রুমটি?"

"দ্রুত বানানো একটি সেট," প্রভোস্ট বললো। "প্রফেসর, আমি জানি এসব কথা হজম করা আপনার জন্য বেশ কষ্টকর। আমাদেরকে খুব তাড়াহুড়ার মধ্যে

কাজ করতে হচ্ছিলো, আর আপনিও একধরণের ঘোরের মধ্যে ছিলেন, তাই খুব নিখুঁতভাবে করার কোনো দরকার ছিলো না। আমরা যা চেয়েছি আপনি জ্ঞান ফিরে তাই দেখেছেন–হাসপাতালের আসবাব, যন্ত্রপাতি, কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রি আর কোরিওগ্রাফি করা আক্রমণের দৃশ্য।"

ল্যাংডনের মাথা ঘুরতে লাগলো যেনো।

"আমার কোম্পানি এটাই করে থাকে," বললো প্রভোস্ট। "ইলিউশন তৈরি করতে আমাদের জুড়ি নেই।"

"আর সিয়েনার ব্যাপারটা কি?" চোখ ডলতে ডলতে বললো ল্যাংডন।

"পরিস্থিতির কারণে তার সাথে আমাকে কাজ করতে হয়েছে। আমার কাছে অগ্রাধিকার ছিলো ক্লায়েন্টের প্রজেক্টটি ডাঃ সিনস্কির হাত থেকে রক্ষা করা। সিয়েনা আর আমি এক্ষেত্রে একই পথের পথিক ছিলাম। সেও চেয়েছিলো তার প্রেমিকের কাজটা যেনো ভালোমতো এগিয়ে যায়। আপনার বিশ্বাস অর্জন করার জন্য সিয়েনা আপনাকে খুনির হাত থেকে রক্ষা করে, আপনাকে নিয়ে পেছনের গলি দিয়ে পালিয়ে যায়। যে ট্যাক্সিতে আপনারা উঠেছিলেন সেটাও আমাদেরই ছিলো। ট্যাক্সির উইন্ডশিল্ড ভাঙা হয়েছিলো রেডিও-কন্ট্রোল্ড গুলি দিয়ে। ট্যাক্সিটা যে অ্যাপার্টমেন্টে আপনাদের নামিয়ে দেয় সেটাও আমরা দ্রুত ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম।"

সিয়েনার নিম্নমানের অ্যাপার্টমেন্ট, ভাবলো ল্যাংডন। এখন বুঝতে পারছে কেন ওটা দেখে তার মনে হয়েছিলো পুরনো ফার্নিচারের দোকান থেকে কিনে আনা আসবাবে সাজানো হয়েছে। আর সিয়েনার তথাকথিত প্রতিবেশীর পোশাক কাকতালীয়ভাবে তার গায়ে ফিট হয়েছিলো কেন সেটাও বোঝা যাচ্ছে এখন।

সব কিছুই ছিলো সাজানো নাটক।

এমনকি সিয়েনার বান্ধবী যে তাকে ফোন করেছিলো সেটাও ছিলো সাজানো।

সিয়েনা, আমি দানিকোভা বলছি!

"আপনি যখন ইউএস কনসুলেটে ফোন করেছিলেন," প্রভোস্ট বললো, "তখন সেটা রিসিভ করেছিলাম *মেন্দাসিয়াম*-এ বসে। নাম্বারটা আমরাই সিয়েনাকে দিয়েছিলাম।"

"আমি কনসুলেটে ফোন করি নি..."

"না, করেন নি।"

যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন, ভুয়া কনসুলেট কর্মচারী তাকে তাগাদা দিয়ে বলেছিলো। *আমি এক্ষুণি আপনার কাছে একজন লোক পাঠাচ্ছি।* এরপরই ভয়েন্থাকে রাস্তার ওপারে দেখে ফেলে সিয়েনা, দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নেয় সে। *রবার্ট, তোমার নিজের দেশের সরকার তোমাকে খুন করতে চাইছে! তুমি*

কোনো কর্তৃপক্ষকে জড়াতে পারো না! তোমার একমাত্র আশা, প্রজেক্টরের ছবিটির মর্মোদ্ধার করা।

প্রভোস্ট আর তার রহস্যময় সংগঠন–সেটা যা-ই হোক না কেন–ল্যাংডনকে সিনস্কির হয়ে কাজ করানো থেকে বিরত করতে পেরেছিলো। তাদের ইলিউশন বেশ সফল বলা যায়।

সিয়েনা আমার সঙ্গে ভালোই চাতুরি করতে পেরেছে, ভাবলো সে। রাগের চেয়ে দুঃখই বেশি হলো তার। মেয়েটির সাথে অল্প সময় থেকেই অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলো। সবচেয়ে হতাশার ব্যাপার হলো সিয়েনার মতো অসম্ভব মেধা আর ভালো মনের একটি মেয়ে কি করে জোবরিস্টের উন্মাদগ্রস্ত চিন্তাভাবনাকে সমর্থন করতে পারলো।

আমি নিশ্চিত, বলেছিলো সিয়েনা তাকে, *কঠিন কোনো পদক্ষেপ না নিলে আমাদের মানবজাতি বিলুপ্তি হয়ে যাবে...হিসেবটা একেবারে তর্কাতীত।*

"আর সিয়েনার আইকিউ সম্পর্কে যে আর্টিকেলগুলো ছিলো?" জিজ্ঞেস করলো ল্যাংডন।

"ওগুলো সব সত্যি," জবাব দিলো প্রভোস্ট। "সবচেয়ে সেরা ইলিউশন তখনই সম্ভব যখন এরমধ্যে বাস্তবতা বেশি থাকবে। আমাদের হাতে খুব বেশি সময় ছিলো না সব কিছু সেটআপ করার জন্য, তাই আমরা সিয়েনার কম্পিউটার, সত্যিকারের জীবনের ফাইলগুলো ব্যবহার করেছি। আমরা ধরে নিয়েছিলাম ওগুলো আপনি খতিয়ে দেখবেন না যদি না খুব বেশি সন্দিহান হয়ে ওঠেন।"

"তার কম্পিউটার ব্যবহার করবো সেটাও নিশ্চয় আশা করেন নি?"

"সত্যি। আর সেজন্যেই আমরা নিয়ন্ত্রণ হারাই। সিয়েনা কখনও ভাবে নি এসআরএস টিম তার অ্যাপার্টমেন্টটি খুঁজে পাবে। তাই সৈনিকেরা তার ওখানে হানা দিলে সে ভড়কে যায়। তখন বাধ্য হয়ে ইম্প্রোভাইজ করতে হয় তাকে। আপনাকে নিয়ে ট্রিকি'তে করে পালিয়ে যায় সে। চেষ্টা করে আমাদের তৈরি ইলিউশনটা বাঁচিয়ে রাখতে। পুরো মিশনটি তালগোল পাকিয়ে গেলে বাধ্য হয়ে ভায়েন্থাকে আমি অস্বীকার করি, যদিও সে প্রটোকল ভেঙে আপনার পেছনে লেগে থাকে।"

"ওই মেয়েটা আমকে প্রায় মেরেই ফেলেছিলো," বললো ল্যাংডন। তার মনে পড়ে গেলো পালাজ্জো ভেচ্চিও'র অ্যাটিকে ভায়েন্থা তার দিকে অস্ত্র তাক করেছিলো। *অল্প সময়ের জন্য একটু যন্ত্রণা হবে...এছাড়া আমার কিছু করার নেই।* কিন্তু গুলি করার আগেই সিয়েনা তাকে ধাক্কা মেরে নীচে ফেলে দিলে মেয়েটি মারা যায়।

শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ফেললো প্রভোস্ট। "আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে ভায়েন্থা আপনাকে সত্যি সত্যি খুন করার চেষ্টা করেছিলো...তার পিস্তলে কোনো বুলেট ছিলো না। আমাদের এখানে তার আগের অবস্থানে ফিরে আসার একমাত্র আশা

ছিলো আপনার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়ার মধ্যেই। সে হয়তো আশা করেছিলো আপনাকে ওভাবে ভুয়া গুলি করে এটা প্রমাণ করতে পারবে যে সে কোনো খুনি নয়।"

একটু থেমে ভেবে নিলো প্রভোস্ট। "সিয়েনা ভায়েন্থাকে খুন করার জন্যই ওটা করেছিলো নাকি তাকে গুলি করতে বাধা দিতে চেয়েছিলো সে ব্যাপারে আমি কোনো অনুমাণ করবো না। আমি বুঝতে শুরু করেছি, সিয়েনাকে আমি চিনতে পারি নি।"

আমিও না, ল্যাংডন একমত পোষণ করলো। যদিও ঐ ঘটনার পর সিয়েনার চোখেমুখে অনুতপ্ত আর অনুশোচনা দেখেছে সে, তাতে করে তার মনে হয়েছে মেয়েটি ইচ্ছে করে স্পাইক চুলের ভায়েন্থাকে হত্যা করে নি।

ল্যাংডনের খুব একাকী মনে হলো নিজেকে...জানালা দিয়ে বহু নীচের পৃথিবী দেখার আশায় তাকালো সে কিন্তু সে কেবল ফিউজলেজের দেয়াল দেখতে পেলো।

আমাকে এখান থেকে বের হতে হবে।

"আপনি কি ঠিক আছেন?" জানতে চাইলো প্রভোস্ট। ল্যাংডনের দিকে চিন্তিতভাবে তাকালো সে।

"না," জবাব দিলো সে। "মোটেও ঠিক নেই।"

সব ঠিক হয়ে যাবে, ভাবলো প্রভোস্ট। *সে তার নতুন বাস্তবতা হজম করার চেষ্টা করছে।*

আমেরিকান প্রফেসরকে দেখে মনে হচ্ছে তাকে যেনো টনের্ডো উড়িয়ে নিয়ে গেছে অজানা কোনো দেশে। কী হয়েছে, কিভাবে হয়েছে কিছুই বুঝতে পারছে না।

কনসোর্টিয়ামের টার্গেট হওয়া ব্যক্তি খুব কমই সাজানো নাটকের পেছনে আসল সত্যিটা বুঝতে পারে, তারা যদি বুঝতে পারে তাহলে প্রভোস্ট কখনই ঘটনার পর সেখানে উপস্থিত হয় না। আজ, ল্যাংডনের বিস্ময়-বিমূঢ় অবস্থা দেখে নিজেকে তার অপরাধী বলে মনে হলো। এ মুহূর্তে বর্তমান সঙ্কটের জন্য তার দায়দায়িত্ব অপরিসীম।

আমি ভুল ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করেছি। বারট্রান্ড জোবরিস্ট।

আমি ভুল মানুষকে বিশ্বাস করেছি। সিয়েনা ব্রুকস।

প্রভোস্ট এখন ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রের দিকে উড়ে যাচ্ছে–সারাবিশ্বে মহাবিপর্যয় ডেকে আনবে যে প্রাণঘাতি প্লেগ সেটার মূল উৎসের দিকে। এসবের পরে সে বেঁচে থাকতে পারলেও তার কনসোর্টিয়াম কোনোভাবেই টিকে থাকতে পারবে না। এ ব্যাপারে তার মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। সীমাহীন অনুসন্ধান আর অভিযোগ উত্থাপিত হবে।

এভাবেই কি আমার সমাপ্তি হবে?

অধ্যায় ৮৩

আমার দরকার বাতাস, ভাবলো রবার্ট ল্যাংডন। *একটি খোলা জায়গা...খোলামেলা একটি দৃশ্য।*

জানালাবিহীন বিমানের ভেতরে বসে থেকে তার মনে হচ্ছে চারপাশটা যেনো তার দিকে চেপে আসছে।

আজ তাকে নিয়ে যে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে গেছে সেটা তাকে মোটেও সাহায্য করছে না এরকম পরিস্থিতিতে। যেসব প্রশ্নের জবাব পায় নি সেগুলো তার মাথার ভেতরে দপদপ করছে...এর বেশিরভাগই সিয়েনাকে নিয়ে।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো মেয়েটাকে সে মিস করছে।

সে আমার সাথে অভিনয় করছিলো, নিজেকে মনে করিয়ে দিলো। *আমাকে ব্যবহার করেছে।*

কোনো কথা না বলে প্রভোস্টের সামনে থেকে উঠে প্লেনের সামনে চলে গেলো ল্যাংডন। ককপিটের দরজাটা খোলাই আছে, ওটার ভেতরে যে প্রাকৃতিক আলো দেখতে পেলো সেটা স্বস্তি দিলো তাকে। পাইলটের অগোচরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থেকে সূর্যের আলো নিজের মুখে মেখে নিলো সে। তার সামনে বিশাল খোলা জায়গাটি যেনো স্বর্গ থেকে আসা *মান্না*র মতো। পরিস্কার নীল আকাশটাকে বেশ শান্তির বলে মনে হচ্ছে...একেবারে চিরস্থায়ী শান্তি।

কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিলো সে, এখনও মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে বিশাল একটি বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে তারা।

"প্রফেসর?" পেছন থেকে শান্ত একটি কণ্ঠ বলে উঠলে ঘুরে তাকালো সে।

চমকে দুয়েক পা পিছিয়ে গেলো ল্যাংডন। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ডা: ফেরিস। তাকে শেষ দেখেছিলো সেন্ট মার্কস ব্যাসিলিকার মেঝেতে পড়ে আছে। শ্বাস নিতে পারছে না। এখন এই বিমানের ভেতরে বেইসবল ক্যাপ পরে আছে, তার মুখে হালকা গোলাপি ক্রিম মাখানো। তার বুক আর ঘাড়ে শক্ত করে ব্যান্ডেজ লাগানো, তার শ্বাসপ্রশ্বাসও একদম আস্তে আস্তে হচ্ছে। ফেরিসের যদি প্লেগ হয়ে থাকে তাহলে মনে হচ্ছে এটা ছড়িয়ে পড়া নিয়ে কেউ চিন্তিত নয়।

"আপনি...বেঁচে আছেন?" লোকটার দিকে চেয়ে বললো ল্যাংডন।

ক্লান্তভাবে মাথা নেড়ে সায় দিলো ফেরিস। "কোনোভাবে আছি আর কি।" তার আচার-আচরণ একেবারে পাল্টে গেছে। এখন অনেক বেশি রিল্যাক্স বলে মনে হচ্ছে তাকে।

"কিন্তু আমি ভেবেছিলাম–" আর বলতে পারলো না সে, থেমে গেলো। "আসলে...বুঝতে পারছি না কী বলবো।"

সহমর্মিতার হাসি দিলো ফেরিস। "আপনি আজ অনেক মিথ্যে কথা শুনেছেন। ভাবলাম আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবো এজন্যে। যেমনটি আন্দাজ করেছেন, আমি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হয়ে কাজ করি না, আর আমি আপনাকে রিক্রুট করার জন্য কেমব্রিজেও যাই নি।"

সায় দিলো ল্যাংডন, এসব কথা শুনে আর অবাক হচ্ছে না। "আপনি প্রভোস্টের হয়ে কাজ করেন।"

"হ্যা। উনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন সিয়েনা এবং আপনাকে জরুরি ভিত্তিতে সাহায্য করার জন্য...মানে এসআরএস টিমের হাত থেকে আপনাকে পালাতে সহযোগীতা করার জন্য।"

"তাহলে বলতেই হচ্ছে আপনি আপনার কাজ ভালোমতোই করতে পেরেছেন," বললো ল্যাংডন। "তাহলে এটাও ঠিক, আপনি কোনো ডাক্তার নন।"

মাথা ঝাঁকালো ভদ্রলোক। "না, তবে আজকে আমি সেই অভিনয়টাই করেছি। আমার কাজ ছিলো সিয়েনাকে সাহায্য করে যাওয়া যাতে করে সে ইলিউশনটা ঠিকমতো বজায় রাখতে পারে, আর আপনিও প্রজেক্টরের মর্মোদ্ধার করতে সক্ষম হন। প্রভোস্টের উদ্দেশ্য ছিলো ডা: সিনস্কির কাছ থেকে জোবরিস্টের সৃষ্টিকর্মটি রক্ষা করা।"

"আপনাদের কোনো ধারণাই ছিলো না ওটা আসলে প্লেগ?" ল্যাংডন এখনও ফেরিসের লালচে গোটা আর ইন্টারনাল ব্লিডিং নিয়ে কৌতুহলী।

"অবশ্যই না! আপনি যখন প্লেগের কথা বললেন তখন আমি ধরে নিয়েছিলাম ওটা আপনাকে বলা সিয়েনার একটি গল্প। মানে আপনাকে মোটিভেট করার জন্য সে এটা বলেছে। তাই আমিও সেটার সাথে তাল মিলিয়ে গেছি। আমরা সবাই ট্রেনে করে ভেনিসে যাওয়ার সময়ই সব বদলে যায়।"

"কিভাবে?"

"প্রভোস্ট জোবরিস্টের উদ্ভট ভিডিওটি দেখে ফেলেছিলেন।"

এটা হতে পারে। "উনি তখন বুঝতে পারেন জোবরিস্ট একজন বদ্ধ উন্মাদ।"

"ঠিক। সঙ্গে সঙ্গে প্রভোস্ট বুঝে যান কনসোর্টিয়াম কতো বড় ভুল কাজের সাথে জড়িয়ে পড়েছে। তিনি খুব আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। জোবরিস্টকে ভালোমতো চেনে এরকম একজন, মানে এফএস-২০৮০-এর সঙ্গে তিনি কথা বলতে চান তখন–জোবরিস্ট আসলে কি করেছে সেটা তার কাছ থেকে জানার জন্য।"

"এফএস-২০৮০?"

"মানে সিয়েনা ব্রুকস। এই কোডনেমটাই সে অপারেশনের জন্য ব্যবহার করেছে। এটা আসলে ট্রান্সহিউম্যানিস্টদের একটি স্টাইল। ওদের অনেকেই এরকম কোড-নেম ব্যবহার করে। আর আমি ছাড়া সিয়েনার সাথে প্রভোস্টের যোগাযোগ করা সম্ভব ছিলো না।"

"ট্রেনে ফোনকলটির কথা বলছেন?" বললো ল্যাংডন। "আপনার অসুস্থ মা।"

"বুঝতেই পারছেন, আমি আপনার সামনে প্রভোস্টের কল রিসিভ করতে পারতাম না। তাই আমি কেবিন থেকে বের হয়ে যাই। উনি আমাকে ভিডিওটার ব্যাপারে বলেন তখন আমিও ভড়কে যাই। উনার ধারণা ছিলো সিয়েনাকে বোকা বানানো হয়েছে, এসবের কিছু জানে না। কিন্তু আমি যখন উনাকে বললাম আপনি আর সিয়েনা প্লেগ নিয়ে কথা বলছেন এবং এই মিশনে ক্ষান্ত দেবার কোনো উদ্দেশ্য তার নেই তখন তিনি বুঝতে পারলেন সিয়েনা আর জোবরিস্ট একসাথেই কাজ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে সিয়েনা হয়ে ওঠে আমাদের শত্রু। তখন আমাকে বললেন আমরা যেনো ভেনিসে একসাথেই থাকি...তিনি একটি টিম পাঠাচ্ছেন সিয়েনাকে গ্রেফতার করার জন্য। এজেন্ট ব্রুডারের টিম সেন্ট ব্যাসিলিকায় তাকে প্রায় ধরেই ফেলেছিলো কিন্তু মেয়েটি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।"

প্লেনের মেঝের দিকে চেয়ে রইলো ল্যাংডন। এখনও তার চোখে ভাসছে পালিয়ে যাবার আগে সিয়েনার বাদামী চোখ দুটো।

আমি দুঃখিত, রবার্ট। সবকিছুর জন্য।

"মেয়েটা খুবই জাঁদরেল," বললো ফেরিস। "আপনি সম্ভবত দেখেন নি ব্যাসিলিকায় সে আমাকে আক্রমণ করেছিলো।"

"আপনাকে আক্রমণ করেছিলো?"

"হ্যা। যখন সৈনিকেরা ওখানে ঢুকে পড়লো তখন আমি চিৎকার করে তাদেরকে জানাতে গেছিলাম সিয়েনার অবস্থান, কিন্তু সে আগেভাগেই টের পেয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সে আমার বুকে আঘাত করে বসে হাত দিয়ে।"

"কি?!"

"আমি বুঝতেই পারি নি আমাকে কি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। ওটা এক ধরণের মার্শাল-আর্টের টেকনিক হবে। দম ফিরে পেতে কয়েক মিনিট লেগে গেছিলো আমার। কি ঘটেছে সেটা কেউ দেখে ফেলার আগেই সিয়েনা আপনাকে নিয়ে বেলকনি থেকে সটকে পড়ে।"

হতভম্ব হয়ে গেলো ল্যাংডন। তার মনে পড়ে গেলো বয়স্ক এক ইটালিয়ান মহিলা সিয়েনার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলছিলো–*"লাই কলপিতো আল পেত্তো!"*–তারপর নিজের বুকের উপর জোরে জোরে ঘুষি দিয়ে কী যেনো বোঝাতে চাইছিলো তাকে। *আমি পারবো না!* জবাবে বলেছিলো সিয়েনা। *সিপিআর দিলে সে মরে যাবে! তার বুকটা দেখুন!*

ঐ ঘটনাটা মনে করতেই ল্যাংডন বুঝতে পারলো সিয়েনা কতো তাড়াতাড়ি চাতুর্যের সাথে ইটালিয়ান বৃদ্ধমহিলার কথাগুলো ভুলভাবে অনুবাদ করেছিলো তার কাছে। *লাই কলপিতো আল পেত্তো* মানে বুকে চাপ দিয়ে হৃদপিণ্ড সচল করার কথা ছিলো না...ওটা ছিলো ক্ষুব্ধ অভিযোগ : *তুমি তার বুকে ঘুষি মেরেছো!*

ঐ সময়ে তুমুল হট্টগোলের মধ্যে ল্যাংডন এটা খেয়ালই করে নি।

তিক্ত হাসি দিলো ফেরিস। "আপনি হয়তো শুনেছেন, সিয়েনা ব্রুকস দারুণ বুদ্ধিমতি এক মেয়ে।"

সায় দিলো ল্যাংডন। *জানি।*

সিনস্কির লোকজন আমাকে *মেন্দাসিয়াম*-এ নিয়ে এসে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে। প্রভোস্ট আমাকে তাদের সঙ্গে আসতে বলে ইন্টেল সাপোর্ট পাবার জন্য, কারণ আপনি ছাড়া আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে সিয়েনার সাথে আজ ছিলাম।"

আবারো সায় দিলো ল্যাংডন। লোকটার লালচে গোটা দেখে বললো, "আপনার মুখে...আর বুকে যে দাগগুলো আছে...ওগুলো ..."

"প্লেগ কিনা?" হাসতে হাসতে মাথা ঝাঁকালো ফেরিস। "আমি জানি না আপনাকে কথাটা বলা হয়েছে কিনা, আসলে আজকে আমি দু দু'জন ডাক্তারের ভূমিকায় অভিনয় করেছি।"

"কী বললেন?"

"আপনি যখন আমাকে ব্যাপ্টিস্ট্রিতে প্রথম দেখলেন তখন বলেছিলেন আমাকে কেমনজানি চেনা চেনা লাগছে।"

"হ্যা। আসলেই তাই লাগছিলো। মানে আপনার চোখ দুটো দেখে মনে হয়েছিলো আমার। আপনি বলেছিলেন কেমব্রিজে গিয়ে আপনি নাকি আমাকে রিক্রুট করেছিলেন..." একটু থামলো ল্যাংডন। "এখন অবশ্য বুঝতে পারছি ওটা সত্যি ছিলো না..."

"আমাকে দেখে আপনার চেনা চেনা লাগছিলো কারণ এর আগেই আমার সাথে আপনার দেখা হয়েছিলো, তবে সেটা কেমব্রিজে নয়।" একটু থামলো সে, ল্যাংডন ব্যাপারটা ধরতে পেরেছে কিনা দেখার জন্য। "আসলে আজ সকালে

আপনি যখন হাসপাতালে জ্ঞান ফিরে পেলেন তখন আমাকেই প্রথম দেখেছিলেন।"

হাসপাতালের ছোট্ট ঘরটা তার চোখে ভেসে উঠলো। জ্ঞান ফিরে পাবার পর তার মাথাটা ঝিমঝিম করছিলো, চোখেও কেমন ঝাপসা দেখছিলো, তবে তার স্পষ্ট মনে আছে একজন বৃদ্ধ, দাড়িওয়ালা আর মোটা ভুরুর ইটালিয়ান ডাক্তারকে সে দেখেছিলো চোখের সামনে।

"না," জোর দিয়ে বললো ল্যাংডন। "আমি প্রথমে দেখি ডাক্তার মারকোনিকে–"

"স্কুজি, প্রফেসর," লোকটি নিখুঁত ইতালিতে বলে উঠলো। *"মা নন সি রিকোর্দা দি মি?"* বৃদ্ধদের মতো একটু কুঁজো হয়ে দেখালো সে। কল্পিত দাড়িতে হাত বোলালো। *"সোনো ইল দোত্তোর মারকোনি।"*

ল্যাংডনের মুখ হা হয়ে গেলো। "ডাক্তার মারকোনি...আপনিই ছিলেন?"

"এজন্যেই আমার চোখ দেখে আপনার মনে হয়েছিলো চেনা চেনা। এর আগে কখনও নকল দাড়ি আর ভুরু লাগাই নি তাই কোনো ধারণাই ছিলো না ওগুলোতে কেমন অ্যালার্জি হতে পারে। ফলাফল তো দেখতেই পাচ্ছেন। আমি নিশ্চিত, আমাকে প্রথম যখন দেখলেন বেশ ঘাবড়ে গেছিলেন...হয়তো প্লেগের কথা ভেবেই ভড়কে গিয়ে থাকবেন।"

লোকটার দিকে চেয়ে রইলো ল্যাংডন। বোঝার চেষ্টা করলো আসলেই সে ডাক্তার মারকোনি ছিলো কিনা।

"পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়," বুকের ব্যান্ডেজের দিকে ইশারা করলো এবার, "ভায়েন্থার রঙের-গুলিটা যখন ছোড়া হয় তখন আমি ঠিকমতো পজিশন নিতে পারি নি, ফলে বেকায়দা লেগে গেলে আমার পাঁজরের একটি হাঁড় ভেঙে যায়। সে কারণে সারাটা দিন আমার শ্বাসকষ্ট হচ্ছিলো।"

আর আমি কিনা ভেবেছি আপনার প্লেগ হয়েছে।

লোকটা গভীর করে শ্বাস নিলে ভুরু কুচকে ফেললো। "সত্যি বলতে কি, আমার মনে হচ্ছে আমাকে এখন বসতে হবে আবার।"

চলে যাবার সময় ল্যাংডনের পেছনে ইঙ্গিত করে সে বললো, "মনে হচ্ছে আরেকজন আপনার সাথে এখন কথা বলবে।"

ল্যাংডন ঘুরে দেখতে পেলো ডাঃ সিনস্কি কেবিন থেকে তার দিকে এগিয়ে আসছে। তার লম্বা সাদা-চুল দুলছে। "এই যে প্রফেসর, আপনি এখানে!"

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ডিরেক্টরকে বেশ ক্লান্ত মনে হলেও অদ্ভুত রকমের আশান্বিত বলেও মনে হচ্ছে। *সে কিছু খুঁজে পেয়েছে।*

"সরি, আপনাকে একা রেখে চলে যেতে হয়েছিলো," ল্যাংডনের পাশে এসে

বললো সে। "আমরা কো-অর্ডিনেটিং আর কিছু রিসার্চ করেছি।" ককপিটের খোলা দরজার দিকে ইশারা করলো। "মনে হচ্ছে সূর্যের আলো গায়ে মাখছেন?"

কাঁধ তুললো ল্যাংডন। "আপনার প্লেনের জানালা থাকা দরকার।"

মুচকি হাসলো সে। "আশা করি প্রভোস্ট আপনাকে পুরো ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছে?"

"হ্যা, যদিও এসব শুনে আমার মোটেও ভালো লাগে নি।"

"আমারও ভালো লাগে নি," আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো কেউ তাদের কথা শুনছে কি না। "আমার কথা শুনে রাখুন," ফিসফিসিয়ে বললো এবার, "তার এবং তার সংগঠনের খবর আছে। আমি এটা এমনি এমনি ছেড়ে দেবো না। এ মুহূর্তে আমাদের একটাই কাজ, প্লেগের ঐ কন্টেইনারটা পানিতে মিশে যাবার আগে খুঁজে বের করা।"

অথবা সিয়েনা ওখানে গিয়ে পানিতে মেশানোর কাজটা করার আগেই যেতে হবে।

"দান্দোলোর সমাধিটি যেখানে অবস্থিত সেই ভবন সম্পর্কে আপনার সাথে আমার কিছু কথা বলা দরকার।"

অসাধারণ স্থাপত্যের ভবনটির ছবি ভেসে উঠলো ল্যাংডনের চোখে, কখনও ভাবে নি এরকম একটি ঘটনার জন্য তাকে ওখানে যেতে হবে। *পবিত্র জ্ঞানের মওজিওন।*

"আমি একটু আগে খুবই চাঞ্চল্যকর কিছু তথ্য জানতে পেরেছি," বললো সিনস্কি। "ওখানকার এক ইতিহাসবিদের সাথে ফোনে কথা বলছিলাম। উনি অবশ্য জানেন না আমরা দান্দোলোর সমাধির ব্যাপারে কেন এতো খোঁজখবর নিচ্ছি। তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ঐ সমাধির নীচে কি আছে। আন্দাজ করতে পারেন সে কি জবাব দিয়েছে," মুচকি হাসলো সে। "পানি।"

অবাক হলো ল্যাংডন। "তাই নাকি?"

"হ্যা। ভবনটির নীচের স্তর নাকি পানিতে পরিপূর্ণ। কয়েক শ' বছর ধরে ভবনটির নীচে পানির স্তর বেড়ে গিয়ে অন্ততপক্ষে দুটো স্তর ডুবিয়ে দিয়েছে। তিনি বলেছেন ওখানে অবশ্যই কিছুটা ফাঁপা জায়গা আর বাতাসের পকেট রয়েছে।"

হায় ঈশ্বর। জোবরিস্টের ভিডিওটার কথা মনে পড়ে গেলো ল্যাংডনের, অদ্ভুত একটি ভূগর্ভস্থ গুহা, স্যাঁতস্যাঁতে দেয়াল আর আধিভৌতিক আলো। দেয়ালে পিলারের ছায়া। "ওটা পানিতে ডুবে যাওয়া একটি ঘর।"

"ঠিক ধরেছেন।"

"কিন্তু জোবরিস্ট ওখানে কিভাবে যেতে পারলো?"

সিনস্কির চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠলো এবার। "এটা খুবই বিস্ময়কর একটি ঘটনা। আমরা একটু আগে কি জানতে পেরেছি সেটা আপনি বিশ্বাসও করতে পারবেন না।"

ঠিক এই মুহূর্তে ভেনিসের উপকূল থেকে এক মাইলেরও কম দূরে লিডো নামের একটি দ্বীপে সেসনা সিটেশন বিমানটি নিসেলি এয়ারপোর্টের টারমার্ক ছেড়ে গোধূলীর আকাশে উড়ে গেলো।

এই জেটটির মালিক খ্যাতনামা ডিজাইনার গিওর্গিও ভেঞ্চি বিমানে নেই তবে তিনি তার পাইলটদেরকে অর্ডার দিয়েছেন বিমানের একমাত্র যাত্রি সুন্দরী আকর্ষণীয় তরুণী যেখানে যেতে চাইবে সেখানেই যেনো নিয়ে যাওয়া হয় তাকে।

অধ্যায় ৮৪

প্রাচীন বাইজান্টাইন রাজধানীর উপর রাত নেমে এসেছে।

মারমারা সমুদ্রের তীর জুড়ে ফ্লাডলাইটগুলো জ্বলে উঠতেই স্কাইলাইনের চকচকে মসজিদ আর মিনারগুলো আলোকিত হয়ে উঠেছে এক এক করে। এখন *আকসাম*-এর সময়, শহর জুড়ে থাকা মসজিদ থেকে ভেসে আসছে প্রার্থনার আহ্বান জানানো আযানের ধ্বনি।

আল্লাহু আকবার হবে।

আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ!

[মূল বইয়ে ড্যান ব্রাউন ভুলবশত আজানের প্রথম লাইন হিসেবে *'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'* দিয়েছিলেন, ব্যাপারটি মারাত্মক ভুল বলে সংশোধন দেয়া হলো–অনুবাদক মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন]

ধর্মবিশ্বাসীরা মসজিদে ছুটে গেলেও শহরের বাকি সবাই সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করছে না। হৈহল্লা করতে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিয়ার খেয়ে মাতাল, ব্যবসায়ীরা নিজেদের প্রতিষ্ঠান বন্ধ করতে শুরু করে দিয়েছে, মসলা আর কার্পেটের হকাররা এখনও বিক্রিতে ব্যস্ত। পর্যটকের দল সব কিছুই বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে দেখে যাচ্ছে।

এটি বিভক্ত একটি দুনিয়া, বৈপরীত্বের একটি শহর–ধার্মিক, সেকুলার, প্রাচীন, আধুনিক, পূর্ব আর পশ্চিম। এমনকি ভৌগলিকভাবেও ইরোপ-এশিয়ার মাঝখানে জুড়ে রয়েছে এর সীমানা। এই চিরসবুজ শহরটি আক্ষরিক অর্থেই প্রাচীনকাল আর মধ্যযুগের সাথে সেতুবন্ধ গড়ে তুলেছে।

ইস্তাম্বুল।

বর্তমানে এটি তুরস্কের রাজধানী না হলেও শত শত বছর ধরে তিন তিনটি সাম্রাজ্যের প্রাণন্দ্রে হিসেবে ছিলো এই শহরটি–বাইজান্টাইন, রোমান আর অটোমান। একারণে ইস্তাম্বুল ঐতিহাসিকভাবে এ পৃথিবীর সবচাইতে বৈচিত্রপূর্ণ একটি শহর। টপকাপি প্রাসাদ থেকে নীল মসজিদ আর সাত মিনারের দূর্গের এই শহরটি যুদ্ধবিগ্রহ, বিজয় আর পরাজয়ের রূপকথায় সমৃদ্ধ।

আজ রাতে ব্যস্ত আর ঘনবসতি শহরের আকাশে একটি সি-১৩০ বিমান প্রবেশ করে কামাল আতাতুর্ক বিমানবন্দরে অবতরণ করার জন্য ছুটে চললো। প্লেনের ককপিটে রবার্ট ল্যাংডন পাইলটের পেছনে একটি সিটে বসে সিটবেল্ট বেধে নিয়েছে। উইন্ডশিল্ড দিয়ে তাকিয়ে দেখলো সে। জানালার পাশে বসতে পেরে যারপরনাই স্বস্তি পাচ্ছে।

এখন বেশ ফুরফুরে লাগছে তার। একটু আগে খাবার খেয়ে প্লেনের পেছনের সিটে টানা একঘণ্টা ঘুমিয়ে নিয়েছে। এটা খুব দরকার ছিলো তার।

উপর থেকে কালচে রঙে মারমারা সাগরের উপর শিয়ংয়ের আকৃতির দ্বীপতুল্য আর জ্বলজ্বলে আলোর ইস্তাম্বুল দেখতে পেলো ল্যাংডন। এটা ইউরোপিয় অংশ, অন্ধকারাচ্ছন্ন আঁকাবাঁকা একটি রিবন দিয়ে এশিয়ান অংশ থেকে বিভক্ত।

বসফরাস প্রণালী।

এক ঝলক দেখলে মনে হবে বসফরাস প্রণালীটি কাটা দাগের মতো ইস্তাম্বুলের বুক চিরে শহরটাকে দু'ভাগে ভাগ করে ফেলেছে। যদিও ল্যাংডন জানে এই প্রণালীটি ইস্তাম্বুলের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র। বসফরাস প্রণালী দিয়ে জাহাজ ও নৌযান খুব সহজেই ভূ-মধ্যসাগর থেকে কৃষ্ণসাগরে চলে যেতে পারে। প্রণালীটি কাজ করে দুই বিশ্বের মধ্যেকার সংযোগ হিসেবে।

কুয়াশা ভেদ করে বিমানটি অবতরণ করতে থাকলে ল্যাংডন নীচের দিকে চেয়ে দেখলো যে জায়গার খোঁজে তারা এখানে এসেছে সেটা দেখা যায় কিনা।

এনরিকো দান্দোলোর সমাধিক্ষেত্র।

তারা এখন জেনে গেছে বিশ্বাসঘাতক ডওজ এনরিকো দান্দোলোকে ভেনিসে সমাহিত করা হয় নি, তাকে সমাহিত করা হয়েছিলো ১২০২ সালে যে ভূ-খণ্ডটি জয় করেছিলেন সেখানকার মাটিতে। উপযুক্তভাবেই তার করায়ত্ত করা শহরের সবচেয়ে চোখ ধাঁধানো ধর্মীয়স্থানেই তাকে চিরশায়িত করা হয়েছে–ভবনটি আজো আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় এটি এ অঞ্চলের মাথার মুকুট।

হাজিয়া সোফিয়া।

৩৬০ খৃস্টাব্দে এটি প্রথম নির্মাণ করা হয় ইস্টার্ন অর্থোডক্স ক্যাথেড্রাল হিসেবে, ১২০৪ সালে চতুর্থ ক্রুসেডের সময় এনরিকো দান্দোলো শহরটি জয় করে নিলে এটিকে ক্যাথলিক চার্চে রূপান্তর করা হয়। পনেরো শতকের শেষের দিকে ফাতিহ সুলতান মেহমেদ তৎকালীন কন্সট্যান্টিনোপল জয় করে নিলে এটিকে তিনি মসজিদে রূপান্তর করেন। ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত এটি মুসলমানদের প্রার্থনাস্থল হিসেবেই টিকে ছিলো, তারপর এটিকে সেকুলারাইজ করে জাদুঘরে পরিণত করা হয়।

পবিত্র জ্ঞানের স্বর্ণালী মওজিওন, ভাবলো ল্যাংডন।

কেবল যে সেন্ট মার্কসের চেয়ে বেশি স্বর্ণের টাইলস আছে বলেই হাজিয়া সোফিয়াকে এ নামে ডাকা হয় তা নয়, বরং আক্ষরিক অর্থেই হাজিয়া সোফিয়া মানে 'পবিত্র জ্ঞান।'

বিশালাকারের ভবনটি ল্যাংডনের চোখের সামনে ভেসে উঠলো, এর নীচে

অন্ধকার জলাধারে ভাসছে একটি জীবাণু ভর্তি ব্যাগ, আস্তে আস্তে সেটা পানির সাথে মিশে যাবার জন্য অপেক্ষা করছে। আর তারপরই ওটার ভেতরে যে মারাত্মক জিনিস আছে সেগুলো ছড়িয়ে পড়বে দ্রুত।

মনে মনে প্রার্থনা করলো সে, তাদের যেনো খুব বেশি দেরি না হয়ে যায়।

"ভবনটির নীচের স্তর পুরোপুরি পানিতে নিমজ্জিত," একটু আগে সিনস্কি বলেছিলো তাকে। তারপর তার সাথে প্লেনের ভেতরে একটি কেবিনে আসতে বলে। "আপনি বিশ্বাসই করতে পারবেন না, একটু আগে আমরা কি আবিষ্কার করেছি। আপনি গকসেল গুলেনসয় নামের এক লোকের ডকুমেন্টারি ফিল্মের কথা শুনেছেন?"

মাথা ঝাঁকায় ল্যাংডন।

"হাজিয়া সোফিয়ার উপর রিসার্চ করার সময়," সিনস্কি বলে, "আমি জানতে পারি এর উপরে একটি ডকুমেন্টারি তৈরি করা হয়েছিলো। এটা কয়েক বছর আগের ঘটনা।"

"হাজিয়া সোফিয়া নিয়ে কয়েক ডজন ফিল্ম বানানো হয়েছে।"

"হ্যা, কিন্তু কোনোটাই এটার মতো নয়।" কেবিনে এসে পড়ে তারা। সিনস্কি নিজের ল্যাপটপটি ঘুরিয়ে দেয় তার দিকে যাতে সে দেখতে পারে। "পড়ুন।"

চেয়ারে বসে আর্টিকেলটার উপর চোখ বোলায় ল্যাংডন–*হুরিয়েট ডেইলি নিউজ* নামের একটি পত্রিকায় ছাপানো প্রবন্ধ–গুলেনসয়ের নতুন ফিল্ম নিয়ে আলোচনা : *হাজিয়া সোফিয়ার গভীরে।*

লেখাটা পড়তে গিয়েই ল্যাংডন বুঝে ফেলে সিনিস্কি কেন এতো উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। লেখাটার প্রথম দুটো শব্দই ল্যাংডনকে অবাক করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিলো। সে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পরিচালকের দিকে তাকায়। *স্কুবা ডাইভিং?*

"আমি জানি," বলেছিলো সিনস্কি। "পুরোটা পড়ুন।"

আর্টিকেলের দিকে আবার চোখ রাখে সে।

হাজিয়া সোফিয়ার নীচে স্কুবা ডাইভিং : ডকুমেন্টারি ফিল্মমেকার গকসেল গুলেনসয় আর তার স্কুবা টিম ইস্তাম্বুলের সবচেয়ে বিখ্যাত ধর্মীয় স্থাপত্যের একশ' ফুট নীচে জলমগ্ন একটি স্তরের সন্ধান পেয়েছে।

এই অভিযানে তারা অসংখ্য স্থাপত্য বিস্ময়ও আবিষ্কার করেছে, যার মধ্যে রয়েছে ৮০০ বছরের পুরনো শহীদ শিশুদের জলমগ্ন কবরস্থান এবং ডুবন্ত কিছু টানেল, যার সাথে হাজিয়া সোফিয়ার সাথে টপকাপি প্রাসাদ, টেকফুর প্রাসাদের সংযোগ রয়েছে। গুজব আছে, এনেমাস ডানগিওন-এর একটি ভূ-গর্ভস্থ বাড়তি

অংশও আছে এরমধ্যে।

"আমি বিশ্বাস করি হাজিয়া সোফিয়ার নীচে যা আছে সেটা উপরের চেয়ে কোনো অংশে কম উত্তেজনাকর নয়," গুলেনসয় বলেছেন, বহু আগে এক অভিযাত্রিদলের তোলা ছবি দেখে কিভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে হাজিয়া সোফিয়ার নীচে জলমগ্ন স্তর এবং আংশিকভাবে পানিতে ডুবে থাকা একটি বিশাল হলের সন্ধান পেয়েছেন সেটা বিবৃত করেছেন তিনি।

"আপনি একেবারে সঠিক ভবনটিই খুঁজে বের করেছেন!" সিনস্কি উচ্ছ্বাসে বলেছিলো। "সব পড়ে মনে হচ্ছে ঐ ভবনের নীচে অসংখ্য পকেট রয়েছে, আর তার মধ্যে অনেকগুলোর ভেতরেই প্রবেশ করা যায় কোনো রকম স্কুবা গিয়ার ছাড়া...জোবরিস্টের ভিডিও'তে আমরা যা দেখেছি সেটার ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে এখন।"

তাদের পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিলো এজেন্ট ব্রুডার, সে মনোযোগ দিয়ে ল্যাপটপের পর্দার দিকে চেয়েছিলো। "আমার মনে হচ্ছে ঐ ভবনের নীচে যে পানির ধারা রয়েছে সেটা আশেপাশের এলাকায় মাকড়ের জালের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা পৌঁছানোর আগে ব্যাগটা যদি পানিতে মিশে যায় তাহলে কনটেন্টগুলো ছড়িয়ে পড়া থামানো যাবে না।"

"কনটেন্টগুলো..." ল্যাংডন কথার মাঝখানে ঢুকে পড়েছিলো। "আপনাদের কি কোনো ধারণা আছে ওটা আসলে কি? মানে জিসিটা আসলে কি? আমি জানি আমরা জীবাণু উৎপাদন করতে পারে এরকম প্যাথোজেন নিয়ে কথা বলছি, কিন্তু–"

"আমরা ফুটেজটি বিশ্লেষণ করে দেখেছি," বলে ব্রুডার। "তাতে মনে হয়েছে ওটা অবশ্যই বায়োলজিক্যাল, কেমিকেল জাতীয় কিছু না...তার মানে *জীবন্ত* কিছু আর কি। ব্যাগের ভেতরে অল্প পরিমাণ জিনিস দেখে ধারণা করতে পারি ওগুলো খুবই উচ্চমাত্রার সংক্রামক জীবাণু এবং প্রতিরূপ তৈরি করার ক্ষমতা সম্পন্ন। এটা পানিবাহিত ব্যাকটেরিয়ার মতো হতে পারে কিংবা বাতাসবাহিত ভাইরাসের মতো, একবার ছড়িয়ে পড়লে থামানো মুশকিল।"

সিনস্কি বলে, "ঐ এলাকার ওয়াটার-টেবিল তাপমাত্রার ডাটা জোগার করছি এখন আমরা, চেষ্টা করছি ঐরকম ভূ-গর্ভস্থ জায়গায় কি ধরণের সংক্রামক জীবাণু ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেতে পারে সেটার হিসেব বের করতে। কিন্তু মনে রাখতে হবে জোবরিস্ট অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলো, খুব সহজেই সে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে একেবারে নতুন ধরণের কিছু তৈরি করতে পারে। যার সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই নেই। আমার সন্দেহ, এ কারণেই জোবরিস্ট ওরকম একটি জায়গা বেছে নিয়েছে।"

ক্রুডার এমনভাবে মাথা ঝাঁকায় যেনো এটার সাথে একমত নয় সে। দ্রুত একটি ভিন্নধর্মী মেকানিজমের কথা তুলে ধরলো সে। পানির নীচে থাকা প্লাস্টিকের ব্যাগটি সম্পর্কে তারা বুঝতে শুরু করেছে মাত্র। ভূ-গর্ভস্থ পানির নীচে একটি ভেসে থাকা ব্যাগের সাহায্যে জোবরিস্ট তৈরি করেছে একেবারেই অনন্যসাধারণ একটি পরিবেশ, যেখানে নির্বিঘ্নে জীবাণুগুলো বৃদ্ধি পেতে পারে : পানির তাপমাত্রা, সূর্যের বিকিরণ, কাইনেটিক বাফারবিহীন এবং পুরোপুরি দৃষ্টির আড়ালে। সঠিক সময়সীমার ব্যাগ বেছে নেয়ার মাধ্যমে জোবরিস্ট ঐ জীবাণুর আধারটি কোনোরকম তদারকি ছাড়াই নির্ধারিত সময়ের রিলিজ দেবার আগে পরিপক্ক করার ব্যবস্থা করে গেছে।

এমন কি জোবরিস্ট ওখানে আর ফিরে না গেলেও কোনো সমস্যা হবার কথা নয়।

ঠিক তখনই প্লেনটা ঝাঁকি দিয়ে উঠলে বাস্তবে ফিরে এলো ল্যাংডন। ককপিটের একটি সিটে বসে থেকে দেখতে পেলো পাইলট ব্রেক করে হ্যাঙ্গারের কাছে ভেড়াতে চাইছে বিমানটি।

মনে মনে ল্যাংডন আশা করলো বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কিছু কর্মচারী হয়তো হ্যাজম্যাট সুট পরে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো একজন ড্রাইভার ছাড়া সেখানে আর কেউ নেই। বিশাল বড় সাদা রঙের একটি ভ্যান নিয়ে সে অপেক্ষা করছে তাদের জন্য। সেই ভ্যানের গায়ে লাল রঙে একটি সমবাহু ক্রস।

এখানে রেডক্রস কেন এসেছে? আবারো ভালো করে তাকালো ল্যাংডন, বুঝতে পারলো আরো একটি সংস্থা এরকম লাল ক্রস ব্যবহার করে। *সুইস অ্যাম্বাসি।*

সবাই নামার জন্য প্রস্তুত হতে থাকলে সে সিটবেল্ট খুলে ডা: সিনস্কির কাছে গেলো। "সবাই কোথায়?" জানতে চাইলো ল্যাংডন। "মানে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা টিমের কথা বলছি, তারা কোথায়? তুরস্কের সরকারী কর্মকর্তারা? তারা সবাই কি ইতিমধ্যে হাজিয়া সোফিয়াতে চলে গেছে?"

অস্বস্তির সাথে তাকালো সিনস্কি। "আসলে আমরা ঠিক করেছি স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপারে কিছু জানাবো না। আমাদের সঙ্গে ইসিডিসি'র দক্ষ এসআরএস টিম রয়েছে, এ মুহূর্তে বিরাট আতঙ্ক তৈরি না করে অপারেশনটি নীরবে আর চুপিসারে করাটাই সবথেকে ভালো হবে।"

কাছেই ল্যাংডন দেখতে পেলো ক্রুডার আর তার টিম বড় বড় ডাফেল ব্যাগ গোছাতে শুরু করেছে, ওগুলোতে আছে সব ধরণের হ্যাজম্যাট গিয়ার–বায়োসুট, রেসপিরেটর এবং ইলেক্ট্রনিক ডিটেকশন যন্ত্রপাতি।

ব্রুডার একটি ব্যাগ কাঁধে তুলে নিয়ে তার কাছে এগিয়ে এলো। "আমরা নামছি। ঐ ভবনে ঢুকে দান্দোলোর সমাধি খুঁজে বের করে কবিতায় যেভাবে বলা আছে, পানির শব্দ শুনে সিদ্ধান্ত নেবো অন্য কর্তৃপক্ষ কিংবা স্থানীয় কর্মকর্তাদেরকে ডাকবো কিনা সাপোর্টের জন্য।"

এই পরিকল্পনায় যে সমস্যা আছে সেটা ল্যাংডনের কাছে এরইমধ্যে পরিস্কার। "হাজিয়া সোফিয়া বন্ধ হয় সূর্য ডোবার পর, সুতরাং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ছাড়া আমরা ওখানে ঢুকতেই পারবো না।"

"এ নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না," বললো সিনস্কি। "আমি সুইস অ্যাম্বাসির সাথে যোগাযোগ করেছি, ওরা হাজিয়া সোফিয়া জাদুঘরের কিউরেটরের সাথে কথা বলে একটি প্রাইভেট ভিআইপি টুরের ব্যবস্থা করে ফেলবে আমরা ওখানে পৌছানোর আগেই। কিউরেটর ইতিমধ্যেই রাজি হয়েছেন।"

ল্যাংডন প্রায় হেসেই ফেলতে যাচ্ছিলো। "বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পরিচালকের জন্য একটি ভিআইপি টুর? যার সাথে হ্যাজম্যাট সুট পরা একদল সেনাবাহিনী রয়েছে? আপনারা মনে করছেন এ নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলবে না?"

"এসআরএস টিম এবং তাদের গিয়ারগুলো গাড়িতেই থাকবে, ব্রুডার, আমি আর আপনি পরিস্থিতি বিবেচনা করে ব্যবস্থা নেবো," সিনস্কি বললো। "ভালো কথা, আমি কিন্তু ভিআইপি নই। ভিআইপি হলেন আপনি।"

"কী বললেন?!"

"আমরা জাদুঘর কর্তৃপক্ষকে বলেছি একজন বিখ্যাত আমেরিকান প্রফেসর হাজিয়া সোফিয়ার সিম্বলের উপর আর্টিকেল লেখার জন্য তার রিসার্চ টিম নিয়ে ইস্তাম্বুলে এসেছেন, কিন্তু তার প্লেন পাঁচ ঘণ্টা ডিলে করে ফেলেছে, ফলে ভবনটি দেখার সুযোগ মিস করেছেন তিনি। যেহেতু তিনি এবং তার টিম আগামীকাল সকালেই চলে যাচ্ছেন তাই—"

"ঠিক আছে," বললো ল্যাংডন। "যা বোঝার বুঝে গিয়েছি।"

"জাদুঘর কর্তৃপক্ষ একজন কর্মকর্তাকে ওখানে পাঠিয়েছে আমাদের সাথে সহযোগীতা করার জন্য। জানা গেছে ঐ লোক আপনার ইসলামিক আর্টের উপর লেখাগুলোর বিরাট ভক্ত।" ক্লান্তভঙ্গিতে হাসলো সিনস্কি। "আমাদেরকে আশ্বস্ত করে বলা হয়েছে আপনি ঐ ভবনের সব জায়গায় ঢুঁ মারতে মারতে পারবেন।"

"সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা," ব্রুডার বললো, "আমরা পুরো জায়গাটা আমাদের মতো করে পাচ্ছি।"

অধ্যায় ৮৫

আতাতুর্ক এয়ারপোর্ট থেকে সেন্ট্রাল ইস্তাম্বুলে যাবার পথে ভ্যানের জানালা দিয়ে উদাসভাবে চেয়ে আছে রবার্ট ল্যাংডন। সুইস অ্যাম্বাসির কর্মকর্তারা কোনোভাবে কাস্টমস প্রসেসটাকে একটু প্রভাবিত করেছিলো তাই মাত্র মিনিটখানেকের মধ্যেই ল্যাংডন, সিনস্কি আর বাকিরা এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে যেতে পারে।

প্রভোস্ট আর ফেরিসকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কিছু কর্মকর্তার সাথে সি-১৩০ বিমানে থেকে যাবার নির্দেশ দিয়েছে সিনস্কি, ওখানে বসেই তারা সিয়েনাকে ট্র্যাক-ডাউন করার কাজ চালিয়ে যাবে।

কেউ আসলে মনে করছে না সিয়েনা তাদের আগে ইস্তাম্বুলে পৌছাতে পারবে কিন্তু সে হয়তো তুরস্কে জোবরিস্টের যেসব শিষ্য রয়েছে তাদেরকে ফোন করে সাহায্য চাইতে পারে। বলে দিতে পারে সিনস্কির টিম জোবরিস্টের পুরো পরিকল্পনাটি ভেস্তে দেবার চেষ্টা করছে।

সিয়েনা কি আসলেই গণহত্যা চালাতে যাবে? আজ যা কিছু ঘটেছে তার সব কিছু মেনে নিতে এখনও ল্যাংডনের বেশ কষ্ট হচ্ছে। এটা করতে গিয়ে তাকে যথেষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করতে হলেও সে জানে সত্যকে মেনে নিতেই হবে। *তুমি কখনও তাকে চিনতে না, রবার্ট। সে তোমার সাথে খেলেছে।*

শহরের উপর হালকা বৃষ্টি নেমে এলে গাড়ির ওয়াইপারের হিস হিস শব্দ শুনে আচমকা ল্যাংডনের ক্লান্ত বোধ হলো। তার ডান দিকে মারমারা সাগর, দূরে অসংখ্য লাক্সারি ইয়ট আর বড় বড় ট্যাঙ্কার বন্দরের দিকে এগিয়ে আসতে দেখলো সে। ওয়াটারফ্রন্ট জুড়ে উঁচু উঁচু আলোকিত মিনার আর মসজিদের গম্বুজ স্মরণ করিয়ে দেয় ইস্তাম্বুল একটি আধুনিক আর সেকুলার শহর হলেও এর শেকড় প্রোথিত আছে ধর্মের মধ্যে।

এই দশ মাইল দীর্ঘ হাইওয়েটি ল্যাংডনের কাছে মনে হয় ইউরোপের সবচাইতে চমৎকার আর মনোরম ড্রাইভ। ইস্তাম্বুলের নতুন আর পুরাতনের যে সংঘর্ষ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এটি। সড়কটির কিছু অংশ জুড়ে আছে কন্সট্যান্টিনের দেয়াল, যার নির্মাণ হয়েছিলো বর্তমানে যে লোকটির নামে এই এভিনু তার জন্মের ষোলো শ' বছর আগে-জন.এফ কেনেডি। পতিত সাম্রাজ্য তুরস্ককে ধ্বংসস্তুপ থেকে একটি আধুনিক রিপাবলিকে প্রতিষ্ঠিত করার যে স্বপ্নদ্রষ্টার ভূমিকা পালন করেছিলেন কামাল আতাতুর্ক তার একজন বিশাল ভক্ত ছিলেন এই আমেরিকান প্রেসিডেন্ট।

কেনেডি এভিনুর সামনে কিছুটা পথ যাবার পর একটি ঐতিহাসিক পার্কের ভেতর দিয়ে চলে গেছে, তারপর গোল্ডেন হর্ন পেরিয়ে শহরের অনেক উপরে উঠে গেছে যেখানে এক সময় অটোমানদের শক্তিশালী ঘাঁটি টপকাপি প্রাসাদ অবস্থিত। বসফরাস প্রণালীর চমৎকার দৃশ্য দেখা ছাড়াও এই প্রাসাদটি পর্যটকদের কাছে বেশ আকর্ষণীয় একটি জায়গা কারণ এখানে সংরক্ষিত আছে অটোমানদের বিপুল পরিমানের সম্পদ, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর একটি আলখেল্লা এবং তলোয়াড়।

আমাদেরকে অবশ্য অতো দূরে যেতে হবে না, ল্যাংডন জানে তাদের গন্তব্য হাজিয়া সোফিয়া আরেকটু পথ এগোলেই দেখা যাবে।

কেনেডি এভিনু থেকে শহরের ঘনবসতি এলাকায় ঢুকে সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলতে লাগলো তাদের গাড়িটা। ল্যাংডন জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে পথেঘাটে, ফুটপাতে হেটে বেড়ানো অসংখ্য লোকজনের দিকে তাকাতেই আজকের একটা কথা মনে পড়ে গেলো।

বিপুল এবং বাড়তি জনসংখ্যা।

প্লেগ।

জোবরিস্টের অশুভ উচ্চাভিলাষি পরিকল্পনা।

ল্যাংডনের মনে আরেকটি চিন্তা ঘুরপাক খেতে লাগলো। *আমরা গ্রাউন্ড জিরো'তে যাচ্ছি।* চোখের সামনে ভেসে উঠলো পানির নীচে বাদামী-হলুদ রঙের ভাসমান একটি ব্যাগের ছবি। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো কিভাবে নিজেকে এরকম একটি অবস্থানে নিয়ে এলো সে।

দান্তের মৃত্যু-মুখোশের পেছনে যে কবিতাটি আছে ল্যাংডন আর সিয়েনা তার মর্মোদ্ধার করেছে। এরফলেই তারা এখন ইস্তাম্বুলে।
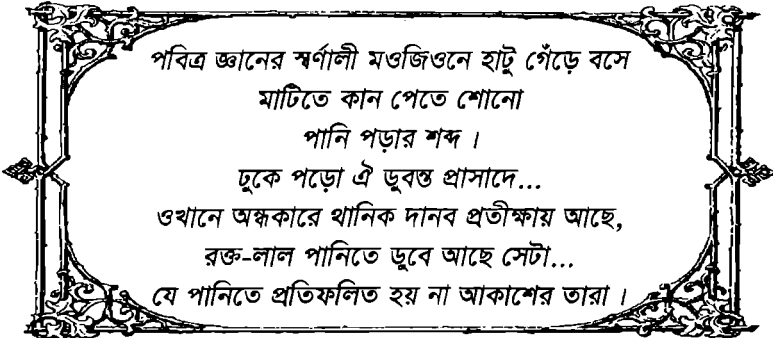
ল্যাংডন এটা ভেবে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো যে দান্তের শেষ ক্যান্টোটি শেষ হয়েছে ঠিক এরকমই একটি দৃশ্য দিয়ে : ভূ-গর্ভের অনেক নীচে ভ্রমণ করে দান্তে

আর ভার্জিল অবশেষে চলে আসে নরকের শেষ চক্রে। এখানে বের হবার কোনো পথ নেই। পায়ের নীচে পানি পড়ার শব্দ শুনতে পায় তারা। ফাঁটল আর চুইয়ে পড়া পানি অনুসরণ করে...অবশেষে নিরাপদ জায়গা খুঁজে পায়।

দান্তে লিখেছেন : *"নীচে একটি জায়গা আছে...ওটা দেখে চেনা যায় না, তবে পাথরের ফাঁক গলে চুইয়ে পড়া পানির শব্দ অনুসরণ করে...সেই গোপন পথে ঢুকে পড়ি আমি আর আমার পথপ্রদর্শক, এই চমৎকার পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্য।"*

দান্তের এই দৃশ্যটি জোবরিস্টের কবিতার জন্য অনুপ্রেরনা জোগালেও এক্ষেত্রে জোবরিস্ট পুরো ব্যাপারটাকেই উল্টে দিয়েছে। ল্যাংডন এবং বাকিরা পানি পড়ার শব্দ অনুসরণ করবে, তবে তারা দান্তের মতো ইনফার্নো থেকে বের হবার জন্য এটা করবে না, বরং সরাসরি ওখানে ঢুকে পড়বে।

সঙ্কীর্ণ রাস্তা আর ঘনবসতি এলাকা দিয়ে তাদের গাড়িটা ছুটে চললে ল্যাংডন বুঝতে পারলো বিশ্বব্যাপী মহামারির কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ইস্তাম্বুলের মতো শহরকে বেছে নেয়ার জোবরিস্টের বিকৃত যুক্তিটা।

পুর্ব মিশেছে পশ্চিমে।

এ বিশ্বের ক্রসরোড।

ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে ইস্তাম্বুল শহরটি অনেকবারই প্লেগের ছোবলে বিপর্যস্ত হয়েছে, হারিয়েছে এর জনসংখ্যার বিরাট অংশ। সত্যি বলতে, শেষবার প্লেগের প্রাদুর্ভাব এতোটাই তীব্র ছিলো যে, এই শহরকে সবাই বলতো 'প্লেগের আস্তানা।' প্রতিদিন গড়ে দশ হাজার করে লোক মারা যেতো তখন। বেশ কয়েকটি বিখ্যাত অটোমান পেইন্টিংয়ে দেখা যায় শহরের লোকজন তাকসিম নামের একটি প্রান্তরে হন্যে হয়ে মাটি খুড়ছে শত শত লাশ কবর দেয়ার জন্য।

ল্যাংডন আশা করলো কার্ল মার্ক্সসের ঐ কথাটা যেনো ভুল প্রমাণিত হয় : "ইতিহাসের পুণরাবৃত্তি ঘটে।"

বৃষ্টি ভেজা পথঘাটে লোকজন নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সুন্দরী তুর্কি মেয়েরা বাচ্চাদের ডাকছে রাতের খাবার খাওয়ার জন্য। উন্মুক্ত ক্যাফেতে বসে কফি পান করছে দু'জন বৃদ্ধ। দুই তরুণ-তরুণী হাতে-হাত ধরে হেটে চলেছে এক ছাতার নীচে। টাক্সিডো পরা এক লোক বাস থেকে নেমেই দৌড়ে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছে বৃষ্টির হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে, তার সুটের ভেতর বেহালার কেস লুকিয়ে রাখা। বোঝাই যাচ্ছে কনসার্টে বাজাতে যাচ্ছে সে।

ল্যাংডন আবিষ্কার করলো প্রতিটি মানুষের চেহারা দেখে যাচ্ছে সে, তাদের একেক জনের জীবনের বৈচিত্র আর জটিলতা কল্পনা করার চেষ্টা করছে।

জনসংখ্যার এই ঘনত্ব তৈরি করেছে মানুষ।

চোখ বন্ধ করলো সে, জানালা থেকে মুখ সরিয়ে নিলো। অসুস্থ চিন্তাভাবনা থেকে নিজেকে বিরত রাখার চেষ্টা করলো সে। কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা হয়ে গেছে। তার মনের সুগভীর অন্ধকারে একটি ছবি ভেসে উঠলো—ক্রুয়েজেলের *ট্রায়াম্ফ অব ডেথ*-এর উষড় ল্যান্ডস্কেপ—পচা-গলা, দুর্দশাগ্রস্ত আর নির্যাতিত মানুষ পড়ে আছে সমুদ্রতীরবর্তী এক শহরে।

টরুন এভিনুতে তাদের ভ্যান ঢুকে পড়লে কয়েক মুহূর্তের জন্য ল্যাংডনের মনে হলো তারা গন্তব্যে চলে এসেছে। কিন্তু বাম দিকে যে বিশাল মসজিদটি আছে সেটা হাজিয়া সোফিয়া নয়।

নীল মসজিদ, সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলো সে। পেন্সিল আকৃতির ছয়টি মিনার দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা এসে পড়েছি, কাবাসাকাল এভিনুতে তাদের গাড়িটা ঢুকে পড়লে মনে মনে বললো ল্যাংডন। এভিনুটা পার হতেই সুলতানাহমেট পার্ক চোখে পড়লো। এটা নীল মসজিদ আর হাজিয়া সোফিয়ার মাঝখানে অবস্থিত।

সামনে তাকিয়ে হাজিয়া সোফিয়া দেখার চেষ্টা করলো কিন্তু বৃষ্টি আর গাড়ির হেডলাইটের কারণে সেটা সম্ভব হলো না। তারচেয়ে বড় কথা, আশেপাশের সব গাড়ি থেমে আছে।

সামনে তাকিয়ে শুধুমাত্র জ্বলতে থাকা ব্রেকলাইট দেখতে পেলো ল্যাংডন।

"কোনো অনুষ্ঠান হবে হয়তো," ড্রাইভার বললো। "আমার মনে হয় একটা কনসার্ট হচ্ছে। পায়ে হেটে গেলেই দ্রুত পৌছানো যাবে ওখানে।"

"কতো দূর?" সিনস্কি জানতে চাইলো।

"এই পার্কের ভেতর দিয়ে গেলে তিন মিনিটের মতো লাগতে পারে। খুবই নিরাপদ এটা।"

ব্রুডারের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো সিনস্কি, তারপর এসআরএস টিমের দিকে ফিরলো সে। "আপনারা এই ভ্যানেই থাকবেন। যতোটা সম্ভব ওই জায়গার কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করবেন। এজেন্ট ব্রুডার খুব জলদি আপনাদের সাথে যোগাযোগ করবে।"

এর পর পরই সিনস্কি, ব্রুডার আর ল্যাংডন নেমে পড়লো ভ্যান থেকে।

সুলতানাহমেট পার্কের বড়বড় গাছপালাগুলো তাদেরকে বৃষ্টির হাত থেকে কিছুটা রক্ষা করলো। পার্কের ভেতরে মিশরীয় অবিলিস্ক, ডেলফির অ্যাপোলো মন্দিরের সাপের মতো পেচানো কলম আছে, ওটা পর্যটকদের কাছে দর্শণীয় একটি বস্তু। একটু এগোতেই চোখে পড়লো বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের স্থাপত্যটি।

হাজিয়া সোফিয়া।

এটা নিছক কোনো ভবন নয়...এ যেনো পর্বততুল্য একটি স্থাপনা।

বৃষ্টির কারণে বিশাকালাকারের হাজিয়া সোফিয়া চকচক করছে। দেখে মনে হয় ওটাই আস্ত একটি শহর। এর মাঝখানের গম্বুজটি–অসম্ভব রকমের প্রশস্ত আর ধূসর-রূপালীর রিবগুলো–যেনো আশেপাশের আরো কতোগুলো গম্বুজের মাঝখানে বসে আছে। চারটি সুউচ্চ মিনার দাঁড়িয়ে আছে ভবনটির চারকোণায়। মাঝখানের গম্বুজ থেকে ওগুলো এতোটাই দূরে দূরে অবস্থিত যে মনে হবে তারা বুঝি আলাদা কোনো স্থাপনা।

সিনস্কি আর ব্রুডার প্রায় জগিংয়ের মতো করে এগোচ্ছিলো, কিন্তু উপরের দিকে তাকাতেই তাদের গতি কমে এলো...যেনো সুবিশাল এই স্থাপত্যটির উচ্চতা আন্দাজ করতে হিমশিম খাচ্ছে।

"হায় ঈশ্বর।" অবিশ্বাসে বলে উঠলো ব্রুডার। "আমরা এখানে খোঁজাখুঁজি করবো...*ওটা?*"

অধ্যায় ৮৬

আমি এখন বন্দী, পার্ক করে রাখা সি-১৩০ বিমানের ভেতরে পায়চারি করতে করতে ভাবলো প্রভোস্ট। নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবার আগে এই দুর্যোগটি মোকাবেলা করতে সিনস্কিকে সাহায্য করার জন্য তার সাথে ইস্তাম্বুলে যেতে রাজি হয়েছিলো সে।

নিজের আর কনসোর্টিয়ামর লাভ-ক্ষতি চিন্তা না করে এ কাজে সহায্য করার কথা ভেবেছিলো যাতে করে কিছুটা অনুকম্পা পাওয়া যায় কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে পরিস্থিতি একেবারেই অন্যরকম। *সিনস্কি আমাকে তার কাস্টডিতে নিয়ে নিয়েছে।*

আতাতুর্ক এয়ারপোর্টে বিমানটি অবতরণ করার সাথে সাথে সিনস্কি আর তার টিম প্লেন থেকে নামার আগে বলে যায় প্রভোস্ট এবং কনসোর্টিয়ামের কিছু স্টাফ যেনো বিমানের ভেতরেই থাকে।

ওরা চলে যাবার পর বিমানের বাইরে গিয়ে একটু তাজা বাতাস নিতে চেয়েছিলো প্রভোস্ট কিন্তু পাথর-মুখের পাইলট তাকে বাধা দেয়।

মোটেও ভালো না, ভাবলো প্রভোস্ট। নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতে সিটে বসে পড়লো সে

দীর্ঘদিন ধরে একজন পাপেট মাস্টারের ভূমিকা পালন করে গেছে প্রভোস্ট, এ কাজেই সে অভ্যস্ত, তার সূতার টানে অন্যেরা নেচেছে, কিন্তু হঠাৎ করেই তার সমস্ত ক্ষমতা যেনো কেড়ে নেয়া হয়েছে।

জোবরিস্ট, সিয়েনা, সিনস্কি।

তারা সবাই তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে...এমনকি তাকে ব্যবহারও করেছে।

এখন জানালাবিহীন বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বিমানে বসে ভাবছে তার সৌভাগ্য কি ফুরিয়ে গেলো, নাকি বর্তমানের এই সঙ্কটটি তার সারাজীবনের অসততার কর্মফল।

বেঁচে থাকার জন্য আমি মিথ্যে বলি।

আমি বিকৃত তথ্যের উদগাতা।

এ পৃথিবীতে প্রভোস্টই একমাত্র ব্যক্তি নয় যে মিথ্যের বেসাতি করে কিন্তু এটাও ঠিক, এ জগতে সে একজন রাঘব-বোয়াল। ছোটো মাছগুলো একেবারেই অন্য প্রজাতির, ওদের সাথে কাজ করতেও সে দারুণ অপছন্দ করে।

অনলাইনে অ্যালিবাই কোম্পানি কিংবা অ্যালিবাই নেটওয়ার্ক নামের অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যারা বিশ্বব্যাপী টাকা কামিয়ে যাচ্ছে অবিশ্বাসী স্বামী-স্ত্রীকে এমন সব আইডিয়া, পরামর্শ আর সমর্থন দিয়ে যাতে করে তারা ধরা না পড়েই একজন আরেকজনকে প্রতারণা করতে পারে। ভুয়া বিজনেস মিটিং, কনভেশন, ডাক্তারের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট, এমনকি ভুয়া বিয়ের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে দেয় তারা–সেইসাথে ভুয়া আমন্ত্রণপত্র, ব্রশিউর, প্লেনের টিকেট, হোটেলের ফর্ম, বিশেষ বিষেশষ কিছু ফোন নাম্বারও তারা সরবরাহ করে, ঐসব ফোনকল রিসিভি করে অ্যালিবাই কোম্পানিগুলোই। ওখানে যারা থাকে তারা বেশ প্রশিক্ষিত। যেকোনো অনুসন্ধানের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে।

প্রভোস্ট কখনও এরকম তুচ্ছ আর ফালতু মিথ্যের বেসাতি করে নি। তার কাজকারবার এরচেয়ে অনেক বিশাল। বিরাট মাপের ধোঁকা আর বিভ্রম তৈরিতে কাজ করে সে। মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার দিতে পারবে যারা তাদের হয়ে কাজ করে তার কনসোর্টিয়াম।

সরকার।

বড়বড় কর্পোরেশন।

মাঝেমধ্যে অসম্ভব রকমের ধনী ভিআইপি ব্যক্তিবর্গ।

এদের সাথে কাজ করাটা অনেক বেশি নিরাপদ। কারণ এরা নিজেরা যেমন ঝুঁকি নেয় না তেমনি এদের হয়ে যারা কাজ করবে তাদেরকেও ঝুঁকিতে ফেলে না।

স্টক মার্কেটের ব্যাপার, অন্য দেশের সাথে যুদ্ধ বাধানো জায়েজ করা, নির্বাচনে জেতা, কিংবা গোপন আস্তানা থেকে কোনো সন্ত্রাসীকে টোপ দিয়ে ধরিয়ে দেয়া হোক না কেন, এসব কাজের জন্য বিশ্বনেতাদের চাই প্রচুর ভুল আর বিকৃত তথ্য, যা দিয়ে তারা জনগণের মনোভাব পাল্টে দিতে পারে।

এসব কাজের জন্য দরকার পড়ে তাদের মতো লোকজনের।

ষাটের দশকে রাশিয়া একটি ভুয়া স্পাই-নেটওয়ার্ক তৈরি করে, তারা আজেবাজে ইন্টেলিজেন্স সরবরাহ করে যায় আর বছরের পর বছর ধরে বৃটিশরা সেগুলো ইন্টারসেপ্ট করতে ব্যস্ত থাকে। ১৯৪৭ সালে আমেরিকান এয়ারফোর্স নিউ মেক্সিকোতে একটি বিমান দুর্ঘটনা আড়াল করার জন্য উড়ন্ত সসারের গল্প ছড়িয়ে দেয়। আর সেটা বিশ্বব্যাপী দারুণ সাড়া ফেলে। অতি সাম্প্রতিক সময়ে সারা দুনিয়াকে বিশ্বাস করানো হয়েছিলো ইরাকে গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র রয়েছে। পরবর্তীতে দেখা গেছে এটা পুরোপুরি ভুয়া একটি অভিযোগ।

প্রায় তিন দশক ধরে প্রভোস্ট ক্ষমতাশালী লোকজনকে রক্ষা করে গেছে, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সাহায্য করে গেছে, কখনও কখনও তাদের ক্ষমতা

বাড়াতেও সাহায্য করেছে। এ কাজ করার সময় অনেক সতর্ক থাকলেও প্রভোস্টের আশংকা ছিলো একদিন না একদিন তার ভুল হয়ে যাবেই।

এখন সেই দিনটি এসে গেছে।

প্রভোস্ট বিশ্বাস করে বড়বড় মহাবিপর্যয়গুলো সামান্য সব ভুলের কারণে হয়ে থাকে–হঠাৎ করে দেখা হয়ে যাওয়া, একটা মাত্র বাজে সিদ্ধান্ত, কিংবা একটু অসতর্কতা।

এক্ষেত্রে অবশ্য তার ভুলটির শেকড় গাঁড়া হয়েছিলো আজ থেকে বারো বছর আগে। মেডিকেল কলেজের এক অল্পবয়সী মেয়ে বাড়তি কিছু আয়রোজগার করার জন্য তার কাছে এসেছিলো, সেও তাকে কাজে নিয়োগ দিয়ে দেয়। মেয়েটি ছিলো অসম্ভব বুদ্ধিমতি, অনেক ভাষায় কথা বলতে পারার ক্ষমতা আর যেকোনো পরিস্থিতিতে চট করে সিদ্ধান্ত নেবার স্বাভাবিক প্রবণতার কারণে কনসোর্টিয়ামে তার জায়গা হয়ে যায় দ্রুত।

সিয়েনা ব্রুকস জন্মগতভাবেই এরকম।

তাদের কাজকর্ম কি রকম সেটা খুব দ্রুত বুঝে গিয়েছিলো সিয়েনা। প্রভোস্টও আঁচ করতে পেরেছিলো গোপনীয়তা বজায় রাখার ব্যাপারে মেয়েটির প্রতিভা আছে। প্রায় দু'বছর তাদের সাথে কাজ করে মেয়েটি, বেশ মোটা অঙ্কের টাকা কামায় সে, ঐ টাকা দিয়ে মেডিকেল কলেজের পড়াশোনা শেষ করে। তারপর বলা নেই কওয়া নেই একদিন এসে জানায় সে আর এ কাজ করবে না। এ পৃথিবীকে রক্ষা করতে চায় সে। তাদের সাথে থাকলে এ কাজ করা সম্ভব হবে না।

প্রভোস্ট কখনও কল্পনাও করতে পারে নি প্রায় দশ বছর পর মেয়েটি আবার উদয় হবে, সঙ্গে করে নিয়ে আসবে বিরাট ধনী আর স্বনামখ্যাত এক ক্লায়েন্টকে।

বারট্রান্ড জোবরিস্ট।

এসবের জন্য সিয়েনাই দায়ি।

জোবরিস্টের পরিকল্পনার সাথে সেও জড়িত ছিলো।

সি-১৩০ বিমানের ভেতরে, তার কাছেই এক কনফারেন্স টেবিলে বসে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কিছু কর্মকর্তা টেলিফোনে উত্তপ্ত বাকবিতণ্ডা করে যাচ্ছে।

"সিয়েনা ব্রুকস?!" ফোনে চিৎকার করে বললো একজন। "আপনি নিশ্চিত?" ফোনের অপরপ্রান্তের কথা শুনে তার ভুরু কপালে উঠে গেলো। "ঠিক আছে। আমাকে ডিটেইলগুলো দিন। আমি লাইনেই আছি।"

রিসিভারে হাতচাপা দিয়ে সে তার কলিগদেরকে বললো, "মনে হচ্ছে আমাদের একটু আগেই সিয়েনা ব্রুকস ইটালি ছেড়ে চলে গেছে।"

টেবিলে বসা সবাই বরফের মতো জমে গেলো কথাটা শুনে।

"এটা কিভাবে সম্ভব?" এক মহিলা স্টাফ জানতে চাইলো। "আমরা তো এয়ারপোর্ট, ব্রিজ, ট্রেনস্টেশন সবখানেই নজরদারি করছি..."

"নিসেলি এয়ারফিল্ড," জবাব দিলো সে। "লিডো দ্বীপের।"

"এটা সম্ভব নয়," মাথা ঝাঁকিয়ে বললো মহিলা। "নিসেলি খুবই ছোট্ট একটি দ্বীপ। ওখান থেকে কোনো ফ্লাইট যাওয়া আসা করে না। স্থানীয় হেলিকপ্টার টুরের জন্য কিছু কপ্টার আছে ওখানে-"

"যেভাবেই হোক, নিসেলির এয়ারফিল্ড হ্যাঙ্গারে একটি প্রাইভেট জেট বাগাতে পেরেছে সিয়েনা। তারা এখনও ওটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।" রিসিভার থেকে হাত সরিয়ে বললো সে। "হ্যা, আছি। বলুন কি পেলেন?" ওপাশের কথা শুনে ধপাস করে চেয়ার বসে পড়লো সে। "বুঝতে পেরেছি। ধন্যবাদ আপনাকে।" লাইনটা কেটে দিলো।

তার সব কলিগ চেয়ে আছে তার দিকে।

"সিয়েনার জেটটার গন্তব্য তুরস্ক," লোকটা বললো।

"তাহলে ইউরোপিয়ান এয়ার ট্রান্সপোর্ট কমান্ডকে কল করুন!" কেউ একজন তাড়া দিয়ে বললে তাকে। "তারা যেনো ঐ জেটটাকে পথ বদলাতে বাধ্য করে!"

"আমি এটা করতে পারবো না," লোকটা বললো। "বারো মিনিট আগে হেজারফেন প্রাইভেট এয়ারফিল্ডে ওটা ল্যান্ড করেছে। ওই জায়গা থেকে মাত্র পনেরো মিনিট দূরে। সিয়েনা ব্রুকস হাওয়া হয়ে গেছে।"

অধ্যায় ৮৭

হাজিয়া সোফিয়ার প্রাচীন গম্বুজের উপর অঝোরে বৃষ্টি নামছে এখন।

প্রায় হাজার বছর ধরে এটি ছিলো এ বিশ্বের সর্ববৃহৎ একটি চার্চ। এখনও এটাকে দেখলে একটা কথাই শুধু মনে আসে–সুবিশাল। স্থাপত্যটিকে আবারো দেখতে পেয়ে ল্যাংডনের মনে পড়ে গেলো সম্রাট জুস্টিনিয়ান এটি তৈরি করার পর কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে গর্বসহকারে বলে উঠেছিলেন, "সলোমন, অবশেষে আমি তোমাকে ছাড়িয়ে গেলাম!"

সিনস্কি আর ব্রুডার হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছে বিশাল ভবনটির দিকে।

এখানকার ওয়াকওয়েগুলো মেহমেট দ্য কনকোরারের সামরিকবাহিনীর ব্যবহৃত কামানের গোলা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে–এ যেনো স্মরণ করিয়ে দেয় ভবনটির রয়েছে রক্তাক্ত ইতিহাস। বিজয়ীর দখলে চলে যাবার পর এটিকে ধর্মীয় উপাসনালয় হিসেবে পুণরায় গড়ে তোলা হয়।

তারা সবাই দক্ষিণ দিকের ফ্যাকাডের কাছে আসতেই ল্যাংডন ডান দিকের তিনটি গম্বুজের দিকে তাকালো। এগুলো সুলতানদের সমাধি, বলা হয়ে থাকে এদের মধ্যে একজন–তৃতীয় মুরাদ–একশ' সন্তানের পিতা ছিলেন।

সেলফোনের রিং বেজে উঠলে ব্রুডার সেটা বের করে কলার আইডি দেখে নিলো আগে তারপর কলটা রিসিভ করলো সে। "কিছু পেলে?"

মনোযোগ দিয়ে ওপাশ থেকে শুনে গেলো এজেন্ট, মাথা ঝাঁকাতে লাগলো অবিশ্বাসে। "এটা কিভাবে সম্ভব হলো?" আবারো কথা শুনে গেলো, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। "ঠিক আছে। আমাকে জানাতে থাকো সব কিছু। আমরা ভেতরে ঢুকছি এখন।"

"কি হয়েছে?" সিনস্কি জিজ্ঞেস করলো।

"কড়া নজর রাখবে," চারপাশে তাকিয়ে বললো ব্রুডার। "প্রতিপক্ষের কেউ এখানে আছে।" এবার সিনস্কির দিকে তাকালো সে। "মনে হচ্ছে সিয়েনা ব্রুকস ইস্তাম্বুলে আছে।"

লোকটার দিকে চেয়ে রইলো ল্যাংডন। সিয়েনা শুধু ভেনিস থেকে সফলভাবে পালাতেই পারে নি, তুরস্কেও চলে আসতে পেরেছে বলে সে যারপরনাই বিস্মিত। মেয়েটি ধরা পড়ার ভয় পরোয়া না করে, জীবনবাজি রেখে জোবরিস্টের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চলে এসেছে এখানে।

সিনস্কিকে ঘাবড়ে যেতে দেখা গেলো, গভীর করে দম নিয়ে ব্রুডারকে আরো

কিছু জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করলো না, বরং ল্যাংডনের দিকে ফিরলো সে। "কোন্ দিকে?"

ভবনের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের বাম দিকে ইঙ্গিত করলো। "পবিত্র ফোয়ারাটি ওখানে।"

এই চমৎকার নক্সাসংবলিত জলাধারটি আসলে এক সময় মুসলমানদের নামাজের সময় ওজু করার জন্য ব্যবহৃত হতো।

"প্রফেসর ল্যাংডন!" একটু এগোতেই এক লোক চিৎকার করে ডেকে উঠলো।

হাসিমুখের এক তুর্কি একটু দূরে মিনারের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। উত্তেজিত হয়ে হাত নাড়ছে সে। "প্রফেসর, এই যে এখানে!"

ল্যাংডন এবং বাকিরা তার দিকে এগিয়ে গেলো।

"হ্যালো, আমার নাম মিসরাত," ইংরেজিতে বললো সে। তার কণ্ঠে উচ্ছ্বাস। হালকা পাতলা গড়ণের এক লোক, মাথার চুল পাতলা, ধূসর রঙের সুট আর চোখে পাণ্ডিত্যের ছাপ আছে এমন চশমা পরা। "আমার পরম সৌভাগ্য।"

"সৌভাগ্য তো আমাদের," ল্যাংডন হেসে জবাব দিয়ে করমর্দন করলো তার সাথে। "এতো অল্প সময়ের মধ্যে আমাদেরকে এখানে ঢোকার ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।"

"কী যে বলেন!"

"আমি এলিজাবেথ সিনস্কি," মিসরাতের সাথে হাত মিলিয়ে ব্রুডারের দিকে ফিরলো। "আর এ হলো ক্রিস্টোফার ব্রুডার। আমরা প্রফেসর ল্যাংডনকে সহযোগীতা করার জন্য এসেছি। আমাদের বিমান ডিলে হওয়াতে খুবই দুঃখিত। আপনার এই সহযোগীতার জন্য আবারো ধন্যবাদ।"

"প্লিজ! এভাবে বলবেন না!" আন্তরিকমাখা কণ্ঠে বললো মিসরাত। "প্রফেসর ল্যাংডনের জন্য আমি যেকোনো সময় এখানকার দরজা খুলে দিতে পারি।। তার বই *ক্রিশ্চিয়ান সিম্বলস ইন দি মুসলিম ওয়ার্ল্ড* আমাদের জাদুঘরের গিফটশপে দারুণ বিক্রি হয়।"

তাই নাকি? মনে মনে বললো ল্যাংডন। *তাহলে এ দুনিয়াতে একটি জায়গা আছে যেখানে বইটা ভালো চলে।*

"আসুন তাহলে?" মিসরাত সবাইকে তার সঙ্গে আসতে বললো।

ছোট্ট একটি খোলা জায়গা দিয়ে তাদের দলটি পেরিয়ে গেলো পর্যটকদের জন্য নির্ধারিত প্রবেশপথটি। ভবনের মূল যে প্রবেশপথ আছে সেখানে চলে এলো তারা–ব্রোঞ্জের দরজাসহ বড় বড়ইতনটি খিলানযুক্ত পথ।

দু'জন সশস্ত্র প্রহরী তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সেখানে অপেক্ষা

করছে। মিসরাতকে আসতে দেখে তারা একটি দরজার তালা খুলে দিলো।

"সাগ ওলান," বললো মিসরাত। ল্যাংডন জানে এটা তুর্কিতে ধন্যবাদ বলার সমতুল্য।

তাদের দলটি ভেতরে ঢুকে পড়লে প্রহরীরা দরজা বন্ধ করে দিলো।

ল্যাংডন আর বাকিরা এখন দাঁড়িয়ে আছে হাজিয়া সোফিয়ার লবিতে।

তাদের দলটি এবার বেশ কয়েকটি দরজার দিকে এগিয়ে গেলো, মিসরাত ওইসব দরজার একটি খুলে ফেললে ল্যাংডন আরেকটি লবি দেখতে পেলো, সে অবশ্য আশা করেছিলো কোনো স্যাঙ্কচুয়ারি দেখবে। যাইহোক এই লবিটি আগের চেয়ে একটু বড়।

অন্দর মহলের লবি, বুঝতে পারলো ল্যাংডন। ভুলে গেছিলো হাজিয়া সোফিয়ার স্যাঙ্কচুয়ারিটি বাইরের দুনিয়া থেকে দুই স্তরের সুরক্ষার মধ্যে অবস্থিত।

যেনো দর্শনার্থীদের জন্যই অন্দরমহলের লবিটা চমৎকারভাবে সাজানো, এর দেয়ালগুলো বার্নিশ করা পাথরের, ঝুলে থাকা ঝারবাতির আলোয় সেগুলো জ্বলজ্বল করছে। দূরে ফাঁকা আর নিরিবিলি জায়গাটার কাছে চারটি দরজা দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেকটার উপরে চোখ ধাঁধানো মোজাইকের কারুকাজ। সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখলো ল্যাংডন।

সবচেয়ে বড় দরজাটার দিকে এগিয়ে গেলো মিসরাত–বিশালাকৃতির ব্রোঞ্জের পাতে মোড়ানো দরজা। "রাজকীয় প্রবেশপথ," চাপাস্বরে কিন্তু প্রবল উত্তেজনা নিয়ে বললো মিসরাত। "বাইজান্টাইন আমলে এই দরজাটি দিয়ে শুধুমাত্র রাজা প্রবেশ করতেন। পর্যটকেরা এটা দিয়ে যাওয়া আসা করতে পারে না, কিন্তু আজকের রাতটি স্পেশাল তাই এটা খুলে দিচ্ছি।"

দরজা খুলতে গিয়ে মিসরাত থেমে গেলো। "আমরা এটা দিয়ে ঢোকার আগে বলছি," চাপাস্বরেই বললো সে, "আপনারা কি ভেতরের নির্দিষ্ট কিছু জায়গা দেখতে চান?"

ল্যাংডন, সিনস্কি আর ব্রুডার একে অন্যের দিকে তাকালো।

"হ্যা," বললো প্রফেসর। "দেখার মতো এখানে অনেক কিছুই আছে তবে আমরা যদি এনরিকো দান্দোলোর সমাধিটি দিয়ে শুরু করতে পারি তাহলে ভালো হয়।"

মিসরাতের ঘাড় উঁচু হয়ে গেলো, যেনো কথাটা বুঝতে পারে নি। "কী বললেন? আপনারা...দান্দোলোর সমাধি দেখতে চাইছেন?"

"হ্যা।"

মিসরাতকে হতাশ হতে দেখা গেলো। "কিন্তু স্যার...দান্দোলোর সমাধিটি

তো খুবই সাদামাটা। ওটাতে কোনো সিম্বলই নেই। আমাদের এখানে যেসব জিনিস আছে ওটা তার মধ্যে একেবারেই অখ্যাত।"

"আমি বুঝতে পারছি," ভদ্রভাবে বললো ল্যাংডন। "আসলে আপনি যদি আমাদেরকে ওখানে নিয়ে যান তাহলে খুবই কৃতজ্ঞ থাকবো।"

দীর্ঘক্ষণ ধরে ল্যাংডনকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে গেলো মিসরাত, তারপর একটু আগে যে দরজা দিয়ে তারা এখানে ঢুকেছে সেটার উপরে মোজাইকের কারুকাজের দিকে তাকালো সে। এই মোজাইকটিতে রয়েছে নবম শতকের খৃস্টের একটি ছবি—বাম হাতে নিউ টেস্টামেন্ট আর ডান হাতে আশীর্বাদ করা জিশুর আইকনিক ইমেজ।

তারপর মিসরাত যেনো কিছু একটা ধরতে পেরেছে এমন ভঙ্গি করে ঠোঁট বাঁকালো। "আপনি খুব চালাক! খুবই চালাক!"

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো ল্যাংডন। "কী বললেন?"

"ঘাবড়াবেন না, প্রফেসর," ইঙ্গিতপূর্ণভাবে ফিসফিসিয়ে বলে উঠলো মিসরাত। "আমি কাউকে বলবো না আপনি আসলে কেন এখানে এসেছেন।"

সিনস্কি আর ব্রুডার হতভম্ব হয়ে তাকালো ল্যাংডনের দিকে।

মিসরাত দরজা খুলে তাদেরকে ভেতরে যাবার জন্য ইশারা করলে ল্যাংডন কেবল কাঁধ তুললো।

অধ্যায় ৮৮

অনেকেই এটাকে এ বিশ্বের অষ্টমাশ্চার্য বলে থাকে। এ মুহূর্তে এটার ভেতরে দাঁড়িয়ে ল্যাংডনের মনে হলো এই মূল্যায়নের ব্যাপারে কোনো তর্ক করা চলে না।

তাদের দলটি বিশালাকারের স্যাঙ্কচুয়ারিতে প্রবেশ করলে ল্যাংডনের মনে পড়ে গেলো হাজিয়া সোফিয়াতে ঢোকার সাথে সাথেই কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই দর্শনার্থীরা এর বিশালত্ব আর নান্দনিকতায় মুগ্ধ হয়ে যায়।

এই ঘরটা এতোই বড় যে এর সামনে ইউরোপের বড়বড় ক্যাথেড্রালগুলোকে বামন মনে হবে। ল্যাংডন জানে এই বিশালত্বের একটি কারণ এর আকারের সাথে সম্পর্কিত ন, বরং বাইজান্টাইন ফ্লোর-প্ল্যানের ডিজাইনটিই এমন যে এক ধরণের বিভ্রম তৈরি হয়। অন্যসব ক্যাথেড্রালের মতো চার বাহুর ক্রুশ আকৃতির না হয়ে এটার মেঝে একেবারেই বর্গাকার।

এই ভবনটি নটর-ডেম-এর চেয়েও সাতশ' বছরের বেশি পুরনো, ভাবলো ল্যাংডন। ঘরের বিশালত্ব উপলব্ধি করতে কিছুটা সময় লেগে গেলো তার। এরপর উপরের দিকে তাকালো। কমপক্ষে একশ' পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে রয়েছে এর বিশাল স্বর্ণালি গম্বুজটি। এর কেন্দ্রবিন্দু থেকে চল্লিশটি রিব ছড়িয়ে পড়েছে চতুরদিকে, অনেকটা সূর্যের আলোর মতো। এগুলো শেষ হয়েছে চল্লিশটি খিলানযুক্ত জানালাতে গিয়ে। জানালাগুলো গম্বুজের বেইজের চারপাশ জুড়ে আছে। দিনের বেলায় এসব জানালা দিয়ে আলো প্রবেশ করলে ভেতরে থাকা কাঁচ আর স্বর্ণের টাইলগুলো দ্যুতি ছড়াতে থাকে, সৃষ্টি করে সোফিয়ার বিখ্যাত 'আধ্যাত্মিক আলো।'

ল্যাংডন এ ঘরের স্বর্ণালি আবহটি কেবলমাত্র একবারই দেখেছে আর সেটা পেইন্টিংয়ে। *জন সিঙ্গার সার্জেন্ট।* হাজিয়া সোফিয়ার উপরে তার বিখ্যাত পেইন্টিংটা আঁকতে গিয়ে তিনি কেবল একটি রঙের প্রাধান্যই দিয়েছিলেন।

সোনালি।

চকচক করতে থাকা সোনালি গম্বুজটাকে প্রায়শই বলা হয়ে থাকে 'স্বর্গের গম্বুজ' বলে। এই বিশালাকারের গম্বুজটি স্থাপন করা হয়েছে চারটি অসাধারণ খিলানের উপর।

গম্বুজ থেকে তারের সাহায্যে ঝুলে আছে জ্বলজ্বল করতে থাকা বেশ কয়েকটি চোখ ধাঁধানো ঝারবাতি। এগুলো মেঝে থেকে এতোটাই কম উঁচুতে

ঝুলে আছে যে, একটু লম্বা দর্শনার্থীদের পক্ষে সেগুলো ধরা সম্ভব। সত্যি বলতে এটাও এক ধরণের বিভ্রম। বিশাল আকারের জায়গায় ঝারবাতিগুলো আসলে মেঝে থেকে বারো ফুট উপরে ঝুলে আছে।

আর সব মহান স্থাপত্যের মতোই হাজিয়া সোফিয়ার বিশাল আকৃতির উদ্দেশ্যে দুটো। প্রথমত, ঈশ্বরের কাছে মানুষের প্রার্থনার বিশালত্বকে তুলে ধরা। দ্বিতীয়ত, প্রার্থনাকারীদেরকে এটা হকচকিয়ে দেবার কাজও করে–যেনো এখানে ঢোকার পর পরই নিজেকে অনেক ক্ষুদ্র বলে মনে হয়, তার অহংবোধ যেনো উবে যায়, ঈশ্বর আর তার মহাবিশ্বের কাছে সে কতোটা তুচ্ছ সেটা যেনো উপলব্ধি করতে পারে সৃষ্টিকর্তার হাতে সে পরমাণুর মতোই ক্ষুদ্র।

একজন মানুষ কিছুই না যতোক্ষণ না ঈশ্বর তার মধ্য থেকে কিছু বের করে আনেন। ষোড়শ শতকে মার্টিন লুথার কিং এটা বলেছিলেন, তবে এই কনসেপ্টটি তারও বহু আগে ধর্মীয় উপাসনালায়ের স্থপতিদের কাছে সুপরিচিত ছিলো।

ব্রুডার আর সিনস্কি উপর থেকে চোখ নামিয়ে নীচের দিকে তাকালে ল্যাংডন তাদের দিকে ফিরলো।

"জিসাস," ব্রুডার বললো।

"হ্যা!" উত্তেজিত কণ্ঠে বললো মিসরাত। "আল্লাহ এবং মোহাম্মদও আছে!"

বেদীর উপরে মোজাইক করা জিশুর দিকে চেয়ে আছে ব্রুডার, সেই ছবির দু'পাশে নক্সা করা ক্যালিওগ্রাফিতে মোহাম্মদ আর আল্লাহু লেখা আছে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাদের গাইড এটা বলতেই ল্যাংডনের ঠোঁটে মুচকি হাসি দেখা গেলো।

"এই জাদুঘরটি," বললো মিসরাত, "দর্শনার্থীদেরকে এর বৈচিত্রপূর্ণ ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এটা যখন খৃস্টানদের ব্যাসিলিকা ছিলো তখনকার আইকনোগ্রাফি আর পরবর্তীতে মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত হবার সময় ইসলামিক আইকনোগ্রাফিগুলো পাশপাশি অবস্থান করছে এখানে।" গর্বিত হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে। "বাস্তব জীবনে এ দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে যতো সংঘাত আর দ্বন্দ্বই থাকুক না কেন আমরা মনে করি তাদের সিম্বলগুলো এখানে চমৎকারভাবেই সহাবস্থান করছে। আমি জানি আমার এ কথার সাথে আপনি একমত, প্রফেসর।"

আন্তরিকভাবেই মাথা নেড়ে সায় দিলো ল্যাংডন। খৃস্টিয় সিম্বলগুলোর পাশাপাশি মুসলিম সিম্বলগুলো এক ধরণের মনোমুগ্ধকর আবহ তৈরি করেছে। এর কারণ তাদের স্টাইল এবং ধ্যানধারণা একেবারেই বিপরীতমুখী।

খৃস্টান ঐতিহ্যে ঈশ্বর আর সেন্টদের ছবি বেশ ভালোমতোই গ্রহণযোগ্য, কিন্তু ইসলামে এটা নিষিদ্ধ বিষয়। তারা বরং ক্যালিওগ্রাফি আর জ্যামিতিক

প্যাটার্নের মাধ্যমেই ঈশ্বরকে তুলে ধরে। ইসলাম বলে শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তাই প্রাণের সৃষ্টি করতে পারেন তাই মানুষের উচিত নয় প্রাণীর ছবি আঁকা–সৃষ্টিকর্তা, মানুষ এমনকি জীবজন্তুর ছবিও নয়।

ল্যাংডনের মনে পড়ে গেলো একবার তার ছাত্রছাত্রিদেরকে এই বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করেছিলো সে : "উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একজন মুসলিম মাইকেলাঞ্জেলো কখনই সিস্টিন চ্যাপেলের ছাদে ঈশ্বরের ছবি আঁকতেন না, তিনি বরং ঈশ্বরের নামটি লিখে দিতেন। ঈশ্বরকে ছবির মাধম্যে তুলে ধরাটা হতো ব্লাসফেমি সমতুল্য অপরাধ।"

এর কারণও ব্যাখ্যা করেছিলো ল্যাংডন।

"খৃস্টান আর ইসলাম ধর্ম হলো লোগোসেন্ট্রিক," ছাত্রছাত্রিদেরকে বলেছিলো সে, "এর মানে তারা জোর দেয় *ঈশ্বরের বাণী*তে। খৃস্টানধর্মে এই বাণী হয়ে ওঠে রক্তমাংসের মনুষে, বুক অব জন-এ আছে : 'ঈশ্বরে বাণী মানুষ আকারে উপস্থিত হয়, আর তিনি আমাদের মাঝেই বিচরন করেন।' এজন্যে ঈশ্বরের বাণীকে মানবিক আকৃতিতে ফুটিয়ে তোলাটা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ইসলামে সৃষ্টিকর্তার বাণী মানুষ হিসেবে প্রতিভাত হয় না, সেজন্যে বাণীকে বাণীর আকারেই রাখতে হয়...বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্যালিওগ্রাফিতে ইসলামের মহান ব্যক্তিদের নাম অঙ্কিত হয়।"

ল্যাংডনের এক ছাত্র এই জটিল বিষয়টিকে সহজ-সরল আর ছোট্ট একটি বাক্যে বর্ণনা করেছিলো : "খৃস্টানরা মুখ পছন্দ করে, মুসলমানেরা শব্দ।"

"এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন," ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে বললো। "ইসলামের সঙ্গে খৃস্টান ধর্মের একটি অনন্য সংমিশ্রণ।"

বিশাল আকৃতির বেদীর দিকে ইঙ্গিত করলো সে। কুমারিমাতা এবং তার সন্তান *মিহরাব*-এর উপর থেকে চেয়ে আছে। মসজিদের ইমাম সাহেব যেখানে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করেন সেই পশ্চিম দিকের খিলানসদৃশ্য জায়গাটিকে মুসলিম ঐতিহ্যে মিহরাব বলে। কাছেই কয়েকটি ধাপের একটি সিঁড়ি আছে, ওটা উঠে গেছে *মিনবার*-এর দিকে। এই *মিনবার*-এ বসে জুম্মার দিন ইমাম সাহেব খুতবা পাঠ করেন। এটা অনেকটা খৃস্টিয় সারমন দেবার জন্য চার্চ কিংবা ক্যাথেড্রালে যে ধরণের প্লাটফর্ম ব্যবহৃত হয় সেরকম দেখতে। তার কাছেই ডায়াসসদৃশ্য একটি স্থাপনা আছে, ওটার সাথে আবার খৃস্টান কয়্যার স্টলের বেশ মিল, তবে এখানে এটা *মুয়াজ্জিন মাহফিল*–মুয়াজ্জিনের জন্য বরাদ্দকৃত জায়গা।

"মসজিদ আর ক্যাথেড্রালের মধ্যে অসম্ভব মিল রয়েছে," মিসরাত বলতে লাগলো। "পূর্ব আর পশ্চিমের ঐতিহ্যকে আপনারা যতোটা ভিন্নধর্মী মনে করেন

আসলে ততোটা কিন্তু নয়!"

"মিসরাত?" অধৈর্য হয়ে বলে উঠলো ব্রুডার। "আমরা দান্দোলোর সমাধি দেখতে চাচ্ছিলাম।"

একটু বিরক্ত হলো মিসরাত, যেনো এভাবে তাড়া দিয়ে পবিত্র এই স্থাপনাকে অপমান করা হয়েছে।

"হ্যা," ল্যাংডন বললো। "তাড়াহুড়া করার জন্য আমরা সত্যি দুঃখিত কিন্তু আমাদের হাতে সময় খুব বেশি নেই।"

"ঠিক আছে তাহলে," বললো মিসরাত, ডান দিকের একটি উঁচু বেলকনির দিকে ইঙ্গিত করলো সে। "উপরে চলুন। ওটা ওখানে আছে।"

"উপরে?" চমকে উঠলো ল্যাংডন। "এনরিকো দান্দোলোর সামাধিটি কি মাটির নীচে ক্রিপ্টে থাকার কথা নয়?"

ল্যাংডনের শুধু সমাধিটির কথা মনে আছে, কিন্তু সেটা এই ভবনের কোথায় অবস্থিত সে জানে না। ভুলে গেছে। তার কেবল মনে আছে অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি আন্ডারগ্রাউন্ডের কথা।

মিসরাতকে দেখে মনে হলো সে একটু অবাকই হয়েছে। "না, প্রফেসর, এনরিকো দান্দোলোর সমাধিটি অবশ্যই উপরতলায়।"

এসব কি হচ্ছে? অবাক হয়ে মনে মনে বললো মিসরাত।

ল্যাংডন যখন দান্দোলোর সমাধি দেখতে চাইলো তখন মিসরাত আঁচ করতে পেরেছিলো এটা আসলে এক ধরণের ছুতো। *কেউ দান্দোলোর সমাধি দেখতে চায় না।* মিসরাত বুঝতে পারছে ল্যাংডন আসলে দান্দোলোর সমাধির পাশে যে রহস্যময় *দিসিস মোজাইক* আছে সেটা দেখার জন্য এ কথা বলেছে। এই জিনিসটা আসলে জিশু খৃস্টের বহু প্রাচীন একটি মোজাইকের ছবি। সবাই মনে করে এটা এই ভবনের সবচাইতে রহস্যময় শিল্প।

ল্যাংডন সাহেব আসলে মোজাইকটি রিসার্চ করতে এসেছেন, চেষ্টা করছেন ব্যাপারটা যেনো গোপন থাকে, আন্দাজ করলো মিসরাত। সম্ভবত প্রফেসর *দিসিস*-এর উপর গোপন কিছু লিখছেন।

কিন্তু মিসরাত একটু অবাক এজন্যে যে ল্যাংডন ভালো করেই জানে *দিসিস মোজাইকটি* দ্বিতীয় তলায়, তাহলে খামোখা কেন এই না জানার ভান করা হচ্ছে?

যদি না সে আসলেই দান্দোলোর সমাধিটি দেখতে চায়?

মিসরাত তাদেরকে সিঁড়ির দিকে নিয়ে গেলো, যাবার সময় তারা অতিক্রম করে গেলো হাজিয়া সোফিয়ার দুটো বিশাল আকারের পাত্র–অখণ্ড মার্বেলে তৈরি ৩৩০ গ্যালনের নক্সা করা এক একটি দানবীয় পাত্র। হেলেনিস্টিক আমলে এগুলো তৈরি করা হয়েছিলো।

সিঁড়ি দিয়ে চুপচাপ ওঠার সময় মিসরাতের মনে হলো ল্যাংডনের কলিগদেরকে দেখে ঠিক একাডেমিক বলে মনে হচ্ছে না। একজনকে তো রীতিমতো সৈনিক বলেই মনে হচ্ছে। পেশীবহুল আর কাঠখোট্টা টাইপের। পরে আছে কালো পোশাক। আর সাদা-চুলের মহিলাকে মনে হচ্ছে আগে কোথাও দেখেছে সে। *সম্ভবত টিভিতে?*

এই ভিজিটের উদ্দেশ্য নিয়ে সন্দেহ করতে শুরু করলো সে। *তারা আসলে কী জন্যে এখানে এসেছে?*

"আরেকটা সিঁড়ি উঠতে হবে," ল্যাডিংয়ে আসার পর বললো মিসরাত। "উপরতলায় আমরা দান্দোলোর সমাধিটি দেখতে পাবো–" একটু থেমে ল্যাংডনের দিকে তাকালো সে–"সেই সাথে বিখ্যাত *দিসিস মোজাইক*টি।

একটুও ভাবান্তর দেখা গেলো না তার মধ্যে। মনে হলো ল্যাংডন এখানে *দিসিস মোজাইক* দেখতে আসে নি। সে আর তার সাথে থাকা দু'জনের যতো আগ্রহ ঐ দান্দোলোর সমাধিটি নিয়ে।

অধ্যায় ৮৯

মিসরাতের সাথে সিঁড়িয়ে দিয়ে উপরে ওঠার সময় ব্রুডার আর সিনস্কির চেহারা দেখে ল্যাংডন বুঝতে পারলো তারা কী ভাবছে। এর কোনো মানেই হয় না। জোবরিস্টের ভূ-গর্ভস্থ গুহার ছবিটা ভেসে উঠলো তার চোখে...সেইসাথে হাজিয়া সোফিয়ার নীচে জলমগ্ন স্তরের উপর ডকুমেন্টারি ফিল্মটি।

আমাদের তো নীচে যাওয়া দরকার!

এখানে যদি দান্দোলোর সমাধি থেকেও থাকে তারপরও তাদেরকে জোবরিস্টের নির্দেশিত পথেই অগ্রসর হতে হবে। *পবিত্র জ্ঞানের স্বর্ণালী মউজিওনে হাটু গেঁড়ে মেঝেতে কান পেতে শোনো গড়িয়ে পড়া পানির শব্দ।*

দ্বিতীয় তলায় আসার পর মিসরাত তাদেরকে ডান দিকের বেলকনির কাছ ঘেষে নিয়ে যেতে লাগলো। এখান থেকে নীচের স্যাঙ্কচুয়ারিটা আরো অদ্ভুত দেখায়। মুখ সরিয়ে নিলো ল্যাংডন। তার এখন এসব দিকে মনোযোগ না দেয়াই ভালো।

দিসিস মোজাইক নিয়ে হরবর করে কথা বলে যাচ্ছে মিসরাত, সেসবে ল্যাংডন কর্ণপাত করছে না মোটেও। এখন সে তার টার্গেটটাকে দেখতে পাচ্ছে।

দান্দোলোর সমাধি।

তার যেমনটি স্মরণে ছিলো ঠিক সেরকমই দেখতে পেলো–পালিশ করা মেঝেতে আয়তক্ষেত্রের সাদা মার্বেলের সমাধি। চারপাশে শেকল দিয়ে ঘেরা।

ওটার কাছে ছুটে গিয়ে পাথরে খোদাই করা লেখাটা পড়লো ল্যাংডন।

হেনরিকাস ডান্ডোলো।

বাকিরা তার পেছনে এসে দাঁড়াতেই ল্যাংডন কাজে নেমে পড়লো। শেকলটা ডিঙিয়ে সমাধির কাছে হাটু গেঁড়ে বসে পড়লো সে, যেনো প্রার্থনা করবে এখন।

মিসরাত চিৎকার করে বাধা দিলেও ল্যাংডন তাতে ভ্রুক্ষেপ করলো না। বিশ্বাসঘাতক ডওজ-এর সামনে প্রার্থনায়রত সে।

এরপর ল্যাংড়ন সমাধির উপরে তার হাত রেখে মাথা নীচু করতেই মিসরাতের ভেতর থেকে আরেকটি আর্তনাদ বেরিয়ে এলো। মাথা নীচে নামিয়ে মেঝেতে চোখ রাখতেই ল্যাংডনের মনে হলো সে মক্কার দিকে কেবলা করে

আছে। এটা দেখে মিসরাত বিস্ময়ে চুপ মেরে গেলো সঙ্গে সঙ্গে।

গভীর করে দম নিয়ে ডান দিকে মাথা ঘুরিয়ে বাম কানটা আস্তে করে রাখলো সমাধির মার্বেলের উপরে। পাথরের শীতলতা টের পেলো সে।

যে শব্দ শুনতে পেলো সেটা একেবারে দিনের আলোর মতোই পরিস্কার।

হায় ঈশ্বর।

মনে হচ্ছে দান্তের *ইনফার্নো* নীচ থেকে প্রতিধ্বনি করে উপরে উঠে আসছে।

আস্তে করে মাথা তুলে ব্রুডার আর সিনস্কির দিকে তাকালো সে।

"আমি ওটা শুনতে পাচ্ছি," ফিসফিসিয়ে বললো। "পানি পড়ার শব্দ।"

ব্রুডার শেকলটা ডিঙিয়ে ল্যাংডনের পাশে বসে কান পাতলো। কয়েক মুহূর্ত পর মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

এখন তারা নীচে পানি প্রবাহের শব্দ শুনতে পাচ্ছে, বাকি রইলো শুধু একটি প্রশ্ন। *কোথায় প্রবাহিত হচ্ছে?*

হঠাৎ করেই ল্যাডনের চোখে জলমগ্ন গুহার ছবিগুলো ভেসে উঠলো, আধিভৌতিক লালচে আলোয় আলোকিত...নীচ থেকে জ্বলে উঠছে।

ল্যাংডন উঠে দাঁড়াতেই দেখতে পেলো মিসরাত তার দিকে কটমট চোখে চেয়ে আছে, যেনো তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। এই তুর্কি গাইডের চেয়ে ল্যাংডন কমপক্ষে একফুট লম্বা।

"মিসরাত," বললো সে। "আমি দুঃখিত। আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, এটা খুবই অন্য রকম একটি পরিস্থিতি। সবটা খুলে বলার মতো সময় আমাদের নেই। তবে এই ভবনের ব্যাপারে আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন করবো আমি।"

দুর্বলভাবে সায় দিলো তুর্কি। "ঠিক আছে।"

"এই দান্দোলোর সমাধির নীচে আমরা পানি প্রবাহের শব্দ শুনতে পেয়েছি। আমাদেরকে জানতে হবে এই পানি কোথায় প্রবাহিত হচ্ছে।"

মাথা ঝাঁকালো মিসরাত। "আমি বুঝতে পারছি না। তবে এখানকার সব মেঝেতে কান পাতলেই পানি প্রবাহের শব্দ শোনা যায়।"

সবাই শক্ত হয়ে গেলো।

"হ্যা," জোর দিয়ে বললো মিসরাত। "বিশেষ করে বৃষ্টির সময়। হাজিয়া সোফিয়ার রয়েছে প্রায় একলক্ষ বর্গফুট আয়তনের ছাদ, ছাদ থেকে বৃষ্টির পানি পড়তে কখনও কখনও কয়েক দিন লেগে যায়। প্রায়ই দেখা যায় পানি পুরোপুরি পড়ার আগে আবার বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। সুতরাং পানি পড়ার শব্দ এখানে সাধারণ ঘটনা। সম্ভবত আপনারা জানেন হাজিয়া সোফিয়া বিশাল বড় একটি পানির গুহার উপর অবস্থিত। এ নিয়ে তো একটা ডকুমেন্টারিও হয়েছে, যেখানে-"

"হ্যা, হ্যা," বললো ল্যাংডন, "কিন্তু আপনি কি জানেন দান্দোলোর সমাধির নীচে যে পানির শব্দ হয় সেটা ঠিক কোথায় প্রবাহিত হয়েছে?"

"অবশ্যই জানি," বললো মিসরাত। "হাজিয়া সোফিয়ার থেকে সব পানি যেদিকে প্রবাহিত হয় সেদিকে-শহরের জলাধারে।"

"না," ব্রুডার বললো। "আমরা জলাধারের খোঁজ জানতে চাচ্ছি না। আমরা জানতে চাচ্ছি বিশাল ভূ-গর্ভস্থ কোনো জায়গার কথা, সম্ভবত ওখানে পিলারও আছে?"

"হ্যা," মিসরাত বললো। "এ শহরের প্রাচীন জলাধারটি এরকমই বিশাল আর অনেকগুলো পিলার রয়েছে সেখানে। জায়গাটা দেখতে খুবই সুন্দর। ষষ্ঠ শতাব্দীতে ওটা বানানো হয়েছিলো শহরের পানি সরবরাহের আধার হিসেবে। এখন ওই জায়গাটাতে কেবল চার ফুটের মতো পানি থাকে, তবে-"

"সেটা কোথায়!" ব্রুডারের আর তর সইলো না।

"ঐ জলাধারটির কথা বলছেন?" একটু ভীতকণ্ঠে জানতে চাইলো মিসরাত। "এক ব্লক দূরে হবে। এই ভবনের পূর্ব দিকে।" বাইরে দিকে আঙুল তুলে দেখালো সে। "জায়গাটার নাম ইয়েরেবাতান সারায়ি।"

সারাই? অবাক হলো ল্যাংডন। *টপকাপি সারাই-এর মতো?* "কিন্তু...*সারাই* মানে কি 'প্রাসাদ' নয়?"

মিসরাত মাথা নেড়ে সায় দিলো। "হ্যা। আমাদের প্রাচীন জলাধারটির নাম ইয়েরিবাতান সারায়ি। এর মানে-ডুবন্ত প্রাসাদ।"

অধ্যায় ৯০

ডা: এলিজাবেথ সিনস্কি যখন ল্যাংডন, ব্রুডার আর হতভম্ব গাইড মিসরাতকে নিয়ে হাজিয়া সোফিয়া থেকে বের হয়ে এলো তখন অঝোরে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে।

অনুসরন করে চলে যাও ঐ ডুবন্ত প্রাসাদের সুগভীরে, ভাবলো সিনস্কি।

শহরের জলাধার ইয়েরেবাতান সারায়ি নীল মসজিদের ঠিক পেছনে, একটু উত্তরে অবস্থিত।

মিসরাত তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এখন।

এই তুর্কির কাছে সিনস্কি সব খুলে বলেছে। তারা কারা এবং সম্ভাব্য এক মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে কাজ করছে তাদের দলটি। এছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পরিচালকের।

"এই দিকে!" তাদেরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি পার্কের দিকে যেতে বললো। তাদের পেছনে হাজিয়া সোফিয়া পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে, আর নীল মসজিদের রূপকথার মিনারগুলো একটু দূরেই জ্বলজ্বল করছে যেনো। সিনস্কির পাশে হন্তদন্ত হয়ে যেতে যেতে ফোনে কথা বলছে ব্রুডার, এসআরএস টিমকে আপডেট জানাচ্ছে সে, তাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব জলাধারের সামনে চলে যাবার জন্য। "মনে হচ্ছে জোবরিস্ট শহরের পানি-সাপ্লাইকে টার্গেট করেছে," হাফাতে হাফাতে বললো ব্রুডার। "আমার দরকার ঐ জলাধারের ভেতর-বাইরের সব ধরণের নক্সা, ডায়াগ্রাম। আমরা পুরোপুরি 'আইসোলেশন অ্যান্ড কন্টেইনমেন্ট' প্রটোকল পরিচালনা করবো। জায়গাটা খালি করার সাথে সাথে ফিজিক্যাল আর কেমিকেল ব্যারিয়ারেরও দরকার হবে-"

"দাঁড়ান," মিসরাত বললো তাকে। "আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। ঐ জলাধারটি এখন আর এ শহরের পানি সাপ্লাইয়ের কাজ করে না। একদমই না!"

ফোনটা নামিয়ে কটমট চোখে গাইডের দিকে তাকালো ব্রুডার। "কি?"

"বহু আগে জলাধারটি পানি সরবরাহের কাজ করতো," মিসরাত পরিস্কার করে দিলো। "কিন্তু এখন আর সেটা করে না। আমাদের পানি সাপ্লাই ব্যবস্থা এখন বেশ আধুনিক হয়েছে।"

ব্রুডার একটি গাছের নীচে এসে দাঁড়ালে সবাই তার কাছে চলে এলো।

"মিসরাত," সিনস্কি বললো, "আপনি নিশ্চিত, ওখানকার পানি কেউ পান করে না?"

"কী যে বলেন," মিসরাত জবাব দিলো। "ওখানকার পানি কে পান করতে

যাবে। ওখানে এমনি পানি জমে থাকে...আস্তে আস্তে মাটির নীচে চলে যায় সেগুলো।"

সিনস্কি, ল্যাংডন আর ব্রুডার একে অন্যের দিকে তাকালো। সিনস্কি বুঝতে পারছে না কথাটা শুনে স্বস্তি বোধ করবে নাকি আতঙ্কিত হবে। *এই পানি যদি কেউ ব্যবহারই না করবে তাহলে জোবরিস্ট কেন এরকম জায়গা বেছে নিলো জীবাণু ছড়িয়ে দেবার জন্য?*

"কয়েক দশক আগে আমরা যখন পানি সরবরাহ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করি," মিসরাত বলতে লাগলো, "ওই জলাধারটি তখন পরিত্যাক্ত হয়ে পড়ে, মাটির নীচে একটি বিশাল পুকুর হয়ে ওঠে।" কাঁধ তুললো সে। "আজকাল ওটা পর্যটকদের আকর্ষণীয় জায়গা ছাড়া আর কিছু না।"

মিসরাতের দিকে ঘুরলো সিনস্কি। *পর্যটকদের আকর্ষণীয় জায়গা?* "দাঁড়ান...লোকজন ওখানে যেতে পারে? মানে ওই জলাধারে?"

"অবশ্যই," বললো সে। "প্রতিদিন হাজার হাজার দর্শনার্থী ওখানে যায়। জায়গাটি দেখার মতো। পানির উপরে কিছু ব্রডওয়াকও আছে...এমনকি ছোটোখাটো একটি ক্যাফেও। অল্পবিস্তর ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা থাকলেও বাতাস একটু গুমোট আর আদ্র, তারপরও জায়গাটা বেশ জনপ্রিয়।"

ব্রুডারের দিকে স্থিরচোখে চেয়ে রইলো সিনস্কি। ভালো করেই জানে, সে আর প্রশিক্ষিত এসআরএস এজেন্ট একই জিনিস ভাবছে–অন্ধকারাচ্ছন্ন, স্যাঁতস্যাঁতে গুহা, জমাটবদ্ধ পানিতে ভরপুর, যেখানে প্যাথোজেন অর্থাৎ জীবাণুগুলো বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুঃস্বপ্নের ষোলো কলা পূরণ করার জন্য পানির উপরে ব্রডওয়ে দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটকের আসা-যাওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

"সে একটা বায়োঅ্যারোসল তৈরি করেছে," ব্রুডার জানালো।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সায় দিলো সিনস্কি।

"মানে?" ল্যাংডন জানতে চাইলো।

"মানে," জবাবটা ব্রুডারই দিলো, "ওটা বাতাসেও ছড়িয়ে পড়তে পারবে।"

চুপ মেরে গেলো ল্যাংডন, সিনস্কি বুঝতে পারলো প্রফেসর এখন সঙ্কটটির সত্যিকারের ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারছে।

বাতাসবাহিত প্যাথোজেনের ভাবনাটি সিনস্কির মনে এর আগে কিছুটা সময়ের জন্য উদয় হয়েছিলো, তবে শহরের পানি সরবরাহের জলাধারের কথা শুনে সে আশা করেছিলো জোবরিস্ট হয়তো পানিবাহিত জীবাণু বেছে নিয়েছে। পানিবাহিত ব্যাকটেরিয়া খুব শক্তিশালী এবং আবহাওয়া-সহ্য করার ক্ষমতাসম্পন্ন হয়, কিন্তু তারা খুব ধীরগতিতে ছড়ায়।

বাতাসবাহিত জীবাণু ছড়ায় দ্রুতগতিতে।

খুবই তীব্রগতিতে।

“এটা যদি বাতাসবাহিত হয়ে থাকে,” বললো ক্রুডার, “তাহলে এটা ভাইরাল।”

একটি ভাইরাস, একমত হলো সিনস্কি। *জোবরিস্ট দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাওয়া প্যাথোজেনই বেছে নেবে।*

বাতাসবাহিত ভাইরাস পানিতে রিলিজ করাটা একটু অস্বাভাবিকই বটে, কিন্তু এটাও ঠিক অসংখ্য জীব তরলের মধ্যে জন্ম নিয়ে বাতাসে টিকে থাকে–মশা, এককোষী প্রাণী, ব্যাকটেরিয়া, মাইকোটক্সিন, রেড টাইড, এমনকি মানুষ। তিক্ততার সাথেই সিনস্কি দেখতে পাচ্ছে জলাধারের পানিতে ভাইরাসটি বংশবৃদ্ধি করছে...তারপর জীবাণু ভর্তি পানির কণা গুমোট উঠে আসছে বাতাসে।

মিসরাত এখন রাস্তার ট্রাফিক জ্যামের দিকে ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। সিনস্কি তার দৃষ্টি অনুসরণ করে একটি লাল-সাদা ইটের ভবনের দিকে তাকালো, ওটার একমাত্র দরজাটি খোলা, সেটা দিয়ে একটি সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। বাইরে একদল লোক ছাতা মাথায় দাঁড়িয়ে আছে ভেতরে ঢোকার অপেক্ষায়।

এটা কি আন্ডারগ্রাউন্ড ডান্সক্লাব নাকি?

ভবনের গায়ে সোনালি রঙের অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে সিনস্কির বুক ধরফর করে উঠলো। এই জায়গাটা জলাধার হলে, এবং এটার নির্মাণ ৫২৩ খৃস্টাব্দে হয়ে থাকলে মিসরাতের চিন্তিত হবারই কথা।

“ডুবন্ত প্রাসাদ,” মিসরাত ক্ষুব্ধস্বরে বললো। “মনে হচ্ছে...আজরাতে এখানে একটি কনসার্ট হবে।”

অবিশ্বাসে তাকালো সিনস্কি। “এখানে কনসার্ট হবে?!”

“জায়গাটা বিশাল একটি ইনডোর,” জবাবে বললো সে। “এটাকে প্রায়ই সাংস্কৃতিক সেন্টার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।”

ক্রুডার আর বেশি কিছু শোনার অপেক্ষা করলো না। আলেমদার এভিনুর ট্রাফিকের মধ্য দিয়ে ভবনের দিকে ছুটে গেলে সিনস্কিসহ বাকিরাও প্রায় দৌড়ে তাকে অনুসরণ করলো।

জলাধারে প্রবেশপথের কাছে চলে এলে দেখতে পেলো দরজার সামনে কিছু কনসার্ট দেখতে আসা দর্শক ভেতরে ঢোকার জন্য অপেক্ষা করছে–বোরকা পরা তিন মহিলা, একজোড়া পর্যটক হাতে হাত ধরে আছে আর একজন টাক্সিডো পরা লোক। তারা সবাই বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য দরজার কাছে জড়ো হয়ে আছে।

নীচ থেকে ক্লাসিক্যাল মিউজিক ভেসে আসতে শুনলো সিনস্কি। *বারলিওজ*, অর্কেস্ট্রার সুর শুনে আন্দাজ করলো সে। তবে সেটা যা-ই হোক না কেন, এরকম সঙ্গিত ইস্তাম্বুলের পথেঘাটে খুবই অদ্ভুত লাগলো।

দরজার কাছে যেতেই সিনস্কির মনে হলো নীচ থেকে গরম বাতাস উঠে

আসছে উপরে। সেই বাতাসে কেবলমাত্র বেহালার সুরই ভেসে এলো না, ভেসে এলো অসংখ্য মানুষের ঘামেভেজা ভ্যাপসা গন্ধও।

সিনস্কির মনে যে আশংকা জমতে শুরু করেছে সেটা আরো গাঢ় হলো এবার।

একদল পর্যটক নীচ থেকে বেরিয়ে এলে অপেক্ষায় থাকা আরেকটি দলকে ঢোকার সুযোগ দিলো প্রহরী।

ব্রুডার সঙ্গে সঙ্গে ঢোকার চেষ্টা করতেই প্রহরী তাকে হাত তুলে বাধা দিলো। "একটু দাঁড়ান, স্যার। নীচের ক্যাপাসিটি ভরে গেছে। আরো কিছু লোক বের না হয়ে এলে ঢুকতে দেয়া যাবে না। একটু অপেক্ষা করুন। ধন্যবাদ।"

ব্রুডার জোর করে ঢুকতে যাবে এমন সময় সিনস্কি তার কাঁধে হাত রেখে তাকে বিরত করে একপাশে ডেকে নিলো।

"দাঁড়ান," আদেশের সুরে বললো সে। "আপনার টিম আসছে। আপনি তো আর একা একা এতো বড় জায়গা তল্লাশী করতে পারবেন না। ওরা আসুক, তখন ঢোকা যাবে।" এ বলে দরজার পাশে একটি ফলকের দিকে ইশারা করলো।

নীচের জায়গাটি সম্পর্কে ওখানে কিছু তথ্য দেয়া আছে-প্রায় দুটো ফুটবল খেলার মাঠের মতো আয়তন-একলক্ষ বর্গফুটের মতো ছাদ আর ৩৩৬টি মার্বেলের কলাম।

"এটা দেখুন," কয়েক গজ দূরে দাঁড়ানো ল্যাংডন বললো। "আপনারা বিশ্বাসও করতে পারবেন না।"

সিনস্কি তার দিকে ফিরলো। দেয়ালে একটি কনসার্ট পোস্টারের দিকে ইঙ্গিত করছে সে।

হায় ঈশ্বর।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পরিচালক মিউজিকটা শুনে ঠিকই বুঝেছিলো ওটা কোনো ক্ল্যাসিকেল সঙ্গিতই হবে কিন্তু সেটা বারলিওজের নয়-অন্য একজনের কম্পোজ করা সুর-ফ্রানৎজ লিৎস্‌জ।

আজ রাতে মাটির নীচে ইস্তাম্বুল স্টেট সিম্ফোনি অর্কেস্ট্রা ফ্রানৎজ লিৎস্‌জের বিখ্যাত *দান্তে সিম্ফোনি*'টি পরিবেশন করছে। যে সঙ্গিতের অনুপ্রেরণা দান্তের নরক ভ্রমণ থেকে ফিরে আসার উপাখ্যান।

"এটা প্রায় এক সপ্তাহ ধরে এখানে পারফর্ম করা হচ্ছে," পোস্টারটা ভালো করে দেখে ল্যাংডন বললো। "বিনেপয়সার কনসার্ট। অজ্ঞাত এক ব্যক্তির অনুদানে এটা হচ্ছে।"

সিনস্কি অনুমাণ করতে পারলো অজ্ঞাত ব্যক্তিটি কে হতে পারে। বারট্রান্ড জোবরিস্ট বেশ ভালোই নাটকীয়তা তৈরি করেছে। মনে হচ্ছে একটি নির্মম

বাস্তব কৌশল। এক সপ্তাহের ফ্রি কনসার্ট দেখতে হাজার হাজার পর্যটক আসবে এখানে, মাটির নীচে গাদাগাদি করে তারা কনসার্ট দেখবে...ওখানকার জীবাণুবাহিত বাতাস নেবে নিঃশ্বাসে, তারপর ফিরে যাবে যার যার দেশে।

"স্যার?" প্রহরী বললো ব্রুডারকে। "কয়েকজন ঢুকতে পারবে এখন।"

সিনস্কির দিকে তাকালো এজেন্ট। "স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ডেকে আনুন। নীচে আমরা যা-ই খুঁজে পাই না কেন তাদের সাপোর্টের দরকার হবে। আমার টিম এসে পৌছালে তাদের সাথে ওয়্যারলেসে যোগাযোগ করে আমি আপডেট জানাবো। নীচে গিয়ে আমি দেখি জোবরিস্ট কোথায় তার জিনিসটা রাখতে পারে। অন্তত ধারণা করা তো যাবে।"

"রেসপিরেটর ছাড়াই ঢুকবেন?" সিনস্কি জিজ্ঞেস করলো। "আপনি তো জানেন না ঐ ব্যাগটি অক্ষত আছে কিনা।"

ব্রুডার ভুরু তুললো। হাত তুলে দরজার দিকে দেখালো সে। "বলতে চাই না, কিন্তু বাধ্য হচ্ছি। এই জীবাণু যদি ছড়িয়ে পড়ে তাহলে এ শহরের সবাই আক্রান্ত হবে।"

সিনস্কিও এটা জানে কিন্তু ল্যাংডন আর মিসরাতের সামনে এ কথা বলতে চায় নি।

"তাছাড়া," ব্রুডার আরো বললো, "ওখানকার লেকজনের ভীড়টা যদি আমারদেরকে হ্যাজম্যাট সুট পরে ঢুকতে দেখে তাহলে মারাত্মক আতঙ্ক সৃষ্টি হবে। পায়ে পিষ্ট হয়ে মানুষ মারা যাবে।"

সিনস্কি তর্ক করতে চাইলেও নিজেকে বিরত রাখলো কেননা ব্রুডার একজন স্পেশালিস্ট হিসেবে এ ধরণের পরিস্থিতি আগেও মোকাবেলা করেছে।

"আমাদের বাস্তব অপশনটি হলো," ব্রুডার তাকে বললো, "ওই জায়গাটি নিরাপদ আছে ধরে নিয়ে ওটাকে কন্টেইন করার চেষ্টা করতে হবে।"

"ঠিক আছে," সিনস্কি বললো। "তাহলে তাই করুন।"

"আরেকটা সমস্যা আছে," ল্যাংডন তাদের কথার মধ্যে ঢুকে পড়লো। "সিয়েনার কি হবে?"

"তার কি হবে?" ব্রুডার জানতে চাইলো।

"ইস্তাম্বুলে তার উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন সে কিন্তু অনেক ভাষায় কথা বলতে পারে। সম্ভবত অল্পবিস্তর তুর্কিও তার জানা আছে।"

"তো?"

"সিয়েনা কবিতার ঐ 'ডুবন্ত প্রাসাদ'-এর রেফারেন্সটি সম্পর্কে জানে," বললো ল্যাংডন। "আর তুর্কি ভাষায় এর অর্থ..." আঙুল তুলে দেখালো সে। "...'ইয়েরেবাতান সারায়ি।' "

"তা ঠিক," চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো সিনস্কি। "সে হয়তো এটা বুঝতে পেরে হাজিয়া সোফিয়ায় না গিয়ে সরাসরি এখানে চলে আসতে পারে।"

দরজার দিকে তাকিয়ে আক্ষেপে নিঃশ্বাস ফেললো ব্রুডার। "ঠিক আছে, আমরা জীবাণুগুলো কন্টেইন করার আগে যদি ওই মেয়েটা নীচে গিয়ে ব্যাগটা ফাঁটানোর পরিকল্পনা করে থাকে তাহলে সে ওখানে বেশিক্ষণ ধরে নেই। এটা খুবই বড় একটি এলাকা। তার নিশ্চয় কোনো ধারণা নেই কোথায় ওটা খুঁজতে হবে। আর এতো লোকজনের মধ্যে সবার অগোচরে পানিতে ডাইভ দেয়াও তার পক্ষে সম্ভব হবে না।"

"স্যার?" দরজার প্রহরী আবারো ডাকলো ব্রুডারকে। "আপনি কি ভেতরে যাবেন এখন?"

ব্রুডার দেখতে পেলো একদল তরুণ-তরুণী রাস্তা পার হয়ে এদিকেই আসছে ঢোকার উদ্দেশ্যে। প্রহরীর দিকে তাকিয়ে এজেন্ট মাথা নেড়ে বোঝালো সে এখনই ঢুকবে।

"আমি আপনার সাথে যাবো," ল্যাংডন বললো তাকে।

ব্রুডার তার দিকে ফিরে সরাসরি বলে দিলো, "প্রশ্নই ওঠে না।"

ল্যাংডন দমে গেলো না। দৃঢ়তার সাথে বললো সে, "এজেন্ট ব্রুডার, আমরা সবাই এই পরিস্থিতিতে একসাথে আসার একটি কারণ হলো সিয়েনা আমার সাথে সারাটা দিন খেলেছে। আর আপনি তো বললেনই, আমরা সবাই হয়তো এরইমধ্যে আক্রান্ত হয়ে গেছি। আপনি চান আর না চান আমি আপনাকে সাহায্য করবো।"

কয়েক মুহূর্ত তার দিকে চেয়ে রইলো ব্রুডার তারপর হাল ছেড়ে দিলো সে।

ব্রুডারের পেছন পেছন সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় নীচ থেকে ভ্যাপসা বাতাসের ঝাপটা টের পেলো ল্যাংডন। সেই বাতাসে লিৎসজের দান্তে সিম্ফোনির সুরও ভেসে এলো।

হঠাৎ করে ল্যাংডন অদ্ভুত আর ভুতুরে এক অনুভূতিতে আক্রান্ত হলো, যেনো লম্বা লম্বা অদৃশ্য আঙুলগুলো মাটি ফুড়ে বের হয়ে তার মাংস খুবলে নিচ্ছে।

সঙ্গিত।

সিম্ফোনি কোরাস–শত কণ্ঠের শক্তি–এখন গাইছে বহুল পরিচিত একটি দান্তের প্যাসেজ, উচ্চারিত করছে দান্তের লেখার প্রতিটি ধ্বণি।

"লাসিয়েতে অগনে স্পেরানজা," তারা এখন গাইছে, *"ভই চেন ব্রাতে।"*

এই ছয়টি শব্দ–দান্তের *ইনফার্নো*'র সবচাইতে বিখ্যাত একটি লাইন–সিঁড়ির নীচ থেকে মৃত্যুর গন্ধের মতো উঠে আসছে উপরে।

তার সাথে ট্রাম্পেটের মূর্ছনা, হর্ন আর শত কণ্ঠের কয়্যার যেনো সতর্ক করে দিচ্ছে আবার।

"লাসিয়েতে অগনে স্পেরানজা ভই চেন ব্রাতে!"

এখানে যে প্রবেশ করবে তার সমস্ত আশা তিরোহিত হবে!

অধ্যায় ৯১

লালচে আলোয়স্নাত ভূ-গর্ভস্থ গুহাটি নরক-অনুপ্রাণিত সঙ্গিতে রীতিমতো কাঁপছে–অজস্র কণ্ঠের উল্লাস, বেহালার সুর আর ড্রামের বজ্রনিনাদ মাটির নীচে সৃষ্টি করছে ভূমিকম্প।

ল্যাংডনের চোখ যতোদূর গেলো দেখতে পেলো মাটির নীচের এ জায়গাটির মেঝে কাঁচের শিটের মতো পানিতে পরিপূর্ণ–গাঢ়, স্থির আর সমৃণ–যেনো নিউ ইংল্যান্ডের পুকুরের কালচে পানি বরফে জমে গেছে।

যে জলাধারে প্রতিফলিত হয় না আকাশের তারা।

সেই পানি থেকে জেগে উঠেছে শত শত কলাম। প্রত্যেকটির উচ্চতা ত্রিশ ফুটের মতো। এগুলো সম্মিলিতভবে গুহার বিশাল আয়তনের ভল্টেড ছাদটাকে ধরে রেখেছে। কলামগুলোর নীচে লাল আলোর স্পটলাইট জ্বালিয়ে দেবার ফলে এক ধরণের পরাবাস্তব আবহ তৈরি হয়েছে সেখানে।

ল্যাংডন আর ব্রুডার সিঁড়ির নীচে এসে কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালো, তাদের সামনে লালচে আবহের গুহাটি দেখে নিলো ভালো করে।

এখানকার বাতাস তার ধারণার চেয়েও অনেক বেশি ভারি, তাই ল্যাংডন টের পেলো নিঃশ্বাস নিতে একটু কষ্ট হচ্ছে।

তাদের বাম পাশে লোকজনের ভীড়টা দেখতে পেলো। কনসার্ট অনুষ্ঠিত হচ্ছে বহু দূরের একটি দেয়ালের কাছে। শ্রোতারা বসে আছে বিশাল একটি প্লাটফর্মের উপর। অর্কেস্ট্রার চারপাশে যে কনসেন্ট্রিক রিংটা আছে সেটাকে ঘিরে বসে আছে কয়েক শ' আর তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে আরো এক শ'র মতো। আশেপাশে ব্রডওয়াকেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছে বেশ কিছু শ্রোতা। রেলিংয়ে ঝুঁকে আছে অনেকেই। তাদের সবার দৃষ্টি নীচের কনসার্টের দিকে।

ল্যাংডন লালচে আলোয় দেখতে লাগলো আবছায়া অবয়বের সমুদ্রটি। এদের মধ্যে থেকে সিয়েনাকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো তার চোখ। তাকে কোথাও দেখতে পেলো না। টাক্সিডো, গাউন, আলখেল্লা, বোরকা আর শর্টস, সোয়েটশার্ট পরা কিছু পর্যটককেও দেখতে পেলো। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিভিন্ন জাতির লোকজন জড়ো হয়েছে এখানে। ল্যাংডনের মনে হলো এটা এক ধরণের ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

সিয়েনা যদি এখানে থেকে থাকে, বুঝতে পারলো সে, *তাহলে তাকে খুঁজে বের করাটা প্রায় অসম্ভব।*

ঠিক এমন সময় মোটাসোটা এক লোক তাদের সামনে দিয়ে কাশতে কাশতে সিঁড়ি দিয়ে বের হয়ে গেলো। চট করে ঘুরে তাকে দেখে নিলো ব্রুডার। ল্যাংডনের মনে হলো তার গলার কাছে গিট পাকিয়ে গেছে। নিজেকে আশ্বস্ত করলো এটা তার মনের ভয়।

একটা ব্রডওয়াকের দিকে এগিয়ে গেলো ব্রুডার। চারপাশটা ভালো করে দেখে নিচ্ছে সে। তাদের সামনে যে পথটা আছে সেটা যেনো দানবদের গোলকধাঁধার প্রবেশপথ। একটা ব্রডওয়াক হঠাৎ করেই তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়ে গেছে। পানির উপরে, কলামগুলোর মাঝখান দিয়ে চলে গেছে অন্ধকারে।

জীবনভ্রমণের মধ্যখানে এসে সহজ-সলর পথটি হারিয়ে, ভাবলো ল্যাংডন, দান্তের মাস্টারওয়ার্কের প্রথম ক্যান্টোটি মনে পড়ে গেলো তার। *নিজেকে খুঁজে পেলাম এক অন্ধকার অরণ্যে।*

ওয়াকওয়ের রেলিং আর পানির দিকে তাকালো ল্যাংডন। প্রায় চার ফুটের মতো গভীর হবে, আর অবাক করা ব্যাপার হলো পানি বেশ স্বচ্ছ। মেঝের পাথরের টাইল্‌গুলো দেখা যাচ্ছে। ব্রুডারও দ্রুত দেখে নিলো। তার ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে সে কিছু বুঝে উঠতে পারছে না।

"আপনি কি এমন কোনো জায়গা দেখেছেন যেটা জোবরিস্টের ভিডিও'র সাথে মেলে?"

সবজায়গাই ওরকম, মনে মনে বললো ল্যাংডন। তাদের চারপাশে খাড়া স্যাঁতস্যাঁতে দেয়ালগুলো ভালো করে দেখে নিলো। বহু দূরে, যেখানে অর্কেস্ট্রা টিম বাজাচ্ছে সেখানকার দেয়ালের দিকে ইঙ্গিত করলো সে। "আমার মনে হচ্ছে ওখানে কোথাও হবে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ব্রুডার। "আমিও সেরকমই ভাবছি।"

তারা দু'জন ব্রডওয়াকের উপরে উঠে গেলো, বেছে নিলো ডান দিকের একটি শাখা। ওটা চলে গেছে লোকজনের ভীড় থেকে একটু দূরে, ডুবন্ত প্রাসাদের দিকে।

যেতে যেতে ল্যাংডন ভাবলো এখানে লুকিয়ে থাকাটা কতোই না সহজ। কেউ খুঁজে বের করতে পারবে না। জোবরিস্ট এখানে খুব সহজেই ভিডিওটি তৈরি করতে পেরেছে। এক সপ্তাহের জন্য ফ্রি কনসার্টের অনুদান যে দেবে সে যদি এ জায়গায় কিছুটা সময় একান্তে থাকতে চায় তাহলে সেটা সহজেই পাবে।

এতে আর এখন কিছুই যায় আসে না।

ব্রুডারের হাটার গতি বেশ দ্রুত, যেনো অবচেতন মনে সিম্ফোনির দ্রুতলয় ঢুকে পড়েছে তার মধ্যে। এ মুহূর্তে সিম্ফোনির সেমিটোনগুলো দ্রুতলয়ে অবরোহন করছে।

দান্তে আর ভার্জিল প্রবেশ করছে মাটির নীচের নরকে।

দূরের ডান দিকের খাড়া আর স্যাঁতস্যাঁতে দেয়ালগুলো ভালো করে দেখে নিলো ল্যাংডন, তার দেখা ভিডিও'র সাথে ওগুলোর কতোটুকু মিল আছে খতিয়ে দেখলো। লোকজনের ভীড় থেকে আরো দূরে চলে গেলো তারা। এটা এখানকার একটি কর্নার। কতোটা পথ পেরিয়ে এসেছে সেটা দেখার জন্য পেছনে ফিরতেই ল্যাংডন অবাক হলো। অনেকটা পথ চলে এসেছে।

এখন যেখানে আছে সেখানে হাতেগোণা কিছু লোকজন থাকলেও আরেকটু ভেতরে যেতেই কাউকে দেখতে পেলো না।

ব্রুডার আর ল্যাংডন ছাড়া আর কেউ নেই।

"সবই একই রকম দেখছি," ব্রুডার হতাশ হয়ে বললো। "কোথেকে খোঁজা শুরু করবো আমার?"

ল্যাংডনও তার মতো হতাশ। ভিডিওটার দৃশ্য তার ভালোই মনে আছে কিন্তু এখানে এমন কোনো জায়গা দেখতে পেলো না যার সাথে মিল খুঁজে পাবে।

ব্রডওয়ে দিয়ে যাবার সময় ল্যাংডন দেখতে পেলো কতোগুলো তথ্য-নির্দেশিকা সাইন জ্বলছে মৃদু আলোতে। একটাতে বলা আছে এই জায়গায় একুশ মিলিয়ন গ্যালন পানি ধারণ করতে পারে। একটি বেখাপ্পা পিলারের গায়ে সাইন লেখা, তাতে বলা আছে কন্সট্রাকশনের সময় এই পিলারটি লুট করা হয়েছিলো। আরেকটি জায়গায় কান্নারত মুরগির চোখের সিম্বল। এই জায়গাটি নির্মাণ করতে গিয়ে যেসব দাস মারা গেছে তাদের জন্য এই কান্না।

কিন্তু একটা সাইন দেখে থমকে দাঁড়ালো ল্যাংডন।

ব্রুডারও তার দেখাদেখি থামলো। "কি হয়েছে?"

সাইনটা দেখালো প্রফেসর।

সাইনে একটি তীর নির্দেশক দেয়া আছে, আর যে নামটা লেখা আছে সেটা কুখ্যাত আর ভীতিকর এক নারী দানবের।

মেডুসা □

সাইনটা পড়ে কাঁধ তুললো ব্রুডার। "তো কি হয়েছে?"

ল্যাংডনের হৃদস্পন্দন বেড়ে গেলো। সে জানে মেডুসা নিছক মাথায় অসংখ্য সাপের দানব নয়, যার চোখের চাহ্নিতে যে কেউ পাথর হয়ে যায়। গ্রিক প্যান্থিয়েনের ভূ-গর্ভস্থে একজন দানবও বটে...থানিক দানবদের অন্তর্ভূক্ত সে।

অনুসরন করে চলে যাও ঐ ডুবন্ত প্রাসাদের সুগভীরে...
ওখানে অন্ধকারে থানিক দানব প্রতীক্ষায় আছে।

মেডুসা পথ দেখিয়ে দিচ্ছে, বুঝতে পেরে ল্যাংডন ব্রডওয়াক দিয়ে এতো দ্রুত ছুটতে লাগলো যে ব্রুডারই তার পেছনে পড়ে গেলো। মেডুসার সাইন দেখে একেঁবেঁকে ছুটতে লাগলো সে। অবশেষে ব্রডওয়াকের শেষমাথায় একটি ভিউয়িং প্লাটফর্মে চলে এলো।

তার সামনে একটি অবিশ্বাস্য দৃশ্য।

পানির মধ্য থেকে বিশালাকৃতির খোদাই করা মার্বেলের ব্লক বের হয়ে আছে–মেডুসার মাথা–তার মাথার চুলগুলো এক একটি সাপ। এখানে তার উপস্থিতি আরো বেশি ভীতিকর আর উদ্ভট, কেননা তার মাথাটা ঘাড়ের উপর উল্টো করে রাখা।

শাস্তি হিসেবে উল্টো করে রাখা হয়েছে, বুঝতে পারলো ল্যাংডন। তার চোখে ভেসে উঠলো বত্তিচেল্লির *ম্যাপ অব হেল* এবং ম্যালেবোজেসে উল্টো করে পাপীদের মাটিতে পুঁতে রাখা।

দম ফুরিয়ে ল্যাংডনের পাশে এসে দাঁড়ালো ব্রুডার। উল্টো করে রাখা মেডুসার দিকে বিস্ময়ে চেয়ে রইলো সে।

ল্যাংডনের সন্দেহ হলো এই খোদাই করা মাথাটি অন্য কোথাও থেকে লুট করে আনা হয়েছে এখানে। মেডুসাকে উল্টো করে রাখার কারণ যে একটি কুসংস্কার তাতে তার মনে কোনো সন্দেহ নেই। মনে করা হয় উল্টো করে রাখলে এই দানবীর সমস্ত অপশক্তি উধাও হয়ে যাবে। তারপরও ভীতিকর একটি চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলো না ল্যাংডন।

দান্তে'র ইনফার্নো। *শেষ অধ্যায় অধ্যায়। পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু। যেখানে মধ্যাকর্ষণ শক্তি উল্টে যায়। যেখানে উপর হয়ে যায় নীচ।*

ভয়ে তার গা কাটা দিয়ে উঠলো। ভাস্কর্যের মাথাটার চারপাশে যে লালচে আলো আছে সেটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো ল্যাংডন। মেডুসার মাথার বেশিরভাগ সাপগুলো পানির নীচে ডুবে আছে। তবে তার চোখ দুটো পানির উপরে। মুখটা বাম দিকে ঘোরানো, তাকিয়ে আছে জলাধারের দিকে।

ভীতসন্ত্রস্ত ল্যাংডন রেলিং থেকে ঝুঁকে ভাস্কর্যের দৃষ্টি অনুসরণ করে ডুবন্ত প্রাসাদের পরিচিত ফাঁকা কর্নারের দিকে তাকালো।

সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে গেলো সে।

এটাই সেই জায়গা।

জোবরিস্টের গ্রাউন্ড জিরো।

অধ্যায় ৯২

এজেন্ট ব্রুডার রেলিং থেকে আস্তে করে নেমে পড়লো বুকসমান পানিতে। সে খুব সতর্ক। সাবধানে চলাফেরা করছে। জলাধারের ঠাণ্ডা পানি তার শরীরে লাগতেই পেশীগুলো আড়ষ্ট হয়ে গেলো। বুটের নীচে টের পেলো এই জলাধারের মেঝেটা বেশ পিচ্ছিল, তবে বেশ শক্তও বটে। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে চারপাশের পানিগুলো থিতু হতে দিলো সে।

ব্রুডারের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলো কিছুক্ষণের জন্য। *আস্তে আস্তে এগোও,* নিজেকে বললো। *পানি যেনো উছলে না যায়।* তার উপরে ব্রডওয়াকে দাঁড়িয়ে ল্যাংডন চারপাশে কড়া নজর রাখছে।

"সব ঠিক আছে," ফিসফিসিয়ে বললো সে। "কেউ আপনাকে দেখছে না।"

উল্টো করে রাখা মেডুসার মাথার দিকে তাকালো ব্রুডার। লাল রঙের স্পটলাইটের কারণে বেশ লালচে দেখাচ্ছে ওটা। পানিতে নামার পর এই দানবীকে আরো বেশি বড় মনে হচ্ছে এখন।

"মেডুসার দৃষ্টি অনুসরণ করে এগিয়ে যান," চাপাস্বরে বললো ল্যাংডন। "সিম্বলিজম আর নাটকীয়তা জোবরিস্টের মজ্জাগত স্বভাব...মেডুসার দৃষ্টি যেখানে সেখানেই যদি ওটা রেখে থাকে তাহলে আমি মোটেও অবাক হবো না।"

মহান ব্যক্তিরা সবাই একইভাবে চিন্তা করে। আমেরিকান প্রফেসর তার সাথে জোর করে আসার জন্য ব্রুডার মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ করলো। ল্যাংডনের সাহায্য ছাড়া এই জায়গাটি এতো দ্রুত খুঁজে বের করা সম্ভব হতো না।

দূর থেকে দান্তের সিম্ফোনির সুর ভেসে আসছে। ব্রুডার তার ওয়াটারপ্রুফ টোভাটেক পেনলাইটটি বের করে পানির নীচে ডুবিয়ে জ্বালিয়ে দিলো। তীব্র হ্যালোজেন রশ্মি পানির নীচটা আলোকিত করে ফেললো সঙ্গে সঙ্গে। স্পষ্ট দেখতে পেলো জলাধারের মেঝেটা। *আস্তে,* নিজেকে বললো ব্রুডার। *সাবধানে এগোতে হবে।*

আর কোনো কথা না বলে আস্তে আস্তে পানির নীচে এদিক ওদিক আলো ফেলে ফেলে এগোতে লাগলো সে।

রেলিংয়ে দাঁড়ানো ল্যাংডন অস্থির হয়ে পড়লো ভেতরে ভেতরে। গলার কাছে একটা গিটও পাকিয়ে গেলো তার। এখানকার ভ্যাপসা বাতাসে দম বন্ধ হয়ে আসার জোগার হলো। ব্রুডার পানি ভেঙে ধীরে ধীরে এগোতে লাগলে প্রফেসর নিজেকে আশ্বস্ত করলো এই বলে যে, সব কিছু ঠিকঠাক মতোই আছে।

আমরা সময়মতোই চলে এসেছি।

ওটা পুরোপুরি অক্ষত আছে।

তারপরও নিজের ভেতরে অস্থিরতা কমাতে পারলো না সে। আজীবন ক্লস্ট্রোফোবি ল্যাংডন জানে এখানে যদি সে এমনি এমনি বেড়াতেও আসতো তার দম বন্ধ হবার জোগার হতো। *মাথার উপরে হাজার হাজার টন মাটি...কতোগুলো পুরনো আর ক্ষয়িষ্ণু পিলারের উপর ভর করে আছে।*

মাথা থেকে এসব চিন্তা বাদ দিয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখলো কেউ উঁকি মেরে তাদেরকে দেখছে কিনা।

কেউ নেই।

কিছুটা দূরে অন্য ব্রডওয়াকের উপর দাঁড়িয়ে কনসার্ট উপভোগ করছে একদল পর্যটক। তাদের সবার নজর অর্কেস্ট্রা দলের উপর, কেউ এদিকটা ফিরেও তাকাচ্ছে না। ব্রুডার ধীরে ধীরে জলাধারের এক কোণে চলে যাচ্ছে পানি ডিঙিয়ে।

এসআরএস টিম লিডারের দিকে ফিরে তাকালো ল্যাংডন, তার পেইনলাইটের আলো অদ্ভুতভাবে আলোকিত করছে পানির নীচটা।

ল্যাংডন আশেপাশে তাকাতেই হঠাৎ করে কিছু একটা টের পেলো বাম দিকে–কালো আর ভুতুরে একটি অবয়ব পানি নীচ থেকে ব্রুডারের সামনে উঠে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে সেদিকে তাকালো সে। অন্ধকারে বোঝা না গেলেও কিছু একটা পানির উপরে উঠে আসতে দেখলো।

ব্রুডার থেমে গেলো, বোঝা যাচ্ছে তার চোখেও কিছু একটা ধরা পড়েছে।

দূরের এককোণে কালো আকৃতির কিছু একটা নড়াচড়া করছে দেয়ালের ত্রিশ ফিট উপরে। এই ভুতুরে অবয়বটি দেখতে অনেকটা জোবরিস্টের ভিডিওতে দেখা প্লেগ ডাক্তারের মতোই।

একটা ছায়া, বুঝতে পেরে হাফ ছাড়লো ল্যাংডন। *ব্রুডারের নিজের ছায়া।*

ব্রুডারের ছায়াটি দেয়ালে এমনভাবে পড়েছে যে দেখে মনে হয়েছে ভিডিও'তে দেখা জোবরিস্টের ছায়ার মতো।

"এটাই সেই জায়গা," ব্রুডারের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বললো ল্যাংডন। "আপনি কাছাকাছি এসে পড়েছেন।"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে আবারো ধীরে ধীরে এগোতে লাগলো ব্রুডার। রেলিং দিয়ে তার সাথে সাথে এগোতে লাগলো ল্যাংডন। একটু পর আবারো অর্কেস্ট্রা দলের দিকে ফিরে তাকালো সে, কেউ ব্রুডারকে দেখছে না নিশ্চিত হবা জন্য।

দেখছে না।

ল্যাংডন জলাধারের দিকে আবার তাকাতেই এক ঝলক আলো তার চোখে ধরা পড়লো, পায়ের কাছে তাকাতেই দেখতে পেলো লাল তরলের ছোট্ট বিন্দু।

রক্ত।

অদ্ভুত ব্যাপার, ওটার উপর ল্যাংডন দাঁড়িয়ে আছে।

আমার কি রক্তপাত হচ্ছে?

তার অবশ্য কোনো যন্ত্রণা হচ্ছে না, তাপরও উদভ্রান্তের মতো নিজের শরীরে খুঁজে বেড়ালো কোনো ক্ষত তৈরি হয়েছে নাকি বাতাসে বিষাক্ত কিছুর কারণে এমনটি হচ্ছে। নাক, আঙুল আর কান পরীক্ষা করে দেখলো ওখান থেকে রক্তপাত হচ্ছে কিনা।

রক্তটা কোত্থেকে পড়ছে বুঝতে পারলো না সে, চারপাশে তাকালো, নিশ্চিত হতে চাইলো ফাঁকা ওয়াকওয়ে'তে সে একাই আছে।

পায়ের কাছে আবারো তাকালো ল্যাংডন। রক্তের ফোটার মতো কিছু পড়ে আছে ব্রডওয়াকে। তার কাছে মনে হচ্ছে উপর থেকে এগুলো পড়ছে।

উপরে আহত কেউ একজন আছে, বুঝতে পারলো সে। চট করে ব্রুডারের দিকে তাকালো, এতোক্ষণে জলাধারের মাঝখানে চলে গেছে।

লাল ফোটাগুলো অনুসরণ করে ব্রডওয়াক ধরে এগিয়ে গেলো সে। শেষপ্রান্তে আসার পর দেখতে পেলো ফোটাগুলো আরো বড় হয়ে উঠেছে। প্রচুর পরিমাণে পড়ছে এখন। *এসব কী হচ্ছে?* দেয়ালের দিকে তাকালো, যেখানে ব্রডওয়াকটি শেষ হয়ে গেছে।

অন্ধকারে সে দেখতে পেলো বিশাল একটি পুকুরের মতো জায়গা লাল রঙে রঞ্জিত, যেনো কাউকে ওখানে জবাই করা হয়েছে।

ঠিক তখনই ল্যাংডন দেখতে পেলো লাল ফোটাগুলো চুইয়ে চুইয়ে ব্রডওয়াক থেকে নীচের জলাধারে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারলো তার ধারণা ভুল।

এটা রক্ত নয়।

বিশাল এই জায়গার লাল আলোর সাথে ব্রডওয়াকের লালচে আভা মিলেমিশে একটি বিভ্রম তৈরি করেছে, ফলে এইসব ফোটাগুলোকে লালচে রক্তের ফোটা বলে মনে হচ্ছে তার কাছে।

এগুলো পানির ফোটা।

কিন্তু এটা বোঝার পর স্বস্তির বদলে তার মধ্যে হঠাৎ করে জেঁকে বসলো প্রচণ্ড ভীতি। ব্রডওয়াকের পাটাতনে এখন পায়ের ছাপ দেখতে পাচ্ছে সে।

কেউ পানি থেকে উপরে উঠে এসেছে।

ল্যাংডন ঘুরে ব্রুডারকে চিৎকার করে ডাক দিতে গেলো কিন্তু এজেন্ট অনেকটাই দূরে চলে গেছে সে, তাছাড়া দান্তের সিম্ফোনি এখন অতিনাটকীয় আবহে বেজে চলেছে কানফাটা শব্দের সাথে। আচমকা ল্যাংডনের মনে হলো তার পেছনে কেউ আছে।

আমি এখানে একা নই।

আস্তে করে ব্রডওয়াকের শেষমাথার দিকে ঘুরে তাকালো ল্যাংডন। দশ ফিট দূরে দেয়ালের কাছে গিয়ে ওটা শেষ হয়ে গেছে, ওখানে অন্ধকারের চাদর গায়ে কেউ দাঁড়িয়ে আছে, শুধু বুঝতে পারলো বিশাল আর কালো রঙের পাথরের আলখেল্লার মতো কিছু একটা দাঁড়িয়ে আছে, জলাধারের পানি পুরোপুরি ভেজা। অবয়বটি নড়ছে না।

তারপরই ওটা নড়ে উঠলো।

মাথাটা নীচু থেকে উপরে উঠে আসতেই অবয়বটি যেনো লম্বা হয়ে উঠলো কিছুটা।

কালো রঙের বোরকা পরে কেউ দাঁড়িয়ে আছে, বুঝতে পারলো ল্যাংডন।

ইসলামিক এই আবরণটি সমস্ত শরীর ঢেকে ফেলে, কিন্তু ঘোমটা দেয়া মুখটি ল্যাংডনের দিকে ফিরতেই দুটো কালো চোখ দেখতে পেলো। মুখের উপর ছোট্ট একটি ফোকর দিয়ে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে।

মুহূর্তে সে চিনে ফেললো।

সিয়েনা ব্রুকস লুকানো জায়গা থেকে উঠে এসেছে। ল্যাংডনের দিকে ছুটে আসতে লাগলো, ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্রডওয়াকের উপর তাকে ফেলে দিলো সে।

অধ্যায় ৯৩

জলাধারের মধ্যে এজেন্ট ক্রুডার থমকে দাঁড়িয়েছিলো। তার পেনলাইটের আলো পানির নীচে মেঝেতে ধাতব কিছু খুঁজে পায়। মেঝে থেকে সেটা একটু বের হয়ে আছে।

এক পা সামনে এগিয়ে ভালো করে দেখে নেয় ক্রুডার, সতর্ক থাকে কোনোরকম যেনো নড়াচড়া না হয়। স্বচ্ছ পানির নীচে সে দেখতে পায় মেঝেতে আয়তক্ষেত্রের একটি টাইটানিয়াম ফলক পোতা আছে।

জোবরিস্টের ফলক।

পানি এতোটাই পরিস্কার যে উপর থেকেই সে ফলকের লেখাগুলো পড়তে পারলো :

এই জায়গায়, আজকের দিনে এ বিশ্ব চিরতরের জন্য বদলে গেছিলো।

আবারো ভাবো, মনে মনে বলে ক্রুডার। তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। *আগামীকাল আসার আগে আমাদের হাতে বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় আছে।*

জোবরিস্টের ভিডিওটার কথা স্মরণ করে পেনলাইটটা ফলকের বাম দিকে সরিয়ে নিলো সে। প্লাস্টিকের ব্যাগটা ওখানেই থাকার কথা। কিন্তু আলো ফেলার পর তার চোখ কুচকে গেলো।

কোনো ব্যাগ নেই।

আরো বামে পেনলাইটের আলো ফেললো এবার। ভিডিও'তে ঠিক এখানেই ব্যাগটা দেখা গেছিলো।

নেই।

কিন্তু...ওটা তো এখানেই ছিলো!

ক্রুডারের চোয়াল শক্ত হয়ে গেলো, আরো এক পা এগিয়ে গেলো সামনের দিকে। চারপাশে আলো ফেলে দেখে নিলো ভালো করে।

ব্যাগের কোনো চিহ্নই নেই। শুধু ফলকটি দেখা যাচ্ছে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য ক্রুডার এক ধরণের আশাবাদী হয়ে উঠলো, ভাবলো এই হুমকিটা আজকের অনেক কিছুর মতোই একটি বিভ্রম ছাড়া আর কিছু না।

তাহলে কি এটা ধোঁকাবাজি ছিলো!

জোবরিস্ট কি আমাদেরকে ভয় পাইয়ে দিতে চেয়েছিলো?!

তারপরই ওটা তার চোখে পড়লো।

ফলকের বাম দিকে জলাধারের মেঝেতে চিকন একটা তার পড়ে আছে।

দেখে মনে হচ্ছে প্রাণহীন কোনো কৃমি।

তারটার একটু দূরেই তারটার এক মাথায় স্বচ্ছ ব্যাগটার কিছু অংশ লেগে আছে। ব্রুডার সেটার দিকে চেয়ে রইলো।

সত্যটা অনুধাবন করতে কয়েক মুহূর্ত লেগে গেলো তার।

আমরা দেরি করে ফেলেছি।

পানিতে ডুবে থাকা ব্যাগটি ফেঁটে যাওয়ার ছবি ভেসে উঠলো তার চোখে...ওটার ভেতরে থাকা প্রাণঘাতি জীবাণু মিশে যাচ্ছে পানিতে...বুদবুদ হয়ে জলাধারের পানি থেকে উঠে আসছে উপরে।

কাঁপতে থাকা হাতে পেনলাইটটি কাঁপতে লাগলো। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। চিন্তাভাবনা গুছিয়ে নেবার জন্য।

দ্রুত সেটা প্রার্থনায় রূপান্তরিত হলো।

ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন।

"এজেন্ট ব্রুডার, রিপিট!" জলাধারে যাবার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে নামতে সিনস্কি ওয়্যারলেসে চিৎকার করে বলতে লাগলো। "আমি আপনার জবাব পাচ্ছি না!"

এসআরএস টিম এসে পৌছেছে একটু আগে, ভবনের পেছনে তারা হ্যাজম্যাট সুট পরেছে যাতে করে কারো নজরে না পড়ে। তারা এখন অপেক্ষা করছে ব্রুডারের কাছ থেকে সংকেত পাবার জন্য।

"...ব্যাগটা ফেঁটে গেছে..." সিনস্কির ওয়্যালেসে ব্রুডারের কণ্ঠটা শোনা গেলো এবার। "...ওগুলো...মিশে গেছে।'

কি?! সিঁড়ি দিয়ে আরো নীচে নামার সময় সিনস্কি মনে মনে এই প্রার্থনা করলো, সে যা শুনছে ভুল শুনছে। "আবার বলেন!" সিঁড়ির প্রায় গোড়ায় এসে আদেশের ভঙ্গিতে বললো সে। অর্কেস্ট্রার বাজনা বেশ জোরে শোনা যাচ্ছে এখন।

ব্রুডারের কণ্ঠটা এবার আরো পরিস্কার শোনালো। "...আবারো বলছি...জীবাণুগুলো...ছড়িয়ে পড়েছে!"

আরেকটুর জন্য সিনস্কি প্রায় হুমরি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিলো। *এটা কিভাবে হলো?!*

"ব্যাগটা ফেঁটে গেছে," চিৎকার করে বললো ব্রুডার। "জীবাণুগুলো এখন পানিতে!"

চোখের সামনে ভূ-গর্ভের নীচে বিস্তৃত এলাকাটি দেখে ডা: এলিজাবেথ

সিনস্কির শিরদাড়া বেয়ে শীতল একটি প্রবাহ বয়ে গেলো। লালচে আলোতে দেখতে পেলো বিশাল এই জায়গাটিতে পানি আর শত শত কলাম। তারচেয়েও বড় কথা প্রচুর লোকজন আছে এখানে।

কয়েকশত হবে।

নিরীহ লোকগুলোর দিকে তাকালো সিনস্কি, তারা সবাই জোবরিস্টের আন্ডারগ্রাউন্ড মৃত্যু-ফাঁদে আটকা পড়ে আছে। দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখালো সে। "এজেন্ট ব্রুডার, এক্ষুণি উপরে চলে আসুন। আমাদেরকে এ জায়গাটি খালি করতে হবে দ্রুত।"

জবাব দিতে ব্রুডারের একটুও দেরি হলো না। "প্রশ্নই ওঠে না! দরজাটা সিল করে দিন! এখান থেকে কেউ বাইরে যাবে না!"

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পরিচালক হিসেবে এলিজাবেথ সিনস্কি কোনো প্রশ্ন না করে তার আদেশ পালিত হচ্ছে, এটা দেখতেই অভ্যস্ত। কয়েক মুহূর্তের জন্য তার মনে হলো এসআরএস এজেন্টের কথাটা বোধহয় ভুল শুনেছে সে। *দরজা বন্ধ করে দেবো?!*

"ডাঃ সিনস্কি!" সঙ্গিতের চড়া আওয়াজের মধ্যে চিৎকার করে বললো ব্রুডার। "আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?! ঐ বালের দরজাটা বন্ধ করে দিন!"

ব্রুডার আবারো কথাটা বললো কিন্তু তার কোনো দরকার ছিলো না। সিনস্কি জানে তার কথাই ঠিক। সম্ভাব্য মহামারির মুখোমুখি হলে কন্টেইনমেন্টই হলো সবচাইতে কার্যকর অপশন।

সিনস্কি আনমনেই তার লাপিস লাজুলিটা ধরে ফেললো শক্ত করে। *অল্প কয়েকজনকে বলি দিয়ে অনেককে বাঁচাও।* কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো সে। ওয়্যারলেসটা ঠোঁটের কাছে তুলে ধরলো। "ঠিক আছে, এজেন্ট ব্রুডার। আমি দরজা বন্ধ করার অর্ডার দিচ্ছি।"

সিনস্কি যেই না পুরো এলাকাটি সিল করে দেবার অর্ডার দিতে যাবে অমনি হঠাৎ করে লোকজনের মধ্যে হৈহুল্লোর টের পেলো।

খুব বেশি দূরে নয়, একটি জনাকীর্ণ ব্রডওয়াক দিয়ে কালো বোরকা পরা এক মহিলা লোকজনদের ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে দৌড়ে আসছে তার দিকে। বোরকা পরা মহিলা সিনস্কি এবং সিঁড়ির দরজার দিকে আসছে বলেই মনে হচ্ছে।

তার পেছনে কেউ ছুটে আসছে, সিনস্কি বুঝতে পারলো। মহিলার পেছনে যে লোকটা ছুটে আসছে তাকে দেখতে পেলো এবার। বরফের মতো জমে গেলো সে। *এটা তো ল্যাংডন!*

তার দিকে ছুটে আসতে থাকা বোরকা পরা মহিলার দিকে এবার তাকালো

সিনস্কি। দৌড়ে আসার সময় ব্রডওয়াকে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনকে তুর্কিতে কিছু বলছে সে। সিনস্কি তুর্কি ভাষা বোঝে না কিন্তু আতঙ্কিত লোকজনের প্রতিক্রিয়া দেখে ধারণা করলো মহিলা কী বলতে পারে। "আগুন!"

লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো। বোরকা পরা মহিলা আর ল্যাংডনের সাথে সাথে তারাও ছুটে আসতে লাগলো দরজার দিকে। বলতে গেলে প্রায় সবাই।

ঘুরে দাঁড়ালো সিনস্কি, চিৎকার করে তার টিমকে বলতে লাগলো, "দরজা বন্ধ করে দাও! জলাধারটি বন্ধ করে দাও! এক্ষুণি!"

ল্যাংডন যখন সিঁড়ির কাছাকাছি চলে এসেছে সিনস্কি তখন সিঁড়ির মাঝপথে, চিৎকার করে দরজা বন্ধ করার হুকুম দিচ্ছে আর সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে সে। সিয়েনা ব্রুকস তার ঠিক পেছনেই। ভেজা বোরকা নিয়ে দৌড়াতে বেগ পাচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে। তাদের দিকে ছুটে যাবার সময় ল্যাংডন টের পেলো তার পেছনে ভীতসন্ত্রস্ত জনস্রোত পাগলের মতো ধেয়ে আসছে।

"বের হবার পথ বন্ধ করো!" সিনস্কি আবারো চিৎকার করে বললো।

ল্যাংডনের লম্বা পা দুটো দ্রুত চলছে, সিয়েনার নাগাল পেয়ে যাচ্ছে সে। সিঁড়ির উপরে চেয়ে দেখলো জলাধারের ভারি দরজাটার দুটো কপাট আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

খুবই আস্তে।

সিয়েনা পেছন থেকে সিনস্কির কাঁধ ধরে হেচকা টান মেরে তাকে ফেলে দিয়ে দরজার দিকে ছুটে গেলো। তার প্রিয় লাপিস লাজুলি নেকলেসটি সিঁড়িতে পড়ে দু' টুকরো হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে।

পড়ে থাকা সিনস্কিকে সাহায্য করবে নাকি সিয়েনার পিছু নেবে এই দ্বন্দ্বে পড়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত সিঁড়ির উপরেই ছুটে গেলো ল্যাংডন।

সিয়েনা এখন তার থেকে মাত্র কয়েক ফিট দূরে, প্রায় নাগালের মধ্যে, কিন্তু দরজাটা এখনও বন্ধ হয় নি, যেটুকু ফাঁক আছে সিয়েনার জন্য যথেষ্ট। সে তার দৌড় না থামিয়েই কাঁধটা একটু অ্যাঙ্গেল করে সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়লো।

দরজা দিয়ে বের হবার সময় তার ভেজা বোরকাটা হাতলের সাথে লেগে গেলে থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হলো সে। জোর করে বের হবার চেষ্টা করলো সে কিন্তু ল্যাংডন এসে ধরে ফেললো তার বোরকার একটি অংশ। শক্ত করে ধরেই টান মেরে তাকে থামানোর চেষ্টা করলো সে। কিন্তু সিয়েনা বেপরোয়া। বোরকা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলো দ্রুত। ল্যাংডনের হাতে রয়ে গেলো সেটা।

দরজাটা বন্ধ হলে অল্পের জন্য ল্যাংডনের হাত রক্ষা পেলো, তবে বোরকাটা আটকে রইলো দুই কপাটের মাঝখানে। ল্যাংডনের পক্ষে আর বের হওয়া সম্ভব হলো না। দরজার সামান্য ফাঁক দিয়ে সে দেখতে পেলো ব্যস্ত রাস্তা দিয়ে দৌড়ে

পার হয়ে যাচ্ছে সিয়েনা। ল্যাম্পপোস্টের আলোয় তার ন্যাড়া মাথাটা চকচক করছে। তার পরনে সেই নীল রঙের জিন্স প্যান্ট আর সোয়েটার। আজ সকাল থেকেই এটা পরে ছিলো সে। ল্যাংডনের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ তৈরি হলো, নিজেকে মনে হলো বিশ্বাসঘাতকতার শিকার।

তার এই অনুভূতিটার স্থায়িত্ব হলো মাত্র কয়েক মুহূর্ত। আচমকা জনস্রোতের ঢেউ আছড়ে পড়লো ল্যাংডন আর দরজার উপরে।

সিঁড়িটা ভরে উঠলো শত শত লোকে, তারা আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করছে, সিম্ফোনিটাও বেসুরো হয়ে উঠেছে এখন। ল্যাংডন টের পেলো দরজার সাথে তাকে পিষে ফেলছে জনস্রোত। বুকের হাঁড় ভেঙে যাবার উপক্রম হলো।

তারপরই দরজাটা হুট করে খুলে পড়লে শ্যাম্পেনের কর্কের মতো ছিটকে সামনের ফুটপাতের উপর পড়ে গেলো ল্যাংডন। তার পেছনে ধেয়ে আসা জনস্রোত।

এসআরএস টিম আতঙ্কিত লোকজনের চিৎকার আর দরজা ভাঙার শব্দ শুনে ভবনের পেছন থেকে বেরিয়ে এলো। তাদের পরনে হ্যাজম্যাট পোশাক। এ দৃশ্য দেখে লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক আরো বেড়ে গেলো।

ল্যাংডন ঘুরে রাস্তার ওপারে সিয়েনার দিকে তাকালো। যানবাহন আর লাইট ছাড়া কিছু দেখতে পেলো না।

তারপরই তার বাম দিকে রাস্তার ওপারে এক ঝলক দেখতে পেলো ন্যাড়া মাথার সিয়েনাকে। লোকজনের ভীড় ঠেলে ফুটপাত দিয়ে দৌড়ে মোড় নিয়ে নিলো সে।

আশেপাশে সিনস্কি, পুলিশ কিংবা হ্যাজম্যটা সুট না পরা কোনো এসআরএস এজেন্ট আছে কিনা দেখলো।

কেউ নেই।

ল্যাংডন জানে কারোর জন্য অপেক্ষা করা যাবে না।

দ্বিধা না করে উঠে দাঁড়ালো সে, দৌড়ে ছুটে চললো সিয়েনার পেছনে।

এদিকে নীচের জলাধারের গভীরে এজেন্ট ব্রুডার কোমর সমান পানিতে একা দাঁড়িয়ে আছে। আতঙ্কিত পর্যটক আর দর্শনার্থীরা সব হুরমুর করে বের হয়ে গেছে, এমন কি অর্কেস্ট্রা দলটিও তাদের সঙ্গিত থামিয়ে উধাও হয়ে গেছে সিঁড়ি দিয়ে।

দরজাটা বন্ধ করা যায় নি, আতঙ্কের সাথেই ব্রুডার বুঝতে পারলো। *কন্টেইনমেন্ট ব্যর্থ হয়েছে।*

অধ্যায় ৯৪

রবার্ট ল্যাংডন কোনো দৌড়বিদ নয় কিন্তু বহু বছর ধরে নিয়মিত সাঁতার কাটার কারণে তার পা দুটো বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, আর সেগুলো লম্বা হবার সুবাদে ভালো দৌড়াতে পারছে এখন। মুহূর্তেই সে চলে এলো সিয়েনা যেখানে মোড় নিয়েছিলো সেই কর্নারে। ওখানে এসে দেখলো তার সামনে বিশাল একটি এভিনু। ফুটপাতে তার চোখ খুঁজে বেড়ালো।

ও এখানেই আছে!

বৃষ্টি থেমে গেছে, ফলে সামনের রাস্তার সবটাই পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে সে। লুকানোর কোনো জায়গা নেই এখানে।

তারপরও সিয়েনার টিকিটাও দেখা যাচ্ছে না।

কোমরে দু'হাত রেখে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে লাগলো ল্যাংডন। বৃষ্টিভেজা রাস্তাটা ভালো করে দেখে নিলো আবার। দূরে একটি পাবলিক বাস ছাড়া আর কিছু চোখে পড়লো না। ইস্তাম্বুলে এগুলোকে *অটোবাস* বলা হয়ে থাকে। এভিনু ছেড়ে ওটা বেরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত।

সিয়েনা কি ঐ বাসে উঠে পড়েছে?

এটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে। সে যখন জানে সবাই তাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে তখন এরকম একটি বাসের ভেতরে নিজেকে ফাঁদে ফেলতে চাইবে। তবে সে যদি মনে করে কেউ তাকে এখানে আসতে দেখে নি তাহলে বাসে ওঠাটা তার দিক থেকে ঠিকই আছে।

সম্ভবত।

বাসের উপরে ওটার গন্তব্যের নাম লেখা আছে–গালাতা।

ল্যাংডন আরেকটু সামনের দিকে এগিয়ে গেলো, পথের পাশে একটি রেস্তোরাঁ থেকে বের হয়ে আসছে বয়স্ক এক লোক, তার পরনে নক্সা করা টানিক আর সাদা রঙের পাগড়ি।

"এক্সকিউজ মি," তার সামনে এসে হাফাতে হাফাতে বললো ল্যাংডন। "আপনি কি ইংরেজি জানেন?"

"অবশ্যই জানি," ল্যাংডনের মধ্যে প্রচণ্ড তাড়াহুড়ার ভাব দেখলেও নির্বিকার ভঙ্গিতে বললো লোকটি।

"*গালাতা?!* ওটা একটা জায়গার নাম না?"

"গালাতা?" জবাবে বললো লোকটি। "গালাতা ব্রিজ? গালাতা টাওয়ার? নাকি গালাতা বন্দর?"

অপসৃয়মান *অটোবাস*টির দিকে আঙুল তুলে দেখালো ল্যাংডন। "ঐ বাসটি কোথায় যাচ্ছে?"

পাগড়ি পরা লোকটি একটু ভেবে নিলো। "গালাতা ব্রিজ," অবশেষে বললো সে। "পুরনো শহর ছেড়ে ওটা চলে যাবে নদীরধারে।"

উদভ্রান্তের মতো রাস্তার আশেপাশে তাকালো ল্যাংডন। দূর থেকে সাইরেনের শব্দ ভেসে আসছে।

"কি হয়েছে?" পাগড়ি পরা লোকটি চিন্তিত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলো। "সব ঠিক আছে তো?"

দৃষ্টির আড়ালে চলে যাওয়া বাসের দিকে তাকিয়ে ল্যাংডন ভাবলো ওটার পেছনে ছুটে যাওয়া মানে একটা জুয়া খেলা। কিন্তু এছাড়া তো আর কিছু করারও নেই।

"না, স্যার," জবাব দিলো সে। "একটা ইমার্জেন্সি...আপনার সাহায্য লাগবে আমার।" কাছেই একটি বেন্টলি গাড়ি পার্ক করা আছে, সেটার দিকে ইঙ্গিত করলো সে। "এটা কি আপনার গাড়ি?"

"হ্যা, কিন্তু–"

"গাড়িটা আমার দরকার," বললো ল্যাংডন। "আমি জানি আমাদের মধ্যে কোনো পরিচয় নেই। কিন্তু মারাত্মক একটি ঘটনা ঘটে গেছে। এটা জীবন-মরণের ব্যাপার।"

পাগড়ি পরা লোকটি কয়েক মুহূর্ত ল্যাংডনের চোখের দিকে চেয়ে রইলো তার কথার সত্যতা খোঁজার জন্য। অবশেষে মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। "চলুন।"

বেন্টলিটা রাস্তা দিয়ে ছোটার সময় ল্যাংডন শক্ত করে সিটে বসে রইলো। বোঝাই যাচ্ছে গাড়ির মালিক খুবই দক্ষ ড্রাইভার। তারচেয়েও বড় কথা রাস্তার যানবাহন পাশকাটিয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে যেতে এক ধরণের চ্যালেঞ্জ অনুভব করছে সে। যেনো বাসটা ধরতে পারলে নিজের পৌরুষ জাহির করা যাবে।

তিন ব্লক পরেই *অটোবাস*'টির নাগাল পেয়ে গেলো তারা।

সামনের দিকে ঝুঁকে বাসের পেছন দিক দিয়ে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করলো ল্যাংডন। ভেতরের লাইট খুবই মৃদু আলোতে জ্বলছে। যাত্রিদের আবছায়া অবয়ব ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

"প্লিজ, বাসের সাথে সাথে থাকুন," বললো সে। "আপনার কাছে কি ফোন আছে?"

কোনো কথা না বলে পকেট থেকে ফোন বের করে তার হাতে দিয়ে দিলো লোকটি। ল্যাংডন তাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানালো কিন্তু কাকে ফোন করবে তা জানে না। সিনস্কি কিংবা ব্রুডারের কোনো নাম্বার তার কাছে নেই।

সুইজারল্যান্ডে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার অফিসে ফোন করলে অনন্তকাল পার হয়ে যাবে।

"স্থানীয় পুলিশকে কিভাবে ফোন করবো?"

"এক-পাঁচ-পাঁচ," লোকটা জবাব দিলো। "ইস্তাম্বুলের যেকোনো জায়গা থেকে এ নাম্বারে ফোন করলেই হবে।"

নাম্বারটা ডায়াল করে অপেক্ষা করলো ল্যাংডন। বেশ কয়েকবার রিং হবার পর রেকর্ড করা একটি কণ্ঠ তুর্কি আর ইংরেজিতে বলতে শুরু করলো। সে ভাবলো লাইন পেতে দেরি হবার কারণ জলাধারের সঙ্কটটি কিনা।

ডুবন্ত প্রাসাদটি সম্ভবত এ মুহূর্তে নারকীয় অবস্থায় পৌছে গেছে। ব্রুডারের কথা ভাবলো সে। নিশ্চয় ওখানে সে কিছু একটা খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু কি পেয়েছে সেটাও ল্যাংডন জানে।

তাদের আগেই সিয়ে সিয়েনা পানিতে নেমেছিলো।

তাদের সামনে একটা স্টপেজে থামলো বাস। পঞ্চাশ ফিট দূরে তাদের বেন্টলি গাড়িটা। এখান থেকে যাত্রিদের ওঠা-নামা দেখতে পেলো স্পষ্ট। মাত্র তিনজন লোক বাস থেকে নামলো–তাদের সবাই পুরুষ। তারপরও ওদেরকে ভালো করে দেখলো ল্যাংডন, কারণ সে জানে সিয়েনা ধোঁকা দিতে কতোটা দক্ষ।

তার চোখ আবারো গেলো বাসের পেছনের জানালার দিকে। এবার ভেতরের বাতির আলো বেশ উজ্জ্বল, আর সেই আলোতে যাত্রিদেরকে ভালোভাবে দেখতে পেলো সে। আরো সামনের দিকে ঝুঁকে সিয়েনাকে খুঁজে গেলো।

আমি কোনো জুয়া খেলি নি। ভুল বাসের পেছনে লাগি নি!

তারপরই তাকে দেখতে পেলো।

মাথা ন্যাড়া, চওড়া কাঁধ। তার দিকে পেছন ফিরে আছে।

এটা অবশ্যই সিয়েনা।

বাসটা চলতে শুরু করলে ভেতরের আলো আবারো কমে এলো। বাতি নিভে যাবার ঠিক আগ মুহূর্তে ঘুরে জানালার দিকে তাকালো ন্যাড়া মাথাটা।

নিজের সিটে নীচু হয়ে বসে পড়লো ল্যাংডন। *ও কি আমাকে দেখতে পেয়েছে?* পাগড়ি পরা লোকটি এরইমধ্যে বাসের পিছু পিছু চলতে শুরু করে দিয়েছে আবার।

রাস্তাটা নীচু হয়ে নদীর পাড়ে চলে যাচ্ছে এখন। সামনের দিকে তাকিয়ে ল্যাংডন দেখতে পেলো পানির উপরে একটি ব্রিজ। যানবাহনের প্রচণ্ড ভীড় ব্রিজের উপর। সব গাড়ি থেমে আছে। সত্যি বলতে পুরো এলাকাটিই ট্রাফিক জ্যামে স্থবির হয়ে পড়েছে এ মুহূর্তে।

"মসলার বাজার," লোকটা বললো। "বৃষ্টির রাতে খুব ভীড় হয় এখানে।"

নদীর তীরে একটি অবিশ্বাস্য সুন্দর স্থাপনার দিকে আঙুল তুলে দেখালো লোকটি। একটি মসজিদ–ল্যাংডন জানে এটি নতুন একটি মসজিদ। মসলার বাজারটি যেকোনো আমেরিকান মলের চেয়ে বেশ বড়। ল্যাংডন দেখতে পেলো প্রচুর লোকজন ওখানে ঢুকছে বের হচ্ছে।

"আলো?!" গাড়ির ভেতরে একটা কণ্ঠ বলে উঠলো। *"আসিল দুরুন! আলো?!"*

হাতের ফোনের দিকে তাকালো ল্যাংডন। *পুলিশ।*

"হ্যা, বলছি!" কানে নিয়ে বললো সে। "আমার নাম রবার্ট ল্যাংডন। আমি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সাথে কাজ করি। আপনাদের শহরের জলাধারের বিরাট একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। কাজটা যে করেছে আমি এখন তাকে ধাওয়া করছি। মসলার বাজারের কাছে একটি বাসে আছে সে। যাচ্ছে–"

"একটু দাঁড়ান," অপারেটর বললো। "আপনাকে আমি ডিসপ্যাচে কানেক্ট করে দিচ্ছি।"

"না!" ততোক্ষণে কলটা আবারো হোল্ড করা হলো।

বেন্টলির ড্রাইভার ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তার দিকে তাকালো। "জলাধারে সমস্যা দেখা দিয়েছে মানে?!"

ল্যাংডন ড্রাইভারকে বলতে যাবে মাত্র তখনই দেখতে পেলো বাসটা আবার থেমে যাচ্ছে।

ব্রেক লাইট!

ড্রাইভার সঙ্গে সঙ্গে সামনের দিকে তাকিয়ে বাসের পেছনে এসে থামলো গাড়িটা। বাসের ভেতরের লাইট জ্বলে উঠলে এবার সিয়েনাকে স্পষ্ট দেখলো ল্যাংডন। পেছনের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। ইমার্জেন্সি স্টপের কর্ডটা ধরে জোরে জোরে টান মারছে বাসটা থামানোর জন্য।

ও আমাকে দেখে ফেলেছে, বুঝতে পারলো ল্যাংডন। সন্দেহ নেই গালাতা ব্রিজের ট্রাফিক জ্যামটা সিয়েনার চোখেও পড়েছে। সামনে এগোলেই তার বাসটা আটকে যাবে। সে পড়ে যাবে ফাঁদে।

চটজলদি গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়লো ল্যাংডন কিন্তু সিয়েনা তার আগেই বাস থেকে নেমে দৌড়াতে শুরু করে দিয়েছে। সেলফোনটা গাড়ির মালিককে দিয়ে দিলো সে। "পুলিশকে বলে দিয়েন কি হয়েছে! তাদেরকে বলবেন পুরো এলাকাটি যেনো ঘিরে ফেলে!"

ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পাগড়ি পরা লোকটি কোনোমতে সায় দিলো।

"আর আপনাকে অনেক ধন্যবাদ!" চিৎকার করে বললো ল্যাংডন। *"তেসেক্কুরলের!"*

এ কথা বলেই সিয়েনার পিছু নিলো সে। মেয়েটা সোজা দৌড়ে যাচ্ছে মসলার বাজারের দিকে।

অধ্যায় ৯৫

ইস্তাম্বুলের তিনশত বছরের পুরনো মসলার বাজারটি এ বিশ্বের সবচাইতে বড় বাজার। ইংরেজি L অক্ষরের আকৃতিতে এটা বানানো হয়েছে। প্রায় আটাশিটা ঘর আছে এখানে, সেখানে শত শত স্টলে বিক্রি হয় নানা জাতের মসলা, ফলমূল, ভেষজ জিনিস আর ইস্তাম্বুলের সবর্ত্র যে ক্যান্ডিসদৃশ্য মুখরোচক খাবারটি পাওয়া যায় সেই টার্কিশ মিষ্টি।

বাজারের প্রবেশপথটি বিশালাকারের পাথরে তৈরি গোথিক খিলান। এই বাজারের অবস্থান চিচেক পাজারি আর তাহমিস স্ট্রিটের মাঝখানে। বলা হয়ে থাকে প্রতিদিন এখানে তিনলক্ষ লোক আসে বাজার সদাই করতে, নয়তো এমনি এমনি ঘুরে বেড়াতে।

আজরাতে ওখানে ঢুকতেই ল্যাংডনের মনে হলো তিনলক্ষ লোক ঝুঝি একসাথেই এসে পড়েছে। এখনও সে দৌড়াচ্ছে, তার চোখ সিয়েনার উপর নিবদ্ধ। এক মুহূর্তের জন্যও মেয়েটার উপর থেকে চোখ সরায় নি। তার থেকে মাত্র বিশ গজ দূরে আছে সে। বাজারের ভেতরে ঢুকে পড়ছে সিয়েনা। থামার কোনো লক্ষণই নেই।

লোকজনের ভীড় ঠেলে একেঁবেঁকে দৌড়ে চলছে সিয়েনা। বাজারের ভেতরে কিছুটা গিয়েই একঝলক পেছন ফিরে ল্যাংডনের দিকে তাকালো সে। যেনো ভীতসন্ত্রস্ত ছোট্ট মেয়ের চোখ। ভয় পেয়ে পালাচ্ছে...মরিয়া এবং নিয়ন্ত্রনহীন।

"সিয়েনা!" চিৎকার করে বললো সে।

তার কথার কর্ণপাত না করে সোজা ঢুকে পড়লো জনস্রোতের ভেতরে।

মানুষের গায়ে ধাক্কা খেয়ে, হোচট খেয়ে কোনোমতে সামনে এগিয়ে ল্যাংডন তাকে দেখতে পেলো। বাজারের পশ্চিম দিকে মোড় নিয়ে চলে যাচ্ছে।

বাজারের দু'পাশে সারি সারি মসলার ঝুড়ি–ভারতীয় মসলা, ইরানের জাফরন, চীনের ফ্লাওয়ার চা–নানান রঙের আর বর্ণের সামগ্রী। প্রতিটি পদক্ষেপে নতুন নতুন সুগন্ধী নাকে এসে লাগলো ল্যাংডনের। সেই সাথে মানুষের ভীড়ে তার দম বন্ধ হবার জোগার হলো।

হাজার হাজার লোক।

ক্লস্ট্রোফোবিয়া পেয়ে বসলো তাকে। ব্যাপারটাকে আমলে না নিয়ে বাজারের আরো ভেতরে ছুটে চললো সে। সামনেই সিয়েনাকে দেখতে পাচ্ছে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য ল্যাংডনের মনে হলো মেয়েটার পেছনে সে ছুটছে কেন।

তাকে ধরে বিচার করার জন্য? যে কাজ সে করেছে ধরা পড়লে তার কী শাস্তি হতে পারে সে ব্যাপারে ল্যাংডনের কোনো ধারণাই নেই।

নাকি ভয়াবহ জীবাণু ছড়িয়ে পড়া থামানোর জন্য? কিন্তু যা হবার তাতো হয়েই গেছে।

জনসমুদ্রের মধ্য দিয়ে ছুটে চলার সময় ল্যাংডন বুঝতে পারলো আসলে কেন তার পেছনে এভাবে ছুটে বেড়াচ্ছে সে।

আমি তার কাছ থেকে জবাব চাই।

মাত্র দশ গজ দূরে একটি দরজা দেখা গেলো, এটা দিয়ে পশ্চিম দিকে বের হওয়া যায়। সিয়েনা সেটা দিয়ে ঢুকে পড়লো সোজা। ঢোকার আগে আবারো পেছন ফিরে চকিতে ল্যাংডনকে দেখে নিলো। এতোটা কাছে চলে এসেছে বলে তার মধ্যে আতঙ্ক দেখা গেলো এবার। দরজা দিয়ে ঢোকার পর পরই হোচট খেয়ে পড়ে গেলো সে।

নিজের পতন ঠেকাতে কোনো কিছু ধরার জন্য হাত বাড়িয়ে সামনে এক ঝুড়ি পেস্তা বাদামের উপর থাবা মেরে বসলো, সঙ্গে সঙ্গে ঝুড়ির সমস্ত বাদামসহ পড়ে গেলো মেঝেতে।

এক দৌড়ে ল্যাংডন ওখানে এসে দেখলো মাটিতে বাদাম ছড়িয়ে আছে, কিন্তু সিয়েনার টিকিটাও দেখা যাচ্ছে না।

দোকানদার পাগলের মতো চিৎকার করে গালি দিচ্ছে।

মেয়েটা গেলো কোথায়?!

দ্রুত চারপাশটা দেখে নিলো ল্যাংডন। বুঝতে পারলো মেয়েটা আসলে ইচ্ছাকৃতভাবে পড়ে গেছিলো। ওটা কোনো দুর্ঘটনা ছিলো না।

দরজা দিয়ে বের হয়ে একটি খোলা চত্বরে চলে এলো সে। এখানেও লোকজনের কোনো কমতি নেই। জায়গাটা ভালো করে দেখে বুঝতে পারলো এভাবে মেয়েটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তার সামনে কয়েকটি লেনের হাইওয়ে, তাদের একটা চলে গেছে গালাতা ব্রিজের দিকে। তার পাশেই আছে নতুন মসজিদটি। দুটো মিনার খোলা চত্বরের শেষে দাঁড়িয়ে আছে। তার বামে খোলা চত্বর ছাড়া আর কিছু নেই...লোকজনে ভরপুর।

যানবাহনের হর্নের শব্দে ল্যাংডনের দৃষ্টি চলে গেলো হাইওয়ের দিকে। পানি আর চত্বরটির মাঝখান দিয়ে চলে গেছে সেটা। সিয়েনাকে দেখতে পেলো প্রায় একশ' গজ দূরে, যানবাহনের ভীড়ে ছুটে চলছে, আরেকটুর জন্য দু দুটো ট্রাকের সামনে পড়ে যেতো সে। সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে মেয়েটি।

ল্যাংডনের বামে গোল্ডেন হর্নের তীরে ফেরি, অটোবাস, ট্যাক্সি আর টুরবোট ভীড় করে আছে।

হাইওয়ের দিকে ছুটে গেলো ল্যাংডন। প্রতিটি লেন গার্ড-রেলিং দিয়ে সুরক্ষিত, তবে সেগুলোর উচ্চতা তিন ফিটের বেশি হবে না। ছুটে চলা যানবাহনের মধ্য দিয়েই, কখনও থেমে কখনও দৌড়ে একে একে গার্ড-রেলিংগুলো টপকে চলে এলো সমুদ্রের তীরে।

সিয়েনাকে সে দেখতে পেলেও এতোক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছে সে। ডকের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে মেয়েটি। ওখানে বিভিন্ন ধরণের নৌকা, স্পিডবোট আর নৌযান ভীড়ে আছে। ওপারের গোল্ডেন হর্নের পূর্ব দিকে আলোকিত শহরটাও দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। ল্যাংডনের মনে কোনো সন্দেহ নেই, একবার ওপারে চলে যেতে পারলে সিয়েনার নাগাল পাওয়া যাবে না। হয়তো চিরতরের জন্যই।

ওয়াটারফ্রন্টে এসেই বাম দিকের ব্রডওয়াক ধরে এগোতে লাগলো ল্যাংডন। এভাবে দৌড়ে যেতে দেখে পর্যটকেরা অবাক চোখে চেয়ে আছে তার দিকে।

বহু দূরে সিয়েনাকে দেখতে পাচ্ছে সে। এখন আর দৌড়াচ্ছে না। অনেকগুলো প্রাইভেট পাওয়ারবোট ভীড়ে আছে এমন একটি ডকের উপর দাঁড়িয়ে আছে, একজন মালিকের কাছে অনুনয়-বিনয় করছে তাকে বোটে তোলার জন্য।

তাকে উঠতে দেবেন না!

ওদিকে ছুটে যাবার সময় ল্যাংডন দেখতে পেলো সিয়েনা এবার পাওয়ারবোটের হুইল ধরে থাকা এক তরুণের সঙ্গে কথা বলছে। ঐ বোটটা মাত্র ডক ছেড়ে চলে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

তরুণ মাথা ঝাঁকিয়ে ভদ্রভাবে হেসে না করছে তাকে কিন্তু সিয়েনা হাল ছাড়ছে না। তরুণ আর কথা না বলে বোটটা ঘোরাতে শুরু করলো এবার।

ল্যাংডন আরো কাছে এগিয়ে যেতেই সিয়েনা তার দিকে ফিরে তাকালো, তার চোখেমুখে বেপরোয়া মনোভাব। তার নীচে বোটটা আওয়াজ করতে করতে ঘুরে চলে যাচ্ছে।

হঠাৎ করেই শূন্যে লাফ দিয়ে বোটটার ফাইবার গ্লাসের উপর আছড়ে পড়লো সিয়েনা। বোটের ড্রাইভার অবিশ্বাসে চেয়ে রইলো তার দিকে। থ্রটল টেনে বোটটা থামিয়ে রেগেমেগে সিয়েনার দিকে তেড়ে গেলো সে। বোটটা এখন ডক থেকে কমপক্ষে বিশ গজ দূরে পানির উপরে আছে।

লোকটা সিয়েনার কাছে আসতেই চট করে তার হাতের কব্জি ধরে ফেললো, এক হ্যাচকা টানে তাকে বোটের উপর থেকে ফেলে দিলো পানিতে। কয়েক মুহূর্ত পরই সে পানির উপর মাথা বের করে প্রচণ্ড ক্ষোভের সাথে তুর্কি ভাষায় গালাগালি দিতে লাগলো।

নির্বিকারভাবে সিয়েনা বোটের উপর রাখা একটি বয়া ফেলে দিলো পানির উপরে, লোকটার খুব কাছেই। তারপর হুইলটা ধরে আবারো ছুটতে শুরু করলো সে।

ডকের উপর দাঁড়িয়ে আছে ল্যাংডন। দম ফুরিয়ে হাফাচ্ছে। চেয়ে চেয়ে দেখছে সাদা রঙের বোটটা পানি দিয়ে ছুটে চলেছে ওপারে। আস্তে আস্তে সেটা অন্ধকারে হারিয়ে গেলো। দূরের অন্ধকার সাগরের দিকে তাকালো ল্যাংডন। সে জানে সিয়েনা যে কেবল ওপারে যেতে পারে তা-ই না, বরং কৃষ্ণসাগর আর ভূ-মধ্যসাগরেও চলে যেতে পারে ইচ্ছে করলে।

চলে গেছে সে।

কাছেই বোটের মালিক পানি থেকে উপরে উঠে এলো। দেরি না করে পকেট থেকে মোবাইলফোন বের করেই পুলিশকে জানাতে লাগলো সে।

চুরি করা বোটের আলো ফিকে হয়ে এলে নিজেকে খুব একা মনে হলো ল্যাংডনের। তবে বোটের ইঞ্জিনের শব্দটা এখনও শুনতে পাচ্ছে।

তারপরই আচমকা ইঞ্জিনের শব্দ থেমে গেলো।

দূরের অন্ধকারে চোখ কুচকে তাকালো ল্যাংডন। *ও কি ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়েছে?*

বোটের লাইটও বন্ধ, নৌযানটি এখন গোল্ডেন হর্নের পানিতে ঢেউয়ে ভাসছে। অজ্ঞাত কোনো কারণে সিয়েনা ব্রুকস থামিয়ে দিয়েছে সব।

বোটের গ্যাস কি ফুরিয়ে গেছে?

কানে হাত দিয়ে শোনার চেষ্টা করলো ল্যাংডন। এবার ইঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন তার কানে গেলো। *গ্যাস যদি শেষ না হয়ে থাকে তাহলে সে কি করছে?*

অপেক্ষা করলো ল্যাংডন।

দশ সেকেন্ড। পনেরো সেকেন্ড। ত্রিশ সেকেন্ড।

তারপর হঠাৎ করেই ইঞ্জিনটা আবার গর্জে উঠলো। ল্যাংডনকে বিস্মিত করে দিয়ে বোটের লাইট জ্বলে উঠলো, দেখা গেলো ঘুরে যাচ্ছে সেটা। ছুটে আসছে তার দিকে।

ও ফিরে আসছে।

বোটটা কাছে আসতেই সিয়েনাকে হুইলে দেখতে পেলো সে। উদাসভাবে সামনের দিকে চেয়ে আছে।

ত্রিশগজ দূরে গতি কমিয়ে দিলো সিয়েনা, আস্তে আস্তে সেটা এগিয়ে আসতে লাগলো ডকের দিকে। তারপর ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলো।

নিঃশব্দ।

ডকের উপর থেকে ল্যাংডন অবিশ্বাসে চেয়ে রইলো তার দিকে।

সিয়েনা তার দিকে তাকিয়ে নেই।

দু'হাতে মুখ না ঢেকে সিয়েনার হাত দুটো কাঁপতে লাগলো। তার কাঁধটাও ঝুলে পড়েছে। অবশেষে ল্যাংডনের দিকে তাকালো সে। তার দু'চোখে জল।

"রবার্ট," ফুপিয়ে ফুপিয়ে বললো। "আমি আর পালাতে পারছি না। আমার কোথাও যাবার জায়গা নেই।"

অধ্যায় ৯৬

ওটা ছড়িয়ে পড়েছে।

জলাধারে যাবার সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে একটু আগে ফাঁকা হওয়া ভূ-গর্ভস্থ জায়গাটার দিকে তাকালো এলিজাবেথ। এখন সে রেসপিরেটরি পরে আছে মুখে তাই শ্বাস নিতে একটু কষ্ট হচ্ছে। যদিও নীচে যে জীবাণুই থেকে থাকুক না কেন এরইমধ্যে সে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে, তারপরও হ্যাজম্যাট সুট পরে এসআরএস টিমের সাথে নীচে নেমে আসার সময় স্বস্তি বোধ করলো। তাদের সবার পরনে সাদা জাম্পসুট, মাথায় এয়ারটাইট হেলমেট। দেখে মনে হতে পারে একদল নভোচারি ভিনগ্রহের কোনো স্পেসশিপ থেকে নেমে এসেছে।

সিনস্কি জানে উপরের রাস্তায় শত শত কনসার্টের দর্শক আর সঙ্গিতজ্ঞ বিভ্রান্ত হয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। অনেককেই পদপিষ্ট হবার কারণে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে এখন। অনেকেই এলাকা ছেড়ে উধাও হয়ে গেছে। হাটুতে সামান্য ছিলে যাওয়া আর নেকলেসটা ভাঙা ছাড়া তার কোনো ক্ষতি হয় নি বলে নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করলো।

জীবণুর চেয়েও দ্রুতগতিতে একটা জিনিস ছড়াতে পারে, ভাবলো সিনস্কি। *আর সেটা হলো আতঙ্ক।*

উপরতলার দরজা এখন তালা মারা, বায়ুরোধকভাবে সিল করা আছে, সেখানে পাহারা দিচ্ছে স্থানীয় পুলিশ। তারা আসার পর সিনস্কি আশংকা করেছিলো তাদের সাথে হয়তো এখানে আসার আইনগত বৈধতা নিয়ে তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে যাবে কিন্তু সেটা আর হয় নি, এসআরএস টিমের সদস্যদের হ্যাজম্যাট সুট দেখে আর সিনস্কির কাছে থেকে সম্ভাব্য প্লেগের সতর্কতা শুনে তারা চুপসে যায়।

এখন আমরা আমাদের মতো কাজ করবো, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ডিরেক্টর ভাবলো। জলাধারের শত শত কলামের অরণ্যের দিকে চেয়ে আছে সে। *এখন আর কেউ নীচে আসতে চাইবে না।*

তার পেছনে দু'জন এজেন্ট বিশাল বড় একটি পলিইউরিথিন শিট খুলে ওগুলো হিটগান দিয়ে দেয়ালে লাগিয়ে দিচ্ছে। আরো দু'জন ব্রডওয়াকের পাটাতনের উপর ফাঁকা একটি জায়গা খুঁজে পেয়েছে, তারা এখন ইলেক্ট্রনিক গিয়ার দিয়ে ক্রাইমসিন পরীক্ষা করে দেখছে।

এটা আসলেই একটি ক্রাইমসিন, মনে মনে বললো সিনস্কি।

এখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যাওয়া ভেজা বোরকা পরা মহিলার কথা ভাবলো আবার। সব দেখে মনে হচ্ছে, সিয়েনা ব্রুকস নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার জীবাণু কন্টেইনমেন্ট করার প্রচেষ্টাকে স্যাবোট্যাজ করে জোবরিস্টের পরিকল্পনা বাস্তাবায়ন করেছে। *মেয়েটা এখানে এসে ঐ ব্যাগটা ফাটিয়ে দিয়েছে...*

ল্যাংডন মেয়েটার পেছন পেছন কোথায় যে গেছে সেটা জানে না সিনস্কি। তাদের দু'জনের কি হয়েছে সে সম্পর্কে এখনও কোনো খবর পায় নি।

আশা করি প্রফেসর ল্যাংডন নিরাপদে আছে, মনে মনে বললো সে।

এজেন্ট ব্রুডার পানি থেকে উঠে ব্রডওয়াকের উপর দাঁড়িয়ে আছে, তার দৃষ্টি উল্টো করে রাখা মেডুসার মাথার দিকে।

একজন এসআরএস এজেন্ট হিসেবে ব্রুডারের মাইক্রো-কসমিক স্তরে চিন্তা করার প্রশিক্ষণ আছে। দীর্ঘ মেয়াদে যতোদূর সম্ভব বেশি সংখ্যক মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য নিজের ব্যক্তিগত চিন্তা আর নৈতিক প্রশ্নগুলোকে দূরে সরিয়ে রাখতে অভ্যস্ত সে। এ মুহূর্তের আগে পর্যন্ত নিজের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি নিয়ে সে মোটেও ভেবে দেখে নি। *আমি ঐ জীবাণুভর্তি পানিতে নেমেছি,* মনে মনে বললো। এরকম ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করার জন্য নিজেকে গালমন্দ করলো সে, যদিও না করে তার কোনো উপায়ও ছিলো না। *আমাদের দরকার ছিলো তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন।*

এখন কি করতে হবে সেটা নিয়ে ভাবার চেষ্টা করলো ব্রুডার–এখন প্ল্যান বি নিয়ে কাজ করতে হবে। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো কন্টেইনমেন্ট সঙ্কটের সময় প্ল্যান বি মানে : *পরিধি বাড়িয়ে নেয়া।* এরকম মারাত্মক সংক্রামক জীবাণুর সাথে লড়াই করা বনের দাবানলের সাথে যুদ্ধ করার শামিল : কখনও কখনও যুদ্ধে জেতার জন্য তোমাকে একটু পিছিয়ে যেতে হয়, আত্মসমর্পন করতে হয়।

এখনও পরিপূর্ণ কন্টেইনমেন্ট করা যে সম্ভব সেই আইডিয়া ব্রুডার বাতিল করে দেয় নি। মনে হচ্ছে লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ার কয়েক মিনিট আগে সিয়েনা ব্রুকস ঐ ব্যাগটা ফাটিয়ে দিয়েছে। এটা মেনে নিলেও একটা কথা থেকে যায়। কনসার্ট দেখতে আসা সাধারণ লোকজন আর পর্যটকেরা জীবাণুর উৎস থেকে বেশ দূরে ছিলো। পানিতে জীবাণু ছড়িয়ে পড়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই তো তারা এখান থেকে দৌড়ে চলে গেছে। তাদের কেউ সংক্রমিত হয় নি।

তবে ল্যাংডন আর সিয়েনা বাদে, বুঝতে পারলো ব্রুডার। *তারা দু'জনেই এই গ্রাউন্ড জিরো'তে ছিলো, এখন শহরের কোথাও আছে তারা।*

ব্রুডার আরেকটি ব্যাপার নিয়ে চিন্তিত–বলা যেতে পারে এটা একটা ফাঁক।

যুক্তির ফাঁক। পানিতে সে ঐ ব্যাগটি দেখে নি। ওটা যদি সিয়েনা ফাটিয়ে দিয়ে থাকে–লাথি মেরে কিংবা যেভাবেই হোক–তাহলে ব্যাগের ভগ্নাবশেষ খুঁজে পেতো আশেপাশে। কিন্তু ব্রডার সেরকম কিছু পায় নি। মনে হচ্ছে ব্যাগের ভগ্নাবশেষও উধাও হয়ে গেছে। ব্রুডারের সন্দেহ সিয়েনা ঐ ব্যাগটি সঙ্গে করে নিয়ে গেছে, সেক্ষেত্রে ওটা আর তেমন ক্ষতিকারক কিছু থাকবে না।

তাহলে ওটা গেলো কোথায়?

ব্রুডারের মধ্যে একটা অস্বস্তি কাজ করছে, এখানে কিছু একটা মিসিং আছে। তারপরও নতুন করে একটি কন্টেইনমেন্ট স্ট্র্যাটেজি নিয়ে ভেবে গেলো। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি জটিল প্রশ্নের জবাব জানতে হবে।

বর্তমানে জীবাণু সংক্রমণের পরিধিটি কি?

ব্রুডার জানে কয়েক মিনিটের মধ্যেই এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে। তার টিম ব্রডওয়াকের উপর থেকে শুরু করে জলাধারের চারদিকে বেশ কয়েকটি ভ্রাম্যমান ভাইরাস-ডিটেকশন ডিভাইস সেটআপ করেছে। এইসব ডিভাইস পিসিআর ইউনিট নামে পরিচিত, পলিমিরেজ চেইন ডিটেকশন ব্যবহার করে সংক্রমিত ভাইরাসের উপস্থিতি চিহ্নিত করতে পারে।

এসআরএস এজেন্ট এখনও আশাবাদী। পানিতে কোনো নড়াচড়া না করলে আর অল্প সময়ের মধ্যে পিসিআর ডিভাইস জীবাণুর উপস্থিতি চিহ্নিত করতে পারলে তারা দ্রুত সাকশন ব্যবহার করে পানিগুলো তুলে নিয়ে কেমিক্যালের সাহায্যে জীবাণুগুলো নষ্ট করে ফেলতে পারবে।

"প্রস্তুত?" মেগাফোনের সাহায্যে একজন টেকনিশিয়ান তাকে বললো।

জলাধারের চারপাশে থাকা এজেন্টরা বুড়ো আঙুল তুলে সায় দিলো একসঙ্গে।

"স্যাম্পলগুলো রান করো," মেগাফোনের কণ্ঠটা বলে উঠলো এবার।

পুরো জলাধার জুড়ে অ্যানালিস্টরা নিজেদের কাছে থাকা পিসিআর ডিভাইস নিয়ে কাজে নেমে পড়লো। এ কাজ যখন চলছে তখন নীরবতা নেমে এলো, চাপা উৎকণ্ঠা আর আশংকায় সবাই অস্থির ভেতরে ভেতরে। একটাই প্রার্থনা করছে, যেনো সবুজ বাতি জ্বলে ওঠে।

তারপরই ওটা ঘটলো।

ব্রুডারের কাছে যে মেশিনটি ছিলো সেটার ভাইরাস-ডিটেকশনের লাল বাতিটা জ্বলে উঠলো। তার পেশী আড়ষ্ট হয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। পরের মেশিনটার দিকে চোখ গেলো তার।

ওটারও লাল বাতি জ্বলে উঠলো।

না।

জলাধারের ভেতরে চাপা উৎকণ্ঠা আর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা যেতে লাগলো এবার। সুতীব্র ভয়ের সাথে ব্রুডার দেখতে পেলো সবগুলো পিসিআর মেশিনের লাল বাতি জ্বলে উঠছে একের পর এক। জলাধারের প্রবেশপথের সামনে থেকে পুরোটা এলাকায়।

*হায় ঈশ্বর...*মনে মনে বলে উঠলো সে। জ্বলতে-নিভতে থাকা লাল বাতিগুলো ভয়াবহ একটি আবহ তৈরি করেছে চারপাশে।

জীবাণু সংক্রমণের পরিধি খুবই ব্যাপক।

পুরো জলাধারটিই ভাইরাসে পরিপূর্ণ।

অধ্যায় ৯৭

রবার্ট ল্যাংডন সিয়েনার দিকে চেয়ে আছে। সে একটু আগে যা দেখেছে সেটা এখনও বুঝে উঠতে পারছে না।

"আমি জানি তুমি আমাকে ঘৃণা করছো," ফুপিয়ে ফুপিয়ে বললো মেয়েটি। তার চোখ বেয়ে অশ্রু পড়ছে।

"ঘৃণা করবো তোমাকে?!" বিস্মিত হলো ল্যাংডন। "আমার তো ন্যুনতম ধারণাই নেই তুমি কে! তুমি আমার সাথে শুধু মিথ্যেই বলে গেছো!"

"আমি জানি," আস্তে করে বললো সে। "সেজন্যে আমি দুঃখিত। আমি ঠিক কাজটা করার চেষ্টা করে যাচ্ছিলাম।"

"প্লেগ ছড়িয়ে দিয়ে?"

"না, রবার্ট। তুমি বুঝবে না।"

"অবশ্যই বুঝি!" জবাব দিলো ল্যাংডন। "আমি ভালো করেই জানি তুমি পানিতে নেমে ঐ ব্যাগটা ফাটিয়ে দিয়েছো! কেউ ওটা কন্টেইন করার আগেই তুমি জোবরিস্টের ভাইরাস ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলে!"

"ব্যাগ?" বুঝতে না পেরে বললো সিয়েনা। "আমি জানি না তুমি কী বলছো। রবার্ট, আমি ওখানে গেছিলাম বারট্রান্ডের ভাইরাসটা চুরি করে চিরতরের জন্য গায়েব করে ফেলতে...যাতে কেউ ওটা নিয়ে স্টাডি করতে না পারে, এমনকি ডাঃ সিনস্কি এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাও।"

"চুরি করতে গেছিলে? বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কাছ থেকে কেন ওটা দূরে রাখতে চেয়েছো?"

লম্বা করে নিঃশ্বাস নিলো সিয়েনা। "অনেক কিছু আছে যা তুমি জানো না। কিন্তু এখন সব হয়ে প্রকাশ হয়ে গেছে। আমরা অনেক দেরি করে ফেলেছি, রবার্ট। সময় মতো এখানে আসতে পারি নি।"

"অবশ্যই সময় মতো এসেছিলাম! আগামীকালের আগে তো ভাইরাসটা রিলিজ করার কথা ছিলো না! এই দিনটা জোবরিস্ট নিজেই বেছে নিয়েছিলো, তুমি যদি পানিতে–"

"রবার্ট, আমি ভাইরাসটা রিলিজ করি নি!" চিৎকার করে বললো সিয়েনা। "আমি ওখানে গিয়ে ওটা খোঁজার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে। ওখানে ব্যাগটা ছিলো না।"

"আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না," বললো ল্যাংডন।

"সেজন্যে তোমাকে দোষও দেই না আমি।" পকেট থেকে একটা দোমড়ানো মোচড়ানো প্যাম্ফলেট বের করে দেখালো। "হয়তো এটা পড়লে তুমি বুঝতে পারবে।" কাগজটা ল্যাংডনের হাতে দিলো সে। "জলাধারের পানিতে নামার আগে এটা আমি পেয়েছি।"

কাগজটা পড়ে দেখলো সে। জলাধারে দান্তের সিম্ফোনিটি সাত দিনব্যাপী পরিবেশন করা হবে।

"তারিখটা দেখো," মেয়েটি বললো।

তারিখটা পড়লো ল্যাংডন, পর পর দু'বার। কাগজের লেখাটা পড়ে হতভম্ব হয়ে গেলো সে। কোনো একটা কারণে ল্যাংডন ভেবেছিলো আজকের রাত থেকে সপ্তাহব্যাপী পারফর্মেন্সের শুরু–চলবে টানা সাতদিন। যাতে করে প্রচুর সংখ্যক মানুষ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়। কিন্তু এই প্রোগ্রামটা ভিন্ন কথা বলছে।

"আজরাতে অনুষ্ঠানটির শেষ শো ছিলো?" কাগজ থেকে চোখ তুলে জানতে চাইলো ল্যাংডন। "অর্কেস্ট্রা দলটি পুরো সপ্তাহ জুড়ে পারফর্ম করে গেছে?"

সায় দিলো সিয়েনা। "তোমার মতো আমিও অবাক হয়েছি।" একটু থামলো সে। তার চোখ দুটো দ্যুতিহীন। "ভাইরাসটা অনেক আগেই ছড়িয়ে পড়েছে, রবার্ট। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে।"

"এটা সত্যি হতে পারে না," একমত হতে পারলো না ল্যাংডন। "আগামীকাল ছিলো সেই দিন। জোবরিস্ট এমনকি একটি ফলকে ওটা লিখে রেখে গেছে।"

"হ্যা, আমিও পানির নীচে ফলকটি দেখেছি।"

"তাহলে তুমি জানো সে আগামীকালের দিনটি ঠিক করে রেখেছিলো।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো সিয়েনা। "রবার্ট, আমি বারট্রান্ডকে অনেক ভালো করে চিনি। সে একজন বিজ্ঞানী ছিলো, রেজাল্ট-অরিয়েন্টড মানুষ। এখন আমি বুঝতে পারছি ফলকে যে তারিখটা লেখা আছে সেটা ভাইরাস ছাড়ার তারিখ নয়। এটা অন্য কিছু। তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ কিছু।"

"আর সেটা কি...?"

সিয়েনা বোট থেকে উপরে ডকের দিকে তাকালো। "এটা বিশ্বব্যাপী-ছড়িয়ে পড়ার তারিখ–এই দিনের পর তার ভাইরাস সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে–প্রতিটি মানুষকে সংক্রমিত করবে। জোবরিস্ট এটা হিসেব করে রেখেছিলো।"

কথাটা শুনে ল্যাংডনের ভেতরে ভয়ের শীতল একটি প্রবাহ বয়ে গেলো, তবে মেয়েটা মিথ্যে বলছে বলেও সন্দেহ করতে লাগলো সে। তার গল্পে মারাত্মক খুঁত আছে। সিয়েনা ব্রুকস ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছে সে সব কিছু

নিয়েই মিথ্যে বলতে পারে।

"একটা সমস্যা আছে, সিয়েনা," তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো সে। "এই প্লেগের ভাইরাস যদি সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে থাকে তাহলে লোকজন অসুস্থ হয়ে পড়ছে না কেন?"

মুখ সরিয়ে নিলো সিয়েনা। চোখে চোখে রাখতে পারছে না যেনো।

"এক সপ্তাহ ধরে যদি এই প্লেগটা ছড়িয়ে পড়তে থাকে তাহলে লোকজন মারা যাচ্ছে না কেন?"

আস্তে করে তার দিকে তাকালো মেয়েটি। "কারণ..." কথাটা বলতে গিয়ে তার গলা ধরে এলো। "বারট্রান্ড কোনো প্লেগ সৃষ্টি করে নি।" আবারো তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। "সে যেটা সৃষ্টি করেছে সেটা আরো বেশি বিপজ্জনক।"

অধ্যায় ৯৮

রেসপিরেটরি দিয়ে অক্সিজেনের প্রবাহ থাকলেও এলিজাবেথ সিনস্কির মনে হলো তার মাথাটা হাল্কা হয়ে গেছে। ব্রুডার আর তার টিম ভয়ঙ্কর সত্যটা জানার পর পাঁচ মিনিট চলে গেছে।

কন্টেইনমেন্ট করার সুযোগটি বহু আগেই হাতছাড়া হয়ে গেছে।

বোঝা যাচ্ছে ঐ জীবাণু ভর্তি ব্যাগটি পানিতে মিশে গেছে আরো এক সপ্তাহ আগে, কনসার্টের শুরুর রাতে। সিনস্কি এখন জানতে পেরেছে ওরা সাতদিন ধরেই পারফর্ম করছিলো। যে তারের সাথে ঐ ব্যাগটি আটকানো ছিলো সেটাতে ব্যাগের অল্প কিছু ভগ্নাংশ লেগে ছিলো, তার কারণ তারটা ব্যাগের যে অংশে আঠা দিয়ে আটকানো ছিলো সেই অংশটা পানির সাথে মিশে যেতে পারে নি।

এক সপ্তাহ ধরে জীবাণুগুলো ছড়িয়ে পড়েছে।

এখন আর জীবাণুর বিস্তার এবং সংক্রমণ রোধ করার কোনো সম্ভাবনা নেই দেখে এসআরএস টিম ভাইরাসের নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখবে এটার কার্যকারীতা কিরকম-বিশ্লেষণ, শ্রেণীকরণ এবং হুমকির মাত্রা নির্ধারণ। এখন পর্যন্ত পিসিআর ইউনিট একটিমাত্র তথ্য বের করতে পেরেছে, আর সেটা কাউকে বিস্মিত করে নি।

ভাইরাসটি এখন বাতাসবাহিত হয়ে পড়েছে।

ব্যাগের ভেতরে থাকা ভাইরাসগুলো পানির বাষ্পের সাথে উপরে উঠে বাসাতেও ছড়িয়ে পড়েছে। *খুব বেশি সময় নেয় নি*, সিনস্কি জানে। *বিশেষ করে এরকম আবদ্ধ জায়গায়।*

একটি ভাইরাস-ব্যাকটেরিয়া কিংবা রাসায়নিক প্যাথোজেনের মতো নয়-মানুষের মাঝে বিস্ময়কর গতিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। পরজীবি হিসেবে ভাইরাসগুলো প্রাণীদেহে প্রবেশ করে কোনো কোষের মধ্যে আস্তানা গাড়ে। তারপর ওগুলো নিজেদের আরএনএ কিংবা ডিএনএ প্রবেশ করায় হোস্ট কোষের মধ্যে। দখল করে নেয়া কোষকে বাধ্য করে জ্যামিতিক হারে তাদের প্রতিরূপ তৈরি করতে। যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিরূপ তৈরি হবার পর তারা সম্মিলিতভাবে কোষকে মেরে ফেলে, কোষের প্রাচীর ভেদ করে ঢুকে পড়ে নতুন হোস্ট কোষে। এভাবে একই কাজ করে যেতে থাকে তারা।

আক্রান্ত প্রাণী তখন দুর্বল হয়ে পড়ে, শ্বাস-প্রশ্বাস কিংবা হাঁচির মাধ্যমে শরীরের ভেতরে থাকা ভাইরাস নির্গত করে দেয় বাইরে। এইসব ভাইরাস

বাতাসে ভেসে বেড়ায় যতোক্ষণ না অন্য কারোর নিঃশ্বাসের মাধ্যমে শরীরে ঢুকে পড়ে। একবার ঢুকতে পারলে সেই একই কাজ শুরু করে দেয় আবার।

জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি, সিনস্কি মনে মনে বললো। জোবরিস্ট যে তাকে জনসংখ্যার বৃদ্ধির ব্যাপারে এটা বলেছিলো সে কথা মনে পড়ে গেলো। *জোবরিস্ট ভাইরাসের জ্যামিতিক হারের বৃদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে জনসংখ্যার জ্যামিতিক হারের সাথে লড়াই করেছে।*

জ্বলন্ত প্রশ্নটি হলো : এই ভাইরাসটি কিরকম আচরণ করবে?

বাস্তবিক বলতে গেলে : *প্রাণীদেহে এটা কিভাবে আক্রমণ করবে?*

ইবোলা ভাইরাস রক্তের সক্ষমতাকে দুর্বল করে দিয়ে জমাট বাধিয়ে দেয়, ফলে অপ্রতিরোধ্যভাবে রক্তক্ষরণ হতে থাকে শরীর থেকে। হানটা ভাইরাস ফুঁসফুঁসকে অচল করে দেয়। *অনকোভাইরাস* নামে পরিচিত আরেকদল ভাইরাস ক্যান্সারের জন্ম দেয়। এইচআইভি ভাইরাস আক্রমণ করে রোগপ্রতিরোধক ক্ষমতাকে, ফলে এইডস-এর মতো মরণঘাতি রোগের জন্ম হয়। চিকিৎসাবিদ্যার দুনিয়ায় এটা সবাই জানে, এইচআইভি ভাইরাস যদি বাতাসবাহিত হতো তাহলে ব্যাপকহারে প্রাণহানি ঘটতো।

তাহলে জোবরিস্টের ভাইরাস আসলে কি করবে?

সে যা-ই করুক না কেন, কিছুটা সময় লাগার কথা এটা জানতে...আশেপাশের হাসপাতালগুলোতে এরকম প্রাণঘাতি ভাইরাসে আক্রান্ত কোনো রোগির সন্ধান পাওয়া যায় নি।

জবাব পাবার জন্য অধৈর্য হয়ে ল্যাবের দিকে পা বাড়ালো সিনস্কি। সিঁড়ির কাছে ব্রুডারকে দেখলো সে, সেলফোনে মৃদু সিগন্যাল পেয়েছে বলে মনে হলো। চাপাকণ্ঠে সে কারো সাথে কথা বলছে।

"ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি," বললো ব্রুডার, তার অভিব্যক্তিতে অবিশ্বাস আর আতঙ্কের ছাপ প্রকট। "আবারো বলছি, এই তথ্যটি খুবই গোপন রাখতে হবে। এক্ষেত্রে শুধু আপনিই জানবেন। আর কেউ না। নতুন কিছু জানতে পারলে আমাকে কল দিয়েন। ধন্যবাদ।" ফোন রেখে দিলো সে।

"কি হয়েছে?" জানতে চাইলো সিনস্কি।

গভীর করে নিঃশ্বাস ফেললো ব্রুডার। "আমি আমার এক পুরনো বন্ধুর সাথে কথা বলছিলাম। সে আটলান্টার সিডিসি'তে একজন ভাইরোলজিস্ট হিসেবে কাজ করে।"

চটে গেলো সিনস্কি। "আপনি আমার অনুমতি ছাড়া সিডিসি'কে জানিয়ে দিয়েছেন?"

"এটা আমি নিজ দায়িত্বে করেছি," জবাব দিলো সে। "যার সাথে কথা

বলেছি সে এসব ব্যাপার নিয়ে কারো সাথে কথা বলবে না। এই ভ্রাম্যমান ল্যাব থেকে যে ডাটা পাবো তারচেয়ে ভালো কিছু আমাদের দরকার।"

এসআরএস এজেন্টদের দিকে তাকালো সিনস্কি। পানি থেকে নমুনা সংগ্রহ করছে তারা। *সে ঠিকই বলেছে।*

"আমার সিডিসি কন্ট্যাক্ট," ব্রুডার বলতে লাগলো, "এ মুহূর্তে অত্যাধুনিক একটি মাইক্রো-বায়োলজি ল্যাবে আছে। সে এরইমধ্যে জানিয়েছে এমন একটি শক্তিশালী প্রাণঘাতি ভাইরাসের অস্তিত্ব পেয়েছে যা এর আগে দেখা যায় নি।"

"দাঁড়ান!" সিনস্কি বলে উঠলো। "আপনি ওর কাছে কিভাবে এতো দ্রুত নমুনা পাঠালেন?"

"আমি কিছু পাঠাই নি," কঠিনভাবে বললো ব্রুডার। "ও নিজের রক্ত পরীক্ষা করে জেনেছে।"

কথাটার মানে বুঝতে মাত্র কয়েক মুহূর্ত লাগলো সিনস্কির।

এরইমধ্যে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে।

অধ্যায় ৯৯

ধীরে ধীরে হাটছে ল্যাংডন, অদ্ভুতভাবেই নিজেকে অশরীরি মনে হচ্ছে তার, যেনো নির্দিষ্ট একটি দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। *প্লেগের চেয়ে বিপজ্জনক আর কী হতে পারে?*

বোট থেকে ডকে ওঠার পর সিয়েনা তাকে আর কিছু বলে নি। মেয়েটি তাকে শুধু ইশারা করেছিলো ডক থেকে নেমে নিরিবিলি একটি পথের দিকে চলে যেতে।

ল্যাংডন টের পাচ্ছে সিয়েনার চোখের জল থামলেও মেয়েটার ভেতরে এক ধরণের আবেগের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। দূরে সাইরেনের শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে কিন্তু সিয়েনাকে দেখে মনে হয় না এসব খুব একটা খেয়াল করছে। উদাসভাবে মাটির দিকে চেয়ে আছে, পায়ের নীচে যে কাঁকর বিছানো পথ আছে প্রতি পদক্ষেপে সেটার যে শব্দ তাতে যেনো সম্মোহিত হয়ে আছে সে।

তারা দু'জনে ছোট্ট একটি পার্কে ঢুকে পড়লে সিয়েনা তাকে গাছপালায় ঢাকা একটি জায়গায় নিয়ে গেলো, যেখানে তারা সারা দুনিয়া থেকে লুকিয়ে থাকতে পারবে। একটা বেঞ্চে বসে সামনের সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলো তারা। জলরাশির ওপারে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন গালাতা টাওয়ার, তার আশেপাশে জনবসতিগুলো ছোটো ছোটো বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে। এখান থেকে খুবই প্রশান্তিময় মনে হচ্ছে চারপাশটা। কিন্তু ল্যাংডন জানে ভূ-গর্ভস্থ জলাধারে যা ঘটে গেছে তা কতোটা বিভীষিকা বয়ে আনতে পারবে। তার সন্দেহ, সিনস্কি আর এসআরএস টিম এরইমধ্যে বুঝে গেছে প্লেগটা থামানোর জন্য বেশ দেরি করে ফেলেছে তারা।

তার পাশে বসে থাকা সিয়েনা চেয়ে আছে সমুদ্রের দিকে। "আমার হাতে বেশি সময় নেই, রবার্ট," বললো সে। "পুলিশসহ বাকিরা জেনে যাবে আমি কোথায় গিয়েছি। তবে তারা সেটা করার আগে আমি চাই তুমি সত্যটা জানো...পুরো সত্যটা।"

নিঃশব্দে সায় দিলো ল্যাংডন।

চোখ মুছে তার দিকে মুখোমুখি বসলো সিয়েনা। "বারট্রান্ড জোবরিস্ট...ও আমার প্রথম প্রেম ছিলো। ও আমার একজন মেন্টর হয়ে উঠেছিলে।"

"এটা আমি জানি, সিয়েনা," বললো ল্যাংডন।

একটু চমকে গেলেও কথা বলা অব্যাহত রাখলো সে। "তার সাথে আমার

দেখা হয়েছিলো মুগ্ধ করার মতো বয়সে। তার আইডিয়া, মেধা আমাকে বিমোহিত করে ফেলেছিলো। বারট্রান্ড বিশ্বাস করতো, যেমনটি আমিও করি, আমাদের মানুষের প্রজাতিটি বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে...এক ভয়ঙ্কর সমাপ্তির মুখোমুখি আমরা, কারোর কোনো ধারণাই নেই ঐ বিপর্যয়ের ক্ষণটি কতো দ্রুত আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে।"

ল্যাংডন কোনো জবাব দিলো না।

"আমি আমার পুরো শৈশব জুড়ে এ বিশ্বকে রক্ষা করতে চেয়েছি," বললো সিয়েনা। "কিন্তু আমাকে শুধু বলা হতো : 'তুমি এ বিশ্বকে রক্ষা করতে পারবে না, সুতরাং নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিও না।' " একটু থামলো সে, জোর করে কান্না আটকে রাখলো যেনো। "তারপরই জোবরিস্টের সাথে আমার দেখা–চমৎকার সুন্দর আর মেধাবী একজন মানুষ, সে আমাকে বললো এ বিশ্বকে রক্ষা করা কেবল সম্ভবই নয়...বরং এটা করা আমাদের নৈতিক বাধ্যবাধকতা। সে আমাকে সমমনা বিশাল একটি সার্কেলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়–ঐসব লোকজন বেশ বুদ্ধিমান আর সমাজে প্রতিষ্ঠিত...যারা আসলেই ভবিষ্যৎ পাল্টে দিতে পারবে। জীবনে প্রথম আমি নিজেকে আর একা মনে করলাম না, রবার্ট।"

নরম করে হাসলো ল্যাংডন, কথাটার মধ্যে যে যন্ত্রণা আছে সেটা টের পেলো।

"আমি আমার জীবনে অনেক ভয়ঙ্কর সব ব্যাপার সহ্য করেছি," কম্পিতকণ্ঠে বলতে লাগলো সিয়েনা। একটু থেমে ন্যাড়া মাথায় হাত বুলিয়ে গুছিয়ে নিলো নিজের চিন্তাভাবনা। "একটা কথা বিশ্বাস করেই আমি বেঁচে ছিলাম, আর সেটা হলো আমরা যেমনটি আছি তারচেয়েও ভালো থাকার সক্ষমতা আমাদের রয়েছে...ভবিষ্যতের বিপর্যয় এড়িয়ে যাবার জন্য দরকারি পদক্ষেপ নেবার সক্ষমতা আমাদের আছে।"

"বারট্রান্ডও একই কথা বিশ্বাস করতো?" জানতে চাইলো ল্যাংডন।

"অবশ্যই। মানবজাতির ব্যাপারে বারট্রান্ডের সীমাহীন আশা ছিলো। ও একজ ট্রান্সহিউম্যানিস্ট ছিলো যে বিশ্বাস করতো আমরা আসলে পোস্টহিউম্যান যুগের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি–যে যুগটা সত্যি সত্যি ভবিষ্যতে দেখা যাবে। ভবিষ্যৎ দেখার মতো চোখ ছিলো তার, সে এমনকিছু দেখতে পেতো যা সাধারণ মানুষের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। প্রযুক্তির বিস্ময়কর ক্ষমতা সম্পর্কেও তার আস্থা ছিলো, বিশ্বাস করতো এর সাহায্যে কয়েক জেনারেশনের পর আমাদের মানবজাতি একদম ভিন্ন একটি প্রজাতিতে উপনীত হতে পারবে–জেনেটিক্যালি তারা আরো বেশি উন্নত, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, স্মার্ট, শক্তিশালী এমন কি আরো বেশি সহমর্মি হয়ে উঠবে।" থামলো সে। "শুধু একটাই সমস্যা। সে মনে

করতো না আমাদের প্রজাতিটি বেশি দিন টিকে থাকতে পারবে। এসব সম্ভাবনার কথা বুঝতে পারবে।"

"বিপুল জনসংখ্যার কারণে..." ল্যাংডন বললো।

সায় দিলো সিয়েনা। "ম্যালথাসের বিপর্যয়। বারট্রান্ড আমাকে বলতো, তার নাকি মনে হতো সেন্ট জর্জ থানিক দানবকে হত্যা করার চেষ্টা করছে।"

ল্যাংডন তার কথাটার অর্থ ধরতে পারলো না। "মেডুসা?"

"রূপাকার্থে সেটাই। মেডুসাসহ থানিক দানবদের সবাই মাটির নীচে বাস করে কারণ তারা সরাসরি ধরিত্রির মাতার সাথে সম্পর্কিত। অ্যালোগোরিতে, থানিকেরা সব সময়—"

"উর্বরতার প্রতীক," বললো ল্যাংডন, এই সমান্তরাল ব্যাপারটি তার মাথায় আগে কেন আসে নি সেজন্য চমকে উঠলো সে। ফলদায়ক। জনসংখ্যা।

"হ্যা, উর্বরতা," জবাব দিলো সিয়েনা। "বারট্রান্ড 'থানিক দানব' শব্দটি ব্যবহার করতো আমাদের বৃদ্ধিমত্তার অশুভ হুমকিকে বোঝানোর জন্য। আমাদের বিপুল জনসংখ্যাকে দিগন্তের উপর ঝুঁকে থাকা দানবের সাথে তুলনা করতো সে...এমন একটি দানব আমাদের সবাইকে গিলে খাবার আগেই যাকে থামানোর দরকার। আর সেটা করতে হবে এক্ষুণি।"

আমাদের প্রজনন ক্ষমতাই আমাদেরকে ধাওয়া করছে, বুঝতে পারলো ল্যাংডন। *থানিক দানব।* "বারট্রান্ড সেই দানবের সাথে লড়াই করেছে...কিন্তু কিভাবে?"

"দয়া করে বোঝার চেষ্টা করো," বললো সে। "এসব সমস্যা সমাধান করা সহজ কাজ নয়। কোন্ সমস্যাটি অগ্রাধিকার পাবে সেটা চিহ্নিত করা সব সময়ই জটিল একটি প্রক্রিয়া। তিন বছরের কোনো বাচ্চার পা কেটে ফেলে যে লোক সে মারাত্মক জঘন্য একটি কাজ করার অপরাধে অপরাধী...যদি না লোকটি একজন ডাক্তার হয় এবং বাচ্চাটিকে গ্যাংরিনের হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। কখনও কখনও আমাদেরকে দুটো খারাপের মধ্যে থেকে অপেক্ষাকৃত কম খারাপটিকে বেছে নিতে হয়।" আবারো তার চোখে অশ্রু। "আমি বিশ্বাস করি বারট্রান্ডের উদ্দেশ্য ছিলো খুবই মহৎ...কিন্তু তার পদ্ধতিটা..." মুখটা সরিয়ে নিলো সে, অন্ধকার আকাশের দিকে তাকালো।

"সিয়েনা," নরমসুরে বললো ল্যাংডন। "এসব কিছু বোঝার দরকার আছে আমার। আমি চাই বারট্রান্ড কি করেছে সবকিছু তুমি আমাকে খুলে বলবে। সে আসলে কি ছড়িয়ে দিয়েছে, বলো তো?"

তার দিকে তাকালো সিয়েনা। তার গভীর কালো চোখে সুতীব্র আতঙ্ক। "ও একটা ভাইরাস ছড়িয়ে দিয়েছে," ফিসফিসিয়ে বললো সে। "খুবই অন্যরকম

একটি ভাইরাস ।"

ল্যাংডনের দম আটকে গেলো । "আমাকে বলো ।'

"বারট্রান্ড যেটা সৃষ্টি করেছে সেটাকে বলে ভাইরাল ভেক্টর । এটা এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যে কোষে এই ভাইরাস আক্রমণ করবে সেটাতে একটি জেনেটিক তথ্য ইন্সটল করে দেবে ।" কথাটা যেনো প্রফেসর বুঝতে পারে সেজন্যে একটু থামলো সিয়েনা । "ভেক্টর ভাইরাস...কোনো কোষকে মেরে ফেলে না...বরং সেই কোষে আগে থেকে ঠিক দেয়া ডিএনএ প্রবেশ করিয়ে দেয়, এভাবে পুরো কোষটার জেনোম রূপান্তর করে ফেলে ।"

কথাটার মানে বুঝতে কষ্টই হলো ল্যাংডনের । *এই ভাইরাস আমাদের ডিএনএ বদলে দেয়?*

"এই ভাইরাসটি এমনই যে," সিয়েনা বলে যেতে লাগলো, "আমরা টেরই পাবো না ওটা আমাদেরকে সংক্রমিত করেছে । কেউ এরজন্য অসুস্থ হবে না । ওটা যে আমাদেরকে জেনেটিক্যালি বদলে দিচ্ছে সেটা বোঝার কোনো উপায়ই থাকবে না । কোনো সিমটম ধরা পড়বে না পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ।"

ল্যাংডনের মনে হলো তার সমস্ত শরীরের রক্তপ্রবাহ বেড়ে গেছে । "এটা কি বদলে দেয়?"

কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করে ফেললো সিয়েনা । "রবার্ট," ফিসফিসিয়ে বললো সে, "ঐ জলাধারে এই ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে একটি চেইন রি-অ্যাকশন শুরু হয়ে গেছে । যারাই ওখানে গেছে তারা সবাই সংক্রমিত হয়ে পড়েছে । তারা এখন ঐ ভাইরাসের 'হোস্ট' হয়ে গেছে । নিজেদের শরীরে ভাইরাসের মতো অযাচিত মেহমানকে বয়ে বেড়াচ্ছে...নিজেদের অগোচরে এরকম মারাত্মক ছোঁয়াচে একটি ভাইরাস তারা মুহূর্তেই ছড়িয়ে দিচ্ছে সারা দুনিয়ায়...অনেকটা বনে-বাদারে দাবানলের মতো তীব্র গতিতে । এতোক্ষণে এই ভাইরাসটি সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে । তুমি, আমি...সবার মধ্যে ।"

বেঞ্চ থেকে উঠে উদভ্রান্তের মতো পায়চারি করতে লাগলো ল্যাংডন । "ভাইরাসটা আমাদের কি করে?" আবারো একই প্রশ্ন করলো সে ।

দীর্ঘ সময় ধরে চুপ মেরে রইলো সিয়েনা । "এই ভাইরাসটি আমাদের শরীরে ঢুকে...আমাদের প্রজনন ক্ষমতাকে বিনষ্ট করে দেয় ।" অস্বস্তি ভাব ফুটে উঠলো মেয়েটার চোখেমুখে । "বারট্রান্ড প্রজননবিনাশী একটি প্লেগ সৃষ্টি করেছে ।"

কথাটা ল্যাংডনকে বজ্রাহত করলো যেনো । *এই ভাইরাসটি আমাদের প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট করে ফেলবে?* ল্যাংডন জানে এরকম কিছু ভাইরাস আছে যার কারণে

আমাদের প্রজনন শক্তি অকেজো হয়ে পড়ে কিন্তু বাতাসবাহিত উচ্চমাত্রার সংক্রামক কোনো ভাইরাসের কথা শোনে নি যার ফলে আমরা জেনেটিক্যালি 'অনুর্বর' হয়ে পড়বো। এটা তো অনেকটা অরওয়েলিয়ান কল্পকাহিনী হয়ে গেলো।

"এরকম ভাইরাসের কথা প্রায়শই বলতো বারট্রান্ড," শান্তকণ্ঠে বললো সিয়েনা। "কিন্তু আমি কখনও ভাবি নি সে এটা সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে...কিংবা বলা যায় সৃষ্টি করতে সফল হবে। সে যখন আমাকে চিঠি লিখে জানালো এ কাজে সে সফল হয়েছে আমি প্রচণ্ড ভড়কে গেছিলাম। হন্যে হয়ে তাকে খুঁজে বেড়াতে শুরু করি, যেনো এই জিনিসটা ধ্বংস করে দেয়ার জন্য তাকে রাজি করাতে পারি। শেষে আমি তার নাগাল পেলেও ততোক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়।"

"দাঁড়াও," কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললো ল্যাংডন। "এই ভাইরাস যদি আমাদের সবার প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট করে দেয় তাহলে তো আর কোনো বংশধর জন্মাবে না। মানুষের প্রজাতিটি দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যাবে।"

"ঠিক," আস্তে করে বললো সে। "তবে মনে রেখো, মানুষের বিলুপ্তি কিন্তু বারট্রান্ডের উদ্দেশ্য নয়–বরং তার উদ্দেশ্য এর উল্টোটা–সেজন্যেই এমন একটি ভাইরাস সে সৃষ্টি করেছে যেটা দৈবচয়ন ভিত্তিতে সক্রিয় হয়ে উঠবে। এই ইনফার্নো আমাদের সবার শরীরে থাকার পরও, বংশপরম্পরায় এটা আমাদের মধ্যে বাহিত হলেও এটা কেবলমাত্র নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষের মধ্যেই সক্রিয় হয়ে উঠবে। মানে, এটা সবার শরীরে থাকলেও সক্রিয়ভাবে কাজ করবে কেবলমাত্র কিছু মানুষের মধ্যে।"

"কিছু মানুষের মধ্যে মানে?" অবিশ্বাসে বলে উঠলো ল্যাংডন।

"বারট্রান্ড জানতো ব্ল্যাক ডেথ অর্থাৎ প্লেগ ইউরোপের এক তৃতীয়াংশের মতো জনসংখ্যা হ্রাস করেছিলো। ওর বিশ্বাস ছিলো প্রকৃতি জানে কিভাবে তার অযাচিত অংশ কমিয়ে আনতে হয়। বারট্রান্ড এটা সৃষ্টি করার সময় হিসেব করে দেখেছিলো প্লেগের আক্রমণে প্রতি তিনজনের মধ্যে একজনের মৃত্যুর যে হিসেবটি আছে সেটা জনসংখ্যা কমিয়ে দেবার জন্য একেবারে যথার্থ একটি অনুপাত।"

এটা তো দানবীয় চিন্তাভাবনা, ভাবলো ল্যাংডন।

"ব্ল্যাক ডেথ এভাবে জনসংখ্যার ঘনত্ব কমিয়ে রেনেসাঁর পথ করে দেয়," বললো সে। "বারট্রান্ড এই ইনফার্নো সৃষ্টি করেছে আধুনিক পৃথিবীতে নতুন যুগের আবির্ভাবের সূচনা করার জন্য–এটা হলো ট্রান্সহিউম্যানিস্ট ব্ল্যাক ডেথ–পার্থক্য হলো এরফলে কোনো প্রাণহানি হবে না, শুধু প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট

হয়ে যাবে। বারট্রান্ডের ভাইরাস এ মুহূর্তে বিশ্বের তিন ভাগের এক ভাগ মানুষের উপর ক্রিয়া করবে। বাকি দু'ভাগ আগের মতোই রয়ে যাবে। কিন্তু তাদের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে আবার তিন ভাগের এক ভাগ জন্ম নেবে প্রজনন ক্ষমতাহীন হয়ে। এভাবেই এটা চলতে থাকবে।"

কথা বলতে গিয়ে সিয়েনার হাত কাঁপতে লাগলো। "আমার কাছে লেখা বারট্রান্ডের চিঠি পড়ে মনে হয়েছে সে খুব গর্বিত এ নিয়ে। তার মতে এই ইনফার্নো মানবজাতির অনিবার্য সমস্যার খুবই মানবিক এবং অভিজাত একটি সমাধান।" তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে অশ্রুজল গড়িয়ে পড়তে লাগলো আবার। সেই জল মুছে বলতে লাগলো সে, "প্লেগের ভয়াল ছোবলের কথা বিবেচনায় নিলে আমি স্বীকার করছি এটা অনেক বেশি সান্ত্বনাসূচক। কোনো মৃত্যু নেই। অসুস্থতা নেই। দুর্ভোগ পর্যন্ত নেই। রাস্তাঘাটে মানুষের লাশ পড়ে থাকবে না। কবর দিতে দিতে শুকনো জায়গাও ফুরিয়ে আসবে না। চোখের সামনে কোনো প্রিয়জনকে ধুকে ধুকে মরতেও দেখা যাবে না। মানুষ কেবল তার প্রজনন শক্তি হারিয়ে ফেলবে, আগের চেয়ে কম জন্ম দিতে পারবে। এভাবে আমাদের জনসংখ্যা কমতে কমতে সহনীয় পর্যায়ে চলে আসবে একটা সময়।" থামলো সে। "প্লেগের চেয়ে এটার ফলাফল অনেক বেশি সম্ভাবনাময়। এটা শুধু আমাদের সংখ্যাকে কমিয়ে আনবে কিছুটা সময়ের জন্য। ইনফার্নোর সাহায্যে বারট্রান্ড একটি দীর্ঘমেয়াদী সমাধান দিয়েছে। স্থায়ী সমাধান...একটি ট্রান্সহিউম্যানিস্ট সমাধান। ও ছিলো জার্ম-লাইন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার। যেকোনো সমস্যা রুট লেভেল থেকে সমাধান করতো।"

"এটা তো জেনেটিক সন্ত্রাসবাদ..." বিড়বিড় করে বললো ল্যাংডন। "আমরা কে, সব সময় কি ছিলাম, এরকম মৌলিক বিষয়গুলোকে বদলে দেবে এটা।"

"বারট্রান্ড অবশ্য ব্যাপারটা এভাবে দেখে নি। মানুষের বির্বতনে যে মারাত্মক ত্রুটি রয়েছে সেসব সারিয়ে তোলার স্বপ্ন দেখতো সে...ত্রুটিতা হলো আমাদের প্রজাতিটি খুব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। আমরা এমন একটি জীব যারা অসধারণ বুদ্ধিরমত্তার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। বিনামূল্যে যতো কনডম, জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল আর শিক্ষা দেয়া হোক না কেন আমরা জন্ম দিয়েই যাচ্ছি...সেটা আমরা চাই বা না চাই। তুমি কি জানো সিডিসি কিছুদিন আগে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের গর্ভবতী মহিলাদের অর্ধেকই অনিচ্ছায় কিংবা অপরিকল্পিতভাবে সন্তান ধারণ করে? অনুন্নত দেশে এই হিসেবটা শতকরা সত্তুর ভাগেরও বেশি!"

এইসব পরিসংখ্যান ল্যাংডনও দেখেছে কিন্তু এটার কার্যকারীতা বুঝতে পারছে এখন।

বারট্রান্ড জোবরিস্ট আমাদের প্রজাতিটিকে নতুন করে ডিজাইন করেছে...আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য...আমাদেরকে রূপান্তরিত করেছে কম প্রজনন শক্তিসম্পন্ন প্রজাতি হিসেবে।

গভীর করে দম নিয়ে বসফরাস প্রণালীর দিকে তাকালো ল্যাংডন। দূরে দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো নৌযান। এখনও সাইরেনের শব্দ শোনা যাচ্ছে এখান থেকে, সেটা আসছে ডক থেকে। ল্যাংডন বুঝতে পারলো সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে।

"সবচাইতে ভীতিকর ব্যাপারটি হলো," সিয়েনা বললো, "ইনফার্নোর প্রজনন ক্ষমতা বিনষ্ট করা নয়, বরং এটার সক্ষমতা। একটি বাতাসবাহিত ভাইরাল ভেক্টর হলো বিরাট অগ্রগতি-সময়ের চেয়ে অনেক বছর এগিয়ে যাওয়া। বারট্রান্ড আচমকা আমাদের সবাইকে জেনিটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অন্ধকার যুগ থেকে এগিয়ে দিয়ে গেছে অনেক সামনের দিকে। বিবর্তনের প্রক্রিয়াটির তালা খুলে দিয়েছে সে, মানবজাতিকে নিজের প্রজাতিটি নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার সক্ষমতা দান করে গেছে। বাক্স থেকে প্যান্ডোরা বের হয়ে গেছে, ওটাকে আর বাক্সে ভরে রাখা যাবে না। মানুষের প্রজাতিটিকে আরো উন্নত করার চাবিকাঠি দিয়ে গেছে বারট্রান্ড...এই চাবি যদি ভুল কোনো হাতে পড়ে তাহলে আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাবে। এই প্রযুক্তিটি সৃষ্টি করাই উচিত হয় নি। বারট্রান্ডের চিঠিতে যখন পড়লাম সে কিভাবে তার উদ্দেশ্য পূরণ করবে সঙ্গে সঙ্গে আমি চিঠিটি আগুনে পুড়িয়ে ফেলি। তারপর প্রতীজ্ঞা করি তার ভাইরাসটি খুঁজে বের করে ধ্বংস করে দেবো।"

"আমি বুঝতে পারছি না," রাগেক্ষোভে বললো ল্যাংডন। "তুমি যদি ভাইরাসটি ধ্বংসই করতে চাইলে তাহলে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা আর ডা: সিনস্কির সাথে সহযোগীতা করলে না কেন? তোমার তো উচিত ছিলো সিডিসি কিংবা এরকম কাউকে জানানো।"

"তুমি কী বলছো! এই প্রযুক্তিটি কোনোভাবেই সরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে পড়া ঠিক হবে না! ভেবে দেখো, রবার্ট। মানবসভ্যতার ইতিহাসে যতোগুলো যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছে তার সবগুলোকেই আমরা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছি-আগুন থেকে শুরু করে পারমাণবিক শক্তি পর্যন্ত এ কথা বলা যায়-আর এ কাজটা করেছে শক্তিশালী সরকারগুলো। আমাদের বায়োলজিক্যাল অস্ত্র কোত্থেকে এসছে বলে মনে করো? বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এবং সিডিসি'র মতো প্রতিষ্ঠানের রিসার্চ থেকে এগুলোর উৎপত্তি। মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়া ভাইরাসকে জেনেটিক ভেক্টর হিসেবে ব্যবহার করলে সেটা হয়ে উঠবে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচাইতে শক্তিশালী মারণাস্ত্র। এটা যে পরিণতি বয়ে আনবে তার কথা

আমরা কল্পনাও করতে পারবো না। এটা দিয়ে খুব সহজে *টারগেটেড* বায়োলজিক্যাল অস্ত্র বানানো সম্ভব। ভাবো এমন একটি প্যাথোজেনের কথা যা কেবল নির্দিষ্ট জাতিগ গোষ্ঠীর উপর আক্রমণ করবে কারণ ওটার মধ্যে ঐ জাতিগোষ্ঠীর জেনেটিক কোড মার্কার দেয়া আছে। এটা দিয়ে জেনিটিক স্তরে ব্যাপকহারে জাতিগত নিধন অর্থাৎ এথনিক ক্লেনজিং করা সম্ভব!"

"আমি তোমার দুর্ভাবনার ব্যাপারটা বুঝি, কিন্তু এই প্রযুক্তিটা ভালো কাজেও তো ব্যবহার করা যেতে পারে, পারে না? এই আবিষ্কারটি কি জেনেটিক মেডিসিনের মাধ্যমে আমাদের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বর পাঠান নি? বিশ্বব্যাপী নতুন ধরণের একটি রোগপ্রতিরোধক ভ্যাকসিন বানানোও তো যেতে পারে এটা দিয়ে।"

"সম্ভবত, কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো যেসব লোকের হাতে ক্ষমতা আছে তাদেরকে থেকে আমি কেবল খারাপ কাজই করতে দেখেছি।"

বহুদূর থেকে হেলিকপ্টারের আওয়াজ ভেসে এলে ল্যাংডন সেটা শুনতে পেলো। গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে মসলার বাজারে উপরে চোখ যেতেই দেখতে পেলো রাতের আকাশে উপর থেকে একটি সার্চলাইট ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ মুহূর্তে ওটা আছে ডকের উপরে।

চিন্তিত হয়ে পড়লো সিয়েনা। "আমাকে যেতে হবে," বললো সে। উঠে দাঁড়ালো, তাকালো পশ্চিমের আতাতুর্ক ব্রিজের দিকে। "আমার মনে হয় পায়ে হেটেই আমি ঐ ব্রিজটা পার হতে পারবো। সেখান থেকে পৌছে যেতে পারবো–"

"তুমি কোথাও যাচ্ছো না, সিয়েনা," দৃঢ়ভাবে বললো সে।

"রবার্ট, আমি শুধু তোমার কাছে পুরো ব্যাপারটা খোলাসা করার জন্য ফিরে এসেছি। আমি মনে করেছি এটা তোমার জানা উচিত। তুমি তো এখন সব জেনে গেছো।"

"না, সিয়েনা," বললো ল্যাংডন। "তুমি ফিরে এসেছো কারণ তুমি সারাটা জীবন পালিয়ে বেড়িয়েছো, অবশেষে তুমি বুঝতে পেরেছো তুমি আর পালিয়ে থাকতে পারবে না।"

তার সামনে সিয়েনা কুকড়ে গেলো। "আমার আর কী করার আছে, বলো?" জলরাশির উপর ঘুরে বেড়ানো হেলিকপ্টারটির দিকে চকিতে তাকালো সে। "তারা আমাকে ধরতে পারলে জেলে ঢোকাবে।"

"তুমি তো কোনো অপরাধ করো নি, সিয়েনা। ঐ ভাইরাসটি তুমি সৃষ্টি করো নি...তুমি ওটা ছড়িয়েও দাও নি।"

"সত্যি, কিন্তু বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা যেনো ওটা খুঁজে না পায় সেজন্যে দীর্ঘদিন

ধরে কাজ করে গেছি। আমি যদি তুরস্কের আদালতে দোষী নাও হই আমাকে আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালে অভিযুক্ত করা হবে জীবাণু অস্ত্রের সাথে জড়িত একজন সন্ত্রাসী হিসেবে।"

হেলিকপ্টারের আওয়াজটা বেড়ে গেলে ল্যাংডন ডকের উপর তাকালো। কপ্টারটি সেখানে স্থির হয়ে আশেপশে সার্চলাইট ফেলে তল্লাশী চালাচ্ছে।

যেকোনো সময় দৌড়ে পালানোর জন্য প্রস্তত হয়ে গেলো সিয়েনা।

"প্লিজ, আমার কথা শোনো," নরমকণ্ঠে বললো ল্যাংডন। "আমি জানি তুমি অনেক কষ্ট আর সঙ্কটের মধ্য দিয়ে গেছো, আমি এও জানি তুমি খুব ভয় পাচ্ছো, কিন্তু তোমার উচিত ভালো কিছু ভাবা। মঙ্গলজনক কিছু চিন্তা করা। জোবরিস্ট ভাইরাসটি সৃষ্টি করেছে আর তুমি সেটা থামানোর চেষ্টা করেছো।"

"কিন্তু আমি সেটা করতে পারি নি।"

"হ্যা, এখন সেই ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়েছে, বৈজ্ঞানিক আর চিকিৎসক সমাজের এটা জানা দরকার, ভালোভাবে বোঝা দরকার। তুমি হলে একমাত্র ব্যক্তি যে এটার সম্পর্কে সবকিছু জানো। হয়তো এটা নিষ্ক্রিয় করার কোনো উপায় বের করা যাবে..." মেয়েটার চোখের দিকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকালো ল্যাংডন। "তুমি এভাবে উধাও হয়ে যেতে পারো না।"

সিয়েনার হালকা-পাতলা দেহটি কাঁপতে লাগলো, যেনো দুঃখ আর অনিশ্চয়তার প্লাবন বয়ে যাচ্ছে তার ভেতরে। "রবার্ট, আমি...আমি জানি না কী করবো। আমি এমনকি এও জানি না আমি কে। আমার দিকে তাকাও।" ন্যাড়া মাথায় হাত রাখলো সে। "আমি এক দানবে পরিণত হয়েছি। আমি কি করে এসব মোকাবেলা–"

ল্যাংডন মেয়েটাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো। টের পেলো সিয়েনার সমস্ত শরীর কাঁপছে। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে করে কথা বললো।

"সিয়েনা, আমি জানি তুমি পালাতে চাইছো, কিন্তু আমি তোমাকে পালাতে দেবো না। আজ হোক কাল হোক কাউকে না কাউকে তোমার বিশ্বাস করতেই হবে।"

"আমি পারবো না..." ফুপিয়ে ফুপিয়ে বললো সে। "আমি জানিও না কিভাবে একজনকে বিশ্বাস করতে হয়।"

শক্ত করে তাকে জড়িয়ে ধরলো ল্যাংডন। "ছোট্ট করে শুরু করো। ছোট্ট একটি পদক্ষেপ নাও। আমাকে বিশ্বাস করো।"

অধ্যায় ১০০

জানালাবিহীন সি-১৩০ বিমানের গায়ে জোরে জোরে আঘাতের শব্দ হলে প্রভোস্ট লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বাইরে কেউ পিস্তলের বাট দিয়ে প্লেনের দরজায় আঘাত করছে, দরজা খুলে তাকে ভেতরে ঢুকতে দেয়ার জন্য দাবি করছে জোরে জোরে।

"সবাই যার যার সিটে বসে থাকুন," পাইলট আদেশের সুরে বলে দরজার দিকে এগোলো। "টার্কিশ পুলিশ এসেছে।"

প্রভোস্ট আর ফেরিস নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করলো।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার যেসব কর্মচারী প্লেনের ভেতরে আছে তাদের ভাবসাব দেখে প্রভোস্ট বুঝতে পারছে কন্টেইনমেন্ট মিশনটি ব্যর্থ হয়েছে। *জোবরিস্ট তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে ফেলেছে,* ভাবলো সে। *আর আমার কোম্পানি সেই কাজটা সম্ভব করতে সব ধরণের সাহায্য-সহযোগীতা দিয়েছে তাকে।*

প্লেনের বাইরে কর্তৃত্বপরায়ন কণ্ঠটি এবার গর্জন করতে শুরু করলো তুর্কি ভাষায়।

"দরজা খুলবেন না!" পাইলটকে আদেশের সুরে বললো প্রভোস্ট।

থমকে দাঁড়িয়ে তার দিকে কটমট চোখে তাকালো পাইলট। "কেন খুলবো না?"

"বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা একটি আন্তর্জাতিক রিলিফ সংগঠন," প্রভোস্ট জবাব দিলো, "আর এই প্লেনটা সার্বভৌম!"

মাথা ঝাঁকালো পাইলট। "স্যার, প্লেনটা টার্কিশ এয়ারপোর্টে পার্ক করা আছে। এখান থেকে প্লেনটা ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা এ দেশের আইন-কানুনের অধীনেই থাকবো।" কথাটা বলে দরজা খুলতে চলে গেলো সে।

দু'জন ইউনিফর্ম পরা লোক চেয়ে আছে পাইলটের দিকে। তাদের শীতল চোখে কোনো ধরণের সৌজন্যতা নেই। "ক্যাপ্টেন কে?" ভারি কণ্ঠে একজন জিজ্ঞেস করলো পাইলটকে।

"আমি।"

অন্য অফিসার পইলটকে একটি কাগজ দেখালো। "গ্রেফতারের ডকুমেন্ট। এই দুজন প্যাসেঞ্জারকে আমরা নিয়ে যেতে এসেছি।"

কাগজটা পড়ে ভেতরে বসা ফেরিস আর প্রভোস্টের দিকে তাকালো পাইলট।

"ডা: সিনস্কিকে ডাকুন," আদেশের সুরে বললো প্রভোস্ট। "আমরা একটি

আন্তর্জাতিক ইমার্জেন্সি মিশনে এসেছি এখানে।"

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার এক কর্মচারি প্রভোস্টের দিকে চেয়ে নাক সিঁটকালো। "ডা: এলিজাবেথ সিনস্কি? বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পরিচালক? উনি নিজেই আপনাকে গ্রেফতার করার অর্ডার দিয়েছেন।"

"এটা হতে পারে না," জবাবে বললো প্রভোস্ট। "মিঃ ফেরিস আর আমি এখানে এসেছি ডা: সিনস্কিকে সাহায্য করার জন্য।"

"তাহলে বলতে হচ্ছে আপনি ভালোমতো সাহায্য করতে পারেন নি," দ্বিতীয় অফিসার বললো। "ডা: সিনস্কি নিজে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে আপনাকে তুরস্কের মাটিতে বায়ো-সন্ত্রাস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন।" হ্যান্ডকাফ বের করলো সে। "আপনাদেরকে হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হবে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য।"

"আমি একজন অ্যাটর্নি চাই!" চিৎকার করে বললো প্রভোস্ট।

ত্রিশ সেকেন্ড পর প্রভোস্ট আর ফেরিস হ্যান্ডকাফ পরা অবস্থায় কালো রঙের একটি সিডানের পেছনে বসে আছে। তাদের গাড়িটা এয়ারপোর্ট থেকে বেশ দূরে কাটাতারের বেড়ার কাছে এসে আচমকা থেমে গেলো। কাটাতারের একটি জায়গা সুন্দর করে কেটে রাখা হয়েছে যেনো একটা গাড়ি ঢুকে যেতে পারে অনায়াসে। এরপর আস্তে করে সেখান দিয়ে গাড়িটা ঢুকে পড়লো। কিছুটা পথ এগোবার পর পরিত্যাক্ত একটি শিল্প এলাকায় এসে থামলো সেটা।

ইউনিফর্ম পরা দু'জন লোক গাড়ি থেকে বের হয়ে আশেপাশে তাকিয়ে দেখে নিলো এবার। কেউ তাদেরকে ফলো করছে না দেখে সন্তুষ্ট হলো। দ্রুত নিজেদের পুলিশের ইউনিফর্মগুলো খুলে ফেলে পাশে রেখে ফেরিস আর প্রভোস্টকে গাড়ি থেকে বের করে আনলো তারা। হ্যান্ডকাফ দুটো খুলে ফেলতেই প্রভোস্ট কব্জি দুটো ঘষতে লাগলো। বুঝতে পারলো বন্দী অবস্থা তার মোটেও সহ্য হয় না।

"গাড়ির চাবিটা সিটের নীচে আছে," একজন এজেন্ট বললো তাকে, কাছেই একটি সাদা রঙের ভ্যানের দিকে ইশারা করলো। "ওটার পেছনের সিটে একটা ডাফেলব্যাগ আছে, তারমধ্যে দরকারি সব জিনিস পাবেন–ট্রাভেল ডকুমেন্ট, নগদটাকা, প্রিপেইড ফোন, জামাকাপড়সহ আরো কিছু জিনিস।"

"ধন্যবাদ তোমাদেরকে," বললো প্রভোস্ট। "বেশ ভালো কাজ করেছো।"

"আমাদেরকে এরকমই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে, স্যার।"

এ কথা বলেই তুর্কি দু'জন সিডানটা নিয়ে চলে গেলো।

সিনস্কি আমাকে কখনই ছেড়ে দিতো না, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিলো প্রভোস্ট। আর এ কথাটা সে বুঝতে পেরেছিলো বিমানে করে ইস্তাম্বুলে আসার পথে। তাই কনসোর্টিয়ামের এখানকার শাখায় ই-মেইল করে জানিয়ে দিয়েছিলো ফেরিস আর তাকে তুলে আনতে হবে প্লেন থেকে।

"আপনি কি মনে করছেন সিনস্কি আমাদের পেছনে লাগবে?" জানতে চাইলো ফেরিস।

"সিনস্কি?" মাথা নেড়ে সায় দিলো প্রভোস্ট। "অবশ্যই। যদিও বর্তমানে সে অন্য বিষয় নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত।"

তারা দু'জন গাড়িতে উঠে বসলে প্রভোস্ট ডাফেল ব্যাগ খুলে দেখে নিলো সব ঠিক আছে কিনা। একটা বেসবল ক্যাপ বের করে মাথায় পরে নিলো। হাইল্যান্ড পার্ক-এর ছোট্ট একটি বোতলও খুঁজে পেলো ব্যাগে।

ছেলেগুলো আসলেই ভালো।

বোতলটার দিকে চেয়ে প্রভোস্ট ভাবলো আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। তারপর জোবরিস্টের জীবাণুভর্তি ব্যাগ আর আগামীকালের তারিখটার কথা মনে পড়তেই মত বদলালো।

আমি আমার নিজের অলঙ্ঘনীয় নিয়ম ভঙ্গ করেছি, মনে মনে বললো সে। *আমি আমার ক্লায়েন্টকে ছেড়ে দিয়েছি।*

প্রভোস্টের কেমনজানি একটা অনুভূতি হলো, জানে আগামী দিনগুলোতে সারাবিশ্বের সংবাদে একটি মহাবিপর্যয়ের সংবাদ দখল করে থাকবে। সেই মহাবিপর্যয়ে তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিলো। *আমার সাহায্য ছাড়া এটা হতে পারতো না।*

সব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বোতলের মুখটা খুলে ফেললো সে।

উপভোগ করো এটা, নিজেকে সুধালো। *যেভাবেই ভেবে দেখো না কেন তোমার দিন ফুরিয়ে আসছে।*

বোতল থেকেই ঢকঢক করে অনেকটুকু পান করলো প্রভোস্ট। গলার ভেতরে উষ্ণতা টের পেলো।

আচমকা অন্ধকার বিদীর্ণ করে জ্বলে উঠলো তীব্র আলোর স্পটলাইট, আর নীল রঙের পুলিশের গাড়ির বাতি। তাদের চারপাশ ঘিরে ধরেছে তারা।

চারদিকে উদভ্রান্তের মতো তাকিয়ে দেখলো প্রভোস্ট...তারপর পাথরের মতো জমে রইলো নিজের সিটে।

পালানোর কোনো পথ নেই।

সশস্ত্র তুর্কি পুলিশের দল রাইফেল তাক করে তাদের ভ্যানের দিকে এগিয়ে আসতে থাকলে প্রভোস্ট শেষবারের মতো এক ঢোক পান করে আস্তে করে দু'হাত উপরে তুলে ধরলো।

ভালো করেই জানে এইসব অফিসার তার নিজের লোকজন নয়।

অধ্যায় ১০১

ইস্তাম্বুলের লিভেন্ট প্লাজার অত্যাধুনিক একটি সুউচ্চ ভবনে সুইস কনসুলেটটি অবস্থিত। প্রাচীন একটি মেট্রোপলিসের বুকে কাঁচেঘেরা এই ভবনটি সহজেই চোখে পড়ে।

প্রায় এক ঘণ্টা আগে জলাধার থেকে এখানে চলে এসেছে সিনস্কি, কনসুলেটের অফিসে স্থাপন করেছে ক্ষণস্থায়ী একটি কমান্ডপোস্ট। স্থানীয় টিভি চ্যানেলগুলো জলাধারে পদপিষ্ঠ হবার খবরটি শোনার পর থেকে হামলে পড়েছে। তাদেরকে এখনও নির্দিষ্ট করে কোনো তথ্য দেয়া হয় নি তবে আন্তর্জাতিক একটি সংস্থার মেডিকেল সদস্যদের হ্যাজম্যাট সুট পরে ওখানে অবস্থান করার ঘটনাটি যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে, এ নিয়ে অনুমাণ করার লোকও কম নেই।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে শহরের বাতিগুলো দেখে নিজেকে খুব একা বোধ করলো। আনমনে গলার নেকলেসটায় হাত দিলো সে কিন্তু কিছু পেলো না। তার ভাঙা নেকলেসটির টুকরো এখন ডেস্কের উপর পড়ে আছে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পরিচালক কিছুক্ষণ আগে কয়েক ঘণ্টা পর জেনেভায় যে বেশ কয়েকটি ইমার্জেন্সি মিটিং হবে তার সমন্বয় করার ব্যবস্থা করেছে। বিভিন্ন সংস্থার স্পেশালিস্টরা ইতিমধ্যেই রওনা দিয়ে দিয়েছে। একটুপর সিনস্কি নিজেও প্লেন ধরবে তাদেরকে ব্রিফ করার জন্য। রাত্রিকালীন দায়িত্বে থাকা এক স্টাফ একটু আগে তার জন্য টার্কিশ কফি দিয়ে গেলে এক নিমেষেই সবটুকু পান করেছে।

কনসুলেটের এক তরুণ স্টাফ খোলা দরজা দিয়ে উঁকি মারলো। "ম্যাম? রবার্ট ল্যাংডন আপনার সাথে দেখা করতে চান।"

"ধন্যবাদ, উনাকে এক্ষুণি পাঠিয়ে দাও।"

বিশ মিনিট আগে ল্যাংডন তাকে ফোন করে জানায় সিয়েনা ব্রুকস তার চোখ ফাঁকি দিয়ে একটি স্পিডবোট চুরি করে পালিয়ে গেছে। সিনস্কি অবশ্য পুলিশের কাছ থেকে আগেই খবরটা পেয়ে গেছিলো। তারা সমুদ্রে তল্লাশী চালালেও খালি হাতে ফিরে আসে।

ল্যাংডনকে এখন দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখে সিনস্কি অবাক হলো, তাকে দেখে চেনাই যাচ্ছে না। তার সুটটা নোংরা, ঘনকালো চুল এলোমেলো, চোখ দুটো ক্লান্ত আর বুজে আসছে যেনো।

"প্রফেসর, আপনি ঠিক আছেন তো?" উঠে দাঁড়ালো সিনস্কি।

ক্লান্তভঙ্গিতে হাসলো ল্যাংডন। "সারাটা রাত বেশ ভালোই গেছে আমার।"

"জোবরিস্টের ভাইরাসটি," কোনো রকম ভূমিকা না করেই বসতে বসতে বললো ল্যাংডন। "মনে হয় এক সপ্তাহ আগেই ছড়িয়ে পড়েছে।"

ধৈর্যের সাথে সায় দিলো সিনস্কি। "হ্যা, আমরাও এটা জানতে পেরেছি। যদিও এখন পর্যন্ত কোনো সিমটমের রিপোর্ট পাই নি। আমরা নমুনাগুলো পরীক্ষা করার চেষ্টা করছি। কিন্তু সপ্তাহখানেকের আগে মনে হয় না সবটা জানা যাবে।"

"এটা ভেক্টর ভাইরাস," বললো ল্যাংডন।

সোজা হয়ে বসলো সিনস্কি। যারপরনাই অবাক সে। এই পদবাচ্যটি প্রফেসর জানে দেখে চমকেও গেছে। "কী বললেন?"

"জোবরিস্ট এমন একটি বাতাসবাহিত ভেক্টর ভাইরাস সৃষ্টি করেছে যা আমাদের ডিএনএ বদলে দিতে পারে।"

এবার চেয়ার ছেড়ে উঠেই পড়লো ডাক্তার। *এটা তো সম্ভবই না!* "আপনার এ রকম দাবি করার কারণ কি?"

"সিয়েনা," ল্যাংডন শান্তভাবে বললো। "ও-ই আমাকে এসব বলেছে। আধঘণ্টা আগে।"

ডেস্কের উপর দু'হাত রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে এলো সিনস্কি। তার চোখেমুখে অবিশ্বাস। "মেয়েটা তাহলে পালিয়ে যায় নি?"

"অবশ্যই পালিয়েছিলো। বোটে করে সমুদ্রে চলে গেছিলো সে। খুব সহজেই চিরকালের জন্য পালিয়ে যেতে পারতো কিন্তু সে তা করে নি। স্বেচ্ছায় ফিরে এসে জানিয়েছ এই সঙ্কটেটায় সাহায্য করতে চায়।"

অট্টহাসিতে ফেঁটে পড়লো সিনস্কি। "ক্ষমা করবেন, ওই মেয়েকে বিশ্বাস করার কোনো কারণ আমি দেখছি না। বিশেষ করে এরকম আজগুবি গল্প যখন বলেছে।"

"কিন্তু আমি তার কথা বিশ্বাস করি," বললো ল্যাংডন। তার কণ্ঠে দৃঢ়তা। "সে যখন বলছে এটা ভেক্টর ভাইরাস তখন আপনার উচিত ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নেয়া।"

হঠাৎ করে সিনস্কির খুব ক্লান্ত বোধ হলো, ল্যাংডন কী বলছে সেটা বুঝে উঠতে হিমশিম খাচ্ছে। জানালার সামনে গিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলো। *ডিএনএ বদলে দিতে পারে এমন একটি ভাইরাল ভেক্টর?* কথাটা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি ভীতিকর। তবে সে জানে কথাটার মধ্যে যুক্তিও আছে। হাজার হোক, জোবরিস্ট একজন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার ছিলো, সে ভালো করেই জানতো একটি জিনে সামান্যতম পরিবর্তন দেহের মধ্যে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে–ক্যান্সার, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ফেইলিওর এবং রক্তে বিশৃঙ্খলা।

স্পেশালিস্টরা এখন এসব জেনেটিক অবস্থা মোকাবেলা করতে শুরু করেছে অবিকশিত ভেক্টর ভাইরাসের সাহায্যে। এই ভাইরাস রোগীর শরীরে সরাসরি ইনজেক্ট করে দেয়া হয়। এসব ভাইরাস এমনভাবে প্রোগ্রাম করা হয় যেনো তারা রোগীর শরীরে ঢুকে ডিএনএ প্রতিস্থাপন করে ক্ষতিগ্রস্ত অংশকে মেরামত করতে পারে। আর সব বিজ্ঞানের মতো এই নতুন বিজ্ঞানেরও কিছু কারাপ দিক আছে। ভেক্টর ভাইরাসের ফরলাফল হয় উপকারী নয়তো ধ্বংসাত্মক...এটা নির্ভর করে ইঞ্জিনিয়ারের মতিগতির উপরে। যদি কোনো ভাইরাসে ইচ্ছেকৃতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ডিএনএ প্রোগ্রাম করে সুস্থ কোষে ঢোকানো হয় তাহলে ফলাফল হবে খুবই ভয়াবহ। আর এই ধ্বংসাত্মক ভাইরাসকে যদি কোনোভাবে ইঞ্জিনিয়ার করে উচ্চমাত্রায় সংক্রমন আর বাতাসবাহিত করা যায়...

আর ভাবতে পারলো না সিনস্কি। *জোবরিস্ট কি ধরণের জেনেটিক বিভীষিকা চিন্তা করেছে? জনসংখ্যার ঘনত্ব কিভাবে কমানোর পরিকল্পনা করেছে সে?*

সিনস্কি জানে এর জবাব পেতে কয়েক সপ্তাহ লেগে যাবে। মানুষের জেনেটিক কোডে রয়েছে সীমাহীন রাসায়নিক পরিবর্তনের গোলকধাঁধা। জোবরিস্টের ভাইরাসের আসল কার্যকারীতা সম্পূর্নভাবে জানতে হলে কতোটা সময় লাগতে পারে সে ব্যাপারে সিনস্কির ভালো ধারণা আছে। খড়ের গাদায় সুঁচ খোঁজার মতো ব্যাপার হবে না এটি, বরং ধরে নিতে হবে সেই খড়ের গাদাটি অজানা এক গ্রহে পড়ে আছে।

"এলিজাবেথ?" ল্যাংডনের কণ্ঠটা তাকে বাস্তবে ফিরে আনলো।

জানালা থেকে ফিরে তাকালো সিনস্কি।

"আপনি কি আমার কথা শুনছেন?" জিজ্ঞেস করলো সে, এখনও শান্তভাবে চেয়ারে বসে আছে। "আপনি যেমনটি চেয়েছিলেন ঠিক তেমনি সিয়েনাও এই ভাইরাসটি ধ্বংস করতে চেয়েছিলো।"

"আমার তাতে গভীর সন্দেহ রয়েছে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো ল্যাংডন। "আমার মনে হয় আপনার উচিত আমার কথা শোনা। জোবরিস্ট মারা যাবার আগে সিয়েনার কাছে একটি চিঠি লিখে গেছিলো। তাকে বলেছিলো সে কি করেছে। এই ভাইরাসটি কি করবে সে ব্যাপারে তাকে বিস্তারিত বলেছে...কিভাবে এটা আক্রমণ করবে...কিভাবে এটা তার উদ্দেশ্য পূরণ করবে।"

বরফের মতো জমে গেলো সিনস্কি। *একটা চিঠি আছে?!*

"সিয়েনা এই চিঠিটা পড়ে ভীষণ ভড়কে যায়। জোবরিস্টকে থামাতে চায় সে। এই ভাইরাসকে সে এতোটাই মারাত্মক হিসেবে দেখে যে কেউ এটা সম্পর্কে জানুক তা চায় নি, এমনকি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ব্যাপারেও সে একই চিন্তা

করেছে। বুঝতে পারছেন না? সিয়েনা ভাইরাসটি ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিলো...ওটা ছড়িয়ে দেয় নি।"

"একটা চিঠি আছে?" সিনস্কি জানতে চায়। "একেবারে বিস্তারিত জানিয়ে লিখেছে?"

"সিয়েনা আমাকে তাই বলেছে।"

"ঐ চিঠিটা আমাদের দরকার! ওটা থেকে আমরা বিস্তারিত জানতে পারলে অনেক সময় বেঁচে যাবে। আমরা খুব দ্রুত সব বুঝতে পেরে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য কাজে নেমে যেতে পারবো।"

মাথা ঝাঁকালো ল্যাংডন। "আপনি বুঝতে পারছেন না। জোবরিস্টের চিঠিটা পড়ার পর সিয়েনা খুবই ভড়কে গেছিলো। পড়ার পর পরই সে ওটা পুড়িয়ে ফেলে। সে চেয়েছিলো ওটা যেনো কারো হাতে–"

ডেস্কের উপর ঘুষি মারলো সিনস্কি। "ও আমাদের একমাত্র আশার আলোটি...মানে ওটা পুড়িয়ে ফেলেছে! ওটা থাকলে এই সঙ্কটে কতোটা সাহায্য হতো জানেন? আর আপনি ওকে বিশ্বাস করতে বলছেন এখন?"

"আমি জানি তার এই কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে অনেক প্রশ্ন তোলা যায়, কিন্তু আমি বলবো তাকে গালাগালি না করে বরং তার অসাধারণ মেধার সাহায্য নেয়াটাই বেশি ভালো হবে। মনে রাখবেন, তার রয়েছে বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি।" ল্যাংডন একটু থামলো। "ও যদি জোবরিস্টের ঐ চিঠিটা পুণরায় তৈরি করে দিতে পারে তাহলে কি আপনার সুবিধা হবে?"

সিনস্কি চোখ কুচকে আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিলো। "তো প্রফেসর, আপনি আসলে আমাকে কি করতে বলছেন?"

ডেস্কের উপর খালি কফি কাপের দিকে ইঙ্গিত করলো ল্যাংডন। "আমি বলবো আপনি আরো কয়েক কাপ কফির অর্ডার দিন...আর সিয়েনা যে একটি অনুরোধ করেছে সেটা মন দিয়ে শুনুন।"

সিনস্কির নাড়িস্পন্দন বেড়ে গেলো, ফোনের দিকে তাকালো সে। "আপনি জানেন ওর সাথে কিভাবে যোগাযোগ করা যাবে?"

"হ্যা।"

"আমাকে বলুন তার অনুরোধটি কি?"

ল্যাংডন তাকে কথাটা বললে সে চুপ মেরে প্রস্তাবটি বিবেচনা করে গেলো।

"আমার মনে হয় এটা করাই ঠিক হবে," যোগ করলো ল্যাংডন। "আপনার আর কী হারানোর আছে, বলুন?"

"আপনি যা বলছেন তা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে আমি কথা দিচ্ছি আপনাকে।" ফোনটা তার দিকে ঠেলে দিলো সিনস্কি। "তাকে ফোন করুন।"

সিনস্কিকে অবাক করে দিয়ে ল্যাংডন সোজা ঘর থেকে বের হয়ে গেলো। যাবার সময় শুধু বলে গেলো কিছুক্ষণ পর ফিরে আসছে। সিনস্কি হতভম্ব হয়ে তার পেছন পেছন হল পর্যন্ত চলে গেলো। সেখান থেকে দেখতে পেলো ল্যাংডন মেয়েদের রেস্টরুমে ঢুকে পড়ছে।

কিছুক্ষণ পর ত্রিশের কোঠায় এক মহিলাকে নিয়ে বের হয়ে এলো সে। এই মহিলা যে সিয়েনা এটা বুঝতে সিনস্কির কয়েক মুহূর্ত লেগে গেলো। পনিটেইলের সুন্দরী মেয়েটি যেনো পুরোপুরি বদলে গেছে। তার মাথা একদম ন্যাড়া।

তারা সবাই চুপচাপ অফিসে ঢুকে বসে পড়লো।

"আমাকে ক্ষমা করবেন," বললো সিয়েনা। "আমি জানি অনেক কথা বলার আছে, তবে প্রথমেই বলি, আপনি আমাকে কিছু কথা বলতে দিন আগে।"

সিয়েনার কণ্ঠে যে যন্ত্রণা আছে সেটা খেয়াল করলো সিনস্কি। "অবশ্যই।"

"ম্যাম, আপনি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ডিরেক্টর। অন্য যে কারোর চেয়ে আপনি ভালো করেই জানেন আমাদের মানুষ প্রজাতিটি বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে...নিয়ন্ত্রণহীন জনসংখ্যা বৃদ্ধি। বিগত কয়েক বছর ধরেই বারট্রান্ড জোবরিস্ট এই সমস্যাটি নিয়ে অসংখ্য প্রভাশালী ব্যক্তিদের কাছে ধর্ণা দিয়েছে...এরমধ্যে আপনি নিজেও আছেন। অনেক সংস্থার কাছে সে এসব বিষয় খুলে বলেছে–ওয়ার্ল্ড ওয়াচ ইন্সটিটিউট, ক্লাব অব রোম, পপুলেশন ম্যাটার্স, কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশন্স–কিন্তু এমন কাউকে সে পায় নি যার সাথে এই বাস্তব সমস্যাটির সমাধান নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করতে পারবে। আপনারা সবাই জন্মনিয়ন্ত্রণ, কন্ট্রাসেপটিভ, শিক্ষা, ছোটো পরিবারের জন্য কর সুবিধা এসব বিষয় অবতারনা করেছেন এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য। এমনকি কেউ কেউ চাঁদে গিয়ে বসতি স্থাপন করার কথাও বলেছে! এসব শুনে বারট্রান্ডের মাথা বিগড়ে যায়।"

সিনস্কি স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলো, কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালো না।

গভীর করে দম নিয়ে নিলো সিয়েনা। "আপনার সাথেও বারট্রান্ড একান্তে এ নিয়ে কথা বলেছে...কিন্তু আপনি তার কথা শুনে কোনো বিবেচনা না করেই, তার পরিকল্পনার বিষয়ে জানতে না চেয়ে তাকে উন্মাদ বলে আখ্যায়িত করলেন। বায়োটেরর হিসেবে তার নাম ওয়াচলিস্টে তুলে দিলেন। ফলে বাধ্য হয়ে সে আত্মগোপনে চলে যায়।" আবেগে ভারি হয়ে উঠলো সিয়েনার কণ্ঠ। "আপনাদের মতো লোকজন তার কথাবার্তা না শুনেই, তার সমাধানটি যে অস্বস্তির কিছু না, এটা না বুঝেই তাকে পরিত্যাগ করেছেন, সেজন্যেই বরট্রান্ড একা একা মরেছে। বারট্রান্ড ভুল করেছে সত্য কথা বলে...আর সেই ভুলের

শাস্তি দিয়েছেন তাকে সমাজচ্যুত করে।" চোখ মুছে সিনস্কির দিকে তাকালো সে। "বিশ্বাস করুন, আমি জানি সমাজচ্যুত হবার কি যন্ত্রণা...একা হয়ে যাবার কি কষ্ট। সবচেয়ে বাজে একাকীত্ব হলো ভুল বোঝার কারণে যে বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয় সেটা। এরফলে আপনি বাস্তবকে বোঝার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবেন।"

কথা থামিয়ে চুপ মেরে গেলো সিয়েনা।

"এটাই বলতে চেয়েছিলাম আমি," ফিসফিসিয়ে বললো সে।

দীর্ঘক্ষণ ধরে তাকে দেখে গেলো সিনস্কি। "মিস ব্রুকস," অবশেষে শান্তকণ্ঠে বললো, "আপনার কথা ঠিক। আমি হয়তো এর আগে মনোযোগ দিয়ে এসব কথা শুনি নি..." একটু থেমে আবার বললো, "তবে এখন আমি শুনবো।"

অধ্যায় ১০২

রাত একটায় সুইস কনসুলেটের ঘড়িটা বেজে ওঠার পর অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে। সিনস্কির ডেস্কের নোটপ্যাডটি হাতেলেখা টেক্সট, প্রশ্ন আর চিত্রে ভরে উঠেছে এখন। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পরিচালক প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে এক জায়গা বসে আছে, কোনো কথাও বলছে না। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরে রাতের অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে সে। তার পেছনে উন্মুখ হয়ে বসে আছে ল্যাংডন আর সিয়েনা। তারাও কোনো কথা বলছে না। কফির মগে শেষ চুমুক দিচ্ছে।

ঘরে একমাত্র গুঞ্জনটি আসছে মাথার উপরে থাকা ফ্লুরোসেন্ট বাতি থেকে।

সিয়েনা নিজের হৃদস্পন্দন শুনতে পাচ্ছে, সিনস্কি কী ভাবছে সেটা নিয়ে ভেবে যাচ্ছে সে। নির্মম বাস্তবতার পুরোটা এখন সে জেনে গেছে। *বারট্রান্ডের ভাইরাসটি প্রজনন ক্ষমতা বিনষ্টকারী প্লেগ। এ পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগ জনসংখ্যা প্রজনন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে।*

এসব ব্যাপর ব্যাখ্যা করার সময় সিনস্কির আবেগ টের পেয়েছে সিয়েনা। নিজের সেই আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করলেও হতবুদ্ধিকর অবস্থাটি লুকাতে পারে নি। জোবরিস্ট যে একটি বাতাসবাহিত ভেক্টর ভাইরাস সৃষ্টি করেছে এটা মেনে নিতেই বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ে সে। তারপর যখন জানতে পারে ভাইরাসটি প্রাণঘাতি নয় তখন ক্ষণিকের জন্য তার চোখেমুখে আশার আলো দেখা গেছিলো। কিন্তু...ধীরে ধীরে যখন আসল সত্যটি বুঝতে পারলো, এ পৃথিবীর বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী প্রজনন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে, তখন স্তম্ভিত হয়ে পড়ে মহিলা। পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে, মানুষের প্রজনন ক্ষমতা বিনষ্টকারী ভাইরাসের কথা মহিলার মনের গভীরে আলোড়ন তুলেছে।

সিয়েনা অবশ্য সবটা বলতে পেরে এক ধরণের স্বস্তি বোধ করছে এখন। বারট্রান্ড তার চিঠিতে যা যা বলেছে সবটাই স্মৃতি থেকে পুণরায় লিখে দিয়েছে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পরিচালকের কাছে। *আমার কাছে আর কোনো সিক্রেট নেই।*

"এলিজাবেথ?" ল্যাংডন মুখ খুললো।

নিজের চিন্তার জগৎ থেকে ধীরে ধীরে ফিরে এলো সিনস্কি। তাদের দু'জনের দিকে যখন তাকালো তখন তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। "সিয়েনা," ম্রিয়মান কণ্ঠে বললো সে, "আপনি যে তথ্য দিলেন সেটা আমাদের অনেক কাজে লাগবে। এই সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আর প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করবে। আপনার এই সুবিবেচনাকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি। আপনি তো

জানেনই, মাহমারির আকারে ছড়িয়ে পড়া ভেক্টর ভাইরাসের সাহায্যে ব্যাপক সংখ্যক মানুষের রোগপ্রতিরোধ করা সম্ভব বলে থিওরিটিক্যালি আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু সবাই বিশ্বাস করে এই টেকনোলজি এখনও দূরকল্পনা। ভবিষ্যতে হয়তো এটা বাস্তব হবে।"

নিজের ডেস্কে ফিরে এসে বসলো সিনস্কি।

"আমাকে ক্ষমা করবেন," বলেই মাথা ঝাঁকালো। "এ মুহূর্তে এসব কথা শুনে আমার কাছে সায়েন্স-ফিকশন বলেই মনে হচ্ছে।"

এতে অবাক হবার কিছু নেই, ভাবলো সিয়েনা। চিকিৎসাজগতে প্রতিটি যুগান্তকারী আবিষ্কারই সায়েন্স-ফিকশন বলে মনে হয়—পেনিসিলিন, অ্যানেস্থেশিয়া, এক্স-রে, মাইক্রোস্কোপে প্রথমবারের মতো কোষের বিভাজন দেখা।

নোটপ্যাডের দিকে তাকালো সিনস্কি। "কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমি জেনেভায় গিয়ে তোপের মুখে পড়বো। কোনো সন্দেহ নেই প্রথম প্রশ্নটিই হবে এই ভাইরাসটি মোকাবেলা করার কোনো উপায় আছে কিনা।"

সিয়েনার সন্দেহ সে ঠিক বলছে কিনা।

"আর আমার মনে হয়," সিনস্কি বলতে লাগলো, "এই সমস্যার সমাধানের জন্য প্রথমেই জোবরিস্টের ভাইরাসটি বিশ্লেষণ করে, সেটাকে পুরোপুরি বুঝতে হবে, তারপর ইঞ্জিনিয়াররা ওটা রি-প্রোগ্রাম করার চেষ্টা করবে যাতে করে আমাদের ডিএনএ আবার আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারে।" কথাগুলো বলার সময় সিনস্কিকে খুব একটা আশাবাদী বলে মনে হলো না। এবার সিয়েনার দিকে তাকালো সে। "এটার কাউন্টারভাইরাস সম্ভব কিনা সেটা দেখার আগে আমি জানতে চাইবো এ ব্যাপারে আপনার চিন্তাভাবনা কি।"

আমার চিন্তাভাবনা? ল্যাংডনের দিকে তাকালো সিয়েনা। প্রফেসর মাথা নেড়ে সায় দিলো। তার ভঙ্গিটা পরিস্কার : *তুমি এতো দূর পর্যন্ত এসেছো। তোমার মনের সব কথা খুলে বলো। সত্যটা তুমি যেভাবে দেখো বলো।*

গলা খাকারি দিয়ে কথা বলতে শুরু করলো সিয়েনা। "ম্যাম, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দুনিয়াটা আমি দীর্ঘদিন ধরে চিনি বারট্রান্ড জোবরিস্টের মাধ্যমে। আপনি অবশ্যই জানেন মানুষের জিনোম খুবই নাজুক একটি জিনিস...অনেকটা তাসের ঘরের মতো। আমরা যতো বেশি ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করবো, অ্যাডজাস্ট করতে যাবো ততো বেশি ভুল হবার সম্ভাবনা তৈরি হবে এবং আমরা ভুল কার্ড বদলে দিয়ে পুরো জিনিসটা ধ্বংস করে ফেলবো। আমার ব্যক্তিগত মতামত হলো, জোবরিস্ট যা করেছে সেটা পাল্টে দেয়াটা হবে মারাত্মক বিপজ্জনক একটি কাজ। বারট্রান্ড ছিলো অসাধারন একজন জেনেটিক

ইঞ্জিনিয়ার, তার মতো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ খুব কমই ছিলো। সমসাময়িকদের তুলনায় সে অনেক অনেক বছর এগিয়ে ছিলো। এই মুহূর্তে আমি ঠিক নিশ্চিত নই, এমন কাউকে বিশ্বাস করতে পারবো যে এই ব্যাপারটা পুরোপুরি জেনে সঠিকভাবে কাজটা করতে পারবে। এমন কি আপনারা যদি কার্যকরী একটি ডিজাইন করে পুরো ব্যাপারটা আবার আগের অবস্থায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন তাহলে সম্পূর্ণ নতুন একটি সংক্রমণ হবার আশংকা থেকেই যায়।"

"একেবারে সত্যি কথা," বললো সিনস্কি। এসব কথা শুনে মোটেও অবাক হলো না সে। "তবে এটাও ঠিক, এরচেয়েও বড় ইসু আছে। আমরা হয়তো ওটা পাল্টাতেও চাইবো না।"

কথাটা শুনে সিয়েনা বুঝতে পারলো না। "কী বললেন?"

"মিস ব্রুকস, আমি হয়তো বারট্রান্ডের পদ্ধতির ব্যাপারে একমত নই কিন্তু এ বিশ্ব সম্পর্কে তার যে মূল্যায়ন সেটা একদম সঠিক। এই গ্রহটি জনসংখ্যার সমস্যা নিয়ে মারাত্মক হুমকির মধ্যে আছে। আমরা যদি জোবরিস্টের ভাইরাসটিকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারি...তাহলে আমরা আবার আগের অবস্থায় ফিরে যাবো।"

সিয়েনা হতভম্ব হয়ে গেলো মহিলার কথা শুনে। সিনস্কি মুচকি হেসে আরো বললো, "এরকম দৃষ্টিভঙ্গি আপনি আমার কাছ থেকে প্রত্যাশা করেন নি?"

মাথা ঝাঁকালো সিয়েনা। "আমি বুঝতে পারছি না কার কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করবো।"

"তাহলে আমি আপনাকে আবারো অবাক করে দিচ্ছি," বলে গেলো সিনস্কি। "একটু আগেই বলেছি সারাবিশ্বের শীর্ষস্থানীয় স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধানেরা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জেনেভাতে একটি মিটিং করবে। এই সঙ্কটটা কিভাবে মোকাবেলা করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করবে তারা। একটা অ্যাকশন প্ল্যান প্রস্তুত করা হবে হয়তো। এরকম একটি সম্মেলন কখনও হতে দেখেছি বলে আমার মনে পড়ছে না।" তরুণী ডাক্তারের দিকে তাকালো সে। "সিয়েনা, আমি চাই আপনি সেই মিটিংয়ে থাকবেন।"

"আমি?" আৎকে উঠলো সিয়েনা। "আমি কোনো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার নই। আমি যা জানি সবই তো আপনাকে বললাম।" নোটপ্যাডের দিকে ইঙ্গিত করলো সে। "আমার যা বলার তা এই নোটপ্যাডে লিখে দিয়েছি।"

"যেভাবেই দেখা হোক না কেন," ল্যাংডন বলে উঠলো। "এই ভাইরাস নিয়ে অর্থবহ আলোচনা করতে হলে এর প্রেক্ষাপটটি জানা ভীষণ জরুরি। এই সঙ্কটটি মোকাবেলা করার জন্য একটি নৈতিক ফ্রেমওয়ার্কের প্রয়োজন পড়বে ডা: সিনস্কি এবং তার দলের। উনি অবশ্যই বিশ্বাস করেন এই আলোচনায় যোগ

করার মতো তোমার একটি অনন্য অবস্থান রয়েছে।"

"আমার নৈতিক ফ্রেমওয়ার্ক মনে হয় না বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা পছন্দ করবে।"

"হয়তো করবে না," জবাব দিলো ল্যাংডন। "আর সেজন্যেই ওখানে তোমার অংশগ্রহণ থাকা আরো বেশি দরকার। তুমি হলে নতুনধরণের চিন্তাভাবনা করে যারা সেই দলের একজন সদস্য। তুমি পাল্টা যুক্তি দাঁড় করাতে পারবে। বারট্রান্ড জোবরিস্টের মতো ভিশনারিদের মাইন্ড-সেটআপ বোঝার জন্য তুমি তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে। তার মতো অসাধারণ একজন ব্যক্তির দৃঢ়বিশ্বাস এতোটাই মজবুত যে তারা পুরো ব্যাপারটা নিজের হাতে তুলে নেয়।"

"এক্ষেত্রে বারট্রান্ড কিন্তু প্রথম ব্যক্তি নয়।"

"ঠিক," সিনস্কি বলে উঠলো। "কিন্তু সে শেষ ব্যক্তিও নয়। প্রতি মানে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা অনেক ল্যাব আবিষ্কার করে যেখানে বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের ধূসর এলাকা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে-মানবদেহের স্টেম সেল থেকে শুরু করে রূপকথার দানব চিমেরার উৎপাদন করা পর্যন্ত...প্রকৃতিতে অস্তিত্ব নেই এমন সব প্রজাতি তৈরি করার চেষ্টা করছে। এটা খুবই উদ্বেগজনক। বিজ্ঞান এতো দ্রুত এগোচ্ছে যে কোথায় এর সীমারেখা টানা হবে তা কেউ বুঝে উঠতে পারছে না।"

সিয়েনা একমত হলো। কয়েক দিন আগে দুজন শ্রদ্ধেয় ভাইরোলজিস্ট-ফুচিয়ে এবং কাওয়াকা-উচ্চমাত্রার সংক্রামক H5N1 ভাইরাস তৈরি করেছে। গবেষকদ্বয়ের উদ্দেশ্য মহৎ হলেও এ কাজটি বায়ো-সিকিউরিটি স্পেশালিস্টদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। এ নিয়ে ব্যাপক তোলপার সৃষ্টি হয়েছে অনলাইনে।

"আমার আশংকা এটা আরো বেশি অপ্রীতিকর হয়ে উঠেবে," বললো সিনস্কি। "আমরা এমন সব নতুন নতুন প্রযুক্তির দেখা পাচ্ছি যার কথা কল্পনাও করতে পারি নি।"

"নতুন দর্শণের কথাও বাদ দেবেন না," সিয়েনা যোগ করলো। "মূলধারার ছায়া থেকে বেরিয়ে আসছে ট্রান্সহিউম্যানিস্ট আন্দোলন। এর মূল প্রতিপাদ্যগুলোর একটি হলো, নিজেদের বির্বতনে *অংশগ্রহণ* করা আমাদের মানব সম্প্রদায়ের একটি নৈতিক বাধ্যবাধকতা...প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমাদের প্রজাতিটিকে উন্নত করা, আরো ভালো মানুষ সৃষ্টি করা-স্বাস্থ্যবান, শক্তিশালী এবং আরো বেশি কার্যকরী মস্তিষ্ক। এসবই খুব জলদি সম্ভব হয়ে উঠবে।"

"আপনি মনে করছেন না এ ধরণের বিশ্বাস বিবর্তনের প্রক্রিয়ার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ?"

"না," কোনো রকম দ্বিধা না করেই বলে ফেললো সিয়েনা। "কয়েক হাজার বছর ধরে নিরবিচ্ছিন্নভাবেই মানুষ বিবর্তিত হয়ে আসছে, এরসাথে সঙ্গতি রেখে

নতুন কোনো প্রযুক্তি আবিষ্কার করলে সেটা আরো কল্যাণকর হবে–কৃষিকাজ আরো উন্নত হয়ে উঠলে আমাদের খাদ্যসংস্থান হবে। নতুন নতুন ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হলে রোগবালাই থেকে মুক্ত হবো আমরা। আর এখন জেনেটিক কিছু হাতিয়ার তৈরি করে আমরা আমাদের নিজেদের শরীরকে বদলে নিতে পারবো যাতে করে পৃথিবীর পরিবর্তনের সাথে সাথে আমরা খাপ খেয়ে নিতে পারি।" থামলো সে। "আমার বিশ্বাস জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং হলো মানুষের অগ্রগতির একটি ধাপ।"

সিনস্কি চুপচাপ ভেবে গেলো। "তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন এইসব টেকনোলজিকে আমাদের সাদরে গ্রহণ করা উচিত।"

"আমরা যদি সাদরে গ্রহণ না করি," জবাব দিলো সিয়েনা, "তাহলে আমরা ঐসব গুহামানবের মতো আচরণ করবো যে কিনা শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য আগুন জ্বালাতে ভয় পাচ্ছে।"

তার কথাটা ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ালো কয়েক মুহূর্ত পর্যন্ত। কেউ কোনো কথা বললো না।

নীরবতাটি ভাঙলো ল্যাংডন। "ভাববেন না আমি মান্ধাতা আমলের কথা বলছি। তবে আমি ডারউইনের তত্ত্বটার কথা বলবো, আমি এ প্রশ্নটা না তুলে পারছি না, আমরা কি তাহলে বিবর্তনের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াটিকে আরো দ্রুত করার চেষ্টা করবো?"

"রবার্ট," সহমর্মিতার সাথে বলে উঠলো সিয়েনা, "জেনিটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কিন্তু বিবর্তন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে না। এটা প্রকৃতির স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড! তুমি কেবল ভুলে যাচ্ছো, বিবর্তনই বারট্রান্ড জোবরিস্টকে সৃষ্টি করেছে। তার অতি-উন্নত বুদ্ধিমত্তা বির্বতনেরই ফল। ডারউইন এটাকে বলে গেছেন সময়ের পরিক্রমায় বিবর্তন। জেনেটিক ফিল্ডে বারট্রান্ডের বিরল দৃষ্টিভঙ্গি হুট করে স্বর্গীয় কোনো মহিমা থেকে আসে নি...এটা এসেছে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের মস্তিষ্কের যে উন্নয়ন সেখান থেকে।"

ল্যাংডন চুপচাপ কথাটা শুনে গেলো।

"একজন ডারউইনপন্থী হিসেবে তুমি ভালো করেই জানো," বলতে লাগলো সে, "প্রকৃতি জনসংখ্যাকে সহনশীল পর্যায়ে রাখতে ঠিকই একটি পদ্ধতি খুঁজে নেয়–প্লেগ, দুর্ভিক্ষ, বন্যা। এবার আমাকে একটি প্রশ্ন করতে দাও, এটা কি সম্ভব নয়, প্রকৃতি এবার একটু ভিন্ন পদ্ধতি বেছে নিয়েছে? মহাদুর্যোগ কিংবা দুর্দশা বেছে না নিয়ে প্রকৃতি বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এমন একজন বিজ্ঞানীকে সৃষ্টি করেছে যে ভিন্নভাবে জনসংখ্যা কমিয়ে আনার পদ্ধতি আবিষ্কার করবে। প্লেগ নয়। মৃত্যুও নয়। এমন একটি প্রজাতি যে তার পরিবেশের সাথে আরো বেশি খাপ

খেয়ে চলার ক্ষমতা রাখবে–"

"সিয়েনা," সিনস্কি বাধা দিয়ে বললো। "দেরি হয়ে গেছে। আমাদেরকে এখনই যেতে হবে। তবে যাওয়ার আগে আমি একটা বিষয় পরিস্কার করতে চাই। আজকে আপনি আমাকে বার বার বলেছেন বারট্রান্ড কোনো দানব নয়...সে মানুষকে ভালোবাসে। সে মানবপ্রজাতিকে রক্ষা করতে এতোটাই আন্তরিক আর বদ্ধপরিকর যে এরকম একটি পদক্ষেপকেও যুক্তিযুক্ত বলে মনে করছে।"

সায় দিলো সিয়েনা। "ফলাফলই উদ্দেশ্যকে জায়েজ করে।" আলোচিত-সমালোচিত ফ্লোরেন্তাইন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাকিয়াভেলির বিখ্যাত একটি উদ্ধৃতি দিলো সে।

"তাহলে আমাকে বলুন," সিনস্কি আবার বললো, "আপনি নিজেও কি বিশ্বাস করেন ফলাল দিয়েই উদ্দেশ্যের বিচার করা ঠিক? আপনি এও বিশ্বাস করেন বারট্রান্ডের পৃথিবী রক্ষা করার উদ্দেশ্যটি এতোটাই মহৎ ছিলো যে এই ভাইরাসটি ছড়িয়ে দেয়া যুক্তিযুক্ত কাজ হয়েছে?"

ঘরে নেমে এলো সুকঠিন নীরবতা।

ডেস্কের দিকে ঝুঁকে এলো সিয়েনা। তার অভিব্যক্তিতে দেখা গেলো দৃঢ়তা। "ডা: সিনস্কি, আমি তো আপনাকে বলেছিই, বারট্রান্ড যা করেছে তা একেবারেই খামখেয়ালিপূর্ণ এবং অসম্ভব রকম বিপজ্জনক। তাকে যদি আমি থামাতে পারতাম তাহলে সেটা অনেক আগেই করতাম। আমি চাই আপনি আমার কথাটা বিশ্বাস করবেন।"

ডেস্কের উপর দিয়ে সিয়েনার হাত দুটো ধরলো এলিজাবেথ সিনস্কি। "আমি আপনাকে বিশ্বাস করেছি। আপনার বলা সবগুলো কথাই বিশ্বাস করেছি।"

অধ্যায় ১০৩

আতাতুর্ক এয়ারপোর্টে ভোরের প্রারম্ভে বাতাস খুবই শীতল আর কুয়াশায়চ্ছন্ন। টারমার্কে হালকা কুয়াশার চাদর ছড়িয়ে পড়েছে।

ল্যাংডন, সিয়েনা আর সিনস্কি একটি গাড়িতে করে এখানে এলে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার একজন কর্মকর্তা তাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করলো।

"আপনি যখন চাইবেন তখনই যেতে পারবো, আমরা প্রস্তুত আছি, ম্যাম," বিনয়ের সঙ্গে বললো সে, তাদেরকে নিয়ে এলো টার্মিনাল ভবনে।

"আর মি: ল্যাংডনের কি ব্যবস্থা করলেন?" জানতে চাইলো সিনস্কি।

"উনাকে ফ্লোরেন্সে নিয়ে যাবার জন্য একটি প্রাইভেট প্লেনের ব্যবস্থা করেছি। উনার টেম্পোরারি ট্রাভেল ডকুমেন্ট প্লেনেই আছে।"

সন্তুষ্টচিত্তে মাথা নেড়ে সায় দিলো সিনস্কি। "আর যেসব বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি?"

"কাজ শুরু হয়ে গেছে। যতো দ্রুত সম্ভব প্যাকেজটা শিপমেন্ট করে দেয়া হবে।"

লোকটাকে ধন্যবাদ জানালে সে টারমার্কে দাঁড়ানো প্লেনের দিকে এগিয়ে গেলো। ল্যাংডনের দিকে ফিরলো এবার। "আপনি নিশ্চিত আমাদের সাথে যাবেন না?" ক্লান্ত হাসি হেসে সাদাচুলগুলো কানের পাশ থেকে সরিয়ে দিলো সে।

"পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমার মনে হচ্ছে না," ঠাট্টারছলে বললো ল্যাংডন, "একজন আর্ট প্রফেসরের খুব বেশি কিছু করার আছে ওখানে।"

"আপনি অনেক কিছু করেছেন," বললো সিনস্কি। "কতোটা করেছেন আপনি জানেনও না।" সিয়েনার দিকে ইঙ্গিত করলো। একটু দূরে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সি-১৩০ বিমানটি দেখছে সে।

"তাকে বিশ্বাস করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ," শান্তকণ্ঠে বললো ল্যাংডন। "আমি বুঝতে পারছি এ জীবনে খুব বেশি মানুষ তাকে এভাবে বিশ্বাস করে নি।"

"আমার মনে হয় সিয়েনা আর আমি একে অনের‍্য কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবো।" হাতের তালুটা মেলে ধরলো সিনস্কি। "ঈশ্বর আপনার সহায় হন, প্রফেসর।"

"আপনাকেও," হাত মেলাতে মেলাতে বললো ল্যাংডন। "জেনেভাতে

আপনার মিশন সফল হোক, এই কামনাই করি।"

"এরকম কামনা আমাদের খুব দরকার এখন," কথাটা বলেই সিয়েনার দিকে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করলো। "বিদায়ের আগে আপনারা দু'জন কিছুক্ষণ কথা বলেন। কথা বলা শেষ হলে ওকে পাঠিয়ে দিয়েন প্লেনে।"

সিনস্কি টার্মিনালের দিকে যেতে যেতে উদাসভাবে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দু'টুকরো ভাঙা নেকলেসটি বের করে আনলো।

"এই রড অব আসক্লিপাসটি হাতছাড়া করবেন না," পেছন থেকে বললো ল্যাংডন। "এটা মেরামত করা যাবে।"

"ধন্যবাদ আপনাকে," হাত নেড়ে বললো সিনস্কি। "আশা করি সবকিছুই মেরামত করা যাবে।"

জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের রানওয়ের বাতিগুলো দেখছে সিয়েনা। কুয়াশার মধ্যে কেমন ভুতুরে দেখাচ্ছে ওগুলো। দূরের কন্ট্রোল টাওয়ারের উপরে তুরস্কের পতাকা দেখতে পেলো–লালের মধ্যে চাঁদ-তারার অটোমান সাম্রাজ্যের সিম্বলসহকারে–এই আধুনিক যুগেও সেটা উড়ছে।

"কি ভাবছো?" তার পেছন থেকে গম্ভীর একটা কণ্ঠ বলে উঠলো।

ঘুরে তাকালো সিয়েনা। "ঝড় আসবে মনে হচ্ছে।"

"আমি জানি," শান্তভাবে বললো ল্যাংডন।

দীর্ঘক্ষণ ধরে তারা কোনো কথা বললো না। "তুমি আমাদের সাথে জেনেভাতে গেলে ভালো হতো।"

"আমারও ভালো লাগতো," জবাবে বললো ল্যাংডন। "কিন্তু ওখানে তুমি খুব ব্যস্ত থাকবে। ভবিষ্যতে কি করতে না হবে সে নিয়ে অনেক আলোচনা করবে। আমার মতো বুড়ো প্রফেসরের সঙ্গ দরকার নেই তোমার। সে শুধু তোমার চলাফেরার গতি কমিয়ে দেবে।"

কথাটা সিয়েনা বুঝতে পারলো না বলেই মনে হলো। "তুমি মনে করো আমার জন্য তুমি একটু বেশি বয়স্ক হয়ে গেছো?"

জোরে হেসে উঠলো ল্যাংডন। "সিয়েনা, আমি অবশ্যই তোমার জন্য অনেক বেশি বুড়ো!"

একটু বিব্রত হলো সে। "ঠিক আছে...তবে তুমি জানবে আমাকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে।" অল্পবয়সী মেয়েদের মতো কাঁধ তুললো সিয়েনা। "মানে...তুমি যদি আমাকে কখনও দেখতে চাও আর কি।"

হেসে ফেললো সে। "আমার খুব ভালোই লাগবে।"

এরপর তারা দু'জন আবারো চুপ মেরে গেলো। দু'জনের একজনও বুঝতে পারলো না কিভাবে বিদায় জানাবে।

আমেরিকান প্রফেসরের দিকে চেয়ে থেকে এমন একটি আবেগ অনুভব করলো সিয়েনা যেটার সাথে সে মোটেও অভ্যস্ত নয়। হুট করে সে পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে তার ঠোঁটে চুমু খেলো। একটু সরে যেতেই দেখা গেলো তার দু'চোখ ভেজা। "আমি তোমাকে অনেক মিস করবো," ফিসফিসিয়ে বললো।

আন্তরিকভাইে হাসলো ল্যাংডন। জড়িয়ে ধরলো তাকে। "আমিও তোমাকে অনেক মিস করবো।"

তারা একে অন্যেকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জড়িয়ে ধরে রাখলো, যেনো কেউ কাউকে ছেড়ে যাবে না।

অবশেষে ল্যাডন কথা বললো। "একটি প্রাচীন প্রবাদ আছে...এটা দান্তে এটা প্রায়ই বলতেন..." একটু থামলো সে। " 'আজকের রাতটাকে মনে রেখো...কারণ এটাই চিরকালে সূচনা করবে।' "

"ধন্যাবাদ, রবার্ট," চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো এবার। "অবশেষে আমার মনে হচ্ছে এ জীবনের একটি লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছি।"

ল্যাংডন আবারো কাছে টেনে নিলো তাকে। "তুমি সব সময় বলতে এ পৃথিবীকে রক্ষা করতে চাও। মনে করো এটা তোমার সেই সুযোগ।"

আলতো করে হেসে ঘুরে দাঁড়ালো সিয়েনা। অপেক্ষমান সি-১৩০ বিমানের দিকে এগিয়ে যাবার সময় এখন পর্যন্ত যা ঘটেছে...যা ঘটছে...এবং সম্ভাব্য যা ঘটতে পারে, সবকিছু বিবেচনা করে দেখলো সে।

আজকের রাতটাকে মনে রেখো, নিজেকে বললো সে। *কারণ এটাই চিরকালে সূচনা করবে।*

বিমানে ওঠার সময় সিয়েনা মনে মনে প্রার্থনা করলো, দান্তের কথাটা যেনো সত্যি হয়।

অধ্যায় ১০৪

বিকেলের ম্রিয়মান সূর্যটা হেলে পড়ছে পিয়াজ্জা দেল দুমো'র উপর, গিওত্তো'র বেল টাওয়ারের সাদা টাইলগুলো চকচক করছে, আর ফ্লোরেন্সের চমৎকার সান্তা মারিয়া দেল ফিওরি ক্যাথেড্রালের উপর ফেলেছে দীর্ঘ ছায়া।

ইগনাজিও বুসোনির শেষকৃত্য সবেমাত্র শুরু হয়েছে, রবার্ট ল্যাংডন আস্তে করে ক্যাথেড্রালের ভেতরে ঢুকে একটা সিটে বসে পড়লো। ইগনাজিও বুসোনিকে এরকম একটি ব্যাসিলিকায় স্মরণ করা হচ্ছে ভেবে খুশিই হলো সে। এই স্থাপনাটি দীর্ঘদিন ধরে তিনি দেখভাল করে গেছেন বিশ্বস্ততার সাথে।

বাইরের দিকটা জমকালো হলেও ফ্লোরেন্সের এই ক্যাথেড্রালটির ভেতরের সাজসজ্জা খুবই সাদামাটা আর জৌলুসহীন। তাসত্ত্বেও আজকে মনে হচ্ছে ভেতরের স্যাঙ্কচুয়ারিটি যেনো উৎসবমুখর।

ইটালি সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, বন্ধুবান্ধব আর শিল্পকলা জগতের অনেকে এসেছে তাদের প্রিয় *ইল দুমিনো'*কে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে।

মিডিয়াতে তার মৃত্যু সংবাদটি এসেছে অন্যভাবে। বুসোনির প্রিয় কাজ ছিলো গভীর রাতে দুমো'র চারপাশে একটু হাটাহাটি করা, আর সেই কাজটি করার সময়ই তিনি মারা যান।

অবাক করা ব্যাপার হলো শেষকৃত্যের আবহটি শোকাবহ নয়। বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী আর পরিবারের লোকজন হাসি-ঠাট্টার সাথে বলাবলি করছে বুসোনি খুব ভালোবাসতেন রেনেসাঁর শিল্পকলা। আর তার নিজের জবানিতে প্রিয় জিনিস নাকি ছিলো বোলোনিস স্প্যাগেটি আর লালচে *বুদিনো*।

শেষকৃত্যের পর শোকার্ত ব্যক্তিবর্গ তার স্মৃতিচারণ করতে শুরু করলেও ল্যাংডন দুমোর ভেতরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। ইগনাজিও যেসব চিত্রকর্ম দেখে মুগ্ধ হতেন সেগুলো দেখে গেলো সে...ডোম তথা গম্বুজের নীচে ভাসারির *লাস্ট জাজমেন্ট*, স্টেইন্ড-গ্লাসের জানালায় দোনাতেল্লো আর গিবার্তির কর্ম। উচ্চেলো'র ঘড়ি, আর যে জিনিসটা প্রায় দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, মেঝের সেই মোজাইকের কারুকাজ।

এক সময় ল্যাংডন দেখতে পেলো সে দাঁড়িয়ে আছে খুবই পরিচিত একটি মুখের সামনে–এই মুখটি আর কারোর নয়, দান্তে অলিঘিয়েরির। মিচেলিনোর কিংবদন্তীতুল্য ফ্রেসকো, যেখানে কবি দাঁড়িয়ে আছেন পারগেটরির পর্বতের সামনে, দু'হাত বাড়িয়ে রেখেছেন তিনি, নিজের মাস্টারপিস *দ্য ডিভাইন কমেডি* নিবেদন করছেন।

ল্যাংডন না ভেবে পারলো না, দান্তে যদি জানতে পারতেন কয়েক শতাব্দী পর তার মহাকাব্য থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কেউ এমন ভয়ঙ্কর কাজ করবে তখন তার কেমন লাগতো। তিনি কখনও দুঃস্বপ্নেও এমনটি ভাবেন নি।

তিনি অমর জীবনের সন্ধান পেয়েছেন, ভাবলো ল্যাংডন। খ্যাতি নিয়ে প্রাচীন গ্রিকের এক দার্শনিকের মন্তব্যটি স্মরণ করলো সে। *যতোদিন লোকজন তোমার কথা বলবে ততোদিন তুমি মরবে না।*

সন্ধ্যার দিকে হোটেল ব্রুনেলেশিতে ফিরে এলো সে। রুমে ঢুকেই দেখতে পেলো বিশাল সাইজের একটি প্যাকেট।

অবশেষে প্যাকেজটা এসে পৌছেছে। সিনস্কিকে এটা পাঠাতে বলেছিলো সে।

বাক্সটা খুলে অবাক হলো ল্যাংডন। দারকারি জিনিসগুলো ছাড়াও আরো কিছু আছে তাতে। মনে হচ্ছে এলিজাবেথ সিনস্কি নিজের প্রভাব খাটিয়ে এটা করতে পেরেছে। ল্যাংডনের নিজের শার্ট, খাকি প্যান্ট আর হ্যারিস টুইড জ্যাকেট। সবগুলো পরিস্কার করে ইস্ত্রি করা। এমনকি তার জুতোটা পর্যন্ত পাঠানো হয়েছে। তার মানিব্যাগটাও দেখতে পেলো বাক্সের এককোণে। কিন্তু একটা জিনিস দেখে তার আনন্দের সীমা রইলো না।

আমার মিকি মাউস হাতঘড়ি।

ঘড়িটা হাতে পরে নিলো সে। তার কাছে মনে হলো এবার পুরোপুরি নিজেকে ফিরে পেয়েছে।

একটা ছোট্ট প্যাকেট হাতে নিয়ে হোটেল থেকে আবার বেরিয়ে গেলো। হেটে হেটে চলে এলো পালাজ্জো ভেচ্চিও'তে।

ওখানে এসে সিকিউরিটি অফিসে ঢুঁ মেরে দেখলো মার্তা আলভারেজের সাথে দেখা করার জন্য একটা লিস্টে তার নাম আছে। তাকে সরাসরি হল অব ফাইভ হান্ড্রেড-এ নিয়ে যাওয়া হলো। এখনও প্রচুর সংখ্যক পর্যটক আছে সেখানে। ল্যাংডন একেবারে ঠিক সময়েই এসেছে। প্রবেশপথের কাছেই মার্তার সাথে তার দেখা হবার কথা, কিন্তু সেখানে কাউকে দেখতে পেলো না।

পাশ দিয়ে যেতে থাকা এক ডোসেন্টকে ডাকলো।

"স্কুসি? দোভ পাস্সো ত্রভারে মার্তা আলভারেজ?"

চওড়া হাসি দিলো ডোসেন্ট। *"সিনোরা আলভারেজ?! উনি তো এখানে নেই! উনার একটা বাচ্চা হয়েছে! কাতালিনা! মলতো বেল্লা!"*

মার্তার বাচ্চা হয়েছে শুনে খুশি হলো ল্যাংডন। *"আহ...চে বেল্লো,"* জবাব দিলো সে। *"স্তুপেন্দো!"*

ডোসেন্ট চলে যাবার পর ল্যাংডন ভাবলো যে প্যাকেজটা নিয়ে এসেছে সেটা এখন কী করবে।

চট করেই একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললো সে, চলে গেলো দোতলায়, পালাজ্জোর জাদুঘরে। সতর্ক থাকলো সিকিউরিটি গার্ডরা যেনো তাকে দেখে না ফেলে।

জাদুঘরের একটি নির্দিষ্ট জাগায় এসে দাঁড়ালো ল্যাংডন। এটাকে বলে *আন্দিতো*। একটু অন্ধকারাচ্ছন্ন, সাইনে লেখা আছে : কিউসো/ বন্ধ।

সাবধানে আশেপাশে তাকিয়ে প্যাকেটটার ভেতর থেকে প্লাস্টিকে মোড়ানো একটা জিনিস বের করে আনলো সে। প্লাস্টিকটা খুলে ফেলার পর দেখা গেলো দান্তের মৃত্যু-মুখোশটি তার দিকে আবারো চেয়ে আছে। ভেনিসের ট্রেনস্টেশনের লকারে রাখা ছিলো এটা। একেবারে অক্ষত আছে। শুধুমাত্র পেছনে সর্পিল বৃত্তাকারে একটি কবিতা লেখা আছে এখন।

অ্যান্টিক ডিসপ্লে কেসটার দিকে তাকালো ল্যাংডন। *দান্তের মৃত্যু-মুখোশটি সামনের দিকে মুখ করে রাখা হয়...পেছনের কবিতাটা কেউ খেয়ালই করবে না।*

সতর্কতার সাথে মুখোশটি কেসের ভেতরে আগের জায়গায় রেখে দিলো সে।

কেসটা বন্ধ করে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে দেখলো ল্যাংডন। *অবশেষে আবার ফিরে এসেছে।*

ওখান থেকে চলে আসার সময় বন্ধ লেখা সাইনটা নিজেই সরিয়ে দিলো। গ্যালারি দিয়ে যাবার সময় এক তরুণী ডোসেন্টের সাথে যেচে কথা বললো সে।

"সিনোরিনা?" বললো ল্যাংডন। "দান্তের মৃত্যু-মুখোশের উপরে যে বাতিটা আছে সেটা জ্বালানো দরকার। অন্ধকারে মুখোশটি দেখতে খুব সমস্যা হচ্ছে।"

"আমি দুঃখিত," তরুণী বললো। "ওটা প্রদর্শন করা হচ্ছে না। ওখানে আর দান্তের মুখোশটি নেই।"

"আজব ব্যাপার," অবাক হয়ে বললো ল্যাংডন। "আমি তো এখনই ওটা দেখে এলাম।"

তরুণী হতভম্ব হয়ে গেলো।

মেয়েটি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেলে ল্যাংডন আস্তে করে জাদুঘর থেকে বের হয়ে গেলো।

উপসংহার

বিস্কে উপসাগরের চৌত্রিশ হাজার ফিট উপরে ভরা পূর্ণিমায় আলিতালিয়ার একটি বিমান বোস্টনের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিচ্ছে।

ভেতরে *দ্য ডিভাইন কমেডি*'র একটি পেপারব্যাক সংস্করণ নিয়ে বসে আছে রবার্ট ল্যাংডন। কাব্যগ্রন্থটির *তেরজা রিমা* ছন্দের সঙ্গি হয়েছে জেট ইঞ্জিনের গমগমে আওয়াজ, প্রায় সম্মোহিত করে ফেলছে তাকে। দান্তের শব্দগুলো যেনো পৃষ্ঠা থেকে উপচে পড়তে চাইছে।

ল্যাংডনের মনে হচ্ছে এ কথাগুলো যেনো তার জন্যই লিখেছেন কবি। সে বুঝতে পারছে দান্তের কবিতা নিছক নরকের দুর্দশার বিবরণ নয়, বরং এ যেনো সঙ্কট আর চ্যালেঞ্জ সহ্য করার মানুষের শক্তিশালী চেতনার এক অনবদ্য বিবরণ।

জানালার বাইরে পূর্ণিমার চাঁদটাকে দেখতে পেলো সে, চারপাশটা কেমন স্বর্গীয় বলে মনে হচ্ছে। সেদিকে চেয়ে থেকে বিগত কয়েকদিনের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়গুলো ভুলে গেলো ল্যাংডন।

নরকের সবচাইতে অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গাটি তাদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে যারা ভালো আর মন্দের সংঘাতের সময় নিজেদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখে। ল্যাংডনের কাছে কথাটার মানে আর কখনও এতো বেশি পরিস্কারভাবে উদ্ভাসিত হয় নি : *বিপদের সময় হাতপা গুটিয়ে বসে থাকার মতো বড় পাপ আর নেই।*

ল্যাংডন জানে লক্ষ-লক্ষ মানুষের মতো সে নিজেও এই অপরাধে অপরাধী। এরকম পরিস্থিতিতে অস্বীকৃতির বৈশ্বিক মহামারি শুরু হয়ে যায়। নিজের কাছে প্রতীজ্ঞা করলো সে, এ কথাটা কখনও ভুলে যাবে না।

বিমানটি পশ্চিম দিকে ছুটে চলতে শুরু করলে দু'জন মহিলার কথা ভাবলো সে। ওরা এখন জেনেভায় মিটিং করছে ভবিষ্যতের করনীয় নির্ধারণ করতে।

জানালার বাইরে সারি সারি মেঘের দল জমাট বাধতে শুরু করছে, ঢেকে দিচ্ছে আলোকিত চাঁদ।

নিজের সিটে আরাম করে বসলো রবার্ট ল্যাংডন, বুঝতে পারলো ঘুমানোর সময় হয়েছে। মাথার উপরের বাতিটা নিভিয়ে দেবার পর আবারো জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো।

এইমাত্র নেমে আসা অন্ধকারে বদলে গেছে পৃথিবী। আকাশে চমকাচ্ছে অসংখ্য তারায় খচিত একটি নক্সীকাঁথা।

. . .